



উপক্রমণিকা।

হেমচন্দ্রের জীবন-বুরুত্তি লিখিবার সময় বোধ হয় এখনও হয় নাই। সন্তবতঃ আমাদিগের অপেকা অধিক-ভাগ্যবান কোন বাজিউপরুক্ত সময়ে, উপকরণাদির সংগ্রহ করিয়া
এই মহাক্রির সঙ্গীর আলেখ্য বঙ্গদেশবাসীকে
উপহার দিবেন। এখন কবি জীবিত না থাকিলেও ক্রির অনেক বন্ধু ও আত্মীয় ব্যক্তি এখন ও
আছেন, এখন তাঁহাদিগের নিকট তর্গগ্রহ
করিতে পারা যায়; স্থতবাং ভারী জীবনচরিত-লেগকের উপকরণ-সংগ্রের ইহাই প্রশন্ত

এই প্রবন্ধে আমবা কবির পরিচয় সংক্ষেপে

কিয়া কবির কতকগুলি গুলের পরিচয় কিব।

কেলা হুগলীর অন্তঃপাতী গুলিটা নাম চ
গ্রামে মাতুলালমে কবিবর হেন্যক্রের জন্ম
হয়: উত্তরপাড়ার ৮০ কনাদ্যক্র বিল্যা

পাগ্যায় ই হার পিডা। হেমচক্রই ইহার
কোষ্ঠ পুত্র। হেমচক্র ভবানীপুরে বিবাহ
করেন ও বিদিরপুরে আসিয়া বাদ করেন।

হিন্দুকলেজ ও প্রেসিডেনিল কলেজে তাঁহার

ইংরাজী শিক্ষা হয়। তিনি জুনিয়ম ও সিনিয়র রিভি প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে বিয়য় কর্মে
মনোনিবেশ করেন, শেষে নব প্রতিষ্ঠিত বিহাবিভালয়ের বি, এ, বি এশ পরীক্ষায় উত্তীর্ন
ইইয়া ওকালতি কবিতে প্রবত্ত হন।

হেম্ডক্ত কয়েক মাদের জন্ত মূল্যেক হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের

বলবতী স্থ্যায় তাঁহার সে কার্য্যে অন্তর্মাণ জন্মিল না। ১৮৬২ খুষ্টান্দে কলিকাতা হাই-কোটে তিনি ওকালতি আরম্ভ করেন। পৃদ্ধাপান বাব্ অন্তর্মাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদর-গ্রহ-গাম্ভে তিনিই হাইকোটের প্রধান প্রবর্ণমেন্ট প্রীডার হইমা প্রম সন্থান ও গৌরবের সহিত সেই কার্য্য করিতেছিলেন। শেষে নেত্ররোগেই তাঁহার ছর্দার ক্র্পাত হইল।

হেমচলের মত উনারচরিত বাজি জগতে হুলিত। তাঁহার স্থাময়ে তিনি ভূতাদিগের প্রতিপ্ত স্থানের প্রবিশ্বন প্রাথম ব্যবহার করিজেন। আপনি যে উৎকৃত্ত দ্বা যে পরিমাণে গাইতেন, তাঁহার ভূতোরাও তাহাই সেই পরিমাণে গাইতে পাইত। পরীর উন্নাদ রোগের জন্ম এবং কোন আত্মীয়ের একটা মোকদনার প্রাণ-মান রক্ষার্থ তাহার যে পরিমাণে অর্থ বায় হইয়াছে, তাহা শুনিশে, বিশ্বিত হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় সহসা রোগসঞ্চারে উপার্জনের পথ বর হইলে, যেরূপ অর্থাভাব ঘটে, দৈব হর্মিশাকে বঙ্গীয় কবিকুল-শিরোমাণরও সেই ছর্মণা ঘটকা। এ সকল কথা, বলিতে ও ভাবিতে হার বিশীর্ণ হয়, স্থত্বাং সংক্ষেপেই কবির হ্রথত্বা বর্ণিত হইল।

জীবদশার শেষভাগে মিলটনের স্তায় তিনিও অন্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজ কবি তাঁহার স্তায় দাবিদ্যে ক্টপ্রাপ্ত হন নাই। শেষ জীবনে সম্বন্ধ ক্তিপন্ন ব্যক্তির অর্থ-দাহায়া ও ইংবাজ-রাজের অত্থাহনত মাদিক বৃত্তি ভিন্ন তাঁহার জীবি দানির্বাহের গত্যস্তর ছিল না।

e

" আর্থ্য-সাহিত্য সমিতি " নামবারী কতিপয় সদমহীন ব্যক্তি গ্রন্থাবদীর প্রতাবে আর্থ-সংগ্রহ করে এবং কবিকে বঞ্চিত করিয়া ও আদাদতে আপনাদিগকে যোত্রহীন বলিয়া নিস্কৃতি প্রাপ্ত হয়। ইতঃপুর্দেষ কবি কথনও গ্রন্থের আয় স্বয়ং গ্রহণ করেন নাই। শেষে এই আয়ের উপর তাহাকে নির্ভর করিতে ইইয়াছিল।

এ বিষয়ে হিতবালীতে বর্ত্তমান সংস্করণের প্রেচারককে এই রূপ লিখিতে ইইমাছিল;—

১৩০৬ সালে কবিবর হেম বাবু তাঁহার গ্রহ-মত্ত্র ব্যক্তি বিশেবকে পাঁচ শত টাকা মলো বিক্রয় করিতেছেন এবং উঁহেরি জ্মাথিক অবস্থা অতান্ত শোচনীয়, এই সংবাদ তাঁহার জোষ্ঠ পুত্র যথন আমাকে জানাইলেন, তথন আমি হেম বাবুকে এ সম্বন্ধে পত্র লিপিয়া অন্ত প্রকার বন্দোবস্ত করিবার প্রামর্শ প্রদান করি। ইহার ফেনে ক্রমে আমার সহিত এই চুক্তি হয় যে, আমি সাধারণের নিকট হটতে অনান চই হাজার টাকা তাঁহাকে পুত্রক বিক্রয় ক্রিয়াই তুলিয়া দিব, অধিক তুলিতে পারি ভালই, নচেং ছই হাজার টাকার দায়ী আমি থাকিব। গ্রন্থ বহু হেম বাবুবই থাকিবে, তবে আমি যগন যত ইন্ছা গ্ৰন্থ চাপিয়া বিক্রম করিতে পারিব। এই মধিকার ভিন্ন আমার নিজের আর কোন অধিকার থাকিবে না। হেম বাব নিজেও ষত ইচ্ছা পুত্তক ছাপিতে, বা মতাকে ছাপিবার মধি-কার দিতে পারিবেন, তবে প্রথম দেড় বৎসরের মধ্যে তিনি ক্লপাঠ্য কবিতাবলী

ভিন্ন আব কিছু ছাপিবেন না, বা ছাপিবার অধিকার অন্তকে দিবেন না। ইত্যাদি মর্ম্মে স্বৰ্গীয় কবির সহিত আমার চুক্তি হয়। যে হই সহস্ত্র মুদ্রার দায়িত্ব আমি লইয়া-ছিলাম, পুন্তক মুদ্রান্তনের পূর্বেই তাঁহাকে সেই প্রতিশত মুদ্রা প্রধান করি, ও শেষে ইহার কত অদিক দিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহা হেম বাবু ও তাঁহার বন্ধ্বর্গ অবগত ছিলেন। ইহাই গ্রন্থানী বিতরণের প্রকৃত্ত ইতিবৃত্ত ।

দ্বিদ্ধ অবস্থাতেও কবিব স্থান উন্নত ছিল। "ভিগানী হইয়াও তিনি প্রস্থোই উপস্থাৰ বিষয়ক হিলাব দেখিতে চাহেন নাই, এফ দিনও দেখেন নাই। এবিষয়ে হিত-বাদীতে লিখিত হইয়াছে—

''হিদাব পরীকার জন্ত আমরা হেম বাবুকে বার বার বিরক্ত করিয়াছিলাম। প্রথম অন্ধ-রোধের উত্তরে তিনি দেখিতে অস্বীকার করিলে, আমি তাঁহাকে হিদাব পরীক্ষা করিবার জন্ত লোক পাঠাইতে বলি, এবং তাঁহাকে শেষ টাকার ভগ্নাংশ পূর্ণ করিয়া আরও এক হাজার টাকা বিব বলি। তাহাতে তিনি ১৩০৭ শালের ২৫ শে আমাত আমাদিগকে এক থানি শত্রে এইরূপ লিথিয়াভিলেশ—

আর আপনি এক জন লোক পাঠাইর। বালা হিসাব প্র বেলি চব কথা বলিপ্তালিন তাহার কিছুমার প্রচাজন নাই। আপনার কথার অধার বাপুর্ব বিধান আছে আপনি বলিপ্তা নির্মাহন যে, এবাবতে আমাকে আর এক হাজার টাকা কিতে পারিবেন, এই কথাই আমার যথেই। জ্বলীবর আপনার মঙ্গুল কঙ্গুল ও আপনাকে দীর্বজ্বীরী করুব, স্বিপ্তিকেরণে, আমি ইহাই প্রাপ্তান করি।

এই টাকাও আমি তাঁহাকে গিয়া দিয়া আগি। এবিষয়ে যদি**ও** তিনি "ধাহা প্রাপ্য" ভাষা পাইরাহেন স্বীকার করেন তথাপি আমার মনের তৃত্তি হয় নাই। আমি ইত্র বহু পরেও হিসাব পরীকার জন্ম ভাঁহাকে বিনয় সহকারে অন্তরোধ করি। ভাহাতে তিনি ১৩০৯ সালের ১৪ই বৈশার আ্যাকে এইরূপ লিখ্যা পাঠান—

"এ হতভাগা দীনধীন অংজর আপনি বিস্তর উপকার করিয়াছেন, শুজ্ঞ চির্ফুতফ্টভাপাশে আবদ্ধ আছি ও থাকিব। অন্তর্গানী ভগবানই জ্বানেন বে, আপনার প্রতি আমার মনের ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণা হর নাই, তবে কেন বে আমার প্রতি আপনার চিঙ সালিত ঘটিরাছে, তাহা বলিতে পারি না। কিছু দেই জ্বলু নর্মান্তিক ছংগিত আছি । যদি কথন আপনার মহিত সাক্ষাং হয়, তাহা ইউলে সকল কথা নিবেদন করিব এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিব। জ্বলীম্বর সর্ব্ধেশ্রমানে আপনার মন্ত্র করন ইহাই এ দীনধান অংজর আথনা। এই প্রার্থনা করা

আপনার অনুগত ও আপ্রিত শ্রীতেনচন্দ্র বন্দ্রোপাধার।

ইহার পরে এ সম্বন্ধ সার পীড়াপীড়ি করা অসাধ্য বলিয়া আমি হিনাবের কথা মুখে আনি নাই।

হেন বাবু নিজ গুণে প্রতিপজেই বিনয়
প্রকাশ করিতেন, এ অবনের সহিত টেক্টবুক
কমিটর কথা, গ্রব্দেটের বৃত্তির কথা ও
অস্তান্ত অনেক কথার আলোচনা করিতেন,
আমার অকিঞ্চন্দর প্রাম্প নিজ্পুণে গ্রহণ
ক্রিতেন। নিম্লিখিত পত্রে এ বিষয়ের
আভাস পাইরেন—

"একটা বার পর। করিছা এ দীনতানের বাটাতে বাদি পদাপন করেন, ভাগা হাইলে কুতার্য হাই। আপুনার সমরের একবিন্দুও বে কত মুলাবান, ভাগা আদি জ্বানি কিন্তু কি করিব, ভগবান্ আনাকে একেবারে মৃত-প্রার করিয়া রাখিয়াছেন, আপুনি দল্লা না করিবলে আমার কিন্তুই করিবার সাধা নাই। কর্যোড়ে প্রার্থনা করিব তেগিখে, দল্গা করিলা থ নিনিটেক্ক জ্বন্তু একটাবার দেখা দিবেন। একটা বিষয়ে আপুনার উপদেশ লওক্ষা নিতান্ত আবশুক হইরাছে এবং আপনার সহিত সালাং না হইলে সে উপদেশ পাইতে পারির না, সেই জ্ঞাই এরশ আশ্র-হের সহিত আপনাকে একটু কঠ থাকার করিবার জ্ঞা অপুনর করিতেছি । আনি বঢ় হতভাগা ! নিজ মাহায়ে। এই কথা প্রবণ করিলা আনার প্রতি দল্লা করিবেন। আনি আপনার একান্ত অমুবত এবং দলার পার। কোন অপরাধ করিলা থাকি, তাহা মার্জনা করিবেন। অধিক আর কি লিখিব উতি—

> জাপনার বশংবদ জীংহনচন্দ্র বন্দোপাধার।

আর একখনি প্রে তিনি এইরূপ লিখিরাতেন —

"আনার শরীর ক্রমণঃ ক্ষয় আগু হইটেছে, এই

ক্ষাই ইহা লিখিয়া আগনাকে বিরক্ত করিনান।
কবে আানতে পারিবেন, অনুষ্ঠ করিয়া আনাকে
একখানি পোইকার্ড লিখিয়া জানাইলে বারপর নাই

হণী হইম। মরিবার পূর্বের মত্তরার আগনার সাহত
সাক্ষাই হয়, তত্তই আমার পক্ষে হ্য ও সৌতাপের
বিনয়। অধিক আর কি নিখিব।

জাপনার আশ্রেড। শ্রীহেনচন্দ্র বন্দোপাধার।

এত সেং, এত বিনয়, এত সৌজ্ঞ, আমি এ জন্মে ভূলিতে পারিব না। এরূপ বহুসংখ্যক পত্র আমার নিকটে আছে—জনসমাজে সে গুলির প্রসার করা আমার অনভিপ্রেত। যাহা প্রকাশ করিলাম, তাহাও আমার ইজ্লার বিরুদ্ধে। তিনি জীবিত থাকিলে এজন্য আমি ক্ষা প্রার্থনা করিতাম।

কবির অন্যতম বন্ধু সার রুমেশচক্র মিত্র মহাশরের মৃত্যু উপদক্ষে ছঃথ প্রকাশক কবিতাই তাঁহার জীবনের শেষ রচনা।

বনীর ১৩১০ সালের ১০ই জোন্ন তিন্টী
পুত্র ও একটা কনা রাখিয়া, বায়ুরোগপ্রস্তা,
পুত্র কন্তা বিযোগবিধুরা পদ্মীকে শোক-লাগরে
ভাসাইয়া, কবি নশ্বর দেহ পরিভাগি করেন।
এক বংসরের মধ্যেই তাঁহার মরাম পুত্র প্রভুলতক্ত ও হতভাগিনী বিধ্বা শ্রীমতী
কামিনী দেবী কাসগ্রাসে পতিত ইইয়াছেন। কবির মৃত্যুকালে তাঁহার পাঁচ

পৌত্র এবং বিধবা পুত্রবন্ত্ত দৌহিত্রাদি বর্তন্যান ছিলেন।

যদি কথনও, হেন্ডক্রের জীবন-র্ত্তান্ত উপযুক্ত ভাবে দিনিত হয়, ত:হা হইলে আমরা লেখককে জ্ঞাতব্য অনেক কথা জানাইতে পারি। এসংক্ষিপ্ত বিবরণে সে সকল কথার উল্লেখ শোভা পাইবে না।

-*-

কবিত্বে আত্ম-বিস্মৃতি।

একট্ন' অন্থাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা ধায়, কবির কট অপর সাধারণের প্রাণের কটের সমতুল্য হইলেও কবির অন্থ-ভবশক্তি প্রথবা বনিয়া তাঁহার হনমে অভ অপেক্ষা অনেক গুণে গুরুতর আহাত লাগে। বাহার ভাবিবার শক্তি আছে, মনুত্র করিবার হলম আছে, যিনি পরের বেদনা কলনাবলে আপনার মত অনুত্র করিতে পারেন—তিনি ঘরন আপন কটের বিদয়ে চিন্তা করেন, তথন তাঁহার উদ্লেশ-হলয়ে যে ক্ ভাবতরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত হয়, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা নিতান্তর অসম্ভব।

হেমচক্রের হৃদয় আইশশন পরের জন্ত কাঁদিয়াছে। কাঁদিয়াই তাঁহার জন্ম গেল। দেশের জন্ত কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি লেখনী ধারণ করিয়াহিলেন—এগনও তাঁহার দে বোদনের অবসান হয় নাই। তাঁহার মুখে— আর কি সে দিন্ হবে, জগং জুড়িয়া ধবে, ভারতের জয়কে হু মহাতেজে উড়িত। কবে কবি কালিদাস, শুনায়ে মধুর ভাষ, ভারতবাসীর মন নানারসে ভূষিত॥ ধবে দেব-অবতংস, রয়ু কুফু পাড়ুবংশ, ঘবনে করিয়া ধবংস ধরাতল শাসিত।

ভারতের পুনর্বার, সে শোভা হবে কি আর,
অধোধ্যা হস্তিনা পাটে হিন্দু যবে বসিত!
শুনিয়া অনেককে অতীতের শ্বরণে দীর্ঘ
নিষাস পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। হেমচক্রের উনার হুনয় শুদ্ধ শুদেশের জন্ত নহে,
বিদেশের জন্ত কাঁদিতে বিরত হয় নাই।
রোমের জন্ত, আরবের জন্ত, পারস্তের জন্তও
কবির হুনয় বিচলিত হইয়াছে। ফ্রাসী
ভূমির হুংথে—ভিনি বলিয়াছেন—

"ভোরো তরে কাঁদি আর ফরাসী জ্বননী,
কোনল কুত্য-জ্বাভা প্রফুরবদনী।
এত দিনে বুলি সতি, দিরিল কালের গতি,
হলে বুলি দশাইন ভারত যেমনি।
সভাজাতি—মান্দে তুমি সভাতার খনি।
হলে যবে সহাঁতলে, রোম দশ্ধ কালানলে,
তুমিই উজ্জ্ব করে আছিলে ধরনী,
বীরমাতা প্রভাময়ী সুচির গৌবনী।
ইংগা-ভাঙার ছিলে, কতই যে প্রমাবিলে,
শিল্প, নীতি, নৃত্যীত, চকিত অবনী,;
তোরো তরে কাদি সার ফরাসী—জ্বনী।"
পরের জন্ত পদে পদেই কবির প্রাণ

পবের জন্ম পদে পদেই ক্রির প্রাণ কাদিয়াছে—কিন্তু নিজের ছাবে, নিজের কষ্টে, ভাঁহার বিষাদ সম্ফিল্টার সীমা অতিন্ম করে নাই। তিনি বলিয়াছেন—

> কি হবে কালিয়া জ্বগৎ ছবিষ্কা।
> সবাবি এ দশা কিছু চিব নয় হ চিব্ৰ দিন কাবো নাহি বৃষ্ক স্থিৱ, চিব্ৰ দিন কাবো স্থান না যায়। কে পাবে বাহিতে অদৃষ্ট পুঝাল, ঘটেছে আনাব যা চিল কপালে কে পাবে ব গিতে বিধাতা কাদালে, বুখা তবে কেন কাদিয়া মবি ? এম ভাগবান্ কর বৈধা দান, কর শান্তিবয় অশান্ত প্রাধা। দৌভাগ্য অভাগ্য ভাবিয়া স্থান, বিজ্ঞ কর্ম্ম গেন সাধিতে পারি।

নেত্রহীন ও সঙ্গে সঙ্গে হোত্রহীন আমারি রঞ্জনী শেষ, হবে না কি ? হে ভবেশ, হহর। কবি যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই, এ কথা আমরা বলিতেছি না। তাঁহার বিবাদে পাষাণও গলিয়া ষায়, তিনি বিচলিত না হইলে মানব প্রকৃতিই বে অন্তর্জ্ঞপ হইত। অহ অবস্থায় তিনি লিখিয়াছেন—

অন্ধ অবস্থায় তিনি লিখিয়াছেন— বিভু কি দশা হবে আমার। একটা কুঠারাবাত, শিরে হানি অকস্মাৎ, যুচাইলে ভবের স্বপন-সৰ আশা চুৰ্ণ ক'রে, রাখিলে অবনী' পরে, চির দিন করিতে ক্রন্সর।। আমার সম্বল মাত্র, ছিল হস্ত পদ নেত্ৰ अश धन हिल नां এ छर्द, দে নেত্র করে হরণ. इतिरल महास धन, ভানাইছা भिल्न ভবाর্ণবে ॥ রাখিতে নাহিক কেউ कोलिएक निवानी एउँड, সদা ভারে পরাণ শিহরে. মনে পড়ে, পাই বংগা, যথনি আগের কথা भिवानिभि ५१क छन गाउ ।। नकनई स्टब्स ह हाता, কোথা পুত্র কন্তা দারা, গৃহ এবে হয়েছে শ্ৰণান, ভাবিতে দে সৰ কথা. হানরে দার্থণ বাথা, निवासाई दर्शि मूर्खिमान् ॥ मव युठाहरूल विधि, मानत्वत अभग कतित्व । वन विश्व भव होन. क'रत जात वाधियां दाथिता। জীবনে বাসনা যত. अञ्चलात्त्र पूर्वात्त्र अवनी ; না পাব দেখিতে আর, ভবের শোভা-ভাওার, চিব অন্ত্রিত দিনমণি॥ ध्या मूम्रा ख्ल ख्ल, অরণ: ভূমি অচল, नां थाकित्त किछूत(ह) विहात ॥ না রবে নরনে দৃষ্ট, তনোময় সব স্থ मगमिक् धात्र अन्नकात--

বিভু! কি দশা হবে আমার।।

পুলকিও করিবে সকলে,

সহজ্র কিরণ ঢালি,

व्यक्ति दिन जाः अभानी,

कानित नां रिपो कारत तरम ॥ আর না হধার নিকু, আকাশে দেখিব ইন্দ. প্রভাত শিশিরবিন্দু জ্বলে, শিশির বসস্ত কাল, আনে যাবে চিরকাল, আমি না দেখিব কোন কালে। বিহন্ত পতক্ষ নর, জগতের স্থাকর, তাও আর হবে না দর্শন. পাবনা দেখিতে নেত্রে, থাকিয়া সংসারক্ষেত্রে, मित कुला मानत तमन। পৃথিবীর সার সুখ, নিজ পুত্র কলা মুখ, তাও আর দেখিতে পাব না, অপূর্ম্ব ভবের চিত্র, থাকিবে শ্বরণে মাত্র, স্থপুরং মনের কল্পনা। कि माधनां मिन्न शत. কি নিয়ে থাকিব তবে, ভবলীনা খুচেছে আমার, বুথা এবে এ জ্বীবন, হর না কেন এখন, বুথ! রাখা ধরণীর ভার। কোথায় আশ্রয় পাই, धन नाई तकू नाई, ভূমিট হে আশ্রেমের দার. मकलि हतिहा निरम, জাবনের শেষ কালে প্রাণ নিয়া ছঃখে কর পার-বিভূ! কি দশা হ'বে আমার।

ন্॥ চক্ষ্ হারাইয়া, চিন্তাভরে অবসর হইয়া জরে নিলা চকুনিধি, ক্বিকে ব্লিতে হইতেছে—

প্রপ্রতিপালা দীন, সংহিছি অনেক দিন. স'ব আরে ক'ত দিন, থলো। দিনে বিনে ডুবি ছে পাথারে। সকলই করিলে ২৩ বিরে এ প্রাণ হরি, এ ছবে বুচাও, ইরি, এ বাতনা দি এনা'ক কারে ট

> তথাপি —,তিনি কলনার লী ায় আত্ম-িদর্জ্ঞান করেন— প্রকৃতির তরকে শোকতাপ বেল্বত হন—কোমুলীর কোমল প্রপ্রেশি আত্ম-হারা হন। এমবস্থাতেও তিনি গাইয়াছেন—

"কোখা যেন যাই চ'লে স্থাময় ভূমভূলে, দংস্যারের স্থল হুংখ নাহি খাকে গাবণে ॥" আবার স্থানান্তরে স্বভাব-দিদ্ধ ধৈর্য্য সহ-কারে বলিতেছেন—

> সকল (ই) ত গেছে সব ফুরারেছে। আর ত শিরিয়া পাব না তায়, তব্ও এখন (ও) শ্বতিগত স্থ, ভেবেও তাপিত ক্ষরি ফুড়ায়।

কবি আপনার সহিত বনবিট্পীর যে তুলনা করিয়াহেন, তাহা পাঠ করিলে এখনও প্রত্যেক সদস্য ২ জির নয়ন অশুসিক হয়।

> ভেব ঐ ভক্তীৰ কি দেশা এখন : বিরাজিত বননাঝে আলো দে কেমন! ছিল সুরমাল কাও, সুচাক গঠন, উন্নত শিখরে অল করিত ধারন. भाश भाशी हाति शास्त्र छैठि ह तक्यम. বিটপে আতপতাপ হলত বাবণ ৷ প্রিত তাহ'র তাল ছারা জুণীতল, ফুটত কেমন ফুল কিবা পরিমল। কতই লভিকা উঠে জন্মত গায়, ক এই প্ৰিক আছাত্ত গানিত তলার। बाहिका बालाउँ अत्य श्राबाद्य य-नम. হেলিয়া পড়েছে আজি প্রশি ভঙ্গা। क्षकारम्बद्ध क्षकार उद्ध निहेश श्रीवका, থদিয়া পড়েছে ভূমে আগ্রিত লতিকা। শুক্ষ ফল পুপা পড়ি ভ্রনিতে লুটারে। আনে পাশে নিগন্ধেরা 'উড়িরা বেডার, নিবাশ্রর ভগ্নীত নিকটে না বার। পথিক সতন্ত নেত্রে ভক্ত পানে চার. ছায়া বিনা কেই দেখা বনিতে না পায়. निकटि अभिहा किए कर ना में छात्र, भूति कथा व'तन व'तन भाष हान याता। দেশিয়া ভরুরে ভোরে প্রাণ কাদে মম. আভিল আমার(ও) আগে স্বই ডোর স্ম. শাখা শাখা ফল পুপা হবেন হ্রাণ, করেছি কতই জনে ফুক্তারা প্রদান। হেলিয়া আমার গার লভিয়া আলঃ, ক কই লতিকা লতা ছিল সে সময়, নিজ পর ভাবি নাই অন্ত উপার. বে, এনেছে আশা করে দিয়াছি তাহার,

এখন পনি হেলে পড়েছি ধরার। স্বগণ আগ্রিচ জ্বন কাঁপিয়া বেড়ায়, কে দেবে আনারে আজ্ব কিরাত্তে নয়ন, হের ঐ তর্কীর কি দশা এখন !

এই কবিতাগ মর্মনেলী স্ববে ধনি আমাদিপের ক্রম বিচলিত না হয়, তাহা ইইলে আর
কিলে ইইবে ? কবি পদে পদে আত্মবিশ্বত
হন বলিয়া কি কবির স্বদেশবাসীরা তাঁহার
কটের কথা বিশ্বত ইইবে ?

হেমচন্দ্রের প্রতিভা।

হেম বাবুর করিছে বৈতিয়োর যত সমাধেশ পরিল্ফিত হয়, োধ হয়, আমাদিগের আর কোন কবির বচনাতেই সেরূপ দেখা যায় না। উন্নত চরিত্রাঙ্কনে এবং কলনার উচ্চতায় ও ভাবের গভীরতায় হেম বাবর যেরূপ অতুৰ ক্ষমতা, প্রেমিক হন্ত্রের প্রতিকৃতি-প্রকাশে তাঁহার যে প্রকার অসাধারণ নৈপুণ্য, পরিহাস-রসি কতাতেও উ হার পারবর্শিতা সেই-রূপ অদিতীয়। ফণতঃ হেম বাবর সর্ধ-ব্যাপিনী প্রতিভা তাঁহার রচনার ছত্তে ছত্তে নেদীপামান, সহলয় ভাবক মাত্রেই তাহা হারম্বাস করিতে পারেন। তাঁহার **স্বদেশা**নুরাগ ষেরপ প্রাট, ধর্মতাবও তদত্তরণ মর্মপ্রাই ষে হত্তে তিনি সরস্তার প্রতিকৃতি ইন্দুর্নর অপূর্ম কোনগতা ডিত্রিত ক্রিয়'ছেন, সেই হন্তেই তিনি মহামেঘ-বরণা নুমুগুমালিনী কাগী মুর্ত্তিত মহাদেবীর সংহারময়ী মুর্ত্তির বিকাশ দেখাইয়াত্তন। যে হত্তে ভিনি শরীর অপুর্ব তেজোময়ী প্রতিকৃতি অন্ধিত করিয়া ভাবুক मखनीत्क विश्वक क्रियांट्सन, त्यहे हत्छ তিনি বাজিমাতের তাঁব শ্লেষ সংগঠিত করিয়া আমাদিলের অশেষ প্রকার নদোবে কঠোর

কটাক্ষণাতে ক্রটি করেন নাই। এরপ সর্বতো-মুখী কবিপ্রতিভা, আমাদিগের দেশ বলিয়া নহে. সমগ্র জগতেই বিরল। হেমচক্রের প্রতিভা मकन निरक्रे शतिक है इरेगा छैठियारछ।

হেমচন্দ্রের প্রতিভা কোন দিকে দেখিব ? নয়ন ভবিয়া ক্রমাগত দেখিয়াও ত আকাজ্জার তৃপ্তি হয় না! কোন দিকে চাহিব ৭ একবার ইন্বালার দিকে চাহিয়া দেশ, এমন স্বলতা-মাথা এমন উদার স্বভাব কোথায় দেখিয়াত ? কোমলতা মাথা শ্রবণ কর।

करह हेन्द्रवान।

ফেলি গাঁচ খাস

নের আদু অঞ্জলে.

"বীরপারী হায়

স্বার পুজিতা

সকলে আমার বলে

পতি বেংকা যার

তাহার অঞ্চর

কত যে সতত ভয় জানে নে ক'জন वीतभूती किरम इस !

ভাবে নে ক'জন

क उवात कड

করেডি নিবেধ

ग अव्यक्ति कि वृक्षश्री !

যশঃ ভুষা হার

মিটে নাকি তার

য়শঃ কি স্বান্ত এমন ! পল অনুপ্র

মম চিত্তে ভর

म 60 जल्द परि।

দে ভয় কি তাঁৰ

ना इब कान्यस

मगरवरी मांह महि।"

একদিকে এই কোমাতার চিত্র, অপর-मिटक के लिला व अर्थ. এक व वित्रा दिवाल কবিপ্রতিভার কি বৈচিত্রা পরিক্ষ্ট বোধ হয় : শতীকে যথন রতি, দৈত্যের অহাগ্রহ কারাম্ভিক কথা জানাইতে মাসিত্ত তান কারাক্রিষ্টা শোকনন্তপ্রা শরীর মনে কি ভাবের আবিষ্ঠাব হইন, তাহা যতবার পাঠ করা যায়, তত্রারই হেমনক্রের অসংধারণ চিত্রনৈপুণো আলুবিশ্বত »হইলা পড়িতে হয়। মুক্তিদানের প্রস্তাব প্রবণে শ্রীর অবস্থা একবার প্রত্যক্ষ করুন :---

ঝটকার আগে যথা গন্তীর আকাশ. পুলোম-খনির कशा--পুরন্দর-জারা তেমতি গল্পীর ভাব! ভাবিতে লাগিলা অনুসন্চলাবাকে: চিক্তিত অসতা! কভক্ষণ পরে-"না রতি" কহিলা ধীরে "নাবাৰী অসুর জলে জলিল ভোমায়। না ব্ৰিলে কামবন কাল ভুজ্ঞানী ঐশ্রিলার কটথেলা! ছণ্ডিবে আমার ? হে অন্স-সহত্রি! এ কথা কিরুপে ক্রব্রে আখ্রা দিলে ? যার তরে, চর ধরানানে পাঠাইরা কেশে ব্রাইরা আমায় আনিৰ হেখা, তার বাকা হেলি. দৈতাপতি ছাড়িবে শচীরে! কছ গুনি, কি ছগনে ভুলিলে এ ছলে ? মতা যদি ভাবিলে তা, বল বা কি রূপে - সুসংবার ভাবিলে ইহার ৪ রতি, গুভ সমাচার গুনাতে আমার যদি খনাইতে আজ: ভাগিত শচীর মাথ বাসব আপনি প্রবেশিকা আমহায় বহুতে মোচন क्रिड ভार्तात प्रथा किरवा श्रव मम क्षयु, क्रमगीःक्रम कतिया निःहन्य আসিছে বসিতে কোলে! তে অনক্রমে ! मही कि तम समारवह ज'कावह मामी. আদেশে ছটিবে ভার, বলিবে বেখানে ? মোচন করিতে আমা নাহি কি সে কেই, অকল অমরকুল থাকিতে খোনে ? নারতি, কর গে 'দতে;—চারি না উদ্ধার, সহিব এ কাৰাৰাদে অপেষ বস্ত্ৰা, প্তিঃত্তে বহু দিন মুক্তি নঙে ম্য !

हेश शार्व कतिरम हिरबंद सोनार्या. ভাবে গান্তীৰ্গো, কল্লনাৰ মহতে বিচলিত না হট্য কে থাকিতে পারে ? এই "টপ্পা श्रीठानी" - श्रीद्यां विड (मटम - क्यन मुख হেমচন্দ্র ভিন্ন আর কেহ দেগাইতে পারেন নাই। রঙ্গলাল স্রোত ফিরাইতে গিয়াছিলেন. মাইকেল স্রোত ফিরাইয়াছিলেন, কিন্তু হেমচন্দ্র ভিন্ন এরপ উচ্চ চিত্রের পূর্ণ বিকাশ
আর কাহারও কাবে। দৃষ্ট হয় না। কবি
প্রেতিভা বঙ্গীয় পাঠককে উচ্চ আদর্শে বিমোছিত করিতে যেরূপ অগ্রসর, তাহার মর্শ্বশর্পর্শ করিতেও ইহা তেমনই সমর্থ—হেমচল্লের ছত্রে ছত্রে ইহা পরিলক্ষিত হইবে।
মনের উক্তভা ও হন্দেরের পরিধি, এই সকল
চিত্রেই অভিব্যক্ত আছে।

হেমচন্দ্রের স্বদেশার্রাগ।

কবিবর হেমচল্র বদের সাহিত্যে থে আলৌকিক শক্তির সঞ্চার করিরাছেন ও করিতেছেন, জাতীয় চরিত্র গঠনে থেজপ সহায়তা করিয়াছেন, যে অক্ষয়কীর্ত্তি লাভে আপনাকে যথস্বী ও আপনার ভাষাকে জগৎ পূজিতা করিয়াছেন, আজি সেই সবল কথা মনে হটলে আর হেমচল্রের করেই কথা স্বরণ করিলে, পানাগের সদয়ও গলিং যায়। যিনি যৌবনের প্রাক্ত্রকালে স্বলেশ প্রথমে বিহরণ হইয়া "ভারত-সরীত" গাইভিলেন, উৎসাহ-বশে, আগ্রহ-সহকারে বিপ্রাছিলেন,—

"দেই আখ্যাবর্ত্ত এখনও বিস্তৃত্ত সেই বিন্ধ্যাত্য এগনও উন্নত্ত সে জাহ্ববী ব্যবি এগনও প্রায়বত কেন সে মহত্ব না হবে উজ্জ্ব ?

সে হেমচক্রের অংদেশাররাগ কথ-ও
নিজ্ঞে হয় নাই। রাজরাজেখনীর জ্ঞার পুর প্রিক্ অফ্ ওয়েলদ্ যথন ভারতব্যে পদার্পণ করেন, তথনও ভারতভিফার ছত্ত্রে ছত্ত্রে ক্রিব অংদেশাল্রাগের স্রোত বহাইয়া-জ্বেন। ব্লিয়াজেন—

"এই কৃষ্ণবৰ্গ **জাতি প**ূৰ্বে যবে মধ্যাখাগীত শুনাইল ভবে, তক্ত বস্তব্ধরা গুলি বেদ-গান অসাড শরীরে পাইল পরাণ. পৃথিবীর লোক বিশ্বয়ে পুরিয়া উৎসাহ-হিল্লোলে সে ধানি শুনিয়া দেবতা ভাবিয়া স্বন্ধিত বচে। "এই কৃষ্ণবৰ্ণ জ্বাতি যে যথন. উৎসবে নাতিয়া করিত ভ্রমণ. শিখরে শিখরে, জ্লম্বির জ্বলে, পদান্ধ অন্ধিত করি ভূমগুলে, জগত ব্রহ্মাণ্ড নখর দর্পণে খলিয়া দেখাত মনুজ সন্তানে; সমর ছক্ষারে কাপিত অচল, নক্ত্ৰ, অণুৰ আকশিমওল-তথন ভাহার ঘুণিত নহে; "যখন জেনিনি, গুৰ্গা, পাতঞ্জাল, মন অবংশন শেভের উজলি, শুনটেল ধীর নিগুড় বচন, প্রতিল মধন কুম্বরিপ্রেন, জনতের দুখার ক্রকপিনকরে: পাক সিচে সাবে ৬ জিলা গাইছো, তথন(এ) ভাঙারা ঘূণিভ নহে; "ठारम्बर कविरत ज्ञाम এमেब्र, নে পুল গৌৱৰ মৌৰভের দেৰ, अन्दर्भ क्ष्मादश धननी नांठोश,। (注) 对有对似 布马 维有 519-ৰ জাতি কখন জয়তা নাই; 'হে কুমার মনে রেখো এই কথা— বে জানতে তুনি অনিতেছ হেথা প্ৰিত্ৰ নে দেশ-- পুতঃকলেবর---क्लांट क्लांट जन शुब्र वीत नव, (कां कि कांकि वानी, श्राम भूनाधड़,

রেগুতে তাহার মিশারে রহে
শুক্ত সে সময়ে নহে,শেষেও তাঁহার স্বদেশামুখাগে প্রবাহ সমভাবে বহিষাছে। অবস্থার
পারবর্ত্তন হইয়াছে, শারীবিক, মানসিক,
ক্ষাক্ষেত্রিক সকল প্রকারণ কট ও চিন্তায় ক্লিষ্ট

কবি কোটি কোট মধুর-অন্তর,

হইয়া অবর অবস্থাতেও কবি স্বদেশাস্ত্রাগ পরিহার করেন নাই। এই অন্ধ অবস্থাতেও বলিতেহেন—

"হে জ্বগংপতি দাসের নিনতি
রেখো এই দয়া বঙ্গনাতা প্রতি
বঙ্গবাসী যেন কখনও কেহ
যেখানেই থাক্ যেখানেই যা'ক্
যতই সন্মান যেখানেই পা'ক
না ভলে খদেশ ভকতি দেহ।"

এমন স্বদেশান্ত্রাগে যে কবির হৃদয়
উদ্দীপ্ত, আমরা দে কবির স্বদেশবাসী ইইয়া
তাঁহার সদগুণের কি সম্মান করিলাম ?
তাঁহার ঝণের কি লােষ দিলাম ? এ সকল
কথা আমাদিগের ভাবিবার, আমাদিগের চিন্তা
করিবার বিষয় নহে কি ? কবির-প্রাণে
এগনও তেক্স আছে, এগনও শান্তি আছে,
অই অন্ধলীবনে, এই কস্টের সময় নিজের
প্রোণে সাল্বনা দিতে তিনি নিজেই সমর্থ।
তিনি নিজেই বলিতেতেন

"আমি কিবা ছার নগণ। পানর, কতে শত শত মহাভাগ।ধর, বিরাট সঞাট, দেবতুল। নগ়, উল্লিভ পতন স্বাধি হয়।

ভক্তিপূৰ্ণ কৰমে জগদীগরের নাম গান কবিতে কবিতে কবি বলিতেছেন— ভাকি হে প্রীগরি শীগরণে ধরি মোহ অন্ধকার দাও ধুব কবি

শোহ অন্ধকার দাও দূর করি দেহ শান্তি প্রাণে এই ভিক্ষা করি অভাগার শেষ ব্যাশা মিটাও !''

কবির কর্ত্তব্য কবি করিতেছেন ও করিয়াছেন, কিন্তু কবির প্রতি তাঁহার স্বদেশ-বাসীর কি কোন বর্ত্তব্য নাই ?

বিলাতের পরলোকগত রাজ-কবি টেনি-সনের ছই একটা সামানা কবিতার এক এক ছত্ত্বের অনেক মূল্য শুনিয়া আমরা বিশিক্ত ও স্থান্তিত হইতাম। কোতৃহলপরবশ ইইয়া সেই কবিতা পাঠ করিতাম। তথন ব্ঝিতে পারি নাই, কোন অলোকিক গুণে এক এক ছত্ত্বের তাদৃশ অসাধারণ মৃল্য হইয়াছে। একণে ব্ঝিতেছি, কবিতার অলোকিক থে এ মৃল্য হয় নাই, দেশের লোকের কবির প্রতি এত আদর, এত অন্ধরাগ ষে, তাঁহার লেখনীনিঃস্ত সামাক্ত কবিতা পাঠ করিবার জন্ত সকলেই আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করে; সেই জন্ত কবিতার জ্বিরণ মৃল্য হয়। যে দেশ কবির সন্মান করিতে জানে, সে দেশের গুণগ্রাহিতা আছে, এ কথা কে অস্বীকার করিবে ?

আমাদিগের দেশে ইহার বিপরী ইই
পরিলিক্ষিত হয়। আমাদিগের কবি ও অএণীগং আমাদিগের জন্ত পথ প্রস্তুত করিয়া
দেন, আপন আপন অক্করিম স্বন্দোর্ভ্রাপে
আমাদিগের প্রাণে দেশ হতৈবিতার সকার
করেন, নানা প্রকারে নিজ গুণে অন্মাদিগের
গোরব-বর্দ্ধন করেন; আর আমরা এমনই
গুণগ্রাইী যে, তাঁহাদিগের স্থান করা পরের
কথা, তাঁহাদিগের অভাবমেচিনে অগ্রস্তর
গ্রাম্বা পরাস্থা। আমরা যেমন অন্তঃসারশৃত্তা, আমাদিগের স্মরেবনা প্রকাশ করিতেও
আমরা পরাস্থা। আমরা যেমন অন্তঃসারশৃত্তা, আমাদিগের স্মরেবনা প্রকাশও সেইরূপ মৌথিক, সেইরূপ অসার। নহিলে,
হেমবারর মত ক্বির এদেশে ক্যনই মর্থাভাব ঘটিত না।

হেমচন্দ্র যদি পৃথিবীর অন্য কোন দেশে জন্ম শ্রুপ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কংনই এ ছরবন্ধা হইত না। তাঁহার গ্রন্থাবলী থাকিতে তিনি কথনই অভাবের মুধ দোধ-তেন না, তাঁহাকে বাজেক্য অন্ধ অবস্থায়, পরমুগাপেক্ষী হুইয়া জীবন দারণ করিতে হুইছ না। কিন্তু আমাদিগকে ধিক্, আমরা

আমাদিগের অমৃন্য রড়ের আদর ব্রিকাম
না। আমাদিগের গুণগ্রাহিতার ধিক্, কারণ
এমন কবিকেও আমরা অভাবের গ্রাস হইতে
রক্ষা করিতে পারিলাম না। অধিকত্ত আমাদিগের দেশহিতৈবিতার ধিক্, কারণ হেমচল্লের
মত আশৈশব অদেশ স্থাণীয় মর্ম আমরা
এখনও সন্মুস্থ কবিতে স্মর্থ ইইলাম না।

হেমচন্দ্রের রচনা।

হেম বাবুর এছাবলীর বিষ্ণারিত ভাবে সমালোচনা করা এ প্রাথমের উদ্দেশ্য নহে। তবে তাঁহার কয়েকগানি কাব্যের কিঞ্চিং প্রিচয় প্রদান করা এই স্থাল আব্দ্রাক যোধ করিতেতি।

চিন্তা-তরঙ্গিণা। এ গানি বাল্য রচনা, ইহাতে দোৰ-গুণের বাহ্ন্য নাই। বর্ণনীয় বিষয়ের উপাগান ভাগ এই —একজন ধনবানের পূর বিষয়াদির রক্ষাথে মিথা কথনাদি পাপে প্রস্তুত্ত ইতে গুরুজন কর্ত্তক অনুক্ষাহন। সেইজ্ল তাঁহার মনে সহুশোচনা জন্মে ও আয়হত্যা দারা তিনি সকল চিন্তার শেষ করেন। এ প্রস্তুত্ত না হইলেও একেবারে নিন্দনীয় হয় নাই। পূর্বো বিশ্বিগালয়ের পাঠ্য-তালিকাতেও ইহার সন্নিবেশ দেখিয়াছি।

বীরবাছ। এ গানিও বাল্যবচনা, কিছ ইহার রচনা অপেক্ষাক্ষত প্রগাছ, ইহাতে ভাবসন্মিবেশেরও উৎকর্ম আছে। উপা-খ্যানটি কাল্লনিক হইলেও ইতিহাসমূলক বলিয়া জম জন্মে। দোষাদি সত্ত্বেও অনেক পরিণত-বয়ন্ধ কবি এরূপ কাব্যরচনায় আপনাকে যশসী বোধ কবিতে পাবিতেন। বুবদংহার—হেম বাবুর প্রধান গ্রন্থ। ইহার দেখিওল স্থানোচনা করিলে সেই প্রান্ধ এক থানি স্বতম্ব গ্রন্থ বিলাগিত হইতে পারে। বঙ্গনর্পনে বঙ্কিম বাবু ইহার যে স্থানের স্থানিভালেনা করিছাছেনে, তাহা জনেকেই পাঠ করিছাছিলেন। সেইজন্ম ইহার গুল স্থানে আর্থান্দর্শনের উক্তি এই স্থলে জ্বত্ত ইহাল—

হেমচন্দ্রের বর্ণনা তাঁহার কবিতার প্রধান
গুল। তাঁহার কলনা ঘেমন উক্ত ও গভীর,
তাঁহার বর্ণনা তেমনি ধীরে ধীরে উক্তে উঠিতে
ও গভীরতর ইইতে থাকে। তাঁহার বর্ণনার
ওছবিতা ও জীরতভাব অর্ভূত হয়। তাঁহার
কিত্র সকল বর্ণে উস্ভালত দেখায়। তিনি ভাব
সকলকে একে একে, দলে দলে প্রবাহের মত
আনিমা ফেলেন। ত্বির হইয়া দেখিতে পারি
না, মনে সকলভাবের অকলাত হয়না। কিয়
সম্পায় বর্ণনায় মনে একটা উক্তভাবের
উত্তেক হয়। মন প্রমত্ত হয় না কিয়
অর্পন হইতে উর্থান্য উঠে। একলা
উত্তেক ভিঠিতে আক্রজা জ্বো। অর্থের
দিকে নয়ন উন্নালিত হয়। কবির বর্ণনায়
প্রভাব মনে উবিত হইতে থাকে।

হেনবাবু বস্ভাষায় কতিপয় ই % ।
গাতিকবিতা বচনা করিয়াছেন। এই
কবিতাবলিতে তাহার বণনা ও কল্পনাশক্তির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।
হেমবাবুর কল্পনাশক্তি হন্দের কাব্যাস্থ্য সকল
রচনা করে একে ভ্রমীয় বর্ণনাশক্তি সেই
দৃষ্ট নিশ্চয় উজ্জ্ব বর্ণে অন্ধিত করে।
র্ব্রসংহার কাব্যেও এই গুণ প্রধানতঃ লক্ষিত
হয়। ইহাতেও দৃষ্ট হয় যে তাঁহার কল্পনায়
গান্থীগ্য আছে, তাহার বর্ণনায় ওল্পন্তি

বিগ্নমান আছে। হেমবাবুর কল্পনার প্রকৃতি এই যে, সে করনা কখন লঘ বিষয় প্রহণ করে না। তাঁহার কল্পনা দেবী সামান্ত ও ভুচ্ছবিষয় সমুদায় পবিহার করিতে চাহে। ভারতের ত্রবস্থায় তাঁহার কল্লনাদেবী যেন শোকাতুরা হইয়া ভ্রমণ ক্রিতেছে। তাঁহার কল্পনায় বাল-স্থপত চপ্যতানাই, যৌবন-স্থলভ লগতা নাই এবং স্তীপ্ৰলভ আমোদ-প্রিয়তা নাই। তাহা নতা করে না. গীত গাহেনা, হাদিয়া চলিয়া পড়ে না। তাহাতে যুবতীর যৌবনপ্রগত দেংবের কিছুই নাই। কিন্তু তাহাতে যুবতীর রূপ ও নবীনত্ব আছে। टम कल्लना त्यन त्योवन वयत्त्रहे महामिनी, পতিহারা শোকাতুরা উনাদিনী, দেবদেবায় নিরত, পূজা ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ। দে কল্পনা ক্রম-দামে নিজের বেণীবন্ধ করে না, কিন্তু সেই কুত্রমহার চন্দনে চর্চিত করিয়া ইন্দ্রাণীর গলে সমর্পণ পূর্বক স্থাপনী হয়েন, অথবা পরম ভক্তির সহিত শিবপদে পুজোপহার দেন। জীবলোকের ঐশ্বর্যা তিনি দেবলোকে আমানিয়া ভাষার সভারহার করেন। সে কলনার জনয়ভাব যেন ভশাচ্ছাদিত অগ্রি--উঞ্জ, অথচ তেঞ্জোবিবহিত। বিবহিতা ইন্দ্রাণীর যে সদয়ভাব, তাহারও সেই হৃদয়ভাব। এজন্ম তদবস্থ শতীদেবীর হানয়ভাব তাঁহার কবিতায় স্থলাররূপে বিকশিত হইয়াছে। সে কল্লনা যদি কথন তদ্বৰ্ণিত চপলার ভাষ চপলা নারীর প্রাকৃতি বারণ করে, তবে শোকাতরা ইন্দ্রাণীর সেবায় বিবতা হইবে। স্বর্গে গিয়া যদি স্থাপনী হয়. তব একটি লালসার জন্ম ঐক্রিলার ন্যায় বিষয়া হইবে।

তাঁহার কলনায় ন্মংকার চিত্র সকল স্থান্ত স্থানে স্থান্ত ভাবে না রাখিলে তাঁহার দেখিলে, বাত্রিক তাঁহার ক্রিড্রাক্তির ুশোভার্দ্ধি হয় না। স্থান্তর দুখা বচনায় যে

সমূহ প্রশংসা করিতে হয়। রণঙ্গনিত শ্রমে কান্ত জয়ন্ত নিশীথে বনমধ্যে নিম্রিত व्यादक व्यवः हमाविकाश छाहात मूथमकरन ক্ষণিক নিজা যাইতেছে, ইন্দ্রাণী আসিয়া যখন সেই দুঞ্জের শোভা সম্ভোগ করিতে-ছেন, সেই একটি স্থন্দর ও গভীর দুখা। मानवद्यभी **बे**क्टिमा यथन नन्दन-कानटन বদিয়া আছেন, আৰু চারিদিকে স্বস্তব্দরী-গণ তদীয় বিলাদ বচনায় নিবত আছে. দেই একট চমংকার দুগু। চপলা ষ্থন মদনের সহিত বহস্ত করিতেছে. সেই একটী পরম রম্বীয় দুর্গা ভীষণ যুখন চপুলার রাপে বিমোহিত হইলা গেল, দেই একটি চিত্রকরের দশ্য। তৎপরে ভীষণ মাঘাকাননে ইন্দ্রণীকে দেখিয়া ক্ষণেকের জন্ম বিগলিডলাম হইয়া গেলেন, দেই ভাব বর্ণনা দারা কবি কেমন চমংকার কৌশলে সমন্ত দেবকভা অংশকাও ইন্দ্রাণীর রূপের গৌরব বৃদ্ধি কবিয়াছেন। ইন্দ্র যথন কুমেরু ছাড়িয়া হৈলালাভিৰুণে লাগিলেন, নিমে ধরাতল কেমন দেগাইতে লাগিল, দেও একটি স্থমহৎ দুখকল্পনা। বাস্তবিক এই সমন্ত দুখাই তাঁহার কাব্যকে মনত্ত করিয়াছে। এই প্রকার কতিপন্ন পুষ্প ভাঁহার রণশোণিত-রঞ্জিত শ্বশানভূমির রচনামধ্যে প্রম শোভাধারণ করিয়াছে ১

স্থলর ছবি চিত্র করাতে যে প্রকার গ্রগণ পণা আছে, সেই ছবিকে স্থলবন্তাবে সংস্থাপন করায় ততোধিক গুণপণার মাবক্সক। অনেকে স্থলঃচিত্র অঙ্কিত করিত পারেন বটে, কিন্ত তাহা সংস্থাপন করিতে জানেন না, স্থলঃদৃশ্যকে স্থলর ভাবে না রাখিলে তাঁহার পোভার্দ্ধি হয় না। স্থলর দৃশ্য স্কনায় যে

প্রকার কবিছের আবশুক করে, তাঁহাকে স্থন্দর ভাবে সংস্থাপন জন্মও তভোধিক কবিছের আবশ্রক করে। আমাদিগের কবি এক স্থলে এই প্রকার কবিতের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। কবি প্রথম ছাই সর্গে যে ছাই দখ্য চিত্রিত করিয়া-ছেন, তাহা অতি চমৎকার। স্থ্ দৃশ্বম্ চমৎকার নহে, স্থন্তর সংস্থাপন জন্ম তাঁহাদিপের শোভা অধিকতর স্থলর হইয়াছে। এই দুখাবয় প্রস্পারের শোভা সম্পাদন করিতেছে। চিত্রকর ও কবিতে প্রাক্তন এই, চিত্রকর দশ্যের মধামথ প্রতিকৃতি নেথান, কবি স্থধ ভাহাই দেগাইরা ক্ষান্ত হয়েন না। তিমি চিত্রকে মর্থপূর্ণ করেন ৷ কবির চিত্র দেখিলে স্থপ আমরা দুর্গ্রের শোভা উপলব্ধি করি না, সেই ছিত্র আমাদিগের হৃদয়ের সহিত কথা কহিতে থাকে, তাহাতে আমাদিগের জনয়ে নানা ভাবোংপাদন করে। চিত্রকর ঘটনা চিত্র করেন, কবি ঘটনার গভি ও বেগ হৃদয়ে উচ্চলিত করিয়া দেন। আমরা বত্রসংহারের প্রথম ছই দর্গে চিত্রিত দ্রা দেখিয়া এইরূপ চমংকার কবিত্বের উপলব্ধি করিয়াছি। একদিকে দেবগণ দিগুণ প্রস্তাবে সমুখিত হইতেছেন, অন্তদিকে দৈত্যরাণীর ভোগেক্স ও সুধ্বাল্দা বৃদ্ধি ইটতেছে। আমরা যথন দৈতারাণীর ভোগবাসনা জনমুক্তম করিলাম. অমনি তৎসঙ্গে দেবগণের পুনকথান-চেষ্টাও মনে মনে করিয়া অন্তরেই ষেন দৈতারাণীর ভোগবাসনার পরিণাম দেখিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, তাঁহার ছরাশা ফলবজী হইবার পুর্বেই তাহাতে অশনিপাত হইবে। কিন্তু হায়! কবি এই ছই দুশ্যের অর্থ অক্ত'বে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই এই দর্খের সংস্থাপনে তিনি যে কবিরণক্রির পরিচয় দিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কলনায় তাহা বিনষ্ট

কবিয়াছেন। তক্রপ ক্রম্পীড় যে নৈমিৰ-যাত্রায় ক্রতকার্য্য হইল, তাহা কাব্য-কল্লনায় অন্তন্ত হয় নাই।

নাটকে আমরা সচরাচর যে স্বলয়ভাব পরিবাক্ত দেখি, কাব্যে দে ভাবের উন্মেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। নাটকে ঘটনা দ্বারা ছই বা ততোধিক বাব্দির সাক্ষাৎকার সংঘটন করিতে হয়: এইরূপ ঘটলে ওঁছো-দিগের স্থানমভাব যেরূপে বাথিত, উদোধিত, **≇**ণোদিত এবং পরিণত হয়, তাহাই নাটকে অধকাশিত হয়। এজগু নাটকের সদয়ভাব সভঃসন্তত। সে হৃদয়ভাবের নবীনর আছে। নবীনত্ব হেতু তাহার প্রাবল্য আছে। প্রাবলান্ধনিত তাহার গভীরতা মানবীয় হৃদয়ভাবের যতদ্র প্রাবল্য সম্ভ-বিতে পাবে, নাটকে তাহা প্রকটিত হয়। নাটকীয় ব্যক্তিগণের জন্ত্যে ঝঞ্চাবাত বহিতে থাকে, যেন সমুদ্র উথলিয়া উঠে। সে জ্বয় গগনের উচ্চ শিগায় পাতালের গভীরতায় তরঙ্গের স্থায় সে ভাব সহসা ফলয়ে উদ্বেশ হয়। ভাবের প্রতিঘাতে যেন ভাবের তরঙ্গ উথিত इस् । कार्यात अमयভारেत अक्षेत्र अक्षेत्र नरहा কাব্যকলিত ব্যক্তিগণ হয়তো একাকী খ্ট-নার স্রোতে কোথায় আসিয়া প্রিয়াছে। একাকী নির্জ্জনে ভারকের মত হয়তো বসিয়া আছে। একাকী কোন স্থানে উপনীত হইয়া দেখে. মায়াবিনী স্মতিদেবী সে স্থানকে পরম রম্ণীয় শোভায় শোভিত করিয়াছে। তাহাদিগের হৃদয়ভাব সাক্ষাৎ নহে। তাহাতে স্থোজাত क्षमत्र ভाবের নবীনত্ব ও প্রাবল্য না । সে श्वमञ्चादवत श्रांतना, कानवावशादन कथिनः মন্দীভূত হইয়াছে। অস্তাক্ত ডাবের সহিত তাহা

সামালিত হইয়াছে। কুহকিনী মৃতি দে সদয়ভাবকে কডই ইন্দ্রজালে পরিবেষ্টিত করিয়াছে। এ হৃদয়ভাবের প্রাবল্য নাই স্তা বটে, কিন্তু ইহাতে কেমন একপ্রস্কার मृद्रुष्टा । भाषुर्या आह्न, यादा नाठकीय शहर-ভাবের প্রাবল্যে কখন অন্তত্ত ইইবে না। যিনি সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া সাগরসমূথিত প্রবল অনিলপ্রবাহ সম্ভোগ ক্রিয়াছেন, তিনি কি বুঝিতে পারিবেন নাটকীয় হৃদয়ভাব কি ? যথন সেই সাগরানিল নানা অর্ণ্যানী ও প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া-সৌরভের আমোদে মৃত্য করিতে তোমার কক্ষবাতায়নে ধীরে ধীরে সঞ্চা-লিত হইয়া তোমাকে প্রকল্লিত তথনই তুমি বুঝিতে পারিবে, কবির ছ্নয়ভাব কি। যথন কবি লিখিলেন :-

यम मयीवन, नमय-कानन इट. স্থানে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী, কোন কোন ফুল চুস্বি কি ধন পাইলা।" ষ্ঠন কবি লিখিলেন :---

''সাহদে স্থবন্ডি বায়ু, তাজি কুবলয়ে, মৃত্ত্বতি অনকান্ত উড়াইয়া কামী চ্ষিল বদনশশী"

তথন যেন তিনি স্বকীয় সন্তভাবের অন্ন চিত্র প্রদান করিলেন।

আমরা এইরূপ হৃদয়ভাব সমালোচিত গ্রন্থের এক স্থানে স্থন্দরভাবে প্রাকটিত দেখি-মাছি। ইক্রাণী যুখন চপলার সহিত জনমকবাট উনুক্ত করিয়া থেদোক্তি করিতে করিতে স্কর-পুরীর স্থাসভোগ বর্ণনা করিতেছেন, তখন ইন্দ্রণীর হৃদয়ভাব কেম্ম রমণীয় ! স্বর্গ হইতে প্রতাড়িত হইলে যথন তাঁহার স্বন্য প্রথম ছন্মভাবের প্রাবন্য নাই। সে শোক এখন কিছু মন্দীভূত হইয়াছে। কালের দূরত্ব হেতৃ সে ভাবের এখন হৈছা জনিয়াছে। শ্বতি আসিয়া অন্তবিধ ভাবের সহিত তাহা বিমিশ্রিত করিয়াছে। আশা আসিয়া সে ভাবে বর্ণবিনিয়োগ দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়াছে। ইক্রাণীর এপ্রকার জনযুভাব আমরা যুগন স্দয়সম করিতে লাগিলাম, তথন আমাদিগেরও মনে ধীরে ধীরে তাহার সহামুভূতি জন্মিতে লাগিল। আমাদিগেরও তথন বোধ হইতে লাগিল যেন--

नक्त कानन इटल, यक मधीवन, স্থভাভি আনন্দে নাচি মৃহ ধীরে ধীরে, স্বস্থনে স্বার কাণে কহিছে বিলাসী কোন্কোন্ ফুল চুস্বি কি ধন পাইলা। ছারাম্যী-এই পুস্তকের সম্বন্ধ ভায়বত্ন মহাশয় এইরূপ কিথিয়াছেন--

পত্তকারা,-পল্লবনামক সপ্ত পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ইহার স্থল বিবরণ এই যে, কোন ব্যক্তি প্রিয়তমা কন্তার মৃত্যুতে শোকাকুন হইল কন্তার শব ক্রোড়ে করিয়া নানাদেশ পরিভ্রমণ করে। অনস্তর একদিন সন্ধা সময়ে নদীকুলবর্ত্তি এক শ্বশানে শব স্থাপন পূর্ক্ষক তৎসনিধানে বসিয়া শ্বশানস্থ ভূত প্রেত পিশাচদিগের ক্রীড়া কৌতুকাদি দর্শনে;--শরীরের ধরংসেই জীবান্থার ধরংস হয় না কি ৪ জামার দেই প্রিয়ত্যা কলা কি এই পিশাচীদের স্থায় যুদ্রিয়া বেড়াইতেছে ? চিম্বা তাহার মনোমধ্যে উদিত হইল। সেই fsস্তার সমকাশেই জ্যোৎসাময় গুগনদেশ হইন্তে এক দেবী তাহার সন্নিধানে আসিয়া তাহাকে গ্রহণপূর্ষক উর্ন্নদেশে চলিয়া গেলেন ব্যথিত হইয়াছিল, এই শোকবর্ণনায় সে এবং নক্ষত্র লোকে উপস্থিত হইয়া তাহাদের

অভ্যন্তহভাগে পাপকারী জীবাস্মাদিগের নানা-বিধ নরকবাতনা প্রদর্শন করাইলেন এবং বিশ্ববেক্সন্থ ধর্মারাজের বিচারপ্রণালী দেগা-ইবার পর তাহাকে পুনর্ব্বার মর্ত্তা ভূমিতে আনিয়া বলিয়া দিলেন যে, আমিই তোমার সেই কথা—একণে অশ্বীরিগী হইয়াছি।

গ্রন্থকারের কবিম্ব ও কল্পনাশকি যেরূপ উচ্চ, ভাষা বত্রসংহারকাব্যের সমালোচনায় वना हहेग्राह्म. এ कारवान जाहात छन প্রচরতরই আছে। তিনি কাব্যে যে সকল নরক ও মমের ধর্মাধিকরণ প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত প সত্য কি অসতা ? তাহা বলিবার যো নাই; কারণ উহার প্রমাণসংগ্রহার্থ ইচ্ছা কবিয়া এখন তথায় যাইতে, বোধ হয়, কেহই প্রস্তুত ত্ইবে না।—ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভে পরকালাদি বিষয়ের যেরূপ প্রশ্ন সকল উত্থাপিত হইয়া-ছিল, তাহাতে আশা জনিয়াছিল—যে, সে সকল অশ্বে মীমাংদার চেষ্টা হইবে। কিন্ত তাহা কিছুই হয় নাই। ছায়াম্যী শেষে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অস্পষ্ট বাক্যমাত্র। মেঘনাদ্বধ কাবো মাহাদেখী রামচলকে নরক্ষরণা ও বর্গস্থপ ছইই দেগাইয়াছেন,

কিন্ত ছায়াময়ীর পিতার অনুষ্টে নুরকদর্শন ভিন্ন আর কিছুই ঘটে নাই। প্রকালে স্বৰ্গ নৱক ছই আছে বলিমাই সাধারণের : धिनि পাঠক দিগকে একটীৰ বিভীষিকা দেখাইলেন, অপর্টীর প্রলোভন ठाँशांत (मर्गान कर्डता हिल। आंत्र धक कर्णा. अञ्चलात नवकवांनी मिटावेत मर्द्या देवें हेन अहेन. मीट्या, कःम, निवां अ-छे प्रतेता, क्रिअट परेवा প্রভৃতির নামোলেণ করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে অণ্ডচি প্রণয়ে আসক্তা বলিয়া ভারতচক্রের विकादक नद्रक किल्याका। किन्न अम्मा-मञ्जन शार्त्र कतिया विजादक अमुकी विनया প্রতীতি জন্মেনা. বোধ হয় কাহারও ভারতের বিজা অসতী इडेटन कांनि-দাদের শকুরুগাও অনতী হইলা পড়েন।" হেম বাবর গ্রন্থাদির ঈর্প সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে প্রকৃত গুণদোনের উপন্তরি হওয়া সম্ভবপর নহে। আমরা আভাসমাত্র দিয়া উপক্রমণিকার উপসংহার কবিলাম।

> কাণ্যবিশাবদাপনামক-শ্রীকালীপ্রদান শর্মা

সূচী পত্র।

	পুত্তক					পৃষ্ঠা
51	চিন্তাতরাঙ্গণা	•••	•••	•••	•••	3
रा	বীরবাহু কাব্য	•••	•••	***	•••	20
91	আশা-কানন	•••	•••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		89
8 1	ছ य ग्यौ	•••	•••	•••	•••	>0>
9	বৃত্তসংহার (প্রথম গণ্ড)	• • •			202
. b. V.	বৃহসংহার (দ্বিতয় খণ্ড)	•••	•••	•••	220
91	ক্ৰিভাবলী	•••	•••	•••	***	২৬৯
ы	চিত্ৰবিক শ	•••	•••	•••	•••	087
2	বিবিধ কবিতা	•••		***	•••	960
> 1	বোমিও জুলিয়েত	•••	•••	•••	•••	8.00
>> 1	নলিনী বসন্ত	•••	•••	•••	•••	¢>>
33.1	দশমহাবিতা	***	•••	•••	•••	C93
	পরিশিষ্ট (দশমহাবিভা	র সমালোচন।		•••	***	695



চিন্তাতরঙ্গিণী।



(১৮৬১ খৃফ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।)

শীতল বাতাস বয়, জলের কলোল। রাঙা রবি-ছবি লয়ে খেলায় হিল্লোল धीरत भीरत भाजा कार्त्स, भागी करत शान। লোহিত বরণ ভান্ন অন্তাচলে যান। বিচিত্র গগনম্য কিবণের ঘটা। হরিদ্রা, পাটল, নীল, লোহিতের ছটা।। হেরিয়া ভবের শোভা জুড়ায় নয়ন। শীতল শরীর সেবি মলয় প্রম। (इन मक्ताकारण युवा शुक्रम नवीन। ভ্রময়ে নদীর কূলে একা একদিন ॥ ললাটের আয়তন, স্কচারুবরণ। লোচনের আভা তার মুথের কিরণ। দেখিলে মাল্লুষ বলি মনে নাহি লয়। স্তরপ্রবাসী বলি মনে ভ্রম হয় শাপেতে পড়িয়া যেন ধরার ভিতরে। পুর্ব্ব কথা আলোচনা করিছে কাতরে।। এক দৃষ্টে এক দিকে বহি কভক্ষণ। কহিতে লাগিল যথা প্রকাশি তগন ॥ "দেবের অসাধ্য রোগ, চিন্তার বিকার। প্রতিকার নাহি তার ব্ঝিলাম দার॥ নহিলে এখনো কেন অন্তর আমার। বাথিত হতেছে এত, দহনে তাহার॥ চারিদিকে এই সৰ জগতের শোভা। কিছুই আমার কাছে নহে মনোলোভা। এই যে অলক্তময় ভারর মগুল। এই সব মেঘ যেন জনস্ত অনল।

এই যে মেঘের মাথে দিবাকরছটা। সোণার পাতায় যেন সিঁদরের ঘটা॥ এই श्राम नर्सामन এই नमीजन। মণ্ডিত লোহিত রবি-কিরণে সকল। নিরানন রসহীন সকলি দেখায়। নয়নের কাছে সব ভাষিয়া বেডায়।। মনের আনন্দে ঐ পাথী করে গান। জানায় জগত জনে ববি অন্ত যান। উদ্ধপুদ্ধ গাভী ঐ পাইয়া গোধলি। ধাইতেছে ঘরমথে উভাইয়া ধলি॥ ক্ষক, রাখাল, আর গৃহী যত জন। সেবিয়া শীতল বাগু পুলকিত মন॥ পথিবীর যত জীব প্রকল্ল সকল। অভাগা মানব আমি অস্কুখী কেবল। তাজি গৃহ-কারাগার এর নদীতটে। দেখিতে ভবের শোভা আকাশের পটে।। ভাবিত্র শীতল বায় পরশিলে গায়। চিন্তার বিষের দাহ নিবারিবে তার। চিন্তা বিষে মন যার জরে এক বার। নিৰুপায় সেই জন, বঝিলাম সার॥ এ ছার"—এমন কালে, প্রিয়দথা তার। আসি, পাশে দাঁডাইয়া, করে নমস্কার॥। "একাকী এগনো হেথা কিসের কারণ"। বলিয়া স্থলায় তায়, সেই বন্ধু জন।। "এস এস এস ভাই, প্রাণের কমল। দেখ বুকে হাত দিয়ে হলে। কি শীতদ।

ভেষেছি আমি হে সার নরক সংসার।
প্রাণী ধরিবার ঘোর কল বিধাতার।
সাধু প্রকার নাম রহিলার স্থান।
ভীমণ নরক-কুণ্ড কুপের সমান।
দৌরাঝা, নিছুরাচার, ধরা অলক্ষার।
দেয়, পরহিংসা, আর নুশংস আচার।
দেয়, পরহিংসা, আর নুশংস আনবার।
প্রতারণা, প্রতিহিংসা, কোপ অনিবার।
নরহত্যা, অনিবায় সংগ্রাম ছরস্ত।
কত লব নাম তার নাহি যার অহা।
পরিপ্রতু সম্প্রকার, এই সব পাপে।
শ্বরণ করিতে দেহ পর পর কাপে।
প্রতিকার কিনে তার মণ দেবি ভাই।
প্রতিকার কিনে তার মণ দিবি ভাই।
প্রতিকার কিনে তার মণ দিবি ভাই।

এই কথা বলি তারে আলিক্ষন কবি। যেতে চাম নরস্থা, স্থা রাথে ধরি॥ ***ছিছি ভাই** পাগলের মত কত খল। কাপুরুষ কথা কেন মুখে এ সকল।। এ কথা গুনিলে তব পিতা কি ভাবিতে। এ কথা শুনিলে 'জগতারা' কি বলিবে ॥ মে যে এ জগত তারা রমণীর মণি। তোমা বই জানে না হে, সরলা কামিনী॥ मत्न कत राष्ट्रे गिनि अप्टे गतीकता। ভাসে তরি, তা'র পরি গুমায় সকলে॥ **প্রমন্ত তটিনী** করে শশী আলিফন। ভারকা-মালায় ঘেরা বিমল গগন ৷ ধ ধ করে চারি দিক হ হ করে প্রাণ। আর পারে নাথিকেরা করে সারি গান।। তৃত্ব আকাশ আর তরন্ধিণী জল। তৰু, বায়ু, তারারাজি, চাঁদের মণ্ডল ॥ চক্ষে দেখা যায় আর কাণে শুনা যায়। বোধ হয় প্রেম স্থা মাথা সমদায়।

তুমি কাছে শুয়ে, জল নাচি নাচি চলে। অশ্রন্থলে ভিজি গ্রামা এইরূপে বলে।।

°আমি নাথী অভাগিনী, পতিকোঁলে বিৱহিণী না জানি করেছি করে পাপ। भ (र्राट्य हत्त्व करत् তাজিলাম তার তরে. জননী ভগিনী ভাই বাপ॥ কথা যার মধুময়, খন যার প্রেমালয়. সে কেন আমারে করে হেলা। দেশেও কি সে দেশে না, তেবেও কি সে ভাবে না অদত্ত পুরুষের থেলা॥ কেন বা হইবে আন, পুরুষের শত টান, শন্ত্র, শান্ত্র, সংগ্রাম, ভ্রমণ। রাজনীতি, রাজদার, ব্যবসা, ক্লম্বি, বিচার, माउकीषा, तमगीतक्षम ॥ পুরুদের এই দব, পুরুষ নারী-বিভব, সবে নিধি অমূল্য বৃত্তন। মেই ধ্যান মেই ধন, সেই প্রাণ সেই মন. তব তায় করে অয়তন ৮ যা হোক জীবন ছার, বাগিব না আমি আর. নদী জলে হইব মগন।" এত বলি উঠে গিয়া, তরি পরে পাড়াইয়া, একে একে গোলে আভবুণ।। माभी करत हुन छाता. গণ্ড নেয়ে অশ্রনারা. দর দর বিগলিত হয়। "ঘভাগী পরাণে মরে, বলো স**ে প্রাণেশ্বরে**, এ যাতনা আর নাহি স্যু ॥" এত বলি তোমা পানে, পূর্ণ দৃষ্টি রামা হানে. খাস তাজি ঝাঁপ দিতে যায়। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে, তোমার দোহাই দিয়ে. কত করে নিবারিম্ন তায়॥

এখনো নয়নে বারি ঝরে বুঝি তার। এই সে কাঁদিতে ছিল নিকটে আমার॥

कुडे कुत्र कुरत धति मुकल नगरन । वाल (योदा धीदा धीदा कवन वहता। "সুধাইও, ওহে ভাই, তোমার স্থারে। কি কারণ অয়তন করেন আমারে॥ দাসী প্রতি প্রতিকূল এত কেন হন। বারেক তুলিয়া মুখ কথা নাহি কন॥ কোন অপরাধে আমি আছি অপরাধী। অহরহ ভাবি তাই, দিবানিশি কাঁদি ॥ বল তিনি কোন দোষ দেখেন আমার। কি কবিলে পরিতোষ হইবে তাঁহার ॥" ভেবে দেখ, তাবে তুমি কত ছখ দাও। ভাল করে সাজা, বুঝি এবে দিতে চাও। महाय-विशीना, छाई, तमनी अवना। সংসার-সাগর মাঝে স্বামী মাত্র ভেলা। একে ত নারীর জাতি পরের অধীনা। তাহাতে অভাগা দেশে দাসী মত কেনা। পথিবী ভিতরে জানে পরিবার জন। বন্ধনশালার সীমাভিতরে ভ্রমণ। সে যদি পতির প্রেমে হইল বিমুখ। এর চেয়ে তার তরে আর কি অস্তথ। বল দেশাচার দোষে পরের মনিনী। কি কারণ অকারণ ছথের ভাগিনী ॥ সতা বটে, তোমা দোহে বিস্তৱ প্রভেন। সতা, তার মনে মাধা অজ্ঞানের ক্লেদ। তুমি বই দেই ক্লেদ বল কে মুছাবে। অজ্ঞান আঁধার ঘোর আর কে যুচাবে। বিছাহীনা সেই জনা জানে না সকল। ধর্মাধর্ম কর্মাকর্ম কিসের কি ফল ॥ পতি পুত্র গুরুজনে কিরূপ আচার। কি করিলে স্বস্থ থাকে দেহ আপনার।। তুমি যদি অবহেল অন্ত কোনু জন! এই সব শিখাইবে করিয়া যতন॥ প্রকৃতির অট্রালিকা কে দেখাবে তায়। কে কাণ্ডারী হবে তার জীবনের নায়॥" "অহে সথে, কি বলিবে, বুঝি হে সকল। বুঝাইতে নারি ভাই মনেরে কেবল।। কেমনে এমন দেহ ধারণ করিব। কেমনে সংসার পাপে ভূবিয়া রহিব।। আমার আমার করি সকলে পাগল। হায় রে আপন পর জানে না কমল।। মনের মতন লোক মেলে নারে ভাই। বল বল সাধু জন কোথা গেলে পাই।। ধর্মাণীল অকুটেল আছে কয় জনা। কে না মিথ্যা বলে, কে না করে প্রতারণা। ইব্ছা করে একেবারে পৃথিবী যুদ্ধি। নতন মানব জাতি আনি হে গডিয়া॥ কেন ভগণান হেন পৃথিবী বচিল। কলুষ পাথারে পরে কেন ডুবাইল।। মাটির শিকলে কেন আত্মা মন বাঁধা। আলো আঁপেরিয়া করি কেন দেন ধাঁধা। মনে হয় ভেদ করি দেহের পিঞ্জর। বিভূ পাশে গিয়ে যোড় করি ছই কর।। স্থাই এ নরলোক স্থজন কারণ। আর আর লোক সব করি দরশন।। সঠিক বলেছি তোমা না করি গোপন। এত দিন কোন কালে ফুরাইত রণ। স্বধু সেই অভাগিনী তোমা কর জন। প্রকালভয়, ভাবি, পিতার কারণ॥" বলিতে বলিতে দৌহে কথায় ভলিয়া। নদী হতে কত দূরে আইল চলিয়া॥ রমণীর রূপ ধরে ভূতল গগন। পরিয়া শারদ শশী রজত ভূষণ।। আলো পেয়ে কাক ডাকে দিবস ভাবিয়া। রজনীরমণ হাসে রহস্ত দেখিয়া॥ বিমল গগনে হাসে চাঁদের মণ্ডল। নীল জলে যেন খেত কমলের দল।। চারি দিকে প্রকৃতির শোভা অগণন। মহিমা হেরিয়া হয় ভক্তি জনন।

যোড করে ছই জনে মুদিল নয়ন। অমনি গামের মারে বাজিল বাজন ৷ তাকে হয়ে নরস্থা কমলে স্থায়। এখন কিলের তবে বাজনা বাজায়॥ কমল বলিল, "আজি সপ্রামী রজনী"। অধীর হইয়া নর কহিছে তথনি॥ "ছৰ্বল মানৰ মন সেই সে কারণ। প্রজে ভবদেব করি প্রতিমা গঠন॥ সাকার স্বরূপে তাই নিরাকারে ভাবে। মাটী পুঞা করি ভাবে মোক্ষপদ পাবে॥ একবার এরা যদি প্রকৃতি মন্দিরে। প্রবেশি ডাকিতে পারে জগত-বন্ধরে। শিব ছগা কালী নাম ভলিবে সকল। পরব্রহ্ম নাম মাত্র জপিবে কেবল। কি ছার অমরপুর, তার পুর কাছে। কোথায় দেবের বুন্দ তাঁর কাছে আছে॥ কি প্রতিমা দশভঙ্গা করেছে গঠন। সে কি তাঁর রূপ থাঁর ব্রহ্মাণ্ড স্থজন।। কথায় স্থজন ধার, কথায় প্রলয়। দশভূজা নাৱীরূপ তাঁবে কি সাজায়। কিবা জবা বিৰদলে তুমিবে সে জনে। ধরা পূর্ণ ফলে ফুলে করেছে যে জনে॥ কিবা ধূপ দীপ গন্ধ তাঁত যোগা দান। रिष्ट्रे जन पृथ धूना कञ्चिति निर्मान ॥ কি মন্দিরে তার মৃত্তি করিবে ধারণ। সসাগ্রা ক্ষিতি ব্যোম **যাঁ**হার রচন ॥ সার মন্ত্র জানি এক পরব্রহ্মনাম। মুক্তিপদ জানি সেই পরব্রহ্মধাম ॥" এত বলি ধীরে ধীরে তুলিয়া ব্যান। কুতৃহলে দোঁহে মিলে করে বিভুগান।।

আনন্দে মিলাও তান, গাও বে বিভুর গান, জয় জগদীশ বল মন।

তাজ রে অনিতা খেলা, তাজ রে পাণের মেলা, ভঙ্গ রে তাঁহার শ্রীচরণ ॥ মহিমার ধ্বজা লয়ে, বিমানে বিরাজ হয়ে. চারিদিকে তারাগণ ধায়। শাঙ্গিয়া যোহন সাজে. বসিয়া ভবের মাঝে. শশধর জাঁর গুল গায় ॥ **मित्रम इडे**एल পरत. প্রচণ্ড রবির করে. প্রকাশে তাঁহার মহাবল। স্থাবর জন্ম জল, বোম বায়ু মহীতল, তাঁর গুণ গাইছে কেবল। ভদ্ত রে তাঁহার নাম, শৌদ্ধ রে তাঁহার ধাম, সেই জন ভবের ভাগুারী। সেই প্রভারত্বর, যমে যাঁৱে করে ডর. সেই জন ভবের কাণ্ডারী॥ করেছি অনেক পাপ, সহিব অনেক তাপ. দয়াময় দয়া করে। নবে। ঠেল না চরণে করে. দেখা যেন পাই পরে. **এই নিবেদন পাপী क**रत ॥

গান করি সমাপন, প্রিয়স্থা হুই জন. किছ পরে ঘরে দেখা দিল। স্থাকর করে ধরি, ক্মল বিনয় কবি এই কথা তথন বলিল ৷ "রুথা চিন্তা কর দুর, রণ মাঝে হও শ্র. কি কারণ এত ভয় পাও। বিপদে যে ভর পায়, লোকে দেবি হাসে তায়, পুক্ষের প্রতাপ দেং।ও। এখন বিদায় চাই. যোর নিশি ঘরে যাই. দেশে ভাই থাকে যেন মনে॥ অরুণ না দেখা যায়. পাথী না কাকলি গায় হেন কালে মিলিব ছু'জনে"॥

ভোরে উঠি, গুটি গুটি, চলিল কমল। নব নব পাতা সব, করে দল মল।।

ছুই চারি, তারা ধরি, প্রহরীর বেশ। ধিকি ধিকি, ঝিকি, মিকি, করে নিশি শেষ॥ পায় পায়, স্থা যায়, নরস্থা বাসে। মনোহরা, জগতারা, দেখে পতিপাশে॥ পাথা হাতে, প্রাণনাথে করিছে সেবন। সারা নিশি, কাছে বসি, অলস নয়ন ॥ (म वत्रा, तम वसन, तम नम्रन हल। সে বলন, সে চরণ, বরণ হিঞ্কল ॥ দিন দিন, বিমলিন শুকাইয়া যায়। জাগরণে, বরাননে বিরুস দেখায়। তব তার, রূপ-ভার, হেরিলে নয়ন। কভু আর, ভোলা ভার, জনম মতন। পায় পায়, কাছে যায়, কমল স্থপীর। অপরূপ, দেখে রূপ, দোঁহে হয়ে স্থির।। नित्रमन, रयन जन, करत পরিষ্ঠার। সেইরূপ, অপরূপ, হয় রূপ তার। মুগভাতি, স্থিরজ্যোতি, ক্রমশ উজ্জ্বল। প্রদারিত, সমুচিত, ললাটের স্থল। अष्ठीधव, थव थव, काँट्य घटन घन। যেন কোন, স্বস্থপন, করে দরশন। থেকে থেকে, একে একে, প্রকুল্ল সকল। নাসা কর্ণ, গণ্ডবর্ণ, হয় সমুজ্জল। অপরূপ, সেইরূপ, হেরি পতিব্রতা। ভাবে দেব, কোন দেব সনে কন কথা। দণ্ড ছই, কাল বই, নর্দ্রপা জাগে। দেখে সতী, একমতি, বদে শিরোভাগে॥ হৃষ্টমতি, ক্রতগতি, প্রিয়া-কর ধরে। চমকিত, পুলকিত, কয় ক্র**তস্থ**রে॥

মির কি দেখিল্প, কোন গানে ছিল্প, এখন কোথায় বই। কোথা নিরমল, নেই স্থাজল, দে মোহন পুরী কই॥ কোথা মনোলোভা. দশদিক শোভা. অতুলিত আভা কই। এ আলো সে নয়. এ বাতাস নয়. এ যে পাখী ডাকে অই॥ পুরী মনোহর. সেরপ স্থন্দর. নাহি ভূমগুল মাঝে। বিশ্ব বিনোদন, তাপহীন শোভা সাজে। ভান্ন মহাবল, চক্ৰমা শীতল. **पृ**रत निकृष्ट्वन त्य । শোভিতেছে ভাল, ঘোর ঘটা আল. তাহে পুরীশোভা হয়। গীত স্থমধুর, পুরা অই পুর, তাদশ নাহিক আর। কস্কবি জিনিয়া. বহে গন্ধ চমৎকার॥ সর্বান্তভ ঠাই. "জরা মৃত্যু নাই, চির আনন্দিত লোক। নাহি অনাচার. বৈরি নাহি কার. নাহি জানে কেহ শোক। অই পুরীপতি মোহন মূরতি, আসীন বেদির পরে। थनमन कर्त्र. বেদি আভা ধরে নিন্দি রবিকোটি-করে॥ আনন্দের ভরে. মোহিত অস্তরে, যোড় করি উভ হাত। সাধু যত জন, গাহন বাজন, আর করে প্রণিপতি। প্রেম-রোমাঞ্চিত. দেহ স্থকম্পিত, গাহিল ভকত জন। ভকতি পুরিল, দঙ্গীত শুনিল, পামর মানব মন ॥ কি দেখিত্ব আহা, পুন কি রে ডাম্বা, কভু দেখিবারে পাব।

এ পাপে না রব. এ তাপ না সব. ত্বায় দেখানে যাব। তাহে পাপ মাই. নিরমল ঠাই. দে যে শাধুজন-ধাম। অই গীত গায়. অই শুনা যায়. ডাকে মহাপ্রত্ত-নাম।। 'লয়ে যাব তোরে' যেন কেছ মোরে. বলিছে কাণের কাছে। স্থাধাম পাব. তার সনে যাব. আৱ কি তেমন আছে ? কথা না থামিতে. বলিতে বলিতে. সন্ধিত হারায় তেঁহ। ক্মল কামিনী. ত্বরা বারি আনি. স্থশীতল করে দেহ।

চেত্রন পাইয়া যুবা কাঁপিতে লাগিল। खाँ शिकाल यवजी त तमन जामिल ॥ তথন কমল একা বিপাকে পডিয়া। কহিতে লাগিল তাবে সাম্বনা করিয়া। "স্প্রেখি হইয়া কেন অবোধ হইলে। কি দেখি এতেক, সতি, আতঙ্ক ভাবিলে ? সামান্ত হয়েছে জ্বর, কত দিন ববে। তার তরে এত বল ভাবিলে কি হবে॥ আণ্ড যাতে রোগ যায় করহ উপায়। আমি সদা কাছে রব ভয় কিবা তায়।" ভনিয়া স্থলরী বারিধারা নিবারিল। একমনে স্থামিসেবা করিতে লাগিল। ভালয় ভালয় রোগী নিরোগী হইল। ছুর্বল শরীর তবু সবল নহিল। ভগ্নদেহে ভগ্নমনে বাড়িল হতাশ। পতি লাগি পতিব্ৰতা হইল হতাশ ॥ নিরজনে এক দিন ডাকিয়া কমলে। ছল ছল নেত্রে জল জগতারা বলে। "কপালে কি আছে মোর বুঝিতে না পারি। কেহ আর নাই যোর আমি একা নারী। দেখি দিন দিন তিনি শুকাইয়া যান। উদাসীন ভাব সদা অলস নয়ান॥ হয় হল, নয় নেই, থেতে নাহি চান। যথন তথন দেখি বিরস বয়ান ॥ ছই চারি কথা কন সদাই নীরব। বল কিছু স্থির হয়ে শুনিবেন সব॥ ব্যুক্তি অভাগী আমি বিধাতা বিমুখ। কত স্থুখ আশে আগে নাচিত, হে বক।। কত দিন কত মত ভেবেছি হে ভাই। এবে বঝি হল ভোর, আর আশা নাই।। এমন কি মহাপাপ করেছি হে আমি। কে দিল আমারে শাপ, তাই হেন স্বামী।। উপকথা ছেলেবেলা শুনেছিম্ব ভাই। ক্রমাগত দিবানিশি মনে পড়ে তাই।। অপরূপ পাণী পেয়ে নারী এক জন। সোণার খাঁচায় থয়ে করিত যতন।। ভারি সেবা আট পর সদত করিত। পড়াত, খাওয়াত, হাতে তুলিত পাড়িত॥ এক দিন ফাঁকি দিয়া পাথী উতি যায়। কেও কোথা তাবে আর খ্রীজিয়া না পায়। অন্ত রোগ নহে, এ যে চিন্তা রোগ কাল। কি হবে বল হে, সংগ্ৰ বিষম জঞ্জাল। একবার তাঁরে তুমি বল ভাল করে। অই দেখ আসিছেন, ঘাড় হেঁট করে॥"

"কেমন আছ হে আজি ? নিকন্তর েন ? অতিশয় স্ত্রান ভাব দেখি কেন হেন ?" "আমার সংসাবে আর থাকি কিবা ফল। কি হবে থাকিয়া হেথা, প্রোণের কমল। দেশাচার রাক্ষসীবে বধিতে নারিছ। স্বদেশের হুংগভার বুঢ়াতে নারিছ। জনমদাতার ধার শোধিতে নারিছ। দিন দিন মহাপাণে ডুবিতে শাকিছ।

মনের বাসনা কই পুরাতে পারিম। মানবমগুলী কই পবিত্র করিছ। প্রীতিবারি সমাজেতে সেচিলাম কই। স্বার্থ, দ্বের, পরহিংদা, নাশিলাম কই ॥ কই আপনার মন নিরমল হল। কই ধর্মপথে মন স্থির হয় বল ॥ হায় এ বয়সে, কত পাপ করিলাম। কত ছলিলাম, কত মিথা। বলিলাম। তাহে দিন দিন ক্ষীণ হয় বৃদ্ধি বল। পথিবীর ভার দিন বাড়াই কেবল। পিত-গলগণ্ড হয়ে কত কাল বব প অক্তাপ-শিখা আর কতকাল সব ? আহা কি স্থাথেতে কাল শিশুরা কাটায়। আই দেথ নাচি নাচি কয় জনা ধায়॥ মনের সাধেতে খেলা কর এই বেলা। এখনি হইবে সন্ধ্যা ভাসাইবে ভেলা॥ দিন কত থাক আর জানিবে তথন। আনন্দের ধাম এই পৃথিবী কেমন ॥ অই বেলা কত থেলা আমিও থেলেছি। অই বেলা কত আশা আমিও করেছি। এখন বুঝেছি সার, অসার সংসার। দণ্ড ছই আলো, পরে ঘোর অন্ধকার। ভবের এ নাটাশালা ছামাবাজি প্রায়। দিন ছই ধুম ধাম পরেতে ফুরায়। মধুময় শিশু কাল কত দিন রয়। যৌবন পৌরভ দিন চারি বই নয়॥ বিষয়ী লোকের মান, আজি আর কালি। প্রবল প্রনে যেন উত্তে মরুবালি II वीदवत वीवज्ञान अवम अवम । বিস্তাবিত দশ দিকে চাঁপাগন্ধ সম ॥ কিন্তু যেন মধ্যান্তের প্রথর মিহির। বৈকালে লুকায় আড়ে মেঘ স্থগভীর॥ বিঘোর আঁধারময় এ ভব ভিতরে। যাহা দেখ তাহা মুহুর্ত্তের তরে ॥

অমানিশা, তাহে মেঘ, কালীর বরণ। তার মাঝে যেন সোদামিনী দরশন ॥ আঁধার নিশিতে যেন তারার পতন। জলবিম্ব ক্ষণে যেন জলেতে মধন। শরতের মেঘ যেন ঘন ঘন ডাকে। বথা আডম্বর, উত্তে যায় কাঁকে কাঁকে। সাগ্রচরেতে যেন বালির নির্মাণ। একটী তরঙ্গ পরে না থাকে নিশান ॥" "সে কি ভাই, হেন ভাব, কেন হে তোমার। ভগ্ন আশা কি কারণ হলো আর বার॥ কি ছার পাপের ঢেউ দেখি, ভয় কর। পায়ে করি ঠেলে দেও, নিজ বীর্যা ধর॥ সাগরের মাঝে যেন অক্ষয় অচল। বুথায় প্রহারে ঝড তর্ত্বের দল। সেইরূপ সাধু জন সংসার-ভিতরে। বন্ধ্যল স্থিরভাব আপনার ভরে॥ কিছু কাল কষ্ট পায় ধার্ম্মিক স্কজন। অনস্ত কালের তারা স্থাথের ভাজন। কে তোমারে বলিল হে অকর্মণা তুমি। তোমা মত লোক আছে তাই আছে ভূমি॥ সাধু মহাজন গুণে আছে ধরাতল। নহিলে সে কোন কালে যেন্ত বসাতল।। 'কি করিব আর আমি. সদা বন্স ভাই। দেখ দেখি মনে ভেবে কিছু কর নাই॥ এত জনে নীতি শিক্ষা কে কবিল দান। পাপ হতে এত জনে কে কবিল ত্রাণ॥" "সতা বটে, যা বলিলে বুঝিলু, কমল। আজি আর থাক, কালি বলিহ সকল।। নিদ্রা ইত্যা আঞ্জি কিছু হতেছে সকালে। যত পার বলো, সথে, কাল প্রতিঃকালে॥

কমল চলিয়া যায়, নরসথা কয়। আর দেরি করা মোর প্রামর্শ নয়॥

প্রাণের কমল গুনি, সকালে কি কবে। কি করি, থাকিতে আর নাহি পারি ভবে। যাই দেখি এক বার বাহিরে বাতাসে। (परथ खामि कप्रम फिरिश नोकि खारि ॥ এত বলি অবিলম্বে বাহিরে আসিল। নিব্যি গগনশোজা ক্তিতে লাগিল।। "থাক থাক, শশধর, বিরাজ আকাশে। তুমি না থাকিলে, কেবা, তিমিরে বিনাশে॥ মাসে মাসে তুমি ত হে কত দেশে যাও। ভাল মন্দ কত লোক দেখিবারে পাও।। অপট আমার মত দেখেছ কি কারে। আর আর লোক সব বলে কিবা তারে॥ অহে ও, তারার বন্দ আকাশের বাতি। লক্ষ লক্ষ যোজনেতে প্রকাশিছ ভাতি॥ কোথায় অভাগা হেন দেখেছ কি আর। দেগে থাক বল তবে কিবা নাম তার॥ ধরতিল তোর বৃক্তে আর কত জন। মোর মত কাপুরুষ করে জাগরণ। কোথা যাও শশধর রহ এক পল। বাবেক মনের সাধে হেরিব ভূতস॥" বলিতে বলিতে শশী পশ্চিমে ডুবিল। খাস তাজি মরস্থা গেছেতে পশিল। যোর নিদ্রা অভিত্ত দেখিল সকলে। कांश्रम मन्दित ज्या शीरत तीरत हरन ॥ त्मरथ रहरम शरहे **७**८व रमानाव श्रृत्रनि । স্থানভাব, যেন তবু হানিছে বিজ্ঞলী।। জাগরণে অচৈত্র নিদ্র। যায় সতী। একদু**টে** দাঁড়াইয়া রহে তার পতি ।। মুদিতনয়না মুখ হেরে বার বার। কতু যায়, কতু আসে, কতু পালে তার॥ কভু পুতুলের মত স্থিরতর বয়। অবশ্বে ধীরে ধীরে মুভগ্ররে কয়। "বিদায় জনম-শোধ দাও প্রণয়িনি। রাখিতে না পারি আর এ পাপ পরাণী

এই বেলা সকালে সকালে ভঙ্গ দিব। পলাব ভবের বাহে আর না রহিব॥ অভেদ পাষাণে মোর মন বাঁধা প্রিয়ে। আরে চলে যাই আমি তোমারে ফেলিয়ে॥ আমা বই জাননা রে তুমি রে অবলা। ভেবেছ উন্মাদ পতি হায় রে সরলা ! ক্ষমা কর প্রেমম্মি। আমি অভাজন। কপালে থাকে ত হবে পরেতে মিলন॥" এত বলি ঘন ঘন করি দরশন। নিঃশব্দ চরণে যবা করিলা গমন॥ চকিত নয়নে সদা চারি দিকে চায়। সদা ভয়, জাগি পাছে কেহ টের পায়॥ পায় পায় উপনীত নিরূপিত ঘরে। ध्वष्ठ, ध्वष्ठ, शर्फ वक घटतव छ्याटित ॥ সাহসে কবিয়া ভব প্রবেশিল ভায়। সাংঘাতিক রঙ্জ ঝোলে দেখিবারে পায়॥ আপাদ মন্তক দেখি অমনি শিহরে। পরকাল-ভয় তবে আক্রমণ করে। "পলাব, কি রব, কি জানি কি হবে পরে। নত্বা, এ ভবে আর রহিব কি করে॥ অথবা, ভাসিয়া ভাসিয়া, মিলিবে কুল। যদি মাঝে ডুবে ঘাই তবে ত প্রতুপ। কুল হতে সলিলেতে নামিয়াছি সবে। এগনি কোমর জল পরে কি বা হবে॥ এगता को नि अड़, इस नि ड्रकार ' না জানি তথন তবে হবে কন্ত 🖓 ॥ সে পথে যে কাঁটা নাই জানিব কেমনে। তাই বলে এ নৱকে পচিব কেমনে॥ হায় কি বা ছার কীট আমি হীন নর। কোটি কোটি জীব আছে বিধের ভিতর॥ অথবা অন্তর্যানী জানেন সকল। তবে ত ভুগিতে হবে সমূচিত ফল।। কিন্তু তিনি দয়াময় পাত্রকি-তারণ। অবশ্য অবোধে হবে দণ্ড নিবারণ।।

দয়া না করিলে তিনি কেবা বক্ষা পারে । আমূল মানব জাতি নৱকেতে যাবে॥ অবশ্র সদয় তিনি কাত্র দেখিলে। অবশ্র নিস্তার পাব তাপ নিবেদিলে॥" এত বলি, ধীরে ধীরে ফাঁস জডাইল। হাতে তুলি কত বার ভয়ে ছাড়ি দিল। কতবার জগতারা মনেতে পড়িল। কতবার বন্ধ পিতা স্মরণ হইল।। অবশেষে প্রবল নিশ্বাস ত্যাগ করি। **५ मू** मूनि नृष् कति तश्च इत्य धित ॥ "ক্ষমাকর কুপাসিক পাতকীর স্থা।" বলিতে বলিতে প্রাণ তাজে নরসগা॥ ভ্রান্ত হয়ে, অহে নর, কুমার্গে পশি**লে**। কেমন করাল পরকাল না বুঝিলে॥ যাতনা এডাব বলে প্রান করিলে। হায় কি হইবে সেই আশা না পুরিলে। তায় ভাষান ভোলা প্রতি ক্ষমাবান। না বুঝিলে জ্ঞানতত্ব নিগৃত সন্ধান॥ কোটি কোটি পাপী, তথা, কুতাঞ্জলি করে। "ক্ষমা কর ক্ষমা কর" ডাকিছে কাতরে॥ নিকটে ঘাইবা মাত্র না হবে নিস্তার। আগে হবে প্রায়শ্চিত্ত, পরেতে উদ্ধার॥ এর চেয়ে দে যাতনা বেশি যদি হয়। তবে ত বিফল তব আশা সমুদ্য ॥ পর দিন মহা গোল করে পরিজন। জগতারা উর্কতারা ভূতলে পতন।। কমল আসিয়া দেখি ভাসে আঁখি জলে। व्यभीत इरेग्रा भीत काँ मि काँ मि वटन ॥

কমল কাঁদিয়া কয়, ধূলাঘ পড়িয়া বয়, হেমময় প্রতিমার মত। স্থনে বহিছে শ্বাস, বদনে না সবে ভাষ, কপালে প্রহণ্য চিহ্ন কত॥

কভু আঁখি মুদি রয়, এক পল স্থির নয়, কভু হুই হাত বাড়াইয়া। সহাস বদনে চায়. যেন কার দেগা পায়. মনে করে রাখিব ধরিয়া॥ একবার দাও দেখা, "এদ হে প্রাণের স্থা. এরে তুমি ছাড়িলে কেমনে। ছাডিলে কেমন করে. সহচর কমলেরে. কি ভাবিয়া ভঙ্গ দিলে রণে।। কেন ফেরে পড়িলাম, কালি তোমা ছাড়িলাম, কেন ভলিলাম তব ছলে। একেবারে ফুরাইল, যত আশা মনে ছিল. একা রাখি আগে গেলে চলে। কমলে বাসিতে ভাল, কাছে রাথি চিরকাল, মনকথা বলিতে খুলিয়া। মধুর কবিতা ধার, হরিলাম কত বার, একাসনে ছজনে বসিয়া। কতবার একাসনে, দৌহে মিলি সঙ্গোপনে, পুদ্বিলাম জগতের পতি। এবে কেন একা রাখি, পলাইলে দিয়া ফাঁকি, কে তোমারে দিল হেন মতি। এ পাপ করিলে কেন, কুমতি হইল হেন, বন্ধ পিতা কেন হে কাঁদালে। পতিপ্রাণা সভী নারী, পরাণে মারিলে তারি, বন্ধ জনে শোকেতে ভাসালে॥"

ধীরে আঁথি পাতা মুদিল।
রাজার ভবন, বিজন কানন,
পিতা পুত্র বধু মরিল॥
যত পরিজন, অতি কুঞ্জ মন,
স্বামি-শৃষ্ঠ গৃহ তাজিল।
বন্ধুজনগণে, নিরানন্দ মনে,
হাহা রবে দিক্র।

স্থবর্ণের লতা.

না ফুরাতে কথা,

ছাড়িয়া নিশ্বাস,	ত্যজি বিপু্বাস,	হাসি কাল্লা ভরা,	এই বন্ধরা	
প্রতিবেশি-গণে চেতিল।		বিশ্ববিরচক রচিল।		
मिन छूरे भवि,	আহা আহা করি,	সত্য নাম তাঁর,	অনিত্য সংসার,	
পুন দেহযাত		রচয়িতা সার ভাবিল।		

मन्त्र ।

বীরবাহু কাব্য।

্রীংমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

"Italia! Oh Italia! thou who hast
The fatal gift of beauty, which became
A funeral dower of present woes and past,
On thy sweet brow is sorrow plough'd by shame,
And annals graved in characters of flame.
Oh God! that thou wert in thy nakedness,
Less lovely or more powerful, and could'st claim
Thy right, and drive the robbers back, who press
To shed thy blood, and drink the tears of thy distress."

BYRON

কলিকাতা,

৭০ নং কলুটোলা খ্রীট, হিতবাদীর কার্য্যালয় হইতে
 শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার দ্বারা

মুদ্রিত।

আর কি সে দিন্ হবে, জগং জুড়িয়া যবে, ভারতের জয়কেতৃ মহাতেজে উড়িত। যবে কবি কালিদাস, শুনায়ে মধুর ভাষ, ভারতবাসীর মন নানা রসে তৃষিত॥ যবে দেব-অবতংস, রমু কুরু পাঙুবংশ, যবনে করিয়া ধ্বংস ধরাতল শাসিত। ভারতের পুনর্বার, সে শোভা হবে কি আর, অযোধা। হস্তিনা পাটে হিন্দু যবে বসিত॥

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

প্রায় তিন বংসর হইল, আমি "চিন্তাতরঞ্জিণী" নামে একগানি অতি ক্ষুদ্র কার্য প্রচার করিয়াছি। সেইখানি এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগ্রুংগেচ্ছু ছাত্রগণের প্রথম পরীক্ষার অস্ততম পাঠ্য গ্রন্থ স্বরূপ নিয়োজিত হইয়াছে।

অতংপর জনসমাজে সমধিক পরিচিত হইনার অভিলাষে আর একথানি কারা প্রারাকরিতেছি; কিন্তু নিতান্ত সঙ্কৃচিত-চিত্তে এই কার্যো প্রায়ন্ত হইলাম। একালে এল,—
বিশেষতং কবিতা গ্রন্থ প্রচার করা ছংসাহসের কর্ম্ম; কপালগুলে হয় ত যশের, নয়ত কঠিন
গঞ্জনার ভাগী হইতে হয়; কিন্তু মন্তবোর মন এত অন্থির এবং তাহার চিত্ত এত যশোলোলুপ
যে, জানিয়া শুনিয়াও কেহ এই জ্রুহ পথের পণিক হইতে সহজে নির্ভ হয় না। ভাগো
যাহাই ঘটুক, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি, সকলেই আপনাকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া থাকে।
ভামিও তক্রপ একজন।

উপাথানটী আভোপান্ত কান্ত্ৰনিক, কোন ইতিহাসমূলক নহে। পুরাকালে হিন্দুকল-তিলক বীরবুন্দ অদেশরকার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিক্ত ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্ত এনপ এই গ্রামী রচনা করা হইরাছে। অতএব এই ঘটনার কাল নির্দার্থ হিন্দুদিগে ুরারুত্ত অন্ত্রসন্ধান করা অনাব্যাক।

> থিদিরপুর। ১২৭১ সাল ৩১ এ বৈশাথ।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বীরবাহু কাব্য।



যামিনী পোহায়ে ষায়, ভূষা পরি উষা ধায়, আগে ভাগে ছটে গিয়ে পথ সজ্জা করিছে। অরুণে করিয়া সঙ্গে. অলব্ধ লেপিয়া অস্কে. ছই ধারে রাঙা রাঙা ঘন গুলি থুইছে। স্থধাকরে কোলে করি, শ্বেত সাটী দিয়া ধীরি, মধুমাথা মুথ তার ভাল ক'রে ঢাকিছে। চক্রের খেলনা গুনি. তারাপুঞ্জ গুণি গুণি, অঞ্চলের শেষভাগে একে একে বাধিছে। ত্যিতে দিবার রাজা. ভাল ভাল মুক্তা মাজা. ভাম ধরাতল বুকে দারি দারি গাঁথিছে। রঞ্জিতে তাঁহারি মন, প্রমোদিত পুষ্পবন, তক পরে থবে থবে ফুলমালা বাধিছে।। বিহগ গায়ক তায়. দিবাকর গুণগায়. তাব সনে তালে তালে সমীবণ নাচিছে। 'জ্য দিবাকর' বলি, উদ্ধুণে পুটাঞ্জলি, পূর্ব্বাননে দ্বিজগণ স্তব্ধবনি করিছে। হেন গ্রীষ্ম প্রাত্তঃকালে, কাগ্ৰকুজ মহীপালে, কনোজের যবরাজ আসি পদে নমিল। যদি অনুমতি পাই. গ্রীষ্ম-উপবনে যাই. এই কথা বীরবাছ সমন্ত্রনে কহিল ॥ শুনি আলিঙ্গন দিয়ে, স্নেহে শিরোদ্রাণ নিয়ে, রণবীর মহারাজ আশীর্কাদ করিল। পিতার আদেশ পেয়ে. জ্বায় আসিয়া ধেয়ে. হেমলতা সন্নিধানে উপনীত হইল ॥

"এস প্রিয়ে ছইজনে. গ্রিয়ে গ্রীষ্ম উপবনে, মিথন দম্পতি সম বনে বনে ভ্রমিব। মালতীর মালা পরি. পুরুপাতে ছত্র করি, দোহে মেলি ফুলকল-পরিমল লাটিব।। স্রোতকুলে দোঁহে মেলি. করিব সলিল-কেলি. বালতে বালতে বাধি স্রোতোধারা ধরিব। রাজহংস পিছে পিছে, যাব বারি সিঁচে সিঁচে, পল্লবন মাঝে গিয়া সরোবরে ভাসিব॥ মুণাল আনিয়া তুলে, বসিয়া তরুর মূলে, হরিণী শাবকে কোলে ধরি দোহে গাওয়াব। সারসে আনিয়া ধরে, বুকুজবা মালা করে. ছই জনে স্যতনে গঙ্গদেশে পরাব॥ এক দিকে কেতকিনী. এক দিকে কমলিনী. ছই ধারে রাশি করি ভ্রমরারে থেপার। তোমার অঞ্চল দিয়ে. কোকিলারে লকাইয়ে বাাকুল করিয়া পিকে ডালে ডালে ডাকাব॥ গত গ্রীমে কত থেলা, করিয়া কেটেছে বেলা, দে সব স্মরণ প্রিয়ে হয় কি হে মনেতে। চল গিয়ে পুনরায়, বিহুরিব ছ'জনায়, বিষম গ্রীশ্বের তাপ জ্ডাইব বনেতে" ॥ শুনিয়া স্বামীর কথা, হর্ষিতা হেম্লতা. প্রীতিভবে পতিকর করতলে চাপিয়া। বলে "এ কি নববায়, সে কি কন্ত ভুলা যায়, এ জগতে এই প্রাণ এদেহেতে ধরিয়া।

সে সব হইলে মনে ভূলি স্বৰ্ণসিংহাসনে, তিলেক থাকিতে হেথা চিতে আৰু লয়না। উপৰন বিলাগিনী, সেই সব সীমস্তিনী, সহ বিহরিতে বনে আর দেরি সয়না॥ পাসরিয়া সম্দায়, ্মন সেই বনে ধায়. ভাবি সেই ভাবে আছি তরুতলে বাস্যা। হেনকালে বনবালা. বনদলে গাঁথি মালা. হাসি হাসি গলদেশে দেয় যেন আসিয়া॥ সেই ভাবে কয় জনে. বদিয়া কম্বমাসনে, কামিনীতকর ডালে প্রপ্রদোলা দোলায়ে। কেশে ফুল সাজাইয়ে. করে করতালি দিয়ে, **धीरत भीरत मार्ल भएन क्यूरताल ताकारय** ॥ প্রতি জনে জনে ধরে, কভ ফুল্ধমু করে. চাপিয়া হবিণী পরে বনমাঝে বিহরে। কভু মোরে বাথি মাঝে, সাজ করি নানা সাজে নাচি নাচি ক্যজনে চারিদিকে বিচরে॥ চল নাথ সেই স্থানে বিলম্ব সহেনা প্রাণে, গিয়া বনকন্তাগণে আলিঙ্গনে তৃষিব। তুষিতে তোমার মন, নানাবিধ আয়োজন, নানাভাবে নানারদে নানা খেলা খেলিব ॥" শুনি প্রেরসীর ভাষ, वी तर्नाङ गरनालाम, **ক্ষেহভবে প্রমদাবে আলিসম কবিল।** পরে ডাকি অঞ্চর. चारमिना वीतवत, দাস দাসী আদি সবে আয়োজনে মাতিল ॥ নগরে উঠিল গোল, নিনাদে বাতের রোল, ত্বৰ্গে ধনুৰ্যোগে নভৌভেদ কৰিল। अर्गिष्ठ भिरत्नांभरत. तक गौन वर्ष धरत. থবে থবে ঘবে ঘবে পতাকায় ছাইল।। চলিল নুপতি-স্তুত, शक वाकी गृत्थ गृथ, বা**ত্যোত্তম** কোলাহলে ত্রিভ্বন পুরিয়া। शर्ष्कत्न त्यमिनी हेला. টঙ্গারিল হেন বলে, ভীষণ কোদণ্ড-ছিলা রণ রণ করিয়া॥ পুরোভাগে যুবরাজ, শিরে পরি বীর্দাজ. এইরপ প্রথা সেইকালে তথা আছিল।

শাণিত লোহের তাজ, শাণিত লোহের সাজ, বাছ উরু শিরোবক্ষঃ পৃষ্ঠদেশ ঢাকিল।
মুলীর্ঘ সবলকায়, সিংহগ্রীবা লাজ পায়,
আজামুলম্বিত বাছ রিপুর্ব্গ-দলন।
মুগভাতি ববি দেখা, ললাটে অভয় লেখা,
গভীর বৃদ্ধির চিহ্ল-দরা ছই নয়ন।
বামে নারী হেমলতা, যেম তড়িতের লতা,
ইন্দ্র ভয়ে আসি পাশে অনুগতা হইল।
চারিদিকে কোলাহল, লয়ে নিজ দলবল
কনোজ রাজার পুল্র উপ্রনে চলিল।

গমনে প্ৰন্ রথ বাজিগণ, পলকে যোজন পথ এড়ায়। ধরণী বিমানে, চলে কোন থানে. কে জানে কথন কোথায় ধায়।। ক্ষেত মাঠ মক্র. গিরি বারি তক্ত, স্রোভোধারা মত বহিষা যায়। প্রহর ভিতরে, নানা শোভা ধরে. গ্ৰীষ্ম-উপবন প্ৰকাশ পায় ॥ বিশাল তমাল. প্রদারিয়া ডাল. জানাইছে নাম বিপিন মাঝে। তার দঙ্গে দঙ্গে. छेठि नाना त्रत्य, তাল নারিকেল গুরাক সারে 🖟 কোনভাগে তার, ্ৰ আকার. बिहरत कम्ब मांडिब शार्म। অশোকে দেখিয়া, বহস্ত করিয়া. কোথা বা বেহায়া শিমূল হাসে॥ মুক্লে পুরিত, শাধা অবনত. কোথা বহে চত গরবে ভরা। কোথা তক্রাজ, বটের বিরাজ, দেহেতে প্রাচীন পল্লবপরা॥ কোথা মুগ তুলে, তেজে বুক খুলে, স্র্যামুখী চায় ভাস্কর করে।

কামিনীর বন, কোথা স্থলোভন. খুলে দেয় মন দৌরভ ভরে॥ কোথা বা দেফালি. রদে দেহ ঢালি. আবেশে ধরণী উরসে পড়ে। কোথা বা গোলাপ. করিতে আলাপ প্রবৃল্ল মল্লিকা-শাখীতে চড়ে॥ কোথা কেতকিনী যেন পাগলিনী. আলু থালু বেশে পড়িয়া রয়। भौदत भौदत दभरय, অবকাশ পেয়ে. সেই খানে আদি সমীর বয় ॥ উত্তরিল যান. ক্রমে সরিধান, হরিষে ছজনে প্রবেশে বনে। য়ত তর্দল. মহা কুত্হল, কুম্বন্ ববিষে হরিষ মনে ! মত পাপিগণ. কবিয়া স্করণ ৰূপস্তা কত বাদেন ভাল। বাহিরে আসিয়া. কুলায় ভাজিয়া. কাকলি করিয়া ঢাকিল ডাল।। দোহারে পরশি, সারস সারসী. পশ্চাতে চলিল মরালসনে। তণ পরিহরি. অঙ্গভঙ্গী করি. হবিণী পাইল হবিধ মনে ॥ য়ত অনুগত, এইরূপে যত. সবে ক্রমাগত ঘটল আদি। ফুল-ডালি লয়ে, এমন সময়ে, বনবালা দল আদিল হাসি॥ প্রতি জনে জনে. সগী সম্বোধনে, আলিক্ষন দানে তুলি স্বায়। শুদি ভেমপতা. কুশল বারতা. নিক্স ভিতরে সকলে যায়॥

হেরিয়া বসস্ত শোভা বস্তুদ্ধরা মাঝে। শুতুমহোৎসবে স্কুথে রামাগণ সাজে। রাজ্যালা বনবালা সগীক্ষ জন।

সবে কৈল সমরূপ বসন ভ্রণ। তেয়াগি নেতের বাস রতনের দাম। অরণা কুল্লমে বেশ কৈল অভিরাম।। নবীন বল্লল পরি লাজ সম্বরিয়া। ধরিল বিচিত্র বেশ কুম্বম পরিয়া॥ मुक्कां भाषा विभिन्नत्य वस्माना मतन । স্মতনে কণ্ঠহার করিলেন গলে।। কর্ণবালা করবালা করি তিরোহিত। শ্ৰুতিমূলে ঝুমুকা ফুল হৈল বিৱাঞ্জিত।। কপালের সিথি শোভা আভা লুকাইল। ক্লফচ্ছা কেশমলে আসি দেখা দিল।। নিভাৱে মেখলা যুক্তে লোহিত গোলাপ।। নাভিপন্ন দনে আসি করিল আলাপ। চরণে নূপুরধ্বনি আর না বাজিল। त्रक्रमत् अक्टप्ता यांचा श्रीकांनित ॥ এইরপে বন্ধবান পূপা আভরণ। करत वीशा वासि आपि कविशा धात्रण॥ চলিন মথায় চত কাত্র জন্ম। মাধ্যী ভালতে কোলে অধ্যেদ্রবে বয়॥ निवटं आर्थिश शील वैशी वाका**रेश।**। মাৰবীলত্যে হয়া চক্ৰন চালিয়া 🛭 মুক্লিত চুত্রশালা নোলাইয়া করে। চত মাৰ্বীতে বিয়া দিল সমাদুৱে॥ এইরূপে কত ধেলা গেলিতে লাগিল। প্রভূপকী আদি মধে হরিমে ভাসিল। হীনবল প্রভাকর প্রদোষ হুইল। বিশিৰ ভাষিধাৰণ কৰে ফিবিল ন ত্রপাদনে কথা পরে ক্রিয়া এখন ; ভোজন কাজ্যা, গুৱা কার নিবারণ।। প্রবায় বনলীলা আরম্ভ করিল। বাজপুত্র এইবার সংহতি চলিল ব স্তুদতটে নাগ্রীগণ আসিয়া তথন। বলে চল বাবি'পরে করিগে ভ্রমণ 🖟 বলি পদ্মকুলে গাঁথা ভেলার উপরে !

বাজ্যাল। বনবালা উঠে পরে পরে ॥ ধারে ধারে সারি সারি বসিল ক'জন। অনশেষে বীরবাজ কৈল আরোহণ। কাঞ্জারীর বেশে হাতে কেরুয়া ধরিয়া। নীৰজলে প্ৰভেলা চলিল বাহিয়া। धीत समीतान वाति हिस्सान वहिएछ । ভেলা পাশে আসি বীরে কল্লোল করিছে।। বারি বায় হিল্লোলেতে পুলকিত কায়। বাঁশী স্থারে রামাগণ সারিগান গায়॥ তাহে সে হদের শোভা অমর-লমিত। চারিদিকে ছয় ঘাট ক্ষটক রচিত। খেত পাষাণেতে তার বাক্ষা চারি ধার। ধৰল অচলে যেন জলদ সঞ্চার ॥ পশ্চিম কলেতে শোভে বন দাক-দাম। বিশাল ভ্যাল শাল দেখিতে স্কঠায় ॥ পর্মকূলে স্থরদাল ফল তক্তয়। দাঙ্গ শ্রীফল আত্র স্বাত সমূদ্য ।। पिकरण कुष्णभवत्म कृत्वत स्मोत्छ। জানাইছে জীবগোকে কানন-বৈভব ॥ উত্তরেতে অট্রালিকা বিচিত্রগঠন। ষার প্রদাবিয়া বায় করে আবোহণ। সবোৰর মধ্যভাগে অভি মনোহর। ক্ষুদ্রাকার দ্বীপ এক রহে বারি'পর ॥ নবদর্কা-পরিপূর্ণ শ্রামলবরণ। নিৰ্মালগগনে যেন মেঘের স্থান II তাহাতে নিঝ্র বারি নিয়ত নির্গত । যেন, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়ে অবিরত। নুপক্ষত বিনোদিনী সহ ভাবে জলে। হেরি ভার হর। করি নিজ্বামে চলে। বিশাল শালের আড়ে লুকাইল রবি। ক্রমে পূবে দেখা দিল, শশবর ছবি॥ হেরিয়া কুমুদী জলে ঈষং হাসিল। ত্যালের ভালে ভালে কোকিলা ভাকিল। বারি' পরে সন্ধ্যাকালে বসস্ত সমীরে।

রদিল শরীর মন নেহারি শশীরে। বিনোদ শয়নে ডম্ম জুড়াবার তরে। বীরবাহ পদ্মভেলা ফিরালেন ঘরে॥ হেনকালে যোগিনীর বেশে একজন। ঘাটের উপরে আসি দিল দরশন॥

মুগে শিব গুণগান. মগচর্ম পরিধান. করতলে ত্রিশলের ফলা। মহাযোগিনীর বেশ, গলিত জটিলকেশ. ক দাকের মালাম্য গলা॥ শেষ যৌবনের ভরে, দেহ চল চল করে, অস্তমান ভামুর তুলনা। এক ধাানে এক মনে. রত তীর্থনরশনে. পরিহরি বিষয়-বাসনা । যেন মুগী মুগহারা. চ্কিত নয়নতারা, চেতনা হারায়ে পথে চলে। আগমন কবি ধীরে. আসিয়া হদের তীরে. চৰণ ক্ষালন কৈল জলে। পাষ্ট্ৰ সোপানোপরি, বসি শ্রম দুর করি, ভটেতাসি হাসিয়া উঠিলা। বিশাসিনীগণ সনে. বিশ্বয়-প্লাবিত মনে, (यांशिनीत कुमांत शुक्रिना। गुडिया गुगल भागि. সভয়ে বিনয়বাণী, বীরবাত অভ্য মাগিল। কেন কৈলা উপহাস, কি দোব াবিত দাস, এই কথা বলি স্থপ ইল ॥ শুনি রামা, ঘোর রবে, কহে তবে শুন সবে, "এ ভবে নাহিক স্কুগলেশ। দকলি কালের খেলা, মিছামিছি যায় বেলা. দেশিতে থাকে না কিছু শেষ॥ যা কিছু দেখিবে আজি, সকলি সে ভোজবাজি, কাল আর পাবেনা সে সবে। আজি ধরাপতি যেই, কাল দীনহীন সেই. এই ভাবে যায় দিন ভবে॥

কত যে ভূপতিস্থা, কত রূপ গুণ্যতা বিপাকে পড়িয়া ভোগে কত। যোগিনীর বেশে আজি, এই দেগ আছি সাজি, পথে মাঠে ভূমি অবিব্ৰু ॥ প্রাগর ভাত্মর করে. স্বেদজল নাহি ঝরে. শীতে দেহ কণ্টকিত নয়। নগর অটবী মক. কিবা কাটা লতা তক্ত. এবে মোরে সকলি ত সয়। তক্তলে নিদ্রা যাই. শয়নের ক্রেশ নাই একাকিনী বিঘোরে যামিনী। ক্ষীর নবনীত সর, ভূলিয়াছি দেশ ঘূর. ভলিয়াছি জনক্ষননী " বলিতে বলিতে ক্রোধে, কণ্ঠদেশে খাস রোধে, विकिक्षां नग्रत्न खिला। ফুলিতে লাগিল জটা. করেতে ত্রিশ্ব ছটা. धन धन के लिता छे बिल ॥ তপন ভৈরবস্বরে, ভৈরবী নিনাদ করে, "শোন বে পাপিষ্ঠ মুদলমান। বালো বিনাশিয়া পতি, মোর কৈলি এই গতি, মম বাকা না হইবে আন ॥ টটিবে সম্প্র বল রাজা যাবে রদাতল, বাতি দিতে কংশ নাহি কৰে। तुर्छ यनि कृत इय. দেবে যদি পজা লয়. ইহার অক্তথা নাভি হরে।।" র্বলি রোধে কম্পামান, যেন শ্রামা মৃদ্ভিমান, যোর ববে হয়ার ছাতিল। শুনি সেই গ্রেজন জ্ঞ নহীন নারীগণ. দেখি রামা নীরব হইল।

ক্ষণেক নীরব থাকি, কোপানল চাপি রাগি, যোগিনীর নাক্-স্রোত পুনঃ নেগে বছিল। - আপনার পরিচর, পূর্বাপর সমুদয়, অগ্লিকণা সম খামা বরিষণ করিল॥

"দাবকানগরী কাছে. সর্পনামে পুরী আছে. তার অধীশ্বর রাজা সর্পেশ্বর আছিল। নিৰ্মাল ক্ষতিয়বংশ, তাহে তেঁহ অবতংস. কৃক্ষণে তাঁহার ঘরে মম জন্ম হইল || কক্ষণে সর্পেশপতি, মম মনোমত পতি. আনিবারে স্বয়ংবরা উপক্রম করিল। করি তাঁরে বিলোকন, কক্ষণে আমার মন, অস্বারের ভূপতির প্রেমডোরে পড়িল। স্বয়ংবরা হয়ে দৌহে. যাইতে পতির গেহে, পথিমাঝে ছষ্ট যুবনের হাতে পড়িয়া। তুমুল সংগ্রাম করি, পতি যান স্বৰ্গপুরী, হেরি চিতহারা হয়ে পড়িলাম ঢলিয়া। ক্ষির শুকায়ে যায়. জ্ঞান পেয়ে প্রবায়, যুবনের গৃহমাঝে পড়ে আছি দেখিয়া! তেবে হয়ে নিরুপায়, পডিলাম দক্ষাপায়. নানা মতে নানা ছলে নরাধ্যে তৃষিত্ব॥ দে দিন কৌশল করি. সেই স্থানে কাল হরি. প্রদিন ল্কাইয়া ভিধারিণী হইল। পরে পরদেশে গিয়া, গেরুয়া বসন নিয়া. এইরপ যোগিনীর যোগবেশ ধরির।। ফিরিতেছি এই বেশে. তদৰ্ববি দেশে দেশে, বারাণদী বন্দাবন হরিদার ভ্রমির। জন্মান্থীপঞ্চনদ. श्रीच-महत्रीतत्रहरू. কৈলাস পর্বতে পরি অবশেষে উঠির॥ হেরিলাম রুমভেতে. শিবশিবা আনন্দেতে. পাষাণ-আকৃতি ধরি বিরাজিত রয়েছে। স্থাের কৈলাসধাম. কেবলি রয়েছে নাম. দেবের বিভব যত সমূলেতে খুচেছে। জগতে পবিত্র স্থান, গিয়াছে তাহারো মান. দে পুরীও দ্রেচ্ছপদ অপবিত্র করেছে। যেগানে পিনাকধারী. পিনাকে সন্ধান ধরি, অমরের বিপুকুল অকাতরে বধেছে। . আরোহিয়া হিমপথে, সেইগানে যুবনেতে,

অভয় হাদয়ে পার্বতীয় অজা ববিছে !

रेकनाम नीवव वय. আজি সেই শৃত্তময়, হু এক ময়ূর শুধু মাঝে মাঝে জাগিছে। গালবাতো ডাকিলাম, কতবার কদ্রনাম. প্রাণিমাত্র তবু তথা নয়নে না দেখির। শিবমূর্ত্তি পূজা করি, তখন উদ্দেশ ধরি. দর্শন আশয়ে নামি বারাণদী চলিত ॥ হেরিব অনাদীশ্বরে, গিয়া আনন্দের ভরে. ভাবি পূর্ণা অন্নপুরে উপনীত হইরু। দেখি বৃদ্ধি হই হারা. চন্দ্রে কলঙ্কের পারা. প্রাচীন দেউল-ভিতে দর্গা গাঁথা দেশির। প্রাণভয়ে বিশ্বেশ্বর, দেখিলাম স্থানান্তর. অন্ত পুরী নির্মাইয়া গুপ্তভাবে জাগিছে। নাহি সে সোণার কাশী. পাষাণের বারাণদী, পাষ্ড প্লাবিত হয়ে পাপস্থোতে ভাসিছে ॥ কাশীন্তে বিদায় লয়ে. অন্তরে হতাশ হয়ে. চলিলাম কুরুক্ষেত্রে কত আশা করিয়া। আসি কুরু-রণস্থলে. আর না চরণ চলে. বসিত্ব প্রভাসতীরে মনোছ্থে ভাসিয়া॥ পাপিষ্ঠ যবন নাশ, . করিতে অন্তরে আশ, পাঞ্পুত্র নাম ধরি কতই যে কাঁদির। সব হৈল অকারণ. না আইল কোন জন. ডুবেছে ভারত-ভাগ্য তবে সত্য জানিত্ব॥ তথন বুঝিরু সার. ভূভ,রতে কেহু আর, ক্ষত্রিকুল মহাধর্ম নাহি কিছু লভেছে। জানিলাম বীরবংশ. कुक्तकार्य इस्म स्वःम. বীরনাম জন্মশোধ ভূমগুলে ঘুচেছে।। আজি বঝিল ম মর্ম্ম. কেন ক্ষরিয়ের ধর্ম, ভারত ভিতরে আর দরশন হয় না। (कन वा एवन-मण. ধরে এত বাহুবল, কেন হিন্দুমহিলার কুলমান রয় না॥ প্রাদদ্ধ পবিত্র নাম. ভারতে কনোজ ধাম. তুমি সেই কনোজের বংশধর হইরা। এই ভাবে অকারণে, বুথা কাল বনে বনে, অপচয় করিতেছ রামাগণে লইয়া।।

আসিতেতে কত দুরে, রণবেশে তৃণপুরে, পাঠান ছরন্তদল মনে তা ত ভাবনা। কহিলাম সমাচার, দেখো যেন পুনর্কার, অই কামিনীরে হুংগী মোর মত করে না॥"

শুনি যোগিনীর কথা রোমাঞ্চিত কায়।

বিদায় লইয়া বীর কনোজেতে যায়। অনলশিখরে যেন ধাতুর প্রবাহ। শ্যনভবনে যেন দাহন-কটাই ॥ ভাবনা অনলে হৃদি তাপিল তেমনি। বনিতা বিপিন হন ভূলিল তথনি॥ জলিল চিন্তার শিখা হাদয় ভিতরে। ভূত ভবিষাৎ ভাব জাগিল অন্তৱে॥ যে ভারতে দেবগণ মানব লীলায়। স্বরপুরী পরিহরি করিত আলয়॥ যে ভারতে মহাবল দম্বজের দল। স্থর-শরাঘাত জালা করিত শীতল। মে ভারতে সৌরকুল মহাবীরগণ। রাক্ষদ দানবে রণে করিত দমন। मिलीश मध्य तथ मनत्व वीत । মে ভারতে রিপুদলে করিত অন্তির।। যে ভারতে বীরবুন্দ সমর কৌশল। দেখিতে বিমানে দেব বদিত সকল।। সে ভারতে আমা হেন কাপুরুষদল। আজি জনমিরা ধরা করে রসাতল। এইরূপ বিষময় চিন্তায় মগন। বাহজান বীরবাছ হারায়ে তথ্ন॥ বিচিত্র স্বপনে দেখে গুনন ভিতরে। বিপরীত নানা ছবি শৃত্য আলো করে একধারে নাগ্রী এক বহে তব্রুতলে। তাঁরে হেরি রাক্ষদেরা অধােমুখে চলে। অন্ত পাশে একজন ধবন ভূপতি। শত হিন্দুনারী ধরি করমে ছুর্গতি॥ একপালে আগওল সহ নিম্পণ।

গাঙীব নিনাদে দূরে করে পলায়ন।। আর পাশে ডানি হাতে তরবারি ধরি। কোরাণ ধরিয়া বামে রহে এক পরি॥ তাহারে হেরিয়া যত ক্ষত্রিয়-তন্য। করপুটে পদতলে হেঁটমুগে রয়॥ একধারে ম্যাতির পুত্র কয় জন। ছন্মবেশে দুরদেশে রহে সংগোপন।। স্থানান্তরে মেচ্ছদত করিয়া গর্জন। হিন্দরে সংকার কার্য্যে করে নিবারণ॥ দেখিয়া হৰ্জয় কোপ জলিয়া উঠিল। ঘন দেহ চমকিয়া উঠিতে লাগিল। অন্তরের কোপ তবে অন্তরে চাপিয়া। থাকিয়া থাকিয়া খীর উঠিল কাঁপিয়া॥ যেন গগনের দর্প, বায়ুর নিঃস্বন। গুনি ধরা ক্রোধভাবে কবয়ে কম্পন।। কিংবা যেন ঘোর মেঘ সাগরগর্জন। জানায় আপন দুর্প ডাকিয়া স্থানে॥ সেইভাবে খীরবাত ত্তপ্কার ধ্বনি। করি দেখা দিল আসি যথা নরমণি॥ হেনকালে মহাবেগে দৃত একজন। ভূপতি সমীপে আসি করে নিবেদন।। "মহারাজ, সর্বনাশ বৈরিপক্ষ এল। কর রক্ষা নৈলে রাজ্য রসাতলে গেল। ছবন্ত পাঠান সৈত্য চতুবঙ্গদলে। কালান্ত কালের দৃত সাজি এল বলে। সিন্ধুরাজ্য শেষভাগে কাবুলের দেশ। তাহার নূপতি নাম স্থলতান বকেশ।। তাঁর সেনাপতি নাম আলিমহম্মন। থেদাইয়া দিল্লীরাজে নিল রাজপদ।। লুটিল মথুরাপুরী কুল্লী কলিঞ্জর। কান্তকুক্ত লুটিবাবে আসে অতঃপর 🏽 এপনো সময় আছে রিপু আছে দূরে। ष्विनत्य सम्बर्गना द्वा पित भूत ॥" শুনি নরপতি মনে বিপদ গণিল।

বুদ্ধিহারা মস্ত্রিগণ মন্ত্রণা ভুলিল॥ ক্রোধেতে কম্পিত দেহ যবরাজ কয়। "একি কাজ মহারাজ **ক্ষত্রি হয়ে ভ**য় ॥ জনম সফল তাঁর ধন্য বীর সেই। বিক্রমে বৈরীর মুগু থগু করে যেই ॥ কিবা হবে মাংসপিও এদেহ ধরিয়া। रेवति यपि यभः निति नहेन हित्रा॥ অশীতি বরষ-প্রাণে জীয়ে কি হইবে। যগে যগে মহীতলে স্কুকীৰ্ত্তি ঘৰিৰে॥ যবনে করিব জয় রণে মহাশয়। সাহসে করুন ভর নাহিক সংশয়। মহাবল রিপুনল সতা বটে মানি। কালের কুটলগতি তাও ভাল জানি॥ কিন্তু পুরাতন কথা গাঁথা আছে মনে। একা খীর কত ধৈরী বিনাশিল রূপে।। একা ইন্দ্র দৈতাবংশ করিল দলন। একা রঘ বস্তন্ধরা করিল শাসন। একা দশানন করে ত্রিভ্বন জয়। একা বামবাণে দশানন-কুল ক্ষয়॥ একা কুরু ভূমগুলে একছত্র কৈল। একা পার্থ লক্ষ্য ভেদি পাঞ্চলী হবিল। বীর্যা যার, ধরা তার বিধির নির্ণয়। কালে হয় কালে বৃদ্ধি কালে শায় ক্ষয়॥ চৰ্জ্য পাঠান বড চুবন্ত হইল। অটল সৌভাগ্য বলি অন্তরে ভাবিল। হস্তিনা মথুরা কুল্পী আদি কলিঞ্চর। লুট্যা কনোজ লোভে আসে অতঃপর॥ 'কেন রে করিদ দস্ত রবে না এ দিন। দ্বিপ্রহরে মেঘে স্থা কথন মলিন গ কথন প্রবল নদ শুকাইয়া যায় ? কভু উচ্চগিরিচ্ডা ভূতলে লুটায়? শতগিরি অবলম্ব ভূমিকম্পে কভু, শতমূল বটরক ছিন্নমূল কভু ? জলবিন্দু পাষাণে কখন করে ভেদ ?

মহা পরাক্রান্ত রাজা কথন ,উচ্ছেদ ? পবিত্র কনোজপুরী ক্ষত্রিয়ের বাস। তাহারে লাউবি বলি করিলি রে আশ ? তবে ত পুরুষ আমি বীরবা**ই** নাম. ভবে ত প্রদিদ্ধ পরী কনোজেতে ধাম, তবে মম রণবীর ঔরদে জনম. তবে ধরি বাহুবল নীর্যা পরাক্রম॥' মহারাজ শ্রীনবণে এই নিবেদন। প্রিজন সকলেরে করুন পালন !! বৃণক্ষেত্রে গিয়া শক্ত কবিব নিধন। সতা সতা এই সতা কবিলাম প্রা হেরি বীরবাত দর্প প্রফল্ল সকলে। রাজ-আজ্ঞা পেয়ে বীর রণবেশে চলে ॥ সেনাপতি পদে বীর হইল বরণ। শুনি"জয় যবরাজ" নাদে সেনাগণ॥ নাহিক ভয়ের লেশ, করিয়া সমর বেশ রাজস্বত হেমলতা ঘরে গিয়া ভেটিল। "প্রেরসি বিদায় চাই, সমর জিনিতে যাই." বলি বীরবর প্রমদার কর ধরিল ॥

পতি রণমাঝে যান. আকুল রমণী-প্রাণ, কতই বিষম ভাব উপলিল জনয়ে। শুকাইল তমুলতা, শোকভারে অবনতা. শশধর লীন যেন হয় রা**হ** উদয়ে॥ ধরিয়া পতির হাত, "কি কৰ সদয়নাথ, কঠিন ক্ষত্রিয়কলে নারী জন্ম ধরেছি। মায়া মোহ পরিণয়. डेम्याभन मगुन्य. ক্ষত্রিয় ধর্মের লাগি জন্মশোন করেছি॥ যুৱনে নাশিতে থানে, জগতে স্থৰ পাবে, এমন সময়ে নাথ কি বলিব তোমারে। মন বোঝেনা ত তবু, প্রাণ কেনে উঠে কভু, কভু তব সনে যেতে বলিতেছে আমারে॥ গত নিশি জঃস্বপন, করিয়াছি দরশন. তাই প্রাণনাথ প্রাণ আকুলিত হয়েছে।

তাই নাথ এতক্ষণ. না ক্রিয়া আলিক্সন অবশ হইয়া মম বাচ্যগ রয়েছে। গত নিশি শেষ্যাম. অলকণ দেখিলাম. ভাবিলে শোণিতবিন্দ দেহে আর রয় না। जनिधि भात रुख. তোমারে হৃদয়ে লয়ে. পলাতে বাসনা যেন কেছ দেখা পায় না॥ गगुत रामिन रफरत्र, प्तिशिच्च मसुदी इंदत. व्यम्भि निषय वर्षम् थतः भेतः मोतिन । ফুটাইতে ফুল কলি. (यह (मंगा मिन अनि. অমনি প্রলয়বায় ছত্করে বহিল। যেই 'বারি বারি' ক'রে, চাতকী কাতরশ্বরে, উঠিল গগনোপরে অমনি সে মরিল। বিনা মেঘে বজাঘাত. হয়ে শিরে অকস্মাৎ, সেই পাখী ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। বিশাল তক্তর পাশে. তকলতা ধেয়ে আসে. হেনকালে কাঠরিয়া সেই তক্ত কাটল। যেই গোলে রবিকরে. কমলিনী বারিপরে. অমনি দে কাল মেঘ আসি ভান্ন ঢাকিল। আবো কত অলক্ষণ. দেখিলাম অগণন, না জানি কপালে বিধি কিবা লিপি লিখেছে। ব্ৰি লীলা সমাপন, ব্ৰত হলো উদ্যাপন, মোর প্রতি কোন দেব ববি৷ কোপ করেছে॥ যা হবার হবে ভাই আজা দেহ সঙ্গে যাই, তব অনুগামী হয়ে রিপুকলে নাশিব মরিয়া ংব্র রণে, অথবা তোমার সনে, ছই ছনে একেবারে স্করলোকে পশিব॥" ভাবিয়া করিয়া স্থির, শুনি থেদে মহাবীর. অবশেষে অঙ্গুলির অঞ্গুরীয় খুলিয়া। *কি জানি কি হবে রণে, দেখে। প্রিয়ে রেখো মনে" পরাইল প্রমদারে এই কথা বলিয়া॥ সময় বহিয়া যায়. দিনের সংক্ষেপ তায়, নিরুপায়ে যুবরান্ধ রণমুখে চলিল। কাৰ্ছপুতলির ছায়, যেই দিকে স্বামী যায়, হেমলতা এক দঙ্কে;সেই দিকে বহিল !!

সেনা লয়ে বীরবাছ হয়ে অগ্রসর। নেপালের পথে আসি রহিল সত্তর॥ भवितन অপवादश विश्व रत्त्रश निन । সন্মুগীন সমুদায় মেদিনী ঢাকিল। অর্দ্ধ-চন্দ্র-শোভা নীল পতাকা উডিল। যোজন ব্যাপিয়া শক্র শিবিরে ছাইল। ক্রমে দিবা অবসান সূর্য্য লুকাইল। ম'াধার বিছায়ে নিশি আকাশে বসিল।। মমর আলয়ে সিঙ্কা সন্ধা দিল ঘরে। মমনি তারার আলো ধিকি ধিকি করে। विजीयात हक्त कला केवर शामिल। জ্যোৎসা-আলো পেয়ে দশ দিক প্রকাশিল।। বীরবাত বৈরীপক্ষ করিতে বীক্ষণ। হিমগিরি শুম্পোপরি কৈল আরোহণ। প্রকাত্ত-প্রকৃতি দেখে যুবনের সেনা। শিরেতে ধবল বাস যেন ভাসে ফেনা॥ শ্রবণে কণ্ডল দোলে, করে শরাসন। প্রষ্ঠে তুল কটিতটে কুপাল বন্ধন ॥ হেরি মনে মনে বার ভাবিতে লাগিল। ভারতের পূর্মকথা স্মরণ হইল। त्निनी-निनान-श्वटत शिकाया उपन । বলে কোথা কার্ত্তবীষ্টা রহিলে এখন।। কোথায় গাঞ্জীবদারী পাশুব-প্রধান। কোণা ভীষ্ম, দ্বোণাচাৰ্য্য, কৰ্ণ মতিমান ॥ কোণা অভিমানী মহারাজা হুগ্যোধন। বাবেক কটাক্ষে হের হস্তিনা ভবন। সেই পুরী আজি জয় কৈল মুসলমান। তবে রে যবন তোর নিকট মরণ। স্বাংশে আমার শরে হইবি নিধন।।"

পূর্কদিকে প্রভাকর, বাজিল ছন্দ্ভিম্বর, রণ বণ মহাশব্দে ধ্যুর্ঘোষ নাদিল। ভাঙ্গিল আকাশ গণ্ড, বণভূমি লণ্ডভণ্ড, তাল তাল স্বরাশি প্রভারাশি ঢাকিল॥

সমকক জই বল, क्कांद्र रमनात्र मण. হিন্দ-মেচ্ছ-রণ-রব একঠাই মিলিল। মেচ্ছ "মহশ্বদ" ডাকে, "হর হর" হিন্দু স্থাকে, মহাক্রোধে ছই দল সমরেতে মাতিল।। ভাসায়ে চুকুল যেন. नमी। इटिं थात्र दश्न. বীরগণ মহাদত্তে বেগে আসি মিলিল। ঘোটকে ঘোটক সঙ্গে, বারণে বারণে রঙ্গে. পদাতি ধান্তকী ঢালী যেবা যাৱে ঝাঁকিল।। যোজন বিস্তার বন, অনলে করে দাহন, বিশাল বক্ষের কাণ্ড ধরণীতে লুটে রে। অথবা নিদাঘ কালে, ঢাকিয়া আঁখার জালে, বায় পথে ঘন ঘোর ধেন রণ করে রে। অথবা জলবি জল, ঝাটকা করিলে বল. হুহুদ্ধার নাদ ছাড়ি তীরেতে আছাডে রে॥ রণভূমি টল টল, হেন তেজে থোঝে বল, সমকক্ষ ছই পক্ষ কেহ কারে নারে রে॥ বেলা অপরাহ্র হয়. তবু বৃণ ভঙ্গ নয়. মরি বাঁচি পণ করি মহাযুদ্ধ করে রে। হেনকালে বৈত্রীপক্ষ. করিয়া করিয়া লক্ষ্য, বীরবাহু বক্ষ দেশ বাণে বিদ্ধ করে রে॥ সেনাপতি মুজা যায়. দেনাগণ ভয় পায়, আরো পরাক্রমে রিপু একেবারে ঝাঁপে রে। সহিতে না পারি রণ. ভঙ্গ দিল সৈপ্তগণ, জন মহম্মদ বলি রিপুদল হাঁকে রে ॥

গর্জিল পাঠানসৈত্য সমর জিনিয়া।
যেন বিষধর গর্জে দংশন করিয়া॥
মদগর্কে মাতোয়াল পাঠান চলিল।
রাজধানী সন্নিধানে আসি উত্তরিল॥
সমাচার পেয়ে রণবীর সাজে রণে॥
যুক্তি প্রাচীন রাজা চলে প্রাণপণে॥
অবশিষ্ট দল বল সংহতি করিয়া।
কাত্যকুজ্ঞ প্রান্ডভাগে রহেন আসিয়া॥
ক্রমশ পাঠান সৈত্য আসিয়া যুটিল।

হিন্দ মেচ্ছ বীরগণ যঝিতে লাগিল।। অসংখ্য পাঠান সেনা অন্তরে উল্লাস। হিন্দ-সৈত্য ভগ্নশেষ অন্তরে হতাশ। তবু রণে যমদত সমান যুঝিল। বিপক্ষ সেনার দল বিস্তর বধিল। সহিতে না পারি শেষে বিমুখ হইল। নগর প্রাচীর মধ্যে গিয়া লুকাইল। পাঠান মাতিয়া আরো প্রাচীর ঘেরিল। ধবিতে কনোজবাজে সন্ধান কবিল ॥। হেথা কাত্মকুত্বপতি জ্বালি চিতানল। নিবাইল শোক তাপ সকল জঞ্জাল। বীরভার্য্যা বীরক্সা হেমলতা নারী। চলে তাজিবারে দেহ লয়ে সহচরী॥ শুনি নগরের লোক চলিল সকলে। আবালবনিতা বদা প্রভিল অনলে॥ স্মরিয়া পিতার পদ স্মরি প্রাণনাথে। ঝাঁপ দেয়. হেনকালে কেহ ধরে হাতে॥ ফিরে দেখে বিনোদিনী গুরস্ত পাঠান। হেরিয়া পড়িল ভূমে হারাইয়া জ্ঞান। व्यानात्म भाष्रान देमग क्याध्वनि मिल । স্থলতানে তৃষিতে সঙ্গে করিয়া চলিল !! জ্ঞান পেয়ে রাজস্বতা মরমে মরিল। মানভয়ে বিনোদিনী কাঁপিতে লাগিল। রাচর তরাসে যেন আকাশের শণী। নিষাদের ভয়ে যেন মুগী বনে পশি॥ তঃশাসন করে যেন ক্রপদকুমারী। জনকন্তহিতা যেন রথে রাঘবারি॥ সেই ভাবে কাতরে রোদন করে ধনী। তাহে উচাটিত মন ভাবি গুণমণি॥ প্রোণনাথ কার সাথে কোন পথে রয়। শেই কথা হেমলতা মনে সদা হয়। তাপে তমু জর জর ঝর ঝর আঁগি। বাাধের জালেতে যেন কাননের পাথী। শরীর বেডিয়া ফণী উঠিলে বকেতে।

যেন শীর্ণ দেহ হয় মনের ছঃখেতে॥ ভয়েতে মূদিত আঁখি মূলিন বদন। কাঁপে ওষ্ঠাধর, গণ্ড পাত্তর বরণ। সেইরূপ অবয়ব ধলায় ধুসর। দিল্লীরাজ পুরে সতী কাঁদে উচ্চস্বর॥ "কোথা মাতা, কোথা পিতা, কোথা প্রাণনাথ। হেমলতা শিরে হেতা হয় বঞ্জাঘাত।। কাল ভূজক্ষেতে তারে করে গো দংশন। সতীত্ব হরিতে চায় গুরাত্মা যবন ॥ কেন নাথ অভাগীরে ফেলি চলি গেলা। এ জনম মত ফুৱাইল থেলাদেলা॥ মা বলা কুরালো মাগো জনম মতন। এই বার হারালে মা "অঞ্চলের ধন"। হয়ে রাজকুলবধ বাছকুলবালা। পেয়ে বীরবর পতি এত হলো জালা।। হায় বিধি, এত যদি ছিল তোর মনে। কেন রে জনম দিলি ভূপতি ভবনে॥ কেন কাঙালিনী-কলা না কবিলি মোরে। যদি ছিল এত সাধ ফেলিবারে ফেরে॥ যদি বাজকলে যোৱে করিলি স্থজন। উচ্চ আশা দিয়ে বিভম্বিলি কি কারণ॥ (कन ज्वा क्ष्रंदांशी ना कविनि सादि। হেন পোড়া রূপ দিতে কে বলিল তো**রে**॥ কেন ধীর বীরপতি দিলি অন্তপম: কেন মজাইলি শেষে বিপাকে বিন্দুম। একান্ত করিয়া অন্ধ না গঠিলি কেন। তবে কি সহিতে হত যন্ত্রণা এমন।। অনায়াদে নরাধম তোরে ভক্তিতাম। দাসীভাবে অন্নগতা হয়ে সেবিতাম॥ ভূলিতাম মাতা পিতা পতি পরিজন। হায় পুনঃ না দেখিব সে সব বদন। ना छनित जननीत जानरतत्र तानी। হায় বুঝি এতক্ষণে ছেডেছে পরাণী। কোথায় প্রাণের নাথ কাঁদে হেমলতা।

করণ। করিয়া আসি কহ হু'টে কথা।
অমৃত পুরিত ভাষা করাও প্রবণ।
বারেক হেরিব তব হিমাংগু বদন।
বারেক হদয়ে থুয়ে সে কর কমল।
একবার নাথ বলে ভাকিব কেবল।

এত বলি ধীরে ধীরে ভিভিয়া নয়ন নীরে. পতিপ্রাণা সভী, বিষ অধরেতে তুলিল। অরে নরাধম অরি. তোর ক্রোধ হেয় করি. এই দেখ তোরি ঘরে তোরি বন্দী মরিল। আর কি করিবি বল, পান করে হলাহল, কেমনে পামর আর ছরাকাজ্ঞা সাধিবি। যে রক্ত মাংদের তরে. অবলা আনিলি ঘরে. এবে তার শবাকার দেখি ডরে পদাবি॥ চকু কর্ণ নাসা আর, স্কাঙ্গ হইবে ছার. থান কত দাদা দাদা হাড় গুরু দেখিবি। **(मर्डे (**नव नीत्नार्थन. সে অধর বিশ্বফল. সেই নাদা দেই কর্ণ দে বদন বিমল। দেই নিতম্বের ভর, দেই **পী**ন প্রোধর, সেই মূত্র বাহুলতা কর্তল কোমল। किनियां नवनी मत्र. সেই যে মাংসের থর. সেই চারু রূপছটা শশবর গঞ্জনা। সেই কেশ সেই বেশ. কিছুই না রবে শেষ, গুটকত কীটাগুৱে করাইবে পারণা॥ তবে কেন রুখা ছায়া. লাগিয়া করিস মায়া, দিন কত জন্ম এত বাড়াবাড়ি ভাল না। তোৱো ভ হইবে নাশ. যেতে হবে মম পাশ. হেন দিন চিরদিন কভু কারো সয় না।।

ভাবিয়া ভাবিয়া, গরল লইয়া, ভূডলে বসিয়া, উদাস মনে। উদরে দেথিয়া, গুমিয়া গুমিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, বিরসাননে,

বলে শিলাময়. যত গেহ5য়. করি অম্বনয়, ছাডিয়া দাও। ছেড়ে দেহ দার, ঘোর অন্ধকার, হয়ে অগ্রসর, অরণ্যে যাও।। मंत्री नशी मतन. একারব বনে, তবু এ সদনে, রব না আর। ় করিয়ে সঙ্গিনী. বিকট সাপিনী. রব একাকিনী, কি ভয় তার॥ মাঠে মাঠে যাব. গো মেষ চরাব. ভিক্ষা মাগি থাব, ভ্রমিব বনে। এ যমপুরীতে, পরাণ ধরিতে. নারিব থাকিতে, রাখিব ধনে॥ অহে শশবর, ভাবিয়া কাতর. বলহে সহর, কোথায় যাই। কিম্বা বহ্নি জলে, অরণ্যে ভূতলে, দেহ যুক্তি বলে, কোথা পলাই।। অহে লিপিকর. मिट्य वरभवत्र. শেষে বিষধর, অঙ্গে সঁপিলে। অতি ছুরাচার, ধর্ম নাহি যার, হাতে দিয়ে তার, প্রাণে বধিলে? কোথা দশ মাদে. গিয়া মনোলাসে. বসি পতিপাশে, চাঁদে দেখাব॥ কোথা দিবানিশি. একাসনে বৃদ্যি, नत्य ञ्रू ज्यानी, (भारक् दशनाव ॥ বুকে করে নিয়ে, কোথা অন্ন দিয়ে, পতিকোলে থুয়ে, হৃদি জুড়াব। করি অতিবাদ. ভাহে সাধে ব'দ, হয়ে সেই দাব, কিলে পূরাব। অবে প্রজাপতি। ্যোরে করি নতি, আর এ চর্গতি, মোরে দিস নে। উন্মাদিনী ক'রে. নেৱে জ্ঞান হরে আর এত ক'রে, জালাইসনে॥

গদা চাঁদগানি পারা, এত বলি চিতহারা. হয়ে হেমলতা ভূমে পড়ে। (इनकारन मोमामिनी-अन्तर्भा कान कामिनी, ক্রোডে করে আসি উভরড়ে। যেন কোন ৱাহী জন. পথিয়াঝে দরশন. করি মণি স্যতনে লয়। त्यार किल धनि छनि, वात्म वांधि वार्थ छनि, याग्र याग्र भूनः नित्र गग्र ॥ **मिट्टेक्स मिट्टे नारी.** মুছায় নয়ন বারি. অনিমিষে মুখ পানে চায়। নাহি নডে নাহি চড়ে, নেত্রে না পলক পড়ে, একভাবে বলে রহে ঠায়॥ সেই নারী কোন জন. কেন তথা কি কারণ. কি জন্ম সে এত শোক্ষয়। ভাবে বৃঝি সেই ধনী. হবে চুরিকরা মণি, ইথে কিছু নাহিক সংশয়॥ এত দে মলিনমুখী, নাহলে ছথের ছখী. হবে কি কারণ তার তরে। ঠেকে শিক্ষা করে যেই, সার-গ্রহ করে সেই. তাদশ না পারে অন্ত পরে। কিবা শোভা দিল তায়, বাকো নাহি বলা যায়, কোকনদে শ্বেতপন্ন যেন। অথবা চপলা-চাঁদ ঘেরিয়া গগন চাঁদ অচলা হইয়া রহে যেন। ছুটি ফুল কাছে কাছে, একটি তার ভগায়েছে, একটি উর্ন একটি অধোভাগে। ছায়া পড়ি ছটি কালো, তার মাঝে কিছু আলো প্ৰিয়াছে একটি অগ্ৰভাগে॥ সেইরূপে তই জন. এর কোলে অন্ত জন, কতকণ সমভাবে যায়। रम्पठां ना होन त्यन, भीटत भीटत कूटि ट्रन. হেমলতা সেই ভাবে চায় ! দেখে চক্ষে বহে বারি, অচেনা জনেক নারী, কোলে করি অনিনেষে রয়।

স্থি নাহি ভয়. আমি ভিন্ন নয়, তব ভগ্নীসমা জেনো আমারে। পিতা রাজ্যেশ্বর, मिल्ली-मशीधत. আমি ভাগাফলে ভজি ইহারে॥ রণে করি জয়, মোরে ধরি লয়. এই ছুৱাশয় মোরে ছলিল। করি জাতিভ্রষ্ট, ধর্ম্ম করি নষ্ট, শেষে দাসীভাবে ঘরে রাখিল।। শুনি আর বার. রাজা করি ছার. কোন রাজকন্তা পুনঃ হরিল। মনে বাথা পেয়ে. তাই এন্ন ধেয়ে. ভাবি কার ভাগা পুনঃ ভাঙিল ॥ পরে দেখি মুখ, বিদরিল বক. পূর্ব্বকথা যত মনে পডিল। তাহে চমৎকার. তব ব্যবহার দেখি কুতৃহল আরো বাড়িল॥ ত্মি যতক্ষণ, तमरे छ्टे जन. कार्ष्ट् कत्ररयोष्ट्र कति कै। मिरन । কত দিবা দিলে. কত বঝাইলে. শেষে আজি ক্ষম বলি যাচিলে। হয়ে খদৰ্শন আমি ততক্ণ. গৃহমাঝে থাকি সব দেগেছি আনিয়াছ বেয়ে, পরে যোগ পেয়ে, অন্তরালে থাকি সব শুনেছি।। শেষে কোলে করি. এই আছি ধরি. আজি হতে দণি তব হয়েছি। আমি ভাগাবতী, কারে বলে সতী. অন্তাৰ্যধি তাহা ভাল জেনেছি॥

বিজন অরণো যেন স্বজন মলিলি॥

বালুকাবিকীর্ণ ভূমে সরসী যুটিল

চিনিতে না পারি তারে, চেয়ে দেখে বারে বারে

মন বঝি সেই নার। কঃ॥

তাদশ প্রসরমতি তেয়াগি ভতন। উঠে বৈদে হেমলতা দেহে পেরে বল। যভিয়া যুগলপাণি সজল নয়নে। তেমলতা কয় কথা কাতর বচনে॥ "লয়াম্মি, তব কাছে এই ভিকা চাই। কি উপায়ে তার কাছে রক্ষা পাই।।" শুনি দিলী-মহীপাল- এন্যা কভিল। অঞ্নীরে ছ'নয়ন ভাসিতে লাগিল।। राम "मणि, कम्यान शियांट्र भक्म। ভজিয়া যবন-রাজে পীয়েছি গরল।। আজি সেই তাপ, স্থি, শীত্র করিব। দিয়াছি আমার ধর্ম্ম, তোমার রাগিব। মম বাকো অনাদর বুঝি বা না হবে। চরি-করা ধন বলি বঝি বাক্য রবে ॥ যাই দেখি একবার শ্লেচ্ছরান্দ পাশে। ষ্ট্রিব আমায় ভালবাদে কি না বাদে। এত বলি দিল্লীপতি-ছহিতা চলিল। আসি শ্লেচ্ছ মহীপতি কাছে দেখা দিল।

দরেতে আসিছে হেরি. আর না সহিল দেরি. শশব্যস্ত পাত্তসাহ পথিমাঝে ভেটেল। "একি ভাগ্য আজি মোর,নিজে ধরা দিল চোর," বলি রসবতী-হাত রসভাবে ধরিল।। "যেবা চোর সাধু যেই, মনে মনে জানে সেই কেন মিছে নারী ভাবি কর মোর ছলনা। একি শুনি অপরূপ ওহে চতুরের তুপ, পেয়েছ ন্বীনা নাবী মোরে নাকি চাহ না! टम या दशेक यम दमिथ. डेनाड इत्युष्ट दश्कि. হেন মতি কি কারণ ভলিতে কি পার না গ ত্ত্ব তাহে নাহি হয়. এত সেবাদাসী বয়. কেন পরনারী তবে কর এত বাসনা ? কেন পিতা মাতা সনে পীড়া দাও প্রিয়ন্ধনে কেন এত সতীনারী-মনে দেও বেদনা ?

কেন দাও এত তাপ, কেন কর এত পাপ,
নারীবদ কত পাপ মনে কি তা জান না ?
হেমলতা নামে যাবে, রাথিয়াছ কারাগারে,
বিষপানে মরে সেই মনেতে কি ভাষ না ।
একে অতি সতী নারী, তাহে গর্ভ-ভরে ভারী
তব্ সে রমণী তবে কিছু দয়া হয় না ?
য়া পেয়েছ রাথ তাই, অতি লোভে কাজ নাই
দিল্লী-রাজ পাটে বসে কুমন্ত্রণা ভেব না ।
আমার বচন ধর, তাহারে মোচন কর,
অতিশয় কোন কর্ম কোনকালে ভাল না ॥"

স্থপ্র ব্যাপ্ত যেন আমিষের গন্ধ পেলে। কালসর্প শিরে যেন পদাঘাত মেলে॥ পতক্র যেমন শোভা করি দরশন। ভোলা কথা মনে হলে উন্মন্ত যেমন। শুনিয়া পাঠান রাজ চমুকি তেমতি। আকুল নয়নে চায় কামাতুর মতি॥ বলে "কোথা আন তারে দেখিবারে চাই। পেয়েছি নবীনা নারী ছাড়ি দিব নাই। মরুক বাঁচুক আর যা ইজ্ছা করুক। পেয়েছি স্থার ভাগু নিবারিব তুক। জানে না স্থলতান আমি বিজয়ী স্থগতে। তিলার্দ্ধ রাখিনে স্থান এই ভভারতে॥ আমি তারে কত ক'রে আপনি সাধিম। অবশেষে হাতে ধরা স্বীকার করিছ।। মম বাক্যে অবহেলা করে সেই জন। দেখিব কেমনে তারে রাখে কোন জন॥" অনেক সাধিয়া শেষে সান্তনা করিল। তথাপি আস্ক্তি কোপ ঘুচাতে নাবিল। বিস্তর কাঁদিয়া, করি বিস্তর সাধনা। অবশেষে এই মাত্র পুরিল কামনা॥ যে অবধি হেমলতা প্রদ্র না হবে। সে অবধি দাসীভাবে পুষ্পোতানে ববে ॥

মহা অর্ণ্য ভিতর, এ দিকেতে বীরবর. চেতনা পাইয়া চক্ষু চান। অতি ভীম দরশন. বিজন গহনবন. চারিদিকে দেখিবারে পান। শোণিতে লেপিত বাস. নয়নের জ্যোতিঃ হ্রাস, শরাঘাতে দেহ অবসাদ। হৃদয়ে বাণের ফলা. ভাঙিয়া পডেচে শলা. তব বীর ভাবে না বিধান। ধরিয়া শরের শেষ, নাহিক ত্রাসের লেশ. টান দিয়া তুলিয়া ফেলিল। কোণা আপনার বল, কোথায় বিপক্ষ দল. কেন তথা, ভাবিতে লাগিল। হেনকালে দেখে চেয়ে, নিজ অশ্ব আদে ধেয়ে, সংগ্রামের সাজ পরিধান। শরীরে শোণিত ঘর্ম. হেরিয়া বঝিলা মর্ম্ম. এই মোরে কৈল পরিত্রাণ॥ রণভমি পরিহরি. আমারে পষ্ঠেতে করি. অশ্ববর আসিয়াছে বনে। এই কথা বীরবর. স্তির করি তার পর. ভাবিতে লাগিলা মনে মনে ॥ কোন পক্ষে হইল জয়. কোন পক্ষে পরাজয়: সমাচার কিছুই না পাই। বলি অশ্বে করি ভর. ্চলিলেন বীরবর. দেখেন সংগ্রামে কেহ নাই। যেন ক্রত সমীরণ. তেখন কাতর মন, চলিলেন ধাইয়া নগরে। দেখে যত গৃহদ্বার, হইয়াছে ছারথার, অগ্নিকুণ্ড জলে বৃধু স্ববে ॥ অস্থ শোকের ভার, সহিতে না পারি আর, মাথাক্ নিয়ে ধরাতল, আছে রে বারিধি জল, বীরবর কহিল কুপিয়া। ভাল দেখা পাইলাম. "ভাল আশা করিলাম. বড সাধ মিটিল আসিয়া॥ করিয়া বিপক্ষ নাশ, আসিব প্রেয়সী পাশ, পুরাব পিতার মনস্কাম।

नाटि देश वनवांत्र. ঘচিল সে অভিলাষ. লাভে হতে ভাষ্যা হারালাম।। व्यर्वानमां वह त्मरम. এই কি ঘটিল শেষে. यम भन्नी यवत्न इदिल। করিতে হেলায়ে শুণ্ড. উপাডিয়া তক্ষকাও. দশনেতে লতিকা ধরিল।। অরে নিদারুণ চোর। সে জন কি করে ডোর. (म (य नांदी खरना नन्ना। সে যে অতি নির্মল, কোমল কমলদল. তারে কেন দিলি রে বেদনা॥ এত কি বাডিল জোর. দিল্লী জয় করে তোর, মোর প্রিয়া করিলি হরণ। তবে ক্ষত্ৰিস্কত হই, সতা সতা সতা কই. এবে তোর নিকট মরণ॥ অস্তি মাংস যত দিন. দেহে রবে ততদিন. তোর মন্দ করিব সাধন। প্রয়োদার বিমোচন, যবন কুল নিধন. অন্তাবধি এই মম পণ॥ কিবা জলে কিবা স্থলে, কিবা বলে কি কৌশলে, ত্বই ব্রত দম্বল আমার। আজি কিম্বা পরদিন, কিম্বা অন্ত কোন দিন, পরিচয় পাবি রে তাহার ॥ স্বদেশ করিলি জয়, তাহে আর থাকা নয়. তাহে প্রিগ বন্ধ তোর ঘরে। ভূমিৰ গিয়া কল্বি. এই দেখ অন্তাৰ্বধি. দেশতাগী হব তোর তরে " অল্লদিনে পাবি টের, কোন কর্মে কিবা ফের, জানিবি রে পুরুষ কেমন। তাহে তরি করিব চালন। লক্ষ তরি ভাসাইব, **८३ष्ट्राम्भ मङ्गाहेय.** বাণিজ্য করিব ছারখার। মেচ্ছকুল ভশ্মসাং. তোর সিংহাসন পাত, প্রেয়দীরে করিব উদ্ধার ॥"

থেদ করি বীরবর উঠিলা তরণী। কলিকবাজের রাজে। চলিলা তথনি॥ प्रकारतत रेमका नार्य श्रम यांच तर्ग। हिन्**त्र উদ্দেশে** हिन्दिन এই মনে॥ ক্লানীরে তরিখানি ভাসিয়া ভাসিয়া। ক্লাসাগরের জলে পড়িল আসিয়া॥ মাচা খোলা থানি যেন ভাসে সেই তবি। গ্যাহে চাপি বীরবাচ নত শির করি॥ र्निकना कनी त्यन जन्नहुड़ा निना। মধোশির হয়ে বীর তেমতি রহিলা। ক্তক্ষণ লুকাইয়া হৃদয়ের ভার। প্রকাশি কাতরে শেষে কহেন কুমার॥ এই কি কপালে ছিল জগনান্তা ভূমি! মামি হৈমু দেশত্যাগী বন্দী বৈলে তুমি! ত্ত্বগর্ভা ভূমি ভুমি জগতের সার। চত নদ হ্রদ গিরি তব অলঞ্চার ॥ টচ্চ হিমগিরিচুড়া হিমানী মণ্ডিত। র্ম করি স্থির বায়ু করিছে পণ্ডিত।। রকণের বর্গবোধকারী বিক্লাগিরি। নগস্তা ঋষিরে শিরে নোয়াইছে বিবি ॥ গামুথী-বাহিনী গঙ্গা যমুনাতে মেলি। দ্বা বাতি কলনাদে করিতেছে কেলি॥ ার অংশে জন্ম সেই রামনারায়ণ। তামারে জননী ভাবে করিলা পালন। তামার সেবায় পঞ্চপাও ছিল রত। গুজিল তোমায় রাজা বিক্রম আদিত।। ममत वाच्योकि श्रवि स्वमधुत स्वतत । গবিয়াছে তব যশ ত্রিভূবন ভরে॥ ্বদব্যাস মহাঋষি ভারত রচিয়া। প্রতারিলা তব নাম জগৎ জুড়িয়া॥ ারস্বতী-বরপুত্র কবি কালিদাস। চব যশ রম্ববংশে করিলা প্রকাশ ॥ স্বভূতি তব নাম অনাশ্র অক্ষরে। গাঁথিয়া থইয়া গেছে মানব অস্তরে॥

এবে সেই দেশমান্তা ভারত বক্ষেতে। শ্লেচ্ছকুল পদে দলে নির্থি চক্ষেতে॥ ঘুচিল মনের সাধ জনম মতন। ভাঙিল নিদার ধোর ভাঙিল স্থপন।। যবনে করিয়া ছন্ন তোমার মোচন। কত দিনে মনে মনে করিতাম পণ॥ পুনশ্চ হিন্দুর রাজ্য স্থাপন করিব। পুনর্বার অলঙ্কারে তোমারে তৃষিব॥ পুনঃ নির্মাইব পুরী যত হৈল গত। গঙ্গা যমুনার তীরে ছিল যত যত॥ বিজয় তুন্দুভি পুনঃ হরিষে বাজাব। ভারত জাগিল বলি ভূতলে জানাব॥ হায়! আশা ফুরাইল জনম মতন। অদৃষ্টে আছিল শেষে জলধি ভ্ৰমণ॥ মনোহর নবদুর্বা কোমল আসনে। বসি আর না দেখিব শোভিত গ্রনে॥ তবলতবঙ্গা কলনাদিনীব ভীবে। আর না জ্ডাব চক্ষ ভূমিব না ফিরে। নবীন প্রবছায়া তলেতে বসিয়া। আরু না শুনিব গান হবিষে ভাসিফা। বিদায় জনমভূমি জনম মতন। বিদায় ভারতবাসী স্বজাতীয়গণ ॥ বিদায় জননী তাত পুরবাসী জন। বিদায় জনম শোধ প্রোণের রতন ॥ জীবিত আছ কি প্রিয়ে ভাব কি আমারে। কোন্ ভাবে কার কাছে রেখেছে তোমারে॥ ধিক ক্ষত্রকুলে ধিক্ ধিক্ মম নাম। পতি হয়ে নারী রক্ষা কার্য্য নারিলাম।। একে শত্রু তাহে শ্লেক্ছ তাহে প্রাণপ্রিয়া। কেমনে ধরিব কায়া জানিয়া শুনিয়া ॥ হে বরুণ, কেন মোরে পাতালে না লহ। জীবিত বাথিয়া কেন দলন করহ।। কোথায় লুকালে বজ্র অহে স্থরপতি। মরাধম শিরে হানি বিনাশ হুর্গতি॥

জব হ' বে মাংসপিগু, চূর্ণ হ' বে হাড়।

অথবা সর্ব্ধাঙ্গ দেহ হয়ে যা পাহাড়।"
বলিতে বলিতে বীর ঢলিয়া পড়িল।

যেন বজ্ঞাঘাতে দীর্ঘ তরু বিদারিল।

একাকী জলধি জলে তরিতে শুইয়া।

তরঙ্গ বেগেতে তরি চলিল ভাসিয়া।

সমস্ত রজনী জলে ভাসিয়া ভাসিয়া।

অরুণ উদয়ে কূলে লাগিল আসিয়া।

কুলে উঠি বীরবর পান সমাচার। সেই ত কলি**সদেশ** কলিসরাজার ॥ সমাচার পেয়ে তবে চলিলেন বীর। যেন বাহুগত ভান্ন ক্রোধেতে অধীর॥ গিয়া খণ্ডবের পদে করি নমস্কার। নিবেদিলা প্রবাপর যত সমাচার॥ শুনি ক্রোধে কম্পমান কলিসভূপাল। জ্বলিয়া উঠিলা যেন কালাস্তের কাল।। তেখনি অমাতাগণে একরে কবিয়া। সমরে সাজহ বলি কহেন রুষিয়া। সংগ্রামে সাজিল সেনা দেখিতে বিকট। সাজিল বারণ বাজী সংগ্রাম-শকট ॥ হেরিয়া প্রকুল্ল মনে ভূপতিনন্দন। श्रुष्टद्वत भानयुग कतिया वन्त्र ॥ কহেন আমারে পান দেহ মহীপতি। বিনাশিব বিপুদল ঘুটাৰ অখ্যাতি ॥ সলৈতে ঘেরিব দিলীরাজে দিল্লীপুরে। মম বলে বিপুদর্প পলাইবে দরে॥ নিরুদ্বেগে মহারাজ থাকুন আলয়ে। করুন আশীষ বিপু যাবে যমালয়ে॥" এত বলি বীরবাত বন্দিরা রাজায়। শিবিরে আসিয়া পরে বার দিল রায়॥ রাজপতে নেহারিয়া আনন্দিত মনে। মহা কোলাহলে ভন্ধারিল সৈভাগণে॥

বীরবাছ রণে যান ভূপতি দিলেন পান, কলিপ রাজার সৈতা চতুরপে চলিল। গিয়া সাগরের তীর. একত্রেতে যত বীর সহস্র তরণী পুর্ষে সকলেতে উঠিল। কিবা শোভা দিল তায়. যেন জলে ভাসি যায় স্থাপেভিত একথানি দারুময় নগরী। মহা বাকিলিত মন. স্থান্ত ক্রমান. উঠিলেন বীরবর শ্রেষ্ঠ তরি উপরি॥ গঙ্গাদাগরের দিকে, চলিল **উত্তর মু**থে উৎকল প্রভৃতি দেশ বাম ভাগে রহিল। এইরূপে দিন কত. নিকংপাতে হয় গত. একদিন অকস্মাৎ বিম্নপাত হইল।। বায়ুকোণে দিল দেখা, কালিম জলন রেখা ঢাকিল ববির কর, নভোদেশ ব্যাপিল। গৰ্জিল জলদজাল, যেন প্রলয়ের কাল সহস্র কেশবি-নাদে জলদল নাদিল।। মাতিল তরঙ্গকল, তল্তল্কল কল ভাক ছাড়ি লক্ষ দিয়া শৃত্যমার্গে উঠিল। প্রলয় প্রন হাঁকে, ন্তৰ বস্ত্ৰমতী কাঁপে তক লতা, গুলা লয়ে দিগস্তুৱে ছটিল।। বজ্বের চিচ্চিড ধ্বনি. বাতাদের হন হনি সমুদ্র নেঘের নাদে ত্রিভুবন চমকে। প্লাবন করিতে স্বষ্টি, উৰাপাত শিলাবুট অবিচেছদে মুদলের ধারা বর্ষে ঝমকে। দশদিক অন্ধকার, শুন্ত জল একাকা হুই হুই বুৰু মাত্ৰ শুনা যায় শংলে। চমকে চিক্রর রেখা. তালে াঝে যায় দেখ জলবিতরঙ্গ রঞ্জ চমকিত নয়নে। পর্মত করিয়া তচ্ছ. खेशता हित्सान खेळ হলুমূলু চারিকুল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে। प्रमुख महस्र जन, করি ভীম গরজ আকাশ মণ্ডল যেন হাতে হাতে লুফিছে।। অথবা অনন্ত যেন. প্রসারি সহস্র ফণ তারা স্থা গ্রহগণে ধরি ধরি গিলিছে।

কিম্বা যেন দেব দৈতা, অমৃত লভিতে মন্ত,
পুনৰ্ব্বাৰ বৰুণেৰ বাজ্য ছাব কৰিছে।
দেব কীৰ্ত্তি ভৱন্ধৰ, পৃথিনী সহে না ভৱ,
কি কৰিবে তাৰ মান্তে মান্তবেৰ সামৰ্থ্য।
মত তৰি দল বল, সব গেল বসাভল,
দৈববল বাদী হয়ে পাড়ে ঘোৰ অনৰ্থ।

ভাগ্যবলে নীবনর, তবিকার্টে করি ভর, ক্ষিপ্র বরুণের করে পরিত্রাণ পাইল। পर्छ भग्नर्तान तामि. কোমরে বন্ধন অসি, অকল বারিধি জলে ভাসি ভাসি চলিল। অকুল অগাধ জল, তিলেক নাহিক স্থল. তাহে পুনঃ বছবিধ জলচর খেলিছে। দেখি ভাবি নিৰূপায়, কি করে কোথায় যায়, বীরবাছ মনে মনে অই কথা তুলিছে। (इनकारम (मर्थ मृत्त, বেলা ধূধু ধূধু করে, হেরিয়া কুঞ্জিত মনে সেই মুগে চলিল। ক্রমণ নিকটে আসি. তরক্ষে তরক্ষে ভাসি, চক্ষ মেলি মনোহর দ্বীপ এক হেরিল। नमान-कानन-मग. **उ**लवन मत्नोतम. তাহে শোভা করে হেরি তীরে গিয়া উঠিল। যেন অমরের পতি. হারায়ে মমরাবতী. ঘুণা লক্ষা ভরে অধোমুখে বনে চলিল।। লতা পুষ্প ফল শোভা, যাহে মুনি-মনোলোভা, না পারে সে বনশোভা শোকানল নাশিতে। শিশু যদি শোক পায়, ভুলালে সে শোক যায়, জ্ঞানিচিত্তশোকানল নাহি ঘুচে বাঁচিতে॥ যেই জন শিশু কালে. মা বলে জননী কোলে. ছুটোছুটি ক'রে আসি স্তত্ত পান করেছে। নারীসনে অমুরাগে, যেই জন নিশাভাগে, নিরমল পূর্ণমাসী শশধরে হেরেছে। পীড়াতুর শয়াগত, প্রাণবায় ওষ্ঠাগত, হয়ে যেবা প্রিয়জন, প্রিয়ভাষা তনেছে।

গৃহবাসে কিবা স্থুখ, প্রবাসেতে কি অস্ত্রথ. বনবাসে কি যাতনা সেই জন বঝেছে।। সেই যন্ত্রণার ভার, বহে বীর অনিবার. তাহে অতি ব্যাকুলিত হারা পল্লী ভাবিয়ে। বীৰ্ণ্য বিন্দু আছে যাব, সেই জন বুঝে সাৱ, আছে বা না আছে শোক, ঐ শোক ন্ধিনিয়ে॥ তাহে মহাবীগ্যবান, ক্ষুকুলে অধিষ্ঠান. তাহে রাজবংশধর বয়োগর্কো গর্কিত। তাহে রণে পরাজিত. প্রণয়িনী অপ্রত. এমন সন্তাপ কিসে হবে বল স্থগিত ॥ शीनवीयां इतन भरत. বুঝি বা সে শোকভরে. উনাদ হইত কিয়া আত্মহত্যা সাধিত। মহা তেজ-পারী বীর, তাই আছিলেন স্থির, শাল তক্ত রহে যেন হয়ে বজ্ঞ দণ্ডিত।। গম্ভীর প্রকৃতি যার. বাহে স্বল্প শোক তার. কিন্তু হৃদে নিরবধি চিন্তা ফণি দংশিছে। মেঘের স্থলন মেন, নহে চকে দর্শন. কিন্তু বাষ্প নিরবধি শৃত্য ভেদি উঠিছে॥ বীরবাহু শোকভার. বাহিরেতে নারি আর. অন্তঃশীলা ভাবে শেষে উথলিতে লাগিল। নয়নের জ্যোতিংহারা, ধরিয়ে উদাসী ধারা, জলশুন্ত কাননেতে ধীরে ধীরে চলিল। যে পথে দেখিতে পায়, সেই পথে চলে যায়, স্থপথ কুপথ কিছু নাহি করে গণনা। শীতল তরুর তলে, শীতল তড়াগজলে. কভু বদে, কভু ভাসে, সমভাবে রয় না॥ নাহি সংখ্যা কতবার, ভ্ৰমিল নুপকুমার, দীপাঞ্চতভাগ সমুদায় ঘেরিয়া। দে কি তাঁর বাসস্থান, বাঁর দর্গে কম্পমান. ছিল মহা মহা বীর ভূ-ভারত ব্যাপিয়া॥ ইতন্ততঃ কতক্ষণ, অই ভাবে পর্যাটন, করি বীর তরুতলে অধোমুগে বিদল। লুকায়ে প্রথম কর, হেনকালে দিবাকর, দরেতে সাগরগর্ভে ধীরে ধীরে পশিল।।

ক'দিনের কষ্টভোগে আচ্চর শরীর। ভাবিতে ভাবিতে ৮'লে পড়িলেন বীর॥ হেনকালে অকস্মাৎ সঙ্গীতের ধ্বনি। ভানা গেল বামাস্করে, মধুর গাঁথনি। একেবারে চারিদিক পুরিয়া উঠিল। নিদ্রা ভাঙ্গি রাজপুত্র শ্রবণে মোহিল। আড়ষ্ট হইয়া রায় কায়মনচিতে। মোহিনী দঙ্গীত স্থব লাগিলা শুনিতে॥ দেবী উপদেবী কিবা অপারী কিন্ধরী। কে গাহিল এ মধুর সংগীত লহরী। কিছুই বৃথিতে নারি ব্যাকুল অন্তর। কি শুনিল রাজপুত্র।ভাবিয়া কাতর। অনতি বিলম্বে হেরে নারী ছয় জনা। ধবল বসন পরা কনকবরণা॥ করে বীণা স্থমধুর হৃদে মতিমালা। তার পাশে গুই বেণী করিছে উজ্লা। গণ্ড গ্রীষা নেত্রশোভা শ্রুতি দরপাতি। ও্ঠাধর প্রোধর নাসান্ন-ভাতি॥ মনোলোভা শোভা কিবা বাছ কটিদেশ। মুত্রগতি স্থবলনি তরণ বয়েস। আবুক অরুণ্পদ খ্রাম ধরতিলে। থেন ভাষে কোকনদ নীলহদ জলে। চপল নয়নে চেয়ে দেখেন রাজন। মানবী বেশেতে এরা এল কোন জন ॥ ওদিকে মানবরূপ হেরিয়া সে বনে। ব্ৰমণী ক'জনে দেখে চকিত নয়নে॥ এ চাহে উহার মুখ না সরে ভারতী। দাঁড়াইয়া রহে যেন পাষাণ মুরতি। নুপতি-তনয় তবে বিনয় বচনে। কহিলেন মৃত্ভাষে প্রেয় আলাপনে॥ "কেবা বট দেখা দিলে এমন সময়। কিবা জাতি কিবা নাম কোথা বা আলয় ॥ মানব সন্তান আমি বিধাতা বিমুগ। বিপাকে পড়িয়া তাই পাই বহু ছুখ।

মায়াবিনী-বেশে কেবা দিলে দরশন।

पুচাও মনের ধাঁধা কহিরা বচন॥"
বলিতে বলিতে কথা শশী দেখা দিল।
বীণা বাজাইয়া বামা সবে লুকাইল॥
অপূর্ব্ব রমণীকার্য্য দেখিয়া শুনিয়া।
যামিনী পোহান ভূপ ভাবিয়া ভাবিয়া॥
पুচিল নিশির ঘোর অরণ উঠিল।
ভীরে আসি পূর্ব্বমুগে চাহিয়া রহিল॥

দেখিতে উষার খেলা, নুপস্থত ভোর বেলা, ভূমিতে লাগিল বনে বনে। পশু পক্ষী আদি মেলি. সকলেতে করে কেলি দেখি হর্ষিত হন মনে॥ পরিমল ভরে ভারী. সে ভার সহিতে নারি. পুষ্পদল পত্র পরে হেলি। খুলিয়ে বুকের বাস. অধরে ঈষং হাস. সমীরণ সহ করে কেলি॥ পাগীতে ধরিছে তান, শুনি উথলিছে প্রাণ, প্রন মাতিয়া ফিরে ঘুরে। হেন কালে রাজগ্র, মহা কুতৃহলগুত, नातीशद्य (मिश्रिलन मृद्य । धीरतट निकट शिरम তক্পাশে দাঁড়াইয়ে, কৌতুকে দেখেন মহামতি। আদি নানা জাতি ফল. সেফালি বকুলকুল, শোভে উভে কৃদম্ব সংহতি । তৃণ শৈবালের দল, ঢাকিয়াছে ধরাতল. লতিকা বেষ্টিত চারি পাশ। কণ্ঠায় ফুলের মালা. বাহতে কুলের বালা, হৃদি পরে ফুলময় বাস।। সকলি ফুলের সৃষ্টি, সদা হয় ফুলবৃষ্টি, চারি দিক কুলে ঢাকা রয়। কদ্ৰ তৰুর মূলে, সজি য়ে ক্মলকুলে, कूलर्जनी शरत विश वध !

মঞ্জলি অঞ্জলি করি. ফুল রাথে শিরোপরি. কভ হাদে করয়ে স্থাপন। ায়নেতে অঞ্চ ঝারে. স্নেহেতে আদর করে. কত ভাবে করিছে যতন ॥ বসি বহুহ মনোছুখে. হয় জনে মুগে মুগে, সদা হয় পুষ্প বরিষণ। মিলায়ে খীণার তান. থেদ-স্থবে করে গান. গুনিয়া দিভেদ হয় মন॥ नात्री कीर्डि मत्नाइत. নিরথিয়া বীরবর, নিকটে গেলেন যবরায়। করপুটে বেদী পালে. দাড়ায়ে বিনীতভাবে, মুজস্বরে চান পরিচয়। নির্বিয়া চমকিয়া, গানেতে বিশ্রাম দিয়া. नोदीशन डेटर्र त्यटं होत्र। অনেক মিনতি করি. বঝায়ে অনেক করি. নারীগণে বসাইলা রায়॥ অমুরোধ-ডোরে বাঁধা, দিমনা লাগিল ধাঁধা, ব্যণীমগুলী পড়ে গোলে। কিছু পরে কোন জন. 'শুন তবে দিয়া মন.' ব'লে আরম্ভিলা মধু বোলে।।

"বরুণ-তনয়া, পাতালে ধাম।
ভাগনী ক'জনা শুনহ নাম।
'মুকুতাবিলাসী,' 'বতনকান্তি।'
'তরঙ্গবাহিনী,' 'নয়নভ্রান্তি।'
'প্রবালমালিনী,' ক'জনা এই।
'নালনীনখনা' ভণিছে সেই।
সাগবে সাগবের ভ্রমণ করি।
মাণিক মুকুতা দেখিলে ধরি।
এই উপবনে আসিয়া বসি।
শ্রম নাশি, পুনঃ সাগবের পশি।
আবে ছিয়ু সবে শত সোদরা।
গিয়াছে সকলি আছি আমবা।

শাপেতে পডিয়া গিয়াছে তারা। আঁথিতারা মোরা হয়েছি হারা॥ হলো বছদিন প্রভাত কালে। সকলে পশিন্ত জলবি-জলে। সারাদিন জলে ধরিত্ব মণি। ভান্ন অস্ত যান আসে বজনী॥ দেখিয়া তপন মুরতি শোভা। আমরা ক'জনে হইক লোভা।। ধরিব বলিয়া ধাইন্স পাছে। যত দুৱে যাই না পাই কাছে॥ ক্ৰমশ নামিছে দেখিতে পাই। না পাবি ধবিতে কতই যাই॥ প'ডে অই ফেরে পোহায় রাতি। পাতাল পুরেতে না জলে বাতি॥ আমাদেরি কাছে আছিল মণি। আঁধারে সকলে যাপে বজনী॥ প্রদিন প্রাতে সরোধ মন। পিতৃশাপে যবে হলো নিধন।। ক্রোধেতে কহেন, "আমারে হেলা। আর না সলিলে করিবি খেলা॥ যে রবির ভরে ভলিলি বাপে। নিয়ত দহিবি তাহারি তাপে। প্রস্পাবেশে রবি ধরণী পরে। নিয়ত পুডিবি প্রথর করে॥" কত সে সাধিত্র ধরিয়া পায়। করুণা উদয় না হলো তায়॥ কুমারী আছিত্ব মোরা ক'জন। তাই সে জীবনে আছি এখন।। তাই উঘা-কালে আসি এথানে। ফুল-কেলি সবে করি যতনে॥ দ্বিতীয় প্রাহর সময়ে তাই। তরুমূলে আসি জলে ভিজাই॥ তাই সে প্রদোষে পশিয়া বনে। হৃদে থুয়ে ফুল কাঁদি ক'জনে॥

প্রহর বাড়িছে অ'দি এগন।" বলি লুকাইল নারী ক জন।

বাাকুলিত মন, **চ**िन ममुज्जु । ভীম দরশন. অতি ফুল্ফণ, অপূৰ্ব্ব ঘটনা ঘটে। করিয়া বেষ্টন, নারী ছয় জন, করে গরজন ফণী। শিরে ধ্বক ধ্বক, জিহবা লক লক, জ্বলিছে রতন-মণি॥ পুচ্ছ প্রসারিয়া, কুণ্ডল করিয়া, ছই দিকে ছই নাগে। সতেকে দাঁড়ায়ে, ফণা প্রসারিয়ে. গুলিছে ফুলিছে বাগে। **Бभना रामन,** श्रीनर्ह रामन, স্ত্রতীক্ষ রসনা পাতা। নাসিকা-প্রন্ ডাকিছে যেমন জাঁতা। শোষিতেছে আয়ু, বিষম্য বায়ু, পতিতা ফণার তলে। মুদিক্রধুনা. नाती क्य जना. ভাসিছে জলধি জলে ৷৷ ক্ষণেক অতীত, য়জপি হইত. একেবারে যেতো প্রাণ। লয়ে শরাসন, গুণেতে আঁটিল বাণ॥ নির্বাধি নির্বাধি, मिया डानि खाँथि. সতেজে নিক্ষেপে তীর। তিলার্দ্ধ ভিতরে, ফণা ভেদ করে, অহিযুগে মারে নীর॥ ত্যজিয়া তথন, অসি শরাসন, শুনি বীরবর কন, দিবে কিবা ধন জ

অহি দেহ ধরি, আনে করে করি, **गिनिश** जूनिन जीरत ॥ পরে অসি খান, স্বানে খান, করিয়া কুণ্ডল কাটে। অচেতন তমু, श्रुल निन भारि भारि ॥ थरन भीति भीति. রার্থে সারি সারি, ক'গানি রজত-দেই। দেখে সেই কায়া, প্রাণে ধরে মায়া. না কান্দি না রহে কেই।। আঁথি ছল্ছল, তুলে আনি জল, ঢালে শিরে বীরবর। সলিলে সিঞ্চিত, পুষ্প স্থাবাসিত, রাখিল চেত্তনাকর। ঘোর হলাহল, ঘেরে কণ্ঠস্তল, রহিল সে:দিনভোর। चृहिन जनग, জাগিল চেতন. হইল যথন ভোর। চেতন পাইয়া, উঠিয়া বসিয়া गांती कर करन कर। তমি মহাশ্য, মন্ত্ৰা ব্ৰিচ বা নয়। না হলে কেমনে, मॅशित्ल की नत्न. স্বন্ধেই অকুতে ভিটো করণা করিলে, প্রাণদান দিলে, বিনা স্বার্থপর হয়ে অহে নরবর, বল অতঃপর কেমনে ভূষিণ মন। কিবা উপকাৰ, করিব তোমার मिना किया धन जन ॥

काँ প निया পড়ে নীরে।

जगरতের স্কং-নীরে সন্তরণ করেছি।

পিয়েছি সম্পদ-রস. শিরেতে ধরেচি যশ. ছে-ব্ৰুষে স্থান কবি **স্থা**থে কাল হবেছি॥ মিটেছে সজোগ সাধ. অপ্যশ অপ্রাদ. 'ব-বিভম্বনা-পা**ৰে এবে বাঁধা প**ডেছি। থেকে বীৰ্যা বাছবল, ভাগা দোষে অসম্বল, য় শৈল-শঙ্গতাপা সিংহ মত রয়েছি॥ প্রতি উপকারে মন, যদি কৈলে বামাগণ. ধাচ্ছেদ করি তবে চিস্তাভার নাশহ। কোন দিকে কোন পুর. ক অকুৰা কডাপুর, দিনের পথ হবে সবিশেষ বলত। यमि जान, रम जातू. হেমলতা নাম তার. ই নারী কোন ভাবে কার কাছে রয়েছে কি করে সে বাতিদিবা. প্রাণে বাচি আছে কিবা. াক-তাপানলে প্রডে ভন্নত্যাগ করেছে। দে নাবী আমার প্রিয়া. তারে হরে পয়ে গিয়া. ভাবে ছষ্ট রিপ্র সংগোপনে রেখেছে। যদি তাবে কোন জন. করে থাক দরশন. তবে প্রেয়সীর কিবা দশা হয়েছে।। অশ্রপাতে গ্রই আঁথি. গেছে কিয়া আছে বাকি, া প্রিয়া একেবারে অভাগ্রাবে ভূলেছে, অস্থি মাংস ঠাই ঠাই. এগনো কি হয় নাই. নো কি শ্লেজ্বংশ ধরা মাঝে রয়েছে; ছুরস্ত দ্ব্রার কাজ্

করিয়ে পাঠানরাজ. এখনো কি যমহস্তে পরিত্রাণ পেয়েছে গ মা গো ওমা জন্মভূমি ! আরো কত কাল তুমি. এ বয়সে পরাধীনা হয়ে কাল যাপিবে। भाषा यान मन. বল আর কত কাল. নির্দ্য নিষ্ঠর মনে নিপীতন করিবে॥ কতই ঘমাৰে মা গো. कारना दना या कारना कारना. কেনে সারা হল দেখ কতা পুত্র সকলে। ধুলায় ধুসুর কায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়, একবার কোলে কর, ডাকি গো মা, মা বলে। কাহার জননী হয়ে. কারে আছ কোলে লয়ে. সীয় স্থতে ঠেলে ফেলে কার স্থতে পালিছ। कारत इश्व कत मान. ও নহে তব সন্তান, 5% দিয়ে গৃহমাঝে কালসূর্প পুষিছ ॥ মোরে দিলে বনবাস. প্রিয়া আছে কার পাশ, হায় কত পীড়া পাও হে স্থধাংশ্ত বদনে ! কোথা বসো কোথা যাও. কিবা পর কিবা বাও. হায় পুনঃ কতদিনে জ্বভাইৰ নয়নে॥

বিশ্বিত রমণীদল দেখিয়া তানিয়া।
কিঞ্চিং বিলম্বে কহে স্পৃত্বির হইয়া।
কামিনী লাগিয়া তব কামনা পূরাব।
হেমলতা অবেষণে পৃথিবী বেড়াব।
বিরল তাটনী-তট, ব্লুল, সরোবর।
ত্মবণ্য, নিকুঞ্জ, মাঠ, মকু, মহীধুর।

প্রাতঃ, সন্ধ্যা, নিশা, উষা, মধ্যাফ্র সময়। ভ্রমিব, খঁজিব তাঁরে জানিহ নিশ্চয়। নিরুদ্ধেরে বীরবর থাক এই বনে। ত্বরায় আসিব ফিবে, ভাবিহু না মনে। চলিলাম বীর তব নারী অভেষণে। মঙ্গল বাবতা আনি জ্ঞাৰ প্ৰবণে॥ হেরিব কেমন তিনি ধার স্বামী তুমি || বুঝি বা তেমন আর ধরে নাকো ভূমি॥ কেন ভাব যুবরাজ যুবতী লাগিয়া। কামনা প্রাব তব কামিনী আনিয়া॥ বলিয়া চলিয়া গেল কমাবীর দল। নপতি-নন্দন গোলা যথা বনস্থল। একা বীরবর রহিলেন সেই বনে। পর্ব্ব কথা সমুদয় উথলিল মনে।

মানদে মগ্ন, নুপতি-নন্দন. হেবিল জনম স্থল। नम, अम, शिवि, धीति धीति धीति. (तथा फिल फरल फल। মুগ্রা কারণে. যে শিখনে বনে, অমুচর সনে গোলা। त्य उपिनी कृतन. যে ভরুর মলে. বসিয়া কাটিলা বেলা। যে তভাগ জলে, বয়স্তোর দলে, লয়ে করেছিলা কেলি। প্রিয় প্রেয়াম্পদ. উঠিলা একতা মেলি! রণবীর তাত, दशरकारन रमभा मिना। ভগ্নী পরিজন, প্রিয় দথীগণ, জগত যুড়িয়া এমন সময়ে, নিবিড় আঁপারে স্বতিপথে আনোহিলা। প্রেম অশ্রুধারা, তিতি নেত্র তারা, ক্রমশ সরিয়া সাগর ভিতরে, মলিন তপন াওদেশ বহি পড়ে।

নপতি-তনঃ তাপিত হৃদয়. কাঁদে যত মনে পড়ে॥ পিতা নরপাল, কেন এ জঞ্জাল. আমি এ কাঙ্গাল বেশে॥ যথা তথা ঠাই. ভ্ৰমিয়া বেডাই. পডিয়া থাকি বিদেশে॥ এ কি চমৎকার, কোণা গ্রহার, কোথা আমি বনবাসী। टम निकुखवरन,
श्रद्धांत कांनरन. বুথা মুঞ্জে পুম্পরাশি! বুথা গুঞ্জে অলি, পিক কলকলি, বুথা মন্দানিল বয়। বলা শিবিদ্বয়, প্রদেষি সময়. বকুল তলায় বয় ॥ রুথা বারি' পরে, কুমুদ বিহরে. ইঙ্গিতে নেহারে শশী বুথা ধরাতল. হন স্থলীতল. নীহারের রুসে রুসি ॥ রুগা কেতকিনী, হয়ে পাগলিনী, মাতায় বিপিনবাসী। তক আলিঙ্গিতা, বুথা ভরুলতা. ঢলিয়া পড়য়ে হাসি॥ কোণা দে আমার, এইসৰ যার. পুনঃ কি সে জনে পাব এ অমা যুচিবে, সেলা উঠিবে. পুনঃ কি সে স্থধা ধাৰ।

বাণী চক্রা মাত, বিশ্বয়া কাঁপিয়া তাপিত হৃদয়ে, শিখর উপরে ু উঠিল। ঢাকিল ॥ कृतिन।

দ্বিতে দেখিতে গগন মাঝেতে, রজনীভূষণ छोमिन । লেকিত দেহে বীর-চূড়ামণি, বিষম চিন্তায় প্তিল। াবিতে ভাবিতে সকলি ভুলিয়া, অপূর্ব্বস্থপন (मिशन ॥ নে ভ্ৰমণ্ডল অনল-শিগায়, চলাচল সহ महिट्ड । নপঞ্চাশং প্রন যেনন, তাহার সহিত বহিছে ॥ শদিকপাল নিজগণ সঙ্গে, উক্তমুণে সবে ছটিছে || গচর ভূচর জনচর আদি হতাশ অন্তরে হাকিছে 🎚 গ্রম্ম পরা, বাবি বার বের, বের বের হয়ে উভিছে। রাচর প্রে হাহাকার ধ্বনি শুরু পুনঃ পুনঃ ভাইছে। সই সর্বাহুক্ শিখা প্রান্তদেশে, এলায়িত কেশে দাভাগে। ाबीमा कामिमी (धन शांश्रालिमी, तरह ज्ञापूर्ग कडांद्र । ঘশপূর্ণ ঘাঁথি দেই পাগলিনী, শিশু এক করে धतिया। 'ধর কংশবরে, পুত্র কোলে কর' বলি যেন দিল ফেলিয়া। বলি বহিন্যুটে প্রবেশিল রামা, বীরেক্র বিপদ গুণিল ৷ তাজি দীৰ্ঘৰাস 'হায় বে অনুষ্ট' বলিয়া চলিয়া

প্রদারিত করপদ অবোভাগে শির। শিগুর হইতে নীচে পড়ি গেলা বীর॥

পড়িল ॥

অলভেদী গিরিচ্ডা দৃষ্টি-অগোচর। निम्नादम और्यनादम शिर्कितक मागत ॥ কেশাগ্র পশিলে সেই অগাণ জীবনে। বস্থনরা বীর-শৃত্য হতো সেই ক্ষণে।। কিন্তু ভাগাবলে সেই দণ্ডে সেই স্থানে। অকস্মাৎ দেখা দিল নারী ছয় জনে॥ দেখিল স্থন্দর রূপে নর এক জন। প্রন বেগেতে শ্রে হতেছে প্রন। হেরিয়া সদয় মনে কয় জনে মেলি। ক্রোড পাতি বসিয়া রহিলা উরু ফেলি॥ নিমের ভিডরে সেই নারী উরুদেশে। অত্তেন দেহখানি প্রবেশিল এসে॥ নিসাড় শরীর সেই মুদিত নয়ন। বদন নেহারি চমকিত রামাগণ ॥ নয়নৈ নয়নে ব্বিচ বহু প্রস্পর : গওবহি মঞ্বারি বহে নিরন্তর ॥ পশ্চাতে চিনিতে পারি করে হায় হায়। বলে মতি, একি হেতি, মত্তি একি দায়। কসল-লাগুন করে কমল তুলিয়া। নীবদ কমল আন্তে ধীবেতে সেঁচিয়া। কমল-আসন হতে তুলি ছ'টি পাতা। ভাষাতে সংগ্ৰ কৈলা ছ'টি বাহলতা॥ ষেন মহাপ্ৰশাগ্ৰী মহাবিক্ত পাৰে। ছয় লক্ষী মৃত্যুক্ত বাজন বিভাগে॥ দও ছই গত পরে জাগিল চেত্র। উত্নীলিত নেত্রে বীর করে নিরীক্ষণ। স্থপন দর্শন প্রায় দেশে সারি সারি। বিমল গগনে ভাষে স্থপাংও লহরী। কথন ভাবেন ছয় অচলা চপলা। একত্রেতে বসি ষেন করিতেছে খেলা। কভু ভাবে খেন বিধি বিধানে বসিয়া। নিজ মনোরমা রামা স্থজন করিয়া। না হইয়া তপ্ত মন দেন বিসজ্জন। शूनकांत्र नगनाती करतन १९ अन् ॥

বিচিত্র ভাবিষ্ণা শেষে উঠিয়া বসিল।
দেথিয়া মোহিনীগণ প্রকুল্ল হইল॥
জ্ঞানের অঙ্কুর হেরি মিলাইয়া তান।
বীণাযন্ত্র করে ধরি আরম্ভিলা গান॥
এমনি মধুর স্রোত তাহাতে বহিল।
শুনি বীণাপাণি দেবী অন্তরে মোহিল॥
মনোল্লাসে বাগীর্মরী ত্যজিয়া স্বরূপ।
আবিভূত্য হইলেন ধরি বাক্য রূপ॥
কবিকপ্তে তাই দেবী করেন নিবাদ।
বাগীর্মরী নাম তাই ভূবনে প্রকাশ॥
অমর-মোহন সেই শুনি বীণাবাণী।
বীর্মান্থ পুনর্ম্বার লভিলা পরাণী॥

সহাস বদনে, ক্মল-আসনে, নপতি-নশনে বসায়ে। মুছ মৃদ্ধ হাসি, অধরে প্রকাশি, পিকবর ভাষ শুনায়ে॥ গলে গলে ধরে, मधु मधु ऋदा, বলে নপবরে "ভেব না। পেয়েছি তোমার, আশার আধার, ঘুচাব এবার যাতনা। হেরিলাম ভূপ, তন হে স্থরপ, অপরপ রপ কামিনী। যামিনী গভীরে, ভাগীরথী তীরে, দাঁডায়ে মন্দিরে মোহিনী॥ বেশে কাঙালিনী. রূপে রাজরাণী. গোময়ে দামিনী যেমনি। বিশীণা বিমনা. আকুল লোচনা, বিয়োগ-বাসনা-কারিণী॥ শিশু শশ্ধর, অতি মনোহর, क्रमग्र উপর রাখিম!! পলাতে বাসনা, চপল নয়না. দেখিছে লগনা চাহিয়া।

হেরে হয় মনে. त्यन वा मनदन. হৃদয়ে যতনে ধরিয়া। যমে দিতে ফাঁকি, নির্থি নির্থি, ধাইছে চমকি ছুটিয়া। বলে "ওহে নাথ, দাও হে সাক্ষাৎ. লহ তব **দাথ আ**মারে। এ যাতনা ভার. সংহনাকো আর. দির সমাচার ভোমারে। ওহে স্থধারাশি, করুণা প্রকাশি. মম তাপ নাশি যাও হে। আছেন যেখানে. আমার কারণে. তুমি সেই খানে ধাও হে॥ ঠার অনুগতা, দাসী হেমলতা. হয়েছে অনাথা বলিও। বাধি কারাগারে, নিৰ্বান্ধৰ পুৱে. রিপু রাথে **ঠারে** কহিও॥ তব বংশদরে, क्षारप्रक वर्त. ত্র নাম ক'রে কাঁদিছে। অহে নিশাপতি, মম এ হুৰ্গতি, সদা দিবা রাতি জলিছে॥ তাঁহারে ভাবিয়ে, আশাপথ চেয়ে. মনেরে **বুঝান্বে** রেভেছি। বাসনা পুরাব, তনয়ে দেখাব. পরাণ জুড়াব ভেবেছি। শুন হে প্রন, তুমি হে ভ্ৰমণ, কর হে ভূষন ব্যাপিয়া যথামন পতি. তথা কর গতি, মম এ ছুৰ্গতি ভাবিয়া॥ শ্রোপরে আর, বাদ অন্ত যার. মিনতি সবার চরণে। করণা করিয়া, স্মাচার দিয়া. সঙ্গে আন গিয়া সে জনে॥" এই কথা মুখে, সদা মনোছথে, भीरत <mark>करधामूर</mark>थ काँपिरछ ।

नीत्नारभगनन, नग्रनक्यल. खेशनिया जन वहिट्छ ॥ হেরিত্ব যাহায়. এই দেখ রায়. কান্স কি কথায় শুনিয়ে। দেগে সেইরপ. অপ্রপ রূপ, আনিলাম ভূপ আঁকিয়ে॥" এই কথা বলে. कुमाती मकतन, কোলে দিল ফেলে তুলিয়ে। চুম্বি বারংনার. নির্থি কুমার, হৃদয় উপর ধরিল। (यन कैं। कि मिर्य, যমে পরাজিয়ে, কারে লুকাইয়ে রাখিল। मध छूडे शरत. চিত্ৰ হৃদে ব'রে, क्यांतीगरंगरत विनन । "চল সেই স্থানে, জুড়াইব প্রাণে, দেখিব কেমনে বাঁচিল ॥"

অপ্রূপ রূপ ছটা, প্রতারি প্রতুর ঘটা, नव वरम नुभक्ति-नन्तरन ऋरथ जुलारा । পুরাইতে মনোরথে, চলিলা জলিবি পথে, অঞ্চলে বাদাম তুলি বায়ুভবে ছলায়ে॥ তাড়িতের আভা সম শোভা ধরি অন্তপম. উত্তরিল তড়িতের বেগে গঙ্গাপুলিনে। স্ষ্ট স্ক্তির শোভা, নানাবিধ মনোলোভা, দেখে নধ নৰ ভাৰ প্ৰমুদিত নয়নে ॥ ন্তন ভূষণ তারি, নুতন পুরুষ নারী নুতন বসন ঘর গিরিগুহা কানন। তাহে নব দারুদাম. তাহে পুষ্প অবিরাম, তাহে ফল স্কুরসাল অপরূপ ঘটন। नव ननी नव नम, नव नीघ नव इम, নৰ পাথী ডালে বসি নৰ তান উগাৱে। গগনে নৃতন তারা, নৃতন নৃতন ধারা, দেখে দশদিকময় নাহি পায় বিচারে॥

নব ভাবে দ্রবীভূত, হয়ে হিন্দু রাজস্কত, ম্রেচ্ছ অধিকারে আসি দিল্লীপুরী লভিল। গঙ্গার উত্তর তীরে. পরশি গঙ্গার নীরে. দিল্লীপর-অট্রালিকা শোভা করে দেখিল। স্থবৰ্ণ-ব্ৰচিত কেতু, যেন স্থবর্ণের কেতু, তত্রপরি সারি সারি শশিকলা প্রতিমা। তার অধোভাগে যত. মণি-মু**ক**া মরকত, ছলিয়া ছাদের বাবে প্রকাশিছে গরিমা॥ দেই প্রাসাদের বারে, দাঁড়াইয়া এক দাবে, সমুবের স্থাবরণ থলিয়া। কন্ধালবিগত প্রাণা, দাড়াইয়া এক জনা. বিমর্ব বিমনা ভাবে বাছপরে হেলিয়া। অবোদিকে দরশন, অনিমেৰ ছন্য়ন, নিরবধি অশ্রণারি দর দর দরিছে। রাহুগত শশধরে, যেন বিলোকন ক'রে, বিমুদিত ইন্দীবর জলাশয়ে ভূবিছে॥ বামকক্ষে স্বপ্তকাশ, কুমার স্বশভাস. স্তকুমার মনোহর শিশু কোলে থেলিছে। ধরিয়া জননী গলে, আধ বোলে মা মা বলে, মাধ মুধে মুধ দিয়ে করতালি তালিছে।। হেরিয়া তন্য দারা. প্রেমেতে বহিল ধারা. পুলকিত দেহে লোম কণ্টকিত হইল। উজলে বিশাল আঁথি, উত্তলা প্রাণ পাথী, আলিখন অভিনাবে বাছবুগ খুলিল।। মাননে প্রাক্রকায়, পাড়াইলা যুবরায়, সাগর তন্যাগণে একে একে নমিল। এখন বিদায় চাই, স্মারি যেন দেখা পাই, এই নিবেদন ঐ খ্রীচরণে রহিল। 'তথাস্ক' বলিয়া তবে. বর দিলা নারী **সবে**. পরে রাজতন্যেরে প্রাসনে বসায়ে। व्यवान मुकुन हुनि, खान गांशि खनि खनि. সবে হাতে হাতে ধরি দিল শিরে পরায়ে॥ দেবকতা 'বর লও, পূর্ণমনস্বাম হও, অরি দমি দারা স্থতে উদ্ধারিয়া আনহ।

স্বরাজ্যে গমন করি. বস্থন্ধরা যশে ভরি. ক্ষত্রিয় কুলের নাম অকলম্ব করহ॥ পুন: প্রণমিল রায়, সাগ্রছহিতা পায়, নুপতিনন্দন গুণ বীণা তানে ধরিয়া। সমীরণে করি ভর, সেই স্থাধ্য স্বর. হেমলতা শ্ৰুতিমূলে প্ৰবেশিল আদিয়া। শুনি চমকিয়া ধনী. ८६८४ ८५८४ नवम्पि. উদ্ধয়থে নদীতটে সেই দিকে নেহারে। হেরি রোমাঞ্চিত কায়, তরণী শিহরি তায়. পাষাণ প্রতিমা সমা রহে বাহ্য আকারে।। কুমার উপায় ভাবে, কিন্সে দারা স্থতে পাবে, ক্ষণেক ভাবিয়া শেষে রাজপথে চলিল। হেথা রামা সচেত্র. না হেরিয়া প্রাণবন. বিশ্বয়ে বিরুষ ভাবে নিরাসনে বসিল।

জীবন সম্ভট স্থলে. একা বীরবাহু চলে. অন্তবল নাহি অন্তজন। হাদয়ে নাহিক ত্রাস, বীরমদে মনোলাস, দিল সিংহদ্বারে দরশন।। দেবতার বেশ ধরা. দেবমাল্য শিরে পরা. দেখে ভ্ৰমে দাড়াইল দারী। "পাতসাহে দরশন, করিবারে আগমন. এই ভেট ভেদ্ধ রে আমারি॥" নকীৰ ফুকাৰি ধায়, প্ৰলভান সমীপে ধায়, করপুটে সমাচার কছে। "মলাক আলম্গার, পরিরূপা একবীর সিংহদারে দাড়াইয়া রহে।। मणियाला हमश्कात, রাজ-পরিচ্ছদ তাঁর, কিরীট সদশ শোভে শিরে। ক্টিতটে গুলাখিত. অসি গজা স্থশাণিত. প্রসেশে সঙ্জিত তুণীরে॥ ভাবে বুঝি অনুমান, রাজকুলে অধিষ্ঠান, পড়িয়াছে কোন বা বিপাকে।

আপনারে দরশন, করিবারে আগ্যন, নিবেদিতে কহিল আমাকে॥" ভনি পাতদাহ কন. কর তাঁরে আনয়ন. বুঝিব দে ফেরে বা কি ফেরে। স্থলতান-আদেশ পায়. নকীব ফিরিয়া যায়. বীরবরে আনে সঙ্গে করে ॥ মহাতেজা মহাবীর, নেহারিয়া আলম্গীর, বসিবারে ইঞ্জিত করিল। বুঝি অন্তঃরগণ, আনি স্বৰ্ণ সিংহাসন, যীরবাহ পশ্চাতে রাখিল। না পরশি সে আসন. ক্রোধ করি সম্বরণ, वाञ्चভारत पर्व कति करे। "শুন শ্লেচ্ছ অবিরাজ, আসনে নাহিক কাজ, এই মত করিয়াছি পণ ॥ না কবিব উপাৰ্জন. রূপে জয় যতক্ষণ, তত্থ্ব আসন না লব। এই দৃঢ় ব্ৰত ধ্বি, দিগন্ত ভ্রমণ করি. জিনিয়াছি বাজপুত্র স্বা তুমি শ্লেক্ত মহীপাল, ক্ষত্রিবংশ মহাকাল, পৃথিবী পুরিবা তব ষশ। ষেই বীরবাহু ডরে, কাঁপিত অস্থ্য নবে, তাঁরে রণে করিয়াছি বৃশঃ ধরিয়াছ তাঁর নারী, তার নাকি রূপ ভারি. পরস্পর এই কথা জানি। আলম্গীর তব পাশে, আসিয়াছি রণ আশে. আপনারে ধন্ত করে মানি॥ সেই নিৰুপমা নাৱী. রণে জিনে ,ব তারি, शति यपि निज नाती पित । কক্ষয়কে মম পণ, সমত্লা সহ রণ. অগ্রন্থনে কতু না ভেটিব।। যদি থাকে মান ভয়, যগুপি সাহস হয়. আশু বণে ভেটহ আমারে। নতুবা আনিয়া তায়, মম পদে দেহ রায়, অপষশ বুদ্রিবে সংসারে॥

্ত চুরি করা ধন, জান ত চোরা রাজন, চোরা ধন বাটপাতে লয়। কাশিব বাজবল, পাঠাইব রদাতল, অধর্মের ধন নাহি রয়॥ ন হে যবনপতি. যদি চাহ দিবাগতি, থীর আলিঙ্গনে তোষ মোরে। তা সতা সতা কই. যদি ক্ষত্ৰিস্ত হই, এই গড়েগ নিপাতিব তোরে॥ আমার শরণ লও, দি কাপুরুষ হও. রাজক্তা কর পরিহার। লজ রাজসিংহাসন, তাজ অসি শ্রাসন, লোকালয়ে থাকিও না আর ॥" ালি কৈলা নিকাষণ, क्यामीश्र मत्रभन. শাণিত রূপাণ করতলে। ঐবাধতে করি ভর, যেন দেব পুরন্দর, অশনি নিকেপে ধরাতলে॥ কান্ত হৈল ভীমনাদ. শক্তগণে প্রমাদ, ভাবে কে আইল ছনুবেশে। বিনা রণে অপ্যশ, সমরে দৈবের বস, বিস্তর চিন্তিয়া কহে শেষে। অন্তর কম্পিত ডরে, বাহে আক্ষালন করে, বলে "বে বর্ষর শোন বাণী। মহর্ত্তে কাটিয়া মণ্ড. করিতে পারি রে খণ্ড. কেবল লোকের লাজ মানি। কেবা পিতা কোথা বাস, জাতিবত্তি অপ্রকাশ, বাপি রণ মাগিলি আসিয়া। তোরে বে করিলে নাশ, না হইবে ধর্ম হাস, वतः भूगा भाभी विनाभिया ॥ কিন্তু বুণে দিলে ক্ষান্ত. কুষশ হবে একান্ত, বিপক্ষ হাসিবে সর্বক্ষণ। স্বজাতি গৌরৰ যাবে, হিন্দুকুল শোভা পাবে, আম্পৰ্দ্ধা করিবে গ্রষ্টজন।। অতএব তোর সনে, ভেটিব রে কক্ষ রূপে, যেবা হ'দ ছল্পবেশবারী।

সমূতিত ফল পাৰি, শমন ভবনে যাবি,
তথা পাৰি মনোমত নাবী।"
বলি ভক দিল বাব, উজিব আদেশে তাঁব,
বাজপুত্রে দিল বাস্থান।
বহু দেশ দেশান্তব, ঘূলিল এ সমাচাব,
জানিল সমূহ বাজস্থান।
নানা রূপ-শুল-শৃত, হিন্-্রেজ্-বাজস্ত,
দিলীবানে আদি দেখা দিল।
লোকে পূণ বাজধানী, দিবানিশি বাজধানি,
কোলাহলে নগব প্রবিল।

ক্রোশ যুদ্ধি রণভূমি হইল নির্মাণ। চারিদিকে উচ্চ মঞ্চ বসিবার স্থান॥ স্তবকে স্তবকে রহে মঞ্চের বিধান। পথক পথক ভাগে হিন্দ মুসল্মান || লোহ ধাতুম্য মঞ্চ স্কুবর্ণে মণ্ডিত। রতন কালর তাহে করে চম্কিত॥ বক্ত-চন্দ্রাতপ- ছটা মন্তক উপরে। তাহে মণি মৱকত ঝলমল করে॥ অমূলা বদন দেহে প্রবণে কুগুল। হিন্দ মেচ্ছ রাজগণ মণ্ডলে মণ্ডল। মস্তকে মুকুটশ্রেণী তারকার মালা। কটি দেশে কটিবলে রূপাণ উদ্ধালা।। ত্রিকোটি দেবতা যেন লক্ষেশ সভায়। স্ববাহনে সজ্জীভূত হয়ে শোভা পায়॥ রণভূমি শিরোভাগে বিচিত্র কাণ্ডার। তাহার ভিতরে রহে রমণী ভাণ্ডার॥ দেবেক্ত ভবনে যেন দেব-বিলাসিনী। সেইরূপ শোভা পায় যত বিলোদিনী॥ কাণ্ডারের বহিন্ডাগে রণভূমি-স্থলে। স্বতন্ত্র সোণার মঞ্চলক্ ধ্বক্ জলে। মানমুখী নারী এক তাহার উপরে। করেতে কপোন বাথি ভাবিছে কাতরে। যেন স্থাহীন শশী গদে ভূমিতলে।

যেন সীতা রাবণের রথে কাঁদি চলে। এই ভাবে বছবিধ জন সমাবেশে। ছই দিকে ছন্দুভির ধ্বনি হয় শেষ॥ সাজরে সাজরে স্বরে বাজে ভেরীত্রী। অমনি প্রাহরিদল দাঁড়াইল ভূরি। উত্তর দক্ষিণে শেষে প্রাচণ্ড কিরণ। ছই সূর্যা সম দোঁতে দিল দরশন।। শিরোদেশে শিরস্তাণ করে করবাল। বামে বর্ম প্রেট তুণ ভল্ল স্থবিশাল। সিংহের গর্জনে দোহে ছাডে সিংহনাদ। কেশরী কঞ্জরে যেন ঘোর বিসংবাদ !! ক্ষনি চমকিয়া লোকে সবিস্ময়ে চায়। ভয়ে হেম্লতা-তত্ত্ব শুকাইয়া যায়॥ না পড়ে চক্ষের পাতা ঘন বহে শ্বাস। কি হবে কপালে ভাবি মনে গণে আস তেনকালে ভত্তস্কাবে কবি আক্ষালন। সমবে মাতিল দোঁতে ভীম দ্বশন ॥

বিহরে রঙ্গে, রণতরঙ্গে. ঘন ঘোর রব করে রে. धत्रनी कम्ल. করিছে ঝম্প. করাল কুপাণ ধরে রে। করিতে অন্ত. যেন কতান্ত শূলপাণি শূল ধরে রে। ঘুরামে খাওা, যেন চামুণ্ডা. ব**জ**বীজাম্বরে মারে রে ॥ ঠকিছে চম্ম. কাঁপয়ে বৰ্ম. অসি স্থন স্থান্ ফেরে রে । করিয়া লক্ষা, অরাতি বৃষ্ণ, কোঁছে কোঁছারে ঘেরে রে ॥ অন্ত দাপটে. ভীম দাপটে. অসি ঝন ঝন করে রে। বঙ্কি চমকে. থ**ও**ৱা ধমকে, ভূমি টলমল টলে বে ॥

কোপে কম্পিত, অসি উপিত,
করি বীরবাছ ঝাঁপে রে।

ধবন মুণ্ড, করিয়া খণ্ড,
ভূমিতলে আনি পাড়ে রে॥

পরমানলে, ভূপালরন্দে,
সাধু সাধু সাধু বলে রে।

কাঁপায়ে সিন্ধু, হরিষে হিন্দু,
ভূমবাছ্য করি চলে রে॥

কাটিয়া যবনমুগু ডাকি উলৈঃস্বরে॥ যবন ভূপালরুদে সম্বোধন করে; কহিলেন বীরবাছ মহাবীর দাপে। কেশরী গর্জনে ষেন মহারণ্য কাঁপে ॥ "অরে বে নিষ্ঠর জাতি পাপিষ্ঠ বর্বার। পুরাব ঘবন-রক্তে শমন-থর্পর॥ সাক্ষাতে হেরিলি কার কত বাছবল। এবে বে ধবন রাজা গেল রসাতল।। করতল দিল্লীপুরী করেছি রে আজি। আরো দেশাইব শীঘ্র অসি ভল্ল বাজি।। আমি রে ক্ষত্রিয়-পুত্র নহি রে যবন। পালিব ক্ষতিয়ধর্ম রাথি নিজ পণ। প্রিয়ার উদ্ধার মেচ্ছ রাজা ভশ্মদাং। অথবা সংগ্রামে দেহ করিব নিপাত। এই যে করেছি সভা কত্ব না ছাডিব मनत्व मध्यभद्रत्य श्रूनम्ह मांजिव ॥ या किन सिष्ट्रीन ना इहेरत रहः। তত দিন না ছাডিব সংগ্রামের বেশ ॥ না ভেটিব হেমলতা না হেরিব স্ততে। শ্রেচ্ছ নাম যত দিন জাগিনে ভারতে॥" বলি কবিবা**ক** অসি দিবারে শিবেতে। হিন্দু নরপালগণে কছেন ক্রোধেতে॥ "পিক ক্ষত্রিকলে পিক হিন্দরাজগণ। একেবারে বীর্যাবলে দিলে বিসর্জন গ

জগৎ বিখ্যাত কুলে জন্মিয়া ভারতে, সমর্পিলে, রাজ্যদেশ বিপক্ষ করেতে १ নারিলে বিধর্মিগণে রণে পরাজিতে. বুথায় মানব জন্ম লাগিলে হরিতে।। থাকে যদি বীর্যাবল সাজ হে সমরে। হের ছষ্ট শ্লেচ্ছ দল আক্ষালন করে॥ পূর্মকালে মহীতলে ক্ষতিয় মণ্ডল। প্র5ও প্রতাপে বিপু কৈল করতল। সেই চন্দ্রহাবংশ অবতংস হয়ে। শান্তভাবে যাপ কাল বৈবিদণ্ড লয়ে॥ কেন তবে কুরুক্ষেত্রে কর তীর্থ জ্ঞান। কেন তবে নিজ্পর্যে কর অভিযান ? কেন পর অসি চর্ব্ব কর্ম শিরস্কাণ। তুণ, বন্ধু, বীরধটি কেন পরিধান গ যদি এ জগতে যশ চাই চিবকলৈ। ৰদি চাহ এড়াইতে বিপক্ষ জঞ্জাল। यनि पा हाउँका हार जुलिनाता बाजा। এদ হে সমরে সাজি রিপুজ্য-সাজ ॥ এদ রা ! রাজাদেশ শাসি দরাতল। त्मथ ८५८३ अगरवर्ग विश्वत्कत प्रवास

হত ক্লেছ্ন মহীপাল,
নাশিবারে বিপক্ষেরে ক্রোধভরে চলিল।
দেগি হিন্দুরাজগণ,
মহাক্রোধে বিপুদলে
জলিল সমরানল,
একেবারে শতশ্র সমরেতে মাতিল।
দিংহনাদ ধল্লপ্রেম্ব,
অসি ভল্ল বাণ থড়েগ নভোদেশ ঢাকিল॥
ভয়্বর দরশা,
ভয়্বর দরশা,
ভয়্বর শরশা,

কাটা মুও কাটা কর, কাটা পদ. কাটা ধড়. গভীর শোণিতস্ত্রোতে শত শত ভাসিল। কেছ করে হাহাকার. কেহ বলে মার মার. ভীমশন কোলাহল স্বর্গ মর্ত্ত পরিল। বায়সের উর্দ্ধ গ্রীবা, ভয়ারবে ডাকে শিবা. ভয়ন্ধর রণভূমি ঘোরক্রপে ঘেরিল। রুধিরে বহিল ফেনা. মাতিল শমন সেনা. छेक्नजारत विकर श्रीमीनन छेछिन। বাজিল তুমুল রণ, গুই পক্ষ বীরগণ, মরি ব। চি পণ করি যুঝিবারে লাগিল।। হিন্পকে কোলাহল. হারিল যুবন দল. বিজয় হুরার নাদে চরাচর পূরিল। করি হিন্দু রাজ্চয়. রণে রিপু পরাজ্য, বীরবাছ সঙ্গে আসি আলিঙ্গন করিল।। সর্ব্ব জনে সন্তোমিয়ে, निष्ठ পরিচয় निয়ে. অতঃপর বীরবর আদি অন্ত কহিল॥ তথ্ন ভূপতিগ্ৰ, মহা আনন্দিত মন. দিল্লীরাজ সিংহাসনে অভিযেক করিল। সভোষিয়া স্বাকারে. ৰথা বিদি উপহারে. সমূহ ভূপালে ভেট নানাবিধ ভেটিল। निनास लहेसां तास. মহিষী নিকটে যায়, বিরস বিধুরা বাম। নিরাসনে হেরিল। कांनिया (म विदनानिनी, ধরণী লুটায়ে ধনী, প্রাণেশ্বর পদতলে কর্যন্ডি নমিল। সালর সম্ভাষ করি. क्रमरम् क्रमम् भति. পুলকিত দেহে বীর প্রমদারে তুলিল।

কাঁদিয়া তথন, হেমলতা কন, প্রেমে গদ গদ বাণী।
"আজি স্থপ্রভাত, অহে প্রাণনাথ, পুনং দেহে এল প্রাণী॥

তিরোহিত করি. অস্থুখ শর্বারী. স্থা-প্রভাকর চায়। পরাণে কি করে. হৃদয় ভিতরে. বঝিতে নারি হে রায়॥। এ ষোড়শ মাস, ছিল অপ্রকাশ, আজি হেরি দিনমণি। অই দেখ তেয়ে. স্বোবর ছেয়ে. বিক্সিত ক্মলিনী ॥ অই শুনি নাথ. আজি অক্সাং. কোকিল ঝন্ধার করে। আজি ধরাতলে. নির্থি সকলে. অপরূপ শোভা ধরে ॥ গত কলা প্রাতে, যাহার সাক্ষাতে, পেয়েছি অপার শোক। আজি সেই জন. করি দ্বশ্ন. পেতেছি প্রমলোক। যেই চক্ৰানন. করি বিলোকন, দিবস রজনী গেলো। আজি সেই ধন, করি পরশন, আরো স্থগবোধ হলো ॥ করি প্রণিপাত, વારે ધવ નાથે. জীবন সফল কর। স্থাবে সময়. ছুপের তন্যু, ষ্ঠদ্য মাঝারে ধর। আমি অভাগিনী, আজনা চঃখিনী, জানিনাকো তোমা বই। তোমারি আশাষ, এমন দশাষ, অবান্ধ বপুরে বই ॥ (कोशाबी मुनाय, मधी क' इनाय. শিথিলাম শিশুপাঠ। সহচরী দনে. প্রথম যৌগনে, শিথিলাম গীত নাট। যৌবন মাঝারে, প্রাণয়ে তোমারে, সেবেছি ধরম পালি।

পরে পরবাসে, মনের হুতাশে, সাজায়েছি, ফুলডালি। তোমারি কারণে, যবন ভবনে, সহিত যবন-বালা॥ তক্ষলে জন, উষা সন্ধ্যাকাল. দিয়াছি গেঁথেছি মালা। স্থলতান আগারে ফুল যোগাবারে, আছিল আমার ভার। নুপতি-নন্দন, তোমারি কারণ, সহিয়াছি দাসী-ভার॥ আহা কতবার স্থচিকণ হার, গাঁথিয়ে স্থন্দর করি। বসি ধরাতলে. বকুলের ভলে. কেঁনেছি হৃদয়ে ধরি।। সকলি সকল. আজি মহাবল, মিটেছে মনের সাধ। এখন বাসনা, পূরাব কামনা, ঘুচাৰ কুলের বাদ।। রাজার ছহিতা, রাজার বনিতা, জন্ম ক্তিয়কুলে। অশুচি যবন, করি প্রশ্ন. ধরিয়া আনিল চলে। আমার গরিমা, তোমার মহিম।. টুটিল আমারি তবে। সমূলে এনাশি. সে কলম্ব রাশি, যশ রাখি ক্ষিতি ভরে . তোমার মহিনী, তোমার প্রেন্সী, যেই নাত্ৰী হতে চায়। অন্তমাত্র দাগ, অহে, মহাভাগ, নাহি যেন থাকে তায়॥ অনলে প্রবেশ, করিব প্রোণেশ, ঘুচাৰ বেদনা তব। মানের গৌরব, কুলের সৌরভ, প্রোণ দিয়ে কিনি লব।

নারী হেমশতা, সতী প্তিব্রতা,
থ্বিবে ভূবনত্রয়।
ভূপতি মণ্ডলে, নিয়ত স্কলে,
বলিবে তোমার জয়॥

এত বলি নন্দনের চক্রানন চেয়ে। অশ্রধারা পড়ে হেম্পতা গণ্ডবেয়ে॥ প্রমনার সাহস্কার ভারতী শুনিয়া। প্রেমাদ গণিল বীর বিষাদ ভাবিয়া ॥ কখন বাখানে মনে প্রেয়শীক্ষয়। কখন অন্তবে হয় করণা উদয়॥ কভু থেদে পর্ব্ব কথা করিয়া স্মরণ। প্রাদারে আলিসিয়ে করেন রোদন ॥ নানা মত বাকো খীর সান্তরা কবিল। তথাপি প্রেরমীপণ অন্তথা নহিল। মোহাবেশে মহীপতি নীবৰ বহিলা। পতিৰে প্ৰশাস বামা কাত্ৰে চলিলা।। প্রশে মহিলাপুরে স্থি সম্বে বনে। ত্বি দিলীবালক্তা প্রেম অলিসনে। "এত দিন দুই জনে ভিলাম স্বল্লনি॥ অস্তাবধি একাকিনী পে হাবে বজনী ॥ আজি আৰু প্ৰের্দ্ধি অভাগিনী তরে। যাপিতে হবে না নিশি কাত্য অন্তরে॥ বিদায় জনম শোধ দেছ আলিক। আজি স্থি পাপ্রেই করিব পাত্র। অকলন্ধ কলে কালি বাখিব না আর। ঘ্যাইৰ বল্লভেৱ কুৰ্ণোৱ ভাৱ॥ চিতার দহনে দেহ অশুচি শুধিব। ভূমগুলে ক্ষত্রিকল খণতি প্রাধানিব।। প্রিয় সথি এক মাত্র করি নিবেদন। মার সম স্লেহে শিশু করিছ পালন ॥" বলিতে বলিতে আঁাথি করে ছল ছল। খনর্গন বাজক্যা চক্ষে বহে জল।।

স্বজনী-প্রতিজ্ঞা শুনি. অন্তরে বিষাদ গণি. फिन्नीश्वत-क्या काँ कि मशी करत धनिन। "এমন বিষম পণ. স্বজনি বে কি কারণ। কে তোমারে হেন কথা বল দেখি বলিল। প্রাণপতি আজি তোর, সংহার করিয়া চোর. মিটাইতে মনসাধ তোর পাশে আসিল। বঝিবারে তাঁর মন. ডাই কি করিলি পণ. এত কষ্টে তাঁর ভাগো এই ফল ফ লিল। ছিছি স্থি একি কথা, দিওনা রে এত বাথা, নিদয় ইইয়া সই স্বাকারে ভলো না। অই দেখ মা মা ব'লে. শিশু তোর আসে চ'লে উহারে জনম শোধ পরিহার করে। না ॥ স্থি বাজ্ঞান্ম্য, সবে তোমা সতী কয়. প্রিচয় দিতে আর হ'বে না'ক ভৌমারে। বে ভাবে বিপুর ঘটে. আছিলে পরাণ ধরে. মেই কথা চিবদিন ঘূষিবে এ সংসারে॥ স্বজনি বিনয় করি, এই দেখ হাতে ধরি, এ বিষয় পণে আর মনে স্থান দিও না। ক্ষত্রিকুল চূড়ামণি তাঁৱে শোক দিয়া ধনি, ভারতের লোকে আর বিপাকেতে ফেল না। ত্মি কৈলে তন্ত্ৰাগ বাজপুল মহাভাগ, সংসারে বিরাগ করি রাজাপদ তাজিবে। পুনঃ হিন্দ রাজগণে. মেচ্ছ পরাজিবে রবে. প্রার্কার এই রাজা করতল করিবে ॥ তাই বলি তাজ পণ, বাজকার্যো দেহ মন, প্তিস্হ দিলীবাজ সিংহাস্থে ব্যিয়া। প্রজার পালন কর. বিপ্-অহন্ধার হব. রাথ ধরাতলে নাম শ্রেচ্ছদল শাসিয়া॥" এইরপে নান্মত. শান্ত্রনা করিয়া কত. ঘ্যাইল হেমলতা- প্রতিনাশ বাসনা। হরিষ বিষাদ মনে. দিলীবাজকন্তা সনে. পতি পাশে গীরে ধীরে চলিলের ললনা ॥ বীরবাত হর্ষমন, প্রমনারে আলিস্কন, করি রাজপুত্রাণে নিমন্ত্রিয়া আনিলা।

শকলের অন্তমতি, পাইয়া সানন্দ মতি, হেমলতা বাম পাশে রতিরূপ পরকাশে, হেমলতা সনে দিল্লী সিংহাসনে বসিলা। জয় জয় কোলাহলে চারিদিক পূর্বিল। লোকেতে আনন্দময়, নগরে উৎসব হয়, বীরবাহু রাজপদে অভিষেক হইল।

मम्भूर्ग ।

আশাকানন।

->0 6-

সাঙ্গরপক কাব্য।

बीट्याटन वत्नाशिधाय

বিরচিত।

কলিকাতা,

বিজ্ঞা>ন।

আশাকানন একথানি সান্ধ-রূপক কাব্য। মানব জাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিসকলকে প্রতাক্ষীছত করাই এই কাবোর উদ্দেশ্য। ইংরাজি ভাষায় এরূপ রচনাকে 'এলিগারি' কহে।
প্রধান বিষয়কে প্রাক্তর রাখিয়া, তাহার সাদৃশুস্থচক বিষয়ান্তরের বর্ণনা দ্বারা সেই প্রধান
বিষয় পরিবাক্ত করা, ইহার অভিপ্রেত। ইহা বাহ্যতঃ সাদৃশুস্থচক বিষয়ের বিবৃত্তি;
কিন্ত প্রকৃতার্থে গৃঢ় বিষয়ের তাংপ্র্যা বোদক। এই ইংরাজি শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ
করিতে পারে, এরূপ কোনাও শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত নাই, এবং কোনও বিচক্ষণ
পণ্ডিতের নিকট অবগত হইয়াছি যে, সংস্কৃত ভারাতেও ইহার অবিকল প্রতিশব্দ পাওয়া
যায় না। তবে আলঙ্কারিকেরা যাহাকে 'অপ্রস্তুত প্রসংশা' বলিয়া উল্লেখ করেন,
যৌগিকার্থে তাহার সহিত ইহার সৌনাদৃশ্য আছে; কিন্তু সাঙ্গ-রূপক শব্দ সমাক্ অর্থবোধক হওয়াতে তাহাই বাবহার করা হইল।

আশাকানন।

আশার সহিত সাক্ষাং ও পরিচয়, তাঁহার সাম্পাদিক ভাতি পড়িছে কিরণ সঙ্গে আশাকাননে প্রবেশ। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রবিখাতি দামোদর নদ ক্ষীর সম স্বাহ্নীর; ক্ষ নানা জাতি বিবিধ লতায় স্থশোভিত উভ তীয়; বিন্ধ্যাগিরি শিরে জনমি যে নদ দেশ দেশস্থিরে চলে; স্থন্দর দৈকত সিকতা–সজ্জিত স্থবৌত নিৰ্মাণ জলে ; পবিত্র কবিলা যে নদের কূল ম্বক্ৰি কন্ধণ কৰি কুত্ব মধুর ফুটায়ে কবিতা বাণীর প্রদাদ লভি: রুম্বি**হ্ব**লিত যে নদ নিকটে ভারত অনুতভাষী জনমি স্থক্ষণে বাশীতে উন্মন্ত করেছে গউড়বাদী। जरूप-डेनस्य छेठि. কিরণ পড়িছে ফুটিঃ

আকাশ মেদের গায়, দিক হইতে কর্মক্ষেত্রাভিমুধে হরিদা লেভিড বরণ বিবিধ প্রাণি-সংপ্রবাহ। গগনে চাক শোভায়; গগন লগাটে চৰ্-কাৰ মেঘ স্থরে স্থরে সুরে কুটে, কিরণ মাণিয়া প্রনে উডিয়া নিগত্তে বেড়ায় ছুটে। পড়ে সূৰ্যাবৃশ্বি দামোদর জলে আলো করি ছই কুল; পড়ে তক-শিবে তুণ লভা দলে বঞ্জিলাপ্রভাগী ফল। প্রশি মৃত্ প্রন, সংসার যাতনে হনর পীড়িত চিন্তায় আকুল মন; ভ্রমি কত বার কত ভাবি মনে শেষে শ্ৰান্তি-অভিভূত, বসি চক্ষু মুদি কোন বৃষ্ণতলে কমে তলা অ*বিভূত* ; रमरे मारमामत जीरत এक मिन करम निर्मारमारत व्यवसम उन्न প্রাণী আছের হয়, দেখি শৃত্যমার্টে ধরণী শরীরে স্বপন-প্রমাদে সংসার ভাবনা পাশরিত্ব সমুদয়;

নবীন প্রদেশে | প্রতিধ্বনি তার ভাবি যেন নব ক্ৰমশঃ কতই যাই, ছাড়ি কত দেশ আসি কত দুর কানন দেখিতে পাই: অতি মনোহর কানন কচির যেন সে গগন কোলে क्रेयः ५४३न কিরণে সজ্জিত প্ৰনে হেলিয়া দোলে. বিটপে ভূষিত সরল স্থান্দর দেহ, বৃক্ষ দারি দারি শাজায়ে তাহাতে রোপিলা যেন বা কেই। শোভে বন মাঝে বিচিত্র তভাগ প্রদারি বিপুল কায়; মেঘের সর্শ সলিল তাহাতে ছলিছে মুছল বায়। বারি শোভা করি কমল কুমূদ কত দে তড়াগে ভাগে: করি কলধ্বনি কত জলচর নিয়ত খেলে উল্লাদে; প্ৰথে কণ্ঠ তুলি, ভ্ৰমে রাজহংস মূণাল উপাড়ি গায়; তড়াগের নীরে ভূবিয়া প্রকাশ পায়; প্ৰতিবিশ্ব ফেলি তডাগ সলিলে কত তরু পরকাশে; হেলিয়া হেলিয়া তরকে তর্পে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ভাংসে; বায়ুর হিলোঁলে তটেতে সলিল চলে; উডিয়া উডিয়া স্থপে মধুকর বেড়ায় কমল দলে; শ্রামাদেয় শীদ্ বন হাই করি ভ্ৰমে সে লগিত তান;

পুরি চারিদিক আনন্দে ছড়ায় গান ; ঝরে স্থমধুর দকল কাননময়, ঘন কুত্রবে মধুবৃষ্টি যেন শ্ৰুতি বিমোহিত হয়। তড়াগের তীরে হেরি এক প্রাণী বসিয়া স্থাদিব্য কায়া, হাসিতে হাসিতে করেতে মুকুর হেরিছে আপন ছায়া! মনোহর বেশ নির্থি সে প্রাণী ক্ষণেক নহে স্বস্থির, নেহারি মুকুর নিমেষে নিমেষে আনন্দে ধেন অধীর; অপরূপ দেই মুকুরের শোভা কত প্ৰতিবি**শ** তায় পড়িছে ফুটিয়া হেরিছে সে প্রাণী হইয়া বি**হবল-প্রা**য়। আসিয়া নিকটে জিজাসি তাহারে কিবা নাম কোণা ধাম. বি হেতু সেরূপে বসিয়া এখানে করি কিবা মনস্বাম। হাসিয়া তথন কহিলা সে প্রাণী "আমারে না জান ভূমি আশা মহ নাম স্বৰণে ন্ৰাস. এবে সে নিবাস ভূমি , মানবের ছঃখে অমরের পতি भाकेश्चिमां कृमखरम ; দেবরাজ দয় করিয়া মানবে আমায় আসিতে বলে: থাকি চিরকাল স্থার **স্থর্গপুরে** ধরাতে কিরূপে আসি, মরতে কেমনে স্বর্গের বিরহ সহিব তাঁহে জিজ্ঞাসি ;

<u></u>	
ভনি শচীপতি	করি আশীর্কাদ
হাতে দিলা এ,দর্পণ,	
কহিলা 'দেখিবে	ইথে খাঁবে মুখ
পাবে স্থে ততকংণ ;	
যে পরাণী ইথে	দেখিৰে বদন
পাইবে অতুল স্থগ,	
ষাও ধরাতলে	তাপিলে জদয়
দৰ্পণে দেখিও :	
তদৰ্ধি আমি	আছি ভূমণ্ডলে
পুরী স্থাজি এই স্থানে ;	
মানবের ছঃগ	নিবারি জগতে
জুড়াই তাপিত প্রাণে ;	
यथन क्षार्य	স্বর্গের সৌন্দর্য্য
দেখিতে বাসনা হয়,	
নিরখি দর্পণ,	ভূষি সে বাসনা,
শীতল করি হৃদয়।	
হেরি চিন্তা-রেখা	ললাটে তোমার,
হবে বা তাপিত জন,	
ভূলিবে যাতনা	ভাবনা সকলি
এ পুরী কর জা	
ছাড়িয়া নিশাস	কহিন্তু আশায়
*কিবা এ নবীন স্থান,	
দেখাৰে আমাৰে,	দেখেছি অনেক,
নহে এ তরণ	왜이 ;"
আশা কহে "তবু	কভূ ত সে পুরী
কর নাই পরিক্রম,	
5 न मदन ग्रा,	দেখ একবার,
পুচুক চিত্তের ভ্র	म ।
জানি যে কারণে	তাপে চিত্ত তব
যে বাসনা পর	गटन
পুরাব বাসনা	শক্ল তোমার,
প্রবেশ আমার বনে ;	
দেখাৰ সেধানে	কত কি অছুত,
কত কিবা অপরূপ,	

দেখে নাই যাহা নয়নে কখন স্বপনে কোন সে ভূপ; থাকিবে কাননে স্থরগে যেমন, কাঁদিতে হবে না আর; শোক চিস্তা তাপ ভলিবে সকল, যুচিবে প্রাণের ভার। বচনে আশার প্ৰিয়া আশাস পশ্চাতে তাহার সনে; ষাই ক্রতগতি হৈয়ে কুতৃহলী প্রবেশিতে সে কাননে। আসি কিছু দূর দাডাইলা আশা হাসিয়া মধুর হাসি, পরশি তর্জনি মম আঁখি দ্বয়ে কহিলা মৃতল-ভাষী ;---সম্বংগ তোমার হের বংস হের আমার কাননত্ল, কাননের ধারে হের মনোহর ধারা কিবা নিরমল। নির্বাথ সন্মুগে আশার কানন প্রকালিত গারা-জলে: সলিল তাহাতে স্বচ্ছ কাচ যেন উছলি উছলি চলে; উঠিছে আপনি. কখন উথলি কখন হইছে হ্ৰাস, মণির উৎপল. মণি-পদা কভ, ধারা-অঙ্গে স্বপ্রকাশ; থেলে ধারা নীরে তরী মনোহর হীরকে রচিত কায়, একে একে একে প্রাণী জনে জনে কত যে উঠিছে তায়; বিনাকণ দণ্ড ভ্ৰমে সে তর্গী (थरा-निम्ना शाता-नीटत: উঠে ক্রমে তাহে প্রাণী যত জন পরপারে রাথে ধীরে।

উঠে তরী 'পরে প্রাণী হেন কত | অমনি সে ধারা— যুবা বুদ্ধ নারী নর. মনোরথ-গতি ধারা-নীরে নিরন্তর। কাদম্বিনী শোভা পায়, বদন তেমতি প্রাণী সে সবার প্রদীপ্ত স্থগ-প্রভায়। চিত-হারা হৈয়ে হেরি কতক্ষণ প্রাণী হেন লক্ষ লক্ষ দশ দিক হৈতে আসে সেই স্থানে তরণী করিয়া লক্ষ্য। আশা কহে হাসি চাহি মুখ পানে "কি হের সম্বিন্-হারা আমার কাননে প্রবেশে যে প্রাণী তাহারই এমনি ধারা— হের কিবা স্থথ ভাতিছে বদনে নাচিছে স্দয় কত; বাসনা পীযুষ পানে মত্ত মন চলে মাতোয়ারা মত; নিমেবে নতন নবীন কুম্বম ফুটে ইহাদের চিতে নিমেৰে তেমতি नगीन जानम छेर्छ ; দেখেছ কি কতু কখন কোথাও তরী হেন চমংকার, বিনাশে বিরাগ, পরশে পরাণে যুচায় প্রাণের ভার ; উঠ তনী' পরে, বুঝিবে তথন এ কাননে কত স্তুৰ্গ: রচেছি কানন যুর্গতে প্রাণীর ছ্থ।" এত কৈয়ে আশা ধরিয়া আমারে তুলিলা তরণী'পর;

मिल উथनि চলে দ্রুত থর থব ; খেলার তরণী দেখিতে দেখিতে পরিয়া ছকুল ছन ছन हरन जन ; দামিনী ছটায় | দেখিতে দেখিতে সলিল ঢাকিয়া ফুটলৈ কত উৎপল ; চলিল তরণী মধুর মুরলীধ্বনি বাজিতে লাগিল সহসা চৌদিকে তরীতে সদা আপনি; ভুলিলাম খেন এ বিশ্ব ভূবন কর**তলে স্বর্গ** পাই। চারিদিকে যেন নির্বাধি যেখানে চাই। শুনি যেন কেহ কহে শ্রুতিমধ্যে "দেখ রে নয়ন মেলি. কলন্ধ-বিহীন মানব-মণ্ডলী ধরাতে করিছে কেলি; স্বৰ্গ তুল্য এবে হয়েছে পৃথিধী, স্বর্গের মারুরীময়, দ্বের, হিংসা, পাপ বজিত পরাণী, নিৰ্ম্মণ শুচি হৃদয় !" হেরি যেন মর্ত্তো ্তেমতি তরণ তেমতি নগীন ভাব যে দি বিধির ধরেছে মানব হুদি পরে আবিভাব নাহি যেন আর সেই মন্ত্রপুরী. যোগালে দারিজ্ঞা-শিগা, ভন্ম করে নরে, হতাশ- অসারে. অনলে যথা মঞ্চিকা: হৃদয়–ম্ন্দিরে <u>থেন অভিনব</u> কিবণ প্রকাশ পায়, চুরি করা ধন, ফিরে যেন কাল, কোলে আনে পুনরায়:

আনন্দ-লহরী **হত যে হাদ**য়ে উঠিল তখন ম্ম, এগনও অস্তরে ভাবিলে সে সব. সহসা উপজে ভ্রম ! কত দূর আসি ভাগি হেন রূপে তরণী হইল স্থির, উতরি ধারার নীর; তরী হৈতে তীরে নামিয়া তথন হেরি মনোহর স্থান ; শীতল প্ৰন বহিছে সতত বিস্তাবি মধুর ঘাণ ; পূৰ্ণ-প্ৰকাশিত তর্ক- ডালে ডালে স্থ্যতি কুসুম দল; চন্দ্রমার জ্লোতি স্বশ্ ক্রিলে উজ্জ্ল কানন-স্থল; পল্লবে বসিয়া পাণী নানা জাতি মধুর কৃজিত করে; গ্রীবা ভঙ্গী করি ময়্ব পেণম ধরে; কুহরে গলায় ক্ত মৃত্ মৃত্ কোকিল প্ৰায়ত্ত-ভাব, মুহু মুহু তন্ত্র স্থাপ্তকর স্থান স্বধার আব ; সংহাৰৰ কোলে প্ৰফুল কমল, কুমুদ, কহলার ফুটে, কুম্বনে কুম্বনে আনন্দে বেড়ায় ছুটে; চলেছে সেখানে প্ৰাণী শত শত দদা প্রমুদিত প্রাণ, স্তমধুর স্থারে পূরে বনস্থলী আনন্দে করিয়া গান ; কেহ বা বলিছে "আজ নির্থিব কুমুদরঞ্জন শোভা,

উঠিবে যথন জগজন-মনোলোভা; আজি রে আনন্দে মধুর চাঁদের কর, কোমল করিয়া র কম্বন সে করে রাখিব হৃদ্যাপর; তাহার উপরে বাণিয়া প্রেয়ারে, কত যে পাইব স্থগ। কথন হেরিব গগনে শশাক্ষ, কথন তাহার মুখ।" বেগু-রবে স্থরে কহে কোন জন "কোথা পাব হেন স্থান: জগত-হুৰ্লভ রাথিয়া এ নিধি নির্থি জুড়াই প্রাণ ! দিলা যে গোঁসাই এ কেন রতন যতনে রাখিতে ঠাই; ভূমণ্ডল মাঝে নিরজন হেন নয়ন দেখিতে নাই।" কেহ্ বা বলিছে "হায় কত দিনে পাব সে কাঞ্চন ফল; নাহি রে স্থন্ত দেখিতে তেম্ন খুঁজিলে অবনীতল ! সে তুর্গভ ফল কি যে অপরূপ দেখিতে কিবা স্থন্ত, বুঝি ক্ষিতিতলে অন্তর্গণ তার নাহি কিছু স্থপকর ! পাই দ্রশন নয়নে কেবল না লভি আস্বাদ কভু, কিবা দে আনন্দ হায় মধুময় কিবা সে আঘ্রাণ তবু; না জানি সঞ্চয়ে পাব কত সূথ, ঘুচিবে সকল ভয়, কভু যদি পাই করিব পৃথিবী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়;

উন্মত্ত পরাণ হরুষ উল্লাসে ভাবনা কি ছার. ছার চিস্তা, রোগ, দে ফল যগপি মিলে. প্রাণী হেরি যত যাই। বিনিময়ে তার জীবন প্রাণী যথা সে জাহ্নবী তরঙ্গ নির্দ্মণ ছাড়িয়া শিখর তল, ক্ষোভ নাহি বিকাইলে।" ভ্রমে দেশে দেশে শীতল বারিতে চলে কত জন স্থাপে কৰে গীত. বলে "কৰে পাৰ ষশ. শীতল করি অঞ্চল :--ছোটে কল কল ধ্বনি নীরধারা পরিয়া শিরেতে শোভিব উজ্জ্বল ধরণী করিব বশ; ধ্রণী প্রশে সুংখে, বিবিধ পাদপ পৃথিবী ভিতরে দিতীয় রতন নানা শশু ফল. বিস্তুত করিয়া বকে ; কি আছে তেমন আর – পেলে জলচর মীন নানা জাতি চিকণ যুক্তিকা, হীরা মণি হেম কেবল যথের ভার।" সন্তরণ করি নীরে: পশু হুল্চর বিবিধ আঞ্চতি বাজিছে কোথাও জয় জয় নাদে সদ। ভ্রমে স্করে তীরে ; গম্ভীর জন্দুভি স্বর, চলে প্রাণিগণ করিয়া সঙ্গীত তীব-সান্নহিত বিউপে বিউপে কম্পিত মেদিনী পর! পাখী করে স্তুথে গান: বলে "প্রভাকর আজি কি স্থল্য লতা গুনাবাজি বিকাশে সৌরভ হেবিতে গগন-ভালে, প্রফল্ল করিয়া প্রাণ: মাতঙ্গ-বিক্রমে আজি মত্ত নদী स्तर उठ औरत थानी नक नक হের কি তরঙ্গ ঢালে! সদা প্রয়োদিত মন, আজি রে প্রতাপ প্রভন্তার আনন্দিত মনে নীবে করে স্থান হেরিতে আনন্দ কত, সদা স্ত্রথে নিমগন:--আজি ধরা তব হেরি অবয়ৰ যথা দে জাজনী ভারত শরীরে • কিনা স্থুগ অবিরত ! বহে নিতা স্তথকর, তোল হৈমধ্যজা গগনের কোলে সহে নিতা এখা নি...ব তেমতি কেন্তনে বিচাৎ জাল— আনিক স্থা-সহর। লেগ ধরাতলে দেখি শত পথে কুপাণের মূগে চাডি শত দিক गानव जिनित्व काल :" প্রাণিগণ চলে ভায়, যুবা বুদ্ধ প্রাণী তরঙ্গ উপরে ক্ষিতি পূৰ্ণ জনতায়; ভর করি কত জন, শাণিত কুপাণ চলে থাকে থাকে কাতারে কাতারে চলে জ্রুতবেগে পিপীলির শ্রেণী মত: করে করি আকর্ষণ। দুশ দিক হৈতে কত হেন রূপ অসংগ্য অসংগ্য প্রাণীর প্রবাহে সঙ্গীত শুনিতে পাই; পরিপূর্ণ পথ যত।

রথি কৌতুকে ठांश्या कोमिटक সাগরের যেন বালি--ल शानिशन ঢাকি ধরাতল, চলে দিয়া করতালি: শেষ উৎসাহ আনন্দ আখাসে সকলে করে গমন, থিয়া বিশ্বয়ে প্রিয়া আশ্বাদে আশারে হেরি তগন; জ্ঞাদি তাহায় "এরপ আনন্দে প্রাণী দবে কোথা ষায়, ্বাসনা মনে চলে কোন স্থানে কি ফল দেখানে পায়।" াশা কহে শুনি হাসিয়া তখন "চল বংস চল আলে, ক্ষাক্ষেত্ৰ নাম াণি-রঙ্গভূমি নির্থিবে অনুবাগে; গ্ৰাণী যত তমি হের এই সব সেই খানে নিতা যায়, সনা কল্লনা যাদৃশ যাহার সেই খানে গিয়া পায়। শা-বাণী শুনি চলি ক্রন্ত বেগে. আশা চলে আগে আগে, াসি কিছু দুর দেখি মনোহর পুরী এক পুরোভাগে :

দ্বিতীয় কম্পনা

কেন্দ্রকেত্র—ছয় দার—ছয় জন প্রহরী কর্ত্তক রক্ষিত-প্রীপরিক্রম-প্রতিদারে প্রহরীর আরুতি ও প্রকৃতি দর্শন। ১ম দ্বারে শক্তি, ২য় ছারে অধাবসায়, ৩য় ছারে সাইস, 8र्थ बादत देश्या, एम बादत अम, ৬ৡ দারে উৎসাহ-পুরী মধ্যে প্রবেশ—পুরীদর্শন—পুরীর ম্বা ভাগে যশংশৈল। অপর্ব্ব নগরী চৌদিকে প্রাচীর পাষাণে রচিত কায়া, বিশাল বিশ্বত নির্থি সম্মণে প্রকাশিয়া আছে ছায়া; প্রাণী শতশত প্রাচীর শিখরে নিব্ৰথি সেখানে কত সামগ্রী ধরিয়া বিচিত্র স্থন্দর ভ্রমে স্থা অবিরত; করি উদ্ধ মুখ निम्नारमा आंगी কতই আকুল মন চাহিয়া উচ্চেতে অনীর হইয়া मन करत नितीक्त।-রাজ-পরিচ্ছদ বাজ-সিংহাসন স্থাৰ্থ বজত কাৰ, মণ্ডিত হীরক अर्थान गांगिका কত দ্ৰবা শোভা পায়। "অপর্বা এ পুরী আলা করে বংস আমার কাননে ইহা, প্রাণী নিতা নিতা প্রবেশে ইহাতে মিটাতে প্রাণের-ম্পৃহা, এ পুরী পশিতে আছে ছয় হার, চয় দারী আছে দারে।

কেহ সে ইহাতে আদেশ বিহনে প্রবেশিতে নাহি পারে: আ(ই)দে যতজন প্রবেশ-মানদে সেই পথে করে গতি. যে পথে যাহারে করিতে প্রবেশ দারী করে অনুমতি। ষারে ষারে হের মূহতে মূহতে আ(ই)দে প্রাণী কত জন, একৈ একে সবে প্রতি দারে দারে ক্রমশঃ করে ভ্রমণ। চল দেখাইব এ পুরী ভোমারে আগে দেখ বড় দার, কিরূপ আরুতি প্রাকৃতি প্রহরী গতি মতি কিনা কার।" এত কৈয়ে আশা লইয়া আমায় চলিল প্রথম দ্বারে; নিরখি সেখানে যুগা এক জন দাঁড়ায়ে ছারের ধারে। দ্বার সন্নিধানে প্রকাণ্ড মূরতি অচলের এক প্রাশে **যে যুবা পুরুষ** ভুক দৃচ ক্রি नैष्डित्य त्नत्थ छैलात्मः অচল শ্রীর, হেলিয়া পডেচে সে যুবা ধরিয়া ভায় তুলিছে ফেলিছে অবলীলা ক্রমে ভুকক্ষেপ নাহি কায়; কভু সে অচলে জ্রকুটি করিয়া যুবা হেরে মাঝে মাঝে, নিহত কপোত নিক্ষেপি অন্তরে নিরথে যেমন বাজে। দেখিয়া যুবার বিচিত্র ব্যাপার বিশ্বয়ে নিম্পন্দ হই, বাণী-শৃত্য হয়ে প্রমাদে ক্ষণেক স্তত্তিত ভাবেতে রই ;

চাহি আশামুগ, পরে কুতৃহলে আশা বুঝি অভিপ্রায় কহে, "শক্তিরপ প্রাণী রঙ্গভূমে এই দ্বাবে হের তায়: অসাধ্য ইহার নাহি এ ভবনে যাহা ইচ্ছা তাহা করে; জন্ম দৈতাকুলে পুজে এরে সমাদরে।" কহিয়া এতেক . হৈয়ে অগ্রসর আসিয়া দিতীয় দাব আশা কহে "বংস দেগ এ ছয়ারে প্রাণী এক চমংকার। দিতীয় দাবেতে নির্থি ব্সিয়া রুদ্ধ প্রাণী একজন, বাল্ত,প পাশে করি হেঁট মাথা বালুকা করে গণন; গুণিয়া গুণিয়া শিথর সদুশ করিয়াছে বালুরাশি, আবার গুণিয়া লয়ে ভার ভার ঢালিছে তাহাতে আসি: অন্ত কোন সাধ স্থা সাভাগাৰ নাহি কিছু চিত্তে তার, অন্য মানসে বালি গুণি শ্ব করিছে শৈল আকার: অতি সামভাব श्रीत भ तमरन অণুমাত্র নাহি ক্লেশ, অন্তরে শ্রীরে নহে বিক্সিত চাঞ্চলা বিবক্তি লেশ। আশা কহে "বৎস ভুবনে প্রিসিদ্ধ ধরাতে স্থগাতি যার, সে অধাবসায় প্রাণি-রঙ্গভূমে চক্ষে দেখ এই বার ।" ক্রমে উপনীত ততীয় ছয়ারে. আসিয়া হেরি তখন,

গড়ায়ে সে দ্বারে	প্রাণী লক্ষ লক্ষ
করে দ্বারী আরাধন	T ;
হা কোলাহল	হয় সেই দারে
শঙ্গধারী সর্বজন ;	
বির আলোকে	চমকে চমকে
অন্ত্রে অন্ত্র ঘরষণ ;	
নরথি নির্ভীক	পুরুষ জনেক
্দারেতে <i>প্রহ</i> রী বেশ	
পো ন্দ-ভন্নীতে	বীর্ঘ্য পরকাশি
চাহি দেগে অনিমেষ	
মুখে উন্ত	কেশরী কুঞ্জর
করে ঘোরতর বণ,	(5 .
ন্মগ্ন ভাবেতে	<u>শেই বীৰ্য্যবান</u>
ু করে তাহা দরশন ;	
টল শ রীর	আসি মধাস্থলে
জুই হাতে দোহে ধ	
এক হাতে সিংহ এ	ক হাতে কর ী —
্বেগ নিবারণ করে,	
গাবার উদ্রেক	কবিয়া উভয়ে
দেখে ঘোরতর বণ্,	5)
কেশরী কুঞ্জর 🕝 🥻 হৈ	
মন সাধে অনুক্	
· ·	দেখিছ মাহারে
সাহস তাহার নাম,	
रैनि जूहे यांदव	ধরা ভুষ্ট তারে
মর্ত্তে বাক্ত গুণগ্রাম	1
চতুর্থ হয়ারে আশা অ	
কছে "ৰৎস বৈৰ্ঘা দে	
	এর তুলা প্রাণী
হেরিতে না পাবে এ	াণ, বদনে প্রবীপ্ত
দেগ কিবা ছটা কিবাৰে প্ৰশান ভা	
কিবা সে প্রশান্ত ভা ১০ মূর্কি যে ক্রান্তে	
এ মূর্ত্তি যে ভাবে করে নিত্য স্থ খলাভ	পবিত্র হৃদয়ে
क्रम । मण अस्यमाज	1

বিক্ষারিত-নেত্রে নির্গি সে দ্বারে স্থির দৃষ্টি এক জন। শুন্তে দৃষ্টে করি অন্তরের বেগ সদা করে সম্বরণ; ঘেরিয়া ভৌদিকে ভুজস তাহারে দংশন করিছে কত, এক (ই) ভাবে সদা তবু সে পুরুষ গ্রীবাদেশ সমুন্নত, মুখে নাহি স্বর নয়ন অপাঙ্গে নাহি ঝরে অশ্রুকণা; নাহি বহে ঘন শ্বাস নাসারক্রে নহেক চঞ্চলম্না। কতিপর মাত্র প্রাণী সেই দ্বারে প্র:বশ করিছে হেরি, দুরে দাঁড়াইয়া প্রাণী শত শত আছমে সে দার ঘেরি; হেরি অপকণ প্রাণী দারদেশে সন্ত্ৰমে স্থবি আশায়, সেরূপে সেখানে কেন সে বসিয়া ফণী দংশে কেন গায়। শুনিয়া বচন ধীর শান্তমতি ধৈৰ্য্য সে তখন কয়,— "শুন বলি কেন হেন দশা মম কিরূপে উদ্ভব হয়। **ज**ृष्टे **र**श्जन ক্রিয়া বিধাতা ভাবিয়া আকুল প্রাণ,— অতি মধুময় মাধুৱীতে তার সর্বা অঙ্গ নিরমণে; তথনি সে সাধে যা বলেন বিধি যারে করে পরশন দেব দৈতা, প্রাণী তগনি অমনি বশীভূত সেই জন; কিন্তু অন্ধে তার ভুজন্দের মালা, পরাণী দেখিয়া ত্রাসে

আপন ইচ্ছাতে। খনন করিয়া নিকটে ভাহার কেই না কথন আসে ; कि कदबन विधि रुजन दिषःग २४, . প্রাণী কোন জন অনুষ্টের কাছে স্বস্থির নাহিক রয়।--আমি দৈব দোষে আসি হেন কালে নিকটে করি গমন; না জানি যে বিধি কি ভাবিলা মনে আমারে হেরি তথন: অঙ্গ হৈতে তার খলি ফ্পিমালা পরাইলা মম অঙ্গে, করিতে ভূবন কহিলা ভ্ৰমণ শ্রীরে বাঁধি ভুজ্ঞে, বিধাতার বাকা না পারি লজ্ফিতে ত্রিলোক ভুবনে ফিবি ফণিমালা গলে, অঙ্গ বিষে জলে. **मियानिमि धीति धीति** ; নাহি পাই স্থান ব্ৰহ্মাণ্ড ভুখনে স্থান্তির পরাণে থাকি. আসি স্বস্থ কিছু শেষে আশা-পুরে এরূপে ছয়ার রাখি। দেখি স্বকুমার মানদে তোমার এ পুরী ভ্রমণে তাপ পাও যদি কভু, আসিও নিকটে, যুচাইব সে সন্তাপ।" শুনি ধৈৰ্য্যবাণী হৈয়ে চমৎক্রত চলিমু পঞ্চম হার; প্রহরী জনেক নির্থি সেথানে প্রাণী অতি থর্কাকার, বামন আক্লতি সেই কৃদ্ৰ প্ৰাণী কোদালী করিয়া হাতে, করিছে পনন ধরণী শরীর নিতা নিতা অস্ত্রাঘাতে.

তুলিছে মৃত্তিকা ৱাশিতে ৱাথিছে একা, ভাবিয়া অধীর | কলেবরে স্বেদ ঝরিছে সতত. वमत्न हिस्रोत दिशी। শুনি সেই দ্বারে প্রাণী কোলাহন্স নিবিড জনতা তায়, প্রাণী প্রবেশিছে মুহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে পতঙ্গ কীটের প্রায় ; বদন ভূষণ ক্লেদ্ ঘৰ্মা স্থেদ মলা, অঙ্গে পরিপূর্ণ ক্ষাভ্র কেশজাল তাম্ৰশলা। নির্থি তাদের আক্রিষ্ট বদন আশারে জিজ্ঞাসা করি, কেন বা দে সব প্রাণী সেই দ্বারে সেরপ আকার ধরি। আশা কহে "বংস অন্ত কোন পথ যে প্রাণী নাহিক পায়, কৰ্মকেত্ৰ মাঝে এই দাবে ভারা প্রবেশ করিতে চায়; শ্রম নামে ছঃগী 🤏 শুনিয়াছ তুমি নরে তুচ্ছ ধার নাম, সেই শ্রম এই হের মৃষ্টি তার कट्टे भिक्त मनकाम। শুনি আশা-বাণী ছঃখি াস্তবে নিকটে তাহার ঘাই, বিনয়ে নির্ত্ত করিয়া শ্রমেরে বারতা ধীরে স্থপাই; হৈয়ে স্থশীতল সাস্থনা বাক্যেতে কহে দারী খেদস্বরে, বলিতে বলিতে ৰক্ষ:স্থলে নিত্য ঘর্মা বিন্দু ঘন ঝরে; কহে "চিরদিন আমি এইরূপে এই সে কোদালি ধরি,

ধরণী খনন	করি অহরহ;
না জানি দিবা শৰ্ক	ৰ্মী,
প্রভাত ফুরায়	আ(ই)দে অপরাহ্ন
আবার প্রভাত হ	u ,
গ্ৰু ক্ষণ কাল	এ ক্ষিতি খননে
আমার বিরাম নয়,	1
तम योगिनी	थुँ ज़िया थूँ ज़िया
নিত্য যা সঞ্চয় করি,	
মৃত্তিকা রাশি	পবনে উড়ায়
কিয়া অত্যে লয় হবি	1 ;
নৰ্ষে যাহা	তুলি আবিঞ্চনে
এক বাত্যাঘাতে না	*1,
জানি কেন বা	অদৃষ্টে আমার
এতই ছব্দিৰ আদে ;	1
র আর হারে	দাবী হের যত
কেহ না বিষ্ণ পোহা	
	না করিতে ভারা
সোণা মুঠি হয়ে যায়	
	রাখি কণ্ঠে গাঁথি,
তখনি সে ইয় ভক্ম,	
মের ভাগোতে	নাই নাই স্বধু,
কিনা অগু কি পরখ	,
ই যে দে থিছ	তৰ সঙ্গে আশা
কত কি করিবে দা	,
লিয়া আমারে	আনিল এখানে
এবে সে দেখ বিশা	
ানি চাহি ফিরে	আশার বদন
আশা ফিরাইয়া মুখ,	
হে "বৎস চল	যাই ষষ্ঠ ছাবে,
অদৃষ্টে উহার হুখ।	
रुणि मीर्घश्राम	চলি আশা সনে
অগ্রভাগে ষষ্ঠ ছার,	
রি ক্তন্ত পাশে	ভীম মহাবল
প্রাণী সেথা চমৎকা	র:

দাড়ায়ে হয়ারে অতুল বিক্রমে শৃন্ত পদে আছে স্থির, করতলে ধরি আকাশ মণ্ডল, হঙ্কার করে গ**ন্তী**র : নিশ্বাস প্রেশ্বাস বহিছে সঘনে অপক্ষপ তেজ তায়, নিমেযে পরশে দেব শক্তি যেন পায়: প্রাণিগণ আসি ্ছারে উপনীত হয় নিতা যেই ক্ষণ, সে নিশ্বাস বেগে আবর্দ্ত আকারে প্রবেশে পুরে তথন ; यथा नमीशटर्ड ঘুরিতে ঘুরিতে সলিল যথন চলে, পড়িলে ভাষাতে ভগ্নতরী-কাষ্ঠ মুহুর্তে প্রবেশে তলে, এথা সেইরূপে ঘরিতে ঘুরিতে প্রাণী প্রবেশিছে তায়, ক্ষণকাল স্থির কেহ দত পদে সেগনে নাহি দাঁড়ায়: প্রাণীর আবর্ত্তে পডিতে পডিতে আশা দুঢ় করে ধরি। রাণিল আমারে স্তম্ভ বহির্দেশে ধতনে স্থস্থির করি। বিশ্বহে তথন কৌতুক প্ৰকাশি আশার বদন চাই, আশা কৃত্যে "বৎস না হও চঞ্চল আছি দঙ্গে ভয় নাই, এ মহা পুরুষ এই ষষ্ঠ ছাবে ভূবনে বিখ্যাত ধিনি উৎসাহ নামেতে অসম দাহস. সেই মহাপ্রাণী ইনি।" আশার বাক্যেতে উৎসাহ তথন আনন্দে আগ্রহে অভি

বলিতে লাগিল | মুহুর্ত্তে শতেক বসায়ে নিকটে সন্মংগ দেখায়ে পথি— "এই পথে যাও কর্মক্ষেত্র মাঝে না কর অন্তরে ভয়, কে বলে ক্ষণিক মানব জীবন ? জগতে প্রাণী অক্ষয়: ভ্ৰম তীব্ৰ ভেজে প্রাণি-রঙ্গ-ভ্রেম শরীর অক্ষয় ভাব জীবরঙ্গে মজি মৃত্যু তুচ্ছ করি দৈত্যের বিক্রমে ধাব। শৈবালের জল স্বপন-প্রলাপ নহে এ মানব প্রাণ, কীট কৃমি তুল্য আহার শয়ন আত্মার নহে বিধান ; বন্ধাও জিনিতে এ মহীমণ্ডলে জীবাত্মা বিধিব, সৃষ্টি; সেই ধন্য প্রাণী নিতা থাকে যার म्बर्ध भरव मुम् मृष्टि ; স্বকার্য্য সাধন নহে যত কাল এ বিশ্ব ভূবন মাঝে, জ্ঞান বৃদ্ধি বল ধন মান তেজ দেহ প্রাণ কোন কাজে; ধিক্ সে মানবে এগনও না পারে প্রাণ সঞ্চারিতে জীবে. এখন(ও) কুড়াস্থে না পারে জিনিতে সংহারি সর্ব্ধ অশিবে ; কি কৰ ঐ তেজ সহিতে না পারে নর জাতি তেজোহীন নত্ব তাদের দেকুল্য তেজ ক্রিতাম কত দিন।" এত কৈয়ে ক্ষান্ত হটল, উৎসাহ, প্রাণী লক্ষ লক্ষ করি কর যোড় নিশ্বাদে হন্ধার ছাড়ে; কাঁপিতে কাঁপিতে প্রাণীৰ আংর্ভ বিদয়া আসনে নিব্য আশার আডে: হেমদণ্ড করতলে,

সহস্র পরাণী ঘুরিতে ঘুরিতে যায়, দ্বার দেশে পশি তিলার্দ্ধেক কাল ভূমিতে নাহি দাঁড়ায়। বিশ্বয়ে তথন আশার সংহতি নগরে প্রবিষ্ট হই, প্রবেশি নগরে স্তম্ভিত হইয়া রই ; পরে নিরীক্ষণ করি চারি দিকে প্রাণী হেরি রঙ্গভূমে, শত শত প্ৰাণী শত শত ভাবে গতি করে মহা ধূমে ; নির্গি কোথাও বহু মূল্য বিরচিত; কোথাও চিত্রিত ধ্রাতল সুসজ্জিত ; অলু শোভা-কর কোগা চন্দ্ৰতিপ বিস্তুত গগন ভালে; কোথা যবনিকা চিত্রিত চুকুল আচ্ছাদিত হেমজালে; মুকুতা জড়িত বসনে আঁবুত গতি করে অবিরত; য়'া প্ত শত হীরক মণ্ডিত পথে পথে করে গতি: নগর প্লাবিত জনতার শ্রোতে বজঃ পরিপূর্ণ পণি ; কোথা বা স্থন্দর হেম-মণিময় আসন সজ্জিত আছে ; দাড়ায়ে তাহার কাছে; প্রাণী কোন জন

तिकाम विकीर्ग,	घन जय्भवनि,	নির্বাথ কোথাও	নারী কোন জন
প্রাণিরুন্দ কোলাইলে	ī;	বসিয়া ধরণীত	ে ব,
হরি স্থানে স্থানে	বসিকত জন	কোলে স্থকুমার	
শিরস্তাণে জ্বলে মণি		ব্যজন∣করি ভ	•
পিতে কটাক্ষ ্	হেলায়ে যে দিকে	প্রসন্ন-বদ্ন	দাঁড়ায়ে নিকটে
সেই দিকে স্তব-ধ্বনি	Ĭ;.	স্দয়-বল্লভ ত	াৰ,
কাথা বা স্থসজ্জ	তুরঙ্গণ পূর্চ্চে	হেরে প্রিয়ামুখে,	কভূ শিশুমুখে,
কেহ করে আরোহণ		মূছ হাসি অনি	বার,
किया किएउ	হিরণ্য-মণ্ডিত	হেরি কোন খানে	প্রণয়ীর ক্রোড়ে
অসি লগ্ন সাবসন;		প্রমদা সোহার	ग (मोरन ;
গতি কোটি প্রাণী	ইপ্নিত কটাক্ষে	শশ চিহ্ন যথা	পূৰ্ণ মোল কলা
চৌদিকে ছুটিছে তা	র,	শোভে শশাৰে	
চৌদিকে ছুটিছে তা বিছে গৰ্জন	অসি নিকাসন,	কোথাও লাড়ায়ে	
ভাৰণ ধৰ চাৎকার :	;	ু বেরে ভার চা	
গ্ল দিকে পুনঃ	হেরি কত বামা		
অন্তরে ভাবিয়া স্থ্য		বদনে প্রকাশ	
।ধিছে কৰৱী			
হাসি রাশি মাথা মু	۹ ; –	ধরিফা কাঞ্চন	
াহ বা কুস্কমে	পাতিছে আসন		করে বিতরণ
কোমল ধরণীতলে,	- 0	বিবিধ রতন-ম	
	অন্তরে স্থবিনী		
সিঞ্জিয়া স্থগন্ধি জলে		বান্ধন যতেক	
	পরিয়া বসন		ভাবি শশধর
করতলে মণিমালা		হ্বগে করে নি	तीकन ;
गंडेरफ् भीरत,	বাজুতে ঘুংঘুর,	কোথাও অবোর	
বাহুতে বাজিছে বা			
ল কোন ধনী	भौदित भौदित भौदित	করিছে ক্রন্সন	ভার-ভগ্ন দেহ
চাৰু কলা যেন শৰী,	•.	শিরে করাঘা	
া কোন জন			
খীরে ধরাতলে বসি		বসন বিহীন	
ল কোন বামা	রাঙ্গা-পদতল		
পড়ে ধরণীর বুকে,		কভ কোটি প্ৰ	
া কোন জন		হাসে থেলে কত	
় সন্মুখে পাতিছে স্থ	શ,	ভাবে বসি ক	ত জন,

কেহ অন্ধকারে কেহ বা মাণিক —
কিরণে করে ভ্রমণ;
কত অঁপরূপ কত কি অছ্ত,
রহস্ত এরূপ কত
দেখি চক্ষু মেলি প্রাণী রঙ্গভূমে
চলিতে চলিতে পথ।

তৃতীয় কম্পনা।

বুলোগান—আকাজ্জা-ভবন—তরিবাসী-দিগের নৃশংস ব্যবহার—ও কঠোর রীতি নীতি। হেরি এক স্থানে চলিতে চলিতে অপূর্ব্ব নব অঞ্চল, অতি মনোহর তরু শিরে ফল কনকের পত্রদল। ক্ত শত প্ৰাণী ছুটেছে সে দিকে কত শত আসি কাছে তক্ত্র শিখবে ফল পত্ৰ হেরি উদ্ধুগ হ'যে আছে। ঝরিছে বজত কোথাও তরুতে বহিছে স্থৱভি বাদ, ঘেরিয়া চৌদিকে প্রাণিগণ তায় করিছে কত উল্লাস। তক্ সে সকল, আশ্চর্যা প্রকৃতি ঘুরিছে প্রদেশময়, কভু প্রান্তভাগে, কভু ম্ধ্যদেশে, তিলেক স্থান্থির নয়; পশ্চাতে পশ্চাতে ভ্ৰমিছে তাহার প্রাণী হেরি কত জন, তক্ব সারি সারি त्म मिरक करत्र शमन ;

ভ্ৰমে তক্ষ পাৰ্শ্বে ব্রমে কত তর্জ, প্রাণী হেন কত শত, সদা উৰ্দ্ধবাছ, সনা উদ্ধাস, অবিশ্রাস্ত, অবিরত ; পথে নাহি চায় ভ্ৰমে ক্ষিপ্তপ্ৰায় তরু না পরশে তবু, ত্যজি নাভিশাস ত্যবীৰু ত্যবীৰু তরুমূলে পড়ে কভু। দেখি স্থানে স্থানে কত তরু পুনঃ স্থির হ'য়ে সেথা আছে ; · মহা গণ্ডগোল ঘোর বিসংবাদ হয় নিত্য তার কাছে; অশ্রাব্য কটুব্রু, কত যে ছৰ্ম্বাক্য সতত সেধানে হয়, ভাবিতে জঘন্ত শুনিতে জ্বহা, মুখেতে বক্তব্য নয়। করে আকিঞ্চন কোন প্রাণী যদি পর্শিতে তরু অঙ্গ, আঘাত, চীৎকার, কতই প্রকার (क एनरथ एम ख्यांनी तक ! দে সব বিকট দেখিলে তথন কুরমতি ভয়ঙ্কর, সেই দ্ব জন মনে নাহি লয় বস্থর রাবাসী নয়। উঠে তরু'পরে সবার বাসনা উঠিতে না পায় কেই, বিশ্বাত মতি এমনি অভূত প্রাণীরা পিশার্চ দেহ ; সহি বছ ক্লেশ কেহ যদি কভু উঠে কোন তরু পরে; শত শত জন তখন চৌদিকে ভারে আক্রমণ করে, পাদ পৃষ্ঠধরি চলে যেই দিকে | ফেলে ভূমিতলে খণ্ড খণ্ড করে তুর্ণ,

থ দন্তাঘাতে	নিৰ্দ্ধয় প্ৰহাৱে
অস্থি মুগু করে চূর্ণ	;
	না পারে ধরিতে
অস্ত্রে কাটে হস্ত প	न,
মনি বিষম	বাসনা হ্রন্ত
এমনি ঈর্ধ্যা হর্মদ,	
বু সে পরাণী	উঠে তরু শিবে
আনন্দে কাঞ্চন বাঁট	ধ ;
টিয়া বসন	থাকিয়া থাকিয়া
মণি আভা নেত্ৰ ধঁ।	বে ;
्झ इखना '	কত প্ৰাণী হেন
হেরি সেথা তরু'পর	
ঠে অ কাতবে	কত তক্ষ বাহি
কাড অকে র জ কে	
	নাহি করে জ্ঞান
প্রাণী সে কাঞ্চন পা	
নকের পাতা	কন্দের ফল
যতনে বসনে ঝাড়ে	
ह क्राट्स टमधी	উঠে নিত্য প্রাণী
কভু আসে কোন জ	
ভিদ্র হৈতে	দে প্রাণীমণ্ডলী
নিমেবে করি শঙ্ঘন	উঠে তক্র'পরে
জলির গতি	3
কেহ না ছুঁইতে পা	থ, উঠেছে যখন
কর শিগরে তথ্য সকলে চায়।	
জ্বন সকলে চার। ক্ল হৈন্ডে পুনঃ	রতন পাড়িয়া
ক হেডে গুন্ত নামে শেষে ধরাত	
নামে শেষে প্রাভি ক্রেক্সন্থিত	্রা প্রাণিগণ এবে
সভশাহত কেহ নাহি কিছু ব	
ফুল্ড করি	ে, দেখায়ে রতন
ভয়ে সবে জড় সড়,	
পারে ছ ইতে	না পারে চলিতে
্রাত্র ছুক্তে চরণে যেন নিগড়।	[13.10]
* 40 (G) : (* (*) * (*)	•

বকিয়া তখন মম চিত্তভাব আশা কহে "বৎস শুন, ভেবো না বিশ্বয় এই তরুদলে এমনি আশ্চর্য্য গুণ---ছলে কিম্বা বলে কিম্বা সে কৌশলে যে পারে উঠিতে শিরে, কভ কেহ আর তাহারে এখানে পরশিতে নারে ফিরে; শ্বাপদ যেমন অন্তবে দাঁডায়ে গজ্জিবে তখন সবে, অথবা নিকটে আসিয়া সত্ত্বে পদ ধূলি তুলি লবে।" জিজাসি আশারে এত কষ্ট সবে রতন সঞ্চয় করে, কিবা মোক্ষপদ, কি বাসনা সিদ্ধি কোথা পার পুনঃ পরে। আশা কয় "এথা আসিতে আসিতে দেখিলে যতেক জন, দিবাংসনে বসি দিবা মণি শিরে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ ; মাতঙ্গ, ঘোটক দেখিলা ঘতেক হেম রৌপ্যময় যান, দেখিলা মতেক দাতা, ভোক্তা প্ৰাণী ভূঞ্জে স্থাপে পদ মান; এই তক শশু পত্ৰাদি চয়ন আগে করি গেলা তারা, তাই সে এগন ভোগে সে ঐশ্বর্যা ধুরাতে আশ্চর্য্য ধারা।" বলিতে বলিতে আশা চলে আগে পশ্চাতে পশ্চাতে যাই, সে অঞ্চল মাঝে আসি এক স্থানে চকিত অন্তরে চাই। দেখি সেই খানে প্ৰাণী কত জন ভ্ৰমিছে প্ৰমতভাব;

দামিনীর ছটা মুখেতে যেমন নিত্য হয় আবিভাব ; করাল কুপাণ করেতে উলঙ্গ ঝকিছে তড়িংবং, বেগেতে তাহারা ছুটি ভ্ৰমে সৰ্বপথ; করি সিংহনার কেই অশ্বণরে ঝড গতি সদা ফিরে. যেন অভিলাব গগন মণ্ডল আকর্ষণ করি চিরে; উন্মন্ত কুঞ্জরে কৈই চলে দত্তে ক্ষিতি কাঁপে টল টল, বুংহিত-নিৰ্ঘোষ ছাড়িয়া ককশ চলে দর্পে মদকল: কেহ মত্তমতি ধায় পদব্ৰজে তরঙ্গ যে ভাবে ধায়, ঘন, শূতাপথে, তুলি দীপ্ত অসি বজ্লধানি নাসিকায়; হেন মত্তভাব প্রাণী সে সকল ভ্ৰমে নিত্য সেই স্থানে, ক্ষু ধরাত্র পদতলে দলি গগনে কটাক্ষ হানে; কাচ বিনিৰ্মিত নির্বি সেখানে কত চাক অট্টালিকা—; চাক শুল্র ভাতি প্রভা মনোহর প্রকাশে যেন চক্রিকা—; হৈম ধ্বজনতে শত শত ধ্বজা শ্বেত রক্ত নীল পীত, উড়িছে সতত অট্টালিকা চড়ে গগন করি শোভিত। প্রাসাদ নিকটে ছটিতে ছটিতে সবে উপনীত হয়, করে আরোহণ পরিয়া উজ্জন না চিন্তি ক্ষণেক চিত্তে ত্যঙ্গি মৃত্যুভয়।

প্রাসাদ-শরীরে প্রাণীর শৃঙ্খল আরোপিত কাঁধে কাঁধে, লন্ফে লন্ফে এরা সে প্রাণী শৃঙ্খলে, শিখরে উঠে অবাধে; ক্রমে গৃহ চূড়া উঠে যত দুর উঠে তত শৃত্য ভেদি, অসম সাহসে প্রাণী সে সকল উঠে অল-অঙ্গ ছেদি; দুর অন্তরীক্ষে উঠে যেন ক্ৰমে আকাশে মিলিত হয়, ঘেরি যেন দেহ জনদ স্থাস্থির রয়। মাঝে মাঝে কছ কোন বা প্রাসাদ অভি গুরুতর ভারে, বিচিছ্ন হইয়া পড়ে ভূমিতলে চূর্ণকাচ চারিধারে; প্রাণীর সোপান আরোহী সে জন কাচ-বিনিৰ্ম্মিত গেহ, নাহি থাকে কিছু, নিমিদে অদুখ্য নাহি থাকে প্রাণী কেই। না পড়ে যাহারা উঠিয়া শিখরে. ঘন সিংহনাদ ছাড়ে; পড়িছে প্রাসাদ চারি দিকে যত নির্থি আনন্দ বাড়ে ! সে প্রাসাদমালা উপরে আশ্রন্থ প্রাণী এক হেরি ভ্রমে, বিজলির লতা ক্রীড়া করে যেন প্রাসাদশিগরে ক্রমে। আরোহী প্রাণীরা নিকটে আইলে যুকুট তুলিয়া ধরে, चारेश्या इहेश প্রাণী সে সকল কিরীট শিরেতে পরে ; কিরীট মস্তকে বেগে নামে ধরাতলে;

ড়িয়া হ কার	কাঁপায়ে মেদিনী
মহা দম্ভ তেজে চ	
লে গৰ্কা করি	পৃথিবী স্থজন
বল সে কাহার ত	রে,
যদি সম্ভোগ	করিবে এ ধরা
কেন বিধি স্থজে -	म्द्र ।
त-वीर्गा ४वि	যে আদে মহীতে
তাহারি উচিত হ	•
ঞ্জিতে ধরাতে	ঐশ্বৰ্য্য প্ৰতাপ,
পশু যারা ভাবে ত	७ ग्र ।
র্ম লৈয়ে ভাবে	পাবে কর্ম্ম-ফল
পাবে মোক্ষপদ, ব	
. ६ रे खांन्य	করিতে পারিলে
স্বৰ্গপুৰী কেবা চা	য় ?"
ন গৰ্কভাবে	চলে দর্প করি
প্রাণী সে সকল ও	হরি,
≛pত নয়নে	শত শত প্ৰাণী
চলে চারিদিক ঘে	वि ;
হ্ বলে কোথা	জনক আমার
কেহ বলে ত্রাতা ব	करें,
হ বলে ফিরে	দেও রাধানাথ,
ন িহ সে সম্ব ল বই	
ইন্নপে কত	রমণী বালক
ক্রন্দন করিয়া গীত	র,
াবস্ত্র হয়ে	চলে কুতাঞ্জলি
সঙ্গে সঙ্গে সদা যি	
শুনে সে বাণী	
সে প্রাণী শক্তি	প্রায়,
াসি হেলাইয়া	চমকে চমকে
উন্মন্ত ভাবেতে ধ	য় ;
পড়ে সন্মুংগ	কি পুরুষ নারী
কিবা বৃদ্ধ শিশু প্র	मनी,
э প. ඉ করে	তথনি সে জনে
শাণিত কুপাণ হার্	ने ।

দেখিলাম কত শিশু এইরূপে কত যে অনাথ নাৱী. করিল বিনাশ সদা মত্ত মন সেই সব অস্ত্রধারী: নাহি করে দয়া প্রাণে নাহি মায়া কত প্ৰাণী হেন বধে. কমল কোরক শুণ্ডেতে চ্রিটিয়া रुखी (यन हरन भएन ; কেহ বা পশ্চিমে কেহ উত্তরাস্ত্রে বান্তে পূর্ব্ব দিকে কোন জন, উন্মন্ত পরাণী দেখি সেই সব দাপটে করে গমন ; উত্তর পশ্চিমে প্রাণী হুই এক কিঞ্চিৎ সঙ্কোচে যায়, কেশরী-গর্জনে পূৰ্ব্ব দিকে হায় ছুটে কত মহাকায়। क्रमस्य स्यमन দেখিয়া তখন রুধির হইল জল ; যেন বিষপানে জলিল প্রাণ, দেহ হৈল শৃত্য-বল। কহিন্তু আশায় এই কি তোমার অবিন্দ-কবিন-স্থান! আসিলে এগানে জুড়ায় তাপিত अन्य, भवीत, आंग ! ঈবং লজ্জিত ভাবে কহে আশা "শুনরে বালকমতি, আমার দেবক প্রাণী যত এথা এ নহে তাদের গতি; হুরাকাজ্ঞা নামে 'ছরাঝা প্রাণী কখন, পশে, এথায়, ছন্দ্ম প্রতাপ দাপট তাহার. নিবারিতে নাবি তায়; ভুলাইয়া প্রাণী ফেলায় কুপথে অহি সম পূৰ্ণ-ছল,

বারেক যাহারে সে জন পরশে করে তারে করতল; অধিকার মম নাহি থাকে আর সে প্রাণী পশ্চাতে ধায়, হয় কিবা গতি নাহি জানি পরে রুথা দে দোষে আমায়; **ठ**न এडे मिटक দেখিৰে সেখানে কিবা এ পুরী-মহিমা, কেন এত জন প্রবেশে পুরীতে ভাবিয়া|এত গবিমা।" श्रांभि कहि, ठन । अहे मिरक याहे শুনি যেন কোলাহল, কেন কোলাহল নির্থিব কিবা হয় পূর্বি সে অঞ্চল। অনেক নিষেধ করিলা আমারে সে পথে যাইতে আশা; তবু কোন ক্রমে সম্বরিতে নারি পরাণীর সে পিপাসা। অন্ত উপায় শেষে আশা মোরে লইয়া সে দিকে যায়; অতি ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে দাড়ায়। (मणि (मङ् भारन তন্ত্র অস্থিসার প্রাণী এক বৃদ্ধ জরা; শত গ্রন্থিময় বস্ত্র ধূলি পূর্ণ মলিন বপুতে পরা; ধূলি পিণ্ডবং থাত কিছু হাতে, কণা কণা করি তায় চারি দিকে প্রাণী বাঁটিছে সকলে ঘোর কোলাহলে ধায়; ক্ষাৰ্ত্ত শাদ্দ্ৰ যুবা বৃদ্ধ কত প্রাণী, বিলম্ব না সয় বণ্টন করিতে কাড়ি লয় বেগে টানি ;

কুধানলে জলে জঠর স্বার কি করে অন্নের কণা, পরস্পরে সবে করে কাড়াকাড়ি নিবারে ক্ষুধা আপনা। শুনি কৃষ স্বর কত যে কক্ষণ, কত খেদ বাকা হায়! শুনে স্থিন-চিত্তে বারেক যে জন জনমে না ভূলে তায়। দেশিলাম আহা কত শিশুমুগ বিশুদ্ধ পুষ্পের মত ' ব্ৰমণী গুৰ্বাস কিত সাদা খেঞা চেয়ে আছে অবিরত ; অশ্রুজনে ভাসে গণ্ড বক্ষঃস্থল জনতা ভেদিতে চায়, নিকটে যে আসে অন্নৰণা লয়ে লালসে নেহারে তায়। হায়! কত জন অধীর ক্ষুণায় নির্বাধি সেখানে ধায়, চর্মল অবলা শিশু হস্ত হতে অন্ন কাড়ি লয়ে গায়; সে প্রাণীম গুলী কত যে ছাগৈৰ্য্য কত যে কাতরে আদে করিয়া চীংকার মুহুর্তে মুহুর্তে সেই বুৰ প্ৰাণী পাশে। कैं। निरुष्ठ कें। निरुष्ठ अञ्च कर्गा । বর্ণ্টন করে সে প্রাণী, নিতা থিন ভাব সদাই আক্ষেপে অতি কষ্টে কছে বাণী-কেন রে সকলে আইস এখানে কোথা আর অন্ন পাব, সদৃশ ছুটিছে | বিধির বঞ্চনা ! তোদের লাগিয়া বল্ আর কোথা যাব; এ পুরী ভিতরে নাহি ছেন স্থান না করি মেথা ভ্রমণ ;

চৌৰ্য্য কিম্বা ছল | এত কয়ে আশা হেন বৃত্তি না করি যাহা ধারণ; কাঙ্গালের হাল কি কৰ কপাল ছষ্ট, পাব ধল আহার তোদের বিধাতা আমারে কৃষ্ট; এ পুরীতে করিস প্রবেশ ভূঞ্জিতে এ হেন ক্লেশ, ধনীর আশ্রয়, রঞ্জমি নহে কাঙ্গালের দেশ! কহিন্তু আশায় আর না দেখিতে চাই, গরিমা যতেক া মাহমা এগানে দেখিতে পাই: দেগাইয়া বাহিরিতে দার পুনঃ যাই সেই স্থান ; দেখিয়া এ সব যেথা হতে. অস্থির হয়েছে প্রাণ। আশা কছে "কেন উতলা হইছ এত, বাসনা যেরূপ ইব তোর যেবা তব অভিপ্ৰেত ; শুন এ নগরী কর্মাগুণে ফলে ফল, বৃঝিত্ব তোমার মতি তুমি অন্তর অতি কোমল; ন ধাতুতে নিশ্বিত যে প্রাণী সেই বুঝে রঙ্গ এর ; ভ্ৰমিতে আপনি া রঙ্গভূমে বিরিঞ্চি ভাবেন ফের; এই দিকে পদার্থ দেখিতে পাবে। यूती ज्यन তগন নাহি ফুরাবে।"

চলে আগে আগে সভয়ে পশ্চাতে যাই ; আসি কিছু দুর অচল দেগিতে পাই।

চতুর্থ কম্পনা।

যেশ:শৈল-নিমুভাগে প্রাণিদ্যাগ্য-আরোহণ প্রথা—ভিন্ন ভিন্ন শিখর দর্শন—ভিন্ন ভিন্ন যশস্বা প্রাণমগুলীর কীর্ত্তিকলাপ দর্শন- বালীকির সহিত मक् ९। নিকটে অ'সিয়া অপূর্ব্ব শিখর শ্রেণী, শিখরে শিখরে যেন কিরণের বেণী; শৈল চারিদিকে তৃষিত নয়ন প্রাণী লক্ষ লক্ষ জন, কুস্কমে গ্রথিত মাল্য মনোহর শ্রে করে উৎক্ষেপ্ণ; ঘন ঘন ঘন ক্ষণেক নাহি বিশ্রাম,

গতি করে অবিরাম। প্রাণীবৃন্দ আসি একে একে স্বে ক্রমে শৈলতলে যায়, চুড়াতে জলিছে মাণিকের দীপ সঘনে দেখিছে তায়। তব মনোমত বিদ অচলে হেরি ঘেরি চারিদিক প্রাণী আরোহণ করে;

জলরাশি অঙ্গে

যন উন্মিরাশি

কৌতুক লহত্রী আমূল শিপর रेमन चरत्र शांगी অপ্রূপ শেন্তা ধরে !

শিরে শিরে শিরে চলেছে গায়ক हत्स भीरत भीरत হাজে হাজ প্রশান পূণীর প্রশাহ অবিব্যুত স্ত্ৰোত কৌভকে করি দর্শন : পদ বাথি দীরে শিকাতে শিকাতে छितिर्छ अन्तिमान তারীক্ত তারীক্ত পড়ে কন্ত জন শ্বালিত হয়ে চরণ; বক্ষ হ'তে সদ বট্ডাল ম্থা থসিয়া পড়ে ভূতলে, প্রাণী নিতা নিতা খসিয়া পড়ে অচলে। পডিয়া উঠিতে. কেহ নাহি পারে কেহবা আরোহে পুনঃ; সে প্রাণী প্রবাহ অবিচ্ছেদ গতি কখন নাহয় উন। লয়ে নিজ নিজ যে আছে সম্বল উঠিছে যতনে কত, কনক প্রদীপ শিখরে শিখরে নেহারে স্থগে সতত। দীপ লক্ষ্য করি উঠে প্রাণিগণ শীত গ্রীষ্ম নাহি জ্ঞান মুশ্র করি সার সেই ভাবি ছার পণ করি নিজ প্রাণ। কাহার মন্তকে মণি মুক্তারাশি উপাধি কাহার শিরে, নিজ বৃদ্ধি বল অচলে উঠিছে ধীরে: গ্রন্থ রাশি রাশি লয়ে কোনজন কার করতলে তুলি, কেহ বা ধরিছে কাব্যগ্রন্থ কডগুলি ; কেহ বা রূপের ভালা লয়ে শিরে | এ মধুর ধ্বনি নিভ্য এই রূপে চলেচে সক্রপা নারী:

নাটক, বাদক, नीना (तन आहि भारी। উঠিতে বাসনা করে না অনেকে মাসিয়া ফিবিয়া যায়, নীচে হৈতে শৃক্তে ফেলি ফুল-মাৰা সেই অচলের গায় ৷ বহজন পুনঃ করিয়া প্রয়াস উঠিছে অচল দেশে, পাই বহু ক্লেশ ফিরিয়া আবার নামিয়া আসিছে শেষে। জিজ্ঞাসি আশারে কিবা হেরি এ অচল, আশা কচে শবংস অতি মনোরমা স্থল।" বাড়িল কৌতুক উঠিতে শিখরে আনন্দে আগ্ৰহে যাই, আগে আগে আশা চলিল সম্মধে অচলে পথ দেখাই। ভাৱীত ভাৱীত শুনি শৃত্য পরে স্থমধুর ধ্বনি ঘন মস্তক উপরে ঘূরিয়া যেমন সতত করে ভ্রমণ : যেন শত বীণা বাজিছে একত মিলিত করিয়া তান. শ্রবণে প্রবেশ করিলে : নী পুলকিত করে প্রোণ। শুন্তে দৃষ্টি কবি হোমাঞ্চ শরীর. বিশায় ভাবিয়া চাই, কিবা কোন যন্ত্ৰ, কিবা বাষ্মকর. কিছু না দেখিতে পাই। যতনে কক্ষেতে হাসি কহে আশা "রুথা আকিঞ্চন. দৃষ্টি না হইবে নেত্রে, নিনাদিত এই ক্ষেত্রে:

াণা কি বাশরী	কিশ্ব কোন যন্ত্ৰ	ভ্ৰমিতে ভ্ৰমিতে	কত কি অছুত
নিঃস্ত নহেক স্বর,		দেখি চঞ্চে হ	শে ভরে ;
তঃ বিনিৰ্গত	স্ক্ললিভ সদা,	নির্বাণ ভাহার	কোন বা শিখরে
ভ্ৰমে নিত্য গি	রিপর,	প্রাণী বৃসি বে	
ধা মনোহ্র	বায়ুতে বায়ুতে	অস্থ্র অসাধ্য	অসম্ভব ক্রিয়া
বেড়াতে ঝঙ্কাৰ	র করি,	নিমেধে করে	
মলের দল	- 11-11 -111	কোন গিরি চুড়ে	বসি কোন প্রাণী
ভ্রমর ভ্রমে গুঃ	জাবি।"	মণি দণ্ড হেল	াইছে,
নিতে ভনিতে	আশার বচন	কণপ্রভা তার	বশবর্ত্তী হয়ে
ক্রমশং অচলে	ষ্টার্চ,	চরাচর স্থারিতে	তছে ;
ত উদ্ধে যাই	তত স্থমধুর	কোন বা শিখরে	বসি কোন জন
भवनि खत्म दर		তোলে ভোগ	বতী-জল,
াড়ি অধোদেশ	উঠিমু যথন	কেই বা করেতে	আকর্ষণ করি
মন্যভাগে গিটি		বুরায় বিশ্বমং	9ા ;
রীর পরশি	धीरत भीरत भीरत		গ্রহ, ধ্মকে তু,
বহিল মূছল ব	•	ধরিয়া দেগায	বিপথ,
	স্মধুর ভাগ	লক্ষ্য করি তাহা	শৃত্য মার্গে উঠে
করিল আমো	·	ভ্ৰমে দৰে চ	
ঘন সে আচল	স্থ্রভি মধুর	1	হর্য্যের মণ্ডগ
সোগন্ধে ভূবি	য়ারয়; জিনিয়াদে গন্ধ	আচ্ছাদন খুৱ	
1 ७क ठन्मन	জিনিয়া সে গন্ধ		বাষ্পা সরাইয়া
পুষ্পগন্ধ যেন	मृह,	নিবিজ বিহা	
রি কি মধুর	মনোহর যেন		পাড়ি চন্দ্র তারা
দেবের বাঞ্ছি		করতলে রাচ	
ামিছে দে গন্ধ	ঘেরিয়া অচল	পুনঃ ছাড়ি দেয়	
প্রতি শিগরের	त हृत्ष्,	স্থে নিরীক	ণ করি,
টিছে প্ৰনে	দে ছাণ নিয়ত	দেখি কোন চূড়া স্থাদিখ্য-মূর্যা	উপরে বসিয়া
কতই যোজন	ग्रङ ;	স্থদিব্য-মূর্রি	o প্রাণী
	ক্রমে যত যাই	তন্ত্ৰী বাজাইয়া	মনের আন লে
ক্রমে বৃদ্ধি ত		ঢালিছে মধু	র বাণী;
		কোন শৃঙ্গে হেরি	প্রাণী কোন জন
প্রাণ করে ম্	रूपय ।	মস্তকে কাঞ্চ	³ न् ग य
সই গন্ধে মঞ্জি	শুনি সেই ধ্বনি	वित्र भूक्रे	শিখর উপরে
ব্রমে সে অচ	ল পরে,	इय दयन ऋ	र्यान्य ;

দিখ্যাসনোপরে হেরি দিব্য মর্ত্তি প্রাণী বৈদে কোথা স্থথে, · ধ**ক** ধক করি হীরা গও সদা প্রদীপ্ত হইছে বুকে; স্থির শাস্ত ভাব হেরি কত ঋষি বসিয়া অচল-অঙ্গে যেন ধ্যানধরি গ্রন্থ করে পঠি ভাসিছে ভাব-তরঙ্গে। অচল প্রকৃতি হেরি অপরূপ প্রাণিগণ যত উঠে, স্থির হয় যেথা চাডি মধাদেশ সেইখানে পদ্ম ফুটে; হয় শুঙ্গনাদ তথনি শিখরে ममिक भटक शूरत, অচল-শগীর कें शास निगम প্রবেশে অমর পুরে। এবে দিব্য মৃত্তি প্রাণী সেই জন বৈসে চাৰু পুষ্প'পৰ; উঠে অহা যত সে অচল–অঙ্গে পুজে তারে নিরস্তর। দে ভূধর-অঙ্গে স্কবকে স্তবকে কত হেন পদ্মকুল, উপরে উপরে দেখিলাম রঙ্গে কৌতুকে হৈয়ে আকুল! বিশ্বয়ে তথন জিজ্ঞাদি আশারে, আশা মূহ্ ভাষে কয়, প্রাণী যে এগানে "ভাজে জীবলীলা এই ভাবে এথা রয়; প্রাণী রসভূমে জানাতে বারতা হয় শৃত্যে সিংহনাদ; আইদে দেবগণ শিথর উপরে করিয়া কত আহলাদ। এই যে দেখিছ প্ৰাণী যত জন পদ্মাসনে আছে বসি,

ধরার ভূষণ প্রলয়ে অক্ষয়, মানব-চিত্তের শশী; দেখ গিয়া কাছে প্রাণী এথা পাবে কত. বদন হেরিয়া করিয়া আলাপ পূর্ণ কর মনোরথ।" একে একে আশা কাণে কহি নাম চলিল দেখায়ে রঙ্গে, পুল্কিত তম্ব দেখিতে দেখিতে চলিত্ব তাহার সঙ্গে ব্যাস, কালিদাস, ভারবি প্রভৃতি চরণ বন্দনা করি, শঙ্কর আচার্য্য, থনা, লীলাবতী, মূর্ত্তি হোর চক্ষু ভরি; উঠিহু সেগনে বিষয়া বালীকি অমর প্রায়, আনন্দে বাজায়ে স্থায়র বীণা শ্রীরাম-চরিত গায়। দেখিয়া আমারে मयार्ज-यानम इत्यः; **मिना श**म्युनि श्वरमनी क निया আশু শির্মাণ লয়ে: জিক্তাসিল ত্বরা অযোধ্যা-বার্তা কেবা রাজ্য করে তায়, ভারতীর পুত্র কেবা আর্য্যস্তরে তাঁহার বীণা বাজায়; কোন গীরভোগ্যা এবে আর্য্যভূমি, কোন ক্ষত্ৰী বলবান দৈত্য রক্ষঃকুল রক্ষা করে আর্য্যমান, কোন্ আৰ্য্যস্তুত ষশ:–প্ৰভাগুণে त्राम्भ উच्चन मूथ ; দ্বিতীয় জানকী হৈয়ে কোন নারী শ্বিশ্ব করে পতি-বুক;

কেবা রক্ষা করে	বেদ বিধি ধর্মা	ঘোর বজ্ঞাঘাতে	এে
কোন্ বুধ মহা	য তি,	আকুলিত স	भूनय ।
ব্রাহ্মণ কুলের	তিলক স্বরূপ	সে হঃখ দেখিয়া,	দেহি
সাধন করে উঃ	াভি ;	আৰ্য্যস্কুতে বি	
কত এইরূপ	জিজ্ঞানে বারতা	তুলিয়া দৰ্পণ	আশ
স্থাইয়া বারংব	ার;	চাহি দেখ ও	ণার্য্যকুল ;
কি দিব উত্তর		(मश्दत्र मर्भाग	©
চক্ষে বহে নীরং		ভারত কির	
হেরে অশ্রধারা	কঙ্গণ বাক্যেতে	দেখে একবার	প্র
ঋষি অতি ব্যগ্ৰ	মন	ঘূচাবে মনে	র ক্লেশ।"
আগ্রহে আবার	অতি স্বতনে	দেখিলাম চাহি	(
কৈলা মোরে স	ন্তায়ণ।	জ্বলিছে কিং	পেম্য,
কহিনু তখন	কি বলিব ঋষি	ভারত মণ্ডল	শে
কি দিব সংবাদ	ভার	अमीश रहेर	तियः;
তোমার অযোধ্যা	তোমার কোশল	ভারত-জন্নী	
সে আৰ্য্য নাহি	ক আর ;	বসিয়াছে ফি	ংহাসনে,
ডুবেছে এখন	কঙ্গঙ্ক-সন্সিলে	ফুটিয়াছে যেন	C
নিবিড় তম্সা		পূর্ব তেজ ই	্যভাননে ;
সে ধন্ম-নিৰ্ঘোষ	দে বীণা-ঝন্ধার	ঘেরিয়া তাঁহারে	न
আর না কেহ '		কিরীট কুণ্ড	ল তুলি,
নিন্তেজ হয়েছে	দিজ, ক্ষত্ৰকুল	পরাইছে পুনঃ	
বেদ ধর্ম সর্বা	•	ঝাড়িয়া কল	ऋ पृलि;
ভাবে পুণাভূমি	,	নবীন পতাকা	7
প্রম্থ নির্থিষ		ছুটেছে আ	বার দূত,
সে বচন শুনি	আৰ্য্য-শ্বনিমূগ	ভূবন ভিতরে	
ধরিল যে কিব	ভাব,	বদনে প্রভা	অছুত ;
কি যে ভয়ঙ্কর	ধ্বনি চতুদ্দিকে	দিক্ দশ বাসী	
আৰ্য্য-মুখে ঘ		আনি সপ্ত	সন্তল,
ভাবিতে সে কথা		করে অভিষেক,	বং
ভয়েতে কম্পিত		জাগ্ৰত আৰ্থ	
অস্তব্যে অক্কিত	রবে চিরদিন	পশ্চিমে উত্তরে	
বাণীতে প্ৰকাহ		আনন্দ সঙ্গী	
যত ছিল সেথা	আৰ্য্যকুলোম্ভব		Œ
্মহাপ্রাণী মহে	मिय,	আবার গণি	ज्या भाग ;

ত একেবারে যেন মাকুলিত সমুদয়। দেখিয়া সে ভাবে মাৰ্য্যস্থতে চিন্তাকুল, আশা কহে "ইথে াহি দেখ আৰ্য্যকুল ; ভবিষ্যতে পুন: ভারত কিরূপ বেশ, প্রাণের বেদনা চাবে মনের ক্লেশ।" াহি যেন পূর্ব্বদিক ষলিছে কিরণময়. ল সে কিরণে যেন थनीश्व रहेया त्रयः যেন পুনর্কার বসিয়াছে সিংহাসনে, তেমতি আবার পূর্ব তেজ হাস্তাননে ; নব আগ্যজাতি হারে কিরীট কুণ্ডল তুলি, ভূষণ উজ্জ্বল ন: ঝাড়িয়া কলম্ব ধূলি; তুলিয়া গগনে ছুটেছে আবার দূত, করি ঘন নাদ বদনে প্ৰভা অদুত ; সী মানব মণ্ডলী আনি সপ্ত সিন্ধুজল, ষক, বলে উচ্চ লাদে জাগ্ৰত আৰ্থ্য মণ্ডল; হয় ঘোর ধ্বনি মানন্দ সঙ্গীত গায়, ভারত প্রকালি

উঠে হিমাनয পূর্বের বিক্রম ধরি, जाक्यी यम्ना ছটে পুনরায় গভীর সলিলে ভরি ; ভারত-সন্তান আনন্দে আবার বীণা ধরে করতলে; আবার আনন্দে বাজায়ে হুনুভি বস্থর্করা-মাঝে চলে; অপূর্ব্ব প্রতিমা प्तरंग रम मर्भरन হর্ষ বাঙ্গেতে আগি, ফুটিল বাসনা পূরিল অমনি হৃদয়ে তুলিয়া বাখি; দেখিতে দেখিতে সে দৰ্পণ ছায়া আরো উদ্ধৃতাগে যাই, হেরি সে ভূধর ন্তরে স্তরে যেন উঠে শূন্তে যত চাই। আশা কহে "বংস, কত দূর ঘাবে নাহি পাবে এর পার, হত দুর হাবে তত দুর ক্রমে শুঙ্গ পাবে অগ্য আর।" ক্ষান্ত হয়ে ফিরি আশার বচনে পুনঃ দে অচল- অঙ্গে, নির্থি সেখানে নামি কিছু দূর স্থকবি কন্ধণে রঙ্গে। দেখি মন-স্থথে পদতলে তার বসিয়া ভারত দ্বিজ, মধুর স্থ্রতে বাজাইছে বাশী ছড়াইয়া রস নিজ; অবতরি পুনঃ ক্রমে ভূমিতলে তবু যেন প্রাণ মন গিরিতলে থাকে করে আকিঞ্চন স্থে আরো কিছুকণ। ক্রিয়া হ্রণ যথা নীড় হৈতে অরণ্যে পক্ষিশাবক,

পুন: শৃশু ভেদি | ক্রত বেগে গতি করে গৃহ মুখে হরস্ক কোন বালক; ভারত-সস্তান কাকলি করিয়া মৃহ আর্তস্বরে আকুলিত হয় প্রাণে; লোমে হুন্দ্ভি বেই ভাবে এবে ফিরিয়া ফিরিয়া অচল শিগরে চাই, মপুর্ব্ব প্রতিমা

পঞ্চম কম্পনা।

(স্নেহ, জব্জি, বাৎসলা, প্রণয় প্রভৃতির নিবাসে প্রবেশ করিবার পূর্বের এই অঞ্চল অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়—কর্ম্মক্ষেত্র এবং শ্বেহাদি অঞ্চলের মধ্যবর্ত্তিনী নদী— তহপরিস্থিত পরিণয় সেতু-তাহাতে প্রাণিগণের গতিবিধি) কর্মকেত্র এবে করি পরিহার, আশার সহিত পরে উপনীত হই আসি এক স্থানে নির্থি আনন্দ ভরে--নৰ দুৰ্ব্বাময় ভূমি সম্তল বিস্তার বছল দূর, পড়েছে চলি প্রান্তভাগে তার নীল নভঃ স্থাধুর; তক্ষণ তপন তরুর শিখরে খন চিকি চিকি করে, শাথা বল্লী যেন ভামুরশ্বি মাথি হলিছে সুখের ভরে;

প্রফুল ভাস্বর	কিরণ প্রকাশি			
প্রফুল করেছে বন,				
মূহতর তাপ	পরশি শরীর			
শিশ্ধ করে অমুক্ষণ	1			
হেমস্ত প্ৰভাতে	যেন স্থমধুর			
স্বা্ের মূছণ ভাতি	5,			
ত্বথে ভুঞ্জে লোক	আলোকে বসিয়া			
কিরণে শরীর পাতি	;			
এথা সেইরূপ	পণ্ড পক্ষী প্রাণী			
ভ্রমে স্থপে নিরন্তর				
ল ঙ্গেতে মাথিয়া	ক্লিগ্ধ নির্মণ			
উজ্জ্বল ভামুর কর	1			
গরিদিকে কত	নেহারি সেখানে			
ভূণমাঠ গোষ্ঠ পরে	,			
নিজ নিজ বংস	লয়ে গাভী, মেষ			
নিরস্তর স্থগে চরে	;			
শস্থ নানা জাতি	ক্ষিতি-শোভাকর			
বীজ পূষ্প ধরি কে	লে,			
কিরণে ভূবিয়া	প্রন হিলোলে			
হেলিয়া হেলিয়া দে	तंदन ।			
নিরখি চৌদিকে	কৌতুকে সেগানে			
শহাস্তম্ভ নতশির,				
কাঞ্চন বরণ	মঞ্জরী পরিয়া			
ভূষণ যেন মহীর।				
মনোহর চিত্র	যেন সেই স্থান			
চিত্রিত ধরণী বুকে,	1			
কিরণে স্থলর	চলে পথবাহী			
প্রাণী সেথা কত হ	` .			
চলি কত পথ	ক্রমে এইরূপে			
আসি শেষে কত দু	•			
নিরথি স ল্পুথে	চমকিত চিত্ত			
স্থসজ্জ গৃহ প্রচুর ;				
শোভে সৌধরাঞ্জি	অত্র অঙ্গে যেন			
চি ত্রিত স্থলার ছ ি	١,			

রঞ্জিত করিয়া তাহে ধেন **স্থ**ে কিরণ ঢালিছে রবি। দেবালয় সব **मिंड भो**धवां স্থরচিত্ত মনোহর, ন্তরে স্তরে স্তরে অবিমৃক্ত শ্ৰেণী শোভিছে তটের পর। চলিছে তরঙ্গ থবতের বেগে ভিত্তি প্রক্ষালন করি, উঠিছে পড়িছে আবর্ত্তে ঘুরিছে স্থ্য প্রভা জটে ধরি; ছল ছল ছল ছুটিছে তটিনী কুল কুল কুল নাদ, থ্র থ্র থ্র কাপিছে সলিল ঝর ঝর ঝরে বাঁধ ; ঘর ঘর ঘর ঘুরিছে আবর্ত্ত কর্ কর্ কর্ ডাক, ঝাঁপিছে তরঙ্গ লপট ঝপট থমক থমক থাক: নব জলধর কিরণ ফুটিছে তায়; সুটিতে সুটিতে ত্যবীৰু ভাৰীৰ সৈকতে হিলোল ধায়; তটে দেবালয়, জলে চেউ খেলা. বৌদ্র খেলা তার সঙ্গে, আনন্দে নির্থি নশ্বন বিক্লারি দেখি সে কতই রঙ্গে। দেখি মনোহর সেতু বিরচিত আছে, যুগল যুগল প্রাণী সেখানে *বাড়ায়ে তাহার কাছে*। দেবালয় যত কত যে স্থলর, অসাধা বর্ণন তার, উচ্চে বেদ ধ্বনি প্রতি দেবালয়ে,

শুনে স্থুখ দেবতার।

সদা শঙ্খ ঘণ্টা উঠিছে আনন্দে প্রকম্পিত বৃক স্থমঙ্গল ধ্বনি হয় মন্ত্র উচ্চারণ, প্রক্ট স্থপে অন্তর। কত হেন রূপ নির্থি কৌতুকে কুস্থমের দ্রাণে প্রফুল্লিত করে মন: মনস্থগে নিরস্তর, ন্তব স্তোত্র পাঠ উঠিছে দম্পতী হাসিতে হাসিতে জয় জয় নাদ দর্মাত্র উঠে গম্ভীর. বিচিত্র সেতুর' পর। আশা কহে "বৎস সন্মুথে ভোমার ভক্ত-কণ্ঠ শ্ৰুত বিধাতার নাম রোমাঞ্চ করে শরীর। দেখ যে স্থার সেতু, হয় নিতা নিতা গীত বাগ্যধ্বনি আ্যার কাননে কৌশলে রচিড কেবল স্থাের হেডু; কত মত মহোৎসব, নামে পরিচিত নিয়ত সেগানে ধ্বনিত কেবল পরিণয় সেত্র स्रथम जानम त्रव। এ কানন মাঝে ইহা: আসে ইথে লোক মিটাইতে শেষে প্রাণী কত জন সহাস্থ্য বদন . প্রতি দেবালয় দ্বারে কানন ভ্ৰমণ স্পৃহা; এই দেতু বাহি দম্পতী যে কেছ পূজি অভিপ্ৰেত দেব নিজ নিজ উপনীত সেতু ধারে। পারে হৈতে নদী পার, সেতৃমুখে প্রাণী দেখি কত জন এ কানন মাঝে আছে যত স্তথ ধান দুৰ্বা লয়ে হাতে, নিত্য প্রাপ্তি হয় তার। করিছে পরশ আশীর্কাদ করি দেপিছ যে খাই নদী অন্ত পারে পথিকমগুলী মাথে: দিবা উপবন যত, ধরি করে করে मिया मुर्खा थान প্রবেশিতে তায় আমার কৌশলে **इ**हे इहे स्थी श्रीती. আছে মাত্ৰ এই পথ ; রমণী জনেক জনেক পুরুষ সদা প্রীতিকর, সভত সুলার, বন্ধ করে উভপাণি; অই সব উপবন, অঞ্চলে অঞ্চলে বাঁধে গ্রন্থি দুঢ় পবিত্র নির্ম্মল অতি রমান্ধ শুভ বিধি দৃষ্টি শুভ, প্রাণীর শান্তি-কানন ; পরায় অ**ঙ্গলে** থূলিয়া অঙ্গুনী বিচিত্ৰ গঠন অপূর্ব কৌশলে ভুচি মনে উত্তে উভ: সেতু বিরচিত এই, অগ্নি সাক্ষী করি মাল্য করে দান সেই হয় পার নিগৃঢ় সন্ধান কণ্ঠে কণ্ঠে এ উহার; বুঝেছে ইহার যেই।" উভয়ে আন*ন্দে* করেছে প্রতিক্রা এত ক'য়ে আশা আমারে লইয়া সেতু হৈবে দোঁহে পার। সেতু কৈল আন্নোহণ; সেতু মুখে স্থা এইরপে বাছ বাছতে বান্ধিয়া নবীন আনন্দে প্রাণী দোঁহে সেতৃ'পর, কৌতুকে করি গমন।

	রঞ্জিত বদন
ভূষিত স্থল্ব সেতু	,
	স্তম্ভে স্তম্ভে তাহে
উড়ে শ্বেত পীত কে	ছ;
গ্রথিত স্থলার ব	
সজ্জিত কেতনকুলে	
স্তম্ভ মাঝে মাঝে	নবীন পল্লব
মঞ্জরী সহিত ছলে	1
বহিছে মৃছল	মৃত্ল প্ৰন,
পড়িছে শীতল ছায়	1;
মধুপ্রিয় পাণী •	ৰসিয়া পল্লবে
কিরণে ঝাড়িছে কা	য়া;
উঠে চারুবাস	বায়ু আমোদিয়া
চলিতে চলিতে যায়	,
ঢলে প্রাণিগণ	মুগ্ধ নবরদে
বায়ু গন্ধে স্মিগ্ধকায়	1
সেতু মুগে হেন	যাই কন্ত দূর,
পাই পরে মধাস্থান	
ঘোর বেণ্ডতাপ	সেথা খরতর,
উত্তাপে আকুল প্র	9 1
উত্তপ্ত বালু চা	প্রচণ্ড কিরণে
করে দগ্ধ পদতল,	
শুষ কণ্ঠ তালু	আকুস ভৃষ্ণায়
প্রাণিগণ চাহে জল	1
নীচে ভয়ক্ষর	বহে বেগ্ৰতী
স্রোতস্বতী কোদাহ	र म,
ঘন ঘূণীপাক	ভীষণ গৰ্জন
তীব্রতর বেগেচলে	
মাঝে মাঝে মাঝে	ভূনম্পনে যেন
সেতু করে টল টল	
	' বহে মাঝে মাঝে
হরন্ত ঝটি প্রাবল।	
অস্থির চরণ	প্রাণী কত এবে
মুখে প্রকাশিত ভয়,	
62 . m 111 12 av)	1

অস্থির শরীর **ठक्षन** नयून. চলে কষ্টে সেতুময়। यथा यदव बदङ উৎপীড়িত বন, যতেক বিহন্ধচয়, ছিন্ন ছিন্ন দেহ কৃষ্ণ শুদ্ধ পাথা অস্থির শরীর হয়, চাহে চতুৰ্দিক্ আকুল নয়ন চঞ্পুট ভয়ে জড়, ঘন তরুশাখা শুভা কলার্ব নথে নথে ধরে দড়; ভগ্ন শাগাসহ কন্ত পড়ে তলে ভগ্ন পাথা, ভগ্ন পদ, পড়ে পুনঃ কত হ'য়ে গত-জীব চঞ্বিদ্ধ করি ছদ; শত শত প্রাণী এথা সেই ভাবে ু সেতু হৈতে পড়ে জলে, সেতৃ-কম্পে কেহ, কেহ পিপাসায়, কেহ ঝটিকার বলে। পড়ে, একবার না পারে উঠিতে বিষম তরঙ্গে ভাসে, কত জন হেন পুনঃ কত জন তলগামী হয় তাদে। ক্দাচ কথন ভাগিতে ভাগিতে কেহ আসি লভে কুল, কপালে হাদের ঘটে এ ঘটন দৈৰ সে তাহার মূল। কতই পরাণী, নির্থি চম্কি. ভাসিছে নদীর জলে সেতুমুগ স্থিত . প্রাণিগণ সবে দেখে তাহে কুত্হলে; কেহ ভাসে একা কেহ বা যুগল নদীর আবর্ত্তে ঘুরে, ভাবে নদীময় প্রাণী স্ত্রী পুরুষ

হকুল আক্ষেপে পূরে।

আসি কত জন তটের নিকট | **ক্ষণে** বাড়াইছে হাত, পূনঃ ঘূর্ণিজ্ঞলে বালি মুঠী ধরি ঘুরে পড়ে অকস্মাই। ভাসে এইরূপে প্রাণী কত জন সেতু হৈতে পড়ি নীরে, চলে অক্ত প্ৰাণী সেতৃর উপরে দেখিতে দেখিতে ধীরে। দেখিয়া ছঃখেতে ভাবিতে ভাবিতে আরো কত দুর যাই, ছাড়ি মধ্য ভাগ ক্রমশঃ আসিয়া সেতু প্রাস্ত শেষে পাই। এধানে নির্বাগি অতি মনোহর আবার শীতল ছায়া পরশি তথনি পড়েছে সেকুতে, শীতল হইল কায়া; প্রাণী নদী জ্বলে পড়িছে যে এত তৰু হেৰি দেই স্থানে লক্ষ লক্ষ জন চলেছে আনন্দে সদা প্রকুলিত প্রাণে ; চলে চিত্তস্থ সদা তৃপ্ত মন व्यक्ष म जनग्र, মধুম্ফি সম সে বনে তাহারা কর্মে মধু সঞ্চ। কেন যে বিধাতা স্কার ভাগোতে এ ফল নাহিক দিল! কেন এত জনে বিমুখ হইয়া বিপাৰ-স্রোতে ফেলিল। কেন বা যে হেন সেতুর নির্ম্মাণ রচিত এত কৌশলে ! ক্ষে এত প্রাণী উজ্জা সেতুতে মগ্ন হয় পুন: জলে ! এইরূপ চিন্তা ধরি চিন্তে নানা আশার সহিত থাই,

সেতৃ হ'য়ে পার প্রাণী শাস্তিবন হাসিছে দেগিতে পাই।

ষষ্ঠ কম্পনা।

প্রণয়োগান—তাহাতে ভ্রমণ—**অপূর্ব্ধ** তরু-পূষ্প দর্শন—সতীনিঝ'র—**প্রণ** শ্বের মূর্ত্তি — ক্টাহার, সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ।

ষ্থা যবে ঋতু সরস বসস্ত প্রবেশে ধরণী মাঝে. শোভে তরুগতা नवीन शत्तव माटक ; यदा भीरत भीरत ছাড়িয়া বিটপী অঙ্গ, চারু কিসলম প্রাকাশিত ধীরে পাইয়া মল্য সঙ্গ ; নব চাঞ মূহ হরিত বরণ মাথা, পরিয়া স্থন্দর মঞ্জীমধুর বিকাশে তরুর শাখা ; সে বসন্ত কালে যথা অপক আনন্দ উথলে মনে, হৃদয়ে অব্যক্ত স্বথের প্রবাহ প্র দার্ভা নহে বচনে ; এখানে প্রবেশি তেমতি আনন ^छ १८ ज रुपयम् य শীত স্নিশ্ব রূস বেন সে এগানে বাযুতে মিশ্রিত রয়; উত্থান রচিত দেখি চারি দিকে প্রকাশিত চাক্স ছবি.

४वटक स वटक	সাজিছে স্থন্ত	শতা-গৃহ সেথা	হেরি চারি ধারে,
বিবিধ শোভা প্র স	र्वे ;	অপূর্ব্ব কিরণ ম	ग्र,
অতি মনোহর	উত্থান সে স্ব	অমরাবতীতে	যেন দেব গৃহ
পার্ম্বে পার্ম্বে অবস্থিতি	डे ,	তারকা ভূষিত র	
অঙ্গে অঙ্গে মিশি.	मधूरुक रघन	পুষ্পময় পথ,	মৃদ্ভিকা পরশ
অপূর্ব্ব-বি ন্থা স-বীতি	;	নাহি হয় পদততে	۲;
প্রবেশের মুখ	পৃথক্ সকল	তরু হৈতে স্বতঃ	চারু স্তব্যার
তথাপি মিলিত সব ;		পুষ্প পড়ে রৃষ্টি ছ	ट न ।
প্রতি উপবনে	নব নব ছাণ	প্রতি গৃহদ্বারে	স্থা চক্রবাক্
সদা হয় অন্তব।		চকোর ভ্রমণ করে	,
আশা কছে ' বংস,	আমার কাননে	বায়ুর হিলোলে	নির্বধি যেন
স্থির শাস্ত এই দেশ,		স্থাধারা সেথা ঝ	(व ।
ভ্ৰমিলে এথানে	কিছুকাল স্থথে	শোভে তরুরাজি	সে প্রদেশময়
ভলিবে পথের ক্লেশ।		ধরে অপরূপ ফল.	
দেথ ভিন্ন ভিন্ন	য়ত উপবন	অপূর্ব্ব প্রকৃতি	অবনী ভিতরে
ভিন্ন ভিন্ন স্নেহ-স্থান ;		নাহিক তাহার তু	न ;
मोश्रम्, व्यनग्र			
দলা স্নিগ্ধ করে প্রাণ		শোভাষাত্র দৃষ্টি ও মধুর সৌরভ	চার,
উচ্চ কো লা হল না পাবে শুনিতে এথ	কটু তি জ স্ব র		
		.,	
ধীরে ধীরে গতি		আপনি গ্ৰথিত	হয় সে কুস্থম
এখানে প্রাণীর প্রথা		বৃত্তে বৃত্তে স্থ তঃ য	
সবে সভ্যবাদী,		কিন্তু পুন: আর	নাহি যুগা হয়
পরিদঙ্গ প্রাণে প্রাণে		বারেক যছপি তৃ	ড়ে।
এগনে প্রাণীরা (প্রতিক্ষণে ধরে	নব নব ভাব
কেহ কভু নাহি জানে এপেনে লাভিক		নবীন মাধুরী তায়	1;
এথানে নাহিক সমভাবে সুর্য্যোদয়,		নেহারি আনন্দে	
		ন্তন পত্ৰ ছড়ায়	
আমার কাননে এই স্থানে তারা রয়।		প্রতি ক্ষণে তাহে	নবীন সোরভে
এত ক'য়ে আশা		নবীন পরাগ উঠে আসিলে নিকটে	,
মাত গারে আশ। হাসিয়া করে প্রবেশ,	1		
হালিয়া করে এবেন, অতুশ আনন্দে	मध्यक कार्योग	তক ছাড়ি হদে ব	(co.)
		কত তরু হেন	ানরাথ সেগানে
হেরিয়া মধুর দেশ।	l	শ্ৰেণীবন্ধ দলে দলে	,

ভ্ৰমে স্থাথ কত ন্যিত তাহার তলে; করতল পাতি তরুতলে যায়, সেই মনোহর ফুল পড়ে কত তায় পরাণী স্কলে আনন্দে হয় আকুল; পাতিয়া অঞ্চল দীডায় গুজনে গিয়া কোন তরুমূলে, মুহূর্ত্ত ভিতরে পরিপূর্ণ তাহা হয় মনোমত ফুলে। প্রতি তরুতলে ভ্রমে হুই প্রাণী তরুর্ষ্টি করে ফুল; যেন বা আনন্দ হেরিয়া তাদের আনন্দিত তরুকুল। যথা সে পবিত্র কণ্ডের আশ্রমে হেরে শকুম্বলা স্থ ; পুষ্প ছড়াইল শাখা নত করি ফুল তুরু ফুল-মুখ; দেইরূপ হেরি প্রণ্মী যুগন আদে এগা তক্ত-তলে, তক্ষ নত শিরে করে আশীর্ব্বাদ বর্ষি কুস্তম দলে। **সে ফুলের মালা** পরিয়া গলায প্রণয় প্রফুল প্রাণ, হেরি কত প্রাণী ভ্রমিছে সেগানে ণভিয়া কুত্বম দ্রাণ;— বব**েশ**র শেট্ডিশ, চাঁপা দূল হেন স্থন্দর নলিন আঁথি, চলে কত রামা, বল্লভের দেহে মুখে বাহুলতা রাখি; কোন সে যুবক চলে মন-স্থথে বাঁধি নিজ ভূজপাশে কমল কোরক--- সদৃশ ভরুণী কোথা সে ভূতলে ভূপতি-ভবনে অদ্ধকুট মৃত্ হাসে;

যুগল পরাণী | চলেছে সোহাগে কোন বা হস্পরী ফুল্ল বিকশিত ছবি, লোহিত স্থলর গণ্ডে প্রক্ষুটিত গুলাব রঞ্জিত রবি; আহা কোন রামা স্মিতচারুমুগী প্রণয়ীর বাহম্লে, চন্দ্রকর মাথা সেফালিকা হেন চলেছে গুঠন খুলে; কাহার বদনে মধুর মূজ্ব হাস, সহকার কোলে সরস মঞ্জরী বসন্তে যেন প্রকাশ ; চলেছে মৃগেন্দ্র জিনিয়া কটিতে কোন রামা মন-স্কুথে भूर्व (योजकला योजदान खाकान, আড়ে হেরে প্রিয়মুগে; প্রিয় চারু করে বাণি নিজ কর প্রফুল উৎপল যেন **5**त्सर्छ ५%न আহা কত রামা হেন ; নীলপন্ম যেন ভ্রমে কত নারী মধুর মাধুরী ধরি, স্থামনী মহিলা প্রিয় অঞ্চে অঞ্চ স্ত্রণে স্থমিলন করি। দেখি স্থানে স্থানে কৌতুকে সেখানে কত উৎস মনোহর, স্থার স্ক্রাশ পড়িছে সহস্র ঝর ; পড়িছে নিঝার **মরি রে তেমতি** ठांति **धारत भीरत भीरत**, পুরাণে লিখন জাহ্নবী যেমন জটায় শিবের শিরে। ষেত শিলা বিরচিত,

ক্রীড়া-উৎস সব	মহিধী-মোহন
মাণিক্য স্থৰ্ণ মণ্ডিত	!
উঠিছে নিঝ'র	সে কান্ন্যয়
নিতা ক্ষিতিতল ফুটে	3 ,
শত ধারা হ'য়ে	ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া
পূষ্প যেন পড়ে কুটো	, ,
নীল ক্লফ শ্বেত	আদি বৰ্ণ যত
নিশিত করি শোভা	ı,
প্রতি ধারা অঙ্গে	কত রঙ্গে তাহে
অপূর্ব বর্ণ ছড়ায়।	-
ঝরিছে নিঝর '	ধারা হেন কভ
প্রণর অঞ্চল অঙ্গে,	
দেখিলে নয়ন	ক্ষিরিতে না চায়
নেহাবে ভুলিয়া রচে	
ফুটে কত ফুল	ঘেরি উৎস সব
অমর নন্দন ভাতি ;	
নন্দনে তেমন	বুঝি বা স্থলর
নাহি পুষ্প হেন জা	
অতুল সৌন্দর্য্য	সে সব কুস্থমে
নাহি কভূ বৃদ্ধি হ্ৰাস	
নির্বধি শোভা	কূটে সমভাবে
নিরবধি ছুটে বাস। অতি শৃত্যগামী	
আত শৃহ্যগান। স্বৰ্গীয় বিহন্ন যত,	চকোর প্রভৃত্তি
ৰিগাৰ বিহস বৈত, মুহ কল সংবা	artes trates before
শুং কণ ৰতে স্থাপে ভ্ৰমে অবিরক্ত	ধারা ধারে ধারে
·	। আসি ঊৎস পাশে।
ধারা জলে করি স্না	
বাসা স্বলো কার সা নিমেষ ভিতরে	শ ; নিৰ্মাল শতীৱ
ান্ত্র্ব ।ভভতে ধরে স্থাসম ছাণ।	
বরে স্বাস্থ প্রাণ। হেরি কন্ত পুনঃ	পরাণী বিশ্বয়ে
পরশনে সেই বারি	1
প্ৰাণ হইয়া	হারায় সম্বিং
চালতে চিন্তিতে না	1
21 100 101 410 41	

হেরি হেন ভাব কত যে পুরুষ নিশ্চল নিঝার পাশে; কত সে রমণী পাষাণ মুর্জি চকু-জলে সদা ভাসে। চিস্তিয়া না পাই কারণ তাহার আশারে জ্বিজ্ঞাসা করি, স্লিল প্রশে কেন সে প্রাণীরা থাকে হেন ভাব ধরি। হাসি কহে আশা "শুনরে বালক অতি শুচি এই জ্বল, পবিত্র মানস প্ৰাণী যেই জন পরশি হয় শীতল; ুতাপবিত্ত প্রাণ অপবিত্র দেহ যে ইহা পরশ করে, সলিল-মাহাম্ম্যে তথনি সে জন পাষাণ মুর্তি ধরে; কাঁদে চিরকাল এই ভাবে সদা চলং শকতি হীন, অন্য প্রাণী যত অনুতাপ হেরে निधं रुष जञ्जीन ; এ সব নিঝার সতী-ঝর নামে স্থপবিত্র বারি ম্মতি, পরশে যে নারী সলিল ইহার লভে যশঃ নাম সতী; পুরুষ যে জন করে ইণে স্নান জিতেন্দ্রিয় নাম তার, ধরাধামে থাকি লভে **স্ব**ৰ্গ স্থাথ আনন্দ লভে অপার। প্রেণয়ে যাহার কঠোর সাধনা পবিক নিৰ্মাণ মন, बन्दम (य প्रानी পর চিন্তা চিত্তে করে নাই কোন ক্ষণ, সেই নারী নর পরশে এ বারি, অনো না ছু ইতে পারে;

অন্যে প্রশে	অপ্বিত্র মনে	হেরি তার মাঝে	প্রাণী একজন
অই দশা ঘটে	তারে।"	অন্য জন	
নিরথি নিঝ'র ক্রমে প্রাণী এ	निकरं एम मय	মেঘের আড়ালে	छे नग्र रय मन
ক্রমে প্রাণী এ	কজন,	পূৰ্ণকলা চা	ক-শশী !
মধুময় হাসি,	মধুর মাধুরী	বসি তার কাছে	ज् ष्य नग्न
অঙ্গেতে করে ং	ারণ ;	চাহিয়া বদ	
আতি সুগলিত	অকৃতি তাহার	কতই স্ক্রাবা	
ए न्कांखि निक	निम,	করে হেরি	অনিবার।
मुद्ध मिना इति	পম, অধরে স্তত	নিৰ্মাণ উন্মুখ	প্রদীপ যেমন
্যুত হাসি স্থাস	ग ः	कर्ग कि	
	প্রীতিকর দাম	প্রণী সেই জন	বিকাশে তেমতি
গ্ৰথিত অপূৰ্ব ফু	्तः	কিরণ মুখ্য	
	মধুর বাদিত্র	ł	নাহি অনা ভ্যা
লম্বিত বাহুর মৃ		কেবল বন্ধ	
স্থা করি গান			পড়ে যদি তাহে,
সরল স্থমিষ্ট ভা			ঢাকে তায়।
বিমল বদনে স্থায়-আভা পর্য	ানরমল জ্যোতি	ानव्यक्त भदाव	যেন সে অসাড়
		হৃদয় ছাড়ি	प्रा थ्यान, िन के न
নিঝার বিলাসী কন্ত সমাদর কলে	প্রাণগণ তারে		নিবিড় হইয়া
पण नगामध कर वनाद्य निकटडे	я; ————————————————————————————————————	নয়নে পেয়ে	হে খান। প্ৰাণীকসভন
শুনে গীত প্রেম	व्यानस्य । दश्यम	শাণন ব্যদ্ধ দেখাইছে [
হেরি ক তক্ষ ণ	७८५ । किल्हाचि काम्स्टर		पञ्चापपा, नित्मस्य नित्मस्य
কেবা সে অপূর্ব্ব		ক্ত বে অকার বর্ণনে অসাং	
তুষি এ স্বারে	নন, নিঝ'রে নিঝ'রে		কঠে চাপি কব
এরপে করে ভ্রম			াস রোধ ;
আশা কহে হাসি			ছিঁ ড়ি পঞ্চাধর
দেখিতে কেন স্থ	চাম.		য়া ক্রোধ ;
প্রণয়-কাননে	, i		ভাঙ্গিছে ললাট,
সজে'ষ ইহার না	ম।"	ক্ষধির করি	ছ পতি,
শে যুবা প্রসঞ	করি আলাপন		
আশার সূহ উল্লা	সে,	বক্ষে করে ব	ন্রাঘাত ;
চলিতে চলিতে	অসি কিছু দূর	কখন গৰ্জন	করিছে বিকট
এক শতাগৃহ পারে	4;	मस्त्र मस्त्र घ	
	t		

কখন পড়িছে	ধরাত্তন পরে	কপোতী যেমন	কপে†তের মূখে
সং জ্ঞাহী ন বিচেতন	;	मूर्थ मिया ऋर	; 1 bin,
প্রাণী অন্ত জন	নিৰটে যে ডাং,	মৃত্যু কলধ্বনি	मध्य क्षन
কতই যতনে, হায়,		কুহরে খন গ	
সেবিছে তাহায়	ক্রিছে স্কল্লধা	দেখে পরস্পরে	দৌহে মনঃ হুংখ
যুচাইতে শে মূৰ্জ্বায়	1	লভিয়া প্রাণয়	
कडू धीरत धीरत	করশাখা খুলে	আনন্দ পুলকে	পুলকিত ডয়ু,
মাৰ্জিছে হানয়দেশ	;		
কভু করতগ	কভু পদতালু	হ্নথে পুলকি নেখেছি অনেক	সেইক্লপ ভাব
ক ভূ ঘর্ষে ধীরে কেণ	۴;	প্ৰণয় প্ৰকাশ	, হার !
কথন তুলিছে	क्रमग्र डिशदत	व्यगदी अपन्त्र	প্রেমের অন্তে
অবসন্ন বাহলতা,		ব্দন বৃহিত্ত	
	বলিছে এবণে	কিন্তু কৰু হেন	বিশুদ্ধ প্ৰশন্ম,
পীযুষ পুরিত কথা;		নিৰ্মণ স্বেত্হ	
ক্থন আনিয়া	যারি স্ শীতন	নাহি দেধি চক্ষে	যানব শনীবে
वल्टन कटन निधन,		প্ৰগ্ৰহ হেন	গভী ঃ।
ক্থন তুলিয়া	मृङ्ग स्वक	क्डर डेर इक	অন্তরে তখন
নাসাতো করে ধারণ	i	হেরি সে প্র	
অবিধি মুগ্ন	চেতন পাইয়া	न्द क्रम्यद	निद्राय (दसन
হয় সে উন্মাদ প্রায়,		চাতৰ ধ্বংসু	र भन ;
মধুর মধুর	বীশাবান্থ করি	অথবা ধেমন	धनां वा वानादत
শ্বিদ্ধ করে পুনঃ তায়	1	হঃখী হেরে ধ	
হেরে দে প্রাণীধে	কত বে আহ্বাদ	२ ८७ निव स व	নির্বি ভেম্ভি
স্থান্য হইগ মম,		আনন্দ বাস্পে	
বাদনা ফুটিল	্যেন নিরুষ্ধি	পাইয়। স্থ্যোগ	গিয়া কাছে তার
হেরি মুথ নিরুপম।		বিনয়ে জিজ	দা কৰি :
দেখেছি অনেক	ধশ্মী প্রাণী	কিন্ধণে এর্মণে	
হেরে প্রস্পর মৃ্গ,	1	এক বাৰে চি	ওে বহিঃ
	ভাগি এ উহার	কি স্থগে উপাদে	গ'য়ে করে সেবা
পিয়ে স্থাসম স্থ্, বসি নিরন্ধনে		সহে নিঙা এ	৬ ফেশ ,
	করে আলাপন	কেন সে মণ্ডপে	স্থাগ্ৰহ সত্ত
स्रम्द्र अत मृत्य,		থাকিতে এনে	
প্রেমানন্দে ভোর	इंडेसी १ अटन	দ্যক বীণাতে	পড়িবে ধেমন
· হেরে নিরম্ভর স্থ ণে		সহস্য কাহার	

আপনা হইতে	উঠে দে বাজিয়া	যথা হতাশন	পরশে যেমন
নিঃসারি মধুর	স্ব;	যখন গৃহের	इ न ;
নিংসারি মধুর সেইরূপ ভাব	কহে সেই জন	প্রথমে প্রকাশ	ধ্ম অন্গৰ
জ্যোৎসা যেন	मूरथ कूरहे,	শেষে অন্ত	
কি স্কুণ সম্ভোগ	করে সে সতত	বলিতে বলিতে	সেইরূপ তার
কি আনন্দ প্ৰা		বদন পূরে !	ছটায়,
কহে সে "কেমনে	বুঝাব তোমায়	নেত্রে বাষ্পর্ম	নিমেধে শরীর
কিবা যে আন্ত		প্রদীপ্ত বহি	ন্ব প্রায়।
এ লতা মণ্ডপে	বসিয়া ইহারে	পরে পুনরায়	সেই প্রাণী পাশে
কেন এ যতনে	রাখি;	এক চিন্তা এ	এক ধানি,
व्यगरी त्य नग्र	কেমনে বুঝিবে	ধরিয়া আবার	় প্রাণী সেইজ্বন
প্রণয়ের কিবা ও	প্ৰথা,	পুনঃ কৈলা	অধিষ্ঠান ।
মক কি জানিবে	শ্রোত ধারা কিবা	নিদাঘ তাপিত	বিহগ ঘেমন
মধুময় তরুলতা	!	পাইলে বরষ	ं ज्ल,
বসি এই থানে	গুলোক ভূবন,	স্থে ধৌত করে	আর্দ্র পক্ষ ক্লেদ,
বৈকুণ্ঠ দেখিতে	পাই ;	क्षात्न इम्र स्	শীতিল ;
জগনিধি মেঘ	বায়ু ব্যোম ধরা	শুনে বাণী তার	তেমতি শীতশ
সকলি ভূলিয়া য	हे !	পরাণ হইল	म्ब ;
ভাবি যেন মনে	আদি স্ব্ৰালা	হেরি বার বার	ফিরে ফিরে চাহি
আনিয়া স্বর্গে র	রথ,	সেই মুখ সুং	াস্ম।
ঘেরিয়া আমারে	শইয়া বিমানে	অভৃপ্ত নয়নে	হেরি কতবার,
চলে বহি শৃত্য প	াথ,	ভাবি কত ম	নে মনে—
প্র বৈশি স্বরগে	নির্থি সেখানে	ভাবি নিরমল	মাধুরী তেমন
नन्तन्यस्त क्न,		বুঝি নাই ত্রি	ज्य त्न ।
শুনি দেব্ধবনি	হেরি মনঃ স্ত থে	বিশ্বয় ভাবিয়া	চাহি আশামুগ,
মন্দাকিনী নদীকৃ		আশা বুঝি ভ	ৰভিসাৰ,
দেবকুন্দ সেথা		ক হিলা তথন	আন্দে হাাস্যা
আনন্দে অমরাল		বদনে মধুর	ভ াষ ;
তারা, শশধর	অমৃত ভাগোর,	"এই যে পরাণী	
ञ ्द ञ ्य सम्बद्ध !		ट्न यूथी नि	ात म न
কেমনে বুঝাব		প্রণয় নামেতে	
বাণীতে বৰ্ণিব বি		নিত্য সে বে স্	
দ্বাকর জ্যোতিঃ	জ্যোতি যে কিরূপ	শুনি আশাবাণী	
তাহা সে প্রকাশে	मिवा !"	আকুল হইয়া	
	1		•

প্রাণের হুতাশে বিধিরে শ্বরিয়া যাই।

সপ্তম কল্পন।

ক্ষেহ-উপবন—মাতৃক্ষেহ—সাস্থনা-মন্দির— দারদেশে ভ্রান্তির সহিত সাক্ষাৎ। আশার আখাদে চলিমু পশ্চাতে প্রণয় অঞ্চল মাঝে; আদি কিছু দূর দিবা বাপী এক সন্মুখে হেরি বির্বাজে। মনোহর বাপী গভীর স্থন্দর থই থই করে জল, ন্তির শান্ত নীর স্তুগন্ধি ক্রচির অতি স্বক্ত নির্মণ। मंजिह्न जीत অপুৰ্ব্ব সৌৱন্ত প্রাণ করে শীত্র; মনে নাহি মানে হেন ভ্ৰান্তি হয় আছি যেন ধরাতল ৷ শ্লিল তেমন কতু ক্ষিতিতলে চক্ষে না দেখিতে আংস, स्था स्थि नाई জানিয়াছি স্ব্যু ঋষির বাক্য আভাদে; না জানি সে বারি শ্বধা কিনা সেই আশা-বনে পরকাশ, এমন নিশ্বল এমন স্থ্রভি এমনি স্থচাক ভাস ! বাপী চারি ধারে প্রাণী লক্ষ লক্ষ দাঁড়ায়ে গাঢ় ভকতি, সতত প্রসন্মতি।

প্রণয় ভাবিয়া। দাঁড়ায়ে ডটেতে হাতে হেম-পাত্র অপরপ এক নারী : আসে যত প্রাণী সতত সকলে বিতরণ করে বারি; কিবা মূর্ত্তি তার কি মাধুরী মুখে কিবা দে অধরে হাস! বিধাতা যেমন জ্গতের স্থুগ একত্র কৈলা প্রকাশ ! কুত্বম পরাগে ক্রিয়া গঠন খ্যুত লেপন ক্রি, বিধি যেন সেই গঠিলা হৃদয়ে ধরি; সদাহ| ভাময়ী সদা বারি দান করেন স্থবর্ণ পাত্তো; কোটি কোটি জীব আদে অমুক্ষণ স্তৃপ্ত পরশ মাত্রে। পিপাসা আতুর চাহি আশামুগ কতই আনন্দ মনে, আশা কহে "বংস মাতৃক্ষেহ ভূমি ইহাই আমার বনে। হেন পুণ্য-ভূমি পাবে না দেখিতে খুঁজিলে অবনীতল, হ্রন পরিপূর্ণ ্নহার স্থাথে কিবা স্থমধুর জ্ল। ব্ৰহ্মাণ্ডেৰ জীব নিত্য করে পান কণামাত্র নহে ক্ষয়; চারি যুগ ইহা আছে সমভাবে এইরূপে পূর্ণপয়। এই দিব্য বাপী এ কানন সার মাতার স্নেহের ব্রন; স্লিল ইহার সুধা হৈতে মিষ্ট বিনাশে সর্ব্ব বিপদ; করে নিরীক্ষণ নির্মান সলিল কেহ কোন কালে এ স্থা সলিলে বঞ্চিত নহে অহাপি,

চিবকাল ইহা আছে এইরূপ , কোন শিশু ধেয়ে অগাধ অক্ষয় বাপী। ष्यह य तिश्ह নারী রূপ নিরূপমা. मिती मर्खि धति জননীর কে হ প্রকাশে হের স্থবমা; প্রকাশি এখানে বিভৱে সলিল রাখিতে প্রাণীর কুল: জগত ডিতরে **এই ऋधानी** व. এ মৃত্তি নিত্য, অতুল !" হেরি কতক্ষণ হেরি প্রাণ ভরি কতবার ফিরি চাই, উথলে হাদয়ে কত যে আনন্দে অবধি তাহার নাই! ধ্যান ধরি হেরি, হেরি চকু মেলি ভূলি যেন ভূমঞ্জ; হাতে যেন পাই হেরি যত বার পবিত্র ত্রিদশ স্থগ। চাহিয়া আবার হেরি বাপী তটে চারু ইন্দ্র ধরু উঠে, ধরণী শরীরে বাঁকিয়া পড়েছে শিশুগণ ধায় ছুটে; খরি ধরি করি ্ধায় শিশুগণ हेन्त्रभन्न भाग्र कार्राः শ্বিয়া শ্বিয়া নানা বৰ্ণ আজা প্রকাশিয়া পুরেভাগে; ধরেছে ভাবিয়া, কেহ বা খুলিয়া নিঙ্গ করতলে চায়, ८म्हे हेस ४५ আছে সেই খানে দুর্বেতে দেখিতে পায়। হাসি নাহি ধরে মধ্র অধ্রে সুটাইয়া পড়ে ভূমে, হাত বাড়াইয়া উঠিয়া আবার ধরিতে ধাইছে ধ্মে।

ধরে ধত্র-অঙ্গ অমনি মিলায়ে ধার: মাধ্রীর রাশি আবার ফুটিয়া নুতন নুতন নয়ন-পথে বেড়ায়! পেলে শিশুগ্ৰ সে বাপী তীরেতে স্থখে, তরুণ তপন ভাতিয়া পড়েছে মুখে; হাসিছে নয়ন হাসিছে অধ্র বদনে ফুটিছে আলো, না জানি তেমন আছে কি কারণ ভালো। হেরে সে আনন্দ রোমাঞ্চ শরীর কত চিস্তা করি মনে, ভাবি বৃঝি হেন নাহি ভুঞ্জে কোন জনে ; ভাবি বুঝি ব্যাস বান্দ্মীকি তাপস, করেছিলা দরশন, মতে স্বৰ্গপুরী ভূবনে অতুল অশোধ সেহ-কানন; 'ভাই সে গোকুলে, তপন্ধী আশ্রমে, ছড়ায়ে আনন্দ্রস গায়িলা মধুর প্রললিত কেন জননী স্নেহের যশ ! ভাবি মন্ত্রাবামে থাকিতে এ প্র[া] অবোর কি হেতু লোক, বাইতে কামনা ছাড়িয়া মরত গোক গ ভুগিয়া সে ভ্ৰমে ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুরূপ পুনঃ স্মরি; কাতর অন্তরে **५२.४**० इंडेग्रा অ।শারে ক্সিক্সাসা করি---এই ভাবে নিত্য এ শোভা প্রকাশ থাকে কি ভোমার বনে গ

এ আনন্দ ধারা	নাহি কি শুকায়
মৃত্যুশিধা পরশ	নে ?
ধরাতে সে জানি	বিধির ছলনে
রুথা সে শৈশব	निधि !
কৈশোরে রাখিয়া মানবে বঞ্চিলা	মৃত্যু-ফণী শিরে
মানবে বঞ্চিলা	विधि।
এ কাননে পুনঃ	
দাৰুণ করাল ক	
আশার্ও কাননে	এ স্বর্গ-পুত্রলি
পথে কি আছে	
• শুনি কহে আশা	"কখন এখানে
পড়ে সে কালে	ৰ ছাখা,
কিন্তু সে ক্ষণিক,	নিবারি তাহাকে
নিমেষে প্রকাশি	
অশেষ কৌশলে	করেছি নিশ্মীণ
দিবা অট্টালিকা	ফুলে ;
শোকতপ্ত প্রাণী	প্রবেশে যে তাম
তথনি সকল ভুব	লে।
প্রবেশি ভাহাতে	পায় নির্বিতে
যে যাহা হয়েছে	
যে যাহা হয়েছে প্রণয়ী, প্রেমিকা,	হারা— দারা, স্কৃত, ভ্রাতা,
যে যাহা হয়েছে	হারা— দারা, স্থত, ভ্রাতা, ধারা।
যে যাহা হয়েছে প্রণয়ী, প্রেমিকা, হেন সে প্রাসাদ চল দেগাইব"	হারা— দারা, স্থত, ভ্রাতা, ধারা। বলি চলে আশা,
যে যাহা হয়েছে প্রণয়ী, প্রেমিকা, হেন সে প্রাসাদ চল দেগাইব" যাই পাছে কুড়	হারা— দারা, স্থত, ভ্রাতা, ধারা। বলি চলে আশা, হলে;
যে যাহা হয়েছে প্রণয়ী, প্রেমিকা, হেন সে প্রাসাদ চল দেগাইব" যাই পাছে কুড় আসি কিছু পথ	হারা— দারা, স্কৃত, ভ্রাতা, ধারা। বলি চলে আশা, হলে; হেবি অট্টালিকা
মে যাহা হয়েছে প্ৰণয়ী, প্ৰেমিকা, হেন সে প্ৰাসাদ চল দেগাইব" যাই পাছে কৃত্ আসি কিছু পথ শোভিছে গগন-	হারা— দারা, স্কৃত, ভ্রাতা, ধারা। বলি চলে আশা, হলে; হেরি অট্টালিকা ভরেল।
মে যাহা হয়েছে প্রণয়ী, প্রেমিকা, হেন সে প্রাসাদ চল দেগাইব" যাই পাছে কুড় আসি কিছু পথ শোভিছে গগন- কি দিব ভুলনা ?	হারা— দারা, স্কুত, ভ্রাতা, ধারা। বলি চলে আশা, হলে; হেরি অট্টালিকা তলে। তুলনা তাহার
যে যাহা হয়েছে প্রণয়ী, প্রেমিকা, হেন সে প্রাসাদ চল দেগাইব" যাই পাছে কুড় আসি কিছু পথ শোভিছে গগন- কি দিব তুলনা ? নাহি এ ধরার য	হারা— দারা, স্থত, ভ্রাতা, ধারা। বলি চলে আশা, হলে; হেরি অট্টালিকা ভলে। তুলনা তাহার
যে যাহা হয়েছে প্রণমী, প্রেমিকা, সেন সে প্রাসাদ চল দেবাইব" মাই পাছে কুড় আসি কিছু পথ শোভিছে গগন- কি দিব তুলনা ? নাহি এ ধরার ম	হারা— দারা, স্কুত, দ্রাতা, ধারা। সলি চলে আশা, হলে; হেরি অট্টালিকা তলে। ডুপনা ডাহার মাঝা! ডাঞ্জ-অট্টালিকা
মে খাহা হয়েছে প্রণয়ী, প্রেমিকা, হেন সে প্রাসাদ চল দেগাইব" যাই পাছে কুড় আসি কিছু পথ শোভিছে গগন- কি দিব ভূলনা ? নাহি এ ধরার ম ভূপোকে অভুল সেহ হারি মানে	হারা— দারা, স্কত, ভ্রাতা, ধারা। বলি চলে আশা, হলে; হেরি অট্টালিকা তলে। তুলনা তাহার মাঝ! তাজ-অট্টালিকা
মে যাহা হয়েছে প্রণয়ী, প্রেমিকা, হেন সে প্রাসাদ চল দেগাইব" যাই পাছে কৃত্ আদি কিছু পথ শোভিছে গগন- কি দিব তুলনা ? নাহি এ ধরার ই ভূপোকে অতুল সেহ হারি মানে	হারা— দারা, স্কুত, ভ্রাতা, ধারা। বলি চলে আশা, হলে; হেরি অট্টালিকা তলে। তুলনা তাহার মাঝ! তাজ-অট্টালিকা ন লাজ! বপনে দেখিয়া
মে যাহা হয়েছে প্রণমী, প্রেমিকা, হেন সে প্রাসাদ চল দেগাইব" ঘাই পাছে কুড় আসি কিছু পথ শোভিছে গগন- কি দিব তুলনা ? নাহি এ ধরার ম ভূপোকে অতুল সেহ হারি মানে পরীর আলয় বৃঝি কোন শিল্প	হারা— দারা, স্কুত, ভ্রাতা, ধারা। বলি চলে আশা, হলে; হেরি অট্টালিকা তলে। তুলনা তাহার মাঝ! ডাজ-অট্টালিকা ন লাজ! বুপনে দেখিয়া কুর,
যে যাহা হয়েছে প্রণমী, প্রেমিকা, হেন সে প্রাসাদ চল দেগাইব" মাই পাছে কৃত্ আসি কিছু পথ শোভিছে গগন- কি দিব তুলনা ? নাহি এ ধরার ম ভূগোকে অতুল সেহ হারি মানে পরীর আল্য বৃত্তি কোন শিল্লব	হারা— দারা, স্কুত, ভ্রাতা, ধারা। বলি চলে আশা, হলে; হেরি অট্টালিকা তলে। তুলনা তাহার মাঝ! তাজ-অট্টালিকা ন লাজ! বপনে দেখিয়া কর, করিয়া স্কুল্বর
মে যাহা হয়েছে প্রণমী, প্রেমিকা, হেন সে প্রাসাদ চল দেগাইব" ঘাই পাছে কুড় আসি কিছু পথ শোভিছে গগন- কি দিব তুলনা ? নাহি এ ধরার ম ভূপোকে অতুল সেহ হারি মানে পরীর আলয় বৃঝি কোন শিল্প	হারা— দারা, স্কুত, ভ্রাতা, ধারা। বলি চলে আশা, হলে; হেরি অট্টালিকা তলে। তুলনা তাহার মাঝ! তাজ-অট্টালিকা ন লাজ! বপনে দেখিয়া কর, করিয়া স্কুল্বর

শিলা গৌত করি াক-করে ভাল রাথিয়াছে যেন গাঁথি; চুণী পালা মণি হীরক প্রবাল তাহাতে স্থন্দর পাঁতি; শতায় শতায় শোভে ভিত্তিকায় কতই হীরার ধূল; মণি পদ্মরাগ মণি মরকভ সৌন্দৰ্য্য শোভা অতুল ; নীল ক্লম্ব্য পীত লোহিত বরণ মাণিকের কিবা ছটা; মাণিকের লতা মাণিকের পাতা মাণিকের তরুজ্টা: চামেলি, পক্ষজ, কামিনী বকুল, কত যে কুন্তম তায় বতনে খচিত রতনে জড়িত ভিত্তি অঙ্গে শোভা পায়: কিবা মনোহর গোলাপের ঝাছ স্থন্দর পদ্মের শ্রেণী, খুদিয়া পাষাণে করেছে কোমল যেন নবনীতে ফেণি; দেখিলৈ আলয় পাষাণ বলিয়া নাহি হয় অনুমান ; প্ৰমে ভূবে আঁগি উপজে প্ৰমাদ পুষ্পতনু হয় জ্ঞান! ভিতরে প্রবেশি শিলা অঙ্গে আভা আহা কিবা মনোহর যেন সে পূর্ণিমা টানের জ্যোৎসা হরে তাহে নিরস্তর। এ হেন স্থান্দ্র অট্রালিকা তাজ. তুলনাতে সেহ ছার। নির্থি আসিয়া অট্টালিকা সেথা, হেরে হই চমৎকার। কত কাচ খণ্ড স্থানে স্থানে স্থান ভলিছে প্রাসাদ গায়;

যেন মনোহর প্রদীপ্ত আছে প্রভায়। প্ৰবেশিছে তায় হেরি কত প্রাণী মান-মুখ মুছগতি, চিন্তা সমাকল रामन नयन শরীরে নাহি শকতি ; কতই যতনে ধরেছে হাদয়ে স্থগন্ধি কার্ছের পুট, মুখে মূছ বব করিছে নিয়ত স্মধুর অর্ক ক্ট; পুট হৈতে তুলি थुनियां थुनियां দ্রবা করি বিনির্গত, धीरत नग्र प्रान রাথি বক্ষ পরে আদরে যতনে কত; করিছে চুম্বন কখন বা ছঃখে সে পুট হৃদয়ে রাখি, করিছে ধারণ কখন মস্তকে মনস্তাপে মুদি আথি। এরপে আলয়ে করিয়া প্রবেশ ভ্ৰমে তাহে ক্তক্ষণ; শেষে ধীরে ধীরে আসি ভিত্তি পাশে ঈষং তুলে বদন, যেমনি নয়ন পড়ে কাচ অঙ্গে অমনি মধুর হাস, অধর ওষ্ঠেতে दमन नयन ক্ষণে হয় পর্কাশ। তথনি বিরূপ হয় পূর্ব্ব ভাব ভূলে ষত পূৰ্ব্ব কথা; হাসিতে হাসিতে প্রকৃত্ন অস্তবে গৃহে ফিরে নব প্রথা। অট্টালিকা-ম্বাবে আশা সহচ্বী ভ্ৰান্তি হাতে দেয় তুলে, কোটা বন বন হেরিতে হেরিতে পূর্বভাব মনে ভূলে।

সহস্র মুকুর
কত প্রাণী হেন
হৈরি কাচ থণ্ড
ফিরে সে আলয় ছাড়ি
বিশিছে তায়
সহাপ্ত বদনে
তল নানা রূপে ঝাড়ি।
বদন নয়ন
আশার কুহকে
চমকিত মন
বিসি সে সোপান পর;
রেছে হদমে
আদেশে তাহার
ভীঠ পুনর্বার,
ধীরে হই অগ্রসর।

তাষ্ট্রম কম্পনা।

ব্রহ্মবন্দরাও সরস্বতী অন্টনা। স্জন গাঁহার. ব্ৰহ্মাণ্ড ভূবন প্রাণী বিরচিত ধার, যে জন হইতে যিনি জীব মূলাধার; রবি, শশধর প্ৰন, আকাশ, জৌতিক, নক্ষত্ত দল, জীমৃত, জলপি পর্বত, অরণ্য, তটিনী, ধরিত্রী, জল, নিনাদ, বিহাৎ, অনল, উত্তাপ, হিম, ব্লোক্ত, বাষ্প, বাস, পুষ্পা, বিহঙ্গম, লাবণা, আস্বাদ, শ্বাস, বাক', স্পৰ্শ, ঘাণ, শ্বতি, চিন্তা স্থকর, স্ত্রন থাহার প্রেম, ভক্তি আশা, લા વ બાયવી'পর : জগত-ভূমণ गानव नदीत. মানব ভূষণ মন, স্থজিলা যে জন নমি আমি সেই দেব নিতা সনাতন।

করেছি প্রবেশ	হুৰ্গম কাস্তাবে,
ছুৱাশা বামন হ'য়ে	
ধরিতে শশাস্ক	ধরাতে থাকিয়া
শিশুর উৎসাহ ল'নে	ष ;
ছুর্ম্ভ বাদনা	আশার কাননে
ভ্ৰমিব পৃথিবী ময়;	
কর কুপা দান	কুপানিধি প্রভু
হর এাস্থি, হর জয়	t
পথের সৃষ্ধ্	নাহি কিছু মম
অবলম্ব সুধু আশা,	
জ্ঞান চিস্তাহীন •	বোধ বিহ্যাহীন
অসহীন থকা ভাষা	;
रनः ভ्याङ्य,	ক্ষিপ্ত অভিলাম
পীজ়িত করে স্বনয়,	
সর্বাশ ক্তি ময়	তব শক্তি বিনা
বাঞ্ছা পূর্ণ কন্দ্ব নয়।	
কর দয়ামর	नग्र। विन्तू मान,
আমি ভ্রান্ত মূঢ়মতি	•
জানী পরমেশ	আদি মধ্য শেষ
অচিস্থা চর ণে ন তি	-
তুমিও গো দয়া	কর মা ভারতী,
দেও মনোগত ফুল	١,
সাজাই কানন	বাসনা যেরূপ
তুষিতে বা ন্ধবকুল	;
গোল মা বারেক	উদ্যান তোমার,
প্রবেশ করিব তায়,	
তুলিয়া আনিব	গুটিকত মূল
গাঁথিতে নৰ মালায	· ;
নাহি সে স্কুবর্ণ	রজতের কুঁজি
অবৃত্তে আমার ঠাই	,
বিহনে সাহায়া	জননি তোমার,
কাননে কেমনে য	है।
কত চিত্ৰ মাতঃ !	ধ চিত্ত-পটে
বাসনা অক্ষরে অ	कि ,

বাণীর অভাবে না পারি আঁকিতে অন্তবে লকায়ে রাখি। পূর্ণ কর মাতঃ মৃঢ়ের বাসনা রসনাতে দিয়া বাণী, বর্ণে যেন পাই শত অংশ তার य िक मानत्म मानि ; মানবের হৃদি আকি চিত্র-পটে রচিব আশার বন! জননি তোমার করুণা-বিহনে কোথা পাব কিবা ধন! দেও ওটিকত কুখ্ন তোমার তুলে, পুরাই বাসনা, আশার কানন সাজাই তোমার ফু**লে**!

নব্ম কম্পনা।

বিবেকের সহিত সাক্ষাং—আশার অন্তর্জান…

বিবেকের অন্তবন্তী হইয়া কাননের প্রান্তভাগ দর্শন। শোকারণা—তাহাতে
প্রবেশ ও অমণ—শোকের মৃষ্টি
দর্শন ও তাহার পরিচয়।
আশার পশ্চাতে প্রাসাদ হইতে
আসিয়া কিঞ্চিং দূব,
জিজ্ঞাসি তাহারে কোন পথে এবে
ভামিব তাহার পুর ?
জিজ্ঞাসি কাননে সকলি কি হেন—
সকলি সোন্দর্শ্যময় ?
কোন স্থানে কিছু সে কানন মাঝে
কলঙ্গ অন্ধিত নয় ?
ভানি হাসি আশা অতি স্থমধুর
কহিল আমার কাণে,

"পাইবে দেখিতে	ভলিবে যাহাতে	। স্বার্থ পরবশ	আশা না আইদে
উত্তলা না হও	প্রাণে:	অমরাবতী	তে থাকে:
চল এইপথে"			সময়ে স্বর্গেতে
জ্যোতিৰ্যায় ঋণি	i-বে⊭.	স্বর্গের হয়া	
তেজ্পঞ্জ ধীর,	অমল বদন		দিলা অভিশাপ
খেত শাশ্ৰ, খে		গতি হ'বে	ধরাতশে,
প্রাণী একজন		মানব নিবাদে	হইবে থাকিতে
শিরেতে কিরণ	ছটা.	চির দিন ভূ	
ছায়া শৃক্ত দেহ,	দেবের সদৃশ,		ভ্ৰমে কুহকিনী
ছায়া শৃষ্ঠ দেহ, অঙ্গেতে সৌরভ	घो ;	ঘূরিয়া পৃণি	वेरीभग्र,
কহিলা আমারে	*কুহকে ভুলিয়া	কহে যত বাণী	, সকলি নি ফল, কৈ হয়। ভ্ৰমে একাননে
কোথা, বংস, ব		সকলি অল	কি হয়।
দেথিছ যে অই			
বড়ই কুটিল মৰি	ত।	ভূলায়ে মা	
করোনা প্রত্যহ		নাহিক বিরাম শঠতা করি	ज्ञास मिन मिन
ভূস না উহার			
হেন প্রবঞ্চক		ानपाय दलागादप्र সत्रम निर्माय	স্কু মার অতি
ক্দাপি অবনীত			
ছিল সত্য আগে			উহার শংহতি
সদা সত্যপ্রিয় ত		এখানে ক্	
মিথাা, প্রবঞ্চনা,			রেখেছে ভোমারে
সর ল স্থন্দ র গতি	5 !	এ কানন গ	
	ৰখন যেরপ	এস সঙ্গে মম	আমি চেতাইব
ফলিত বচন তৎ	1 ;	দেখাইব নে	
ত্রিলোক ভূবনে	আছেশ স্থ্যাত	আশার উ	শ্রবণে কৌতুব
মিথানা হইত	क्या।		কোন দিকে তারে
ছিল বছ দিন ক্রমে দৈববিড়ম্ব	ञ् रय क्रमग ारम	হোর সামে দেক্ নির্থিতে ন	एका । भएक छ। प्रकार
জানে দেবাবঙ্গ দানব গুরস্ত			গাহ গাহ ! পাবে না দেখিতে
গান্থ খনত অমরে করি ছব		এখন তাহা	
অন্তর্গ ব্যব্ধ হণ ইক্রাদি দেবতা			^{ওর সাম} , থাকে না স্থান্থির,
স্বৰ্গপুথী পরিহর্ <u>ণ</u>		এমনি প্রক	
(রি ছন্ম বেশ			নিকটে ভোমার
আসিয়া পৃথিবী		অনুখ হইল	

গেণ ভূলাইতে	অন্ত কোন জনে.
আনিতে কানন	
শুনিয়া দে কথা	তখন যেমন
ভাঙ্গিল নিদ্রার (
নিগ্লি যুচিলে	উঠে যেন প্রাণী
পলাইলে পরে ৫	চার।
কথায় প্রত্যয়	হইল তাঁহার,
অগত্যা পশ্চাতে	ষাই,
আশাপুরী প্রান্তে	গাঢ়তর এক
অরণ্য দেখিতে	
ঋষি কহে "বংস	
আশাদগ্ধ প্রাণী	
পতি, পুত্ৰ, ভ্ৰাতা,	দারা, বন্ধু, পিতা,
अननी, वाक्रय-	
বাড়িল কৌতুক,	যাই দ্রুতগতি
বন দ্বশন আন্তে	4 ;
ध्यवशा निकटि	আসিয়া অস্থির,
ন্তন্ত্ৰিত হইমু আ	সে !
ব থা ধবে ঝড়	वटह खग्रकत,
বায়ু মুখে মেঘ	gcd,
অ তি যোৱতর	দ্র হ'তে শ্রে
हरू भन दिए र	ම ැරි ;
কানন হইতে	তেমনি উচ্ছাসে
উঠিছে গভীর র	ব ;
শুনিয়া সে ধ্বনি	কানন বাহিরে
পরাণী নিস্তব্ধ স	ব,
ঘন হাহা রব,	প্ৰচণ্ড নিম্বাস,
উঠিছে ঝটকা	দ্ম ;
কৰু শাস্ত ভাব	কভু ভয়ানক
এই সে তাহার	ত্রুম।
अ टर भद्र भ्ट थ	সে অরণ্য পাশে
দেখি প্রাণী এ	र जन,
অতি স্নান ভাব,	হাতে ছুলমালা,
হঃখেতে করে ও	হুম্ণ;

পড়িয়াছে কালি বদন মণ্ডলে, গভীর চিম্তার রেখা, ফেলি অশ্রু ধারা চাহি ধরা পানে সতত ভ্ৰমিছে একা। দেখিয়া তাহার কাতর অন্তর উপনীত হই কাছে, জিজ্ঞাসি কি হেতু ল্লমে সেই খানে ৰত দিন সেথা আছে ? কহিল সে জন "আশার কাননে আছি আমি বহু দিন. ভুমি এইক্সপে দিবা বিভাৰত্নী. শরীর করেছি ক্ষীণ; পক ঋতু মাস, বংসর কতই, এতীত হইল, হায়, নারিলাম দিতে তবু কার গলে এ ছার স্বেহ মালাঘ়! কত যে পুরুষ, কত যে রমণী, সাধনা করিম্ব কত---গ্রহণ করিতে এ কম্ম দাম কেই সে নহে সম্মন্ত ! না জানি কি বুঝে পলায় অস্তব্যে निकटि माज़ार यात्र ; ভূলে যদি কভূ সেই কার হাতে टोन स्मत्न अहे हात ! আহা কত প্ৰাণী হেরি এ কাননে ক্তই আনন্দ পায় ! কি কব বিধিরে ज रहन अमुङ नारि (म मिना आगार ! ভাবি কতবার ছিড়িব এ দাম, াঁছড়িতে নাহিক পারি , তাই হু:গে তাঞ্চি প্রথমের ভূমি এ বনে হয়েছি ছারী।" এত ক'মে যায় ক্রভবেগে চলি, ठत्क विन् विन् जग;

ভনিয়া কাতর জলিল কৃট গ্রল। ঋষির সংহতি প্রবেশি অরণ্যে হেরি এবে চারি দিকৃ— জর্জবিত তরু, লভা, গুলা, পাতা আকীর্ণ রাশি বল্লীক। এথা তরুশাখা ভাঙ্গিয়া পডিছে ওথা উন্নূলিত দারু; হেশিয়া কোনটি বয়েছে শুম্ভেতে হাতপুষ্প ফল চা ; কাহার পরব ভাঙ্গিয়া হলিছে, বিক্বত কাহার ; বিহ্যাৎ আহত বিশীৰ্ণ কোনটি মাটিতে পড়িছে গুড়া; যেন বা ছবস্ত অনল দাহনে উচ্ছিন্ন করেছে তায়— সে শোক কানন শোভা বিরহিত দেখিতে তাহারি প্রায়! নিরথি আশ্চর্যা প্রাণী সে কাননে ছই ৰূপ ছই ভাগে, ধায় পরস্প্র কানন ভিতরে. পাছে এক, অন্ত আগে: জীবিত যাহারা তাহারা পশ্চাতে, অগ্ৰভাগে ছাগা যত; কানন হিত্তের করে পরিক্রম অবিশ্ৰান্ত অবিবৃত। হা হতোহন্মি রব, শিব শিব ধ্বনি, সতত জীবিত মুগে; ছায়া-বৃন্দ পাছে বুরিয়া বুরিয়া ভূমিছে মনের হুখে। কত যে প্রাচীন ভ্রমিছে সেখানে প্রদারিয়া হই বাহ ; বিশীর্ণ শরীর, ব্যাকুল বদন, গ্রাসিয়াছে যেন রাষ্ট্।

অস্তুরে যেমন ় কত শিশু ছাশ্ল ধায় অগ্রভাগে. নিকটে আসিলে, হায়, অমনি সরিয়া ফিরে ফিরে চাহি দুরেতে পলায়ে যায়! কোন বা যুবক বুদ্ধের আকৃতি ছায়ার পশ্চাতে ধায়: ছায়া স্থির রহে যুবা ছটি আসি আলিঙ্গন করে ভাষ ; কোথা আলিঙ্গন, রুথা সে পরশ. শৃত্য বাহু বক্ষঃস্বলে ! যুবা দীব দে 🗼 ছায়া নির্থিয়া াসে তপ্ত অঞ্চ জলে। কোন জন ধায় ছায়ার পশ্চাতে বাড়াইয়া হুই হাত ; বছ দিন পরে যেন পুনরায় দেগা পায় অকস্মাৎ; কহৈ অমুন্য বিনয় করিয়া "আ(ই)স সথে এক বার, বা**হ**তে জড়ায়ে তব কণ্ঠদেশ নিবারি চিত্তের ভার। বছ দিন সংখ ভাবি নির্ভর অই হ সর মৃথ; করি করতলে নামে জপসালা সম্বরি মনের ছগ। বদন আক্লতি সকলি তেখাত সমভাব সেই সব, তবে কেন সথে কাছে গেলে সর, কেন নাই মুখে গ্ৰহ।" কেহ বা বলিছে ছুটিতে ছুটিতে কোন এক ছায়া পাছে— "আ(ই)স ফিনে ঘরে ভাই প্রাণাধিক চল জননীর কাছে দিবা নিশি হায় করিছে ক্রন্দন

জননী তোমার তরে;

भाषांत्य (त्रात्यत्व	সক লি তে মতি
দাজায়ে তোমার	घटत्र ;
সেই ঘর আছে,	আছে সেই জায়া,
ভাই, বন্ধু সেই সং	٥, ·
(महे मांग मांगी,	সেই পরিজন,
গৃহে সেই কলরব	;
কমলের দল	সদৃশ তোমার
শিশুরা ফুটেছে এ	াবে ;
আ(ই)স ফিবে ঘরে	ক্রোড়ে করি তায়
বদন আঘ্রাণ লবে	;"
বলিয়া হঃখেতে	করিয়া ক্রন্দন
প*চাতে ধাইছে গ	1
हाग्राक्रभी खानी	
দূরে যায় পুনর্কার	
	রামা কোন জন
ূট বাহু উদ্বে তু	
ছুটে উদ্ধর্খাদে	"নাথ নাথ" বলি
পড়িছে খু	ল,
* † † † † † † † † † † † † †	ক্ষণকাল, নাথ,
জুড়াক তাপিত কু	ণ ; দেগাও আমারে
বাৱেক তুলিয়া অই শশীসম মুখ ;	
অং ==॥গম মুখ ; ভ্রমি অনিবার	এ খাঁধার বনে
বর্ষ বঃ ধ হায়	
শ্রেষ্ঠ স্থিতিল স্থার স্থিতিল	ঞ্বতারা যেন
নাবিক নির থি যা	
	্ চারি পাশে তার
তরণী ছুটিছে আ	
	ে, দেখিছে চাহিয়া
আকান্দের সেই গ	
সেইরূপে নাথ	জাগি দিবানিশি
শেইরূপে ছঃখে য	
তবু এ হুরন্ত	অকুল সাগ্রে
কৃশ্নাহি খুঁজে	_
	•

আবার তেমতি কবে পুনরায় পাইব হৃদয়ে স্থান ! শুনিব মধুর স্থা সম স্বর জুড়াবে শরীর প্রাণ!" এইরূপে সেথা কত শত জান, ছায়া অম্বেষণ করি, ত্রমিছে আক্ষেপ রোদন করিয়া আঁধার কানন ভরি; स्य व्यविष्करम, দদা খেদস্বর শিরে বন্ধে করাঘাত, ঘন দীৰ্ঘখাস, অবিরশ ধারা যুগল নয়নে পাত। তাহাদের মুখ চাহি ক্ষণকাল জ্ঃথেতে পূরে হৃদয়, কহি, হায় বিধি, नवीन भक्क শুকালে এমন হয়! স্থাষ্ট্রর গোরব প্ৰকাশিত যায় হেন তরুণী মুখ, তাপদগ্ধ হয়ে মানবের মনে দেয় কি এতই হুখ! বিধু, পদ্মফুলে शैता, मुका, हुगौ, কলঙ্ক দেখিতে পারি; তরুণীর মুগে দশ্বলোক ছায়া কদাপি দেখিতে নারি! এরূপে আক্ষেপ ক্রিয়া তপ্ন ক্রমে হই অগ্রসর; ক্ৰমশঃ বাতাস বেগে অল অল আঘাতে বদন' পর। হই যত আরো ক্রমে অগ্রসর বায়ু গুরুতর তত ; গাছের পলব লতা পাতা ক্ৰমে বায়ু ভরে অবনত। ক্রমে বৃদ্ধি ঝড় প্রবন প্রন वृतक भूरथ (वर्रा भए ;

অতি কৰে ধীরে স্থির হৈতে নারি ঋড়ে। यथा व्यस्त्रीटक বাৰু প্ৰতিমূথে বিহঙ্গ ৰখন ধায়, আও হৈলে কিছ প্রবল বাডাসে দুরে ফেলে পুনরায়; পক্ষ প্রসারিয়া স্থির ভাবে কভু বহুক্ষণ শৃত্যে রয়, আত হইতে নারে না পারে ফিরিতে অবিচল পক্ষয়; সেইরূপে যাই জিজ্ঞাসি ঋষিরে কহ একি তপোধন--এই স্থানে বেগে কোথা হইতে হেন এরপে বহে প্রন ? অন্ত দিকে হেরি ঝড়ের আকার কিছু নাহি হয় দৃষ্টি। প্রচণ্ড বাতাস বহিছে এখানে একি অদৃভূত সৃষ্টি ? ঋষি কহে।"বংস, চল কিছু আগে স্বচক্ষে দেখিবে সব ; কোথা হইতে উহা কখন কি ভাব কিরূপে হয় উদ্ভব।" ষাইতে যাইতে দেখি এক স্থানে প্রচণ্ড ঝটিকা বহে ; সম্মুগে তাহার পশু পক্ষী জীব তৃণ আদি স্থির নহে; ধুলিতে ধুলিতে গগন আচ্ছন. ঘন বেগে শিলা পাত: বরিষে কঙ্কর বৃষ্টি ধারারূপে বিনা মেদে বজ্ঞাঘাত। দাগর হইতে যথা সে তরঙ্গ প্রবেশি নদীর মুগে মন্ত বেগে ধায় তুলা রাশি হেন ফেনস্তুপ লয়ে বুকে,

হই অগ্রসর, ছুটে ভরী-কুল তীর সম তেকে, তীরেতে আছাড়ি পড়ে, তরঙ্গ তাড়িত বেগে পুনরায় নদী গর্ভে ধার রড়ে: সেইরূপ এথা কত শত প্ৰাণী ঝড় মুখে বেগে ধায়, আকুল কুন্তল ঘন ক্ষশাস ধরা না পরশে পায়; বুদ্ধ নরনারী কত শত যুবা বিধাবিত বেগে ঝড়ে, কভু এক স্থানে কভু অন্ত দিকে আছাড়ি আছাড়ি পড়ে। নির্বি সেখানে কির্ণ ঢাকিয়া. আকাশে পড়েছে ছায়া, তপন ঢাকিয়া বর্ষায় যথা প্রকাশে মেঘের কায়া। অধবা যেমন শত্যে পরপান উড়িছে আঁধার জাল পড়ে ধরাতলে ছায়া বিছাইয়া ঢাকিয়া গগন ভাল; তেমতি আকার ছায়া সে প্রদেশে অ'গোরিয়া নভঃস্থল, ছুটেয়া ছুটিয়া ঘুরিছে শুক্লেতে ছন্ন করি সে অঞ্চল। অস্থির শরীর ছামার শরশে শুদ্ধ কণ্ঠ, ক্লদ্ধ স্বর, **५४३ म** नग्न ভপোধন পাং নিরথি শুক্তের' পর; যেন কালি মাথা ঘোর গাচ মেঘ শৃত্য পথে উড়ি ষায়; ধুম বিনিৰ্গত তায়। ভ্ৰমিছে সে মেঘ অন্ধকার করি

প্রসারে আকাশ যুড়ে:

সে মে খে র	ছায়া	পড়ে যার গায়		
	উত্তাপে তথনি পুড়ে।			
শুকায় কৃথি	ার	শরীরে আমার		
তুঙে নাহি সরে ভাষ,				
অশ্ৰুপূৰ্ণ ভ	মাঁথি	ঋষির বদন		
`	নির্থি পাইয়া ত্রাস।			
ঋষি কহে		অই কাল মেঘ		
	এ আশা-কাননে শিং	1;		
বৃথা যে এ	रम . डेः	হার (ই) শরীরে		
	কালির অক্ষরে লিখা	!		
শক্ষী নহে		ও কালী মূরতি		
	করাল কালের ছায়া,	,		
প্রাণিগণে	म जि	ঘুরে নিত্য এথা		
	এরূপে প্রসারি কাল) B		
বলিতে ব	ब ि	ভূলিয়া আপনা		
	তপোধন কয় শোকে-			
*হায় ব্লে	বিধাতঃ,	এ কালিম ছায়া		
	ছড়ালি কেন ভূলোঁ	₹!		
জগতে যা	আছে	মধুর স্থন্দর		
	গঠিয়া ভাহার পর,			
গঠিলে বি	<u>শাতা</u>	সকলের শ্রেষ্ঠ		
	প্রাণী রূপ মনোহর			
বিষ-মাথা		কণ্টক আবার		
	গঠিলে কেন এ কাল			
মৰ্ক্তে পাঠ	াই য়া	স্বর্গের পুতলি		
	পথে দিলে কাঁটা জা			
স্থচিত্ৰ পৰ	ত ্যত	কালি মাথাইতে		
	কেন এত ভাল বাস	?		
জগতের ?	ত্ থ	নিদাকণ বিধি		
	এক্সপে কেন বিনাশ			
একপে বি		. করেন সে ঋষি		
i i	আতঙ্কে সন্মুগে চাই,			
দূর প্রান্ত		গৈরিক মিশ্রিত		
	স্প নির্থিতে পাই	1		

সেই স্তুপ অঙ্গে অন্ধ গুহা এক. উখিত হইয়া তায়, ঘন ঘন শ্বাস প্রচণ্ড বাতাস ঝড়ের আকারে ধার। অতি কন্তে দোহে সেই গুহা পাশে আসি হই উপনীত ; নিকটে আসিয়া দেখিয়া স্তম্ভিত. ভয়ে চিত্ত চমকিত। গহ্বর ভিতরে বসি এক প্রাণী প্রচণ্ড নিশাস ছাড়ে; त्मरे नीर्यथात्म জনমি বাতাস ঝড় সম বেগে বাড়ে। কালির বরণ পাষাণ নিশ্বিত যেন সে কঠিন কায়া; শরীর বিস্তৃত যেন অস্ক্রকার ধোরতর গাড় ছায়া। মাঝে মাঝে মাঝে কাঁপে সর্ব্ব আঙ্গ হুক্কার ধ্বনি নাসায়; ছিন্ন ভিন্ন বেশ, ক্লক ধুমকেশ মন্তকে বিচ্ছিন্ন, হায় ! করে আচ্ছাদন করিয়া বদন বসি ভাবে ইেট মাথা; বসি হেন ভাব যেন সে মুরতি সেই গুহা অঙ্গে গাঁথা। সম্ভাষি আমারে ক্রে তপোধন "শোকমূর্ত্তি এই হের, আশার কাননে ইহা হ'তে ঘটে বহু বিদ্ধ বহু ফের।" ঋষিরে জিজ্ঞাসি "কেন তপোধন মুখে আচ্ছাদন কর ? না দেথিমু কভু উহা ত হয় অন্তর।" সে কথা শুনিয়া ছাড়ি দীর্ঘখাস শোকমূর্ত্তি হুঃথে বলে,

বলিতে বলিতে করের অঙ্গুলি তিতিল নয়নজলে; "এ কথা জাননা কে তুমি এগানে ভ্ৰমিছ আশাকানন; শিশু নহ তাহা বঝিয়াছি স্বরে. হবে কোন যুবাজন। আমি হতভাগা আছি এই স্থানে চারি যুগ এই হাল ; বিধাতা আমার করিলা স্বন্ধন করিয়া লোক-জ্ঞাল। মৃত্যু নাই মম, যে আসে নিকটে সেই পায় নানা ক্লেশ; সেই হেতু এথা থাকি এ নিৰ্জ্জনে হঃথে ছাড়িয়াছি দেশ। না দেখাই কারে এ ছার বদন তাহার কারণ বলি— দেখিব যাহারে বিধাতার শাপে তথনি সে যাবে জ্বলি। করিমু বিধিরে কত অমুনয় লইতে এ পাপ প্রাণ, এ কাল কটাক্ষ হইতে আমার প্রাণীরে করিতে ত্রাণ ; না শুনিলা বিধি শুধু এই বর দিলা সে করুণা করি-হেরিতে কেবল শিশুর বদন পাইব নয়ন ভরি ; এ কটাক্ষ দাহ শিশুরে কেবস দাহন করিতে নারে, নতুবা মুহূর্ত্তে দগ্ধ করি তাপে অন্য প্রাণী সবাকারে; কোথা নাহি যাই থাকি একা এথা তবু সে বিধি আমায়; বিভ্ৰমা করে প্রেরিয়া পরাণী আমাবে কত জালায়:

বর্ষে যত বার থুলি দগ্ধ আঁাথি তখনি যে থাকে কাছে, তার সম বৃঝি আশার কাননে অভাগা নাহিক আছে। আসিতে আসিতে দেখিয়াছ পথে সহস্ৰ সহস্ৰ প্ৰাণী ভ্রমিছে ছংখেতে, এ কটাক্ষ দোষে, 'শুনায়ে কাতর বাণী। না থাক এখানে যাও অক্স স্থান বাঁচিতে যগপি চাও; আমার নিকটে থাকিয়া এগানে কেন এ সম্ভাপ পাও।" যথা যবে কোন মৃত্যু **উপস্থিত** হয়, বোদন নিনাদ বিলাপ শোচনা বিদীর্ণ করে আলম্ব : তথন যেমন বন্ধ কোন জন বিমর্থ মলিন বেশ, কালের ছায়াতে বাহিরায় বহির্দেশ; অন্ধ কারময় হেরে চারিদিক ব্ৰহ্মাও মলিন কায়; ঘন উদ্ধান শুদ্দ কণ্ঠ তালু হৃদয় জ্বলে শিথায়; অধীর হইয়া ধরাতল যেন সতত কাঁপিতে থাকে, ভয়ে ভয়ে যেন কণ্টক উপরে ধরাতে চরণ রাথে; সেইরূপে এবে নিরথিয়া শোক করি স্থান পরিহার, যাই ঋষি সহ বদনে চিস্তার ভার ;---"নির্থিলা শোক নির্থিলা তার অরণো কাল-প্রতিমা:

চল ষাই এবে দেখিবে আশার কোথা সে কানন সীমা।"

দশম কণ্পনা।

নৈৱাশক্ষেত্ৰ—মধাভাগে মকপ্ৰদেশ—তাহাতে চিরপ্রদীপ্ত অনলকুণ্ড—হতাশের মূর্ত্তিদর্শন ও নিদ্রাভঙ্গ। ধীরে ধীরে ধারি চলে আগে আগে পশ্চাতে করি গমন ; শোকারণা ছাড়ি, অন্ত ধারে তার উপনীত ছই জন। নিয় উচ্চ ভূমি, কঠিন মৃত্তিকা, ধরা নহে সমতল: স্থিৱ নাহি রহে, চলিতে চরণ সে পথ হেন পিচ্ছল। নাহি ডাকে পাথী তক্ষর শাখায় নীরবে বসিয়া রয়; বিনা বায়ুবেগ নিতা তরু তলে ঝারে লক্তা পত্রচয়। ব্যাধগণ যবে ক্রীড়ায় নিব্রন্ত উজাড় করিয়া বন, ফিরে গৃহ মুখে, ত্যজিয়া কানন আনন্দে করে গমন; তথন যেমন পুনঃ ফিরে যত পাগী. ভ্রমে উড়ে উড়ে তরু চারি ধারে করি বড় সাধ ভ্রে না প্রবেশে শাখী। আছে ষত নিকেতন,

চারিধারে তার ভ্রমে নিরম্ভর হতাশ পরাণীগণ, পশিতে ভিতরে সাহস না করে কুণ্ণ মন, নত শির, শুক কৃক্ বেশ. एक क्छेरम्भ, नयुर्देन ना यदा नीत्र। হেরি কত প্রাণী চলে অতি ধীরে দেহে যেন নাহি বল, শুক্ষ নীলোৎপল মুগছবি যেন, করে চাপে বক্ষঃস্থল। কত যুৱা, আহা, নত প্ৰচন্ত চলে হেন ধীরে ধীরে, প্রতি পাদক্ষেপে যেন রেণ্ গুণি নিরথে মহী-শরীরে। হেন ধীর গতি তব্কত জন পড়ে নিতা ভূমিতলে, ধলিতে লটায় স্বালিত চরণ পিচ্ছিল সেহ অঞ্চল। পড়ে ক্ষিতি পূর্চ্চে চলিতে চলিতে বুৰ প্ৰাণী কত জন; উঠিতে শক্তি নাহিক আশ্রয়. আগ্রহে ধরে পবন ! কোথাও পরাণী হেরি শত শত বসিয়া হুৰ্গম স্থানে, অনিমেষ আঁ/থি নিতা হেরে শৃষ্ঠ পানে ; চলে দিনমণি ভাসিয়া গগনে চাহিয়া তাহার পথ, ছাড়ি নানা দিক্ ছাড়ে দীর্ঘধাস, বলে "হা বিধাতঃ ী. ভাল দিলে মনোর্থ: ভাল দিলে মনোরথ; ধরিলাম হৃদে ক্লপণের যেন মণি, নির্থি আসিয়া এথা সেই ভাবে এখন সে আশা হয়েছে গরল দংশিছে বেমন স্বণী।

মাখাসে ভুলায়ে বিছায়ে বিছায়ে	সেই চিত্ৰপ
? ছই করতলে	सदन,
	প্রশে মন্তবে
্!" যতনে করে	চুখন,
দরিছে অনেকে, পরে ছিন্ন করি	ফেন্সি ধরাত্ত
	ৰ গমন।
কান সে আকৃতি বলে "রে এখন(ও)	विनीर्भ इ'नि ८
হার রে কঠি	
করতল যুড়ে কি কল বাঁচিয়া	
আশা বিস্জ	
ঘুচে সে প্রমাদ ভাবিতাম আগে	না জানি কড
কোমল মান	
বসিয়া আবার ছিল যত দিন	
করিত হ দে	
ীরে ধীরে স্থা বুঝেছি এখন	লোহ ধাতৃঃ
কঠোর নবে	রে হাদি,
প্রাণী অন্ত কত অনন্ত ছঃগের	কারণ করি
গঠিলা আমা	ায় বিধি !"
কুস্কুমের হার কোন খানে দেখি	প্রাণী শত শ
র ; শয়ন করি ডু	সূত্ৰে,
ফৌলছে ভূতলে পাষাণের ভার	ञ्जू निया दिन
রাথিছে হন	নয় তলে ;
কেলি মুহমুহি কাঞ্চন মুকুট,	মূণিম দ
; হেম-বিমণ্ডি	ঃ অসি.
গণ্ড খণ্ড হয়ে বুলি সমাচ্ছন,	প্রতিজন পার্ট তই থসি ;
পড়েছে কং	তই খদি;
ছাড়িয়া নিশ্বাস বলিছে "এগন	বাচিয়া কি ফ
পাইয়া এ ৫	হেন ক্লেশ,
	বৃথায় ভ্রম
ধরিয়া ভিন্	ক্ক বেশ !
অঙ্কিত চিত্ৰের কত যে ঊৎসাহ	কতই ব্যস
	গ এ মন !
সর্ব্ব অবয়ব ভূষর শরীর	ভাবিতাম কৃষ
সামান্ত তুচ	

ভাবিতাম আগে	জলধি গোষ্পদ,
डेल्ल भूती कृत अवि	· ;
<u>প্রিণামে হায়</u>	তইল এ দশা,
এখন কোথায় গতি	i 5 1"
বলিয়া এংতক	ভগ্ন অসি সয়ে
সদয়ে করে প্রহার	,
আবার ভূতণে•	পড়িয়া, বক্ষেতে
চাপায় পাষাণ ভার	;
উপরে উপরে	শিলা গণ্ড তুলে
কতই চাপিছে বুবে	۶,
করিছে আক্ষেপ	কতই কাঁদিয়া
দারুণ মনের ত্থে	1
" কি কঠিন হিয়া"—	কহিছে কাঁদিয়া
শিলা হেন হয় ছা	র,
ন ভাঙ্গে সে বৃক	পরেছি যেখানে
বাসনা-ফণীর হার	
বলিতে বলিতে	উঠিয়া আবার
ক্রমে অগ্রভাগে য	
রুক্ষ অন্তরালে	গিয়া কিছু দূরে
গ্ৰপা মাঝে লুকা	
বাড়িশ কৌতুক	কোথা প্রাণিগণ
এরূপে করে গমন	´
জানিতে বাসনা,	ঋষির পশ্চাতে
চলিমু আকুল মন	1
পশ্চাতে তাদের	চলি কতদুর
ক্রমে আসি উপনী	_
অনস্ত বিস্তার	ঘোর মরুভূমি
হেরি হ'য়ে চমবি	,
হেরি চারি দিক্	যেন নিরস্তর
ধ্মেতে আচ্ছন্ন র	
নাহি বৃক্ষ শতা	পশু পক্ষী রব
-বিকলাঙ্গ সম্নয়। কালিক	
বারিশ্রা মরু	प् प् करत भनी,
চলিতে নাহিক পণ	٧,

ক্রিন কর্কশ লবণ মৃত্তিকা উত্তপ্ত অনুল্বং : পদ-তালু জলে হেন তপ্ত বালু, সে তাপ নাহিক জ্ঞান, দিক হারা হয়ে ভ্ৰমে সেই থানে পরাণী আকুল প্রাণ; ধূলিপূর্ণ কেশ, বাণীশৃভা মুগ, শরীরে কালিম মলা, সে মৰুপ্ৰদেশে ভ্ৰমে প্ৰাণিগণ মন্তবে হ'য়ে **উ**তলা ; विभीर्ग रामन, বরণ পাঞ্জর, নীরবে করে ভ্রমণ, নিশীথ সময়ে প্রেতযোনি ষথা मध हिंख, मध मन। হেবে মরু দেশ তৃষিত অন্তরে চায় সে ধ্মল শৃত্যে, নিরখি দে ভাব হৃদয় পূরে কারুণো। আশাভয়, হাছ, কত নারী নর. কত যুবা বৃদ্ধ প্ৰাণী, ল্মে এই ভাবে त्म यक् **अरमर** বদনে মলিন গ্লানি ! ষাই যত দূব ক্রমশঃ ততই নেহারি ধুম প্রগাঢ়, घनघठे। ८एन বিছায়ে আকাশে তিমিরে ঢাকে আষাঢ়। ट्यादा मन मिक. ক্রমে অন্ধকার প্রবেশি যেন পাতাল, উঠে নিতা ধ্য ফুটে ক্ষিভিতৰ কজ্জল বর্ণ করাল। মাঝে মাঝে বিকট কিরণ চমকি চমকি ছুটে, কাল কাদস্বিনী কোলেতে যেমন বিছাৎ গগনে লুটে;

. 9 5.		wiel asses	जम (प्रत्य कार
ভাতে তীব ছটা		্ৰাণা অপৰণ দাড়াইয়া স্থি	अक्टर
মুহুর্তে পুনঃ লুক			
গাঢ়ভর ধেন		হাতে রজ্জু ধরি	দুঢ় কার ভায়
	ভৃথি।	বান্ধিছে ব	
	আকুল তরাসে		
শিহরি চাহি <i>ত</i> ং		ছাড়িয়া বিকট	শীস ;
রোমাঞ্চিত দেহ	কম্পিত হৃদয়	ঝুলে তরু ডালে	ুশবদেহ যেন, ক্ষণ, খুলিয়া আবার
निन्शिस इंड नग्न		ঝুলি হেন কত	কণ,
দেখি স্থানে স্থানে	কত শ্ব-দেহ		
সেই বারিশ্স স্থ	লে,	রজ্জু করে উন্	
বিক্কত বদন	বিবর্ণ শরীর	কথন অস্থির	ংগে করুতল
লতারজ্ বান্ধা গ	লে।	ভাজিয়া উন্মান	
পীড়িত হৃদয়	কাঁপিতে কাঁপিতে	ছুটে মত্ত ভাবে	সে মরু প্রদেশে
দ্রুতবেগে ক	র গতি.	প্রাণী সে কন্	ালকায়;
হেরি এইরূপ	ষাই যভদুর	চলে দিক্শ্ভ	করি হুহুদ্ধার
বাহিয়া উত্তপ্ত গ	াথি।	কেনপুঞ্জ মুখে	खेत्रे,
ক্রমে যত যাই	তত উষ্ণ কায়ু,	জলন্ত বালুকা	তাপে দগ্ধীভূত
উঞ্চতর শুক্ত মহ	٦,	অস্থির চরণে	इ टि ।
	ঘেরি চারি দিক্	ছিন্ন করে দেহ	নথে বিদারিয়া
শরীর চরণ দহি		मत्छ ছिन्न कर	
	বিশাল বিস্তৃত	বান্ধিয়া অঙ্গুলে	
ভয়ন্ধর মরুভূমে,		মস্তক করে বি	
শৃহ্য গুৰালতা		রুধিরাক্ত তমু	
্ আচ্ছন্ন নিবিড় ধূ		প্রাণিগণে খে	
হুচ্জ লে বালি	অনন্ত বিস্তার	আশভিগ্ন প্রাণী	যত সে প্রাদে
দশ দিকে পরকা	*	শ্ব্যথে ভ্রমে ছ	চীয়া।
ধ্ধু করে শৃত্য	অনন্ত শতীর	জ্বলে মক মাঝে	অনলের কণ্ড
দেগিতে পরাণে		বিপুল মুখবা	नान.
লবণ বালুকা		ধূমল কালিম	বজ্ঞ ধাত সম
দারুণ উত্তাপ অ	79	শিলাগতে নি	রমাণ।
গেলে যেন তাহে			
উত্তপ্ত বালুর		জিহ্বা প্রসার	
মরু মধাভাগে	একমাত্র তরু	ब्रुट ब्रुटि खेटे	দূর শৃত্য পথে
ভাপে জীৰ্ণ কৰে		ভীষণ গৰ্জন	
-14: -11: 19	,	-1111	

नेहि मिहि कित	উঠে বহিং জালা			
कुभ श्रदेख खीय दा				
किटि गक् गक्	ছুটিতে ছুটিতে			
প্রসারে ধেন ভূজকে;				
আনি প্রাণিগণে	ধরি একে একে			
সেই মূৰ্ব্তি ভয়ন্কর,				
সে অনল কুণ্ডে	मृहर्व मृहर्व			
নিক্ষেপে বহ্নির পর	1			
ग ित करह "वरम,	হের রে হতাশ			
হতাশ-কৃপ নেহার,				
আশার কাননে	পরিণাম এই			
নিরূপিত বিধাতার	_			
নেহারি আতঙ্কে	কম্পিত শরীর,			
ভয়ে শিরে কাঁপে কেশ—				
ध् ध् कदत मिक्	অনন্ত-ব্যাদান			
বলুময় মরুদেশ;				
জালছে অনল	সে বিষম কুতে			
আশাভ্য নারী নর	হতাশ-তাডিত			
न्रभ निक इ'टड अस्य क्लार विकास				
পড়ে তাহে নিরস্কর হেরি ক্ষণ কাল	। সে অনল কুণ্ড			
ংগর শণ কাণ ব্যাকুলিত হয় প্রাণ				
वि —भीघ श्र िष	, "পরিহরি ইহা			
চল কোন অন্ত স্থান				
যেন সে কোন বা	অর্ণবের কুলে			
বসি নির্থিলে এক				
অকূল সাগবে	নিত উর্দ্মিকুল			
নেত্ৰ পথে যায় দে	যা ;			

इस हरन जन. অনস্ত জলধি. वनल यन छेळ्नाम, শুগ্র অন্তরীকে অগাধ অনুস্ত বোমকায় পরকাশ। পক্ষী—প্রাণী—শৃস্ত নিধিল গগন পক্ষী-প্রাণী-শৃক্ত সিন্ধ্; ष्ट्रमधि-शर्कन কেবলি নিয়ত, নাহি অহা স্বর-বিন্দু। জলধির তীরে যণা সে অকুল প্রাণ আকুল হয়; বসিলে একাকী শরীর জীবন বোধ হয় শৃক্তময়। সেইরূপ এথা এমক প্রদেশে প্রবেশি আকুল দেহ, হতেছে আমার, শুন তপোধন ইথে পরিত্রাণ দেহ।" বলিয়া নির্থি হেরি চারি দিক ঋষি নাহি দেখি আর! সেই তক্ত-তল নিজাভঙ্গে প্ন: হেরি দামোদর-ধার! তেমতি কিরণ পড়ি দামোদরে আলো করে হুই কূল, তেমতি কিরণ তরুর শরীরে রঞ্জিত করিছে ফুল! দেখিতে দেখিতে ফিরিম্ব আবার, প্রবেশি আপন গেছে; পুনঃ সে ধরার আবর্ত্তে পড়িয়া মজিন্তু জটিল **স্নেহে**।

मम्मृर्ग ।



ছায়াময়ী।

[কাব্য]

"I follow here the footing of thy feete
That with thy meaning so I may thee rather meete."

Spenaer.

তোমারি চরণ শ্বরণ ক্রিয়া চলেছি ভোমারি পথে, তোমারি ভাবেতে বুনিধ ভোমারে, ধরি এই সনোরণে

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রণীত।

কলিকাতা,

৭০ নং কলুটোলা ষ্টাট, হিত্রাদীর কার্যালয় হ^ঠতে জ্রীঅস্থিনীকুমার হালদার স্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

প্রাসিদ্ধ ইউরোপীয় কবি দান্তের লিখিত "ডিডাইনা কমেডিয়া" নামক অন্বিতীয় কাব্যের কিঞ্চিৎমাত্র আভাস প্রকাশ করিবার মানসে, আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছি। সেই মহাকবির নিকটে আমি কতদুর ঋণী, তাহা ইহার ললাটস্থ শ্লোক দৃষ্টেই বিদিত হইবে। ফলতঃ বহুল পরিমাণে আমি তাঁহার ভাবের ও রচনা-প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

বলা বাহল্য যে, "ভিজ্ঞাইনা কমেডিয়া" বাইবেলের মতাবলম্বি একজন প্রকৃত খুষ্ট-উপাসকের বিরচিত। নবক, প্রায়শ্চিত্ত-নবক (Purgatory) এবং স্বর্গ সম্বন্ধে তাহাতে যে সব মত ও উপদেশ প্রকাটত হইয়াছে, তাহা খুষ্টধর্ম্মের অন্তুমোদিত। এই পুস্তুকে যাহা বিশিখিত হইয়াছে, তোহা সে সকল মত ও উপদেশ হইতে অনেক বিভিন্ন।

ছায়াময়ী।

প্রস্তাবনা।]

-≫∘≪-

নিবিড কালিয়া সন্ধ্যা-গগনে অরণো খেলিছে নিশি: পৃথিবী দেখিছে ভীত-বদনা ঘোর অন্ধকারে মিশি !--অটবী পুরিছে ही-शे भवतम জাগিছে প্রমথগণ, বিকট ভাষেতে অট্ট হাদেতে পুরিছে বিটপী বন। কবন্ধ তালিছে. কুট করতালি ডাকিনী ছলিছে ডালে, বন্ধ-পিশাচ বিশ্ব-বিটপে হাসিছে বাজায়ে গালে। উৰ্দ্ধ চরণে প্ৰেত নাচিছে तुक दश्निष्ठ छ हा, শুক অটবী বিরাট ভাগুবে, কাশ উভিছে ফুঁয়ে; বিকট শ্বশানে কম্বা বিথারি বদেছে ভৈরবীপাল, ভীম-মুরতি শ্বশান হাসিছে, আলেয়া জ্বলিছে ভাল। চণ্ড আরাবে, খেলিছে ভৈরব অন্থি-ভূষণ গলে, के हैं के নর-কপাল শ্বশান ভূমিতে চলে।

১ম প্রেত চলে কপাল ধধ— ধঃ কার মাথা এটা হিহিছি—হঃ ধাকিটি ধিকিটি বিমিয়া। ২য় প্রেত। রাজা কি রাখাল, ছিল কোন কাল এখন মভার মাথার কপাস. भागोत निवादक त्कनिया। ১ম ও २য় এপ্র। চলে কপাল ४४---४: কার মাথা এটা হিহিহি—হঃ ধা কটি ধিকিটে ধিমিয়া। মুখে কটকট শব্দ বিকট পেলিছে ভৈরব দলে, দম্ভ বিকাশি থিলি থিলি হাসি অস্থি-ভূষণ গলে; থেলিতে থেলিতে চণ্ড দাপটে প্রমথ চলিল শেষ. নদীকুলে যেথা मुख बुनारम শ্বশান করাল-বেশ। বিগত-যৌবন দগ্ম-বরণ সমুখে স্থাপিত শব, শুভ্ৰ প্ৰতি চিকুর শিরসে বদনে বিরত-রব: দেখিছে চাহিয়া তীব্ৰ নয়নে কপালে কুঞ্চিত ৱেখা,

অৰ্দ্ধ জীবনে শ্বশান-গহনে
মানব বদিয়া একা
আট হাদিতে প্ৰমথ হাদিল
ভৈৱৰ ধৰিণ তালি,
অন্থি কুড়ায়ে নুমুগু কপালে দ্মুগু কা

প্রথম পল্লব।

শ্বশানবিহারী ভিগারী তথন ;
তথ্যেরে রে প্রমথ প্রেতমৃত্তিগণ,
করিস্ ভ্রমণ কত সে ভূবন,
কত অন্ধকার আলো দরশন,

ত্রিলোক ভিতরে নিশিতে ঘুরে; বল্ কোথা বল্ কোথা শরকাল, কি প্রথা সেগানে, ভোগে কি জ্ঞাল, জীবদেহ হ'তে কুতান্ত করাল

জীবাত্মা যগন খেদায় দূরে ? প'ড়ে থাকে দেহ—কোথা বা পরাণী কলুবে অঙ্কিত জীবনের গ্লানি করে প্রকালিত,—কি সলিগ আনি ? থাকে কতকাল, কোথা—কি পুরে ?

আছে কি উষধি—আছে কি উপায়, পাপের কলক যাতে বুচে যায়, পাপীর পরাণ আবার জীয়ায়,

জীব-চিত্তশিখা কভূ কি নিবে ? কভূ কি নিবে রে সে ঘোর অনল, বাবেক স্থান্য জনিলে প্রথম ? |ইহু প্রকালে কি আছে রে বস্

দে দাহ নিবাঘে জুড়াতে জীবে ? ভূলে কি শাতকী তাজিলে জীবন ইছ-জ্লাকথা এ মৰ্গ ভূবন ?

শতি-চিন্তা-ডোর, জীবের বন্ধন, মাটিতে পুনঃ কি মিশায়ে যায় ? অথবা আবার সে সব বন্ধনে জীবাত্মা দেখে বে স্বপনে স্বপনে, ফণীরূপে কাল অনম্ভ গর্জনে অনস্ভ ভূবনে ঘুরায় তায় ? ना थारक এरव रम हे लिय-होनना. সে মোহ-বিকার, মায়ার ছলনা, শরীর ধারণে, পাপীর বেদনা কখন কদাচ ভুলা ত যায় : ভুলাতে কিছু কি থাকে না ক আর, কোন বা স্বপন –কোন বা বিকার, কেবলি পরাণে জাগে কি ধিকার, গ্ৰামীনী-ভাপ নাহি জ্ঞায় ৪ জ্বড়ায় কৰু কি সে চিতাদহন ? কিরূপে জুডায়-জুড়ায় কখন, আছে কি সে প্রথা বিধির লিখন লযু গুরু ভেদে যাতনা ভেদ ? অথবা যেমতি দশানন-চিতা জনে চিরকাল - চিরপ্রজলিতা. শিখার গর্জনে সাগর-পীডিতা বেলায় লুটিয়া করয়ে খেদ; অধীর সদয়ে অপ্রান্ত তেমতি ভ্ৰমে জীবকুল, অসীম-ছুৰ্গতি ছাড়িতে ভুলিতে নাহিক শক্তি তিলাদ্ধ যাতনে নিক্লতি নয় ? এ হ'তে নবক কিবা ভয়ন্ধর कान दर्दर चाट्ड, श्रीनमाद-कर् পাপের কউকে বিধিলে অস্তর নহে কি কখন সে পাপ ক্ষম ? দেহপুল ভোৱা, মামি দগ্ধমতি, বন্ধ।ইয়া বল পাপীর কি গতি, শিশু পুণ্যমন, নারী পুণ্যমতি

কলুম-পরশে পায় কি পার ?

আছে কি বে পার সে পাপের হুদে, ভুবে ধাহে নর পড়িয়া প্রমাদে বিবাক্ত জীবন ভোগে বে বিধাদে,

আছে কি পশ্চাতে নিশ্বতি তার ? যদি সত্য বল, দেখাইতে পার পরকালে হয় পাতকী উদ্ধার, এখনি ত্যন্তিব এ আলো আঁখার,

তোদের সঙ্গেতে সাথ্যা হব। গহন গজার নগর অটবী নরক পাতাল যে কোন পদবী যগন দেথাবি—যেগানে দেথাবি

তথনি সেগানে আগওয়ে রব। হব নিশাচর, লব দেহোপর নর অছি-মালা, ন্মুও-গর্পন, নরদেহ ধরি হব রে বর্ষার,

পিশাচ-পদ্ধতি শিপিব ঘত। বলু কোথা বল—চলু লয়ে চলু দেখিব সে দেশ, পাশীর সম্বল, দেহত্যাগী জীব লভিয়া মঙ্গল

কি কাজে কিন্ধপে কোথায় বত !' সে কথা শুনিয়া ভৈবৰ সকল কেহ বা ধরিল বিকট কবল, কেহ বা নাচিল—কেহ বা হাসিল,

ভীৰণ কটাকে কেহ বা চায় : বিভয় বিকট পিশাচ-শবদে কেহ বা নিকটে আসি ধীর-পদে কহিল বচন ;—'ভাজিবে যথন

দেহ-আছাদন জীব-নিচয,
কি হবে তাদের ?—কি হবে রে আর—
আমাদেরি মত ধরিবে আকার,—
কমিবে ভূবন—খুঁজি অন্ধকার,—
বিলম্ন ভূহাবে নিচয় বাণী।'
বলি, থিলি ধিলি হাদি মায় দূরে;
আদি অন্ধ্র প্রেত ভয়ন্তর ক্লুবে

কহিতে লাগিল শ্রুতিদেশ পূবে
শ্রুণান-বিহারী প্রাণীর কাছে; --'আমি বলি যায়—করিদ্ প্রত্যয়,
দেহাতে মানব কিছুই না হয়,
মাটির শরীর মাটিতেই বয়,
দেহ মন গড়া একই র্চাচে।
আমরা অদেহী বিভিন্ন-গড়ন
চিরকালি এই মুরতি ধারণ,

ভূহারা নহিদ্ মোদের মতন';
বিদি, নৃত্য করি ঘুরে সেপাম।
সহসা তথন সে বনরাজিতে
বৈতাল জৈবৰ আসি আচম্বিতে,
স্তব্ধ করিল করের তালিতে,

পিশাচ-মণ্ডলী নিকটে ধার। কহিল তানের ভূত-দমপতি, বিকটভূত্তেতে গরতর গতি অমান্ত্রী ভাষা—পৈশাচ-পদ্ধতি;—

'নিকটে উহার না ধাও কেহ; } শোক হুঃথ তাপে যে নর পীড়িত মৃত্যুর অঙ্গুলি যার দেহে স্থিত তাহার নিকটে জগৎ স্বস্থিত,

না লক্ষ কেহ বে তাহার দেহ। সামি ভূতা বাঁর, এ অংদেশ তাঁর ত্রিলোক মণ্ডলে এ কথা প্রথার, কহিছ তোদেব--দেখিদ্ ইহার

কলাত কোথাও অগ্রথা নহে। লক্ষিলে এ বাণী জান ত সকলে কি শাসন-প্রথা পারেতমগুলে ? বিদিয়া অঙ্গুলি হেলাইয়া চলে; এবে শৃহ্য বন কেহ না রহে।

দ্বিতীয় পল্লব।

একাকী মানব এবে বিজন শ্রশানে, সন্মুখে স্থাপিত শব, সুদ্ব ঝিল্লিব রব মাঝে মাঝে উঠে থালি বিকট স্বননে ৷

উঠিতে লাগিল তারা আকাশে ছড়াযে, একে একে ঝিকি মিকি, শুকুঁ আলো ধিকি ধিকি ফুটিল নীলিমা-কোলে,—ফুটে ফুটে যেন দোলে আকাশের নীলিমার কালিমা যুচায়ে।

পড়িল দে ধীর আলো পাতায় লতায়, পড়িল সৈকত তীরে, পড়িল নদীর নীরে, পড়িল শাশান-ভূমে রজত-ছটায়।

তথন তাপিত সেই নরদেহধারী
চাহিয়া মৃতের পানে, বাথিত বাাকুল প্রাণে
দেখিতে লাগিল ঘন, কভু বা উর্জ-নয়ন,
ভাবিতে লাগিল ঘোর অন্তরে বিচারি ;—

যার মান্ত্র-বন্ধনীতে বাঁধিয়া প্রাণ কাদমে না দিল্ল স্থান বিধাতার কি বিধান ; জীবনের পাপ তাপ, মৃত্যুভ্য মনস্তাপ, হেরিলে যাহার মুখ তথনি নির্বাণ :

সেই স্থৃতা মৃত্যুকালে যগন শয়ান, বলিল মিনতি করে—"কি হবে এ দেহাস্তবে, পিতা গো. ভাবিও তাহা—কিলে পরিত্রাণ।"

যার শব বক্ষে ধরি ভ্রমিন্থ মর্ত্রেতে;
হেরিলাম রামেশ্বর, যমুনোত্তি পূত ঝর;
পূক্র, প্রয়াগ, গয়া, বিক্রাচল, হিমালয়া,
ভ্রমিলাম কামরূপ, শ্রীক্ষেত্র তীর্থেতে

সেই স্থপবিদ্ধ স্থতা—নির্দ্ধণ পরাণী; ক্রমিবে পিশানী বেশে তমোষষ দেশে দেশে, স্বর্গের সৌরভ শোভা হরব না জানি ?

শ্রমিছে কি সেই বালা উহাদেরি সনে—
আই ভৈরবীর দলে নর-আছি মালা গলে ?
ভূলেছে পিতারে তার মন্তব্য-জীবন-সার
সারল্য শীলতা দয়া নাহিক সে মনে ?

নহে—নহে কদাচন, না মানি প্রত্যয় ব্রহ্মা যদি নিজে বলে সে প্রাণী ওরূপে চলে, সে আস্থার শেষ এই—অন্ধনিশিময়!

প্রবঞ্চক, মিখ্যাবাদী, বিজ্ঞপী উহারা, পরকাল আছে সত্য, আছে পাপে প্রায়শ্চিত্ত; জগত-নিয়ন্তা বিধি অবশ্য করিলা বিধি যেরূপে উদ্ধার পাবে শ্রমান্ধ যাহারা।

কে বলিবে—কে জানাবে—দেগাবে আমায বিধাতার সেই পণি, নরের চরম গতি, পরলোক, মুক্তি-পণ, কিরূপ, কোথায়!

কে আমারে লয়ে যাবে দেখাতে তন্যা,
সেই পুণাবাশি-ছাল ধবেছে কিরপ কায়া,
কি কিবণে বিবাজিছে, কার তবে কি ভাবিদে
অক্ষয়ীনা সে প্রতিমা কোথায় উদয়া '

জ্যো'স্লাময় গগনের কোল হ'তে তবে যেগানে রোহিণী ভারা, প্রস্তাবতী সেই ধারা দেবী এক ভারাগতি নামি এলো ভবে।

নবদেহধারী কাছে গাঁড়াইল আসি—
পরিধান শ্বেত বাস, গ্বেত আভা আক্ষভাস,
শরীরে অমৃতগর, মৃথে স্লিগ্ধ মন্দ মন্দ স্থাকোমন নিরমদ নিরুপম হাস্থি

বিনিন্দিত কাশপুষ্প তমু কমনীয়, করতলে করতল পালে যেন প্রান্ত বিনীত-নয়না, চাহি পদয়গে স্বীয়।

নিকটে আসিয়া তার মুহুল গুঞ্জনে অমরী কহিল ভাষা জীবিতের হঃথ নাশা ;— তাপিত না হও দেহী ভবতলে কেহ নাহি কলঙ্কিত নহে যেবা পাপ পরশনে।

প্রবৃত্তির কুছলনে ভূলে নাহি কভু— আপ্ন প্রমাদ বশে কিম্বা বিপুরাশি-রসে— ट्रिन नत नात्री नाइ—इद्ध ना क कड़ ;

পরিপূর্ণ নির্মালতা এ জগতে নাই, পৃথিবীর নহে তাহা, সে বাদনা রথা স্প্রহা মানবমগুলে কেহ ধরিয়া মানব দেহ यमि कद्य दम वामना दम आना वृथाहै।

যত দিন নরকুলে সকলে না হবে সেই নির্মণতাময় পরিগত রিপুচয়,— তাপিব ও কলেবর আন্দেশব নিরম্ভর যত বিন কারো চিত্তে স্বেব-বিন্দু ববে,

তত দিন এক। কেহ এ ধরণী–মাঝে রিপুম্ম দেহ ধরি কুবাসনা পরিহরি, পায়স নবনা ক্ষার স্থাতল ভক্ষ নীর, নিজনক স্থধান্তলে স্নান করি হাদিতলে নারিবে লভিতে জন্ম পুণ্যমন্ত সাজে।

বিধির নিয়ম ইহা, অধ্তা লিখন— সমগ্র নরের জাতি ধরাতে একত্র সাথি, একত্র উদয়, গতি, একত্র পতন।

যথা অনস্তের পথে গ্রথিত স্থন্দর কোন গ্রন্থি যদি তার ছিন্ন, শ্লথ একবার পাতাল ভূতল শৃষ্ঠ ছিন্ন চরাচর।

কিন্তু গাঁর বিধি ইহা তাঁরি বিধি শুন ত্ত্বতির আছে ক্ষর, সম্ভাপ অনস্ত নয়, পরকালে আছে ভোগ, মুক্তি আছে পুনঃ।

চল দলে দেখাইব সে গতি তোমায়. দেখাৰ তন্মা তৰ, ধ'ৰে যাব শৃক্ত শৰ ভ্রমিলে পৃথিবী'পর ভিক্স-বেশে নিরম্ভর, দেখিবে অদেহ এবে সেই ছহিতায়।

আগে এ শবের কর দাহ-সংস্কার. মৃত্যুম্পর্ণ দেহ ঘাহা বাথিতে নাইক তাহা অমূত জাবের বাসে—বিধিবাক্য দার।

কহিশ তথন ক্ষুদ্ধ নরদেহবারী, व्यमवीय नदमान विश्व छोठ छक्त मान, लामक्षेत्र काया, वन्दन अनिव्हा छाया, অস্থি-দার শবে বাছ মেহেতে প্রাদারি-

কেমনে কহ গো দেবী অনলের তাপে মেহে ভিজায়েছি ধার হরন সন্তাপে !

নিয়াছি অমূত ভেবে যাহার বদনে স্থান চল্টা ভাসুল, কপুর গুরা দে বৰুনে বহিংশ্বালা ধরিব কেমনে !

ভ্ৰমিয়াছি বছকাল প্ৰশানে প্ৰশানে, লেখেছি নিশ্ব মন নরনারী কতজন শাশানে করেছে দগ্ধ প্রিয়তম জনে;

নেধেছি প্রাণে কেঁনে কত স্থতাস্থত থাং শণী ভারাকুল, অনুশ্র বন্ধন-মূল; প্রিরতম পিতা মূখে সহায়ি করেছে সুথে वर्गक्रभा जननीय भ्रशिक क्रिया. नीव আনিয়া চেলেছে ভম্মে —শাস্ত্র মন্ত্রাত।

এ নিৰ্দিয় প্ৰথা কেন, ওগো স্বৰ্গস্থিতে ? প্ৰিয়তম ভিন্ন আৱ স্থানিদ্ধ নহে সংকাৱ— এ প্ৰথা পালিতে প্ৰাণ দহে গুণযুতে।

সে বাক্য শ্রবণে মুগ্ধ অমগ্রী তথন শব পাশে দি।ড়াইয়া, নিজ মুথে অগ্নি দিয়া দহিল কয়াল রাশি; সঙ্গে লয়ে মর্ত্তবাসী উঠিয়া আকাশে উর্দ্ধে করিল গমন।

তৃতীয় পল্লব

চলিল গগনপথে অমর-স্থন্দরী কিরপের রেখা মত, শোভা করি নীল পথ, স্থধাগন্ধে বায়ু-স্তর পরিপূর্ণ করি।

মুদিত নয়ন, ভীত, কম্পিত শরীর অঙ্কদেশে দেহধারী, এবে শুক্ত পথচারী, সুষ্পু প্রাণীর প্রায় স্বপনে যেন ঘুনায়, উঠিতে লাগিল ভেদী অনস্ত গভীর।

উত্তরিশ অবশেষে অমগ্রী তথন গগনের দেই দেশে, গেখানে নক্ষত্র বেশে অনস্ক ভূথও গান্ধি করয়ে ভ্রমণ।

প্রবেশে নক্ষত্রে এক সে তারারূপিনী;
আরু হ'তে আপনার রাগিলা নিকটে তাঁর
জীবদেহধারী নরে, যতনে ভাহারে পরে
কহিলা মূত্র স্বরে স্থামিষ্টভাষিনী—

কহিলা চাহিয়া স্থপ্ত মানবের পানে— "গোল চক্ষু, দেহময়, এ জুবন শৃক্ত নয়, ক্রমিতে পারিবে হেগা যথা পরাস্থানে।" সংবিশ্বয়ে দেহধংগী দেখিল তথন চারিদিক কুহ ময়— মর্জে গথা শৈলতয় উন্নত বিনত তথা কুয়াসা তেমতি সেথা, নহে দে নক্ষত্রবপু মণ্ডিত কিরণ।

আখাদিত চমংক্ত বিনীত বচনে জিজ্ঞাদে তখন নৱ "একি পুনঃ ধরা'পর আনিলে আমায় দেবী ঘুরায়ে স্বপনে ?"

অমবী কহিল—"দেহী, এ নহে পৃথিবী, পৃথিবীর অন্তরূপ দৃঢ় কুহেলিকা স্ত,প, অমিনী নকত্র নামে বাব্দ ধাহা ধরাধানে, এই লোক সে নকত্র—ভুলিও না জীবী।

কিরণের রাশিমত—কিরণমণ্ডল; কিন্তু এ নক্ষত্ররান্তি, অতরল শৃভারান্ত্রী মূথ্য দরার প্রায় দুলীভূত সমুদায়, মূত্রীবিতের বাস—প্রাণীময় স্থল।

রচিত থনিজরাজি পৃষ্ঠতলদেশে, পারদ, রজত, সীদ, শিলা, শৃস্ত স্থসং কত ধাতু, মর্ত্তে তার নাহিক উদ্দেশ।

কারো পুঠে অবিরূপ কেবাগ তুষার, কারো অঙ্গে কুহাচয়, কেহ বা সলিলময়, কেহ হক্ষাকাশ-বৃত্ত, কারো অঙ্গে সদা স্থিত অনল উত্তাপ তেজ—করিছে বিহার।

জ্যোতিঃবিশারদ শুরু ধরাতে যাহারা, তাহারাই বহু ক্লেশে দেগে এ নক্ষত্রদেশে স্বরূপ কিরূপ কার, কোথায় কি ধারা। ধরাতে নক্ষত্র নামে ডাকে এ সকলে, আমরা অদেহী প্রাণী অন্ত নামে শৃত্যে জানি এ সব বর্জুলাকার ভূবন যত বিস্তার স্থীবায়ার কারাগার অন্তরীক্ষ তলে।

তাপ ৰাষ্ণ রৃষ্টি ধুম ঝটিকা প্রস্থৃতি যেখানে প্রধান যাহা, তারি অনুক্রণ তাহা, ইহাদের নাম হেগা—যায় যে প্রকৃতি।

দেহতাতে জীব আত্মা প্রমাত্মা দেশে, যাতার যে তংগ ফল ভূঞ্জিবারে সে সকল, যোগানে আদেশ পায় সেট সেমগুলে যায়, পুঠতল ভেদ করি মন্তবে প্রবেশে:

যতকাল শেষ নতে জীবন আস্বাদ অন্ততাপ-শিংগানলে, ততক'ল দেই স্থলে, থাকে দে পরাণীপ্রঞ্জ ভৃঞ্জিতে বিধাদ।

সে লালসা নির্ম্বাপিত হয় যেই ক্ষণে সেইক্ষণে মুক্ত প্রাণী তেয়াগি শরীবী-শ্লানি, ধূর্যান্যান্তা অবয়বে, প্রকাশিত প্রাণ্ড মবে, ভাক্তয়ে সে লোকগর্ভ নিস্তাপিত মনে।

তাদেরি অম্বের শোভা কিরণ আকাণে, কাঁপি কাঁপি মিকি মিকি তারা অম্বে ধিকি ধিকি চমকে মানব চক্ষে শর্মারী আধারে।

পাপ-মৃক্ত প্রাণীর্ক বিহরে তথন রক্ষাণ্ড বেষ্টন করি, তাপিতের তাপ হরি, হিতরতে সদা রভ আপন সামর্থ মত, বিধির বাঞ্চিত কার্য্য করিতে সাধন।

কত হৈন মুক্ত জীব মানব মণ্ডলে ভ্ৰমে নিতা নিশাকালে, স্ফাতে ভ্ৰান্তিব জালে দেখাতে সৱল পথ বিপধী সকলে।

কত প্রাণী ধায় পুনঃ হরষে মগন বিধির বাসনা যেথা গঠিতে নৃতন প্রথা নৃতন আকাশ তারা, পৃথিবী নৃতন ধারা নব ববি নব শশী নৃতন ভূবন।

যে লোকে এগন ভূমি দাঁড়ায়ে মানব, কুহালোক এই স্থান, কপটী পাপীর প্রাণ নিহিত ইহার গর্ডে ক্ল**ন্ধ** প্রভা সব।

মিথা ভাষা প্রবঞ্চনা করিয়া ধারণ

যে প্রাণী ধরণীপেরে
সকল পাপের মূল

এই লোক-ছাঠবেতে ভূঞে নিপীড়ন।"

জীবিত জিজ্ঞাসে ঠাঁৱে—"কোথায় সে সব, না দেখি ত কোন দেহ, কোথায় না দেখি কেহ, কেবলি কুফেলি-বাশি —নিবিড় নীবৰ।"

"দক্ষে এস এই পথে ;—"বলি দেবী শেষ জীবিতের মাগে মাগে চলিল সে তলভাগে সুসন্ধ' দেগায়ে ভাবে ; আসি এক গুহা-বাবে মন্ধকার গুহা-পথে করিলা প্রবেশ।

চতুৰ্থ পল্লব।

প্রবেশি গহর মুখে শুনিল শরীরী যেন কত প্রধানীর ব একত্র মিশিছে সব, কলরবে সে প্রদেশে পরিপূর্ণ করি।

নিবিড় অরণ্য যথা মাকত-নিম্বনে পত্র-ঝর-ঝরস্বরে সর্বাদিক্ পূর্ণ করে, তেমতি অক্ট্ নাদ, ঘন স্বর সবিষাদ, বহে স্রোভ নিরম্ভর সে ঘোর স্থ্রনে। ধ্মবর্ণ বাষ্পরাশি—গাঁচতর ঘন—

লমে সে প্রদেশময়, সর্ব্বর প্রসাবি রয়,

তমারত নিশামগে যেমতি গগন:

কিন্তা মথা হিমঞ্জ কু-প্রদোষ সময়
গাঢ় কুহেলিকা-জাল ঢাকে মহী তরু-ডাল,
সরোবর পথ ঘাট শূক্য গিরি নদী মাঠ
ধ্সরিত কুহাধ্যে লুকাইয়া রয়;

তেমতি কুহেলিচ্চন্ন নিবিড় সে দেশ ; গোধ্লি আলোক মত ধীব ভাতি দ্বগত কদাচিং স্থানে স্থানে কৰিছে প্ৰবেশ।

আলো অন্ধকারময় বিশাল ভবন,
জটিল কুটিল গতি নানা দিকে নানা পথি
চলেছে ফিরেছে যুবে, এই লক্ষা কিছু দূরে
প্রবেশি তাহাতে কিন্তু অসাধ্য ভ্রমণ !

অসাধ্য ভ্ৰমণ যথা কোন সিদ্ধ যোগে, বদেশী ব্ৰাছক যবে বৃদ্ধি হত স্তব্ধ ববে, কাশী বয়ে⁷ নিক্ষেপিত একা নিশিযোগে।

স্তত ঋলিত পদ শরীরী মানস চলে অমনীর পাছে ধীরগতি কাছে কাছে চলিতে চলিতে বীরে তেরে অন্ধকারে দিরে কত দিকে কত জীব সংখ্যা অসম্ভব।

হেরে দেহদারী ভয়ে রোমাঞ্চিত কায় – কবন্ধ সদৃশ সব বক্তগ্রীবা, ক্ষীণ রব, পশ্চাতে হাঁটিয়া চলে পুঠভাগে চায়,

না পায় দেখিতে অগ্রে—নেত্র, নাসা, মুখ ঘুরান পৃষ্ঠের দিকে, কেহ নাহি চলে ঠিকে, ঘুরুলে বায়ুর মত ঘূরিয়া বেড়ায় পথ, বাক্য নিঃসারণে যেন কতই অস্ত্রখ। চলে সবে করে চাপি কঠিন কর্মণে কণ্ঠতল মৃত্যুর্ক, বেদনা যেন ছঃসহ, নিয়ত বাণিছে কণ্ঠ শ্বাস প্রসারণে।

এত জীব চলে পথে, চলিবার স্থান কষ্টে অতি মিলে নরে; চলিল পথের'পরে জটিল জনতা ঠেলি শত পদ যেন ফেলি শতপদ বক্ষে চলি কর্মে প্রয়োগ।

দেহের উত্তাপে তাবে জানি জীবকুল, ভগ্ন ক্ষীণ ক্ষ্ম স্বর, পল্লবে যেন মর্ম্মর, নির্গত নিশ্বাস-ওঃগ—ব্যগায় ব্যাকুল,

কহিল—"শরীবী প্রাণী স্থল দেহ তব, তুমি কেন হেণা নর, তুরস্ত এ গুহাস্তর, কোথা আদি কোণা অস্ত, না পাইবে সে তদস্ত,

এ কুহা গহ্বব, নব, ছর্গম ভৈবব ; কত কাল(ই) আছি হেথা—ভ্রমি এই ভাবে, ঘুরিৱা ঘুরিয়া শ্রান্ত, তবু পদে পদে ভ্রান্ত, চিনিবাবে নাবি পথ—ভূমি কোথা পাবে ?

আলোকে জন্ম পদা অন্যাস তোমার,
পতে দেহধারী নব, শীন্ত তাজ এ গ**হব**ে
আল্লাময় দেহ ধবি আমরা জম্ম কার,
স্থামাদেরি নেত্রপথে নিশি এ আঁধার।

নিবারি ফিরিয়া যাও।"—তথন শরীরী কহিল, "হে আয়াময়, তব চক্ষে দুখা নয়, আমি কিন্তু যাব এই অন্ধকার চিবি,

সঙ্গে হের কে আমার।"—বলিয়া সঙ্গেতে দেথাইস জ্যোতির্দ্ময়ী; নিরশি:সবে নিম্ময়ী, শশব্যস্ত আথান্তর, বদনে বিস্তারি কর, পালায় পাপান্ধার্গণ নিশি যথা প্রোতে; and the second of the second o

কিছা পিপীলিকা শ্রেণী দলিলে চরণে ভৌদিকে যেরূপে ধায়, সেইরূপে হেরি উায় পলাইল পাতকীরা সে কুহা গছনে।

প্রবেশে গহ্বর মধ্যে অমরী পশ্চাতে
শরীরী পরাণী এবে, চলে ধীরে ভেবে ভেবে ;
কাতর অস্তবে অতি ভয়ে ভয়ে করে গতি,
দেগে অলে গুহালোক—দীপ যথা বাতে।

না য'ইতে বহুদূর শরীরী হেরিল বদনে গুঠনারত আত্মা-দেহী শত শত চলে ধীরে, কভু দ্রুত, ক্রুগন শিথিল ;

চলে পথে, চলনের গতি চমৎকার—

শষ্ট বাড়াইয়া ধীরে পদফেলি দেখে ফিরে,

এই চলে এক ধারে মুহূর্তে অপর পারে,

ক্ষণে পূর্মা, ক্ষণে পরে পশ্চিমে আবার।

শরীর শুষ্ঠনে ছাপ কত রঙে মাঁকা, কি যেন কক্ষের তলে লুকায়ে সতর্কে চলে, গঞ্জগতি —কক্ষে যেন বিদ্ধিছে শলাকা।

আচ্চাদন, অবয়ব, ভাষা, বর্ণ, বেশ, দেখিল যত প্রকার বিভিন্ন দে সবাকার, দেখিয়া ভাবিল দেহী ধরা বৃঝি শৃক্ত গেহী,— এত স্থাতি, এত দ্বীব, ভূঞ্জে দেগা ক্রেশ!

নিকটে আদিবা মাত্র মিষ্ট আলাপন যুত্ত সম্ভাষণ করি, জতগতি অগ্রদারি দীড়াইল হাস্তমুগে শত শত জন।

এত মধুপূর্ণ বাক্য মুখেতে সদাই — যেন বা মিত্রতা কত, স্নেহ মায়া পূর্ব্বগত শবি যেন জদিতল কতই স্থণ বিহুল, তত আপনার আব কেহ যেন নাই! চাহি অমরীর মুথ মানব তথন— "হে দিব্যাঙ্গি! কহ একি, নেত্রে না কথন দেখি জনপ্রাণী ইহাদের, তবে কি কারণ

এরপে সন্তাহে সবে ?—"জ্যোতির্ময়ী বলে "ওকথা শুনোনা কাণে, চেয়ো না ওদের পানে, ওরা জীব নরাধম।" বলিয়া ঘুচাতে ত্রম মুণের গুঠন তুলি দেখায় সকলে।

নরদেহী চমৎক্বত ত্রাদিত অন্তবে, সবারি ললাট ভাগে, দেখিল অন্ধিত দাগে— "প্রতারক"—লেথা দগ্ধ শলাকা অন্ধরে।

তগনি জীবাস্থাগণ কাঁপিতে কাঁপিতে উৰ্দ্ধপদে নিম্ন শিবে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিবে, করে ঘোর আর্ত্তনাদ, না পারে ফেলিতে পাদ, ক্লম্বানে উড়ে যেন, না পারে থামিতে,—

মুগে বলে—হায় হায় ! ধরায় তথন কেন বা চাতুরি করি পরের সর্বস্থ হরি যাপিয়া জীবনকাল—ভূঞ্জি এ যাতন !"

রোষ ক্যায়িত নেত্র, অধর স্ক্রণে ঘুণাভাষ বিলেপিত, অমরী চলে স্বরিত মানব দেহীরে লয়ে; পশ্চাতে বিশ্বিত হয়ে শরীরী চলিল ধারে সে কুহা গহনে।

চলিল---বিদির কর্ণ আয়া কোলাইলে, কেহ নাহি শুনে কায়, সম্ভাবে দবে স্বায় বিকলিত কত রূপ অফ্টুট কাকলে।

চলেছে সে আত্মাগণ নিরানন্দ মন, চলিতে চলিতে হায়, অন্তুত ভীম প্রথায়, ছিন্ন গ্রীবা সহ তুও, অস্তু কাঁধে বসে মুও, কার মুগে কার জিহবা ভীষণ দর্শন ! অন্ত নাই—ক্ষতি নাই—গতি অনিচ্ছেদ; মাঝে মাঝে ঘোনতর মুগে পেদনার স্বন, নিশাচন প্রেত প্রায় তম করে ভেঁদ।

জিজ্ঞাসে অমরী চাহি দেহধারী প্রাণী "কি কারণে আর্ক্তনাদ করে এরা—কি বিবাদ কি তাপে অন্তর দাহে ? কেন বা ওরূপে চাহে— বনভ্রষ্ট যুথ যেন হেরে অরণ্যানী ?"

"কহিলা অমরীমূর্ত্তি—করিছে ভ্রমণ এই সব জীব হেগা কতকাল এই প্রণা সেই কথা মনে যবে করয়ে প্রবণ,

যথনি স্থান্ত প্রেরণ প্রতায়—
না পাবে উদ্দেশ্য স্থান, না পাবে পথ সন্ধান,
ছামান্তপে দূরে থালি হইনে চক্ষের বালি,
প্রকাশে তথনি স্বারে নিরাশের ভয়।

দেহধারী তুমি জীব বুঝিবে কিঞ্চিং কি ছংসহ সে যাতনা, কি নিরাশা সে কলনা বাসনা থাকিতে চিত্তে ফলেতে বঞ্চিত !

মিথুকে পাপায়া এরা—ধরাতে থাকিয়া জড়ায়ে অসতা জাল কাটিলা জীবন কাল, এবে ভুঞ্জে ফল তার, এখনও চিত্রবিকার; বিধানতে জলে নিত্য এখানে আসিয়া।

চল আগে—"বলি দেবী, হয়ে অগ্রসব দীড়াইলা এক স্থানে; শবীবী উৎস্কক প্রাণে পুনর্ম্বার চারিদিকে চাহিল সহব।

দেখিল সন্মুখে এক ভীমাকার বন, খনতর কুয়াসায় আরত সে বনকায়, শ্লাধিল জন্মিত, ভাঁৱ করিছে ভ্রমণ কত জীব-দেহছায়া **কডরূপ ধরি,** কদলীপত্ত্তার প্রায় সতত কম্পিত হায় ভীত-দৃষ্টি, মন:কেশে হেবে সদা পৃষ্ঠদেশে,— পৃষ্ঠদেশে যমদূত ছোটে দণ্ড ধরি।

সে বনের চতুর্দ্দিকে বিকট নিনাদ উঠে নিত্য ঘোরোচ্ছাসে, আস্থাকুল মহাত্রাসে করে ঢাকি শ্রুতিতল করে আর্ত্তনাদ।

বিকট বিদ্যুৎ ছটা মান্সে মান্সে তাষ পড়ে অরণ্যের গায়, আত্মাকুল দক্ষপ্রায় হা হডোহস্মি শব্দ করি, বৃক্ষ বিবরেতে সরি সভাগুল-অন্ধকারে আতক্ষে লুকায়।

সেগানেও নাহি প্রান্তি যাতনা সন্ত্রাসে; বিবর কোটর-গায় যেগানে লুকাতে যায় সেইগানে গন্ধকীট উড়ে চারি পাশে,

কর্ণমূল গণ্ড দেশে কটুল ঝল্পাবে ন্রমে সদা লক্ষ লক্ষ, ছড়ায়ে বিষাক্ত পক্ষ, উড়ে উড়ে চারিধাবে আকুল করে ঝল্পাবে, ব্যথিত জীবাগ্নাকুল দংশন প্রহারে।

দেশে নর আত্মা-দেহ**্দৈ** বন ভিতরে কত হেন গিরি ক্টে, নদী গুহা, লতাপুটে, কাদিতে কাঁদিতে কাঁপে বিবরে বিবরে।

বিশ্ব ভাজিতে নাবে বিচ্যাতের **স্থায়ে,** জিতবে তর্গন্ধময় কর্ণমূ**লে ক্লমিচ্য** ঝঙ্কাবে বিষয় তানে বধির করিয়া কাণে, অধীর জীবাল্লাকুল শিবর আ**শ্রা**য়ে।

যেন অন্ধকার দেশ, যেন নেত্র-পথে শুক্রতর কোন ভার দৃষ্টি রোধে অনিবার, না সরে, না হয় ভেন, কভু কোন মতে। কত আক্সা সে হঃসহ তিমির পীড়নে করি ঘোর আর্দ্রনি, বিহ্যতাভা শ্রেষঃ গণি বিবর ছাড়িতে চায়, ছাড়িতে না পারে তায়, এবে তম্পায় অরু দৃষ্টির বিহনে।

দেহধারী মানবেবে অমগ্রী সম্ভাবে— নিরানন্দ এই সব জীবর্ন্দ, হে মানব, দেখিছ এখানে যত জীত হেন ত্রাসে;

কুট জী বী প্রবঞ্চক যতেক জ্ম্মতি, ধরাতলে বঞ্চনায় ছলিলা কত প্রথায়, আপন হিতের তরে সতত পরস্ব হরে, ক্ষের হে যে পাপীদের হেথা কি জ্গতি।

হের কি:হুর্গতি—কিবা বিশীর্ণ মূরতি ! জীবনে হঙ্কতি যত তাগে ছিল স্কৃতিগত, এবে কীটরূপে শত বধিরিছে ঞ্চি।

না পারে সহিতে পূর্ণ আলোকের ছটা, কিরণ দেখিলে কাঁপে নিত্য দহে চিত্ত তাপে, অদেহী চিত্তের দাহ —ছরস্ত বিষ প্রবাহ, ছটিছে অস্তর তটে করি ঘোর ঘটা।

'দেখ দেহী অই স্থান'—বলিয়া আবার অমরী দেখায়ে ভায় শেই দিকে ধীরে বয়, দেহধারী নির্বিখন সক্ষেতে ভাহার।

দেখিল মক্ত-প্রাস্তবে জীবাল্লা ছুটছে পতক পালের মত, মধ্যস্থলে কুপ গত কত জীবাল্লার রাশি, খেদবাণী প্রকাশি কুপগর্জে নিরস্তর অনলে পুড়িছে!

ক্পের নিকটে তবে অমরী আসিয়া দেখাইল মানবেরে; স্তন্তিত শরীরী হেঙ্গে অনলের হুদে স্বীব চলেছে ভাসিয়া; কু দুমুগ, কুপগ্ৰন্থ বিশাল বাাদান, লক্ষ লক্ষ অহি তায় অনল মাণিয়া পান লোল স্থিহনা প্ৰশানিয়া লেহিছে স্কীৰাআ-হিয়া নাচিয়া প্ৰনথগণ ক্ষিছে সন্ধান।

বিকট কার্ম্ব ধরি তীক্লতর শর কুপগর্ভে নিরস্তর, আয়াকুল **জর জর—** শরজালা অহিদস্ত দংশনে কাতর!

যগন অন্থির সবে তীব্র বেদনাম অন্ধকারে দৃষ্টে করি কুপ-পার্ছ ধরি বৃদ্ধি উর্ক্কোতে উঠিতে যায়, তগনি সে স্বাকাষ ভূতগণ শরক্ষেপি গহেরে ফেলায়।

ছায়ারপী কত আত্মা সে প্রান্তরময় শীণ ক্লিষ্ট হৃতথাস, হৃদয়ে হৃত বিশাস— কাহারও কথায় কেহ না করে প্রাত্তায়।

জননী বিধাসী নয় আপন তনয়ে !
পুত্রে না প্রতায়ে মায় পিতা দিধে তনমার
অবিধাসী পতি-প্রিয়া ! অবিধাসে দম্ম হিয়া
মিত্রে না প্রশে মিত্র প্রতারণা ভয়ে !

আত্মাকুল এই ভাবে প্রমে লে কান্তারে; প্রস্তুহয়ে কড়ু ধয়, প্রভিতে তক্ষ আত্ম— প্রব-শোভিত তক্ষ কান্তারের ধারে।

তক্ষতলে আসে যেই, তুলিয়া মর্মার হেন বিষাদের স্থর ধরে লতা-পত্র-থার, যেন বা উন্মন্ত বেশ কেহ তক্মৃল দেশ, কেহ শাগা পত্র ছিড়ে অধৈর্য্য কাতর।

তথন সে পত্রদল বুশ্চিক-আকাষে শৃক্ত হ'তে নিত্য করে জীব-আত্মা-দেহ'শব্দে, বিষাক্ত দংশনে দক্ষ করকে স্বাব্দে। প্রপায় জীবাস্থাবৃন্দ উধাও হইয়া,
বদন বিক্তাকার, নিকটে না আদে আর,
লমে তমোময় পথে অপুরিত মনোরথে,
গহ্বরের কুহেলিতে অদ্য থাকিয়া।

অমরী শরীরী চাহি কহিলা—'হে দেহী, এই ক্রম বিষগর্ভ, শাগা, শিগা, পত্র, পর্ব্ব, তীত্র বিষপূর্ণ—স্বন্ধে কেহ জীয়ে নাহি।

ধরাতে "উপাস" নামে এ তরু আথ্যাত;
যে যায় ইহার তলে, যে পরশে পত্রদলে,
যে শরীরে পড়ে ছায়া, তথনি সে জীর্ণ কায়া,
নির্ধান্ত জীবন-মূলে তথনি আঘাত।

হেরিকা ধরিত্রীবাদী সে গাঢ় কুয়াদা, গহরর আঙ্কর যায়, তুরস্ত প্রভা-ছটায়, কথনও উড়িয়া যায়—দিশি পরকাশা।

তথন গহবরগত জীবাস্থা-মণ্ডলী ভোগে যে হুৰ্গতি কত, দেখিলে স্থান হত ! পড়ি জড়বাশি প্ৰায় প্ৰান্তৱ অৱণ্য ছায়, নত গ্ৰীবা ভুজ তলে কৰিমা কুণ্ডলি!

না পারে দেখাতে মুখ কেহ অন্ত কারে, জড়ীভূত জীৰ্নকায়া ৺ সেই সব জীব-ছায়া নিশ্চল—নিৰ্ধাক—যেন ভুজস তুসারে !!

যমদূত ভয়ধ্ব মাসিয়া তথন প্রত্যেক কুণ্ডলীক্বত পাপান্মারে করি ধৃত, তীব্রালোকে তুলি মুথ, খুলিয়া দেখায় বুক— হেরিয়া শরীবী ভয়ে পাণ্ডুর বরণ।

স্বত্ত ফাটকের প্রায় স্থান্দরের তল দেখা যায় সে কিরণে, — লেপিত যেন অঞ্জনে, ক্ষুদ্র কৃদ্র কত ছিদ্র-পূর্ণ ক্ষতস্থল ! আপনি কুলিতে কভু আপনি ফাটিছে সেই সব ছিদ্তমুখ; ছিন্ন জিন্ন করি বুক্ ক্ষত আব মাথি গায় কোটি ক্লমি ভ্ৰমে তায়, ছিদ্ৰে ছিদ্ৰে ছুটে ছুটে কলিজা কাটিছে!

কত ভীতিপূর্ণ স্থান হেরিলা শরীরী গাঢ় কুল্লাটকাময় সে ঘোর পাপী আলয় অমরীর সঙ্গে সঙ্গে ডয়ে ডয়ে ফিরি।

্রিমিতে লাগিলা দেবী দেখায়ে নরেরে ধরাতলে খ্যাতিমান কত মিথুকের প্রাণ,— প্রতারক ছন্মভাষী বকধর্মী আত্মারাশি— এখন নিরুক্ সেই গহররের ঘেরে।

দেশাইলা মানবেরে অমরী সেথায়, বৃক্ষ-বিবরেতে স্থান, বদি কোন নর-প্রাণ রুত্তকঠগতখাস টানিছে জিহ্বায়।

বিদ্যা "তৈথদ ওট" * বিকট বদন ;
গন্ধকীট অবিধত উড়িয়া পড়িছে কড,
চকু মুগ নাদিকায়, তাড়াইছে দে দ্বায়.
অজস্ত্র অশ্ব ধারা ঝুরিছে নয়ন!

শৃত হ'তে অনিবার ক্ষিপ্ত ভন্মরাশি উত্তপ্ত কঙ্করবৎ রোধি নাসা ওষ্ঠপৎ ব্রহ্মতালু-তল দগ্ধ ছার ভন্ম গ্রাদি!

করে করতল ঘাতি প্রেতরূপবারী চারিদিক্ ঘেরি তার, ছাড়ি ঘোর **হুহুকার,** শব্দে বিদারিছে প্রাণ! বদম্শ নিরুখান মৌনভাবে কাঁদে জীব **উ**রসে প্রহারি!

হেরিল অসরী-বাক্যে অস্তত্ত চাহিয়া, বদনে জড়ান কর, "এন্টনি" বিষ**ঃ স্ব**র, "কাইসরের" মৃততক্ত সন্মুধে পড়িয়া, বদনে বিলাপ ক্ষরে হৃদি বিদারিয়া; সে প্রাণী কাছে তথনি আসিয়া শুনিল ধ্বনি; শুনিল এ নহে তাহা, "সপ্ত-গিরি রোনে"শাহা কপতী শুনায়েছিল জ্বগৎ মোহিয়ান

অক্টদিকে হেরে ফিবের গহরর ভিতরে লগাছে গভীর রেখা, ঘুরিছে জীবায়া একা, যুরে যথা অন্ধ রুষ তৈলচক্র ধরে !

শ্রমে জীব শলাবিদ্ধ নয়নে নেহারি, পৃষ্ঠরেথা বক্ত জাব, ওঞাবরে লালান্সাব ! সন্মুখেতে শিলাতলে বেথান্ধিত অশুদ্ধলে বাসনের পাই বুঁটা পড়েতে প্রসারি।

শরীরী স্বিজ্ঞাদে-'কার আয়া এ পরাণী ?' অমরী কহিলা তাম, কটাক্ষ কুট প্রভাম, 'ভারত কলম্ক অই কুটিল শকুনি।'

বলিয়া নির্দেশ কৈলা হেলাথে অসুলি;
শরীরী ফিরায় আঁথি সেই নিকে দৃষ্টি রাখি, হেরে এক ক্লঞাসন, ক্লেনপুর্ব কুগঠন, দৈলের অধেত গাথা—শৃত্যে কেতু তুলি।

'এখন আদন শৃত্ত', অনৱী কহিলা,
'কিন্তু ঐ শিলা খণ্ডে বিধির বিহিত দণ্ডে সত্যরূপী মুবিষ্টির সন্তাপ ভূজিলা;

একমাত্র মিখ্যাবাণী বলিয়া জীবনে —
সেই পাপে এ আলমে মনস্তাপে দক্ষ হ'য়ে
কৃষ্টিপুত্র ধর্মধর, দ্বাপবে প্রসিদ্ধ নর,
সে পাপ থপ্তিলা আদি এ তাপ ভূবনে।

তারি চিহ্ন হেতু এই শিলার আসন চিরন্তন বন্ধ হেথা, অলক্ষ্য নিয়ম প্রথা জানাইতে শৈল অঙ্গে কেতু নিদর্শন। দেগ, দেহী, কত আত্মা সন্ত্রাসিত এবে কাঁদিছে ওথানে বসি, নেজমণি গেছে থসি ! মুথে শব্দ হাহাকার, শ্রথণে কীট ঝক্কার ! জীবনে অসত্য থল ছলনায় সেবে।'

পরিহরি সে প্রদেশ চলিগ দক্ষিণে; অকস্মাৎ কোলাহল, যেন চলে স্রোতোজন, চতুর্দ্ধিক হ'তে সেথা প্রবেশে

এত অন্ধতম কুহা সে হুর্গম স্থানে, কো হ'তে কোলাহল,কোথা বা আত্মা সকল, কিছু নাহি দৃশ্য হয়, থালি জীতি শব্দময় কলরব ভয়কর প্রবেশিছে কালে।

দেশানে পশিতে নব দেখিল স**ভ**য়ে জ্যোতিৰ্দ্ধী কণে ক্ষণে, যেন বিবাযুক্ত মনে, ভাবে কোন দিকে পথ কুহা অন হ'য়ে ।

হেনরূপে চলে দোহে—শুনে অকস্মাৎ পশ্চাং পারশ্বয় উক্তনাদে পূর্ণ হয়, যেন আত্মা কতজন অন্ধকারে অদর্শন, বলিতেছে ঘোরস্বরে বচন নির্ঘাত—

'পাবধান—সাবধান, সন্মুথে গহ্বর পাতাল অতলম্পর্ণ, অসীম ভীম ছর্দ্ধর্ধ কে যাও, নিরস্ত হও—নহিলে **সহ**র

পড়িয়া প্রপাত-মুগে ছুটবে এথনি দে অতল তলদেশে, কে যাও শরীরী বেশে, কান্ত হও—ক্ষান্ত হও, অইথানে ছির বও, পাদ মাত্র নিক্ষেপিলে নিপাত তথনি।'

কপালে ঘর্মের বিন্দু স্তব্ধ কলেবর, শরীরী পাড়ায়ে সেথা; নেহারে অপূর্ব প্রথা তুরস্ত প্রপাত ছোটে শব্দে ভয়ন্ধর নেহারি পাতাক দেশ দেহীর পরাণ আকুল হইল ভয়ে, যেন মুগীগ্রস্ত হ'য়ে হেরে ঘুরে শূক্ত দিক্, নেত্র পাতা অনিমিধ, পড়ে পড়ে যেন স্লোতে হারাইয়া জ্ঞান।

দেণিয়া অমনী নরে ধরিল তথনি, মুহুর্ত্তে দিলা চেতন, শুনীনী বিহ্বল-মন কহিল না থাক হেথা, হে দেবনন্দিনি,

আন্ত কোথা লয়ে চল—দেগ দেহে চাহি।'
আমনী ভাবিয়া ছথ
কেউকে আছিল যেন;
প্লকিত দেহ হেন
কহিলা আখাদি নরে 'প্রযোজন নাহি

প্রবেশি এ ছর্গমেতে —ও শুহা গহিত, বিধির বিধান-বলে, আত্মাকুল অশ্রুজল পরিপূর্ণ চিরকাল —নিত্য উচ্ছ্বাদিত।

বিষম ছঃথের ভাগী বিশাস্থাতক মর্ত্তলোকে যত জন মিত্রথাতী কুর মন— অই পাতালের তলে! চল যাই মন্ত স্থলে নির্থিতে অক্তরূপ পাপের নরক।'

পঞ্চম পল্লব।

উঠিলা অমবী এবে অন্ত তারা-লোকে;
অঙ্ক হ'তে রাধি নরে, কহিলা স্থমিষ্ট ব্যরে
'স্বাতি নামে ধরাতলে বলে যে আলোকে

এই সে নক্ত দেখ।'—নেহারে শরীরী নিরন্তর রুষ্টধারা, পারদের ধারাকারা, সে ভূবন-শৃত্ত-তলে; যথা প্রাবণের জ্ঞান স্লাত মহীতলে সদা বায়ু বন গিরি। পড়ে ধারা ক্ষণকাল নাহিক বিরাম— পড়ে সে ভ্রনময়, জীব আত্মা দৃষ্ঠা নয়, হিমানীর মরু যেন নীরদের ধাম !

প্রবেশিল নবে লয়ে অমরী তথন অন্তর-ভিতরে তার, হেরে দৃশ্য ভীমাকার, শরীরী কম্পিত দেহ, কপালে স্বেদের স্বেহ দেখা দিল বিন্দু বিন্দু—নিশ্চল নয়ন।

দেখিল জ্বলিছে আলো সে লোক-জঠরে রক্তবর্গ ঘন ছটা, চারিদিকে ভীমঘটা, নিশাকালে জ্বলে যথা বেলা-স্তম্ভ'পরে

উৎকটলোহিত আন্তা—জানাতে নাবিকে কোথা গিরি জলমগ্ন, কোথা সিশ্কুপোত জগ্ন লুকায়িত জল তলে, কোথা বা ভাসিয়া চলে চঞ্চল বালুকাচর—বন্মু কোন্দিকে।

অথবা শৈল শিগরে যুক্তকালে যতে জালে ঘোর দীপ্ত জালা সৈনিক-প্রহ্রী-মালং কুহারত নিশিকোলে লকায়ে নীরতে :

দে আভার প্রতিভাতি অধুমাত্র ভাব বুঝিবে দেগেছে বারা, নিশীথের তারাকারা, রক্তবর্ণ কাচপিও, ধরি বাহা পোতদশ ভাগীরথী জলে ভাবে জানায়ে প্রভাব,

দেখিতে তেমতি ছটা; অথবা যেরূপ লোহ-অথ বাবে যবে ত্রিযামায় ঘোর রবে যামিনী, ধরণী, শুক্তে করিয়া বিক্রপ,

ধবক্ ধবক্ জলে আভা কেশর পুচ্ছেতে,
চলে যেন অজগর রক্তচকু ভরত্তর ;
ধদ্ধদ্রেশা-স্থাস বহে নাসিকার খাস,
নানা জাতি নরবৃদ্ধে উড়ায়ে পুঠোতে।

জ্বলে সেইরূপ আলো প্রচণ্ড উৎকট ; প্রভাতেই যেন তার চারিদিক্ অন্ধকার ! অলসিত চক্ষু নর ভাবিল সঙ্কট।

কম্পিত শরীরী-দেহ আলোক নির্বি ;
সর্বাঙ্গ শরীরময় ভয়েতে তেমতি হয়,
দুমাইয়া অকস্মাৎ অহি-দেহে দিয়া হাত
অন্ধকার গ্রে যথা জাগিলে চমকি!

না যাইতে বহুদূব শুনে|ঘোর নাদ উচ্চস্বরে আত্মা-মুগে—শেলবিকে যেন বুকে— শুনিলে কেমনি যেন চিত্তে অনাহলাদ!

শুনিল উঠিছে স্বর শ্রবণ বিদাবে, আহি আহি আহিজীবে! নিবে নিবে নাহি নিবে, কি ছবন্ত দাহ অবে, দহে দেহ স্তবে স্তবে, কি আছে ব্রহ্মাণ্ড মাঝে এ তাপ নিবাবে!

আর্ত্তনাদ শুনি নর আত্মামধী সনে চলিল যে দিকে শ্বর; হেরিল হবে কাতর আর্ত্তনাদকারী দেই আত্মাদেহিগণে।

দেখিল ললাট বক্ষে "হত" --চিহ্ন লেখা দগ্ধ লৌহ-শূলধারে! নিরখিল সে স্বারে---নিবদ্ধ দেহের'পর অসার সদৃশ কর, অস্ক অবয়ব চক্ষে নিরাশার রেখা!

তাদের নিকটে আসি শরীরী পরাণী ক্ষিত্র 'হে জীবময়' আমাদের গতি নয়, হেরিবারে তোমাদের এ গ্রুগতি শ্লানি ;

দে নিষ্ঠুর কৌভূকের পরবশ নহি;
এদেছি থুজিতে তাম, হারায়েছি মর্জে যায়!
এদেছি মায়ার ভোৱে বন্ধ হ'যে এই ঘোরে,
স্থামিও ধরেছি দেহে জীবনের অহি!

জানি জালা, আত্মামন্ব, সন্তাপ কেমন;
শরীবীর সাধ্য যাহা কহ এবে শুনি তাহা
বলিতে সে কথা যদি না থাকে বারণ;

কহ কি কারণে সবে বিরুতের প্রায় ? কি হেতু দেহের'পর একপে নিবদ্ধ কর ? কারো পৃষ্টে,কারো বুকে,কারো কটি,জ্জ্মা,মুর্থ--ভ্রমণ শয়ন গতি পঙ্গুর প্রথায় ?'

বৃঝিলা কঠের স্ববে জীবাথা মশুলী; নবে দেখি নিবখিয়া, নেত্র কোণে দগ্ধ হিয়া অঞ্চধারা কপে যেন উথলিল গলি।

কহিল, 'হে দেহধারী, জীবে যত দিন
লিথ জীবনের মূলে তপ্ত শলাকার শূলে
এ দশ্ধ জীবের কথা— কেন হেণা হেন প্রথা
আমাদের আয়াময় জীবন মলিন!

ছিলাম ধরণী-ধামে আমরা যথন তোমারি মতন দেহে, দয়া, মায়া, ক্ষমা, স্লেহে, না দিয়াছি হৃদিতলে আশ্রয় তথন,

স্বার্থ পদলালসাতে, লোভের দহনে, অন্ধ হ'য়ে জীব-দেহে, দূরে ফেলি দয়া স্নেহে, যোথা কৈন্ধ অস্ত্রাঘাত সে অসে তাহার হাত নিবন্ধ এগন, হায় অস্তেভ বন্ধনে!

সাধ্য নাই, আশা নাই; থুলিতে—তুলিতে, বক্ৰ ভগ্ন বিকলাস, আশা মোহ শান্তি সাস, ছিন্ন দেহে ছন্ন জীবে হতেছে কাঁদিতে!'

বলিয়া উচ্চ্বাসে দবে ভীমণ চীৎকার।
শুনিয়া শরীরী নর প্রবণে তুলিল কর;
সেরূপ মরম-ভেদী আর্তনাদে আয়ু-ডেদী
ধরাতলে নাহি কিছু তুলা তুলনার।

অমন্ত্ৰী-আদেশে এবে ছঃখিত মানব চলিল স্থান্য চাপি, তেয়াগি দে মহাপাপী খেদপূৰ্ণ আত্মাকুল দেখানে যে সৰ

ক্ষণেক চলিতে পথে নাসাবন্ধ: পৃরি উঠিল এমনি দ্রাণ, হেন তীর অন্থমান, অন্থির শরীরী জীবী; দেখিয়া ব্ঝিলা দেবী, নিবারিলা সে গর্গন্ধ স্থাধাগন্ধ ঝুরি:

ক**হিলা** আশ্বাসি—'দেহি, না হও ত্রাসিত, দেহেতে যা কিছু ক্লেশ যগনি হবে প্রবেশ, তথনি কহিও, তাহা হবে নিবারিত।'

বলি পুন: অগ্রসর; পশ্চাতে শরীরী
বাক্শৃন্ত মন্দগতি চলিতে লাগিল পথি;
চতুর্দিকে নিরখিল, দেখিতে অতি পিচ্ছিল,
ক্ষবিগাক্ত মুৎ যেন রয়েছে বিস্তারি।

নিকটে আসিয়া আরও দেখিল মানব ফুটছে সে মৃথবং যথা সিদ্ধ অন্নকথ ; বাষ্পাকারে ধুম তায় উথলি ছুটে.বেড়ায়, ফুটে ফুটে উঠে নিতা—নিয়ত উল্লব !

তেমতি দেখিতে যথা পচা গদ্ধময় "স্থলারী" অরণা কোলে, শুদ্ধ থাল বিল থোলে অপক পক্ষের রাশি ছড়াইয়া রয়!

পরশনে সে কর্ম্ব মানব শরীরে আপাদ মন্তক যুড়ে সর্ব্ব অঙ্গ যেন পুড়ে, কাতরে কহিল নর চাহি অমবীরে---

'প্রাণ যায়, প্রভাময়ি, দগ্ধ হয় দেহ!
দেহে না দহন সয়, নিশ্বাস নির্গত নয়,
নাহি মান্ধতের লেশ, কঠে যেন ফাঁসে ক্লেশ,
স্কংপিও ফেটে যায় ভাঙ্গে যেন কেহ!

দাহ ক্ষত পদতল, শরীর আনন, জলে যেন তথ্য বালু, পিপ[া]সায় ভ্রুদ তালু, ধলিবং জিহবারস না সরে ভাষণ !'

বলিয়া মৃচ্ছিত্বং পৃড়িল মানব।

শীতল বায় সঞ্চাবী নিজ খাদে মৃচ্ছা হবি,
অমবী তুলিলা তায়, উর্ণনাভ জাল প্রায়
নিজ গুঠনেতে ঢাকি সর্ব্ব গব্যব।

নৱে চাহি কচে দেবী 'এখন শরীবী ভ্রমিতে পাবিবে হেথা অধিন অমব **প্রথা,** শীত, গ্রীশ্ব, বৃষ্টি, ডাপ, দকলি নিবারি।'

আশস্ত শীতলদেহ শরীরী তগন পুন: সে মৃত্তিকা'পরে প্রাবেশে সাহস ভরে, অগ্রভাগে দেবী মৃর্ত্তি, ধীরে ফেলি চারুপদ করেন ভ্রমণ।

বৃত্তিল মানব এবে সে মৃৎ পরশে, পঙ্ক যথা জলসিক্ত, ক্রাণিরের ধারা প্রক পিচ্ছিল তরল তথা চরণ ঘরদে;

দেহ ভাবে মৃথ যেন ঘুরিয়া বেড়ায় !
দেবীরে সহায় করি চলে নর পক্ষোপরি;
লোহ-প্রাথে স্কুচর্গম ভয়ঙ্কর সে কর্দম,
পদে পদে খালে পদ—স্থির নহে ভায়:

সহিছে প্রবাহ এক সে পদ্ধিল দেশে কালির স্বিৎ যেন, কাসত্তর ঘূর্ণ ঘন ভীনণ তরঙ্গ তুলি বিভীষণ বেশে!

ছন্তব কান্তার মাঝে চলেছে সবিৎ;
অন্ত জলবিন্দুনাই কোন দিকে, মরু ঠাই!
নাহি বায়ু, তরুজ্জায়া, বিঘোর বিকট কায়া
চলেছে একাকী সেই নিভূত সবিৎ।

ছুটেছে কল্লোল বাশি ভয়ন্ধর বোমে, ক্লাকারে ঘূর্ণাবর্ত্ত ঘুরিয়া চলেছে নিত্য, নির্ব্বাতশ্রেতে শব্দ বিন্দু নাহি ঘোষে!

এ হেন নিঃশব্দ স্থান বায়ুশ্ন্ত লোক,

াপন নিশাস শব্দ দেহধারী নিজে স্তব্ধে!

যন দ্ব শ্ন্ত কোলে কেহ প্রতিধানি তোলে

জলিছে ভ্রনময় বিকট আলোক!

দেখে জীব- আরা কত ক্ষমানে ছুট জিছে দরিৎ অঙ্গে, ছুট্টা স্লোতের সঙ্গে ভাসিছে ডুবিছে নিত্য—কভু তীরে উঠি,

পিপাসা আতৃর প্রায় আবার সরিতে গ্রথনি দিতেছে ঝাপ! মুহর্ত্ত না সহি তাপ বাবার উঠিয়া তীরে লুউছে পদ্ধ মরীরে, কথনও তুফানে লুটে ভাসিতে ভাসিতে!

কত আত্মা তীরে নীরে একপে বিরত বিশ্বয়ে হেরিল নর, তেরিল হয়ে কাতর ; অসহু যাতনা যবে আয়ু ওঠাগত,

তথন সে আত্মাগণ করিয়া চীংকার গাকে বিধাতার নাম প্রস্থারি হৃদয় ধাম, বুষ্ঠিত তরঙ্গ বুকে 'আহি—আহি' শব্দ মুখে, ঘ্রসম হন্ত পদ তরজে বিস্তার।

এবে অনস্তের কোলে শ্রুতি বিদারণ হয় ঘন বজ্ঞনাদ! অন্তরেতে অবসাদ গভীর আবর্ত্ত গর্কে ভূবে আত্মাগণ।

অমরী কহিল ধীরে চাহিয়া মানবে

'মত দিন স্পৃহা লেশ রবে চিত্তে রবে কেশ,
জীবনের পাপাস্বাদ মত কাল অবসাদ
হইবে মূলে, এই ভাবে রবে

এই সব নরাধম';—বিলয়া অমরী চলিল অনেক দূরে; মানব বিধাদে পূরে দেখিল সম্মুখে পুনঃ নেত্র-পাত কবি—

দেখিল শ্রেণীতে বরু আত্মা অগণন
আর্দ্ধ-মগ্র হয়ে নীরে বসিদ্ধা নদের ভীরে
কৃষিরে অঞ্জলি করি, পুত্র পৌত্র নাম ধরি,
নয়নে বিসাক্ত দৃষ্টি—করিছে তর্পণ!

তুলিছে সে ক্লফোদক অঞ্জলি পূরিয়া, মিশায়ে অঞ্চ ক্ষিত্রে একে একে ধীরে ধীরে কাল তরকের কোলে দিতেছে ফেলিয়া!

দেখি চমকিল দেহী ;—দেখিল আবার সরিৎ-সলিল ঢাকি ছায়ারূপে থাকি থাকি কত শব নদ অপ্নে ভাবিছে তরঙ্গসঙ্গে ক্ষডচিহ্ন কতস্থানে অপ্নেত স্বার ;

ঘেরি আত্মা জনে জনে ঘুরিছে নিকটে, কাহারও জঘন ধরে কাহারও অঙ্ক উপরে কাহারও অঞ্জলিপট বক্ষঃ কটিতটে।

যথা পুরাণের কথা প্রাচীন লিখন কাল অস্তে ভাসি কালী, শবরূপে দেহ চালি থোর পতা গদ্ধময়, ঘেরি হবি হির্থায় ঘরেছিলা মহাকালে করিয়া বেইন।

হেবে সে জীবায়াবৃন্দ করি নিরীক্ষণ প্রতি শবে ক্ষতস্থান, প্রতি ক্ষত পরিমাণ, হেরিয়া ধিকারে পূরে স্থণা করি ফেলি মুরে— অকস্মাৎ ছিন্নশির—নিকট দর্শন!

দেখি দেহী হতজ্ঞান: অমরী তথন— পরদ্রবা অপহারী, মহাপ্রাণী হত্যাকারী, ঘোর পাপী এরা সব-জ্বন্স জীবন।

জিজ্ঞাদে মানব তাঁরে—'এ নদ উদয কিরূপে কোথায় কহ, আমায় সেখানে লহ, বাসনা দেখিতে হায়, এ সরিং কি প্রথায়, মিশীথে প্রান্তরণদের ত্রাসিত করিয়া নরে ;---হেন রূপে হেন স্থানে প্রবাহিত হয় !'

'দেখাব'--বলিয়া দেবী চলিলা সত্তর: উতরি অনেক পথ. মানবের মনোর্থ श्रुर्ग देवना दिशाङ्का मृतिश-निवात ।

मिथन नामत मान प्राचीत निर्देश— আত্মারূপী কতজন, বসিয়া ক্ষিপ্ত যেমন, হেরিছে সদয়তল বক্ষ: ভেদী অবিরঙ্গ বহিছে উত্তপ্ত ধারা সরিং উদ্দেশে।

বসিয়াছে আত্মাগণ বিদীর্ণ উরস: উগারি উগারি ধারা পড়িছে কালির পারা— ঘনতর নীলিময়, কটল, বিরস:

বহিছে তেমতি—যথা ঝরে থনিমুখে কালিবর্ণ জলধার খনগুল খনিবার মাণিয়া অঙ্গার ক্লেদ, থনি অঙ্গ করি ভেদ, বেগে প্রবাহিত শেষে ধরণীর বুকে।

किश यथा कांनिन्तीत क्रमः कनतांनि यमूरनांकि नशर्रक वर्ष्ट (वर्षा निम्नमूर्थ। পড়ে ধরতিল দেহে কল কল ভাষি।

বসেছে জীবাত্মাকুল ভস্মাসনোপবে, উৎक । तिमना तिथा । अर्थ श्रेष्ठ सन्द (नथा. বিদারিত বক্ষঃস্থল নির্থিছে অধিরল, গঙ্গবে করিছে পান ধারা স্রোত ধরে'।

विकि विवान नांन मूर्य मूल्मू हः, শুনিলে তাদের স্থার. বোধ হয় যেন ঝড় বতে ভেদী মর্দাতল-শব্দ করি হত।

অমানুষী সে নিনাদ শুনিতে তেম্ভি যেন জনশুত্ত কোয়ু পশে কলসেতে কি**স্বা মুম্যু**র স্বর কুশ্রাবা যেমতি।

'কে-এরা' জিজ্ঞাদে দেহী; অমরী উত্তরে-'অবনীর পাপরূপ দ্যাশন্ত হত তুপ, সেই পাপী এই দব এ তাপ গছবরে।

হের দেখ অই খানে—পারিবে চিনিতে যত জীৰ নূপদাজে তাপিতা ধরণী-মাঝে, যাতিয়া ঐশর্য।মনে ভাসাইল অশ্রনদে দৌরাত্মা পীড়িত নরে স্ব ইচ্ছা সাধিতে।

্তেয় অই ভক্ষরাণি আসনে যে পাপী— অই কংস ধরাপতি, দয়াশ্রা ছরমতি, উৎসন্ন করিল আগে যতকুলে তাপি।

নিশ্লীড়িত মথুৱার বক্ষাস্থল দলি, দেৰকীর মনোজ্ঞে বিথিয়া ভারত বুকে আপন কলন্ধরেগা, এগন বিরাক্তে এক। এ খোর নরকে বসি-মনস্তাপে জ্বলি।

হের আই সাত শিশু কমদেশে পড়ি কি বলিছে কাণে কাণে বিষ ঢালি দগ্ধ প্রাণে— নেত্রকাছে যমদুত হেলাইছে ছডি,

দেগাইছে শিলাভল—প্রহারি যাহাতে সংগোজাত শিশুদেহ বিনাশিল তাজি লেছ. হের দেখ লৌহ পারা জননীর জনধার শিলাতে আঁকিছে অন্ধ প্রতিবিন্দপাতে •

শে জীবে পশ্চাতে ফেলি চলে ছইজন ;

ছবু দুবে গিয়া ফিবে হেরে পরিখার পাবে,
অগ্রেতে অচল এক বৃদর বরণ ;

উৎকট আবোকজ্ঞটা পড়িয়া তাহায় হো জয়ঙ্কর-বেশ করেছে ভূধর-দেশ, একা সেই গিরি'পরে আত্মা এক বীণা করে ভাসিছে নেত্রের নীরে বসিয়া সেথায়।

বিশ্বমে জিজ্ঞান্তন দেহী অমনী চাহিয়া কার আত্মা হেরি অই দগ্ধবীণা করে শই, এজাবে পাপাত্মালয়ে ওগানে বসিয়া ?'

উত্তবিল জেণতির্থায়ী অন্তল-পশ্চাতে আমরা এগন, নর, তই ও গিরি শিগর দেখিতে না পাও ভাল, কিছু লত পদ চাল, চল, নির্থিবে সব আবেংহী উহ তে।

পার হয়ে শুষ্ক গাত শিখনের তলে ক্রমে গোড়ে উপনীত, অমনী সহ জীবিত উরিতে লাগিল এবে সে উক্ত ছাচলে।

শরীরী বর্দ্ধান্ত দেহ আবেরাহিতে তায়, যে ভাগে চরণ সরে সে ভাগ তথনি করে নাহি পায় স্থান এক, দৃঢ় পদে মুহুর্ত্তেক বেখানে চরণ রাথে ভূধবের গায়;

নাসা মুখে ঘনখাস চাছে দেবী পানে।
বুঝিয়া অমরী তায় করে ধরি লয়ে যায়
অৱচল শিখর দেশে—পাপাত্মা যেথানে।

অমরী বলিলা নবে—'থালি থাক্ দেহ এই গিরি—ভুন নর, উঠিতে ইহার পর শরীরীর শক্তি নাই, বিষম জংখের ঠাই এ গিরি জীবাল্লা বিমা না প্রশে কেহ।'

বহু কষ্টে শিথরেতে উত্তরিলা শেষে; তথন জাবিত প্রাণী হেরিল বিশ্বয় মানি, চাহিয়া চকিত নেত্রে গিরি অগ্রনেশে,—

দেখে রাজধানী এক, বিশাল বিস্তার, পরিপূর্ণ ব্যানলে, মাঝে মাঝে শিথা জ্বলে, যত গৃহ হর্ম্য তায় দগ্ধ ইন্ধনের প্রায়— লক্ষ প্রাণী কোলাহলে শব্দ হাহাকার

বীণাদগুধারী আন্ধা একদৃষ্টে চাহি, বিগলিত অশ্রুধারা, হেরিছে উন্মাদ পারা দে বহু তরঙ্গ ভঙ্গ—ক্ষণে ক্ষান্তি নাহি!

ছৰ্জ্জিয় প্ৰন বেংগে ৰুদ্ধে খাস খাত ক্ষীত নাৰ বঞ্জে ছি.ডে, সংবেগে ঘন আছি ডে়ে দিয়া বীণ নগুলাক ভাসিয়া পুতেষৰ মেকে, কান্তু বক্ষা, ভালাবেংশি প্ৰহাবে নিৰ্মাত।

দারণ অংক্ষণে তর শিবা জব হয়, বলিছে—ক্ষণেক ক্ষান্তি, নেহ দেব, চিত্তশান্তি, পারি না —পানব না আর, দাহ নাহি সয়।

বুঝি নাই ধরা মানে—প্রথগা ঊনানে—
লোকপতি হ'তে হলে কত সামা খুতি বঙ্গে
লোকেরে পালিতে হল, কেন বলে ধর্মময়
লোকপালে ধরাতলে —বুঝোছ বিদ্বাদে।

দূরে দাড়াইল দেহী মানিয়া বিশ্বয়, ভয়াকুর মৃত্স্বরে দেবীরে জিজ্ঞাসা করে— 'কেবা এই—ভুঞ্জে হেন সন্তাপ ছৰ্জ্জয় ?'

জীবিত নরের বাণী শুনি সে শিথরে কটুস্বরে জীব বলে—'কে জুমি হে এ অচলে জীবিত-শরীরধারী ? জুমি কি কেহ তাহারি যাহার পীড়নকারী নূপ এ ভূধরে ?

यष्ठं शल्य ।

শরীরী বদনে ত্রাসিত বচন ওনিয়া অমরী তায়:---'পুরাব পুরাব বাসনা ভোমার অক্তথা নাহি কথায়. দেখিবে নন্দিনী কিরুপে ভোমার দেহ উন্মোচন করি কি গতি লঙিলা, করে কিবা লীলা कि भूगा भन्नारण भन्नि। ত্রম এভবনে, আরো কিছু কাল: वामना क्रमस्य यय, দেখাই তোমারে এই সব পুরে প্রবেশের কিবা ক্রম। দেখাই তোমারে খেলি সব খেলা কি রূপে জীবারা শেষে আসিয়া প্রবেশে কোন পথ দিয়া त मव आंबांत (मर्भ। धर्माक्रे यम किक्र आंत्रत्न. কি বিচার প্রথা তাঁর. কিরুপে নরকে পাঠান পাপীরে সহিতে পাপের ভার। (मिश्रिट्य नग्रुटन, नग्रुटन क्थन छ यानव ना (नृदर्थ यात्र-ব্রহ্মাঞ্চ-কেন্দ্রেতে বসি ধর্মারাজ বিরাজেন কি প্রান্তায়। কত কি অপূর্ব্ব দেখিবে সেখানে বিশ্বয়ে প্লাবিত হয়ে. দেখিতে বাসনা থাকে যদি বল যাই সেথা তোমা লয়ে। কিছ কহি খন জনহ ভীষণ গগনগৃহন সেই

পশিবারে পারে সে জন সেখানে ভীকতা শাহার নেই। এ হেন সাহস ধর যদি চিতে কহ তবে দৌহে চলি. এত যে আগ্রহ দেখিতে এ সব এবে কোথা গেল গলি १ সে উৎসাহ আশা কোথা বা এখন ? কোথা বা সে মনোরথ গ স্বচক্ষে দেখিবে প্রকাল-গতি বিধি নির্নাপিত পথ ৪ জীবন থাকিতে পরকাল ভেদ যে জন ভেদিতে চায়. পতক শরীরে থগেক্রের বল ধরিতে হইবে তায়। नीत्र व्याती এएक कहिमा: মানব মনের চথে চিস্তি কণকাল কহিলা তথন লজ্জা অবনত মুখে-'অয়ি জ্যোতিশ্বয়ি, ধরি সে সাহস क कड भंदीरत शहा পারে ধরিবারে, না কাঁপি অস্তরে, অসাধ্য নহে গো তাহা। কিছ বাহা দেবী অসাধ্য মানবে **সে সামর্থ্য কোথা পাব** ? भाभीत नित्रस भाभामा इहेग्रा क्यात निर्श्य योव. দেখিত্ব মে সব মনে হ'লে তায় हिम्रा छक् छक्ष करत. শিবাতে শিবাতে প্রচণ্ড আঘাতে বেগেতে কৃধির সরে: লোম হরষণ হেন ভয়ক্ষর নারকী আত্মার গতি. অলভ্যানিয়ম বিধাতার চেডনে হেন গ্র্যাতি-

ार्यत कं।रम जीवरन कन्तन. ক্রন্দন মরিলে পর। রিলে এ গতি, হে অমরবালা, আসিত কে নহে নর ? াপি দেখিব দেখাবে যা কিছ. অভ্যাস নরের বল. रम अमरत्र मरङ्घि किक्षिः ভূমিয়া এ সব স্থল; ম গো যথন সহায় আমার. সুল নহি আমি নর-য়ে রক্ষা করে যে শিশু সম্ভানে থাকে কি তাহার ডর १ নিয়া অমরী :-- 'হে শরীর বারী ভ্ৰান্ত না হইও মনে, বিব বৃক্তি শরীর ভোমার अदर्गाभग्नां (म गर्गरन । ম চিত্তে তব বহিবে যে স্রোভ পরাণ বাাকুল করি, ারী যদিও, সে স্রোত বারণে मामशी नाहिक धति। নিও নিশ্চয় মান্স দমনে মান্থদেবই অধিকার; য় রাজ্যেতে শাসন রাখিতে সহায় নাহিক তার। াপনারি তেজে আপনি বিজয়ী, অজয়ী চৰ্বন যেই. বল প্রাণে সমতা সাধিতে ক্ষমতা কাহারও নেই। • অমর নর, এ প্রথা স্বার, শুন হে শরীরী প্রাণী: কাশ এখন কি বাসনা তব. এ কথা নিশ্চয় মানি। ইল মানব, 'হে স্থবা ভাষিণী,

যা ঘটে ঘটুক কাঁছক পরাণী যাব সে ব্রহ্মাণ্ড পার। দামান্ত পণেতে তম্ব খোয়াইয়া---প্রাণ দিতে পারে নরে. নর হ'য়ে আমি এ পণ সাধিতে নারিব ভয়ের তরে গ ठम. (मनी, ठम. (काथा नएस घाटत. সাহদে বেঁধেছি বক. দেখি অস্ত তার জীবনের পাপে জীবাত্মার কত হঃখ।' চলিল তখন দেহীরে লইয়া অনন্ত গগন মাঝে. অমর স্থন্দরী কিরণ প্রসারি कितरण दयभ वितादन ! উঠিতে লাগিল কতই যোজন গভীর শুম্রেতে পথি, নীল নীলতর গাঢ় সুশা জড কতবায়স্তর মথি। খেলে চারিদিকে অধঃ উষ্ঠ পাশে গড়ায়ে ছড়ায়ে সেথা মকত সাগরে প্রন-হিল্লোল সাগর উন্মির প্রথা। উঠিতে লাগিল যত স্থাকাশে কক্ষতলৈ তত নরে. মুদ্রল কর্মণে অমুরবালিকা যতনে চাপিয়া ধরে। দিয়া নিজ খাস প্রাথানে তাহার শুক্তোতে চলিশ দেবী: মাত ক্রোড়ে যেন চলিল মানব অপুর্ব আনন্দ সেবি। দেখিতে দেখিতে উঠে দেহধারী বিশ্বয়ে বিহ্বল প্রাণ: পথ চিহ্ন নাই অভ্ৰাপ্ত গতিতে গ্ৰহ তারা ভ্রাম্যমান!

কত দিকে গতি করে কত গ্রহ. কতই তাবকা ছোটে. অনম্ব প্রাক্তবে জ্যোতিমালা যেন कलवादा करन रकारहे ! ছোটে পিঠে পিঠে স্তবকে স্তবকে কেহ ধীরে একা ধায়, অদরে অস্তরে বিচিত্র অয়নে বিশাল অনন্ত গায়। কেই না বাধিছে কাহারও গমন চলেছে অয়ন কাটি পূৰ্ণ গোলাকার কাচ ডিম্ব প্রায় গ্রহ তারা কত কোটি। ছুটিতে ছুটিতে নিজ নিজ পথে নিনাদ করিছে সবে, পরিপূর্ণ করি সে গগনদেশ মধুর মুগুল রবে। टम गुरु निकल्प निजान गोनय, মুদিল নয়ন পাতা: স্বপনে যেন বা উড়িয়া চলিল শুনিতে শুনিতে গাথা। অমর স্থলরী জ্যোতি পিও পথ এড়ায়ে এড়ায়ে ধীরে. চলিল তেমনি অর্পো যেমনি কিরণের রেখা ফিরে। ভেদি সে সকল বৃত্ত মধ্যভাগে স্ব্য জ্যোছনা ছাড়ি, প্রচণ্ড নির্ম্বাত কিরণ সাগরে প্রবেশিয়া দিল পাডি। তপ্ত কিরণ, গগন গহনে অমরী প্রবেশে যেই. অল্ল উথলে ঝলকে ঝলকে অসহ উত্তাপ দেই। স্থপ্ত মানব কপোল কপাল

বক্ত নয়ন নাসিকা অগ্রেতে থেলিতে লাগিল সারি কর্ণকৃহরে স্থন স্থন নাদ ঘাতিতে লাগিল ধীরে. দর ধাবিত ক্ষিপ্র চালিত নিনাদ যেমন তীরে। গ্রীষ্ম ঋতুতে ব্রততী আরুত ছাড়িয়া কুঞ্জের ছায়া দগ্ধ মৰুতে পডিলে থেমন উত্তাপে তাপিত কায়া তীক্ষ কিরণ হিল্লোল পরশে निर्माप खेवरण नैत. স্বপ্ন তেয়াগি চমকি জাগিল কণ্ঠেতে কাতর স্বর। স্নিগ্ধ ভাষিণী অমরী তথন কহিল তাহার কাণে, 'উর্ণা বসনে আবর বদন, **रिक्ना** शास्त्र ना खारिगा भीष भवीवी अमबी खर्शन ঢাকিল বদন গ্রীবা, স্থির দৃষ্টিতে দেখিল চাহিয়া অস্থ্য প্রভার দিব। সান্ধ্য গগনে ঢলিয়া পশ্চিমে ডুবিছে যখন রবি, স্বর্ণ করণ করণ সাগরে, অনলে যেন বা ? দীপ্ত প্ৰভাতে তখন যেমন উড়ে প্রোবত সারি, মঞ্চ গ্লায়ে উড়ায়ে শৃন্থেতে করিলে গগনচার ৷ স্ক্ষ চিকণ ঝকিয়া তেমতি আকাশ আচ্চন্ন করি, দেখিল মানব উর্দ্ধ চরণে

চক্রগতিতে ঘুরিছে সতত সে ভীষণ ব্যোমস্তর. সঙ্গে ঘুরিছে কিরণ সাগর অনস্ত | অয়ন'পর | দীপ্তি-জলধি অঙ্গেতে মিশিয়া কোট জীবাত্মার কায়া দটিতে লটিতে উর্দ্দি আঘাতে উড়ে যেন ধূলি ছায়া! শ্রাস্ত শিথিল গতিতে অমরী কিবণ সাগবে খেলি, যোজন যোজন গভীর প্রদেশে পশিল সে সবে ঠেলি! স্থির ক্রাটিক সদশ আক পরশি ছাডিলা খাস: চক্ষ-গ্রথিত মান্য দেহীরে রাখিলা তাঁহার পাশ। পূর্ণ পীয়ুষ পুরিত বচনে কহিলা ভাহারে চাহি. াস্ত-নিমিথে দেখিল অমরী নরের বিবেক নাহি। ার্প-দংশিত পরাণী সদৃশ মান্ব প্ডিল ঢলি. ীল বরণ মণ্ডিত বদন. কম্পিত কণ্ঠের নলি। াকা বিহবল বিশ্বয়ে পাগল শ্বারিত নেত্রের পাতা, ষ্টি বিহীন নয়ন-যুগল কপালে যেমন গাঁথা। স্থ করিলা নিমেষ ভিতরে अवश अनिवी नटव. স্ত বচনে চেতনা লডিয়া মানব কহিলা পরে-र खत्रवन्त्रती, कत्र त्या भार्कना ছৰ্বল মান্ব-আথি,

এ আলো উত্তাপ নারিমু সহিতে চক্ষুর মণিতে বাথি 1 হেরি বচকণ নিরীকণ করি হইন্থ অন্ধের প্রায় ; একি অন্তত, ওগো স্থববালা, বিশ্বয়ে পরাণ যায়!' কহিলা অমরী, চিস্তা নাহি আর, মুস্থ হও এবে নর. প্রশান্ত এদেশ, প্রশান্ত যেমন অ-হিশ্লোল সরোবর। দেখেছ মরতে ঝটিকা যেমন সহস্র যোজন ঘেরি, ঘুরে ঘোর বেগে দেশ ছন্ন করি, প্রাণীকুল স্তব্ধ হেরি। মধ্যস্থল তার অচল অটল প্रवन अधाम शैन. সৌর বিশ্ব মাঝে এ কেন্দ্র তেমতি প্রশান্ত সকল দিন। মধ্যেতে ইহার স্থজন অবধি স্থাপিত মহতাসন, ধর্মাজ বেশে শমন তাহাতে, **ठ**न. शांदव मत्रभन।" বলি আগে আগে প্রকৃষ্ণ বদনা শোভাময়ী ধীরে যায়. ভাবিতে ভাবিতে পাছে চলে নর স্ফাটিক মণি শিলায়। অখণ্ড ধবল মুকুর সদৃশ স্ফাটিক চোদিকময়, তুহিনের রাশি চারি দিকে ভাসি যেন বা ছড়ায়ে রয়! দেখায়ে দেখিয়ে অসরী মানব **চলে कूज़्र**नी रख; যেতে কিছু দুর অবনীবিহারী দেখিল শিহুরি ভয়ে—

ভীম দীর্ঘাকার ছায়ার আকৃতি অশ্বীরী প্রাণী কত. ফিরিছে ঘরিছে তুমস্বিনীম্ম আরণা তরুর মত । দেহ অন্ধকার, কপালের ভটে (मर्डिंग (ययन जानां. ঘুরে যেন ভাটা এক চক্ষ ছটা मुर्ग भंदा "इनाइना !" দেহধারী নরে হেরি ক্রত বেগে চতুৰ্দ্দিক হ'তে যুটি. শত শত জন শমন্কিস্কর নিকটে আসিল ছুটি। কেই কেই তার হুহুঙ্কার নাদে कंग्रिट्स्ट्रंग धति नटत. করিল উত্তম শৃত্যেতে ঘুরায়ে ফেলিতে প্রভা-সাগরে ! তথনি অমরী নিবারি তাদের জানাইল মনোরথ: অমর বালারে কথনে চিনিয়া যম্ভ ছাড়ে পথ। ফেলি রুদ্ধাস চলিল শরীরী ৰম্মের আসন যেখা, যোজন অস্তবে পাড়ায়ে অচল, এ হেন জনতা সেথা! দেনী কহে 'নর, থাক এই স্থানে, কি হেডু সহিবে ক্লেশ নিকটে পশিতে: এই থানে থাকি मधन इत छैक्ता। এত পরিষ্কার কিরণ এথানে অসুশ্ব নয়নে তব. বিনা অবরোধে ছেরিতে পাইবে,

অমর স্থলরী বাক্যেতে শরীরী

বিচিত্র আসন, জীবাত্মা সাগর চারিদিকে যেন থেরে। জিনি স্বচ্ছ কাচ. স্ফাটিক মাণিক বচিত অপুর্বাপীঠ, ঝলকে ঝলকে উছলিছে আভা আক্ষি নয়ন-দিঠ। বক্ষাও কেন্দ্রেতে নিবন্ধ আসন আদি কাল হ'তে ধীর: লোকের প্রবাদে যথা কাশীধাম ত্রিশুলে শুম্মেতে স্থির। ইন্দ্রাদি প্রভৃতি ত্রিকোটি দেবতা তুলিয়া মন্তক'পরে. -ধরেছে আসন সহাস্থ বদনে যুড়িয়া যুগল করে। আসন উপরে মণিময় বেদী. স্থাপিত উপরে তার, অন্তুত গঠন মহা তুলাদও সর্বা খান্যন্ত সার : উর্ণনাভতম্ব সদৃশ হতেতে লবিত তুলার ধট, कड़े नित्त त्यन कड़े शर्न होन ছলিছে হয়ে প্রকট। ক্ষণ নহে স্থির উঠিছে নামিছে निग्रं ८४ ४ छेष्र. দক্ষিণে পূণ্যের, বামেতে পাপের মান নিরূপণ হয়। একে একে পাপী আসন সমীপে কাঁপিতে কাঁপিতে আসি, আপন বদনে আপনি বলিছে নিজ নিজ পাপরাশি। পীঠধারী দেব ইন্দ্রাদি যাহারা এ দুর হইতে সব।' বলিছে পুণ্যের ভাগ্ তখনি আপনি|নাগিছে উঠিছে निर्कार्य की इति दश्त, Bस्रोकोत्र जूनां**जा**ग।

মানদঙাপরে স্থির দৃষ্টি করি প্রস্তর মুরতি হেন. বসি ধর্মারাজ, স্ফাটিক আসনে निवक त्रायाङ एवन। তিলার্দ্ধে যক্তপি আত্মাময় প্রাণী পাপ অংশ কোন তার. ভয় কি বিশ্বয়ে গোপন মানদে ना कदत्र मूट्य श्राठीत ; সহসা তথনি সে অপুর্ব যন্ত্রে बरे ४ট इस श्रित, হলে তুলাদও; অথও বিধান शंग दर्ज किया विधित । **क्रीनिक इट्टेंट कृष्टि क्रक्रबाटम** তগনি শমন দৃত, মুখে"হলা"ধ্বনি প্রহারে এমনি পীড়নে অস্থির ভুত। জানিতে বাসনা ফিরে চাহি নর বাক্য নিঃসারিতে বায়, নিজ ওষ্ঠাধরে অঙ্গুলি চাপিয়া অমরী নিবারে তায়। পুন: পুর্ব্ববং হেরিল শরীরী তুলাঘট উঠে নামে, প্ৰকে প্ৰকে কত আত্মাময় প্রাণী ফিরে ডানি বামে। এত যে ব্রহ্মাপ্ত ঘুরে চারি দিকে গ্রহ তারা থণ্ড হয়. না টলে আসন না গৰে নিক্ষন त्म प्रभ निःभक्त राष्ट्र ! वर्षितम् मृत्यं मात्यं मात्यं अध অতি মৃত্তর স্বরে, শৰ মাত্ৰ ছই আদেশ জানাতে, প্রতি আত্মা মান'পরে। শাপ-পুণা-মান এরূপ বিধানে

সেথা সমাধান হ'লে.

যমদূত যত পাপীরন্দে লয়ে পরিথা ৰাহিয়া চলে। নরে লয়ে দেবী পরিথার তটে গিয়া চলি দ্রুত পদ, কহিল—'হে নর, স্থল নেত্রে হের क्टे देवजन्मी नम्। দেখিল শরীরী খেয়া তরী কত কল-ভাগ খেন চেয়ে, প্রতি তরি-প্রেষ্ঠে মমদত এক দাড়ায়ে তরীর নেমে। অতি ক্ষদ্র তরী বৃহৎ তরাল বৈতরণী তীরে যন্ত, এ ছব ভিতরে তুলনা তাহার নাহি কিছু কোন মত! নিস্তৰ চৌদিক আকাশ প্ৰাঙ্গণ হেন শব্দহীন স্থান, চকিতে মুহুর দাড়ায়ে দেখানে উড়ে শরীরীর প্রাণ। নীরবে আত্মারা উঠে নৌকা'পরে. নীরবে শমন দুত্র থেয়া দিয়া চলে বৈতরণী জলে ক্ষেপণী ফেলি অমুত। অমনী ইঙ্গিতে কর্ণধার কেই বুহং তরণী বাহি. নিকটে মানিয়া রাপিল দোঁহার বিশ্মিত নয়নে চাহি। মৃত্যু নিস্তন প্ৰনে যেমন ষ্থন কেত্ৰকী কাণে. বসন্ত-বাবতা গোপনে শুনায় তেমতি অফুট তানে--অম্রী বুঝায়ে শমন-কিন্ধরে, মানবে লইয়া ধীরে. তন্দীতে উঠি ৰাহিয়া চলিল देवकत्वी नम-नीद्र ।

ভীম দীর্ঘাকার ছায়ার আক্লডি অশরীরী প্রাণী কত. ফিরিছে ঘরিছে তমস্বিনীময় আরণা ওকর মত ! দেহ অন্ধকার, কপালের তটে দেউটি যেমন জালা, ঘুরে যেন ভাটা এক চক্ষু ছটা मृद्ध भंस "इनाइना !" দেহধারী নরে হেরি জত বেগে চতুৰ্দিক হ'তে যুটি, শত শত জন শমনকিম্বর নিকটে আসিল ছটি। কেই কেই তার হুহুদ্ধার নাদে কটিদেশে ধরি নরে. করিল উত্তম শৃক্তোতে ঘুরায়ে ফেলিতে প্রভা-সাগরে ! তথনি অমরী নিবারি তাদের জানাইল মনোরথ: অমর বালারে কথনে চিনিয়া যমাত ছাতে পথ। ফেলি ক্ষুখাস চলিল শ্রীরী ধর্মের আসন যেখা, ্যোজন মন্তবে দাঁড়ায়ে অচল. এ হেন জনতা সেখা। দেবী কহে 'নর, থাক এই স্থানে, কি হেতু সহিবে ক্লেশ নিকটে পশিতে: এই থানে থাকি সফল হবে উদ্দেশ। এত পরিষ্কার কিরণ এথানে অস্থা নয়নে তব, বিনা অববোৰে ছেরিতে পাইবে. अ पूत **३३८**७ मन ।' অমর ফুন্দরী বাকোতে শরীরী নির্দেশে তাঁহার হেরে,

বিচিত্ৰ আসন, জীবাত্মা সাগ্ৰ চারিদিকে যেন **খে**রে জিনি স্বচ্ছ কাচ, স্ফাটিক মাণিক রচিত অপর্বপীঠ. ঝলকে ঝলকে উচলিতে আঙা আক্ষি নয়ন-দিঠ ! ব্ৰহ্মাণ্ড কেন্দ্ৰেতে নিবন্ধ আসন আদি কাল হ'তে ধীর, লোকের প্রবাদে যথা কাশীধাম ত্রিশুলে শুন্তেতে স্থির। ইন্দ্রাদি প্রভৃতি ত্রিকোটি দেবতা তুলিয়া মন্তক'পরে, ধরেছে আসন সহাস্থ বদনে যভিয়া যুগল করে। আসন উপরে মণিময় বেদী, স্থাপিত উপরে তার. অন্তত গঠন মহা তুলাদণ্ড সর্ব্ব মান্যন্ত সার : উৰ্নাভতম্ব সদৃশ সূত্ৰেতে লবিত তুলার ঘট, তই দিকে যেন তই পূৰ্ণ চাদ ত্রলিছে হয়ে প্রকট। ক্ষণ নহে স্থির উঠিছে নামিছে নিয়ত যে ধটম্বয়. দক্ষিণে পুণোর, বামেতে পাপের মান নিরূপণ হয়। একে একে পাপী আসন সমীপে কাঁপিতে কাঁপিতে আসি, আপন বদনে আপনি বলিছে নিজ নিজ পাপরাশি। शीर्रधाती (पन इंत्सापि याहाता বলিছে পুণ্যের ভাগ; তথনি আপনি।নামিছে উঠিছে চলাকার তুলাভাগ।

ম্বানদঙ্গপরে স্থির দৃষ্টি করি প্রস্তর স্থরতি হেন. বসি ধর্মবাজ, স্ফাটিক আসনে नियक तत्यष्ट (यन। তিলার্দ্ধে যত্তপি আত্মাময় প্রাণী পাপ অংশ কোন তার. ভয় কি বিশ্বয়ে গোপন মানসে ना कदत्र मूद्य व्यक्तित : সহসা তগনি সে অপুর্ব যন্ত্রে करें थंडे रुप्र श्रित, হলে তুলাদণ্ড; অথণ্ড বিধান হায় রে কিবা বিধির ! को मिक इंडेट **इ**टि कक्ष्मारम তথনি শমন দুত, মুখে হলা "ধরনি প্রহারে এমনি পীড়নে অস্থির ভূত। জানিতে বাসনা ফিরে চাহি নর বাকা নিঃশারিতে বায়, নিজ ওঠাধরে অঙ্গলি চাপিয়া অমরী নিবারে তাম। পুন: পূর্ববং হেরিল শরীরী তুলাঘট উঠে নামে, প্ৰাকে প্ৰাকে কত আত্মাময় श्राणी फिरत छानि वारम। এত যে ব্রহ্মাপ্ত ঘরে চারি দিকে গ্রহ তারা গও হয়, না টলে আসন না গলে নিম্বন সে দেশ নিঃশব্দ বয়! र्यात्व मूट्य मांट्य मांट्य छ्य অতি মুহতর স্বরে. শব্দ মাত্ৰ ছুই আদেশ জানাতে,

প্রতি আত্মা মান'পরে।

মেথা সমাধান হ'লে.

পাপ-পূণ্য-মান এরূপ বিধানে

যমদূত যত পাপীরনে লয়ে भविथा बाहिया हरन। নরে লয়ে দেবী পরিথার তটে গিয়া চলি ক্রত পদ. কহিল-(হে নর, স্থল নেত্রে হের **এই** देव छत्र नी नम । দেখিল শরীরী খেয়া তরী কত কুল-ভাগ ধেন চেয়ে, প্রতি তরি-পর্চে যমদত এক দাঁড়ায়ে তরীর নেমে। অতি ক্ষদ্র তরী রহং তরাল বৈতরণী তীরে যত. এ ছব ভিতরে তলনা তাহার নাহি কিছু কোন মত! নিন্তৰ চৌদিক আকাশ প্ৰাঞ্গ হেন শক্ষ্মীন স্থান. চকিতে মুহন্ত দাড়ায়ে দেখানে উতে শরীরীর প্রাণ। নীরবে আত্মারা উঠে নৌকা'পরে. नी तरव भयन मुख् থেয়া দিয়া চলে বৈতরণী জলে ক্ষেপণী ফেলি অছত। অমরী ইন্সিতে কর্ণধার কেই বৃহৎ তর্ণী বাহি. निकटणे बानिया वाशिन सीशांव বিক্ষিত নয়নে চাহি। মুচুল নিশ্বন গুবনে যেমন ষ্ণন কেতকী কাণে, বসন্ত-বাবতা গোপনে শুনায় তেমতি অফুট তানে--व्यमती वुसारम नयन-किकटत, মানবে লইমা ধীরে. জনুণীতে উঠি বাহিয়া চলিল देवछत्वी नम-नीद्र ।

कछ निमि मिता उत्ती ठरन वाहि. কত গ্ৰহ কত তারা. দুর শুক্ত'পরে উঠিল ডুবিল বেন তমোমণি ঝারা। উদ্দেশিত দেশে উতরি নাবিক তরালু করিল স্থির, অমরীর বলে তরণী ছাডিয়া মানব লভিল ভীর। দেখিল সেখানে পরাণী পুরুষ দাডাইয়া মহাকায়, ধবল কুম্বল শিরেতে যেমন धरल भारतत श्रीय। বিশাল ললাটে অন্ধিত তাহার সহস্র কৃষ্ণিত রেগা, জীবাত্মা-উর্শ্বির মধ্যস্থলে ষেন মৈনাক দাড়ায়ে একা ! বামদিকে তার স্থাক্স কুঠার, মুষ্টিতে রাণিয়া ভর হেলিছে কথনও, উরু হ'তে ঝরে বৈতর্ণী নদ-ঝর। সে মহাপুরুষ দীড়ায়ে এ ভাবে मिक्किन मिरकरा पार्य, জীবাত্মা ধরিয়া অনস্তে ছুড়িছে উদ্ধে তুলি একে একে। যে গ্রহ নক্ষত্তে যে পাপীর বাস (मर्डे निरक नका कति. অতুশ্য বেগেতে সে মহাপ্রাণী নিক্ষেপে পরাণী ধরি। স্থবির বিশীর্ণ যুবক যুবতী হায় বে কিশোর কত, কুৎসিত স্থলার ধনী মানী জ্ঞানী মহীপাল শত শত, নিশিপ্ত এরূপে ব্যোম-গর্জ-দেশে পূর্ণ প্রভা-সিন্ধু যার;

আত্মারন্দ মুখে যে ক্রন্দন ধ্বনি হাহারব বাতনায়-পশুরও শ্রবণে পশিলে সে থেম স্থান্তির নাহিক রয়. সে খেদ ভানিলে প্রাণশূক্ত জড় পাবাণও বিদীর্ণ হয়। इद दांगा नशी नरदद नगरन ঝরিল অজ্ঞ ধারা, বিশ্বয়ে হিমান গওদেশে যেন निवक मुकांद कादा। व्यमत्रीत्रश्च वांशि वाष्ट्राप्ट्र त्यन হৈল কিছু আভাহীন, " নরে চাহি দেবী মুহল নিশ্বাসি কহিলা বচনে ক্ষীণ-'হে অচলবাসী, কিরণ সাগরে विन्यु विन्युवः छात्रा. নিরখিলে ষত, সেই রেপুরাঞ্জি এ হেন আত্মারি কারা। 'ভেবেছি তা আগে' কহিলা মানব 'কহ গো জননী শুনি. এ মহাপুরুষ আত্মা কি অমর কহ কে দাঁড়ায়ে উনি ? মূর্ত্তিমান হেথা আদি ক্ষণ হ'তে অনাদি প্রাচান জানী'; কহিল অম্বী 'কাল ও ব নাম' পায়ুব-পুরিত বাণী হেন কালে নর হেরিলা শয়েতে দে মহাপুরুষ করে, পরম-সুন্দর নর-আত্মা এক িনিশিপ্ত অনস্ত স্তব্যে, নেহারি নিমেষে স্বর-কক্সা পানে চাহিলা উৎস্থক হয়ে, বুঝিয়া অমতী ছাড়িলা সে দেশ

চলিলা মানবে লয়ে

সপ্তম পল্ব।

অমরী মানবে লয়ে নামিলা তথন; জগতের কেন্দ্র ছাড়ি শৃক্ত মাঝে দিয়া পাড়ি ভিন্নরূপ পাপলোকে করিলা গমন।

আকাশের ষেই থওে অট্টালিকাকার পঞ্চ নক্ষত্রের মিল শোভি গগণের নীল, দশমী তিথিতে যেবা চক্রের বিহার;

পাঁচে এক একে পাচ—মিলায়ে কিরণ, নিশীথিনী শিরোপরে স্থচিকণ ঝারা ধ'রে অনস্ত কোলেতে যাহা দেয় দরশন;

মঘা নামে তারালোক—প্রবেশি তাহার নরে নামাইলা দেবী; স্থশীতল বায়ু-সেবি দে লোক বাহিরে দেহী শরীর স্কুড়ায়।

শীতল হইলে পরে, অমন্ত্রী মানব প্রবেশিল গর্ভতলে, দণ্ড হুই কাল চলে গোধুলি আলোকে ঘেন—বিমর্য, নীরব।

কিছু পরে হেরে দূরে উন্নত প্রাচীর, হেরে মনে হয় হেন, লোহের প্রাকার যেন, নীরব শুক্তোর কোলে ভূলেছে শরীর;

নিবারিছে কিরণের প্রবেশ সেথায়, ঘোর প্রহরীর নেশে বিরাজিছে ঘোর দেশে, কালির বরণ অঞ্চ কালের মায়ায়।

ন্তই দিকে ছই দার—পশস্ত—ভীষণ, কৃষ্ণ-মৃত্তি ভয়ঙ্কর শত শমনের চর বোদি প্রবেশের দার করিছে ভ্রমণ। পশিছে তাহাতে ষত[ু]আস্থাময় প্রাণী ক্লফবর্ণ লোহশলা তপ্ত তৈলে যেন জ্বলা, অঙ্গে বিধি তাহাদের করে ঘোর বাণী।

ক্ষোতির্মায়ী চলে আগে—পিছে পিছে নর, আসিয়া দাবের কাছে প্রবেশের পথ যাচে, কৌতুকে নিকটে ছুটে যত যমচর।

অপূর্ব্ধ মধুর বাণী অমনী-বদনে শ্রবণে হ'য়ে শীতল ক্লতান্ত কিঙ্কবদশ চমকিত চিত্তে চাহে দেবীর নয়নে।

স্বৰ্গ-শোভাকর আভা চাক নেত্ৰ-তলে ধীর ন্নিগ্ধ মনোহর, নেহারি শমন-চর পথছাড়ি, হুই ধারে দাড়ায় স্কুলে।

ভিতরে প্রবেশি নর নিরবে আকাশে নিবিড় জলদদল, বিন্দুমাত্র নাহি জল, গর্জিয়া গর্জিয়া গালি উড়ে উড়ে ভারে।

নিদাঘে রৌদ্রের তাপে ফা**টিলে যেমন** অবনীতে ক্ষেত্রচয়, সেইরূপ**্কত্রম**য় চারি দিক রুক্ষবেশ নীর্স-দর্শন।

হেন কক্ষ ক্ষেত্ৰতলে পশিলা ছন্ধনে; ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ তৰুসারি হেবিলা শাথা প্ৰসারি পিপানেতে ফাট যেন চাহিছে গগনে;

হেরিলা কতই লতা ক্ষুপ সে কাস্তারে শুদ্ধ-শাগা শীর্গ-মাথা, বিনা বাতে ঝরে পাতা, আপনা হইতে নিত্য শোণিত উগারে !

দৃর হ'তে লক্ষ্য করি ওরু দে সকল বিন্ফারিত ছিলা'পর, বসায়ে স্কৃতীক্ষ্ণ শর, ভ্রমে কত তমচারী দলি ক্ষেত্রতল ; অর্দ্ধ দেহ নরাক্কতি—কটির উপরে, পদ পুচ্ছ অশ্ব প্রায়, নড়ের গতিতে ধায় লতাগুল্ম ক্ষুপতক বিদ্ধ করে শরে।

ক্ষত অঙ্গ দে সকল বিষাদে তথন . মন্ত্যা-ক্রন্দন স্ববে ফুটিয়া নিনাদ করে, শর সঙ্গে শুদ্ধ তৃক্ ঝরে যতক্ষণ।

স্থানে স্থানে যমদৃত প্রান্তর খুড়িয়া বেড়ায় বিকট আঁখি, আগারে বদন ঢাকি, অঙ্গার সদৃশ করে খনিত্র ধরিয়া।

অমরীর দিকেশ্পন্ন ব্যগ্রভিত্তে চায় ধীর সম্বোধমে তাঁয় 'কছে— দেবী, কি হেথায় ? কারা এবা, হেন এশে কাঁদে এ প্রথায় ?

কেন বা কালের চর ওক্তপে পনন করিছে এ সব ক্ষেত্র ?' অমরী প্রশাস্ত-নেত্র চাহি মানবের দিকে কহিলা তথন—

'গুন্ত কামে যাহাদের আকাজ্জন-প্রবাহ বহে ছদয়ের ভটে, সজ্জ্জটন নাহি ঘটে, এ সব তাদেরি আত্মা—সহে পাণ্-দাহ।

মৃত্যুচর হের যত করিছে ভ্রমণ, ফুটাতে অঙ্কুর বীজে, যে যাহার নিজে নিজে শুড়িছে ক্ষেত্রের তল,—করহ শ্রবণ—

প্রোত্তিত এ ক্ষেত্রজন্ম প্রাণী-আত্মা কত পোড়ে নিত্য তাপানলে, অলৌকিক বিধি-বলে অঙ্কবিত হয় পরে লতা গুলা মত।

ক্ষুত্র কীট পদতলে ভ্রমিলে যেযন সর্ব্বাহেন্স রোমাঞ্চ হয়, শানবের দেহময় সহসা তেমতি হয়, শুনে সে বচন ; শরীবী সে স্থান ছাড়ি অন্তরে **দাঁড়ায়**। অমরী মধুরতর বাকো কহে—'**ছান্ত** নর' সর্ব্ব ঠাই এইরূপ, সরিবে কোথায় ?

'ধাই হোক, অস্ত স্থানে চল, দেবী, চল, মানব কহিলা তাঁয়; জতপদে জ্বনায় সে ক্ষেত্ৰ ছাড়িয়া পশে অস্ত ক্ষেত্ৰতল।

'এই দিকে, হে শরীরী,' অমরী ক**হিলা,** 'দেথ চাহি ক্ষণকাল, তুঃগভোগে কি বিশাল পদ্মিল-পরাণ যত অসতী মহিলা'।

অমরীর বাকো নর হেরে অনিমিথে, দেখিল পল্লবহীন কত শুদ্ধ তরু ক্ষীণ শাখা তুলি শৃহাতলে উঠেছে চৌদিকে।

কহিল—'কোথায় দেবী, া দেখিত কই কোম এক আগ্না চিহ্ন, শুদ্ধ জীৰ্ণ তক্ত ভিন্ন অস্ত কিছু কোন স্থানে বিদিত না হই।'

'নিরথিয়া দেখ, নর—হও অগ্রসর, ভবে এর তথা পাবে; বলিয়া স্থরিত ভাবে কৃক্ষ-সন্নিধানে দেবী আইলা সন্থর।

দেখিল শরীবী সেথা—শ্বশানে বেমন চিতাধ্যে সমাচ্ছন্ন চিতাতাপে দগ্ধবর্ণ শালালী থর্জুর তাল—তেমতি দর্শন।

শুক বৃদ্ধ স্থানে স্থানে পত্ৰশৃত্ত শির, গুপ্তকুল শাথাদেশে বসেছে করাল বেশে, পক্ষীর পুরীয়ে বৃক্ষ কদর্য্য শরীর।

নথে নথে বিদ্ধি শাখা বসি পৃথদেশ চিবাইছে ধীরে ধীরে, চঞ্চ্দিয়া চিরে চিরে, রুদ্ধ শাখা শুধিশ্ভেছে ঘর্ষি গলক্তশ। পড়িছে অজস্র বেগে শত শত ধারা—
ক্রমিরের ধারা হেন; কাঁপি কাঁপি কৃষ্ণ যেন
বিশীর্ণ সংকীর্ণ ক্রমে অন্তঃসার হারা।

ভথন সে সব ওক করিয়া ক্রন্দন ফার্টিছে দিখণ্ড হয়ে, হেরিয়া শুন্তেতে রয়ে, দ্বিফল-শুনের ভাব করিছে ধারণ।

তাপিতের ঘোর স্থর বদনে সবার আত্মার্গণ একে একে জীবময় বৃক্ষ থেকে বাহিরি প্রকাশে ছঃগ চিত্তে যেবা যার।

শ্রমারী কহিলা—'নর, পুঞ্জ হের যত এ হেন কর্নয়া বেশে, বসি উচ্চ শাখা দেশে, পক্ষী নহে ও সকল—পক্ষীরূপগত।

শমনের ভীমচর রাক্ষস উহারা। ত্রস্ত হয়ে চাহে নর, গৃধরূপী নিশাচর সঘনে চীৎকার ছাড়ি উন্মন্ত তাহারা,

পাথার ঝাপটে টানি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চুতে প্রহার করি, ক্ষরধার নথে ধরি, বিদীর্ণ রক্ষের মাঝে কেলে আঝাগণে।

অমনি দ্বিথণ্ড তক দীড়ায়ে আবার উঠিয়া পূর্ব্বের মত; জীবর্ন্দ তরুগত নিদারুণ নিপীড়ন সহে পুনর্ব্বার।

সে সবার মাঝে নর হেরে তুই জন, অক্ল দক্ষ গণ্ডভল, জীর্ণ দীর্ণ বক্ষংস্থল, ক্ষীণ স্বরে ব্লিভেছে কাত্র বচন—

হে বিণাতা কেন আর—মরণ কোথায় ? এ পরাণে নাহি কান্ধ, ধরাও প্রের সান্ধ, দেও মরিবারে পুন:—সচহা, প্রাণ যায় ! মানব জিজ্ঞাবে—'দেবি, দেহ যেন মদী কপোলে অক্ষর ধারা নারীবেশে কে ইহারা ?— আত্মা হেবে মনে হয় আছিল রূপসী

ছিল যবে ধরাতলে; প্রাচীনা যে জন পরিচিত কিবা নামে ? কে উটি উহার বামে স্করপা নবীনা বালা—মদিনা এখন ?

'শ্বিজ্ঞাদ নিকটে গিয়া'—ব**লিলা অমরী** তাদের নিকটে যায়, ধীর গতি পায় পা**য়** ভাবিয়া চলিশ নর গ্রীবা নত করি।

নিকটে আসিছে হেরি শকুনির পাল পক্ষ সাপটিয়া সবে, ভয়ন্ধর ডীক্ষ রবে ডুলিল এমনি ঝড় প্রডিণ্ড করাল,

অমরী মনিব দোহে যেন অকলাৎ পক্ষ ঝাপটের জোরে পড়ে ঘূর্বায়ু ঘোরে; সঙ্কট বৃক্ষিট দেবী উদ্ধে তুলি হাত!

বলিলা—হে ধর্মচর, ক্ষান্ত দেও রোবে, আমরা পাপাত্মা নহি, বিধাতার বিধি বহি পংশতি এ পাপদেশে—নহে অন্ত দোষে'।

ঝন্ধার পাথার নাদ নীরব তথনি ; গিয়া ছই আন্না পাশে, সানব, কম্পিত জ্রাসে, স্থধাইল ছই জনে। শ্রবণে সে ধ্বনি

উজ্লাদি গভীর শ্বাদ প্রাচীনা যে জন কহিলা—'হে দেহধর, শাপযুক্ত আমি, নত, দেবগুক্ত ভার্য্যা আমি—পাপেতে এমন :

কামীর নরক-মাঝে হেব হে তারায়। বলিয়া যুগল করে বদন ঢাকিয়া পরে বুক্ষ-কারাগারে ছোটে শিক্ষরি লজ্জায়। জীবময় অন্ত প্রাণী বলিলা বিষাদে— 'আমি, নর, পাপীয়সী, অন্তচি প্রণয়ে পশি এ ভোগ ভূগি হে হেথা চির অনাহলাদে;

আমি বিক্তা ভারতের'। বলিয়া লুটার শরাহত মৃগী প্রায়— নরদেহী বেদনায় অমরী সহিত ফিরে অক্ত দিকে যায়।

না চলিতে বহু পথ শিহরে মানব, দেখিল সম্মুথে তার গলে ভূজপ্রের হার ছুটেছে জীবাত্মা এক নিনাদি ভৈরব।

স্থাদিতল ফুঁড়ি ফুঁড়ি দংশিছে ফণিনী, স্থাদিতল ধারা করে, সর্প ধরি ডানি করে টানিতে টানিতে ফণী ছুটেছে রমণী।

কে জুমি—জিজ্ঞাদে নর ভ্রন্ত চমকিত, উন্নাদিনী প্রায় হেন অজ্ঞানে ছুটছ কেন ? কহ শুনি কি পাতকে এগানে প্রেরিত ?

শুন্তিত নবের বাক্যে—দাঁড়ায়ে সন্মূথে দে জীবাত্মা জড়বৎ, নিবারিতে এইরি পথ কৃহিতে লাগিল বাণী নিদাকণ ছথে।

স্থধায়োনা, হে শরীরী, সে কথা আমায়; মিশর রাজ্ঞীরে হায়, কে না জানে বস্থধায়— কুলটার ঘোর তাপ এখন হেথায়!

চল নিরথিবে কিবা যাতনা ছঃসহ জুগি প্রা:ণ অফুক্ষণ, কুলটার কি শাসন, দেখিবে, চল হে, চক্ষে ছঃগ বিষবহ।

কে ইনি'—বলিয়া ক্ষান্ত হইল তথনি ;

চাহি অমরীর মূথে দারুণ মনের হুথে,

নজনির অধোমুধে দাঁড়ায় রমণী।

ধীর শাস্ত স্থশীতগ দেবীর বচন ঝরিল পীয়্য তুল্য ; সে পীয়্য কি অমূল্য পঙ্কিল পরাণ যার জানে সেই জন!

যাও আগে হে জীবাত্মা, দেখাও মানবে, অমরী বলিলা তায়, ব্যক্তিচার-পিপাসায় কিরূপে নিবারে যম—দেগাও সে সবে।

নীরবে চলিলা এবে ত্রিবিধ পরাণী—]
দেব-অন্মা, দেহী নর, পাপিনী নরকচর,—
আগে চলে সকলের মিশরের বাণী।

এড়ায়ে সে তারক'র কঠোর প্রাঙ্গণ যেথা মন্ত তারাতলে ক্লফবর্ণ বালু জ্বলে, সেই বালু-সাগরেতে চলে তিন জন।

নেথে নর ভয়ে কাঁপি—উচ্চ শলাকায় শত শত প্রাণী-প্রাণ অধোশিরে লম্বমান, পদাস্কৃত্র শলাবিদ্ধ অভুক্ত প্রাথায়।

সে সব আত্মার-কাছে করাল-মূরতি নিষ্ঠুর কালের চর ছড়ে ছড়ে দেহস্তর ছি ড়িছে হুগার ছাড়ি – প্রকাশি শকতি।

ভীৰণ ঋপদকুল অতি ক্লশোদর, ক্ষুণাতে আতুর যেন, ব্যাদান বিস্তারি ছেন গ্রামে গ্রামে বঙা করি টানে নিরস্কর

সে সব আত্মার দেহ। হেরি চাহে নর অমরীর মুখ পানে; দ্যা বিচলিত প্রাণে অমরী ত্বিত নবে কৈলা স্থানান্তর।

না যাইতে বহুদূরে সে দেশ হইতে শরীরীর শ্রুতি ভ'বে কঠোর কর্কশ স্ববে নিদারুণ শোকবাণী বহিল বায়ুতে। কঠোর শুনিতে যথা শোকের কীর্ত্তন শবদেহ স্কল্পে ধরি "হরি হরি" শব্দ করি জ্ঞাতিবর্গ গঙ্গাতীরে আগত যথন।

সেইরূপ শোকময় কঠোর নিনাদ, সহসা দক্ষিণ হ'তে প্রবেশিল শ্রুতিপথে, চমকে মানব-চিত্ত শুনে সে বিষাদ।

চমকি হেরিল নর—নিরথে সন্মুথে যেন স্তুপাকার বালি অপ্রেতে মাথিয়া কালি চলেছে উর্দ্মি আঘাতে সাগরের বৃকে।

নিকটে আদিলে পরে তথন নেহাবে আত্মাময় প্রাণী যত চলেছে বালির মত দলে দলে, ক্লফবর্ণ বাল্সিক্ল ধারে।

উড়িল দেহীর প্রাণ দেখিল যখন দে সব আত্মার হাতেছিন্ন নিজ নথাঘাতে হৃৎপিণ্ড, শির-ত্মত—বীভংস দর্শন।

দলে দলে চলে সবে—শরীরে কম্পন বেন বাতশ্রেম জ্বরে; করস্থিত মুগু ব'বে, চৌদিকে গৃধিনীপাল করিছে থণ্ডন।

অচেতন প্রায় জীবী নয়ন মুদিল ; অকন্মাৎ ভীম নাদ,— স্রোতে যেন ভাগে বাঁধ ছুটায়ে বস্থার জল—তেমতি শুনিল !

আতক্ষে দেখিল দেহী —ঘর্ম্মে সিব্রু ভাল — ঘোরতর ক্লম্বর্ণ, তীক্ষনন্ত, উদ্ধর্কণ, যতদুত বিভাড়িত ছোটে কেব্রুপাল।

চকিতে জীবাত্মাবৃন্দ নিরথি পশ্চাতে, ছুটে বেগে রুত্তধানে, নয়ন না মেলে ত্রাসে, উড়ে যেন ধুলিবৃন্দ ঝটিকা আঘাতে।

অন্ত দিকে প্রাচীবের পৃষ্ঠদার যেথা বেগে প্রবেশিয়া তায় নির্গত হইতে যায়, হেনে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দার দেশে দেথা—

মহা অজগর প্রায় দেহের গঠন, স্কলদেশে হুই পাথা, শত্তলে শরীর ঢাকা, শত কুণ্ডলেতে পুচ্ছ—রাক্ষ্য বদন।

ধাবিত জীবাস্থাগণ সেই দ্বারে আসে। সেই ভীম অজগর ব্যাদানি মুথ গহুর পক্ষের ঝাপটে সবে মুহুর্তেকে গ্রাসে।

তীক্ষ দত্তে পিষি পিষি নিক্ষেপে জঠরে, আবার বমন করে, আবার গরাসে ধরে, কথন পেনণ করে পুরিয়া উদরে।

এ হেন পীড়ন সহি প্রহরেক কান্স সেই সব পাপী-প্রাণ, হতাশেতে হতজ্ঞান প্রাচীর ভিতরে ছুটে ভেটে ফেরুপাল।

তগন সে মহোরগ রাক্ষ্য বদন্ধ বিকট চীৎকার করি বলে—'রে সতীর অরি লম্পট কুট্রনীপাল—জ্বস্ত জীবন,

এ ভোগ ভোদেরি যোগ্য ; যে বিষ ধরাদ্ব ছড়াইলি দেহ ধরি, সেই বিষ প্রাণে ভশ্বি ভবিয়-জঠরে ভোগ চির ঘাতনাম্ব' !

হেরি দেহধারী নর, শুনিয়া গর্জ্জন, অমরীর দিকে দেখি, কহিল—"জননী, একি ? কোথায় আমারে দেবি, আনিলে এখন ?

এগানে কি পুণাময়ী ছহিতা আমার ? একি তার যোগ্য বাস ? সে চারু কুত্ম হাস কোটে কি এথানে করু ? কাছে চল তার ।' 'হে দেহী, ভোমারি চিত্ত করিতে উজ্জ্বন, পুরাতে ভোমারি আশা এ ছংগ নিবাদে আদা, দেধার কস্তারে তব, সঙ্গে ফিরে চল।

তন্মা দেখিতে হেন ভূবনে ভ্ৰমণ করিতে হবে না এবে, চল ধরাতলে নেবে ; বিগত কলুয় তাপ, বিগত সকল পাপ আত্মাময় নন্দিনীর পাবে দরশন।'

এত বলি নিদ্রাগত করিয়া মানবে চলিল অমরী দ্বরা, পূর্ণচক্র জ্যোৎস্না ভরা মৃত্ব মক্ততের গতি উতরিল ভবে

রাথি নরে ধরাতলে জাগায়ে চেতন, পূর্ণ ছটা প্রতিভাম দিব্য চক্ষ্ দিয়া তায়, বিনয় বিনম্র মূথে দাঁড়ায়ে দেহী সন্মূথে, কহিলা,—'হের গো তব ছহিতা এখন'।

বিশ্বয় আনন্দ বেগে আগ্লুত হৃদয় নির্মাণ ধরাষ্ট্রাস নির্মাণ শশাস্ক হাসি ধরাতলে আসি যেন হয়েছে উদয় ! মন্তকে মুকুট-ছটা জলিছে মণ্ডলে, স্থধাগন্ধ অঙ্গে ঝরে, গড়া যেন রশিথরে নয়ন নীলিমা সিন্ধু, কপালে কিরণ বিন্দু রেগ্রাগত ইন্দু যেন ঈষং উজ্জলে!

সম্ভূপ্ত নয়নে হেরি মানব বদন কহিলা স্থমারাশি— তাত, এবে অবিনাশী আত্মাময় এ শরীর—বুচেচেছ স্থপন।

সে স্থপন এ জগতে স্বারি ঘুচিবে পাপানলে দগ্ধ হয়ে তাপানল হৃদে লয়ে প্রকালি ধরার ক্ষার, খুলায়ে শমন ধার, আমার মতন যবে স্বর্গেতে পশিবে।

হে তাত, দেখিতে পুনঃ হয় যদি মন একপে জীবাত্মালয় অনস্ত তারকাময়, পুনর্ব্বার ছহিতারে করিও স্মরণ।

এত বলি শোভাময়ী আকাশে মিশিয়া ক্ষণকালে অন্তর্ধান ^{হৈ}লা ছাড়ি মর স্থান। বিশ্বয়ে বিহবল নর নিস্তব্ধ ধরণী'পর ভাবিতে লাগিল যেন স্বপনে জাগিয়া।

রত্রসংহার।

[कावा]

প্রথম ও দিতীয় খণ্ড।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত।

সংশোধিত সংস্করণ।

কলিকাতা,

নং কলুটোলা ষ্ট্রাট, হিতবাদীর কার্য্যালয় হইতে
 শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার দারা
 মুদ্রিত।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

কতিপয় কারণ বশতঃ অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই এই পুস্তক প্রচার করিয়া প্রসিদ্ধ প্রথার অন্তথাচারে প্রযুত্ত হইয়াছি। ভরসা করি, পাঠকবর্গ আমার এ দোস।মার্জ্জনা মা রবেন।

নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দঃ পাঠ করিলে লোকের বিত্তা জন্মিবার সম্ভাবনা আশকা করিয়া পয়ারাদি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের প্রস্তাব করিয়াছি। এই গ্রন্থে নিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দই সন্নিবেশিত হইয়াছে। মৃত মহোদ্য মাইকেল মধুস্থান দত্ত সর্বাত্যে বাঙ্গালা কাব্য রচনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদ-বিস্তাস করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব রন্ধি করেন। আমি তংপ্রদর্শিত পথ যথায়থ অবলম্বন করি নাই। তদীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দ্র মিটন প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণের প্রণালী অনুসারে বিরচিত ইইয়াছে। কিন্তু ইংবেজী ভাষাপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালাভাষার সম্বিক নিকট সম্বন্ধ বলিয়া যে প্রশালীতে সংস্কৃত শ্লোক রচনা হইয়া থাকে, আমি কিয়ৎপরিমাণে তাহারই অন্নরণ করিতে সড়েষ্ট হইবাছি। বাসালায় লবু গুরু উঠারণ ভেন না থাকায় সংস্কৃত কোন ছন্দেরই অন্তুকরণ করিতে সাহসী হই নাই, কেবল সচরাচর সংস্কৃতশ্লোকের চারি চরণে যেরূপ পদ সম্পূর্ণ হয়, তদ্রুপ চতুত্বশ অক্ষর বিশিষ্ট পংক্তির চারি পংক্তিতে পদ সম্পূর্ণ করিতে যর্নান হইয়াছি। প্যারের যতি সংস্থাপনার যেরূপ প্রথা আছে, তাহার অন্তথা করি নাই; কেবল শেব ছয় অক্ষর সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি। প্রথম কিম্বা তৃতীয় চরণের শেষে তিন তিন করিয়া ছয় অক্ষর থাকিলে বিতীয় ও চতুর্থ চরণের শেষে ছই চারি, চারি ছই, অথবা ছই ছই ছই করিয়া ছয় অক্ষর বিশুত্ত করিতে ইইয়াছে; তদ্রপ প্রথমে ছই চারি, চারি ছই ইত্যাদি অক্ষর থাকিলে তাহার প্রবন্তী চরণে তিন তিন করিয়া ছয় অক্ষর সন্নিবেশিত করিয়াছি। যে যে স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘট্টয়াছে, সেই থানেই কিঞ্চিৎ লোম জিমিয়াছে: কেবল তাদুশ স্থলে যেথানে সংযুক্তবর্ণ ব্যবহার করিয়াছি, সেই দকল পদ তত্তদুর দোষাবহ হয় নাই।

শিক্ষাভেদ অনুসারে গ্রন্থকারের ক্রচিও রচনার প্রভেদ হইয়া থাকে। বাল্যাবিধি আমি ইংরেজিভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি, এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত নহি, স্কুতবাং এই পুস্তকের অনেক স্থানে যে ইংরেজি গ্রন্থকারদিগের ভাবসঙ্কলন এব সংস্কৃতভাষার অনভিজ্ঞতাদোষ শক্ষি ইইনে, তাংগ বিভিন্ন নহে

সর্বাত্ত সংখ্যাধনপদে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা করি নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা ভাষায় সংখ্যাধনপদ নাই বলিলে অভ্যুক্তি নয় না; কিন্তু পূর্ব্বলেখকদিগের অদর্শিত পথ একেবারে পরিত্যাগ করিতেও পারি নাই।

এ পুস্তকে বক্সস্থাইর পূর্বে বিহাতের অন্তিষ্ণ করিত ইইয়াছে দেখিয়া পাঠকবর্গের আপাততঃ
বিশ্বয় জন্মিতে পারে। অধুনাতন বিজ্ঞানশাস্ত্র অমুসারে বিহ্যাচ্ছটার প্রকাশ ও বক্সধানির উৎপত্তি
একই কারণ হইতে হইয়া থাকে; একের অভাবে অন্তের অন্তিষ্ণ সম্ভাবিত নহে। কিন্তু ইন্দ্রের
বক্স বিজ্ঞান শাস্ত্র নিরুণিত বক্স নহে। অতএব ইন্দ্রের বক্সস্থাইর পূর্বে বিহাতের অন্তিষ্
কর্মনা করা বোধ হয় তাদৃশ উৎকট হয় নাই।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, সকল বিষয়ে কিম্বা সকল স্থানে পৌরাণিক ক্তান্তের অবিকল অনুসরণ করি নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এন্থলে কৈলাদের উল্লেখ করিতেছি। পৌরাণিক ক্তান্ত অনুসারে কৈলাদের অবস্থিতি হিমালয় পর্বতের উপর না করিয়া অন্তত্ত্ব কল্পনা করিয়াছি। ইহার দোষগুণ পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

থিদিরপুর, ১৮ পৌষ্,১২৮১ সাল।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রতসংহার।



প্রথম সর্গ ।

* বসিয়া পাড়ালপুরে ক্ষুক্ক দেবগণ,— নিস্তক্ক, বিমর্বভাব চিস্তিত, আকুল; নিবিড় ধূমান্ধ ঘোর পুরী সে পাতাল, নিবিড় মেঘডম্বরে যথা আমানিশি।

যোজন সহস্র কোটি পরিধি বিস্তার— বিস্তৃত সে রসাতল, বিধৃনিত সদা ; চারিদিকে ভয়ঙ্কর শব্দ নিরস্তর সিন্ধুর আঘাতে স্বতঃ নিয়ত উথিত।

বসিদ্ধা আদিতাগণ তম: আচ্ছাদিত, মলিন নির্ব্বাণ-প্রায় কলেবর-জ্যোতিঃ মলিন নির্ব্বাণ যথা সুর্য্য দ্বিবাম্পতি, বাছ যবে ববিরথ গ্রাসয়ে অম্বরে;

কিম্বা সে গ্লন্ধনীনাথ হেমস্ত-নিশিতে কুম্মাট-মণ্ডিত যথা হীন দীপ্তি ধরে, পাশু,বর্গ, সমাকীর্ণ পাংশুবং তমু;— তেমতি অমরকাস্তি ক্লান্ত অবয়বে।

ব্যাকুল, বিমর্ব স্থাব, ব্যথিত অন্তর, অদিতি-নন্দনগণ রসাতল-পূরে, স্বর্গের ভাবনা চিত্তে ভাবে সর্বক্ষণ— কিরূপে করিবে ধ্বংস তুর্জয় অন্তরে।

পদবিভাস প্রথম সংস্করণ অন্তরূপ;
 কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত

চারিদিকে সমুখিত অব্দুট আরাব ক্রমে দেব-বুক্মুথে বহে গাঢ় শ্বাস,— ঝটিকার পূর্বে যেন বায়ুর উচ্ছ্বাস বহে যুড়ি চারিদিক আলোড়ি সাগর।

সে অন্দুট ধ্বনি ক্রমে পূবে বসাতল ঢাকিয়া সিন্ধুর নাদ গভীর নিনাদে; দেব-নাসিকায় বহে সঘন নিশ্বাস, আন্দোলি পা তালপুরী, তীব্র ঝড়বেগে।

দেব-সেনাপতি স্কল্ উঠিছা তথন কহিলা গন্ধীর স্ববে,—শৃগুপথে যেন একত্র জীমৃত্রুল মক্রিল শতেক— মহাতেজে স্থারুকে সম্ভাবি কহিলা :—

"জাগ্রত কি দানবারি স্থরবুন্দ আছু ? জাগ্রত কি অস্বপন দৈত্যহারী দেব ? দেবের সমবক্লান্তি ঘুচিল কি এবে ? উঠিতে সমর্থ কি হে সকলে এখন ?

"হা ধিক্! হা ধিক্ দেব! আদিতি-প্রস্ত! স্বরভোগ্য বর্গ এবে দমুজের বাস! নির্বাসিত স্বরগণ বসাতল ভূমে, অবসন্ন, তেজঃশুন্স, অশক্ত, অলস! "ছার্ব্ধনীত, দেবছেমী দমুজ-প্রবেশে পবিত্র অমরধাম কলঙ্কিত আজ, অজর অমর শূর স্বর্গ অধিকারী, দেবরন্দ স্বর্জ্ঞপ্রভাগতালে!

''লাস্ত্ কি হইলা সবে ? কি ঘোর প্রমাদ ! চিরসিন্ধ দেবনাম খ্যাত চরাচবে, 'অস্ত্রমর্দ্ধন' আখ্যা—কি হেতু হে তবে অবসন্ধ আজি সবে দৈত্যের প্রতাপে ?

"চিন্দোলা — চিন দান যুঝি দৈতা সহ জগতে হইলা শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বর পূজিত; আজি কি না দৈতা ভয়ে আসিত সকলে আছ এ পাতাল পুরে অনুসা বিশ্মবি!

"কি প্রতাপ দমুজের, কি বিক্রম হেন, শক্ষিত সকলে যাহে স্ববীগ্য পাশরি ? কোথা সে শূর্ব আজি বিজয়ী দেবের শত বার বণে যায় দমুজে দলিলা ?

"ধিক্ দেব! গুণাশূন্ত, স্বক্ষ্ক-সদয়, এত দিন আছ এই অন্ধতম পূবে, দেবত্ব, ঐথৰ্য্য, স্থবা, স্বৰ্গ তেয়াগিয়া দাসত্বের কলক্ষেতে ললাট উজলি।

"ধিক্ হে অমর নামে, দৈত্যভয়ে যদি অমরা পশিতে ভয় এতই পরাণে, অমরতা পরিণাম পরিশেষে যদি দৈত্য-পদাঙ্কিত পৃষ্ঠ, চিরনির্মাদন !

"বল হে অমরগণ —বল প্রকাশিয়া এইরণে চিরদিন থাকিবে কি হেথা ? চির অন্ধতম পুরী এ পাতাল দেশে, দম্মজের পদ-চিক্ন লনাটে আঁকিয়া ?" কহিলা পার্ব্বতীপুত্র দেব-সেনাপতি। দেবগণ বিচলিত করিয়া শ্রবণ, কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রমে সক্রোধ মৃরতি, নাসারক্ষে বহে খাস নিকট উচ্ছাসে।

যথা দক্ষণিবি-স্রাব উদ্দিবণ আগে, অগ্নিব-ভূধরে ধুম সতত নির্গমে. ঘন জলকম্প, ঘন কম্পিত মেদিনী; পার্দ্বতী-নন্দন বাকো সেইরূপ দেবে।

তুলিয়া স্থপুঠে তৃণ, পাশ, শক্তি ধরি, উঠিলা অমরবুল চাহি শৃত্তপানে, পুন: পুন: পরচৃষ্টি নিক্ষেণে তিমিরে, ছাডিতে লাগিল ঘন ঘন হুছম্বার।

সর্বাত্তে অনলম্র্টি—দেব বৈখানর, প্রদীপ্ত ক্লপণ করে, উন্মন্ত স্বভাব, কহিতে ল'গিল, জত কর্কশ বচনে, ক্ল্লিস ছুটিল যেন ঘোর দাবাগ্রিতে!

কহিলা "হে সেনাপতি ! এ মণ্ডলী-মাঝে কোন ভীক্ত আছে হেন, ইচ্ছা নহে যার অমর-নিবাস স্বর্গ উভারিতে পুনঃ ? পুনঃ প্রবেশিতে তার স্ববেশ ধরিয়া ?

"দানবে যুঝিতে, আর কি ভয় এখন ? ভীকতার হেতু আর আছে কিছে কিছু, অমবের তিরস্কার সম্ভব যতেক ঘটেছে দেবের ভাগ্যে, দৈব-বিজ্পন।

''স্বৰ্গ অনোদেশে মৰ্ভ, অধোদেশে তার, অতল গভীর সিক্—তাহার আধোতে, অন্ধতম পুরী এই বিষম পাতাল, তাহে এবে দৈত্য-ভয়ে সুক্কায়িত সবে।

- "ক্রংগে বাস,—ধুমময় গাঢ়তর তথীঃ, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, ঘন ঘন প্রকল্পন, সিন্ধনাদ শিরোপরি সদা নিনাদিত শরীর-কম্পন হিমন্তপ্র চারিদিকে।
- "এ কষ্ট অনন্তকাল যুগ যুগান্তবে ভূঞ্জিতে হইবে দেবে থাকিলে এগানে, যত দিন প্রালয়ে না সংহার অনলে অমর-অাত্মার ধ্বংস হয় পুনর্বার।
- "অগবা কপটী হ'যে ছন্ত্ৰনেশ ধবি দেবের দ্বণিত ছল ধূৰ্ক্ততা প্ৰকাশি, ত্ৰিলোক ভিতৰে নিত্য হুইবে ভ্ৰমিতে, মিথুকে বঞ্চক বেশে নিত্য প্ৰবাসী।
- "নিবস্তব মনে ভয় কাপটা প্রকাশ হয় পাছে কার(ও) কাছে চিত্তে জাগরিত বিষম হঃসহ চিস্তা, হ্বণা লক্ষ্যাকব সূত্ত কতই আরো জ্বুয়ে যুৱণা !
- "দে কাপট্য ধরি প্রাণে জীবন বাপনা, শরীর বহন আর, ছর্গতির শেষ ; বরঞ্চ নিরয়-গর্ভে নিয়ত নিবাদ শ্রেয়স্কর শতগুণ জিনি সে শঠতা !
- "অথবা প্রকাশ্যভাবে হইবে ভ্রমিতে চতুর্দ্ধশ-লোক-নিন্দা সহি অবিরত, শক্র-তিরস্কার অঙ্গে অলঙ্কার কবি, কপালে দাসত্র চিষ্ঠ ধরিয়া লাঞ্চিত!
- "যথন জকুট করি চাহিবে দানব, কিম্বা সে অধুলি তুলি বাঙ্গ-উপহাসে দেখাইবে এই দেব শ্বর্ণের নায়ক, শত নরকের বৃহ্গি অন্তর দহিবে!

- "অথবা বৰ্জ্জিত হ'মে দেবত্ব আপন থাকিতে হইবে স্বৰ্গে মার আছে যথা, অন্তব-উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট কলেবর, অন্তব-পদান্ধ-বজঃ ভূষণ মস্তকে।
- "তার চেমে শতবার পশিব গগনে প্রকাশি অমরবীর্য্য, সমরের স্লোতে ভাসিব অনস্তকাল দত্মজ সংগ্রামে, দেবরক্ত যতদিন না হইবে শেষ।
- শ্বমর করিয়া স্বাষ্ট করিলা যে দেবে পিতামহ পদ্মাদন—স্থমনদ্ গ্যাতি; ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে যারা সর্বাগরীয়ান্ অদৃষ্টের বশে হায় তাদের এ গতি!
- "দেরজন্ম লাভ করি অদৃষ্টের বশ, তবে সে দেবত্ব কোথা হে অ-মর্ত্তাগণ ? দেব অক্রাঘাতে নহে দানব বিনাশ, সে দেববিক্রমে তবে কিবা ফলোদয় ?
- শনিষতি স্বতঃ কি কভু অন্তর্কুল কারে ? দেব কি দানব কিম্বা মানব সন্তানে ? সাহসে যে পারে তার কাটিতে শৃঞ্জল, নিষ্মতি কিঞ্কর তার শুন দেবগণ।
- "ধর শব্ধি শব্ধিধর, হও অগ্রসর, জাঠা, শব্ধি, ভিন্দিপাল, শেল, নাগপাশ, স্করর্ন্দ স্করতেজে কর বরিষণ, অদৃষ্ট গণ্ডন করি সংহার অস্করে।"

কহিলা সে হতাশন সর্ব-অস্বে শিথা প্রস্কলিত হৈল তেজে পাতাল দহিয়া; অগ্নির বচনে মন্ত আদিত্য সকলে ছুটিল হুস্কার শব্দে পুরি রসাতল। একেবারে শত দিকে শত প্রহরণে, কোটি বিজ্ঞলীর জ্যোতিঃ থেলিতে লাগিল ; পাতালের অন্ধকার ঘুচায়ে নিমিষে দেখাদিল চারিদিকে জ্যোতির্মায় দেহ।

তথন প্রচেতা—মর্ত্তে বরুণ বিথাত— উঠিলা গন্তীরভাব, ধীর মূর্ত্তি ধবি, পাশ-অস্ত্র শৃক্ত'পরে হেলাইয়া যেন, উন্মত্ত জনধিজন প্রশাস্ত কবিল।

দেপিয়া প্রশাস্ত-মূর্ত্তি দেব প্রচেতার নিস্তন্ধ অমরগণ নিস্তন্ধ যেমন নিস্তন্ধ বস্থন্ধরা, যবে ঝাটকা নিযারে ক্রিরাক্তি ক্রিদিয়া ঘোর হুহুঞ্চার ছাডি।

কহিলা প্রচেতা ধীর গম্ভীর বচন—
"তিষ্ঠ দেবগণ ক্ষণকাল শাস্তভাবে, হেন প্রগল্ভতা নহে মহতে উচিত, এ উদ্ধৃত্য অন্নমতি প্রাণীবে সম্ভবে।

শুক্তে দৈত্য বিনাশিগ্য স্বৰ্গ উদ্ধানিতে অনিচ্ছা কাহার দৈত্যঘাতী দেবকুলে ? কে আছে নাৱকী হেন দেব-নাম-দারী দ্বিক্তিক করিবে হেন পবিত্র প্রস্তাবে ?

শতথাপি প্রতিজ্ঞা বাক্য উচ্চারণ আগে উচিত ভাবিয়া দেগা ফলাফল তার ; সামান্তের(এ) উপদেশ শুভপ্রদ কভু, জ্ঞানীর মন্ত্রণা কভু না হয় নিক্ষণ।

শকি ফল প্রতিজ্ঞা করি বিফল যগগি ? সর্বজন হাস্তাম্পদ হ'য়ে কিবা ফল ? অসিহপ্রতিজ্ঞ লোক অনর্থ প্রলাপী; নমস্ত জগরুত, কার্য্যে স্থাসিহ যে জন। শ্বনেক মহাঝাঁ বাক্য কহিলা অনেক, কার্য্যসিদ্ধি নহে শুধু বাক্য-আড়ম্বরে; কোনগু-নির্ঘোষ কর্ণে প্রবেশের আগে শ্বলক্ষ্য ধরাশায়ী হয় শ্বাঘাতে।

"দেব-তেজ, দেব অস্ত্র, দেবের বিক্রম, বার বার এত যার কর অহঙ্কার, এত দিন কোথা ছিল, অস্থবের সনে যুঝিলে যথন রণে করি প্রোণণণ ?

"কোথা ডিল সে সকল ঘবে দৈত্য-শ্ল নিক্ষেপিল স্থবরনে এ পুরী পাতালে ? সমর্থ কি হয়েছিলা করিতে নিজেজ ছর্জায় বৃত্তের হস্ত দেব অক্সাঘাতে ?

"অস্ত্র সেই, বীর্যা সেই, দেই, দেবগণ, অক্ষ্য অস্ত্রর(৪) সেই, স্থপ্রসন্ন বিধি এগনো রক্ষিছে তারে অনিবার্য্য তেজে, কি বিশ্বাসে পুনঃ চাহ পশিতে সংগ্রামে ?

"ভাগ্য নাই! ভাগধের মৃঢ়ের প্রলাপ! সাহস যাহার সদা সেই ভাগ্যধর! তবে কেন ইল্ল-বাণ-তেজঃ ছর্নিবার অক্ষত-শরীরে দৈত্য ধরিলা বক্ষেতে?

"কেন ইন্দ্র স্থবপতি সর্মবণজয়ী দম্বজমন্দিন নিত্য, শুলের প্রহারে অচেতন রণস্থলে হইলা আপনি, চেতন বিরতি ধার নহে ক্ষণকাল ?

"কেন বা সে ইন্দ্র আজি নিয়তির ধ্যানে, সঙ্কল করিয়া দৃঢ় প্রগাঢ় মানসে, কুমেরু-শিগরে একা কাটাইছে কাল,— কেন্দ্র স্থরপতি রুগা এ ধ্যানে নিরস্ত ? "দেবগণ, মন বাক্য অকর্ত্তব্য রণ যত দিন ইক্স আসি না হন সহায়; অগ্রে কোন দেব তাঁর কক্ষন উদ্দেশ, পশ্চাৎ যুদ্ধকল্পনা হ'বে সমাপিত্ত।"

বরুণের বাক্যে স্থ্যাদের বিধাস্পতি উঠিলা প্রথর তেজঃ—কহিলা সরেণে— "বক্তব্য আমার অগ্রে শুন সর্বজন ভাবিও দে বৈধাবৈধ বাঞ্চনীয় শেষ।

"ত্রিভগতে জীবশ্রেষ্ঠ নির্জ্ञর অমর, অদিতি-নন্দনগণ চির আয়ুমান, অনশ্বর দেববীর্য্য, শরীর অক্ষয়, মর্ম্মকালে মর্মানোকে প্রশিদ্ধ এ বাদ।

"অস্ত্র অচিরস্থায়ী, অনুষ্ঠ অস্থ্য ; চঞ্চল দানবচিত্ত বিপু পরবশ ; মন্ত্রী মিত্র কেহ নহে চির আজ্ঞাবহ ; জয়োৎসাহ প্রভুক্তক্রি অনিতা সকলি ;

"দর্জাকালে সর্বাজনে জান তথা এই, ছবস্ত দানব তবে কত দিন সবে ছর্পার সমরক্ষেক্ষে স্থববীর্যানস, কতকাল ববে দৈত্য দে রণে তিছিম। ?

"মম ইচ্ছা স্থবন্তুন্দ তুরন্ত আহবে, দহ হে দানবকুল ভীম উগ্র তেজে, মুগে যুগে করে কলৈ নিত্য নিরন্তব জন্মুক গগন ব্যাপী অনন্ত সমর!

শ্বলুক দেবের তেজ অমরা বেরিয়া অহোরাত্র অবিশ্রান্ত প্রেণর শিথার; নছক দাননকুন্দ দেবের বিক্রানে, প্রভ্রপরপার। ঘোর চিরশোকানলে। "চিরযুদ্ধে দৈতাদল হইবে ব্যথিত, না জানিবে কোনকালে বিশ্রামের স্থুণ, নারিবে তিষ্টিতে স্বর্গে দেব-সন্মির্গানে, হইবে অমর-হত্তে প্রান্ত নিশ্চিত।

"অদৃষ্ঠ এতই যদি সদয় দানবে, কোনযুগে নাহি হয় যুৱে পরাজিত, ভূত্ক অদৃষ্ঠ তবে তিক্ত আস্থাদনে চিন্নযুকে স্থনতেজে দানব জুমতি।

"পিক্ লজ্জা! অনরের এ বীর্য্য থাকিতে, নিষ্কটকে স্বর্গভোগ করে বুত্তাস্কর! স্থায়ে নিজা যায় নিত্য দেবে উপেক্ষিয়া,— স্বর্গ-বিবহিত,দেব চিস্তায় ব্যাকুল!

"নাহিক বাসব হেথা সত্য বটে তাহা, কিন্তু যদি পুরন্দর আবো বহুগুও প্রত্যাগত নাহি হন, তবে কি এখানে এই ভাবে ববে সবে তির সন্ধকারে ১

°5ল হে আদিতাগণ প্রবেশি **শৃন্তেতে,** দৈত্যের কণ্টক হ'য়ে অমরা বেষ্টিয়া, দগ্ধ করি দৈত্যকুল বুগ বুগ কাল, যুৱের অনন্তরহ্ছি জ্ঞালায়ে অ**ম্বরে**।

"স্বর্গের সমীপ্রতী পর্স্বত সমূহে শিগরে শিগরে জালি শস্ত্রধারীরেশে, স্থশাণিত দেব-অস্ত্র নিত্য বরিষণে দুমুজের চিত্তশান্তি ঘুডাই আহবে।"

কহিলা এতেক স্থা। কটিকার বেগে চারিদিক্ হ'তে দেব ছুটিতে লাগিল উখিত বালুকা ধথা, ধধন মকতে মন্ত প্রভঞ্জন বঙ্গে নৃত্যু করি ফেরে। কিছা গথা যবে ঘোর প্রলয়ে ভীষণ সংহার অনলে বিশ্ব হ'য়ে ভন্মাকার উড়ে অন্তরীক্ষ পথে দিগন্ত আচ্ছাদি, তেমতি অমরবৃন্দ ঘেরিলা ভাস্করে।

সকলে সমত শীঘু উঠি ব্যোমপথে, বেষ্টিয়া অমরাবতী অরাত্রি অদিবা, চিরসমরের স্রোতে ঢালিয়া শরীর, দেবনিন্দাকারী হুষ্ট অস্তুরে ব্যথিতে।

দ্বিতীয় দৰ্গ।

হেথা ইক্রালয়ে নন্দন ভিতর, পতিসহ প্রীভিস্কথে নিরম্ভর, দানব-রমণী করিছে ক্রীড়া।

রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি, পরিছে হরিষে স্থবমাতে ভুলি, বদন-মণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া॥

মদন গজ্জিত কুন্তম আসন, চারিদিকে শোভা করেছে ধারণ, বিচিত্র সৌন্দর্য্য স্করভিময়।

হাসিছে কানন ফুল-শ্যা পরি, স্থানে স্থানে যেন মৃত্তিকা উপরি, কতই কুম্বম-পালন্ধ রয়॥

কত জূল-ক্ষেত্ৰ চারি দিকে শোভে, সুক্মি হাস্ত হয় কান্তি হেরি লোভে, ্রেথেছে কন্দর্প করিতে থেলা। বসস্ত আপনি স্থমোহন বেশ, ফুটাইছে পুষ্প কত সে আবেশ, হয়েছে অপূর্ব্ব শোভার মেলা।

দানব-রমণী ঐক্রিলা দেখানে, শোভাতে মোহিত বিহ্বলিত প্রাণে, ূলে ফুলে ফুলে করিছে কেলি ৷

করিছে শয়ন কভু পারিজাতে, মৃত্ল মৃত্ল স্থশীতল বাতে, মুদিয়া নয়ন কুস্কমে হেলি।

বসিছে কথন অন্তরাগ ভরে ইন্দিরা-কমল-পর্য্যন্ধ উপরে, দৈত্যপতি হাসে পারশে বসি।

হাসে মনস্কথে উদ্রিলা স্থন্দরী, বৃতিদক্ত মালা করতলে ধরি, বসনবন্ধন গড়িছে খসি॥

মূর্বিমান ছয় রাগ করে গান, রাগিণী ছত্রিশ মিলাইছে তান, সঙ্গীত-তরঙ্গে পীয়ুব ঢালি।

স্ববে উদ্দীপন করে নবরস, পরশ, আড্রাণ সকলি অবশ, শ্রবণ ইন্রিয়-ব্যাপ্ত থালি॥

ল্লমে রতিপতি সাজাইমা বাণ, কুস্থম-ধন্থতে স্থ-ঈষং টান, মুচকি মুচকি মুচকি হাসি।

নাচে মনোগ্রমা স্বর্গ-বিভাধনী, কন্দর্প-মোহন বেশভূষা পরি, বিশাস-সরিৎ তরঙ্গে ভাষি এইরূপে ক্রীড়া করে দৈত্য দনে, দৈত্যজ্ঞায়া স্থথে নন্দন কাননে, রুত্রাস্থর স্থথে বিহ্বল-প্রায়।

ধরি অমুরাগে পতি-করতল, কহে দৈত্যরামা নয়ন চঞ্চল, হাব ভাব হাসি প্রকাশ তায়—

শুনন, দৈত্যেশ্বর, শুন শুন বালি, বুগা এ বিলাস, বৃগা এ সকলি, এখনও আমরা বিজেতা নয়।

বিজিত যে জন, বিজয়ীচরণ বাহি যদি সেবা করিল কখন, সে হেন বিভয়ে কি ফলোদয় ?

তুমি স্বৰ্গপতি আজি দৈতোধৰ, গমি তব প্ৰিয়া গ্যাত চরাচৰ, দিক্ লজ্জা তবু সাধ

ক্টাক্ষে তোমার অ শু প্রাপ্য যাহা, এব প্রিষ নাবী নাহি পায় তাহা, তবে সে া ৮ থ কি এ গুরে ?

"স্বয়ংবরা হ'য়ে করেছি বংশ, হেরিয়া তোমাতে মহেন্দ্র লক্ষণ, ইড্ছ∤ময়ী হব স্কর্ময়ে আ্লান।

যে ইচ্ছা যখন ধরিবে হানয়, তথনি সফল হবে সমুদয়, জানিব না কারে বলে নিরাশ।

গাঁগ নিজকুল গুরুব্ধ ছাড়িয়া, ারিলাম তোমা যে আশা করিয়া, এবে দে বিক্ষল হইল তাহা ! নিক্ষণা বাসনা হৃদয়ে যাহার, কিবা অর্গপুরী, কিবা মর্ত্ত তার, যেগানে দেখানে নিয়ত হাহা॥

"কিবা দে ভূপতি, কিবা দে ভিগাৱী, কান্ধালী দে জন বেগানে বিহারী, প্রাণের শৃক্ততা ঘুচে না কভু।

পতিতে বরণ করিয়া তোমায়, তবু সে বাসনা পূরিল না হায়, আমার(ও) এ দশা ঘটিল তবু !

"ভাল ভেবে যদি বাসিতে হে ভাল, সে বাসনা পূৰ্ণ হ'ত কত কাল, সহিতে হ'ত না লালসা-জালা।

ভালবাসা এবে কিসে বা জাগাই, দিয়াছি যা ছিল সে যৌবন নাই, ভালবেসে বেসে হয়েছি আলা

"ইক্রাণী যদি সে করিত বাসনা, না পূরিতে পল পূরিত কামনা, মরি সে ইক্রের লয়ে বালাই।

প্রণয়ী যে বলে প্রণয়ী ত সেই, না চাহিতে আগে হাতে তুলি দেই, সে প্রণয়ে এবে পড়েছে ছাই ॥"

বলিয়া নেহাবে পতির বদন, আধ ছল্ ছল্ ৮লে ছনয়ন, অভিমানে হাসি জড়ায়ে রয়।

শুনি দৈত্যেশ্বর বলে ধীরে ধীরে,
"কি বলিলে প্রিয়ে বল শুনি ফিরে,
প্রেয়সী নারীর এ দশা নয় ?

"কি দোষে ভং দনা করিছ আমায়, না দিয়াছি কহ কিবা সে তোমায়, অদেয় কিবা এ জগতী মান ?

দিয়াছি জগৎ চরণের তলে, কৌস্তত যেমত মাণিক মণ্ডলে, তুমি সে তেমতি নারীতে আজ।

"কে আছে রমণী তুলনা ধরিতে, ক্রম্বর্য্য, বিভব, গোরব, থ্যাভিতে, ভোমার উপমা কাহাতে হয় ?

আর কি লালসা বল তা এখন, আছে কি বা বাকি দিতে কোন ধন, কি বাসনা পুনঃ জদে উদয় ॥"

কহিল ঐক্রিলা *নিয়াছ যে সব, জানি হে সে সব বিভব, গোরব, তবু সর্বান্ধন-পূজিতা নই।

মণিকুলে যথা কৌস্তভ মহৎ, নারীকুলে আমি তেমতি মহৎ, বল, দৈত্যপতি হয়েছি কই ?

"এখনও ইন্দ্রাণী জগতের মাঝে, গৌরবে তেমতি স্থগেতে বিরাজে, এখনও আয়ত্ত হলো না দেই।

স্বর্গের ঈশ্বরী আমি দে থাকিতে, কিবা এ স্বরগ কিবা দে মহীতে, শচীর মহত্ব ভূলে না কেহ!

"রতিমুথে আমি শুনিমু দে দিন, স্থামক এগন হয়েছে খ্রীহীন, শাসীর সৌন্দর্গা দেহে ইক্রাণী যথন আছিল এথানে, অমর-স্থন্দরী সকলে যেথানে, থাকিত হেমাদ্রি উজ্জ্বল করি॥

"শুনেছি না কি সে পরমা রূপনী, বড় গরবিণী নাবী গরীয়সী, চলনে গোরব ঝড়িয়া পড়ে।

গ্রীবাতে কটিতে ক্ষারিত উরসে, কিবা সে বিষাদ কিবা সে হরবে, মহন্ধ যেন সে বাঁধে নিগড়ে॥

"শচীরে দেখিব মনে বড় সাধ, ঘুচাইব চক্ষু কর্ণের বিবাদ, আমার চিত্তের বাসনা এই।

থাকিবে নিকটে শিগাবে বিলাস, ধরিব অঙ্গেতে নবীন প্রকাশ, ভুলাতে তোমারে শিথাবে সেই॥ .

"আসিবে যতেক অমর-স্থলরী শচী সঙ্গে অঙ্গে দিব্য শোভা ধরি, অমর-কৌতুক শিথাবে ভাল।

এই বাঞ্ছা চিতে শুন দৈতাপতি,
শচী দাসী হবে দেখিবে সে বতি,
হয় কি না পুনঃ স্কমেঞ্জাকো ॥"

শুনে বৃত্তাস্থ্র ঈদং হাসিয়া, কহিল ঐক্রিল। নয়নে চাহিয়া, "এই ইজ্ঞা প্রিয়ে সদে তোমার ?"

বলিয়া এতেক দানব-**ঈখ**র, কলপে ডাকিয়া জিজ্ঞানে সম্বর, "কোথা শচী এবে করে বিহার ?" কছিল কলৰ্গ মূথে চিৱহাসি, "অমরা বিহনে এবে মর্ক্তবাসী, নৈমিষ অরণ্যে শচী বেড়ায়।

সঙ্গে প্রিয়তমা সধী অন্তগত, ভ্রমে সে অরণ্যে ছংখেতে সতত, না পেয়ে দেগিতে স্থমেক্ন কায়॥

শক্টে করে বাদ শচী নরলোকে, ইন্দ্র, ইন্দ্রালয়, ইন্দ্রজের শোকে, অন্তরে দার্রণ ছংগছতাশ।"

ণ্ডনি দৈত্যপতি কাহলা "ফুলবি, পাবে শচীসহ শচীসহচবী, অচিরে তোমার প্রিবে আশ॥"

ক্রন্তিলা শুনিয়া সহর্ষ হইলা, অধবে মধুর হাসি প্রকাশিলা, পতি-কর স্থথে ধবে অমনি।

হাসিতে হাসিতে কন্দর্প আবার, ধন্নকে ঈবৎ করিল টঙ্কার, শিহরে দানব দৈত্যরমণী॥

পুন: ছয় রাগ রাগিণী ছত্তিশ, গীত রুষ্টি করে ভূলে অ'শীবিদ, নব নব বস বিভাস করি।

পুন: দে ইন্দ্রিয় অবশ সঙ্গীতে, অস্কুর অস্কুরী শুনিতে শুনিতে, চমকে চমকে শুঠে শিহরি॥

ক্তু বীর-রদে ধরিছে স্থতার, দানব উঠিছে কন্ত্রি মাধ্যমার, পশিছে যেন। অমর নাশিতে ধরিছে ত্ত্রিশূল, আবার যেন সে অমরের কুল, বিনাশে সংগ্রামে, ভাবিছে হেন॥

কণন করুণা-সরিতে ভাসিয়া, চলিছে ঐল্রিলা নয়ন মুছিয়া, কণন অপত্য-মেহেতে ভোর।

যেন সে কোলেতে হেরিছে কুমার, স্তন্যুগে স্বতঃ বহে ক্ষীরধার, এমনি ত্রিদিব-সঙ্গীত-ঘোর॥

কভূ হাজ্ঞরস করে উদ্দীপন, কোথায় বসন, কোথায় ভূষণ, ক্রিক্রলা উল্লান্যে মধীর হয় !

ক্ষণে পড়ে ঢলি পতির উৎসঙ্গে, ক্ষণে পড়ে ঢলি ফুলদল অঙ্গে, উৎফুল্ল বদন লোচনদ্বয়॥

অমনি অপ্সরা হইয়া বিহ্বল, চলে ধীরে ধীরে তন্তু চল চল, নেত্র করতল অলকা কাঁপে।

স্ক্রমং হাসিতে অধর অধীর, অঙ্গুলি অগ্রেতে অঞ্চল অস্থ্রর, টানিয়া অধরে স্ক্রমং চাপে॥

চারিদিকে ছুটে মধুর স্থবাস চারিদিকে উঠে হরষ উচ্ছ্বাস, চারি দিকে চারু কুস্কম হাসে।

গেলেরে দানবী দানবে মোহিয়া, বিদাস-স্বিং-হবঙ্গে ডুবিয়া, প্রমোদ-প্লাবনে নন্দন ভাবে॥

তৃতীয় সর্গ।

উঠিছে দানবরাজ নিদা পরিহরি: ইন্দ্রালয়ে, শশবাস্ত নানা দ্রব্য ধরি দানব, গৰুৰ্বা, ধক্ষ ছাট্টয়া বেড়ায়, গৃহ পথ রথ অশ্ব সত্তর সাজায়; সাজায় স্থব্দর করি পুষ্পমালা দিয়া. গৰাক্ষ গহের দার শোভা বিস্তাদিয়া: উড়ায় প্রাসাদ চুড়ে দানব পতাকা-শিবের ত্রিশূলচিক্ত শিবনাম আঁকা। ঘন করে শহাধবনি, ঘন ভেরীনাদ; চারিদিকে স্তবশব্দ ঘন ঘোর হাদ। শিখরে শিখরে বাজে জন্দভি গভীর: ঘন ঘন ধনুর্যোধে গগন অস্তির। ইক্রালয় বিলোডিত দানবের দাপে: জয়শব্দে চবাচব মেরু-শীর্ষ কাঁপে। বাসবের বাসগৃহ, গগন যড়িয়া, হিমাদ্রিভূধর তুল্য, আছে বিস্তারিয়া। ক্ষাটকের আভা তার ফটিয়া পড়িছে. হিমানীর রাশি যেন আকাশে ভাদিছে। দারদেশে ঐরাবত হন্তী স্তদ্জিত: স্ক্রসজ্জিত পুষ্পার্থ দারে উপস্থিত। ইক্রপুরীশোভাকর সভার ভবন কুবের সাজায় আনি বিবিধ ভূমণ: সারি সারি মণিস্তস্ত সাজাইছে তায়, সাজাইছে পুষ্পদাম চক্রাতপ গায়। হায় রে দে ইন্দ্রাসন বসিত যাহাতে বাসব অমরপতি, রাখিছে তাহাতে মন্দার প্রত্পের গুচ্চ করিয়া যতন. দানব আসিয়া দ্রাণ করিবে গ্রহণ। ইন্দ্রের মুকুট দণ্ড আনি ক্রতগতি রাথিতে আসন পার্শ্বে ভয়ে ফকপতি।

সভাতলে বাছয়ন্ত প্রস্তুত করিয়া তটম্ব কিন্নবগণ, দেখিছে চাহিয়া। আতঙ্গে প্রবেশ দাবে:--বিত্তাধরী যত--উর্বনী, মেনকা, রস্তা, মতাচী বিনত-বসন ভূষণ পরি সকলে প্রস্তুত. কেবল নৰ্ত্তন বাকি বাদন সংযত। সমবেত সভাতলে, করি যোড কর व्यथाता, किञ्चत, यक, मिक, विवाधत । সমবেত দৈতাবর্গ স্থানীর্থ শরীর:---হেনকালে শছাবনি হইন গন্তীর: অমনি সুষ্দ্রে বাঝ বাজিল মধুর: অমনি অসমাপায়ে বাজিল নপুর; পরিল স্থধার ছালে সভার ভবন, বহিল অমরপ্রিয় স্করভি পবন। প্রবেশিল সভাতলে অস্তর চর্জ্বয়: চাবিদিকে স্বতিপাঠ জয় **শব্দ** হয়।

ত্রিনেত্র, বিশালবক্ষ, অতি দীর্ঘকায়, বিলম্বিত ভূজবয়, দোছন্য গ্রীবায় পারিজাত পুশ্বহার বিচিত্র শোভায়।

নিবিড় দেহের বর্ণ নেঘের আভাস;
পর্মতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ—
নিশান্তে গগনপথে ভান্তর ছটায়;
ব্রান্তর প্রকাশিল তেমতি সভায়।
জকুট কবিয়া দর্পে ইক্রাসন'পরে
বিসিন, কাপিন গৃহ দৈত্য-দেহভবে।
মন্ত্রীরে সন্তাধি দৈতা কহিলা তথন—
"স্থমিত্র হে, ভী দেশের করহ প্রেরণ
সন্তর অবনীতলে, নৈমিব কাননে—
ভ্রমে শতী সে অরণ্যে স্বরামা সনে;
আন্ত্রক স্বরগপ্রে অনগ্রী সকলে;
যে বিধানে পারে কহ জ্ঞানিতে কৌশনে;
কৌশনে না সিদ্ধ হয় প্রকাশিবে বল;

ঠানিলার অভিলাষ করিব সফল। বড লজ্জা দিলা কাল ঐক্রিলা আমারে শ্রী ভ্রমে স্বভন্তর। না সেবি ভাহারে। শ্রমিত্র, সত্তর কার্য্য কর সম্পাদন, খীনণে নৈমিয়ারণো করছ প্রেরণ।" দৈতোক্রবচনে মন্ত্রী কহিলা স্থমিত্র— "মহিমীবাঞ্জিত যাহা কিবা সে বিচিত্ৰ। তব আজ্ঞা শিরোধার্যা, দমুজের নাথ, নৈমিষ অরপো দৈতা যাবে অচিরাৎ। নিবেদন আছে কিছু দাসের কেবল, আদেশ পাইলে পদে জানাই সকল।" দৈতোশ কহিলা "মন্ত্রি কহ কি কহিবে, অবিদিত বৃত্রাস্করে কিছু না থাকিবে।" কহিলা স্থমিত তবে "শুন, দৈতানাথ, ম্মর মাসিছে স্বর্গে করিতে উৎপাত। কহিলা প্রাহরী যারা ছিল গত নিশি দেখেছে দেবের জ্যোতিঃ প্রকাশিছে দিশি। অতি শীঘ্ৰ, বোধ হয়, দেবতা সকল বণ আশে প্রবেশ করিবে স্বর্গন্তন: এ সময়ে ভীষণের প্রেরণ উচিত ফা কি না, দৈতাপতি, ভাবিতে বিহিত। সামান্ত বিপক্ষ নতে জান, দৈতাপতি, কঠোর সে অমরের যদ্ধের প্রতি ! দিবারাত্তি ক্ষণকাল নহিবে বিশ্রাম, ছদিম বিক্রমে সবে করিবে সংগ্রাম। কত যোদা দানবের হবে প্রয়োজন এ সময়ে উচিত কি ভীষণে প্রেরণ ?" গুনিয়া, হাদিলা বুত্রাস্কর দৈতোশব: কহিলা "প্রালাপ না কি কহ মন্ত্রীবর প আসিবে সমরে ফিবে অমর আবার । এ মুখ্যা কথা মন্ত্রি, রচিত কাহার ৪ দানবের ভয়ে স্বর্গ পৃথিবী ছাড়িয়া. লুকায়িত আছে সবে পাতালে পশিয়া! मांभा कि म्हित्व भूनः इय अर्गभूथ.

যাক কতকাল আরো খুচুক সে ছখ। দৈতোর প্রহার অঙ্গে যে করে ধারণ. ফিবিবে নাখদে আর কথন সে জন। বুত্রাস্থর থাকিতে, সে সৈন্ত দেবতার স্বর্গের দিকেও কভ চাহিকে না আর। বোগ হয়, প্রতীহার রক্ষক যাহারা. অন্ত কিছ শন্তপথে দেখেছে তাহারা— হয় কোন উল্লা. কিম্বা নক্ষত্ৰপত্ন, নিদাঘোরে শতাপরে করেছে দর্শন।" কহিলা সমিত্র "দৈতাপতি, অন্তরূপ বলিলা প্রাহরীগণ, কহিয়া স্বরূপ। গগনমার্গেতে দেব-জােতির আভাস, দেহিয়াছি স্থানে স্থানে জ্যোতির প্রকাশ। বক্ষকপ্রধানে ভাকি জিজ্ঞাসা করিলে. বিদিত হউবে দর্ম স্বকর্ণে শুনিলে।" দৈত্যেশ আদেশে আসে বৃক্ষক-প্রাণান: দাঁডাইলা সভাতলে পর্বত প্রমাণ। কৃতিলা দানবপতি "কৃত তে ঋক্ষভ. কি দেখিলা গত নিশি, কিবা অন্নভব ?" কহিলা ঋক্ত দৈতা "শুন, দৈতানাথ, ত্রিগাম রজনী যবে, হেরি অক্সাৎ मित्क मित्क हाहिशादा **जे**यर श्रामा. জ্যোতিশায় দেহ যেন উজলে আকাশ ! নক্ষম উন্ধার জ্যোতিঃ নহে সে আকার: জানি ভাল দেব-অঙ্গে জ্যোতিঃ যে প্রকার। ভ্ৰম না হইল কভ ক্ষণকাল তায়, চিনিলাম দেব-অঙ্গ জ্যোতি সে শোভায়। ফুটিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে দশদিশে. যভক্ষণ অন্ধকার অংশ্রতে না মিশে; দেখিলাম কত হেন সংখ্যা নাহি তার. উঠিছে আকাশপ্রান্তে ঘেরি চারি ধার; বহু দূবে এখন(ও) সে জ্যোতির উদয়— দেবতা তাহারা কিন্তু কহিছু নিশ্চয়।" বুত্রাম্বর জিজ্ঞাসিলা ঘুচাতে সন্দেহ,

"ইল্রের কোদগুনাদ শুনিলা কি কেই? ইন্দ্র যদি সঙ্গে থাকে অবশ্র সে ধ্বনি শুনিতে পাইত স্বর্গে সকলে তর্থন।" কহিলা ঋকভ. "অন্ত দানব যতেক. इत्मात काम अध्यक्ति ना अनिना এक।" তখন দানব-ইন্দ্র বৃত্তাম্বর কয়-"দেবতা আসিছে সত্য, কিবা তাহে ভয় ? একবার অস্ত্রাঘাতে পাঠাই পাতাল. এইবার একেবারে ঘচাব জঞ্জাল। ইন্দ্র সঙ্গে নাই, যুদ্ধে পশিছে দেবতা; বাতুল হয়েছে তারা, কি ঘোর মুর্থতা ! সঙ্কল করিত্ব অগ, শুন, দৈত্যকুল, সম্বল্প করিত্ব হের পরশি ত্রিশল-স্বর্যোরে রাখিব করি পথের সার্থি: চক্র সন্ধ্যামুখে নিত্য যোগাবে আরতি: প্রন ফিরিবে সদা মন্মার্জ্জনী ধরি অমরার পথে পথে রজঃম্বিগ্ধ করি: বরুণ রক্তক বেশে অস্থরে দেবিবে. দেবসেনাপতি স্কন্দ পতাকা ধরিবে। নির্ভয়ে সকলে নিজ নিজ স্থানে যাও: স্থমিত, নৈমিবারণো ভীষণে পাঠাও।" কহিলা এতেক, বুত্রাস্থর দৈত্যপতি, সভা ভাঙ্গি স্থামেরুর দিকে কৈলা গতি।

এগানে ত্রিদিব বৃড়ে ছুটিল সংবাদ ;
স্বর্গপুরী পূর্ণ করি হয় সিংহনাদ ।
বাজিল জুলুভিধ্বনি শিগরে শিগরে;
কোদগুটন্ধারে ঘন গগন শিহরে।
প্রাচীরে প্রাচীরে উড়ে দৈতোর পতাকা
শিবের ত্রিশুল চিক্ত শিবনান আকা।
মহা কোলাহলে পূর্ণ হৈল সর্দ্ধন্থল;
সাজিল সমরসাজে দানব সকল।
বৃত্তান্তরপুত্র, বীর ক্তুপীড় নাম,
স্বধ্ব্য দানব-কুলে, বিচিত্ত ললাম।
ভূষিত ললাটদেশ, বিশাল উরস,

বাল্যকাল হ'তে যার অদীম সাহস;
সজ্জিত মাণিক গুচ্ছ কিবীট শীর্বে;
দেবতা আদিছে বুদ্ধে, শুনিমা হরবে,
স্থমিত্রের করে ধরি, কত দে উল্লাস,
শুংসাহ হিল্লোলে ভাগি করিল প্রকাশ।
মহাযোদা র্ত্রপুত্র, পূর্বের সমরে,
লভিলা বিপুল যশং মুঝিয়া অমরে।
আবার আদিছে যুদ্ধে দেবতা সকল,
শুনি মহোংসাহে মত্ত হৈলা মহাবল।
চলিলা মন্ত্রীর সহ আপন আলয়ে,
আন্দোলিয়া নানা কথা যুদ্ধের বিষ্যে।

স্বৰ্গ দ্বাবে দ্বাবে চলে দৈতা মহাবণী;
হণ্যক্ষ বিপুল্বক্ষঃ পূৰ্ব্বে কৈলা গতি।
ঐবাবণী—বল যাব ঐবাবত প্ৰায়,—
পশ্চিমে চলিলা বেগে নদী যেন বায়।
শঙ্কাৰত্ব দিত্য—যাৱ শজ্বোৰ নিনাদে
অমব কম্পিত হয়—উত্তৱ আচ্ছাদে।
দক্ষিণেতে দিংহজ্বা—মিংহের প্রতাপ —
চলিলা ছর্ন্বৰ্ধ দৈত্য, ভয়ন্ধৰ দাপ।
স্বর্গেব প্রাচীবে ভ্রমে দৈত্য কোটিজন;—
ভীবণ নৈমিবাবণ্যে কবিলা গমন।

চতুর্থ সর্গ।

-:*:--

সায়াহে স্থীর সনে, বসিয় নৈমির ব শচী কহে স্থীরে চাহিয়া। "বল আর কত দিন, এ বেশে হেন শ্রীহীন থাকিব লো মরতে পড়িয়া! না হেরে অনরাবতী, চপলা, ছাপেতে অতি, আছি এই মানব-ভবনে। না ঘুচে মনের বাথা, জাগে নিতা সেই কথা পুনং কবে পশিব গগনে॥

সে কথা ভূলিতে চাই গনে যগু**পি** ছাই, দেবেরে স্বপন নাহি আসে। াগ্রতে সে দেখি যাহা, চিত্ত দগ্ধ করে তাহা প্রাণে যেন মন্ত্রীচিকা ভাসে। ানের কাছে কাছে, সতত বেড়ায় আ চে. স্বরগের মনোহর কায়। চলি তেমতি ভাব. দষ্টিপথে আবির্ভাব. কিন্তু জানি সকলি সে ছায়া। ন্তি যদি হ'ত কভু, কিছুক্ষণ স্তুগে তব থাকিতাম যাত্রা ভুলিয়া; ाड़ी मत्न जालि नारे, दमत्वद क्लाल हारे, বিধি **সজে অস্বপ্ন** করিয়া। াত করিলে পান, তবে বা জুজাত প্রাণ. সে উপায় নাহিক এখন. রূপে, চপলা, বল, নিবাসি এ ভুমগুল, চিরছ:থে করিব যাপন। থাকি যেন কারাগারে, াবের এ আগারে. পুরিয়া নিশাস নাহি পড়ে ! ত গাঢ়তর বায়ু, আই ঢাই করে আয়ু, বক যেন নিবন্ধ ন ফিরাতে ঠাই, কোথাও নাহিক পাই. শূতা যেন নেত্রপথে ঠেকে ! থ নাহি দৃষ্টি হয়, চারিদিক বহ্নিময়, আগুণে রেখেছে যেন চেকে! ম! এ মাটার ক্ষিতি, পায়ে বাজে নিতি নিতি भिना (यन कर्छात कर्कन । নডে না পাই ভাল. শব্দ যেন সর্ব্বকাল কর্ণমূলে ঝাটকা পরশ ! ক্ষুদ্র ক্ষিতিতে থাকি, কেমনে শরীর রাগি, স্থি রে সকলি হেথা স্থল ! াত্য এ ধর্মতাজ্ঞান, আকুল করে পরাণ, কেমনে সে বাঁচে নর-কুল ! কত কাল ভাবি তাই, ামর--- মরণ নাই

এত কষ্টে এগানে থাকিব,

যুখনি ভাবি লো সই. তগনি তাপিত হই. চির দিন কেমনে সহিব। অনন্ত যৌবন লয়ে. ইন্দ্রের বনিতা হয়ে, ভোগ করি স্বর্গবাস স্থুখ: কিরূপে থাকিব হেথা, হইয়া অনস্ত চেতা. नवर्तारक महिया এ इथ ! नतक्रम जोन मणि. मुक्रा हम विष ज्थि. মরিলে ছঃথের অবসান। অম্বুদিন অমুক্ষণ, নিদ্রাহীন অস্বপন. জলে না লো তাদের পরাণ। বরং সে ছিল ভাল, নাহি যদি কোন কাল, দেখিতাম স্বরগ নয়নে। আগে স্থুখ পরে পীড়া, আগে যশঃ পরে ব্রীড়া, জীবিতের অসহা সহনে। জানি সথি গুলা ছাড়ি, তুণদলে না উপাড়ি, মহাঝড় তরুতেই বহে। জানি দর্বসহা ভিন্ন, উত্তাপে না হ'য়ে থিয়. অগ্নিদাহ অত্যে নাহি সহে॥ তথাপি অন্তর দহে, এ ঘুণা না প্রাণে সহে, প্রব্যক্ত সদা পড়ে মনে। যে গোরৰ ছিল আগে, বাসবের অমুরাগে, কার হেন ছিল ত্রিভবনে গ কেমনে ভুলিব বল, মেঘে যুবে আগওল, বসিত কার্মাক ধরি করে; তুই সে মেঘের অঙ্গে, খেলাতিদ্ কত রঙ্গে, ঘটা করি লহরে লহরে ! কি শোভা হইত তবে, বসিতাম কি গৌরবে পার্মে তাঁর নীরদ আসনে! इंडें कि घन घन, মৃত্ মৃক্ গ্রজন, মেঘ যবে হলাত প্ৰনে! যুচায়ে নয়নভ্রাস্তি, ইন্দ্রের সে মুথকান্তি, কত দিন সথি রে না হেরি ! কত দিন বৈদে নাই, বুচায়ে চক্ষু বালাই, स्वत्न वामरवरत राति !

স্থমেরু শিখরে যবে. স্থাে খেলিতাম সবে, অমর সঙ্গিনীগণ সহ, উপরে অনস্ত শৃক্ত অনন্ত নক্ষত্র পূর্ণ, मना क्रिश्न मना शक्त वर । ভূমিত নিৰ্মান বায়, ফুটিয়া ফুটিরা তায়, কত পুষ্প স্থমেক শোভিত. নির্মাণ কিরণ শোভা, স্থি রে কি মনোলোভা, মেক অকে নিতা বর্ষিত ! স্থি সেই মনাক্নী. চিরানন-প্রদায়িনী. দেবের পরশ স্থাকর। চলেছে নন্দন তলে, উছলি মধুর জলে ভাবিতে রে হৃদয় কতির! কার ভোগাা এবে তাহা,কার ভোগা এবে আহা. আমার দে নন্দনবিপিন। কে ভ্ৰমিছে এবে তায়, কেবা সে আঘাণ পায়, পারিজাতে কে করে মলিন ! স্থি পারিজাত ম্ম. জগতের নিরুপম. দৈতাজায়া পরিছে গলায়! যে পুষ্প শচীর হৃদি, মিগ্ধ করিবারে বিধি. নির্মিলা অতুল শোভায়! ধরি কলুষিত কায়া, **দ**খি রে দানবজায়া. বসিছে সে আসন উপরে; জীছাস্ত্রগে নিমগন. रिश्यारन व्यवजीनन. বিরাজিত প্রকল্প অন্তরে ! আমার শগনা গাবে, হায় লজ্জা! চপলারে, অমর পরশে নাহি যাহা, इक्ट विना त्य भवन. না ছু ইলা কোন জন, বুত্রাম্বর পরশিল তাহা। ধিক লজা ধিক ধিক. কি আর কব অধিক, এ পীড়ন সহিলো এ প্রাণে !! এত দিনে দৈত্যবালা. এ মুখ করিয়া কালা.

শচীরে বিন্ধিল বিষবাণে !

ঐক্রিলার কটিডটে হায়!

সাজে লো আমার সাজে, আমার সপ্তকী বাজে.

অমরে করিত যত্ন আমার মুকুট-রত্ন কুবের আনিয়া দেয় তায়! শচী বলি কেবা আর. গৌরব করিবে তার. কে আর আসিবে শচী স্থান! আর না আসিবে লক্ষী, বাছতে বাধিতে রক্ষী, লইতে ইন্দিরা-পুষ্প ঘাণ ! স্থাজাত স্থাসন্ম, ইন্দিরার প্রিয়পন্ন. কত স্থাপে লইত কমলা; এবে সে ছোঁবে না আর, হাতে তুলে দিলে তাঁ শচীর পরশ এবে মলা! উমা নাহি ফিরে চাবে, বিন্ধাণী সরিয়া যাবে. কাছে যদি কখন দাড়াই। স্থার্রামা অন্ত যত, লজ্জা দিবে অবিবৃত্ত, চূর্ণ করি শচীর বড়াই ! কোথায় পলাব বল ? কোথা আছে হেন স্থল ? এ মুখ না দেখাব কাহারে: পশিয়া মানবগেছে. ব্রঞ্চ মানবদেহে, জন্মিব, মরিব, বারে বারে ! ভূলে রব যত কাল, জীয়ে রব তত কাল. ভাবিলে সে আবার মরণ। তবে বা ঘুচিবে তাপ, ভাবনার অপলাপ, ভবে যাবে চিত্তের পীজন ॥" হেনকালে পুষ্পাবন্ত নিত্য মনোহর তমু, চিরহাসি অগবে প্রকাশ আসি শতী সলিবান. বাড়ায়ে শতীর মান ইক্রাণীরে করিলা সম্ভায ॥ কহিলা "হে পঞ্চশর. চপলা হেরি সম্বর, হেথা গতি কোথা হ'তে বল। আছ ত, আছ ত ভাল,গোরা ছিলে হ'লে কাল, তামার ও রতির কুশণ গ শুনি নাকি মাল্যকার হ'য়ে এবে আছু, মার, ঐক্রিলার উন্থান সাজ। ও ? নিজ করে গাঁথ মালা, সাজাতে দানববালা, মালা গাঁথি অস্তবে পরাও ?

এত গুণপনা তব, জানিলে হে মনোভব. নিতা গাঁথাতাম পুষ্পহার। থাকিতে সে অক্তমনে, তাজি পুষ্প শরাসনে, ত্রিভূবন পাইত নিস্তার॥ विष আগে दिनि दिनि, शुष्प धरू शुर्छ रिम्नि, বেড়াইতে স্থনোহন বেশ. তাক্ত করি বারে বারে. সর্বলোকে স্বাকারে. শুন, কাম, এই তার শেষ। ছি ছি মরি, নাহি লাজ, ধরি মালাকার দাজ, এখন(ও) সেঁ আছ স্বর্গপুরে। রতির কি লজ্জা নাই, মুখেতে মাথিয়া ছাই, ঐক্রিলারে সাজায় নূপুরে !" গঞ্জনা দিওনা মারে, শচী কহে "চপলারে. স্থুথে আছে স্থুথে থাকু কাম, স্বৰ্গপুৰী প্ৰিছবি. এ পীড়া ছাদয়ে ধরি, পুরাইত কিবা মনস্কাম ? मना छभी मर्ख ठैंहि. ভাবনা যাতনা নাই. **हित्रकीती इंडेक** एम कर्मा: স্তুথে আছে চিরকাল. রতির কপাল ভাল. সহে না সে এ পোড়া যাতনা। প্রভাম, কৌশল কিবা, আমারে শিথায়ে দিবা, मना स्वथ हिट्ड किटम स्य ; তুমি যথা মনোভৰ, কি রূপে ভূলিব সব, নিতামখী নিতা হাস্তময় !" কন্দর্প অপান্ত ঠারে, শাসাইয়া চপলারে, সমন্ত্রমে শচীপ্রতি কয়— 'মুখ ছঃখ ইন্দ্রপ্রিয়া, मकिंग वामना निया, যকতির আয়ত্ত দে নয়। কোথায় বা ত্রিভূবনে, ছাড়িয়া নন্দন-বনে. জুডাইবে কন্দর্পের প্রাণ; নন্দন ভিতরে তাহা, কামের বাঞ্চিত যাহা. না পাইক গিয়া অন্ত স্থান! কি দানবী কি অমর. দেবিয়া অস্ত্র নর, তাই স্বৰ্গ না পাবি ছাড়িতে।

যার যেথা ভালবাসা, তার সেথা চির আশা, স্থুখ ছঃখ মনের খনিতে ! সে কথা বুথা এখন. আসিয়াছি যে কারণ. শুন আগে বাসবর্মণী. আপন কর্ত্তব্য মানি. আসম বিপদ জানি. জানাইতে এসেছি অবনী। নির্দ্ধয় অদষ্ট অতি, এগন(ও) তোমার প্রতি, ভনে চিত্তে ঘুচিল হরিষ, কর্ত্তব্য যা হয় কর, না থাক অবনী'পর নিকটে আসিছে আশীবিষ।" "শচীর অদষ্ট মন্দ্র. আছে কি শচীর ধন্দ. দে কথা শুনাতে আ(ই)লে, মার! স্বৰ্গতাজি ধরাবাস. ইলের ইল্ড নাশ, ইহা হ'তে অভাগ্য কি আর ?" "এই यमि कहे हम. শুনিয়া কন্দর্প কয়. না জানি সে কি বলিবে তায়. ঐক্রিলা সেবিতে যবে, রতি-সহচরী হবে, অর্ঘ্য দিবে বুত্রাম্বর পায়! ক্ষমা কর, স্থরেশরি, এ কথা বদনে ধরি, চেতাইতে বলিতে সে হয়, ঐক্তিলার মনোরথ. স্বকর্ণে শুনেছি যত, তাই মনে পাই এত ভয় ! বসিয়া নন্দনবনে ঐন্ত্রিলা দৈত্যের সনে. আমার সে সাক্ষাতে কহিলা. "শচীরে স্বরণে আন. থাকুক আমার মান. শচী সেবা মোরে না করিলা-বুথা এ ইন্দ্রর তব, বুথা এ ঐশ্বর্য্য সব. বুথা নাম, ঐক্রিলা আমার, শুনি শচী গরবিণী. চিরস্থগী, বিলাসিনী, সে গৌরব ঘুচাব তাহার। থাকিবে স্বরগে আসি, হইয়া আমার দাসী, হাব ভাব শিখাবে আমায়, শিগাবে চলনভঙ্গী, কর পদ দিবে রঙ্গি. তবে মম চিত্তকোত যায় :"

লজা পায় ব্রত্তাস্থর. আসিতে অবনীপুর. আজ্ঞা দিলা ভীষণ দৈতোরে. মহাবল দৈত্য সেই. তোমার রক্ষক নেই. ইন্দ্রপ্রিয়া, পড়িলা সে ফেরে॥" কন্দৰ্প-বাব্যেতে শচী. কুন্তলে ফণিনী রচি, এক দুষ্টে দৃষ্টি করে তায়, স্তৰভাব নিক্তব, গণ্ড রাথে হস্তোপর, ছায়া ষেন পড়ে সর্ব্ব গায়। निम्लन मंत्रीत यन, সচেতনে অচেতন, নিখাস না সরে নাসিকায়. অজানিত অচিন্তিত, চিন্তা যেন উপস্থিত. হৃদয়েতে ঘরিয়া বেডায়। কুম্বল রচিত ফণী, নির্গি মেঘবাহনী.. কহে শচী চপলা চাহিয়া. "এ নরক মম ভাগে, স্থি.নাহি জানি আগে, দেখি নাহি কথন ভাবিয়া। হুৰ্গতিৰ শেষ যাহা, শচীৰ হয়েছে তাহা. ভাবিতাম সদা মনে মনে। আবো যে শত ধিকার, কপালে আছে আমার সে কথা না উদিলা চেতনে। পরশিবে করতল, কেমনে চপলা বল. দানবীর চরণনূপুর ? স্তনশোভিবারে তার, কেমনে গোস্তনহার. ভুজে দিব কেমনে কেয়ুর ? কেমনে স্থকাঞ্চী ধরি. দিব কটিভট'পরি. কেমনে বা কবরী বান্ধিব ? বিনাব কুন্তলে বেণী, কি রূপে মুকুতা শ্রেণী, ভালে তার সাজাইয়া দিব ? স্থিরে যে জানি নাই, কিরূপে সে ভাবি তাই সাজাইব দানব মহিলা। কার কাছে যাব এবে, কেবা সে শিখায়ে দিবে দাসীপনা তুষিতে ঐক্রিলা! যার অঙ্গে যত্ন ক'রে, मक-क्या मगान्द्र, পরাইন বসন ভূষণ,

সে আজি লো দাসী হয়ে. বস্ত্র আভরণ লয়ে ঐক্রিলার করিবে সেবন। হায় লজ্জা ! হায় ধিক ! শ্রাণেরে শত ধিক ! अ कथा कुरत छान मिल, मामीपना वाकि किवा. मिःशी-छिन्न देश्व भिवा যখন এ শুনিতে হইল। কেন হে কন্দৰ্প তুমি, আইলা মরত-ভূমি কেন কহ শুনালে আমায় ? হৃদি'পরে গুরু শিলা. কেন বল চাপাইলা অনঙ্গ হে কি দোবী তোমায় ? ঘটিত কপালে যদি. ঘটিত হে সে অবধি, দাসতে যাইত যবে শচী. আগে ক'য়ে কেন মার. অন্তবে দাসত্ব ভার, শচীরে হে কহিলে অশচী গ চপলা সভাই কি লা, সেবিতে হবে ঐক্রিলা শচীর কি কেহই রে নাই। অপাঙ্গ পড়িলে যার, ভয় হ'ত দেব তার দেব যক্ষ তুষিত সবাই; তাহার এ ছর্ব্বিপাকে, কেহ নাই তারে রাখে দানবেরে করিয়া দমন ? हेक राम जर्भ निष्ठे. কোথা দেব অবশিষ্ট গ স্থ্যা চক্ত বরুণ প্রন ? কোথা স্বন্দ হতাশন. কোথা গণদেবগণ বুথা নাম লই সে স্বার; ইক্রত্ব গিয়াছে যবে, আরু কি ভনিবে গবে শচীরে ভাবিবে কেবা আর ? তবও ত নিরাশ্রয় इंसानी ज्यम (७) न ইন্দ্রাণী ত পুত্রের জননী, স্থি রে বাস্ব স্ম, আছে ত জয়স্ত মম ইক্রাণী ত বীরপ্রসবিনী। কোথা পুত্র হে জয়ন্ত, জননীর হঃথ অং কর শীঘ্র আসিয়া হেথায়, তোমার প্রস্থতি, হায়! দৈত্যের **দাসত্ত্ব** যায় রক্ষ আসি পুত্র, তব মায়।"

এত কহি ইন্সপ্রিয়া, थारिन पूछं यन पिया, জয়স্তেরে করিলা স্মরণ ।---ছননী ভাবেন যদি. সে ভাবনা, গিরি, নদী, ভেদি, স্থতে করে আকর্ষণ॥-গ্ৰন্থ পাতালদেশে. श्वितना ऋष-नित्यत्य. মায়ের সে মানসের ধ্বনি। ্যাথিত কাতর মনে. কটি বান্ধি সারসনে. অবনীতে চলিলা তথনি। চন্দর্প শচীর স্থান বিদায় পাইয়া যান. ু পুনঃ সেই নন্দন কানন। াচীর সাম্বনা আশে. চপলা দাঁডায়ে পাশে. কতে স্নিগ্ধ বিনীত বচন ॥

পঞ্চম দর্গ।

চপলা শচীরে কহে "শুন, ইন্দ্রপ্রিয়া, ব্যাপি জয়স্ত না আইদে কি লাগিয়া প ঝি বা বিভ্রাটে কোন পডিয়া আপনি. াই সে বিলম্ব এত আসিতে অবনী। ন্দর্পের কথায় অন্তরে ভাবি ভয়, ার্ছ ছাড়ি, চল, দেবি বৈকুপ্ঠ-আলয়; দ্বা সে কৈলাসে চল **উ**মার নিকটে :— খোদ কর্ত্তব্য কভ না হয় কপটে। মলা অথবা গৌরী অথবা ব্রহ্মাণী. শ্চিয় আশ্রয়দান দিবে, ইক্ররাণী।" শ্ৰাণী চপলাবাকো কহে "কি বা কহ, ত্যের আশ্রয়ে বাস শচীর তঃসহ। ব্বাসে প্রবশ, সদা চিত্তে মলা, াশ্রমদাতার মতি গতি বুঝে চলা; ান্তিত সতত, ভয়ে কুষ্ঠিত সদাই ; 'বের আশ্রমে বাস প্রাণের বালাই !

স্বৰণে স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন প্ৰয়াস, স্বাধীন বিরাম, চিস্তা, স্বাধীন উল্লাস: সদর্প গহেতে বাদ পরবশ আর. হুই তুলা জীবিতের, হুই তিরস্কার! ব্ৰন্দলোক বৈকৃষ্ঠ কৈলাদে নাহি ভেদ যেইথানে পরবশ, সেইথানে থেদ ! শুন প্রিয়তমা স্থি. সে আশা বিফলা মর্ত্ত ছাডি পরাশ্রয়ে যাব না চপলা।" চপলা শুনিয়া ছঃথে কছিলা তথনি "ছন্মবেশে থাক তবে বাসব্যব্দী।" কহে ইন্দ্রপ্রিয়া "সথি, শুন লো চপলা, শচী কভ নাহি জানে কুহকীর ছলা। ঘণিত আমার, স্থি, গোপন নিবাস: ছন্মবেশ কদাচ না করিব প্রকাশ। চিরদিন যেইরূপ জানে সর্বজন. সহচরি, সেইরূপ শচীর এখন। আসিছে দংশিতে ফণী, করুক দংশন— নিজরাপ, স্থি, নাহি তাজিব ক্থন।" বলিতে বলিতে আস্যে হইল প্রকাশ অপর্ব্ব গরিমা-ছটা কিরণ আভাস। নয়ন, ললাট গণ্ড হৈল জ্যোতিৰ্ময়— স্প্তির স্করে যেন নব স্র্যোদয়। ঘোর কিপ্ত প্রচণ্ড উন্মত্ত যেই জন, হেরে স্তব্ধ হয় সেহ, সে নেত্র বদন। নির্বাথ চপলা চিত্তে অসীম আহলাদ: চিস্তিতে লাগিল মনে নানাবিধ সাধ। ভাবিতে লাগিলা শেষে বিপুল হরিষে— "নন্দ্ৰ সদৃশ বন স্থাজিব নৈমিষে। মহেন্দ্রাণী যোগ্য তবে হইবে এ বন: এ মুর্ত্তি তবে সে শোভা করিবে ধারণ। কপটী দানব মুগ্ধ হইবে মায়ায়; না পারিবে পরশিতে শচীর কায়ায়। প্রকাশিব ক্ষিতির ঐশ্বর্যা যত আদ্ধি: শচী রবে আজি এই মরতে বিরাজি।"

চপলা এতেক ভাবি, বিচিত্র কানন, শচীর অজ্ঞাতসারে, কৈলা প্রকটন ।--মানস-মে|হকর নবজুম-রাজি. প্রকাশিল স্থন্দর কিদলয়ে সাজি। ধাবিল সমীরণ মলয় স্থগন্ধি চম্বনে ঘন ঘন কুমুম আনন্দি। কাঁপিল থর থর তরুশিরে সাধে. শিহরিত পল্লব মর্মর নাদে। হাসিল ফুলকুল মঞ্জুলমঞ্জুল, মোদিত মুত্ববাদে উপবন ফুল। কোকিল হর্মিল কুহুরবে কুঞ্জ; শেভিন্ন সরোবরে সরোজিনীপঞ্জ। নাচিল চিতস্থথে ময়র কুরঞ্ল; গুঞ্জরে ঘন ঘন মধুপানে ভূগ। স্থানর শতদল প্রিয়তর আভা--পুরুষ অরধ, অরধ, শশিশোভা,---শেভিল স্বতরণ স্থল জল অঙ্গে। বিব্রতিলা হাদিনী মায়াবন রঙ্গে। ত্ৰেকালে ইন্দ্ৰন্ত আসিয়া সেথায়. দাঁডাইলা প্রণমিয়া জননীর পায় জননী পুত্রের মুগ বহু দিন পরে দেখে যদি, হৃদয়ের সর্বচিন্তা হরে; অন্ত আশা, অভিশাষ, কোভ যত আর, অন্তরে বিলীন হয় বাঙ্গের আকার:-প্রভাতে যেমন স্থাতরুণকিরণ ধরণী পরশি করে কুজুঝটি হরণ। পুত্র পেয়ে, শচী যেন পাইলা আবার স্বর্গের বৈভব যত, ঐশ্বর্য্য তাহার। বারংবার শির্ঘাণ, চিবুক আত্রাণ, লইলা, ধরিলা কোলে, পুলকিত প্রাণ। পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্র হইলে প্রকাশ, স্থাকরে ধরে যেন প্রাফুল আকাশ; মরুদেহে সরিতের প্রবাহ বহিলে, ধরে যেন মরু সেই প্রবাহ সলিলে:

তক্র যথা নবোদ্যাত কিসলয়-রাজি. বসন্ত প্রারম্ভে ধরে নীল পীতে সাজি: নিদ্রা যথা ভজন্বয় প্রসারণ করি, ক্লান্ত পরাণীরে রাথে বক্ষঃস্থলে ধরি: শুক্রতারা ধরে যথা নিশান্তে যামিনী: দেইরূপ ধরে পুত্রে ইক্সের কামিনী। অঞ্চলে মুথের গুলি ঝাড়ি স্থথে চায়; মত পরশনে কর স্কার্পে বলায়। কাতর অন্তরে কহে চপলা চাহিয়া— "দেখ স্থি, সে শ্রীর গিয়াছে ভাঙ্গিয়া; প্ৰলেৱ শুষ্ক প্ৰাপ্তেতে যেমন. স্থি রে. বৎসের আস্থ্য তেম্ভি এখন। গোল, বংদ, খোল তব কবচ অঙ্গের; এ ভূষণ নহে যোগ্য এ শুষ্ক দেহের। সহিতে নারিবে ভার বাজিবে শরীরে: সিগ্ধ হও কিছুকাল মহীর সমীরে: স্বর্গের অনিলতুল্য নহে এ সমীর, তথাপি জুড়াবে, বৎস, হইবে স্থান্থর; পাতাল বাদের ক্লেশ হবে অবদান সেবিলে এ সমীরণ - খোল অঙ্গত্তাণ।" বলিতে বলিতে বৰ্ম খুলিয়া আপনি: উরসে অস্ত্রের চিহ্ন দেখিলা তথনি। আশ্চর্য্য ভাবিয়া শচী জিজ্ঞাদে "তন্যু, এ কি দেখি বৃক্ষঃ কেন ক্ষত চিহ্নময় প কখন ত দেখি নাই ঊরদে তোমার হেন চিহ্ন-এ কি সব অস্ত্রের প্রহার ?" জয়ন্ত কহিল "মাতা, আমার উরসে ছিল না কলঙ্ক কভু অস্তের পরশে। কেবল সে শিবদত্ত অস্থর-ত্রিশূল এবার ধরেছি বঙ্গে—না হও ব্যাকুল— অন্ত অন্তে দেব-অঙ্গ ভেদ নাহি হয়: শিবের ত্রিশুল-চিহ্ন অচিহ্ন এ নয়।" শুনিয়া পুত্রের বাণী কহিলা ইন্দ্রাণী "বৎস রে, কতই কষ্ট ভুগিলা না জানি

জান নাই কভু আগে অন্তের যাতনা— না জানি সহিলা কত বিষম বেদনা। शंघ्र भिव ! ८३ भक्षत ! ८३ ८४ व भृतिन् ! বাম কি শচীর প্রতি তুমি চিরদিন ? হায় উমা ! শচীরে কি কিছু স্নেহ নাই ? কি দোষ করেছি কবে, কহ, তব ঠাই ? তোমার নন্দনে, গৌরী, কতই যতনে রেখেছি অমরালয়ে, বিদিত ভূবনে; পাৰ্ব্বতীনন্দন স্কন্দ, দেব-দেনাপতি-শচীর নন্দনে উমা কৈলা এহর্গতি ! শিবের ত্রিশুল রত্র করিলা প্রহার !— দেই বুত্র, মাহেশ্বরি, আশ্রিত তোমার।" কহি ছঃথে কহে শতী "আমায় উনাবি काक नारे, वयम, आंत्र रुख अञ्चलांती। জানিলে অত্যে কি আমি মানসে স্মরণ করিতাম তোরে হেথা করিতে গম্ন ! শত বার ঐদ্রিলার চরণ সেবিব. অকাতরে স্বর্গের আসন তারে দিব: ভোমার কোমল অঙ্গে ত্রিশূল প্রহার. জয়স্ত, নারিব চক্ষে দেখিতে আবার।" ভনিয়া মাতার বাক্য ইক্সপ্ত কয়---"জননি, ছাড়িব তোমা যাতনার ভয় ? চিন্তা দূর কর, স্থির হও গো জননি; আশীর্কাদ কর পুত্রে বাদবঘরণী; পারিব ধরিতে বক্ষে আরো লক্ষ্বার তব আশীৰ্কাদে শিব-ত্ৰিশূল প্ৰহার। কহ, মাতঃ, কি কারণে স্মরিলা আমায়; কি বিপদ উপস্থিত, বিপক্ষ কোথায় ?" **ठ**थना, अनिया भजीनमन- यहन, বিস্তারি কহিলা তারে সর্ম বিবরণ। কলপ নৈমিবে আদি ভীষণ-বারতা প্রকাশিলা ষেইরূপু, প্রকাশিলা তথা। উনিয়া জয়ন্ত যেন দীপ্ত হুতাশন, জ্বিতে লাগিলা ক্রোধে, বিস্তৃত নয়ন।

দেখি শচী কহে "বৎস, হও রে শীতল. লম কিছুক্ষণ এই নৈমিষ মঙল: হের বৎস, স্থধাকর উঠিছে গগনে. মিশ্ব হও কিছকণ শশীর কিরণে। মহীতে মাধুরীময় স্থধার সন্ধাশ, এক মাত্র আছে এই চক্রমা-প্রকাশ। উহারি কিরণে তব তহু স্থকুমার জুড়াবে কিঞ্চিৎ, কর অরণ্যে বিহার। শুনিয়া জননীবাকা, জয়ন্ত তথন অঙ্গেতে কবচ পুনঃ করিলা বন্ধন: চিন্তিয়া চলিলা ধীরে কানন ভিতরে. শীতল সমীর সেবি হেরি শশধরে। চপলা, কানন রচি, আনন্দে বিহবলা, বেভার চৌদিকে স্থাথে হইখা চঞ্চশা। ভ্ৰমিতে ভ্ৰমিতে হেরে পুরুষ চুজুন কানন নিকটে ভাবে সংশয়ে যেমন। জিজাসিছে একজন চাহি অন্ত প্রতি. "কোথায় আনিলা দত, আ (ই)লা কোন পথি ? নৈমিষ অরণ্য কোথা ? দেখি যে উত্তান. স্বর্গের নন্দনতুল্য পূর্ণ পুষ্পদ্রাণ ; চারু মনোহর লতা, পল্লব মধুর, পক্ষিকলকাকলিত নিকুঞ্জ মঞ্জুর; মোহকর মনোহর স্থানিগ্ধ বাতাস: কিরণ জিনিয়া চক্র পুরণপ্রকাশ; কোথায় নৈমিব বন ? অমরাবতীতে এখন (ও) ভ্রমিছ ভ্রমে, না আসি মহীতে !" দৃত কহে "জানিভাষ এখানে নৈমিষ, ना आनि कि देशन, उदा शंदादाहि पिन ! হইল দে বছ দিন মর্ত্তে নাহি আসি---হবে বা নৈমিষ এই —এবে কুঞ্জরাশি।" হেনকালে চপলারে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলা তায় নিকটে আসিয়া। চপলা কহিলা "কেন, কিসের কারণ নৈমিষ অরণ্য দৌহে কর অবেষণ ?

এই সে নৈমিষ, আমি নিবাসি এথানে; প্রকাশিয়া বল শুনি কি বাসনা প্রাণে ? দিব ইচ্ছা যাহা তব. এ বন আমার-प्तिथ खत्राधाद देकच नन्तन खाकात । বল আগে, কার দৃত, পুরুষ কি নারী ? পার কি চিনিতে, বুঝি আমি যেন পারি। হাতে দেখি পারিজাত.. না হবে মানব— হায় রে সে স্বর্গ, যথা অমর বৈভব !" ভাবিলা ভীষণ, তবে এই হবে শচী, মায়ায় নন্দনবন মর্ক্তে আছে বচি। প্রফুল্ল পরাণে কহে "ধর এই ফুল---পাছে নাহি মান, চিহ্ন আনিয়াছি স্থল: দেব-দৃত আমি, দেবি, ইক্সের প্রেরিত, তুমি স্পরেশ্বরী শচী ভবনে বিদিত। যুদ্ধে জয়, অমরের স্বর্গ অধিকার: তিরস্কৃত দৈত্যকুল তাড়িত আবার: স্বৰ্গ এবে শান্ত পুন:, তাই স্থৱপতি, পাঠাইলা, ল'তে তোমা আপন বসতি।" ঈষৎ হাসিয়া তাহে চপলা কহিলা. "আমায়, সন্দেশবহ, চিনিতে নারিলা। পেয়েছ দূতের পদ, শিথ নাহি ভাল--ইন্দ্রের দুভত্বপদ বডই জঞ্জাল। শিখাব উত্তমরূপে পাই সে সময়. তুমি দৃত, আমি দৃতী, জানিহ নিশ্চয়। প্রবাতনে প্রয়োজন নহিলে কি এত। নুতনে নুতন জালা, বুঝে না সঙ্কেত।" "শিব।" বলি, দৃত বেশী কহে দৈতাচ্য— "চিনেছি, চিনেছি—ভ্রাম্ভি নাহি অতঃপর— শচী-সহচরী তুমি বিষ্ণুর মহিলা"— "আবার ভূলিলা দৃত" চপলা কহিলা: "থাক মেনে, আর কেনে দেও পরিচয়— মুগের অশেষ দোষ, কহিন্ত নিশ্চয়; ওহে দৃত, বুঝা গেছে তব গুণপনা— नात्री (हना, यनि (हना, इष्टि घटना)

নহি হরিপ্রিয়া আমি বৈষ্ণবী কমলা: শুন দত, শচীদতী আমি সে চপলা। আশা করি আসিয়াছ ইন্দ্রের আদেশে, না হবে নৈরাশ, ভাগো ঘটে যাহা শেষে।" বলিয়া চপলা চলে: পশ্চাতে তাহার চলিলা পুরুষ, পারিজাত হত্তে যার। দেখিয়া কানন-শোভা মোহিত ভীষণ, শত শত উপ্রন অমরমোহন. নির্থিলা চারিদিকে—নির্থিলা তায় করঙ্গ বিহঙ্গ কত আনন্দে বেড়ায়: পলাশ, বল্লরী, পুষ্প, তরুণ লতায় স্থুশোভিত নন্দনের সদৃশ শোভায়! লতায় লতায় ফুল, লতায় লতায় শিথিনী নাচায় পুচেছ চক্রক-মালায়; ঝাকে ঝাঁকে সরোবরে ব্রত্তী উপরে মধুলিহ পড়ে ঢলি স্থাপে মধুভারে; তরুণ অরুণ কিবা মুদ্র শশধর জিনিয়া মুছল রশ্মি কানন ভিতর ! শ্রবণ-স্থানিগ্ধকর মধ্য নিস্থন কাননে ঝরিছে নিতা করিয়া প্লাবন ॥ মধান্তলে ইক্রপ্রিয়া বসে স্তিরবেশ: कनमयत्र পुर्छ स्नितिष् दक्ष । মুখে আভা ভান্ন যেন উথলিয়া পড়ে ! গান্তীর্যা প্রতিমা বিধি দেহে যেন গড়ে !— দেখিয়া স্তিমিতনেত্র হইলা ভীষণ. বাকশৃত্য শ্রুতিশৃত্য, করে দর্শন। বিশ্বস্থাই করি, যবে ব্রহ্মা অকস্মাৎ করিলা মানব চিত্তে চৈত্ত্য প্রভাত. আদিস্ট সেই প্রাণী নব সর্যোদয় ষে ভাবে দেখিলা, দৈতা সেই ভাব হয়. সংজ্ঞা নাই, চিন্তা নাই, নাহি আত্মজান, চক্ষুতেই গত যেন চৈতন্ত, পরাণ ! প্রহরেক কাল হেন স্তম্ভিত থাকিয়া: চপলারে জিজাসিলা ভাবিয়া চিস্কিয়া-

পুরন্দর-ভার্যা শচী এই কি ইক্রাণী ? চপলা কহিলা "এই ত্রিদিবের রাণী।" ভাবিতে লাগিলা মনে ভীষণ তথন, "দতাই স্বর্দের রাণী ইক্রাণী এ জন! কোথায় ঐক্রিলা—বুঝি দাসীর দে দাসী তুলনাম নহে এর, চিতে হেন বাদি।

ধন্ত স্থক্ষতি ইক্স ! এ অরুণ যার
চিরোদিত গৃহমাঝে ঘুচায়ে আঁধার।"
নানা চিন্তা এইরূপ করে মনে মনে,
না ব্রে শ্বরণে শচী লইবে কেমনে;
অচল নিরণি যার বদন প্রভায়,
পরশে কেমনে তায় ভাবিয়া না পায়;
বিষম বিপদ ভাবে, উভয় সঙ্কট,
ভাবিলা সে কার্যাসিদ্ধি অসাধ্য, ছুর্ঘট;
অনেক চিন্তিলা, স্থির নারিলা করিতে।
কিরপে লইবে শচী অমরাবভীতে।

হেনকালে ইতস্ততঃ ভ্রমিতে ভ্রমিতে জ্মন্ত ভীষণে দরে পাইয়া দেখিতে। "অবে বে কপট দৈতা ।" বলিয়া তখন. ধাইলা তুলিয়া থড়া। যেন হতাশন। কহিলা ভীষণে চাহি কুটদৃষ্টি ধরি, ক্ষণকাল খড়ুনা শুন্তে সম্বরণ করি-"চল, এ কানন-বহিন্তাগে শীঘ্ৰ চল্, জননীর বাসভূমি নহে যুদ্ধস্থল: নহে বৈধ স্ত্রী-জাতির সম্মুখে সমর :--চল এ উন্থান ছাড়ি. পাষ্ড বর্মর !" জয়ন্তে দেখিবামাত্র চিন্তা গেল দুর; ধরিল বিকট মূর্জি জীষণ অস্থর। গর্জিলা সিংহের নাদে, শেল ধরি করে; পুরায় শুক্তেতে ঘন মেঘের ঘর্ঘরে। না ছাড়িতে শেল, শীঘ্ৰ বাসব-নন্দন "জননি, অস্তর হও" বলিয়া, তথন বেলা হেলাইয়া খড়ল ভীষণ গৰ্জিয়া,

পভিল বিছাৎ যেন নিকটে আসিয়া: শত্তে ফেলাইয়া অসি বিজ্বলি আকার. চকিতে স্বন্ধেরমলে করিল প্রহার। বিভিন্ন হইয়া মুণ্ড পড়িল অন্তবে, ঘোর শব্দে পড়ে গাত্র ভতন উপরে। শালবক্ষ পড়ে যেন হইয়া ছেদিত. অথবা আগ্রেয়শঙ্গ অগ্রি-বিদারিত শব্দ শুনি ভীষণের সঙ্গী যেই জন প্রবেশিল ক্রতগতি, ভেদিয়া কানন। দেখিয়া তাহাবে, কহে জয়ন্ত কর্কশ-"তুই তুচ্ছ, তোরে নাহি করিব পরশ। যা রে দাস, যা রে ফিরে, দৈত্যের নিকট, সমাচার দিস্—'তার ভীষণ বিকট জয়ন্তের গজাঘাতে লটে ধরাতল :' অন্ত আর যাবে ইচ্ছা পাঠাইতে বল। ভেট দিস দৈতারাজে—ধর মুগু ধর !" বলিয়া নিক্ষেপি মুগু ফেলিল অন্তর। ত্রাসিত, অস্থির দৃত, বিশ্বয় ভাবিয়া, বুত্রাস্থরে বার্ক্তা দিতে চলিল ফিরিয়া। জয়ন্ত আনন্দচিত্ত, জননী নিকটে-উপস্থিত হৈলা আসি এড়ায়ে সন্ধটে।

ষষ্ঠ সর্গ।

বেষ্টিয়াছে ইক্সপুরী দেব-অনীকিনী, চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা ; যোজন যোজন বাাপ্ত, প্রদীপ্ত ভান্নতে— দেবকুল সেইরূপ দিক্ আচ্ছাদিয়া। দুরস্থিত, দরিহিত, যত শৈলরান্ধি, অন্তোদয়-গিরিশৃদ্ধ, প্রভায় উজ্জ্বন ; অনন্তের সমুদায় নক্ষত্র বা যথা বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতুর্দিকে।

প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণদর্শন— পাষাণ-সদৃশ বপ্মঃ, দীর্ঘ, উরস্বান্— নানা অন্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রম, ভীম দর্পে, ভীম তেজে গর্জিয়া গর্জিয়া।

জাগ্রত, স্থসজ্জ সদা যুদ্ধের সজ্জায়, প্রমে দৈত্য বত্মে বত্মে, স্বর্গ আন্দোলিয়া, আচ্ছাদি স্থমেক অঙ্গ, বৈজয়ন্ত ঢাকি, যোর শব্দ, সিংহনাদে, অম্বর বিদারি।

অন্তর্ষ্টি, শৈলর্ষ্টি, প্রতি-অহরহঃ, অনস্ত আকুল করি উভয় সৈত্যেতে; রাত্রিদিবা যেন শৃত্যে নিয়ত বর্ষণ বিহ্যুৎ-মিশ্রিত শিলা দিগে দিগে ব্যাপি।

জিদশ-আলয়ে হেন অসর দানবে জলিছে সমরবহ্নি নিতা অহরহঃ; বেষ্টিত অমবাবতী দেব-সৈত্তদলে, অুদুঢ়সঙ্কল্প উভ দেবতা দমুজে।

অর্ণবের উর্দ্মিরাশি যথা প্রবাহিত অহর্মিশি, অফুক্ষণ, বিরত-বিশ্রাম; স্রোতস্বতী বিধাবিত নিয়ত যদ্ধপ ধারা প্রস্মুরিয়া সদা সিন্ধু-অভিমুগে;—

অথবা দে শৃত্তে যথা আহ্নিক গতিতে ভ্ৰমে নিত্য ভূমগুল পল অন্ত্ৰপল; কিন্তা নিরস্তর যথা অবিচেছন-গতি অশ্ব তরন্ধ চলে কালের প্রবাহে; সেইরূপ অবিশ্রাম দানব অমরে হয় যুদ্ধ অহরহঃ, স্বর্গ বহির্দেশে; জয়, পরাজয় নিত্য নিত্য অনিশ্চয়— দৈতোর বিজয় কভু, কথন ত্রিদশে।

সভাসীন বৃত্তাম্বর স্থমিতে সস্তামি কহিছে গর্জন করি বচন কর্কশ— "যুদ্ধে নৈল পরাজিত এখন(ও) দেবতা! এখনও স্বরগ বেষ্টি দৈবত সকলে!

"সিংহের নিলমে আাস শৃগালের দল প্রকাশে বিক্রম হেন নির্ভয় হৃদয়ে ? মন্তমাতক্ষের শুওে করিয়া আঘাত শ্বাপদ বেড়ায় হেন করি আফালন ?

শিধিক্ আজ দৈত্য নামে ! হে সৈনিকগণ ! সমবে অমর ক্রস্ত করিলা দানবে ! . কোথা সে সাহস, বীর্ণ্য, শৌর্থ্য, পরাক্রম, দফুজ যাহার তেজে চির রণজয়ী ?

"স্পাগরা বস্তুদ্ধরা যুদ্ধে করি জয়, প্রকাশিলা কড বার অতুলবিক্রম ; নাহি স্থান বস্তুধায় কোপাও এমন, কম্পিত না হয় আজি দানবের নামে !—

"পশিলা অমবাবতী জিনিয়া অবনী, বিশ্বিত করিয়া বস্তুদ্ধবাবাদিগণে; জিনিলা অবগ ফুদ্ধে অছুত প্রতাপে মহাদন্তী স্থবকুলে সমরে লাঞ্জিয়া;

"পেদাইলা দেববৃদ্দে পাতালপুরীতে—
শশক বৃদ্দের মত—দৈত্য অস্ত্রাঘাতে
অচৈতক্ত দেবগণ ব্যাপি যুগকাল,
হুনিবার দৈত্যতেজ না পারি সহিতে!

"সেই প্রাঞ্জিত, তিরস্কৃত স্থরসেনা আবার আসিয়া দজ্যে পশিল সংগ্রামে; না পার জিনিতে তায় স্থলিষ্ট্ হইয়া— বে ভীক দানবগণ! নামে কলফিলা!

আপনি যাইব অত্য পশিব সমরে;
দুচাইব অমরের সমরের সাধ—
বলিয়া গজ্জিলা বীর বৃত্ত দৈত্যপতি,
ধরিলা শিবের শূল সিংহের বিক্রমে;

দেশিয়া ত্রাসিত যত দানবদৈনিক, বৃত্রাস্তর-আশু হেবে নিস্তব্ধ সকলে। গান্ বে সে শিবশূল—-আন্ বে আমার বিজয়ী ত্রিশূল, যাহা অর্পিলা শঙ্কর।"

নিবপে মাতঙ্গয়থ যথা গন্ধপতি, বিশাল বৃক্ষের কাণ্ড উপাড়ি গুণ্ডেতে তুলিয়া গগনমার্গে বিস্তাবে যথন, স্থ-উচ্চ শঙ্মের নানে বংহতি করিয়া!

তণন র্ত্তের পুত্র বীর রুজপীড়— শোভিতমাণিক-গুচ্ছ কিরীট ঘাহার, অভেগ শরীর যার ইক্রাস্ত্র ব্যতীত— কহিলা পিতারে চাহি হ'য়ে ক্রতাঞ্জি:

কহিলা—"হে তাত! জিফু দৈতাকুলেখর! অভিনাষ নন্দনের নিবেদি চরণে, কর অবধান, পিতঃ, পুরাও বাসনা দেহ আজ্ঞা আমি অন্ত যাই এ সংগ্রামে।

"যশস্বিন্ ! যশঃ যদি সকলি আপনি মণ্ডিবেন নিজ শিরে, কি উপায়ে তবে আত্মজ আমরা তর হব যশোভাগী ? কোন কালে আর তবে লভিব স্কুখ্যাতি ? "কীর্ত্তি যাহা—বীরলন্ধ বীরের আরাধা,— বীরের বাঞ্ছিত যশঃ ত্রিভুবনে যাহা, সকলি আপনি পিতা কৈলা উপার্জ্জন, কি রাখিলা বণকীর্ত্তি মঞ্জিতে তনয়ে ?

"ভাবিতে ত হয়, তাত, ভবিষাতে চাহি, সম্ভতি পিতার নাম রাধিবে কিরূপে ? জানিলা যে যশোদীপ, প্রানীপ্ত কেমনে রাধিবে তব অঞ্জলগ অতঃপরে ?

"জন্ম রূথা! কর্ম্ম রূথা! রূথা বংশধ্যাতি! কীর্ত্তিমান জনকের পুত্র হওয়া রূথা! স্বনামে যদি না ধন্ম হয় সর্ব্যলোকে— জীবনে জীবন-মন্তে চিরম্মরণীয়!

"বিভব, ঐশ্চর্য্য, পদ, সকলি সে বৃথা ! পিতৃভাগ্য হয় যদি ভোগ্য তনয়েব ;— পূজ্য সেই কোন কালে নহে কোন লোকে, জলবিম্ববং ক্ষণে ভাসিয়া মিশায় !

"বিজ্ঞমী পিতার পুত্র নহিলে বিজ্ঞমী, গৌরব, সম্পদ, তেজঃ, নাহি থাকে কিছু, ভ্রমিতে পশ্চাতে হয় ফেরুবুন্দবং, দানব-অমর-যক্ষ-মানব-ম্বণিত!

"স্বরবৃদ্দ পুনর্বার ফিরিবে এস্থানে, তব বংশজাতগণে ভাবি ভূচ্ছ কীট; না মানিবে কেহ আর বিশ্ব চরাচরে, তেজস্বী দৈরতার নামে হইয়া শব্বিত।

"যশোলিপ্সা কদাচিৎ ভীক্ষর (ও) অন্তরে উদ্দীপ্ত হইয়া অবের করে বীর্য্যবান্ !— বীরের স্বর্গই যশঃ যশই জীবন; সে যশে কিরীট আজি বান্ধির শিরদে। "কর অভিষেক, পিতঃ এ দাসেরে আজ সেনাপতি পদে তব, সমরে নিঃশেষি ত্রি: শংক্রিকোটি দেব, আসিয়া নিকটে ধরিব মন্তকে স্কুথে অই পদরেণু।

"জানিবে অফুর স্থারে—নহে সে কেবল দানবকুলের চূড়া দানবের পতি, অজেয় সংগ্রামে নিত্য—অনিবার্য্য রণে অফ্য বীর আছে এক—আত্মজ তাঁহার।"

চাহিয়া সহর্ষচিত্ত পুত্রের বদনে, কহিলা দম্বজেশ্বর র্ত্তাস্থর হাসি— "কন্দপীড়! তব চিত্তে যত অভিলাষ, পূর্ণ কর যশোবন্দি বাদ্ধিয়া কিরীটে;

"বাসনা আমার নাই করিতে হরণ তোমার সে যশঃপ্রভা, পুত্র যশোধর ! ত্রিলোকে হয়েছ ধন্ত, আরো ধন্ত হও দৈত্যকুল উজ্জ্জলিয়া, দানবতিলক !

"তবে যে বৃত্তের চিত্তে সমবের সাধ অত্যাপি প্রজ্ঞল এত, হেতু সে তাহার যশোলিপ্সা নহে, পুত্র, অত্য সে লালসা; নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্য বিস্থাসিয়া!

শ্অনস্ত তরঙ্গময় সাগর-গর্জন, বেলাগর্টে দাড়াইলে যথা স্থাকর; গন্তীর শর্করীযোগে গাঢ় ঘনঘটা বিহ্যুতে বিদীণ হয়, দেখিলে যে স্থা;—

"কিন্ধা সে গঙ্গোত্রী পার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে নির্বি যথন অধুরাশি ঘোর নাদে পড়িছে পর্বতশৃঙ্গ স্রোতে বিলুটিয়া, ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত! শতথন অন্তরে যথা, শরীর পুলুকি, ফুর্জ্জয় উৎসাহে হয় স্থুগ বিমিশ্রিত; সমর-তরঙ্গে পশি, থেলি যদি সদা, সেই স্থুগ চিত্তে মম হয় রে উখিত।

"সেই সুখ, সে উৎসাহ, হায়, কতকাল। না ধরি হৃদয়ে, জয় স্বৰ্গ যে অবধি, চিত্তে অবসাদ সদা—কোথাও না পাই দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে লভি পুনৰ্ব্বার।

"নাহি স্থান ত্রিস্কুবনে জিনিতে সংগ্রামে, ভাবিয়া বৃত্তের চিত্তে পড়িয়াছে মলা; দেখ্ এ ত্রিশূল অগ্রে পড়িয়াছে মণা সমর-বিরত-চিহ্ন, কলঙ্ক গভীব!

"যাও যুদ্ধে, তোমা অস্ত করি অভিষেক সেনাপতি পদে, পুত্র, অমর ধ্বংসিতে; যাও, ষশঃ-বিমণ্ডিত হইয়া আবার এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে।"

রুদ্রপীড় প্রাকুল্লিড, পিড়-পদধ্লি সাদরে লইলা শিবে শুনিয়া ভারতী; এ হেন সময়ে দূড, নৈমিদ হইতে প্রত্যাগত, সভাতলে হৈলা উপনীত;

দূতে দেখি দৈতাপতি উৎস্ক-শ্বন্য, কহিলা *সন্দেশবহ, কি বারত∴ সহ ? কিরূপে এ পুরী মন্যে প্রবেশিলা তুমি ? কোথা ইক্রজায়া শচী, কোথা বা ভীষণ ?'

আখন্ত হইয়া দূত কিঞ্চিৎ তগন, কহিতে লাগিলা পুরী-প্রবেশ-উপায় ; বায়ুতে চঞ্চল যথা বিশুদ্দপলাশ, রসনা তেমতি ক্রত বিকম্পিত তার! কহিলা "প্রথমে যবে আইছ এ স্থানে, দ্বর্গ হ'তে বছদূর হিমাচল পথে, উত্তুদ পর্বাত শৃদ্ধে, প্রথম সাক্ষাৎ হইল আমার দেব-সনীকিনী সহ।

শানা ছল, নানা বেশ, বিবিধ কৌশল আশ্রম করিয়া পথে হৈন্ত অগ্রসর, চিনিতে নারিলা কেহ; অতঃপর শেষে প্রীপ্রাম্বভাবে আদি হৈন্ত উপনীত।

"প্রাচীর নিকটে আসি অনেক চিস্তিয়া উদয় ইইল চিত্তে,—জাগরিত যেথা হথ্য আদি দেব যত নিত্য অন্ত্রধারী, ভ্রমে নিত্য অবিরত ছার নির্থিয়া।

"আসন্ন বিপদে চিত্তে হইল উদয় জাটন কৌশন এক, গূঢ় প্রতারণা— ঐক্তিনার পিতৃভূমি হিমালয় পাবে, হয় যুদ্ধ সেই থানে গৰুৰ্ক্তি দানবে,

'দেই সমাচার ল'য়ে স্বরিত গমনে ঐদ্রিলা নিকটে ধাই, পিত্রাদেশ তার, দৈত্যকুলেশ্বর রুত্র মহাবলবান্ সমরে সহায় হ'ন এ তার প্রার্থনা।—"

এ প্রস্তাবে দেবগণ শুভ ভাবি মনে আদেশ করিলা মোরে পুরী প্রবেশিতে। আদেশ পাইবা মাত্র পুরীতে প্রবেশ ^{হিরয়া} প্রভুর পদে আসি উপনীত।"

তনিয়া দৃতের বাক্য কহে র্ত্রাপ্তর এবারতা, দৃত তোর অলীক কল্পনা, দেশ শতী ইন্দ্রপ্রিলা, ভূমিণ সংহতি— টি কি সে স্বর্ধ্য আদি দেবে অবিদিত !* দানব-রাজের বাক্যে দুতের বসনা হইল জড়তাপূর্গ, কম্পবিরহিত— যথা নব কিসলয় ব্রধার নীরে আর্দ্রতম্ব, বিলম্বিত তরুর শাথায়।

স্থমিত্র, দানব-মন্ত্রী, কহিলা তথন,— দৈত্যেশ্বর ! দৃত বুঝি হৈলা অগ্রগামী, পশ্চাতে ভীবণ ভাবি আ(ই)দে শতীসহ মঙ্গল বারতা নিত্য তড়িৎ-গমনা।"

নতমুগ, নিজ্যুষ্ট, দৃত ক্ষুণ্ণমতি, কহিলা—"না মান্ত্ৰ, ব্যৰ্থ আখাদ তোমার; নৈমিষ অৱণ্যে শচী জন্মতের সনে করিছে নির্ভয়ে বাদ—ভীষণ নিহত।"

"তীষণ নিহত।" গৰ্জিলা দানবপতি। "হা বে বে বালক—জয়ন্ত, ইন্দ্ৰের পুত্র, আমার সংহতি সাধ বিবাদে একাকী।— দস্ত তোর এত ?" বলি ছাড়িলা নিখাস।

"রুদ্রপীড় পুত্র, শুন কহি সে তোমারে," কহিলা তনয়ে চাহি, গাঢ় নিরীক্ষণে, "যশোলিপ্সা চিত্তে তব অতি বলবতী, কর তৃপ্ত, জয়তেত্তরে করিয়া আছতি।

"শচীরে আনিতে চাহ অমরাবতীতে, অক্তথা না হয় যেন, যাও ধরাধামে; শত যোলা স্থগৈনিক বীর-অগ্রগণ্য লহ সঙ্গে, অচিরাৎ পালহ আদেশ।"

ক্কতাঞ্জলি হ'য়ে মন্ত্ৰী স্থমিত্ৰ তপন কহিলা,—"দৈত্যেক্ৰ, এবে দেব-পরিবৃত্ত বিস্তীৰ্ণ এ স্বৰ্গপুৱী, কি প্ৰকাৱে কহ কুমার ডেদি এ বৃাহ হবেন নিৰ্দাত্ত ? "যুদ্ধে পরাজ্ঞয়ি ষদি দেব-অনীকিনী নির্মাত হইতে হয় আনিতে শচীরে, না বুঝি তবে বা সিদ্ধ সম্বর কিরূপে করিবে কুমার কহ, তব অভিপ্রেত।

শ্বসংখ্য এ দেবসেনা, ছর্দ্ধন সংগ্রামে অমর তাহাতে দবে, স্বদৃচ্প্রতিজ্ঞ, শঙ্কিত নহেক কেহ অন্ত অন্ত্রাঘাতে, মৃচ্ছিত না হবে শিব-ত্রিশূল বিহনে।

"তবে কি আপনি যুক্তে করিবেন গতি ? কুমার সংহতি অগ, দানব-ঈপর ? বিমুক্ত করিয়া পথ পাঠান যগপি, কি প্রকারে পুনং হেথা হবে বা নিবেশ ?

দৈত্যেশ কহিলা "মন্ত্রি, সেনাপতি-পদে বরণ করেছি পুত্রে, না যাব আপনি, রুক্তপীড়ে দিব এই ত্রিশূল আমার, যাইবে আসিবে শূলহস্তে অবারিত।"

নিষেধ করিলা মন্ত্রী তেয়াগিতে শূল, "পূরী রক্ষা না হইবে অভাবে তাহার, উপস্থিত হয় যদি সঙ্কট তাদৃশ সমূহ দৈত্যের বল হবে নিঃসহায়।"

জকুটি করিয়া।তবে ললাট প্রদেশে স্থাপিয়া অঙ্গুলীষম, গর্জ প্রকাশিয়া, কহিলা দানবপতি—"স্থমিত্র, হে এই— এই ভাগ্য যতদিন থাকিবে বুত্রের ,

শ্বনতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমার সমরে পরাস্ত করে—কিম্বা অকুশন; অমুকূল ভাগ্য যার অসাধ্য কি তাম— ধ্যুর বে ত্রিশূল, পুত্র, বীর ক্রন্তুপীড় ।" ক্তুপীড় কহে "মন্ত্রি, কেন ত্রস্ত এত ? জাননা কি অভেগ এ আমার শরীর ? বাসবের অন্ধ ভিন্ন বিদীর্ণ কখন না হইবে এই দেহ অন্ত প্রহরণে।

"ইক্র নাহি উপস্থিত, চিস্তা কর দূর, যাইব মমরবৃাহ ভেদিয়া সম্বর, আসিব আবার বৃাহ ভেদিয়া তেমতি, শচীরে লইয়া সঙ্গে এ স্বরগপুরে।

হে তাত, ত্রিশূল বাথ, নাহি কলতেজ
নেহেতে আমার, উহা নারিব তুলিতে;
বীর কতু নাহি বাথে নিক্তব আরুধ,
বিত্রত হইতে পশি সংগ্রামের স্থলে।"

একপে করিয়া ক্ষান্ত মন্ত্রী, বৃত্রান্তরে, শত স্থাদৈনিক দৈত্য সংহতি লইয়া, অস্ত্র-কুমার শীঘ্র প্রাচীর দন্নিধি উপনীত হৈলা স্কুষ্ণে স্থদক্ষিত-বেশে।

অন্নদানী বীবগণ সহিত মন্ত্রণ।
করিতে, কহিলা কেহ যুদ্দ অবিধেয়,
কহিলা বা অন্ত কেহ সমর উচিত—
কদ্রদীড় নিপতিত উভয়-সঙ্কটে।

নিজ ইব্ছা বলবতী, যশোলিপা গাঢ়, ঘটনা তুর্বট আর স্থযোগ ঈদৃশ; যুক্ত ভাহার ইব্ছা একান্ত প্রবল, ছল কি কৌশল ভাঁর নহে অভিপ্রেত।

নিরুপায় কোন মতে সমদ্ধুর সন্মত না পারি করিতে অন্ত সঙ্গিরণে সবে, অগত্যা সন্মতি দিলা অবশেষে তবে অন্ত কোন সহুপায় করিতে স্থান্থির। স্থির হৈল অবশেষে কাহার বচনে, ভীষণের সহচর দৃত যে কৌশলে পশিলা নগরী মধ্যে, অবলম্বি তাহা নির্গত হইয়া গতি কর্ত্তব্য নৈমিয়ে।

কল্পনা ক্রিয়া স্থির, দ্বারদেশে কোন আসি উপনীত ক্রত-আসিয়া সেধানে তুলিলা প্রাচীর-শিরে স্ক্রেল পতাকা, দানবের যুদ্ধ-চিহ্ন শূল-বিরহিত।

উড়িলা কেতন শুদ্র শৃত্যে বিস্তারিত ; প্রকাপ্ত অর্থনপোতে ছিঁ ড়িয়া বন্ধন, বাদাম উড়িল যেন আকাশমার্গেতে — সমরকেতন অন্ত হৈল সমূচিত।

বাজিল সস্তাষ-শব্ধ দৃত কোন জন বার্ত্তা লয়ে প্রবেশিলা অমর-শিবিরে; কহিলা সেনানীবর্গে উক্ত সম্বোধনে রত্তাস্থর দৈতাপতি যে হেতু প্রেরিলা।

°এক্রিলার পিতৃরাজ্য হিমালয় পারে, গর্ব্ব সমরে উার বিপন্ন জনক; দৈত্যেশ রুত্রের ই-ছা প্রেরিতে সহায় শত যোদ্ধা সেই স্থানে শীত্র অবিরোধ।

"দেবকুল, তাহে যদি গাকহ সন্মত, সংগ্রামে বিশ্রাম তবে দেহ কিছুকাল, বহির্গত হৈতে তবে দেহ শত যোধে, ঐক্রিলার পিতৃরাজ্যে করিতে প্রস্থান!"

বার্ত্ত। শুনি, দেবপক্ষ সেনাধ্যক্ষণ— বরুণ, পবন, অগ্নি, ভাঙ্গর, কুমার— মিশিত ইইয়া সবে করিলা মন্ত্রণা কি কর্ত্তব্য দানবের এবিধ প্রস্তাবে। নিবেধ করিলা পাশী—প্রতেতা স্থার— "উচিত না হয় পথ দিতে দৈত্যঘোধে, কণট, বঞ্চক, ক্লুয় দিতিস্বত অতি, নহেক উচিত বাক্যে প্রত্যয় তাদের!

"ঐক্সিলার পিতৃরাজ্য হৈতে দৃত কেই যদিও আসিয়া থাকে অজ্ঞাতে আমার, বিশ্বাস কি তথাপি সে দৃতের বচনে ? সেখানে থাকিলে পানী না ছাড়িত তায়।"

হুৰ্য্য অভিপ্ৰান্ধ,—"দৈতা যোজা শত জন ঐক্ৰিলার পিত্রালয়ে যা'ক অবিরোধে, দেবযোজা কিন্তু কেহ পশ্চাতে তাদের গমন করুক যেন না পারে ফিরিতে!"

অগ্নি কহে "তুই তুলা আমার নিকটে, নিষেধ না'হক তাম, নাহি অনিষেধ; সমর দৈত্যের সনে ঘেই থানে থাক্, সমূথে পশ্চাতে শক্র কি তাহে প্রভেদ?

সতত অস্থিরচিত্ত প্রম চঞ্চন, কন্থু অভিমতে এর, কন্থু অন্তমতে অভিমতি দিলা তার—সদা অনিশ্চিত— যে কহে যথন মিলে তাহার(ই) সহিত।

মহাদেন, দেনাপতি, সকলের শেষে কহিলা পার্বাতীপুত্র —"বিপক্ষে হর্মল করাই কর্ত্তব্য কার্যা যুদ্ধের বিধানে; দৈত্যের প্রস্তাব দেবপক্ষে প্রেয়স্কর।

স্বৰ্গ ছাড়ি মহাযোদ্ধা বীর শত জন ধরাতে করিলে গতি, দেবেরই মঙ্গল, হীনবল হবে পুরী রক্ষক-বিহনে, শ্রেমঃকল্প ছাড়িবারে অভিপ্রেত ভার।" সেনাপতি-বাক্যে অন্ত দেবতা সকলে দশ্মত হইলা—ধীর প্রচেতা ব্যতীত; বার্দ্ধা লয়ে বার্দ্ধাবহ প্রবেশি নগরে ক্ষুপ্রপীড় সম্লিধানে নিবেদিলা ক্রত।

মহাহর্ষ হৈল সবে; দৈত্য ঘোধ শত নিজ্রান্ত হইলা শীঘ্র ছাড়িয়া অমবা; আফ্লানে কবিলা গতি পূথিবী-উদ্দেশে, নৈমিয়-অরণ্যে যথা শচীনিবসতি!

সপ্তম দর্গ।

হেথা স্থবপতি ইক্ত কুমের-শিথরে নিয়তির পূজা সাঙ্গ করিয়া চাহিলা,— চাহিলা বিশ্বরে যেন, নিরথি নৃতন গগন ভূতল মূর্ত্তি বিশ্ব সবয়ব।

কহিলা বাসৰ—"হায়, গত এত কাল ! যুগান্তর হৈল যেন হইছে বিশ্বাদ ! ভাবি যেন পরিচিত পুর্বের জগৎ ধরিছে নৃতন ভাব ছাড়ি পুরাতন !

"ঘেখানে তরুর চিহ্ন আগে নাহি ছিল, কুমেরু শরীরে, এবে নিরথি সেধানে প্রকাপ্ত প্রদারি শুন্তে উন্নতশিগর নিবিড় বিটপপূর্ণ মহীরুহ কত!

"পূর্ব্ধে হেরিয়াছি যেথা ক্ষোণী সমতল, পর্ব্বত এখন সেথা শূস্কবিমণ্ডিত, লতা গুল্মমাকীর্ণ গ্রামন স্থন্দর, বিরাক্তে গগনমার্গে অঙ্গ প্রসারিয়া! "গভীর সাগর পূর্ব্বে ছিল যেই থানে, বিস্তীর্ণ এখন সেথা মহা মরুস্থল, তরুবারি-বিরহিত তাপদগ্ধ সদা, নিরম্ভর সমাকীর্ণ বালুকারা শিতে!

"নক্ষত্র নৃত্তন কত, গ্রহ নবোদিত, নির্বিথ অনন্ত মাঝে হয়েছে প্রকাশ, হর্ষ্যের মণ্ডল যেন স্বস্থান বিচ্যুত, অপস্থত বহুদূর অস্তরীক্ষ পথে।

"এতকাল হৈল গত পৃদ্ধায় নিয়তি, নিয়তি এখন (ও) তুষ্ট না হইলা মোরে ! আদিষ্ট,না হই, কিমা না পাই দাক্ষাৎ, না বুঝি কেন বা দৈব এত প্রতিকুল!

"আবার পূজিব তাঁরে করান্ত পূরিয়া, দেখি প্রতিকূল তিনি হন কতকাল। অন্ত চিন্তা, আশা, ইচ্ছা, সব পরিহরি, রুত্রের বিনাশ কিসে জানিব নিশ্চিত।"

এত কহি আমোজন কবে প্রনদ্ব বসিতে পূজায় পুনঃ; নিয়তি তথন আবিভূ'তা হৈলা আসি সমুথে তাঁহার পাষাণনুবতি দৃষ্টি অতি নিরদয়।

মাধুর্যা কি সহদ্যতা কিছা দয়া-লেশ বদন, শরীর, নেত্র, গাত্র, কি ললাটে, ব্যক্ত নহে বিলুমাত্র; নিত্য নিরীক্ষণ করতলম্থিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য-পূটে।

অনস্থমানস, দৃষ্টি আলেখ্যের প্রতি, কহিলা নীরস বাক্য চাহিয়া বাসবে— "কেন ইন্দ্র, নিয়তির পূজায় ব্যাপৃত ? নিয়তি নহেক তুই কিবা ক্লষ্ট কভু; "অজ্ঞাত নহ ত তুমি স্থাষ্ট হৈল যবে, তদবধি এ আলেগ্য অপিলা আমায় বিরিঞ্চি কমলাসন, নাহি সাধ্য মম ব্যর্থ করি অন্ত্রমাত্র ইহার লিগন।

অক্তথা স্চ্যুত্রে যদি হয় লিপি এর, এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ক্ষণ তিলেক না রবে ; গণ্ড গণ্ড হবে ধরা, শৃন্তা, জলনিধি, বিশাল শৈলেক্স চুণ্ হবে অচিরাৎ।

"বিক্লান্স হবে বিশ্ব—মন্ত্ৰ্যা, দেবতা, চন্দ্ৰ, স্থ্যা, গ্ৰহ, তাবা, কাল, প্ৰমাণ্— বিশৃত্যাল হৈবে স্থৰ্গ, মৰ্ত্তা, বসাতল ভাগ্যেব এ লিপি যদি তিলাৰ্দ্ধ গণ্ডিত।

"বাসব, আমার পূজা কি হেতৃ রুণায় ? বিবেক হয়েছ হারা পজিয়া বিপদে নির্মান দেবের চিত্ত আচ্ছন্ন বিপাকে, তাই ভ্রান্ত হয়ে চাও অসাধ্য সাধিতে।

"নাহি চাহি, ভাগ্য, তব ভবিতব্য লিপি গণ্ডন করিতে বিন্দু বিদর্গ প্রমাণ," কহিলা বাদব ছঃথে "না চাহি কদাচ অদাধ্য তোমার যাহা আমায় তা দিতে।

"কহ শুদ্ধ কি উপায়ে হইবে নিহত বিত্যকুলপতি বৃত্ত ; কত দিনে পুনঃ স্বাবৃন্দ-সহ ইক্ত স্বর্গে প্রবেশিবে, কত দিনে পুর্ব হ'বে দেবের হুর্গতি ?

নিয়তি কহিলা ;—"ইন্দ্ৰ, কি উপায়ে হত হইবে দানবরাজ্ঞ, কহিতে সে পাবি, কহিতে উচিত কিন্তু নহে সে আমার ; তুমি না হই**লে অন্তে জা**নিত না কিছু। "তুমি স্থরপতি ইন্দ্র,—তোমায় কিঞ্চিৎ ভবিতব্য গুঢ় লিপি করি প্রকটন, 'ত্রন্ধার দিবার অন্তে রত্ত্বের বিনাশ,— জানিবে বিশেষ তথ্য যাও শিবপাশে।"

এত কহি অস্তর্হিতা হইলা নিয়তি। বাসব সহর্ষচিত্ত চিস্তিক্ষণকাল, ভাগ্যের ভারতী চিত্তে আন্দোলিয়া স্ক্থে, অচিরাৎ স্বপ্নদেবে করিলা স্বরণ।

কহিলা,—"হে দেব-দুত স্থানদেশবহ, তোমার বারতা নিত্য মঙ্গলদাঘিনী, শীঘ্র যাও দেবগণ এখন সেখানে, কহগে তাদের দুত, এই স্থারতা;—

"কুমের পর্বতে ইন্দ্র পূজা সাম্ন করি ধ্যান ভাঙ্গি এত দিনে হইলা জাগ্রত, নিয়তি প্রদন্ন তাঁরে হইলা সাক্ষাৎ, করিলা বিদিত রত্র বিনাশ যেরূপে।

"কৈলাসে ধৃজ্জটি পাশে করিলে গমন, কহিবেন সবিশেষ দেব শূলপাণি ভবিত্যা-লিপি যথা, রুত্রের বিনাশ ব্রহ্মার দিবার শেষে, ভাগ্যের ভারতী।

"নিয়তি আদেশে এবে কৈলাস-ভ্বনে জানিতে বিশেষ তথ্য, পিনাকী নিকটে, গতি মম; পুনর্ম্বার লভি শিবাদেশ, অচিরাৎ স্করমুন্দ সংহতি মিলিব।"

বলিয়া চলিলা ইক্স শিবের আলয়ে।
স্বপন, বাসব-বাক্যে স্বৰ্গ-অভিমুগে
দেবগণ সমুদ্দেশে করিলা গমন,
বাসবের সমাচার করিতে ঘোষণা।

সেথানে আদিত্যগণ বসি নানা স্থানে বিতণ্ডা করিছে নানা উৎস্কক অন্তর, কি উদ্দেশে বুত্তাস্থর নন্দনে আপন দৈনিক সংহতি শত মর্ক্তো পাঠাইলা।

শক্রপক্ষে, প্রত্যাশারে যাইতে আদেশ, কেহ বা উচিত কহে, কেহ অন্থচিত; অলীক কথনে দৈত্য ছলিলা অমরে, কেহ বা সংশয়য়ক্ত কেহ বিধাহীন।

প্রচেতা চিস্তায় মগ্ন, ভাবি কিছুকাল, অন্তুভব কৈলা শেষে দৈত্য-মভিপ্রেত — শচীর প্রবাস মর্ত্ত্যে, ইন্দ্র কুমেরুতে, তথ্য পেয়ে গেলা কোন অনর্থ সাধিতে।

এক্সপ সংশয় ভাবি প্রচেতা তগন, প্রকাশিলা দেবগণে দ্বিধা আপনার; কেহ কৈলা গ্রাহ্ম তায়, কেহ না শুনিলা, মতামত নানামত প্রচেতা-বচনে।

দেব-সেনাপতি স্কল্ন পার্ব্বতী-নন্দন, কহিলা তথন—"বৃথা তর্ক কেন এত ? যাক্ মর্জ্বো দৃত কোন, আস্থক জানিয়া সমর যথার্থ কি না গন্ধর্ম দানবে।

"সমাচার পেয়ে পরে কর্দ্তব্য বিধান যা হয় হইবে শেষ, দূত কেহ যাক।" কহিলা প্রচেতা "কিন্তু অবসর পেয়ে ঘটায় উৎপাত যদি, কি উপায় তবে ?"

উগ্রানূর্ত্তি অগ্নি কোধে উত্তত তথনি যাইতে বস্থধা-মাঝে শক্র সংহারিতে; মন্ত্রণায় কালক্ষয়, সর্ব্ত কর্মে কতি, একাকী যাইবে মর্ত্তে সদর্পে কহিলা। তথন কহিলা হর্ষ্য ;—"বিপদ ষতপি ঘটে কোন দেবে মর্ক্তো, তথনি শ্বরণ করিবে সে অন্ত দেবে মানসে ডাকিয়া, দূত মাত্র একঙ্কন প্রেরণ উচিত।"

হেন আন্দোলন হয় দেবগণ মাঝে, হেন কালে ইন্দ্ৰ-দৃত, শুভবাৰ্ত্তাবহ স্বপন আইলা সেথা; শীঘতর অতি একত্র হইনা তথা আদিতেয়গণ।

সহর্ষবদনে দৃত অমরবুন্দেরে সম্ভাবি, কহিলা আজ্ঞা বাসবের যথা, কহিলা—"আমারে ইন্দ্র শীঘ্র পাঠাইলা শুনাইতে দেবগণে এ শুভ বারতা;—

"কুমেক পর্কাতে ইন্দ্র পূজা সাঙ্গ করি, গ্যান ভাঙ্গি এডদিনে হইলা জাগ্রত, নিয়তি প্রায়ন্ত গাঁরে হইলা সাক্ষাৎ, করিলা বিদিত র্জ্ঞ বিনাশ-উপায়।

"কৈলাসে ধৃজ্জটি পাশে করিলে গমন, কহিবেন সবিশেষ দেব শূলপাণি, ভবিতব্য-গূঢ়-লিপি, রুদ্রের নিধন ত্রন্ধার দিবার অন্তে—ভাগ্যের ভারতী !"

"নিয়তি-আদেশে এবে কৈলাস-ভ্বনে, জানিতে বিশেষ তথা পিনাকীর পাশে গতি তাঁর ; পুনর্বার জানি সমুদয়। অতিরাৎ স্থবরন্দে দিবেন সাক্ষাৎ।"

দূতের বচনে মহানন্দ দেবগণে মহাদন্তে পুনরায় সংগ্রামে সাজিল; পুনরায় দৈত্যকুল প্রাতীর-শিগরে তুলিল পতাকা শিব-ত্রিশ্ল-অঙ্কিত।

অফ্টম দর্গ।

বৈজ্ঞয়স্ত-ধাম এবে দৈত্যালয়, প্রকোষ্ঠ অন্তরে তায়. রু**দ্রপীড-**রামা ইন্দুবালা নাম নিমগ্ন গাঢ় চিস্তায়। পূর্ণ কদেবর পূর্ণ মধুমাদে পূৰ্ণকান্তি স্থগোভন, চারু মনোহর, ' যেন কিসলয় তেমতি দেহ-গঠন! অতি মুহতর মধুর স্থ্যা সরস শিরীষ ছলে. মাধুরী-লহরী অঙ্গেতে যেমন উছলি উছলি চলে; কাছে বসি রতি করেতে ধারণ গ্রন্থ-রজ্ব মৃল ; অসম্পূর্ণ মালা উক্দেশ পরে চারি দিকে আলা ফুল। পড়েছে বদনে অবন্ধ কুন্তুল গ্রীবাতে উরস পরে, বায়ুতে চঞ্চল ষেন মেঘমালা অন্নাবৃত শশধনে ! অর্দ্ধভঙ্গ স্থার ঘৰ্ম-বিন্দু-ভালে রতিরে চাহি স্থধায়, এ অমরাবতী "পৃথিবী হইতে কত দিনে আসা যায়। নৈমিষ কাননে শচীরে রক্ষিতে আছে কি অমর কেহ ? বীঃ কি সে জন সমরে নিপুণ, যশস্বী কি রণে তেঁহ ?" বলিতে বলিতে মণিবন্ধ পরে আনু মনে রাথে কর,

চেতিয়া অমনি পর্থি আয়তি. স্মরে "শিব শিব হর।" কহে "ইন্দুবালা কলপ্-কামিনী চিম্ভা কেন কর এত ? পতি সে তোমার সমরে পণ্ডিত স্বাধিনের অভিপ্রেত। সম্বর ফিরিয়া আসিয়া আবার মিলিবেন তব সনে, বীরপত্নী হ'য়ে এত ভয় কেন রণে ?" কহে ইন্দুবালা ফেলি গাঢ় খাস, নেত্ৰ মাৰ্চ্ৰ অঞ্জলে, "নীরপত্নী হায়! সবার পুজিতা সকলে আমায় বলে। তাহার অন্তরে পতি যোদ্ধা যার কত যে সতত ভয়, জানে সে ক'জন, ভাবে সে ক'জন বীরপত্নী কিলে হয় ! কতবার কত করেছি নিষেধ না জানি কি যুদ্ধপণ ! ষশঃ-তৃষা হায়, মিটে না কি ঠার যশঃ কি স্বাহ এমন ? মম চিত্তে ভয় প্ল অনুপ্ল সতত অন্তরে দহি, না হয় **হা**নয়ে সে ভয় কি তাঁর সমবের দাহ সহি " কহিয়া এতেক, উঠি অন্ত মনে. অস্থির চরণে গতি ; ভ্ৰমে গৃহ মাঝে, গৃহ সজ্জা যত নেহালে যতনে অতি। "এই জাতি ফুল তাঁর প্রিয় অভি" বলি কোন পুষ্প তুলে। "এই পালঙ্কেতে বসিবারে সাধ," বলি তাহে বৈদে ভূলে;

"এই অস্তগুলি তুলি সেই সারসন, कड़िमा 'मांकां व শিখাব করিতে রণ।' मिला कडमिन. এ কবচ অঙ্গে শিরে এই শিরস্তাণ ! मिना এই অসি কটিবন্ধে কসি হাতে দিলা এই বাণ! অতিপ্রিয় তাঁর অস্ত্র এই সব আমার সাধের অতি, ধরি কত দিন, তাঁর সাধে অঙ্গে হেরে প্রিয় কুল্লমতি। আহা এই ধন্ত চারু পূপানর ! মনমথ দিলা তাঁয়! কত পুষ্পাশর যদ্ধ ছল করি ফেলিলা আমার গায়! এবে শুকায়েছে. হয়েছে নির্গন্ধ, প্রিয়কর কতদিন, না প্রশে ইহা; সম্র-তর্পে রত তিনি অমুদিন। সকলি কোমল প্রিয়ের আমার, मगदत एधू निषय; হৃদয় তাঁহার হেন স্থকোমল কেমনে কঠোর হয়! রমণীও শতী, আমিও রমণী. তবে তিনি কেন তায়, स्हेग्रा निष्ट्रेत না করিয়া দয়া. ধরিতে গেলা ধরায় ? পতি কাছে নাই, কি হবে শতীর. মহাবীর পতি মম, আমিও যদাপি পড়ি দে কথন বিপদে শচীর সম ! ভাবিতে দে কথা থাকিয়া এখানে, দেখিলা দে রতি এ পোড়া নম্বনে আমার (ই) হুদয় কাঁপে!

খুলি কতবার, ; না জানি একাকী গৃহন কাননে. শচী ভাবে কত তাপে! রণবেশে তোমা | ঐক্রিল-হহিতা সেবিতে কিন্ধু গ্রী স্বৰ্গে কি ছিল না কেই ? त्रका छ-केश्वी मानवमहिषी, দাসী চাহি ভ্রমে সেই! কহিলা মহিষী, আমারে না কেন আমি সেবিতাম তাঁয়, প্রে না কি তাঁর সাধের ভাগুার শচী না দেবিলে পায় ? কেন আ(ই)লা দৈত্য এ অমরালয়ে, আছিল আপন দেশ; পরে দিয়া পীড়া পভিয়া এ ঘশঃ, কি আশা মিটিবে শেষ! যার দিয়া তারে, ফিরি যদি দেশে যান পুনঃ দৈত্যপতি, এ পোড়া আশকা, এ যন্ত্রণা যত, তবে দে থাকে না বৃতি !" রতি কহে "আহা! তুমি ইন্বালা দানব-কুলের মণি! না দেখি শতীরে ্ভার শোকে এড বিধুরা হইশা ধনি ! দেখিলে তাহারে না জানি সে কিবা করিত তোমার চিতে; বুঝি শৌকভরে ক্ষণমাত্র কাল এই স্থানে না থাকিতে। দে অস-গঠন, মুথের সে ছোভি:, সে চারু গ্রীবার ভাণ, মহিমাজড়িত, সে গুরু চলনি, দে উরু, উরস-স্থান। গে পেথেছে কভু চিব্ৰ দিন ভাব रुन्द्य थोक्द्य भिन, পূর্ণিমার সেই শশী!

অমরার রাণী,	ইন্দ্রাণী দে শচী
তাহাবে কিন্ধনী বেশে	
	রতির অভাগো
দেখিতে হইল শেষে!"	
স্কুমারমতি	কহে ইন্দুবালা
হায়, রতি, কি কহিলা !	
এ হেন রামারে	করিতে কিন্ধরী
দৈতোক্ৰাণী মাকাজিকা !	
আমারে লইয়া	কন্দৰ্প-কামিনি,
চল দে পৃথিবী'পর,	
इडे टल मिरा ना	निषय अयन,
ধরিব পতির কর ;	
	শরিবে ঠেলিতে,
রাগিবে আমার কণা;	
নারীর বিনয়	প্তির নিকটে
কখন নহে অগ্রথা।	
এত সাধ তাঁর	করিবারে রণ,
সে সাধ মিটাৰ আমি ;	
শচী বিনিময়ে	থাকি বনবাদে
ফিরায়ে আনিব স্বার্	i i
	াড়িবে না জানি,
রমণীর প্রতি বল !	
চল, রতি, চল	লইয়া আমারে,
যাব সে অবনীতল।	i
কতে কামপ্রিয়া	"দৈত্যকুল-বধৃ,
তাও কি কণন হয় :	
	मना (नव-(मना,
পুরীতে দানবচয়!	
"তবে সে কেমনে ফ কহে ইন্দুবালা সতী,	বাইবেন তিনি <u>?"</u>
কংহ হন্দ্ৰালা পতা, যাইতে অবশ্ৰ আছে কোন পথ,	
নাহতে অনুবয়া সেই পথে চল, রতি	
শেহ পথে চল, গ্রাভ ইন্দুবালা-বাক্যে	। মীনকেতু-জায়া
কুরে "শুন দৈত্যাঙ্গ	,
पहर जन भागानना,	

যাবে ব্যুহ ভেদি বীরপতি তব. তুমি ত যুদ্ধ জান না।" না ফুরাতে কথা উঠিয়া শিহরি. ইন্বালা ক্রডগতি, গৰাক্ষ সমীপে আসিয়া আতঙ্কে কহে "ঘই শুন বৃতি! অই বৃঝি রণ হয় তাঁর সনে শুন অই কোলাহল; তুমুল দংগ্রাম শ্বর-সহচরি, করে দেবাস্থ্র দল! নামিতে ধরায় অই কি সে পথ, অই দিকে, স্মর-সৃথি ! অই বৃঝি হায় ক্লপীড়-ধ্বজ উড়িছে শুন্তে নির্বি! বিশাল কেতন বুঝি বা সে হবে অই , এতক্ষণে রতি, না জানি কি হ'ল কেমনে স্থস্থির হই ! শুন ভয়ঙ্কর কিবা সিংহনাদ । অগ্নিয় যেন শিলা, তাল তাল তাল কত অন্তরাশি নভোদেশ আচ্ছাদিলা! হায়, বতি মোরে কে দিবে সংবাদ. কার সনে এই রণ! অই থানে পতি আছে কি আমার ? অনলে দহে যে মন !" কহে কামপ্রিয়া "অন্নি ইন্দুবালা. কই, কোথা রণ, কই ? স্বপনে দেখিছ সমর এসব, অন্তরে আকুল হই। আইর শুনিয়া গিয়াছে ধরায়, তোমার হৃদয়-নেতা; নাহি কোন ভয় মিছা এ ভাবনা, ক্তপ্ৰীড় নাহি সেথা।"

উপশ্ম কিছু, শুনি চিস্কাবেগ কতে থেদে ইন্দ্রালা: "পারি না সহিতে প্রজায়-কামিনি নিতি নিতি এই জালা ! মরে অহর্নিশ. দৈত্যসেনা কত পডে কত মহাবীর: এইরূপে ক্ষয় দেখি দৈত্যকুল হবে বুঝি শেষ স্থির ! হয় অনাথিনী. কত দৈতাম্বতা কত পিতা পুত্ৰহীন ! কত দেব-তমু পডিয়া মূৰ্চ্ছাতে অনুক্ষণ হয় ক্ষীণ : যুদ্ধেতে কি লাভ যুদ্ধ করে যারা বিচারিয়া যদি দেখে. তবে কি সে কেহ - যশের আকর বলিয়া উল্লেখে একে ? দানবের কুলে জনাহয় মৃহ, বুঝি অদৃষ্টের ছলে। সতা তোমা বলি, কাম-সহচরি. সতত অন্তর জলে।" "হায়, ইন্দুবালা, তুমি স্থকোমল পারিজাত পুষ্প যেন ! পতি যে তোমার তাঁহার স্থান্য নিৰ্দ্দয় এতই কেন ? মন্মথ-প্রেয়সি. "বলো না ও কথা তুমি সে জান না তাঁয়; দেখ না কি কভু ্ৰৈল অঞ্চে কত স্বাছ নীরধারা ধায় ! শচীর লাগিয়া না নিশিহ তাঁরে, বীর তিনি রণ-প্রিয় ! শচীর বেদনা ঘুচাব আপনি, ফিরিয়া আসিলে প্রিয়। যাব শচী পাশে, করিব শুশ্রুবা, যাতে সাধ দিব আনি !

মহিধী-কিশ্বরী হইতে দিব না, কহিন্ন নিশ্চিত বাণী। मनाश-वम्बि, নাহি কর পেদ. যাহ ফিবে নিজ বাস. পতির এ দোষ যাহে ভূলে শচী পাইব সদা প্রয়াস। ভেবেছিম্ব আর গাঁথিৰ না কল. থাকিবে অমনি ঢালা; এবে গুটাইয়া, আরো স্বযতনে গাঁথিয়া রাখিব মালা। যবে শচী ল'য়ে ফিবিবেন পতি পরাব তাঁহার গলে. পরাব শচীবে মনের আহলাদে মুছারে চকুর জলে। পতির মালিক্স নাহী না ঢাকিলে. কে ঢাকিবে তবে আর." বলিয়া, লইয়া কুহুমের রাশি, বসিলা গাঁথিতে হার। "কি মালা গাঁগিবে ইদুবালা তুমি, কি মালা গাঁথিতে জান ? নিজ হাতে বৃতি পুষ্প গাঁথি দিত, ত্য না জুড়াত প্রাণ ! দেবকস্তা যারে সেবিত নিয়ত, স্থমের উজ্জ্বল করি, ঐন্তিলা সেবিয়া সে আজ এগানে त्रत्व मांभी दवन धति । এ ছঃধ তাহার করিবে মোচন দিয়া তারে পুপ হার ? ক্লের রজ্জ্তে করিলে বন্ধন বেদনা নাহি কি তার ? আর কেন চাও ফুটাতে অঙ্কুর চরণে দলিয়া আগে: দানবনন্দিনি, জান না সে তুমি, जःशीरत शृक्षित्व वार्ता !

গুগেন্দ্রী আসিছে আপন আলয়ে শৃঙাল বান্ধিয়া পায় ! রতির কপালে এও সে ঘটিল, দেখিতে হইল হায়!" বলি বাম্পাকুল নয়নে তথনি মন্মথ-রমণী চলে, ্ৰতি-চক্ষ-জ্বল নির্থি ভাসিল हेन्द्रांना हक्-करन। পড়ে বিন্দু विन्দू কুমুমের অঞ্জে, हेन्त्वाना गीएथ क्न ; ভাবিয়া পতিরে, ভাবি যুদ্ধভয়, চিন্তাতে হয়ে আকুল। कुत्रश्री (यमन শুনিয়া গৃহনে মুগ্যীর দুর রব, চকিত চঞ্চল, প্রতি পলে পলে মৃত্যু করে অনুভব; চমকি চমকি সেইরূপ ভয়ে গাঁথিতে গাঁথিতে চায়, দূল-মালা হাতে ইন্দুবালা বামা ক্তৃপীড় ভাবনায়।

ৰবম সর্গ।

হেথা দৈত্য শত ঘোধ
চলে শৃত্যে বিনা বোধ,
উদয়-অচল আদি হিমাচল পথে।
শৃঙ্গে শৃঙ্গে পদক্ষেপ,
ক্রমশ: পথ-সংক্ষেপ
শৈলপথ ছাড়ি শেষে উরয়ে মরতে।

देनियत्व अग्रन्त नत्त्र. **৺**চী অতি ব্যগ্ৰ হয়ে, জিজ্ঞানে তনয়ে যত অমরের কথা, "কোথায় দেবতাগণ. বাসব মেঘ-বাহন ? পাতালের সমাচার স্বর্গের বারতা। অমর-অঙ্গনাগণ, কোথায় দবে এখন ? কত কালে পুনঃ সবে হইবে মিলিত। আখণ্ডল পুনর্কার ধরিলা কি অস্ত্র তাঁর, অথবা কুমেরু-চূড়ে ধ্যানে নিয়ন্ত্রিত ?" হেনকালে বণশন্ধ, মুগেল-শ্ৰুতি-আত্ৰ, অস্থরের সিংহন'দ পূরিল গগন; বন আলোড়িত হয়, কাঁপিয়া অচলচয় শিখরে শিখরে ধরে ধ্বনি অগণন। জয়ন্ত শুনে সে বব, শুনয়ে যথা বুষভ ধাবমান অন্ত কোন বুষের গর্জন; অথবা ঝটিকারস্তে, পক্ষ প্রসারিয়া দন্তে, শ্রেনপক্ষী শুনে যথা বাযুর স্থানন; অথবা বিহ্যাত চ্ছন্ন উচ্চৈ: এবা স্থপ্সন, শুনি যথা মেঘমল গ্রীবা বক্র করে; किन्ना क्लीटन न नातन, अनिया यथा आंख्नारन, গরুড় বিশালপক্ষ বিস্তাবে অম্ববেঃ শুনিয়া দৈত্য সংবাব জয়ন্ত তেমতি জাব, অরণ্য ছাড়িয়া বেগে হৈলা অগ্রসর,

কালাগ্নি-সদৃশ অঙ্গে কিবুণ শত তরঞে. আস্ত, গ্রীবা, অসি, বর্মা, করিল ভাস্বর। রুদ্রপীড়ে কিছুক্ষণ, করি দৃঢ় নিরীক্ষণ, কহে, "হে দানবপুত্র, বছদিন পরে, আবার সমর-রঙ্গে, ভেট হৈল তব সঙ্গে. নৈমিষকাননে আজ ধরণী-উপরে। ছিল যে ছঃখিত মন না পর্শি প্রহরণ, দান্ত-সংহতি হণে ক্রীডন-অভাবে. তোমার সহিত ভেটে আজি সেই চঃগ মেটে, চিরক্ষোভ জয়ন্তের আদ্ধি সে জুড়াবে। যঝিতে না লয় চিতে, কে আর জানে যঝিতে ? পতঙ্গ সহিত যুদ্ধে নাহি পূরে আশ; रखी यनि नख-वतन গিরি-অঙ্গ নাহি দলে. অন্থ তবে সে তার সামর্থ্য-প্রকাশ। স্থববুদে বড লাছ গত যুদ্ধে দিলা, আজ দে আক্ষেপে মনসাধে পূর্ণাহতি দিব; বাস্ব নন্দন-বল, স্থাবের রণ কোশল, ভূলিলা, দানব-স্ত, পুনঃ চেতাইব। রুদ্রপীড় তব সনে, श्चर्य वटि युक्ति त्रत्न, বীর কিন্তু নহ এবে হয়েছ তন্ত্রর; মনে তাই ঘুণা বাসি, সমরে তোমারে নাশি,

সে স্থথ এখন আর পাবে না অস্তর।

এ সব মশকরুদে, कि जांत्र श्हेरव निल्म, শালতর পেলে ছিন্ন কে করে কদলী ? তোমার সমর-সাধ, আমার চিত্তের সাধ, ইক্রের বাসনা অগু পূরাব সকলি॥" ৰুদ্ৰপীড় ক্ৰোধে দহে, বাস্ব-নন্দনে কহে, "তুই কি জানিবি বল সমরের প্রথা ? বীরের উচিত ধর্ম, বীরের উচিত কর্ম. বুত্তের নন্দনে কভূ না হবে অগ্রথা। সংগ্রামে জিনেছি স্বর্গ, সমূহ অমরবর্গ এখন সে অতি তুচ্ছ দানবের দাস; इत्जित वनिका व्यहे. দাসের বনিতা সেই. উচিত নহে দে ছাড়ে প্রভূপত্নী-পাশ। कि युक्त आंभांग्र मिनि, যুদ্ধ কি, তা কি জানিবি? জানে সে জনক তোর বাদব কিঞ্চিৎ; জানে সে অমরগণ, অম্বরের কিবা রণ, আছিল পাতালে পড়ে হারায়ে দম্বিং। লজ্জা নাহি চিতে আদে, নিন্দা কর হেন ভাষে; যে জন ত্রৈলোক্যজয়ী বত্তের কুমার! হারায়েছি শত বার, হারাইব আর বার, जुड़े त्म निर्मञ्ज वड़ हूँ हैवि व्यावाद। সেই দীপ্ত হুতাশন! ভয়ে যার অদর্শন হয়ে ছিলি এতকাল, হতাশে কোথায়!

ধর অন্তর, কর রণ, বল যুদ্ধে সম্ভাষণ সাহস ধরিয়া প্রাণে করিবি কাহায় ?" "বুথা বাক্যে কাল যায়, সকলে একত্র আয়," কহিলা জয়ন্ত, "যম দেখ, রে দানব। ধর অস্ত্র শত যোধ. এখনি পাইবে বোধ, বাসবনন্দন তুল্য বিজয়ী বাসব।" विन देवना मिःइनाम, দৈতোর শঙ্খের হাদ অরণ্য আলোড়ি, শৃত্য করিল বিদার, শতযোদ্ধা একি বার. कामा अ मिल हेकात. মেঘের নিনাদে ছোর ছাড়িল ছঙ্কার। অ্য শব স্ব স্ক. (मवरेमरका यूक्तांत्रक, **क्रियल एकात्रश्वित, वार्लित शर्कान**। আন্দোলিত হয় সৃষ্টি, স্থবাস্থবে শরবৃষ্টি, रेमदलरक रेमदलरक रचन मना मःघर्षन ॥ ज्ञापन, भूषन, भना, প্রক্রে, চক্র, ভল, দৈত্যের নিক্ষিপ্ত অন্ত বরিষে করকা। জয়ত্তের শররাশি চমকে তমসা নাশি. অম্বরীকে ধায় যেন নিক্ষিপ্ত তারকা। दक्त शै भाष्ट्र मन्मन, শুনিয়া সে কোলাহল. ভ্রমে ভয়ে ছাড়ি বন, পর্বত-গহরে। বিহন জড়ায়ে পাথা, আনেতে ছাড়িয়া শাগা, গদিয়া খদিয়া পড়ে ধরণী-উপর ॥

धुलिएक धुलिएक छन्न, অভেদ নিশি মধ্যাক. উদিগরিল বিশ্বস্তরা গর্ভস্থ অনল। অম্বর-জয়ন্ত শিপ্ত শেল, শূল, শর, দীপ্ত, ঘাত প্রতিঘাতে ছিন্ন হৈল নভাস্থল। ধরাতল টল টল. नमीक्न कन कन. ডাকিয়া, ভাঙ্গিয়া রোধ, করিল প্লাবন। ঘ্রিতে লাগিল শৃত্য. শৈলকুল হৈল শুল, চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে দিগুদিগস্তে পতন।। হেন যন্ধ:দেবাস্করে, হয় অৰ্দ্ধ দিন প্ৰবে, তথন জয়ন্ত করতলে দীপ্ত-অসি. ছুটে যেন নভশ্বং. কিম্বা ক্ষিপ্তগ্ৰহ্বং. পজিল বেগেতে দৈত্য-মণ্ডলী ঝলসি॥ যথা সে অতলবাসী. তিমি তুলি জলরাশি, সাগর আলোড়ি কার পুচ্ছের প্রহার, যবে যাদঃপি জলে. ज्य छीम की शिष्टल, উত্তর পর্বতপ্রায় দেহের প্রসার; ক্রেশ যুড়ি ভাষি বারি. আবার ফেলে উগারি দুর অন্তরাকে, বেলে ছাড়িয়া নিশাস; নাসিকায় উৎক্ষেপণ, অমুবাশি অমুক্ষণ, অস্থির অনুধিপতি ভাবিয়া সন্ত্রাস। কিমা গিরিশুস-রাঞ্চি मरवा यथा टिट्ड मांडि. ক্ষণপ্রভা থেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা,

থেলে রঙ্গ ভীমভঙ্গী. শিপর শিপর লজিঘ. শৈলে শৈলে আঘাতিয়া, স্থল লীক্ষ ছটা; निरम्राय निरम्य जन्न. দগ্ধ গিরি-চড়া অঙ্গ, অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোর রাব; বেগে দীপ্ত গিরিকাম, . বিহ্যাৎ আবার ধায়. ছড়ায়ে জ্বলন্ত শিথা উল্লসিত-ভাব। জয়ন্ত তেমতি বলে দানব-যোদ্ধায় দলে. রুত্রপীড় সহ দৈত্যবর্গে ভীম দাপে। अर्व (मर-मिनमान. অস্তাচলে স্থ্য যান. বিশ্মিত দানবগণ জয়ন্ত-প্রতাপে॥ তথন বুত্ৰ-তন্ম, জয়ন্তে সম্ভাষি কয়. শক্ষান্ত হও ক্ষণকাল যুদ্ধ পরিহরি। সুর্যা হের অস্তগত যুদ্ধ কৈলা অবিবৃত্ত. বিশ্রাম করহ এবে, আইল শর্কারী 🗓 প্রভাতে আবার খন. সমরে পশিব পুনঃ, ্ন- না ধরিব প্রাহরণ থাকিতে রজনী। বীর বাকা স্থানিশ্চয়, যুদ্ধে তব পরাজ্য নহে যে অবধি, শচী থাকিবে অবনী ॥" জয়ন্ত কহিলা ভাব. "যথা তব অভিলাম. আমার না হৈল শ্রান্তি, শ্রান্তি যদি তব. কর সে বিশ্রাম লাভ, আমার স্মান ভাব. দিব্দ রজনী মম তুলা অনুভব।

ধর অস্ত্রনাহি ধর. এ রজনী দৈতাবর. আমার সমর-বেশ থাকিবে এমনি. যখন বাসনা হয়. শুন হে বুত্র-তনয়. সমরে ডাকিও, থাকে না থাকে রজনা।" বৰিয়ে, নৈমিষ মাঝে, আবরিত যদ সাজে. বসিলা আসিয়া কোন তরুর তলায়। মনে মনে আন্দোলন. করে স্থাপে অনুক্ষণ. দিবার যুদ্ধের কথা প্রগাঢ চিন্তায়॥ প্রভাতে আবার রণ. চিন্তা মনে সর্বাক্ষণ. কত আশা হৃদয়েতে তরঙ্গ থেলায়— ক্তপ্ৰীড-বিনাশন. দৈতোর দর্প দমন. জননী-বিপদ-শান্তি, খ্যাতি অমরায়, হিলোলে হিলোলে আদে: কগন বা চিত্তে ভাসে. সমর আশক্ষা-পাছে দানব হারায়।--त्रकतात् अ शर्छ नियां. হন্ত পদ প্রসারিয়া, চিন্তা করে কতক্ষণে বজনী পোহায়। গাঢ় ভাবনায় মগ্ন, যেন বা সে নিদ্রাক্তর বিশ্রান্ত নয়নদ্বয় মুদ্রিত অলমে: পতের বিচ্ছেদ দিয়া. ठन-विश शतविशा মূত্র মূত্র স্থানোভিত ললাট পরশে: भागी हलनात मत्न. অাসিয়া অন্ত্যু মনে হেরে ভনৱের মুখে কৌমুদী-প্রপাত

কত চিন্তা ধরে প্রাণে,
কত আশা মনে মনে,
ভাবে যেন সে রজনী না হয় প্রভাত।
চপলীর কাণে কাণে,
মৃত্ব পরনের স্থনে,
কতে "স্থিন, দেথ কিবা হয়েছে শোভন!
মৃত্ব রক্ষি ক্লান্ত দেহে,
নেন পড়িয়াছে স্লেহে,
মন্দার- চুস্থমে যেন চক্রমা-কিরণ॥
এই স্কুমার থেলা,
চানেতে চানের মেলা,
আহা, আজি না দেখিল, স্থি, পুরন্দর!
দেখা দে হটবে ঘরে,
কহিব তাহারে তবে,
দেখিলে সে কত তার জুড়াত অন্তর॥

শুনে এ বণ-সংবাদ,
করিতেন কি আহলাদ,
দিতেন কতই স্থগে পুত্রে আলিঙ্গন।
আশীর্কাদ করি কত,
ন্নিগ্ধ হয়ে অবিসত
করিতেন স্নেহে অই ববন-চুম্বন।।
যদি-থাকিতাম আজ,
আমর-বৃদ্দের মাঝ,
অমরাবতীতে, স্থি, ইক্রের ইক্রাণী।
আজি কত মহোৎস্বের,
ভূপিতাম দেব স্বের,
কতই আনন্দে আজি ভাসিত প্রাণী॥

জয়ন্তে করিয়া দদে,
ভাদিয়া স্থা-তবদে,
ভামিতাম কতই আনন্দে ত্রিভূবন।
• বিষ্ণুপ্রিয়া কমলাবে,
ঈশান-প্রিয়া উমাবে,
দেখাতাম ইক্পপ্রিয়া শচীব নন্দন।

একা যে করিলা রণ সহ দৈতা শত জন। সমরে করিলা ক্লান্ত কদ্রপীড়-শুরে । সে আনন্দে বিসর্জন-ধরাতে নৈমিষ বন---অরণাবাসিনী শচী আজি মর্ত্তাপুরে। আবার অস্তরে ভয়. না জানি যে কিবা হয় কালযুকে, রাত্রি পুনঃ হইলে প্রভাত; কদপীড় মহাবীর, জন্ত ক্লান্ত শ্ৰীৰ. অপ্নরের অন্তর্নষ্ট যেন উন্ধাপত ।" কহিয়া বিমৰ্গ ছথে. চাহি চপলার মুখে. ফেলিয়া স্থদীর্ঘধাস করে ইক্সপায়া. "তনয়ে স্মরি এথানে. শঙ্খল বেঁধেছি প্রাণে, স্থি রে, ছব্রস্থ বড় স্স্তানের মায়া !

পুত্র-মূথ ধতক্ষণ না করিন্তু নিত্রীক্ষণ, দানব-আশক্ষণ চিত্তে ছিল না **তি**লেক, আগে না ভাবিষা, সথি, ও চাক মূখ নিরখি, বিবশা হয়েছি এবে হারায়ে বিবেক।

অন্তরে আশক্ষা হেন
বিপদ নিকট যেন,
সহসা আতক্ষে কেন চিত্ত হৈল ভার ?
সথি, অল্য কোন্দেবে
স্থান কবিব এবে,
সহায় হইতে মুকে জয়ন্তে আমার ॥"
নিশি শেবে নিদ্রাভন্নে,
সত্তবের সুর্বেল-ধ্রনি বাজিলে ধেমন,

স্বপ্ন সহ মিশাইয়া,
পরাণেতে জড়াইয়া,
জাগ্রত করিয়া চিত্ত পরশে শ্রবণ।
জয়স্ত-শ্রুতি-কুহরে,
তেমতি প্রবেশ করে
শহীর দে স্কমধর কোমল বচন।

উন্নীলিত নেত্রে বিদ,
 হেরি অন্তপ্রায় শশী,
কহিলা, জননীপদ করিয়া বন্দন,
"প্রভাত হইল নিশি,
 প্রকাশিছে পূর্ব্বদিশি
দেখ, মাতঃ, চারু কান্তি অরুণের রাগে;
 পুত্রে আশীর্মাদ কর,
 না উঠিতে প্রভাকর,
প্রবেশি সংগ্রাম-স্থলে দানবের আগে।"
ভানি শচী শতবার
শির্দ্বাণ লয়ে তার,
যতনে অরুণেতে পুত্রে করিলা ধারণ।
কহিলা "বাছা জয়ন্ত,
আশিদ করি অনন্ত.

কিন্তু প্রাণে এত ভয়,
কেন রে উদয় হয়,
আতক্ষে কি হেতু এত শরীর সন্থির!
যত চাই পূর্বপানে,
ততই যেন পরাণে
অরুণকিরণ বিদ্ধে স্থপ্রথর তীর।
না পারি সাহস ধরি,
নয়ন প্রসার করি,
যা হেরিতে যাই তাহে আতঙ্ক-উদয়;
বিবর্ণ যেন মিহির,
গগন-মহী-শরীর
স্কলি বিবর্ণ হেরি, যেন মসীময়!

চিরজয়ী হও রণে শচীর জীবন ॥

নিমেৰে নিমেৰে চিতে ইচ্ছা হয় নির্থিতে. তোমার বদন আজি ভ্রান্তিতে যেমন ! কাছে আছ ভাবি এই. ভাবি পুনঃ কাছে নেই. কোলশন্ম হৈল যেন ভাবি বা কথন। কথন সে শুনি ভূলে, তুমি যেন শ্রুতিমূলে 'জননি, জননি,' বলি কারছ নিনাদ, কেন কেন হয় বল. নেত্ৰ-কোণে আসে জল, কভ ত ছিল না হেন শচীর প্রমাদ! একাকী যাইবে রণে. ছাডিতে না লয় মনে. অক্ত কোন দেবে এবে করিব স্মরণ... বলিয়া অধিক স্নেহ, जुरज्ञ वांकिया (मर, क्षमस्यत्र काट्ड यानि कतिन भात्रण॥ জয়ন্ত কহিল "মাতঃ, হবেনা বিপৎ পাত. স্নেহেতে ভাবিছ এত, আশকা বুথায়। একাকী এ বৃদ্ধে যাব. নহে বড় লজ্জা পাব, দেবদৈত্যে উপহাস করিবে আমায়॥ বুত্রস্থতে কি ভাবনা ?

রুত্রতে কি ভাবনা ?
আমিও জানি আপনা,
কালি সে ব্রেভি যত দৈত্যের বিক্রম।
অবি অক্ত কোন দেবে,
জননি, না কর এবে
রুথা, কৈন্তু গত কল্য যত প্রিশ্রম॥
দেব মাতঃ স্থর্বাাদ্য,
বিলম্ব উচিত নয়,"
বিলিয়া বানিয়া শচী-যুগল চরণ

যদ্ধ স্থানে কৈলা গতি. डेकांगी मिला मगाजि. অপাঙ্গে অশ্রুর বিন্দু, আকুল বচন ॥ নিদ্রাভঙ্গে চিম্বারিত. রুদ্রপীড় উৎক্ষিত, ভাবিছে কি হবে পুন: সমরে সে দিন। ছিল সঙ্গে যোদ্ধা শত. নৰতি হইলা হত. জীবিত যে কুয়জন, শ্রান্তিতে মলিন। কথন বা ভাবে ভ্ৰমে. জয়ন্তের পরাক্রমে, क्जि नाम तुबि इस ना निकनः ইক্ততে হবে নাশ. মিথাা বুঝি সে বিশ্বাস, জেতৃ বুঝি নহে তার বাসব কেবল। এইরূপ চিন্তাবিত, যুদ্ধান্তে সুসজ্জিত, প্রতিজ্ঞা করিছে দুরু শ্বরিয়া শঙ্কর र्य मृङ्गा नय जय, নহিলে কছ নিশ্চয় ত্রিদিবে না যাবে আর বিদারি অম্বর ॥ ভাবিতে ভাবিতে চায়. জয়ন্তে দেখিতে পায়; সহর লইয়া সঙ্গে দশ দৈতা বীর. অগ্রসর হৈলা রণে. রণ-শঙ্খ ঘনে ঘনে. আবার নিনাদি শৃত্য করিল অস্থির॥ দিগুণ বিক্রমে এবে. मानव व्यक्तिरम (मरव, ছাড়িয়া বিকট দর্পে গর্জ্জন ভীষণ। (मवरेनरा युकावक, আবার ভুবন স্তব্ধ, শূক্মার্গে অবিরত অন্ত্র সংঘর্ষণ।

আবার কাঁপিল ধরা, মর্ত্তি ধরি ভয়ন্ধরা, তুমুল যুদ্ধ সকল, কুৰা জেগতাগ; দশ্ব হৈল তরুকুল, বিচ্ছিন্ন পর্বতমূল, ভীবণ কর্কশ বেশে সাজে রণস্থলী। জয়স্ত দানব মাঝে, যুঝিছে তেমতি সাজে, যুঝিলা যেমন পূর্ব্বে বিনতা-তন্ম गक्यांन महावीत, ফণীন্দে করি অস্থির. প্রবেশি পাতালপুরে ভুজসমময়। हार्विनिद्रक आंगीविष ফণা ধরি অহর্নিশ. গাঢ় অন্ধকারে করে বিকট গর্জন. शक्छ इड्ड्य मर्ट्स, ঝাপটে ঝাপটে সর্পে প্রসারি বিশালপক্ষ করায় ঘূর্ণন। এরূপে পূর্মাহু গত, জয়ন্ত শবে নিহত আবার দান্য পঞ্চ পতিল ভূতলে-পতে যথা পরাধর. শঙ্গ ভাঙ্গি ভূমি'পর— ভকম্পনে চলে জল উছলে উছলে।। তগন আকুদ্ধ-বেশ, আকুঞ্চিত ভুক্-কেশ, क्रमुशीड़ मुद्रुटर्खक अग्रदख निवृशि, ভীষণ হস্কার রবে, শ্ন্তেতে তুলিলা তবে, প্রকাত্ত ক্রঘণ এক মুষ্টতে থমকি ! ঘুরায়ে ঘুরায়ে বেগে, ঘোর শব্দ যেন মেঘে. ছব্জয় প্রতন্ত তেজে করিল প্রহার।

না করিতে সম্বরণ, জয়ন্ত অঙ্গে পতন হইল প্রকাণ্ড মৃত্তি শৈলের আকার॥ না সহি জর্মহ ভার. অচল বিজলী হার বিঞ্জি হইল যেন, পড়িল তেমন! কিম্বা যেন রাশীকত চন্দ্রশি আভা-সত. থসিয়া পৃথিবী অঙ্গে ইইল পতন! শিনীসক্ষমত্র, যেন বা অবনীপর. পাড্যা রহিল মহী করিয়া শোভন. দেখিতে দেখিতে ছাতিঃ, নিমেধে মিশে তেমতি. ভস্মেতে অঙ্গার দীপ্তি মিশায় যেমন। মৃত্যুহীন দেবকায়া, মর্চ্চাই মতার ছায়া. জয়তে আঞ্চন করি চেতনা হরিল. নিদ্রিত মানব যথা. নিশ্চল হইল তথা. বেণ্ড ধসবিত তকু প্রভিয়া বহিল। छेलारम मानव मन. জয়শব্দ কোলাইল. निर्मारम, अवनी भुख किन विमांत्र ॥ শিহরে যেমন প্রাণী, শ্ববাহী-হরি**ধ্ব**নি, গভীর নিশীথকালে করিয়া শ্রবণ, তেমতি সে ভয়ন্ধর. দানবের জয়-স্বর. গুনিয়া শিহরে শতী অন্তরে পীড়িয়া, **ठक्षण** नामिनी थथा. ইন্দ্রপ্রিয়া বেগে তথা,

হেবে আসি পুত্রতম্ব গরাতে পড়িয়া।

"হা বৎস জয়ন্ত" বলি, শ্বলিত চরণে চলি. ধাইয়া আসিয়া পার্শে ধরিল তনয়: কোলেতে করিল তম্ব. ছিলাশন্ত যেন ধন্ত. वमदन अभिया माष्टे म्लानशीन स्य। না বহে খাদ প্ৰখাদ. কণ্ঠে ক্র গাঢ ভাষ. কঠোর অশ্র বিন্দু নেত্রে নাহি খদে, নয়নে নিবন্ধ হেন. শিশিবের বিন্দু যেন কমল প্লাশে বন ছিমের প্রশে। অন্তব্যে প্রবাহ ধায়, হৃদয় ভাঙ্গিতে চায়. নির্গত হইতে নাবে সে শোক নিঝার: যেন কল কল করি. গহবর সলিলে ভরি. পর্বত নিম'র ভ্রমে বে**ষ্টত প্রস্ত**র। না পড়ে চক্ষের পাতা. যেন ধরতিলে গাঁথা. মলিন প্রস্তব মর্ত্তি অন্ধ অচেতন। পত্রতম কোলে দরি. নির্থে নয়ন ভরি. হৃদয়ে শোকের সিন্ধ হয় বিলোভন। মত দেখে পুজমুখ, তত বিশ্বাণিত বক.

তত বিক্ষাবিত বুক,
ক্রমে তেজারাশি তত প্রকাশে বদন;
বাবিভারাক্রান্ত মেঘ
ভেদিলে কিবণ বেগ,
প্রকাশয়ে হর্য্য মথা, দেখিতে তেমন।
নিকটে চপলা সথী,
শচীর মুথ নির্যি,
স্কভাব উকৈঃস্বরে কান্দিতে না পায়,

নয়নে অঞ্ব ধার. গলিত যেন তুষার, বদন উরস বহি দর দর ধার। ভাবে দৈত্যস্থত মনে, চাহিয়া শচী-বদনে. পরশিতে এ শরীর প্রাণে যেন বাধে: ধরিতে না উঠে কর. চরণ হয় অচর. এর চেয়ে নাহি কেন উল্লেখনে কাঁলে গ বৰি বা নিন্দল যায় জনকের অভিপ্রায়, স্মরের এত ক্লেশ, এত যে আয়াস ! জয়ন্ত সমরে হত. স্থা সে স্থাতি কত ? বুকি। পূর্ণ না হইল চিত্ত অভিলাষ॥ চিন্তা করি ফণকাল, নিকটে ডাকে কবাল. অনুচর দৈতো এক নিকন্ধর নাম; চিত্রে নাহি দয়ালেশ. থল পামবের শেষ. তারে আজ্ঞা দিলা পুরাইতে মনস্কাম। উল্লাসে দানৰ ক্ৰুৱ, সর্প যেন ছাড়ি দুর, শতীর পশ্চাতে জ্রুত করিয়া গমন ; ভূজস জড়ায় যেন, করেতে কুম্বল হেন জড়ায়ে, তুলিলা কেশে করি আকর্ষণ। श्य गडक्र प्रशां, ছিড়িয়া মুণাল লতা, জ্ঞতে ঝুলায়ে তুলে শতদল ধর; দানব-করেতে তথা. নিবদ কুন্তল লতা.

ছলিতে লাগিল শক্তে শচী-কলেবর।

করিয়া উল্লাস ধ্বনি, মুহূর্তে ছাড়ি অবনী, উঠিল অচল পথে দানবের দল नियदत नियदत अप. এডায়ে কন্দর নদ. শূতামার্গে চলে দৈত্য কাঁপায়ে অচল। সংহতি চলে চপলা. আকাশ করি উজলা. ক্রন্দন-নিনাদে পরি অন্তরীক্ষদেশ: ছাডিয়া উপয়-গিরি. नाना टमनिशद्य फित्रि, স্বর্গের নিকটে আসি উত্তরিল শেষ। রূদ্রপীত অগ্রসর, শভোঘন ঘোর স্বর অমরা কম্পিত করি বাজায় তথন; শুনিয়া দক্ত যত, প্রাচীরে প্রাচীরে শত শত কম্বনাদ কৰে নিম্বন ভীৰণ। দে নাদ পশিল কাণে, বাজিল শচীর প্রাণে, সহসা ঘচিল স্তম্ভ, চেতনা জাগিল স্থৃতি-পণে আচ্পিতে, উথিত হইয়া চিতে. চিন্তা-সবিতের স্রোত উথলি চলিল।

"কোথায় জয়ন্ত হায় !"
বলি চাবি দিকে চায়,
"কে কবিল শৃন্তকোল, কে হবিল ভোবে !
"বিপদে রাখিতে মায়
আসিয়া ফেলিলি তায়
অক্ল আঁখাবময় শোকসিন্ধ ঘোৱে !
কি দেখিতে আসি হেণা,
হে ইন্দ্ৰ, স্থ্যা, প্ৰচেডা,
কই, কোথা আমাব সে জিনি পাবিজ্ঞাত ?

জয়ন্ত কুমার কই ? भठीत नन्तन करें १ দেবরাজ পুত্র কই ৪ হায় রে বিধাতঃ ! হা শঙ্কর উমাপতি। হা বিষ্ণু কমলাপতি! হায় গৌরী, হায় রমা, হায় বাগ্বাণী—1 শুদ্ব আজি অক্সাৎ. শচী-হৃদি পারিজাত, কি আর দেখাবে স্বর্গে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ! এসো সে দেখিবে এবে, দানবের পদ-দেবে. ছঃথিনা সহায়হীনা শচী ইক্সজায়া! কোথায় ত্রিদশকুল ! কোথা আতাশক্তি মূল! দমুজ-পরশে শতী-কলুষিত কায়া!" বলি কাঁদে ইন্দ্রপ্রিয়া, ঘূণাভাপে দগ্ধ হিয়া, প্রজ্ঞালত শোকানল-শিখায় অন্তির: "হা জয়ন্ত নলি চায়, নাদাপথে বেগে ধায় উত্তপ্ত ভীষণ শ্বাস প্রশাস গভীর। বহে চক্ষে জলধারা-যথা দে ত্রিলোক-তারা ত্রিপথগা গঙ্গা যবে বিষ্ণুর চরণে বহিলা অনন্ত স্বেদি, ব্যোমকেশ-জটা ভেদি, বিপুল তরজে ভাসাইয়া ঐরাবণে। भागीत सम्बन्धारम. जिलाद्यत जीव कारन. ব্যাকুলিড কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মপুরী; ব্যাকুলিত বুদাতল, ব্যাকুল অবনীতল. শচীর আক্ষেপ ধায় ত্রিজগৎ পুরি।

যথা মহাবাত্যা যবে. ধ্বনি করে ঘোর রবে, घन ट्वरण घन धांता, माक् ७-१ र्ब्जन ; কখন বা হয় শান্ত, কখন দাপে ছদ্দান্ত. ভীষণ প্রচণ্ড বায়ু, প্রচণ্ড বর্ষণ। শচী কান্দে সেই বেশ. শূন্তে আকৰ্ষিত কেশ, বৃত্রাপ্থর দৃত আসি রুদ্রপীড়ে কয়; * "প্রবেশ অমরাবতী. দেখ দে দেব-ছৰ্গতি. সমরে অমর সহ দানবের জয়।" क्रमिश प्राप्त (हर्य). আছে শৈলরাজি ছেয়ে, চারিদিকে দেব-তন্ত্র কিরণ প্রকাশি: मिनाटल नमीत जन. केव९-ताय-ठकन. তাহে যেন ভাসিতেছে ভামু-রশ্মিরাণি দেখিতে দেখিতে চলে, বুজাস্থর-সভাতলে. निककत महीतिह त्मशात वाशिन : শচীমুর্দ্তি দৈত্যপতি, নেহারি অনন্তগতি. চমকি সম্ভ্ৰমে শীঘ্ৰ উঠি দাঁডাইল।

দশম সর্গ।

হেথায় কুমেক্সশৈল ছাড়িয়া থাস্ব, ইন্দ্রায়ুধ অন্ত্রাদিতে হয়ে স্ক্সজ্জিত— চলিক্ষু কৈলাসধামে নিয়তি আদেশে, নিত্য বিরাজিত যেথা উমা, উমাপতি উঠিতে লাগিলা শৃত্যে, নিমে ধরাতল— জন্মি পর্বতমালা তরুতে সজ্জিত— দেখাইছে একেবারে আলেখ্য যেমন বিভূমিত বেশভূষা চারু অবয়ব।

Ě

নীলবৰ্ণ শোভাপূৰ্ণ বিশাল শৰীর কোন স্থানে প্রকাশিছে শাস্ত জলনিধি; অৱণাানী শত শত কত শোভাময় কোন থানে বিরাজিত বিটপমগুলী।

কত বেগবতী নদী শাণা প্রদারিয়। ঢালিছে ধরণী অঙ্গে তরঙ্গ বিমল, ঘেরিয়া কানন, গিরি, নগরী, স্থন্দর— দহস্র প্রবাহমালা দীপ্ত প্রভাকরে।

ন্তবে স্তবে মেঘাকাবে শোভে কোনগানে সজ্জিত শৈলের শ্রেণী কুক্সটি-আবৃত, স্বদৃগ্য ধরণী অসে কিবা স্থললিত, মণ্ডিত শিথর চারু ভান্তর ছটায়!

হিমাদ্রির উচ্চ-শৃস্ক দুর অন্তরীকে দেখিলা কাঞ্চনতুল্য কিরণ-মন্তিও— দেবগণ লীলাচ্ছলে শিগরে হাহার প্রকাশিলা কোন কালে পবিত্র ভারতে—

দেগিলা শৃংসতে তার পোমুগীগহ্বরে ধার ভাগীরথী-ধারা, দেগিলা নিকটে কালিলী-সরিৎ-স্রোত বহিছে কলোলে, সাঙ্গাইতে পুণ্যভূমি আর্থ্য-প্রিয়-দেশ।

জ্মে ব্যোমগর্চ্চে যত প্রাংবশে বাস্বর্গ ওরে স্তরে পরম্পরে করি প্রদক্ষিণ নির্বিথলা স্থসজ্জিত অস্তরীক্ষ মাঝে জোতি:-বিমণ্ডিড কোট গ্রন্থের উদয়। দেখিলা ভ্রমিছে শৃতে শশাধ্বমণ্ডল ধরাসঙ্গে, ধরা-অঙ্গ করি প্রদক্ষিণ, প্রকাশিয়া চাঞ্চণীপ্তি স্বর্ঘ্য চারিধারে, শীতল কিরণে পূর্ণ করি নভঃস্থল।

ত্রমিছে দে স্থধাকর পৃথিবী ছাড়িয়া আবো দূর শৃত্তপথে অতি ক্রভবেগে, চক্রমা-বেষ্টিত চারি, চারু-শোভাময়, দীপ্ত রহস্পতিতন্ত ঘেরিয়া ভাস্করে।

সে সকলে দূরে রাখি গ্রহ শনৈশ্চর, ভাতি-উপনীত অঙ্কে, চলেছে ছুটিয়া ভয়ঙ্কর বেবেগ শৃত্তে ঘেরিয়া ভাস্করে অষ্ট কলানিধি সঙ্গে কি শোভা স্থলর :

দেখিলা সে কত গ্রহ উপগ্রহ হেন, অন্তরীক্ষে ভ্রমে সদা নিজ নিজ পথে বিবিধ বরণ ছটা অঙ্গে প্রকাশিয়া, আনন্দিত করি শুন্ত অপুর্ব্ধ ধ্বনিতে।

দেখিতে দেখিতে বেগে চলিলা বাসব উৰ্দ্ধ উৰ্দ্ধ বায়ু স্তব্ব করি অতিক্রম— ধরাতল ক্রমে হক্ষ্ম, হক্ষ্মতর অতি, স্থদ্ব নক্ষত্র-ভূল্য লাগিল ভাতিতে।

জ্ঞমে ক্ষীণ—লীন প্রায়—মসীবিন্দ্রৎ হইল ধরণী অঙ্গ, বাসব ক্রমশঃ উঠিতে লাগিলা যত অনস্ত অয়নে, চক্স শুক্র শনৈশ্চর ছাড়ি নিয়দেশে।

অদৃশ্য ধরণী শেষ—বাসর যথন ছাড়িয়া স্থদূর নিম্নে এ সৌর জগৎ, বায়ুবিরহিত ঘোর অনস্তের মাঝে উত্তরিলা আসি ভীম কৈলাসপুরীতে শব্দশৃত্য, বৰ্ণশৃত্য, প্ৰশান্ত গভীৱ, ব্যাপুত সে ব্যোমদেশ, ব্যাস অন্তহীন, বিকীৰ্ণ তাহাৱ মাঝে ছায়াৱ আকাৱ, অনস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড মৃষ্টি কোটি কোটি কত!

বিশ্বপ্রতিবিশ্ব হেন দশ দিক্ বৃড়ি বিরাজিছে দে গগনে দেখিলা বাদব— ফুটতেছে, মিশিতেছে অনন্ত শরীরে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, কোটি জনবিশ্ববং।

বিদিয়া তাহার মাঝে শস্তু ব্যোমকেশ ঐশ্বৰ্য্য-ভূষিত অষ্ট্র, সংযত ম্বতি, প্রকাশিত বব্দু, ভালে প্রগাঢ় ভাবনা; তক্ত্যনোহর যেন রজতের গিরি।

গান্দেম দলিল কণা কণা পরিমাণে ঝরিতেছে জটাজুটে— ঝরিছে তেমতি, হিমাদ্রি অচল অন্দে উত্তুপ্ত শিগর, ধবলগিরিতে যথা হিমব্রিষণ।

বিদিয়া নিমগ্ন চিত্ত গভীর কথনে;
গভীর কথনে মগ্ন উমা বাম দেশে;
একে একে বিধনাথ বিশ্ববিদ্ব যত দেখায়ে গৌরীরে তত্ত্ব করেন বুঝায়ে;—

কি হেতৃ হইল স্থাষ্ট, স্বাষ্ট কি প্রকাবের পঞ্চত্ত, আস্থা, মনঃ, প্রকৃতি প্রথমা, প্রমাণ্, প্রমান্ধ, উৎপত্তি, বিনাশ, কাল, প্রকাল, ভাগা, বিধি সংস্থাপনা।

পুরুষপ্রকৃতিভেদ হৈল কিবা হেতু, হইল বা ক্তকাল, কিরূপ সে ভেদ, ছিল কিয়া নাহি ছিল সে ভেদ আদিতে, হইবে কি না হইবে পুনং সে অভেদ। । কতকাল কোন্ বিশ্ব বিবাজে কি ভাবে, স্টের প্রারম্ভে মূর্ত্তি স্থিতি কি প্রকার; কেন বা জগৎ গর্ভে সকলি অস্থায়ী, সদা পরিবর্ত্তশীল জড় কি চেতন।

কিরপে অথুর স্থাষ্ট, জীবেন অঙ্কুর, হইল আদি মুহুত্তে, বিনাশন ঘবে কোথায় কি ভাবে রবে পরমাথুকুল; জীবাক্সা অনিত্য কিবা নিত্য চিরদিন।

এই বিশ্ব ন্থপ্রতাক—এ সৌর জগং— বর্ত্তমান কত কাল থাকিবে এ আর ; নরদেহধারী প্রাণী মন্থুজ আগ্যাত ধরিবে কি মূর্ত্তি পুনঃ কল্লান্তর পরে।

পাপ পুণ্য কিদে হয়; ছক্সতি, স্কৃতি, অদৃষ্ট-মধীনগণে ঘটে কি প্রকাবে; স্থুণ হৈতে মানবের ছংগ পরিমাণ গুক্তর কেন এত জগতীমগুলে।

অন্ত জীব-আত্মা, আর নবের আত্মায় কি ভেদ, কি ভেদ দেব মানবসন্তানে, স্থপ হংপ ভোগাভোগ, মুক্তি বা নির্বাণ; দেবতা, মানব, দৈত্য ভিতরে কি ভেদ।

এইরূপ দেব-নর-চিন্তার অতীত নিগৃত্ তত্ত্ব নির্ণীত করি ব্যোমকেশ কহিছেন ভবানীরে ব্রহ্মাণ্ড দেখায়ে, শুনিতেন কাত্যায়নী চিত্ত প্রক্তব্লিত।

একপে ব্যাপৃত হৈমবতী মহেখব, মহা ঘোর শৃক্তগর্ভ কৈলাগ ভিতরে ; হেনকালে স্থ্রপতি আসিয়া সেথায় সম্ভ্রমে বন্দিলা উমা, উমাপতি হরে। বাসবে দেখিয়া ছগা মধুর বচনে কুশল জিজ্ঞাসি তায় কৈলা সম্ভাষণ; জিজ্ঞাসিলা "কি কারণে গত এত কাল না অভিলা প্রকার কৈলাসপুরীতে প

"কি হেতু মলিন দেহ, বদন বিরস ? সর্ব্বাঙ্গ বিবর্ণ শুক্ষ সমাধিতে 'যেন, কিন্ধা যেন বণস্থলে ছিলা কতকাল,— কি বিপদ উপস্থিত আবার ত্রিদিবে ?"

কহিলা নেঘবাইন—"হে স্থাদ্যা প্রকৃতি, ভূদিলা কি সর্ম কথা—দেবের ছুদ্দশা কি কবিলা বৃত্তাস্থ্র মহেশ্বর ববে, সমরে অমরাবতী জিনিয়া প্রতাপে ?

'দেবগণ স্বৰ্গচ্যত, জোতিঃশৃস্ত দেহ, শিবদত্ত মহাশূল আঘাতে তাড়িত, বন্ধা পাইল কোন মতে পাতালে পশিয়া; স্বৰ্যভোগ্য স্বৰ্গ এবে দৈত্যের আবাস!

শগী বৈজয়স্তহাবা ভ্রমিছে বরায়, অরণ্যে নিবাস নিত্য অহনিশিকাল ; অন্ত দেবীগণ যত স্বৰ্গচ্যত সবে, না জানি কি ভাবে কোথা আছে লুকাইয়া।

"ত্রিদিব বিজয়াবদি নিয়তি পূজায় নিমগ্ন ছিলাম আমি কুমেক জঠরে, পবাজিত, পবাশ্রিত, শক্র তিবস্কৃত— বিপদ ইহার হ'তে কি আর ভবানি ?

"ভূলিলা কি, মাহেশ্বরি' মহেশের মত, স্বরব্বন্দে একেবারে ? ভূলিলা বাসবে ? ভূলিলা কি ইন্দ্রাণীরে ? পর্বতনন্দিনি, পার্ব্বতি, ভূলিলা কি গো প্ত্র বড়াননে ? "জানি নাই, ভাবি নাই, বিপদ ন্তন হৈল কিনা উপস্থিত অস্ত কিছু আর— নিয়তি আদেশে নিত্য অন্তরীক্ষ পথে চলেছি ক্রমশঃ এই কৈলাস উদ্দেশে।"

ভবানী কহিলা "গত্য ওহে ভগবন, ভ্রান্ত হৈয়ে এত দিন তত্ব আলাপনে ছিলাম ঈশান সঙ্গে রত এইজপে;— জান ত আনন্দ কত সে তত্ত্ব প্রবণে।

"কি কব সে মৃত্যুপ্তয়ে, সদা আশুতোস, যে যাহা বাসনা করে, না ভাবি পশ্চাৎ দেন তারে অচিরাৎ বর আকাঞ্জিত, আপনি নিমগ্ন সদা এই চিস্তাস্থ্যে।

"এতক্ষণ, ইন্ধ্ৰ, তুমি উপস্থিত হেথা, কথোপকথন এত তোমায় আমায়, হের সে নিবিষ্টচিত্ত তথাপি তেমনি, উমাপতি সমভাব,—সংজ্ঞা-বিবহিত!

"মমবে যন্ত্রণা এত দিলা র্ত্রাস্থর! আহা, ইন্দ্র, এত কষ্ট ভূঞ্জিলা হে ভূমি! শচীর ধরায় বাস অরণা ভিতরে! কার্ক্তিকেয় মহামর্চ্চা যাতনা পীডিত।

"ইন্দ্র, আমি এইক্ষণে কহিব শঙ্করে, তাঁর আশীর্ম্বাদ-পুষ্ট দৈতাত্বরাচার উচ্ছিন্ন করিল স্বর্গ দেবে তিরস্কারি,— করেন এখনি দৈতা নিধন উপায়।"

এত কহি কাতায়নী চাহি মহাদেবে কহিলা—"শঙ্কর, হের আইলা বাসব কৈলাসভূবনে, দেব, তোমার আশ্রয়ে, তব বরপুষ্ট বৃত্ত দৈত্যের পীজ্নে। "হে শ্লিন, সদা তৃমি এরপে বিভাট ঘটাও অমররুদ্দে, দৈত্য আখাসিয়া; দেখ স্বর্গরাজ্য এবে হয় ছারথার— দানব দৌরাঝ্যে, দেব না পাবে ডিষ্টিতে।

"মায়া নাই, দয়া নাই, স্বেহ-বিরহিত, দেবদেবীগণে সবে নিক্ষেপি বিপদে, ভূলিয়া আপন পুত্র পার্কানীতনয়ে, আছ নিত্য এই ধ্যান-স্বথে নিমীলিত।

"রক্ষিতে না পার যদি স্বষ্টের নিয়ম, আঁও তুই হয়ে তবে কেন হুই জনে বর দিয়া, পাড় এত বিষম উৎপাত ? উমাপতি, কর বৃত্ত নিধন উপায়।"

ত্রিপুর-অন্তক শস্তু শিবানীরে চাহি কহিলা "হে হৈমবতী, বুত্রের সংহার এখন (ও) কি না হইল ? পাপিষ্ঠ দল্প এখন (ও) কি স্বরবৃদ্দে করে নিপীড়ন ?

"রহ গৌরী, ক্ষণকাল" বলি চিস্তা করি, কহিলেন শ্লপাণি "শুন হে বাসব, ছংগ অবসান তব হইবে সম্বর — রুত্তের নিধন ব্রহ্ম-দিবা অবসানে।"

ইক্স কহে "দেবদেব,জানি সে সংবাদ অদৃষ্ট পুজিয়া বহুকষ্টে বহুকাল; আদেশে ভাঁহার এবে এসেছি কৈলাসে, ব্যক্ত বিনাশেব প্রথা জানিতে বিশেষ।

"ইন্সের যাতনা, দেব, পারিবে বুঝিতে, বৃত্রভুঙ্গদর্পে রণে হয়ে পরান্তিত, বাসবেব বলবীগ্য নহে অবিদিত, ত্যাস্বক, সোমার আর উমার নিকটে শ্জাপন মহিমা বাজ করিতে আপনি না পারি—নাহি সম্ভবে আথগুলে কভু— ত্রিপুরারি, তবু চিত্ত বেদনার বেগ দমন করিতে নারি চেতনা থাকিতে।

"ছিলাম স্বর্গের পতি স্থবেক্স বিখ্যাত, অস্কুরের রণে কভু নাহি পরান্তব, আজি সে ইক্সন্ত মম ব্রতাস্থবে দিয়া, ভ্রমি হের নানা স্থানে ভিক্সক সন্তশ।

"একোদণ্ড-তেজে দৈতা না বধেছি কারে ? বুত্র কি সে অস্ত্রাঘাত সহিত আমার ? কি কব, করিলা যুদ্ধে অজেয় তাহারে, আপন ত্রিশূল দৈতো দিয়া শূলপাণি!"

কহিতে কহিতে ইন্দ্র কৈলা আকর্ষণ ভীমতেজে আপনার ভীষণ কার্ম্মুক; ইন্দ্রের পরশে গাঢ়, চমকে চমকে, জ্বনিতে লাগিল তাহে জোতিঃ অপরূপ।

সামান্ত মানবকুলে বীর যেবা হয়, অরাতির দম্ভ তার চিত্তের গরস ; পত্স কীটের তুলা নহে যে পরাণী, শক্ত নির্ধাতনে মৃত্যু সেও চাহে কভু।

মহাবীর্যাপান্ ইন্দ্র, দেবের প্রধান—
দল্পজ-বিদ্নিত হয়ে, হুতি-প্রস্কৃতিত বহ্নিতুলা চিত্ততাপে দগ্ধ নিরস্তর, হুদুরের দীপ্ত জালা বাকোতে প্রকাশে

শুনে উমা, উমাপতি আরু ই হইয়া, ইন্দ্রের কাতর উক্তি, চিত্তে তীব্র বেগ ; হেনকালে অকত্মাৎ বোমকেশ-জটা দ্বিং কাঁপল শীর্ষে শঙ্করে চেতায়ে দিয়া পড়িল **ধয় আ**গগুল করে, মার অশ্বর বিন্দু গণ্ডেতে ঝরিল, _{হুসা} উদ্বেগ চিক্ত হুইল স্বার, পদে শ্বরিছে যেন অন্থ্যত কেহ।

্দ্রাদিলা মহেখর চাহিয়া উমারে—
কন হৈমবতি, হেন হয় অকস্মাৎ
পদে স্থান শিবে করিছে কেহ বা ?
হুদা নতুবা জটা কাঁপিছে কি হেতু ?;

ভূরাতে শিববাকা, কহিলা পার্ব্বতী হ উদ্দেশ, শতী আজ করিছে শ্বরণ, পদে পড়িয়া ঘোর দৈতোর পীড়নে— ফিন হইতে দৈতা করিছে হরণ।

মানীর বাকারি**ন্তে** দেবেক্স বাসব নিতে পারিয়া **সর্বা,** ছাড়ি হুহুঞ্চার, নিয়া কার্য**ুক শৃত্যে—দিবা জ্যোতির্যায়—** গ মভি**মুগে শী**ন্ন হুইলা বাবিত।

ঠা, ইন্দ্ৰ, ক্ষণকাল'' বলিয়া মহেশ ম্ব প্ৰসাৱিয়া তাৱে কৈলা নিবারণ। ব-করে আক্ষিত হ'য়ে আগগুল, জিতে নাগিলা যেন ক্রোধিত অর্থব—

ব বাতা-উত্তেজিত, মেদিনী গ্রাসিয়া, যজেবে যাদঃপতি, অববোধে যদি দবেগ নিবারি অঙ্গে উচ্চ শৈলকুল, বষ্ট চতুদ্দিক দৃঢ় পাষাণ-ভিত্তিতে।

ৰ্জি হেন ক্ষণকাল শাস্তভাব কিছু, হিনা "বৃজ্জটি, তৃপ্ত নহ কি অত্যাপি ? |ছিল ইক্লেৱ শেষে তাহাও দমুজে মৰ্পিলা এতদিনে, মৃত্যুক্তমী দেব ? "পুত্র মৃচ্ছাগত, পত্নী দৈতো-অপহৃত, রক্ষা হেতু যাই তাহে করহ নিষেধ ? বাসনা কি, শিব, তব ইল্রের লাঞ্চনা না থাকিবে বাকি কিছু বুত্রাস্থর কাছে ?

"কেন তবে স্পষ্টমাঝে রেখেছ অমর ? কেন এ ব্রহ্মাণ্ড যত বিদি-বির্চিত নাহি চূর্ণ কর তবে ?—কেন, হে বিধাতঃ, করিলে দেবের স্কৃষ্টি যন্ত্রণা ভূগিতে ?

"শিবের শিবর শুধু এই কি কারণে ? অমরে অগ্রাতি সদা, সম্প্রীতি অস্থরে ? এই কি সে সর্ব্বজন-পুজিত শঙ্কর ? স্বস্ত্বনের শত্রু ধার মিত্র আচরিত ?

"নাহি চাহি কোন ভিক্ষা, না চাহি জানিতে বৃত্তবৰ্ধ কি উপায়ে ছাড়হ আমায়, দেখ, পশুপতি, এবে কোদণ্ড সহায় একা ইক্ৰ কি সাধিতে পাৱে স্বৰ্গপুৱে।"

ইল্রের ভংগনা শুনি ত্রিপুর-অন্তক কহিলা আনিতে শূল, বীরভদ্রে চাহি, কহিলা বাসবে "শান্ত হও, স্করপতি, শচীর স্মরণে চিত্ত হয়েছে ব্যাকুল।

"এত দৰ্প দল্পজের অমরা হরিয়া, অমরাবতীর শোভা—শতী পুলোমজা— পরশে শরীর তার ?—হা বে বুত্রাস্থর! শিবের প্রদত্ত বর দ্বণিত করিলি ?"

বলিতে বলিতে জোধ হইল মহেশে, ব্রহ্মাতের বিশ্ব যত শৃত্যে মিশাইল, পরশিল জটাঙ্ট অনন্ত আকাশে, গর্জিল শিরে গঙ্গা বিভীষণ নাদে। গর্জিলা তেমতি, যথা হিমাদ্রি বিদারি ভাগীরথী ধায় মর্ক্তো গোম্থী-গহররে; জলিল ললাট-বহ্নি প্রদীপ্ত শিথায়— বহ্নিময় হৈল সেই শুক্তবাাপী দেশ।

ধরিলা সংহারমূর্ত্তি রুক্ত ব্যোমকেশ, গর্জিয়া সংহার-শূল করিলা ধারণ, তুলিলা বিধাণ তুণ্ডে—দীপ্ত খেত তত্ত্ব, ত্যুনলসমুদ্রে যেন ভাষিল মৈনাক।

ভয়ে পুরন্দর শীঘ্র সমূখ ছাড়িয়া ঈশানী পশ্চাতে আদি কৈলা অবিষ্ঠান; বীরভন্ন সন্থাদিত দাড়াইলা দূরে, পার্বাতী ঈশানে উচ্চ করিলা সম্ভাব—

"দত্বর দত্বর, দেব, দংহার-ক্রিশ্ল, না কর বিষাণে ঘোর প্রলয়ের ধ্বনি, অকালে হইবে দর্ব্ব স্কৃষ্ট বিনাশন, দত্বরণ কর শীঘ্র সংহার-মূরতি।

"কি দোষ করিলা কহ বিশ্ববাসিগণ ? কি দোষ করিলা অন্ত প্রাণী যে সকল ? কোন দোষে দোষী, দেব, দেবতামানব ? একা রত্তে বিনাশিতে বিশ্ববংস কর ?

"কহ ইন্দ্রে বৃত্তনাশ-বিধি, ত্রিপুরারি, নিক্ষেপে সংহারশূল স্বাষ্ট নাশ হবে; ভবিতব্য লিপি, দেব, না কর গগুন, সম্বর সংহার-মৃত্তি, ঈশ, উমাপ্তি।"

পার্কাটী-বাকোতে রুদ্র তাজি উগ্রবেশ, ধরিলা আবার পূর্ব্ব প্রশান্ত মূরতি— বঙ্গতগিরি-সমিভ ধবল অচল ভূষিয়া বরষে যথা হিমানীর কণা। সহান্ত বদনে ইক্রে সম্ভাষি কহিলা "আথগুল, বৃত্তবধ অন্নচিত মম, পার্বাতী কহিলা সত্য এ শূল নিক্ষেপে সমূহ ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হবে অকক্ষাৎ।

"পুরন্দর, ভাগো তার মৃত্যু তব হাতে, যাও শীঘ্র দ্বীচি মুনির সন্নিধান, মহা তেজঃপুঞ্জ ঋষি, দেব উপকারে তাজিবে আপন দেহ, পবিত্র হৃদয়।

"দধীচির পূত অন্থি বিশ্বকর্মা করে হইবে অন্তুত অস্ত্র—জমোঘদনান ; সংহার ত্রিশূল তুলা তেজঃ সে আয়ুরে, প্রলয়বিষাণ শব্দে নিনাদিবে সদা :

"অবার্থ হবে দে অস্ত্র তীব্র বঞ্চিময় সর্ব্বত্র সকল কালে সর্ব্বসংহারক; ব্রিদিবে না রবে আর দানব উৎপাত; বন্ধ নামে সেই অস্ত্র হবে অভিহিত।

"ব্রন্ধার দিবার অত্তে সায়াহে যথন স্থারথ অস্তাচল চূড়া পরশিবে, নিক্ষেপ করিবে তাই। বৃত্র বঞ্চাহলে; যাও শচী উদ্ধারিতে, সহরে বাসব।

"বদবী আশ্রমে ঋষি দবীচি এক্ষণে তপস্থা করিছে, বিষ্ণু আরাধনা ধরি, সেই খানে, স্থবপতি ইক্র, কর গতি, অস্থি লভি বৃত্তাস্থরে বিনাশ বঞ্জেতে।"

শুনিয়া শঙ্কর বাক্য সহর্ষ বাসব, বিশ্বমাতা ঊমারে বন্দিয়া ভক্তিভাবে, বন্দি গাঢ় ভক্তিসহ দেব ঊমাপতি, চলিলা দ্বীতি পার্শ্বে শুন্তেতে মিশায়ে

একাদশ সর্গ।

সমরে অমর পানঃ হৈলা পরাভব. অমরাবতীতে দৈতা করে মহোৎদব। জয়ধ্বনি. কোলাহল, পথে পথে পথে ; ভ্রমিছে দানবরুদ পূর্ণ মনোরণে। রথব্র স্থাইজত, স্থাইজত হয়, সজ্জনাশোভিত শাস্ত কুঞ্জানিচ্যু, আরুত দৈনিকরন্দ উৎসবে নিবত. সমহ অমরা বা।পি ভ্রমে অবিরত। পুষ্পমাল্য পরিপূর্ণ গৃহ হর্মানাজি: বমুপানে শোভে নিবা পতাকার সাজি: সিঞ্চিত সুগ্রি বারি স্থিম প্থিকল: চতপথ পথ উল্লে বিক্তাবিত কুল। বাজিছে প্রাচীরে, শৈল শিগরে শিখনে বিজয়ত্বপতি, মৃত জলদের স্বরে: ভাসিছে আনন্দে দৈতাব্যামগুলী. সংগ্রামনিরত পুত্র, পতি বঞ্চে দলি: মাজ্জিত প্রপের হার গ্রথিত যতনে পরাইছে পতিপত্তে প্রকল্পিত মনে। यक्रम २१६मा माना यक्रम वापन. আলয়ে আলয়ে সদা সঙ্গীত নইন। পদরত্রে গীতিজীনী চিত্র উৎসাহিত. গাইয়া ভ্রমিছে স্থাপে বিজয়-সঙ্গীত।

আসীম আনন্দ মনে, দিভিন্নতগণে
স্বংগ নিরখিছে আস্থা আশার দর্পণে;
সমরে অমরজয়—স্বর্গপুরে শচী—
জড়াইছে চিত্তে নানা বাসনা বিরচি।
ছুটিছে দেখিতে শচী দৈতাবালাগণ,
বিচলিত কেশবেশ, ঋলিত বসন;

অঞ্চল লুটায় ভূমে, কঞ্লিকা থসে, বসনা ত্যজিয়া শ্রোণি নিতম্ব পরশে;

বক্ষঃ ছাড়ি ভূজশিরে উঠে একাবলী; কুণ্ডল চঞ্চল ভয়ে ধরে কেশাবলী; মন্ত্রীর ছাড়িয়া পদ পড়ে ক্ষিতিতলে; চরণ-অলক্ত লুপ্ত পুক্ত বেণ্দলে।

ছুটিছে আনন্সম্রোত ত্রিদিব পরিয়া, ज्यिष्ठ मानववन जयस्वनि मिया : কদপীত ঘশোগীত সর্বজন মথে. ব্রত্রের বিক্রম সর্বজন ভাবে স্থাব বৈজয়ন্ত মানে ঐদিলার মুতালোরে, দৈত্যপতি পুত্র মুখ আনন্দে নেহারে। এনিলা বদিয়া বামশার্শে হাস্তম্থ. শচীর হরণবার্ত্তা শুনিতে ঊৎস্কুক। রুদ্রপীতে সংখাদন করি দৈতারাজ কহিলা "তন্ম, দীপ্ত দৈতার স্মাজ তোমার যশঃ প্রভায়, ভোমার বিক্রমে: কিরপে আনিলা শতী কহ অনুক্রমে।" ক্তপ্রতি –ব্রপ্রত্র –বাকা স্থানিনীত কহিলা পিতারে চাহি "সামান্ত সে পিতঃ. সামান্ত বারতা কৃষ্ণ কহিব কি আর, দেখিলাম স্বর্গে আদি যেবা চমংকার. দে কথা অগ্রেতে, তাত, খনাও তন্ধে-নিজীব নির্থি কেন অমর্নিচয়ে ১ কবে হৈল কিবা যুদ্ধ, কে যুদ্ধ করিল। ৪ কোন বীর বাছবলে বিপক্ষে মথিল ১ বড়ই রহিল ক্ষোভ — মামি দে সমুৱে না লভিন্ন কোন যশঃ যঝিলা অমরে। না জানি যে ভাগাধর কত স্থাসনিক, আমার পুরের যশঃ করিল অনীক। কি সামান্ত গাতি লভি জয়ত্তে জিনিয়া গ কিবা কীর্ত্তি করি লাভ, শচীরে আনিয়া ?

অস্ত না থাকিত, কীৰ্ত্তি হইত অক্ষয়, এ যদ্ধে অমরবুদে কৈলে পরাজয়! বুথা সে জন্ননা, তাত, কহিয়া সংবাদ, প্রীতি দান কর পুত্রে—শুনিতে আহলাদ।" রুদ্রপীড বাকো তবে দমুত্তের পতি কহিলা "তন্য, নাহি হও ক্ষমতি। যশোভাগ্য বড় তব জানিহ নিশ্চয়. ছিলে না এ দেবাস্থর যুদ্ধে সে সময়: থাকিলে স্থাতিভাগ বৃদ্ধি না পাইত. অথবা পূর্বের যশে মালিক্ত ধরিত। মহাপরাক্রান্ত যত সেনাপতি মম. সর্বজনে এ সমরে হৈল। অসম্রম। শুন তবে, চিত্তে যদি এতই আক্ষেপ, সংগ্রামের সমাচার কহি সে সংক্ষেপ। নৈমিষ কাননে গতি করিলা যখন. কিঞ্চিৎ বিলম্বে তার যত স্থারগণ চারিধারে একেবারে বিষম সাহসে আক্রমণ কৈলা পুরী সহসা হরদে; পাইল কি না পাইল ইন্দ্র সমাচার কহিতে না পারি, কিন্তু বিক্রমে ছর্মার পশিতে লাগিল দার করিয়া উচ্ছেদ. লঙ্গিয়া প্রাচীনচুড়া, ভিত্তি করি ভেদ. তিন অহোৱাতি দৃষ্ট শ্রুতিপথ বোধে, অম্বরে অন্তের বৃষ্টি উভ পক্ষ যোগে। দেবতা দৈতোর জান সমরের প্রথা. জান ত কি ছনিবার সংক্রম দেবতা: বৈশ্বনির অরুণের জান ত প্রতাপ. একে একে যুঝে যদি ধরিয়া উত্তাপ: বৰুণের তীব্রবেগ, প্রভঞ্জন বল, পার্বভীপুত্রের বীর্ঘ্য, সমন্ব-কৌশন, অবগত আছ দর্ম : একত্র দে নরে. একেবারে প্রন্থলিত করিলা আহবে। অগ্নি প্রবেশিলা তেজে পশ্চিম তোরণে: স্থ্য দেখা দিলা পূর্বে সহস্র কিরণে;

উত্তর তোরণে দোঁহে বরুণ পবন; প্রদার লৈলা নিজে পার্বভীনন্দন। অসংখ্য অমরসৈত্য সংহতি স্বার একেবারে ভেন কৈলা পরী চারিদ্বার। পরাক্রান্ত সেনাধ্যক্ষ, বীরবর্গ যত, রণক্ষেত্র আচ্ছাদিয়া পড়ে অবিরত: তুমুলরণসঙ্কল উভয় সেনায়, পরাজয় দৈত্যদলে, জয় দেবতায়। অসহ হর্দ্ধ বেগে একান্ত অস্থির, ভঙ্গ দিলা যদ্ধ তাজি দৈতাপক্ষ বীর। পুরীমধ্যে প্রবেশিলা আদিতা সকল: বিত্রপ্ত অম্বর সৈতা আতঙ্কে বিহবণ। তখন একাকী যুদ্ধে হইয়া নিবত আদিতেয়গণে করি পুরী বহির্গত। পূর্বে রণে ত্রিদশ পলায় রসাতলে, এবার রহিল সবে সংগ্রামের স্থলে; করিল অন্তত যুদ্ধ, অন্তত বিক্রম: সপ্রহারে আমারও হৈল বছশ্রম তগন সে শিবদত্ত ত্রিশুল প্রহারে. একেবারে বিলুটিত কৈরু স্বাকারে। দেবের যে মৃত্যু, দবে এবে সে মৃষ্ট্যু-কত কাল না ভূগিব আর সে জ্বালায়॥" শুনিতে শুনিতে-ক্রদ্রপীড় সর্বকায় লোমহর্ষ দেখা দিল উৎসাহ ছটায়: বিক্ষারিত নেত্র, উরঃস্থল বিক্ষারিত--গুণ ছিল্ল হৈলে যথা ধন্তু প্রসারিত. অথবা ক্রোধিত ফণী যথা ফণা ধরে. ব্যালগ্রাহী কোলাহল শুনিলে অন্তরে---সেই ভাবে রুদ্রপীত চাহিয়া জনকে ছাড়িল নিশ্বাস দীর্ঘ হলকে হলকে। কহিল "হা পিতঃ, মম না ঘটল ভাগে যুঝিতে সে দেবাস্থর যুক্তে অন্তরাগে; স্থযোগ তাদৃশ আর ঘটন হন্ধর---চির আশা এত দিনে হইল অম্বর !"

বত্তাম্বর কহে "পুত্র, না ভাব বিষাদ, কর এবে শুনি তব নৈমিয়-সংবাদ। বল খাতি কৈলা লাভ সে কার্যা সাধনে. পরিছে অমরা তব যশের কীর্ত্তনে।" পিতার আদেশে রুদ্রপীত আদি-অন্ত প্রকাশ করিলা জিনে যেরূপে জয়ন্ত: কহিলা জিনিতে যত পাইলা আয়াস. আনিলা যেরূপে শচী করিলা প্রকাশ। গুনিয়া ঐক্রিলা মহা-আনন্দে মগন. মগল্লাণ লয়ে শীর্ষ করিলা চম্বন :--কেমন দেখিতে শচী, কিরূপ বরণ, কিকপ আকৃতি, কিবা অঙ্গের গঠন, কিরূপ বসন, ভ্যা, চলন কিরূপ: কত বয়:, কার মত, কিবা তার রূপ: হার, ভার, হাসি-ছঙ্গি, নাসা, ওষ্ঠাধর, বক্ষ: বাত, কটি, উরু, অঙ্গুলী, নথবু, দেখিতে কিরূপ—জিজাসয়ে শতবার: জিজ্ঞাসয়ে কেশপাশ, ভরু কি প্রকার: তিশ তিল করি শচীরূপের বর্ণন. শতবার শত চলে করিলা প্রবিণ। কুদুপীড় কহে "শচী অতি রূপবতী, বর্ণিতে সেরপ নাতি আইসে ভারতী: রূপ হ'তে গান্ধীগা গভীর অতিশয়. ক্ষণিক আমার(ই) চিত্তে সম্ভ্রম-উদয়: বসিল নৈমিষে যবে পুত্র কোলে করি. দেশিয়া সে মূর্ত্তি চিত্ত উঠিল শিহরি: पानी तरहे. तरहे भानी भाक्त वनिका,² তথাপি সে মৰ্থি চিত্তে।আছে প্ৰভাৱিতা।" শুনিষা উথলে ঐন্দিলার চিত্তবেগ: বদন ঢাকিল যেন ঘোরতর মেঘ। বছদিন হ'তে শচীরূপের গরিমা. বছদিন হ'তে তার গর্কের মহিমা. ভনিত ঐক্রিলা পর্মে কখন কদাচ, মাতে জনা, আঁচে জানা, কটুতার আচ

পরাণে আছিল অগ্রে: ভনিত ভলিত. শচীও না ছিল কাছে ধরাতে থাকিত। এবে নিজা নিজা ভার ভানি রূপ গুণ, সদয়ে জলিল যেন জলস্ত আগুন। হিংসার ভাজন যদি থাকে বছ দুরে, হিংসকের চিত্ত তব কালকটে পুরে; নিকটে আসিলে বিষ উথলে তথন. অসহা, সদয়ে জলে চিতার দহন। আছিল বিশ্বাস অত্যে, গরবে কেবল, শনীর স্থাতি ব্যাপ্ত ত্রিলোকমণ্ডল: সৌরভ যে এত তার, মাধ্যা নির্মাল, না জানিত, এবে শুনি হইল পাগল; তাহে পুত্র-মুখে তার রূপের বাখানি-জনস্ত গরলে যেন পুরিল পরাণী। नकाइट केशादिश ना शांतिया चात्र, ব্রত্রাস্থরে কহে দর্পে নথে ছি'ড়ি হার-"যে আইসে সেই কহে এমন তেমন, বৃত্তি কহে নাহি শ্চীরূপের তুলন; সতাই কি শচী তবে এরপ রূপসী ? আমার অঙ্গের বর্ণ তার অঙ্গে মদী ! আমার এ কেশ, তার কুন্তল তুলায়, চারুতায়, মততায় শুনি লক্ষা পায়। এ শরীরে নাহি তার দেহের গরিমা ? এ গ্রীবাতে নাহি সেই গ্রীবার ভঙ্গিমা ৪ জানে না চরণ মম চলন-প্রশালী ? সিংহীর চলনি তার আমি সে শুগালী ? গুন, হে দানবপতি, গুন তোমা কহি. আর সে তিলাদ্ধকাল বিলম্ব না সহি; এখনি আনহ শচী, কিম্ববীর বেশে, দাঁভাক আসিয়া পার্শ্বে, রূপব্যাগাা শেষে; রূপ আছে, আছে তার, রূপ কেবা চাম ? দেখি আগে কেমন সে চামর চুলায়; দেখি আগে হাতে দিয়ে তামুল আগার, দেখি সে কেমন জানে অঙ্গের সংস্কার:

কেমন পরায় বাস সাজায় ভূষণ. জানে কি না ভালরূপে কবরী-রচন: জানে যদি ভালমত হাব ভাব হাস. রাথিব নিকটে তারে, শিখাবে বিলাস; নতবা যেমন সিংহী—সিংহীর আচারে থাকিবে পিঞ্জরাগারে চতুষ্পথ গারে; দেখাইতে আছে রূপ, দেখাইবে সবে, পাবে স্থথ, রূপব্যাখ্যা পথিকের রবে। আন তারে, দৈত্যপতি, বিলম্ব না কর, চল আজ মহোৎসবে স্থমের শিথর: পশ্চাতে চলুক মম শচী গ্রবিণী, रहेशा वस्त-ज्या-जायून-वाहिनौ ; দেখক দানৰ সবে গৌৱৰ কাহাৱ-পুলোমছহিতা কিম্বা দৈত্য-মহিলার ?" अनिया जननी-वाका, विनी छ-वहरन রুদ্রপীড় কহে, মাতঃ, কষ্ট কি কারণে গ দাসী হতে আসিয়াছে হইবে সে দাসী: মহন্ত হারাও কেন লগুর প্রকাশি ?" পুত্রের বচনে, চাহি ব্যাঘীর সদশ, কটাক্ষ করিয়া কৃট, নেত্র-অনিমিব ঐজিলা কহিলা, "পুত্ৰ, তুমি শিশু অতি, কি জানিবে আমার এ চিত্তের যে গতি ? বামন কি পারে কভ শিগর পরশে ? গ**রুড়ের নীড়ে** সাধ করে কি বায়সে গ নারী মাঝে আমা হ'তে অন্ত যদি কেহ অধিক গৌরব ধরে, দহে যেন েহ— श्रुत ज्ञान क्लांकन-एम यिन भा सम

কাছে থাকি সেবা করে কিন্ধরীর সম: শুন কহি ঐক্রিলার স্বদৃঢ় বচন-"অলকে বঞ্জিবে শনী আজি এ চরণ ॥" देकनारम केलिनावाका अभिना मेंगांनी: শচীরে ভাবিয়া হৈল আকুল পরাণী। কহিলা মহেশে, মহেশের ক্রোধানল जनिन अनीश कति गगनगणनः বাজিল প্রলয় শুদ শ্রুতি নিদারুণ; বহিল ঘন ছক্ষারে ভীষণ প্রন: সংহার-ত্রিশূলাকুতি জ্যোতিঃ বায়ুস্তরে ভূমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্ত পরে। চমকিল ব্যোমমা**র্গে ভাস্করে**র রথ: অতল ছাডিয়া কর্ম্ম উঠে মদ্রিবং ; বাস্ত্রকী গুটায় ফণা, মেদিনী কম্পিত; উত্তাল উল্লোলময় সিন্ধ বিধনিত; ভয়েতে ভঙ্গকুল পাতালে গর্জয়; সভোজাত শিশু মাতস্তন ছাড়ি বয়; বিদীর্ণ বিমানমার্গ, গিরশুর পড়ে; চেত্রনে জড়ের গতি, গতিপ্রাপ্ত জড়ে; Bलयन Bलयन जिम्म-आन्य: मर्फिड (मवडा-(मट्ट (ठडना डेम्य ; দোহলা সঘনে শৃত্যে হ্রমের শিপর; বোর বেগে বৈজ্যন্ত কাঁপে থর থর! ঐক্তিলার হস্ত হ'তে থদিল কঞ্চণ : ক্রদুপীড অঙ্গে হৈল লোম-হর্ষণ: নিঃশঙ্ক বত্তের নেত্রে পলক পড়িল, "ক্রের কোনারি-িত" বলিয়া উঠিল

अथम थए ममार्थ।

রত্রসংহার।

দ্বিতীয় খণ্ড।

बामन मर्ग।

কহ 'মাতঃ খেতভ্জে, স্বঃস্থৃনন্দিনি, কি হইলা অতঃপর বৈজয়ন্ত-ধানে ? শিবের ক্রোধান্ত্রি-শিথা, বাগি বেয়ামদেশ, ত্রাসিত করিলা যবে ত্রৈলোকাম গুল।

কি কবিলা ব্ৰৱান্তব, কি ভাবিলা চিতে, শুনিয়া সে ভয়ন্ধব প্ৰলয়-বিষাণ ? দান্তিকা গন্ধৰ্ক্স-বালা দৈত্যেক্স-মহিষী, সে দৈব-উৎপাতে, কহ, চিত্তে কি ভাবিলা ?

ইলপুরী প্রবেশিয়া প্রলোমনন্দিনী যাপিলা কি রূপে কাল রিপুনল মাঝে ? কি করিলা দেবগণ দানবে দণ্ডিতে ? কি রূপে যুঝিলা—স্বর্গ, শচী, উন্নারিতে ?

কেমনে দেবেক্স ইক্স, অভীষ্ট সাধিতে, গভিগা দুৰ্বীচি-অস্থি ? বিশ্বকৰ্মা তায় কিন্তুপে গঠিলা বক্স—ভীম প্ৰহৰণ ? ববিলা কিন্তুপে ইক্সবুত্ৰ মহাস্কবে ? কহ, মাতঃ, অমবার কোন স্থানে এবে শিব-শক্তিপর রত্ত্র ?—কি চিন্তা-পীড়িত ? শৃক্ত কেন বৈজয়স্ত সভাগৃহ আজি ? হে দেবি, করিয়া দয়া, কহ সে ভারতী।

উত্ত্যুপ্ত প্রমেক-শৃত্র উঠেছে যেগানে অনন্ত গগনমার্গে—স্বর্গ শৌভা করি, মন্তকে বিশাল শৃত্য ধরি যেন স্থগে, হর্ষে হাসিতেছে নিজ সামর্থ্য নির্গি,

শূল হত্তে দৈত্যপতি একাকী সেধানে দাঁড়ায়ে ভূণর-অপ্নে অঙ্গ হেলাইয়া, একদৃষ্টি শূন্তদেশে কটাক্ষ হানিছে— যেধানে শিবের ক্রোধ-বহ্নি দেখা দিল।

অপূর্ব্ধ দেখিতে চিত্র !—স্থমেক অচলে রত্ত্বের বিশাল বপুঃ, গিরি যেন কোন অন্ত কোন গিরি-মঙ্গে পড়েছে হেলিয়া, পরীক্ষা করিছে শব্ধি দেহে কার কত !

ভীমদৃষ্টি, ভয়ানক ক্ষিত জ্ঞভাগ, তিমিরে আচ্ছন্ন মুখ তিন চক্ষ্ জ্ঞলে-মেঘেতে আচ্ছন যেন এন গন্তীর বিহাতের ছটা ধরি! ভাবে রত্রাস্কর,— "শিবের ক্রোধায়ি কি এ ? শিবের বিষাণ গৰ্জ্জিল কি অই থানে জ্রৈলোকা কাঁপায়ে ? জাগাতে নিদ্রিত রক্ত্রে—জানাতে তাহারে তাহার দিবস অস্ত ! ক্রতাস্ত-শর্মরী

আসিছে তমসা-জালে ঢাকিতে দানবে ?
দর্পে যার প্রকম্পিত পদ্ধবের প্রায়,
ভূর্নোক, গুলোক, শৃক্ত ! ভূজবলে যার
স্বর্গে. মর্ত্রে দৈতা-নাম নিতা প্রজনীয়!

মুঙ্ড কাটি করি তপ কত কল্পকাল, গঙ্গাণরে তুষ্ট করি অভীষ্ট লভিত্ন ! সিদ্ধ হৈন্তু শিব-বরে খ্যাতি ত্রিভূবনে— সে সৌভাগ্য-শিখা এবে হুবে কি নির্ব্বাণ ?

পশু শিব-আরাধনা ? সামর্থা নিক্ষল ? অবিশ্রাস্ত রণ-ক্লেশ অশেষ যাতন, ত্র্বার সংহার-শূল শঙ্কর-অর্পিত, সব ব্যুর্থ ?—দৈব বহুছ ঘোষিল কি ইহা ?

অথবা উন্মন্ত আমি অলীক আতঙ্কে ভ্রাস্ত হয়ে ভাবি মনে ?—তবে কি কারণ সহসা ত্রিনেত্রে মম পলক পড়িল ? শিব-ক্রোধানল ভিন্ন বৃত্ত ভীত কিসে ?

হবে বা দয়াত্রচিত্ত দেব আশুতোষ !
কুদ্ধ হেলা ইক্রজায়া শচী-কালাবাদে ?
জানাইলা লোম তাঁর— ভক্তপ্রিয় দেব—
জালাইয়া ক্রোণানল গগনমণ্ডলে !"

এত ভাবি, দৈতাপতি নিশাসি গভীর কটাক্ষ হানিলা তীর্শৃন্মেতে আবার; নমিলা উদ্দেশে কলে; শিবদত্ত শৃ্লে সম্ভ্রমে পূজিয়া যদ্রে ফিরিলা আলরে। ইক্রপুরী-হাবে দৈত্যা ঐক্রিলা স্থলরী, ক্রত কৈলা আলিঙ্গন দানবে দেখিয়া, সাদর-সম্ভাষ মুগে, নেত্রে প্রেমশিখা, যতনে ধরিলা হস্ত অপাঞ্চ হেলায়ে।

দৈত্যনাথ চিস্তামগ্ন, না কৈল উত্তর। চতুরা ঐক্রিলা ভাব বুঝিলা ভঙ্গিতে, ধরিলা গন্তীর মৃত্তি; ধীর পাদক্ষেপে, হস্ত ধরি, ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশিলা।

বসাইল বজাসনে,—হায়, যে আসনে ইক্র, ইক্রজায়া, পূর্ব্বে লভিত বিশ্রাম, ত্রিদিবে যথন দেব মাতিত উৎসবে, দৈত্য-বাণে জয়ী হয়ে যত্নে আজি তায়

বসাইলা বৃত্তাস্থেরে, গন্ধর্ম-নদিনী বসিলা নিকটে, বার্ত্তা স্থপাইলা কত করিলা কতই যত্ন দানবে তুষিতে! কুঞ্জরপালক যথা মত্ত করিরাজে

তোষে নানা স্তোক-বাকো, যবে করিরাজ্ব পাদক্ষেপে পরাব্যুথ উদ্ধে শুগু তুলি! তথন দমুজেখর বৃত্ত বলবান্ চাহিয়া এব্রিলা-মুখ কটাক্ষ হানিলা;

কহিলা গন্তীর স্বব্যে—নগেন্দ্র-গস্করে গর্জ্জিল পবন ধেন ভীষণ নিস্থনে— উন্দ্রিলে—উন্দ্রিলে, জান না কি হেমকুস্ত ভাঙ্গিলে দ্বিগণ্ড করি চরণ-আঘাতে।

বিশাল সাম্রাজ্য এই ;— ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া রজের দোর্দিণ্ড দাপ, হেথা এই স্থখ,— এই স্বর্গে, ইন্দ্রধামে, অমর-বাঙ্কিত এখাগ্য অপরিসীম খ্যাতি চরাচরে; বৃত্তের সম্বল—চক্রশেখরের দয়া; ভিনদীপ্ত চিরস্তন প্রাক্তন-বিজ্ঞাস; সকলি হইল বার্থ তোমা হ'তে বামা— দানবি, দৈত্যের কুল উন্মূল তো হতে।

l

ক্রোধাবিত বিশ্বনাথ, শনী-অপমানে, জানাইলা রুদ্র-বোষ বিষাণে নিনাদি, জাগাতে নিজিত বুৱে—দণ্ডিতে, ঐক্রিলে, গন্ধর্ম-কন্তার দর্প দন্তকে আঘাতি।

চেমে দেখ অস্তরীক্ষে সে বহ্নির রেখা এখন (ও) ভাতিছে মৃত্ স্থমেক-উপরে~ দীপ্ত অন্ধকার যথা। !'' বলিয়া নীরব দমুত্র ঈশ্বর, শিবভক্ত মহাস্থর।

জ্বলা তথন—"দেব ! দৈত্যকুল নাথ, জ্বলো-বল্লভ, দন্তী, শন্তুশুল-বারী, হেন অসম্ভব বিধা অন্তরে তোমার ? অধুনিধি আন্দোলিত শুশুক-ফুংকারে ?

নগেব্ৰু ভূধর-কম্প পতঙ্গ-নিগাসে ! গগেব্ৰু ভূজস-ভয় ! কি প্ৰমাদ হায় ! কি দেখিলা —কোণা ক্ষ-ক্ৰোধ-ভূতাশন ? কোণা বা বিধাণ শব্দ ?—উন্নাদ কল্পনা, !

কে কহিলা তোমানে এ, হে দক্তেখন, হাস্তকর উপস্থাস—বোগীর প্রলাপ ? জান না কি শ্র—স্বর্গে নিসর্গের থেলা, অনস্ত-মাঝারে হয় নিত্য কত রূপ ?—

কিবা জ্বালা চল্কু ধাধি জ্বলে শূল দেশে, যথন প্রকাশু কোন গ্রহের মণ্ডল খণ্ড খণ্ড হয়ে ছোটে ব্রহ্মাণ্ড ঝলসি গ্ কিবা জয়কর ধ্বনি প্রবণ বিদারি ভ্রমণ করমে শৃত্যে, নক্ষত্রে যথন নক্ষত্র আঘাতি ধায় গম্ভীর অম্বরে, দৈব আকর্ষণ-বলে ?—হে দহুজনাথ, দেখেছ শুনেছ পুর্বের্ব কত দৈব হেন।

অথবা মায়াবী দেব দম্বজে ছলিতে, দকলে একত্র এবে যুক্ত-মাড়ম্বরে, ইক্তকাল ইক্রপুরে দেখায় অন্ত্ত, ছর্মন করিতে ছলে দৈত্যভুজ্বল।

শিবভক্ত শিবপ্রির তুমি, দৈত্যরাঙ্গ, তোমাকে বিমুখ শস্তু ? চিত্তে দেহ স্থান হেন কাল্পনিক চিন্তা ?—কলঙ্ক তোমার, কলঙ্ক, হে শিবভক্ত ধুজ্জাটর নামে।

আমি যদি দৈতাপতি তোমার আসনে হতেম, দেখিতে তবে আমার কি পণ !— ভয়, চিন্তা, দিবা, দ্বা, আমার হৃদয়ে স্থান না পাইত পণ অসিক থাকিতে !

প্রতিজ্ঞা করিলে—দানবের পণ প্রভু, মনে যেন থাকে—দেব-সেনাপতির্কে জিনিয়া সমরে, বান্ধি আনি অমরাম, ইক্তের মন্দিরে বসি বন্দনা শুনিবে।

সে প্রতিজ্ঞা নহে সিদ্ধ, হাসে দেবগণ, আপনি হইলা বন্দী আপন সংশয়ে; বৃথা নিন্দ ঐক্তিনাবে, দল্লজ-ঈশ্বর, অলীক স্বপনে মুগ্ধ তুমি সে আপনি।"

"বামা ত্মি"—বলি দৈতা তুলিলা নয়ন। হেবিলা উদ্রিলা-মুখ, গর্মিত, গন্ধীর, দন্তে ওষ্ঠ প্রক্টিত, চাক্স বিশ্বাধর বিক্ষারিত ঘন ঘন, প্রদীপ্ত নয়ন। সে চিত্র নির্বাপ বৃত্র আবার নীরব। লাবণ্য-মণ্ডিত গণ্ড—দন্তের ছটার চিত্ত প্রতিবিশ্ব যেন প্রজানিত এবে সর্বা অন্ধে, অবয়বে, লানটে, গ্রীবায়!

বেন বা কি দৈব বাণী, অঞ্জের অঞ্জে, গোপনে শুনেছে বামা,—তাই দে প্রতায় দূঢ়তর এত মনে,—তাই উপহাস করিছে দক্তজ-বাক্যে দক্তজ-মহিমী।

দেখিয়া দৈতোর (ও) মনে দর্প উপজিল; ঐব্রিলার গর্ম্বে যেন চিত্তে ক্ষণকাল জন্মিল প্রতায় হেন—তাঁহারি দে ভ্রম! ঐব্রিলা কহিলা তবে কটাক্ষ হানিয়া,

় শ্বামা আমি"—বলি দত্তে সন্তাষি গন্তীৰ, দাঁড়াইল মহাদৰ্পে শিব উচ্চ কবি, ভূজদী₃ঘাতকে লক্ষ্যি দংশিবার আগে সঘন গৰ্জিয়া যেন প্রসার্যে ফণা !

কিষা যেন রাজহংসী পদ্মবন লুঠি মূণাল আহারে ভুট স্বচ্ছ সরোবরে, চঞ্চুতে পঙ্কজ-শোভা, পক্ষ সাপটিয়া মধ্যস্তুদে স্থিব হ'য়ে গ্রীবা উচ্চ করে।

"বামা, আমি"—দততে ল, বমণী কি হেন ?
তুচ্ছ কীট পতঙ্গ সদৃশ কি হে বামা ?
প্রক্ষের বন্ধু বামা—মন্ত্রী প্রক্ষের,
বীরের একট মাত্র সহায় বমণী।

শুন, ওহে দৈত্যনাথ, "বামা" সতা আমি, ক্রিক্রিলা ত্রিলোকথ্যাত গদ্ধর্বহৃহিতা; সামান্তা অবলা নহে দানবী ঐক্রিলা; ক্রিক্রিলা তোমার ভার্য্যা শুন, হে দানব। সত্যই যদ্যপি শচী-হরণে আম্বন কুন্ধ হ'য়ে ক্রোধানল জ্বালিলা গগনে, সত্যই যগুপি হয় সে উচ্চ নিনাদ প্রেলয়-বিষাণ-শন্ধ—শুদ্ধ কেন তায় প

থগুন অসাধ্য এবে সংঘটন যাহা;
কুদ্ধ যদি উমাপতি, সে ক্রোধ নির্দ্ধাণ
হবে না, জানিহ, পুন:—ভাবনা কি তবে १
ভাবনা কার্য্যের আগে, সাধন এখন।

শ্বলিত হিমানীস্তপে কম্পিত ভূধরে ঘর্ষর নিনাদি, চূর্ণ করি শৃপ্পমালা, ধায় যবে ধরাতলে অনুণা উদ্ধাড়ি, কে নিবারে গতি তার—কার সাধ্য হেন ?

তেমতি জানিও ইহা;—নতুবা দৈতোশ, দানবেন্দ্র নামে ঘোর কলন্ধ লেপিতে বাসনা ঘদ্যপি থাকে, স্বর্গজয়ী নাম ঘচাইতে চাও ঘদি—শচী ফিরে দাও।

ফিবে দাপ শচী তার পতির নিকটে নিজে ভেটবাহী হয়ে, নিঃশঙ্ক দানব! নহে কহ আমি তার দাসী হ'য়ে যাই, করযোড়ে ইক্রাণীরে সঁপি ইক্র করে।"

দেখিলা দানবরাজ গরিমার ছটা ঐক্রিলার মুগপন্মে—সথা সে প্রুদ্ধে ফুর্যোর কিরণমালা, অরুণ যথন অরুণ-শুন্দনে চাপি, নীলাম্বর পথে

আনন্দে চালায় রথ ; মৃত্ত্ কল স্বরে জাগায় মানবে স্থাথে বিহলম-ব্রজ নির্থি পূর্ণেন্দুম্থ, দৈত্যরাজ-মূথে ভাতিল অতুল জেশ তঃ,—শশান্ধ-কিরণ চূর্ণ মেঘন্তরে যথা ! ঢাকিল আবার ঢাকে যথা মেঘচুর্ণ পূর্ণশশবরে) দমুজের-মুগকান্তি চিন্তার ছায়াতে। কহিলা মহাদানর চিন্তি ক্ষণকাল,—

"বামা তুমি ইন্দুম্বী গন্ধর্মনিদিনি, এ নহে নিমর্গধেলা—তা হ'লে কি কভু আতক্ষে আমার নেত্রে পলক পড়িত ?— নিমর্গ-ক্রীড়ার রঙ্গ দেখেছি যে কত।

কহিলা—এ মহেশের ক্রোণ(ই) যদি হয়,]
কি চিন্তা এখন তাহে ? জান না ঐক্রিলে,
মৃত্যুপ্তম আশুতোর—ক্রোধ নাহি রয়!
শরীরে ছাড়িব আমি তুবিতে মহেশ।"

এত কহি রতিরে কহিলা দৈ তাপতি
"শীঘ্র ধাও, মদনমোহিনী, শচীবাদে,
কহ তারে আদিতে এথায়; কারা-ক্লেশ ঘুচার ভাহার অচিরাং"। ফ্রতগতি

দৈতাপতি হইলা বাহির; মহানেগে উঠিল প্রাটীবে, চাহি দেখিল সৌদিকে,— দৈতাদৃষ্টে যত দৃব—দূবপ্রান্তে তার, অধিত্যকা, উপত্যকা আচ্ছাদন করি

জনিছে দেবের ভন্ন গভীর নিশীথে ! স্থানে স্থানে রাশি রাশি—কোথাও বিরল— কোথা অবিরল শ্রেণী হ'একটা কোথা ! দিগন্ত ব্যাপিয়া শোভা ! দেগিতে তেমতি

হে কাশি, তোমার তটে—ছাহ্ননী-সনিলে ভাসে মথা দীপমানা তরঙ্গে নাচিয়া কার্ত্তিকের অমানিশা-অন্ধকার হবি,— মত্ত মবে কাশীবাসী দেওয়ানী উৎসবে! অথবা দেখিতে, আহা, নক্ষত্র যেমন— নক্ষত্র নিশীথ-পূজা—নীলাশ্বর মাঝে শোভে যবে অন্ধকারে গগন আবরি! দীপ্ত সে আলোকে নানা বর্ধা,প্রহরণ,

থজা, অদি, শূল, ভন্ন, নারাচ পরশু; কোদও বিশাল মৃত্তি, গদা ভয়ম্বর, জ্যোতির্ময় দীপ্ত তত্ত্ তুলীর ফলক, তোমার মার্গন, টাঙ্গী ভীম খরশান!

কোন থানে স্কুণাকার জ্বিছে তিমিরে বিবিধ অস্ত্রের রাশি, কোথাও উঠিছে রণের ঘর্ষর শব্দ—নেমি দীপ্তিময়; কোথা শ্রেণীবন্ধ রথ, কোগাও মণ্ডদে।

ত্রন্দের ক্লেষারব, করির রংহিত, মহিষের ঘোর নাদ উঠিছে কোথাও, গাঢ়তর রজনীর নিঃশ্বতা হরি ; কোথাও মাধুর্গ্যপূর্ণ অমরের বাণী।

কোন বা শিবিরপরে শিথিপুছে শোভে; কোন শিবিরের চ্ছে মুগাঙ্গ অঙ্গিত; হেমকুম্ভ কারধ্বজে, কারধ্বজে তারা, কোন বা শিবির ধ্বজে জনত পারক।

কত স্থানে গুপোকার মেণের বরণ বিশাল শরীর, মুগু, ভুজদণ্ড, উরু, কবিরাক্ত দৈতাবপ্থ: দেখিতে ভীষণ, ভয়ম্বর করিয়াছে দেখ-রণ-স্থন।

দেখিতে দেখিতে নিশি প্রভাত হইন, স্বর্গের দিবার জ্যোতিঃ উদিল পূর্ব্বেডে, দস্ত কড়মড়ি দৈতা, নিখানে হৃদ্ধারি, ফিরিশ স্মাধুন-চিত্ত মন্ত্র-সভাতৰে। উচ্ছলিত হাদিতন অশুভ চিস্তায়, ক্রোধে, তাপে প্রজ্ञলিত রণক্ষেত্র হেরি, ভূলিতে চিন্তের ব্যথা সমর-প্রাঙ্গণে প্রতিজ্ঞা করিল দৈত্য; স্থামত্রে ডাকিয়া

আজ্ঞা দিলা দেনার্নে সমরে সাজিতে। অমরা-উত্তর দারে যেথা মহারথ অমরা দেনানীগণ কার্ত্তিকের আদি— সাজিতে লাগিল সৈক্ত ভীম কোলাইলে।

ख्दशांन्य मर्ग।

নগেল্র-অঞ্চলে—যেথা নগেল্র-সম্ভবা-তটিনী অলকনদা কল কল স্ববে কহিছে, অটবী-অঙ্গ ধীরে প্রক্ষালিয়া ["দিনমণি অন্তগত'' উরিলা স্তবেশ

ছাড়িয়া অম্বরপথ। বিশাল বিস্তৃত রম্য সে অরণা দেশ !—সক্ষার তিমির, গাঢ়তর স্নেহে যেন নিয়া আলিম্বন, আদরে ধরেছে স্থাে অটবী-স্থীরে!

অরণ্য ভিতরে কত মহীরংহরাজি— পলাশ, শিরীষ, বট, অখথ, শালালী, জটে জটে, রূদ্ধে রূদ্ধে, জড়ায়ে জড়ায়ে নিঃশব্দে ভাবিছে যেন ভীম বাত্যা-তেজ !

বিরাজিছে অরণ্যানী দেখিতে তেমতি, হাসি, কারা, ক্রোধ যেন একত্র মিশ্রিত ! কোথা শাস্ত স্থির ভাব কোথা ভয়ন্ধর, কোথা বা তমসা-পূর্ণ বিবর্ণ মিলন ! বীর-পদে, শর্ম্মরীর ঘোর অন্ধন্ধারে চলিলা বাসব বক্র অর্ণ্য-বত্মেতে, শুনিতে শুনিতে কত ফেক্স-ঝিল্লি-রব, বিকট তক্ষকনাদ ভন্নক-চীৎকার,

পেচকের ঘোর ধ্বনি, কেশ্বি-গর্জন ভয়াতুর বিহঙ্গের পক্ষের নিস্বন, শাধাচ্যুত পলবের শব্দ মৃত্তর, প্রনের স্থন স্থন স্থাের নিখাস।

নিবিড় তিমিরাচ্ছন পল্লব-রাজিতে দেখিলা থগোত দাতি শোভিছে কোগাও সাজাইয়া তরুৱাদ্ধি অপরূপ রূপে কোটি মণিগও থেন অটবী-মন্তকে!

কোথাও আবার শাখা-জটা ভয়স্কর— নিশাচর যেন ঘোর ঘন অন্ধকারে প্রদারণ করে কর।—দেখিতে দেখিতে চলিলা অমরনাথ কৌতৃকে মগন।

নির্থিলা এক স্থানে আসি কিছু দূরে রমণী-মণ্ডলী শোভা বন-মন্ধকারে— রঙ্কনী-সীমন্তে যথা তারকার দাম শোভে, শৃত্ত শোভা করি, মৃত্ত্বর্তিতে!

আলিঙ্গন পরস্পেরে মধুর সম্ভাষ জিনি কলকণ্ঠ-প্রনি—স্থপের মিলনে প্রবাসী ভাসয়ে যথা স্বদেশী লভিয়া ! নির্মাসিত কিম্বা যথা কিরি নিজালয়ে !

দেখিতে লাগিলা ইল্ল পৌলোমী-বল্লজ সে স্বদৃশু মনোহর অদৃশু ভাবেতে, মহাকুত্হল-মগ্ন, দেখিলা বিস্ময়ে, কেহ বা শিখণ্ডী-মৃত্তি ছাড়িয়া স্থলর, ধরিছে স্থন্ধতর স্থন-বিমোহন অপূর্ব অঙ্গনারূপ, নানগমন্তি:। কেহ স্থথে কুছ-কণ্ঠ-রূপ পরিহরি নিন্দিছে শশাদ্ধ-জ্যোতি রূপের ছটায়।

কুরঙ্গিণী-ভন্থ ত্যজি কোন মনোরমা কুরঙ্গণাঞ্ছন নেত্রে তরঙ্গ তুলিছে, তাপুসের চিত্ত-হর ! কোন সীমস্তিনী ছাড়িয়া শার্দ্ধিল-বেশ, দেহে প্রকাশিছে

অন্ত্ৰপম চাক্ত কান্তি বতিকান্তি জ্বিনি ! কহিছে কোন ললনা, স্কচামব কেশ লুটিছে চরণ-পার্ম্থে ভ্রমিছে যেমন মধুকর-কুল বক্ত-কমল উপরে !

কহিছে, "হা কত কাল, অদৃষ্ট বে আবি, স্থবাঙ্গনা এ হুৰ্গতি ভূঞ্জিবে ধরায় ! ধিক্ দেবগণে দৈত্য-বংগ পরাজিত ! ধিক্ ইক্রে,—জিষ্ণু নামে কলঙ্ক তাঁহার।"

হেন কালে অগ্রসরি স্করেক্স বাসব বমণী-মণ্ডগী-পার্ছে দিলা দরশন; প্রটেতে কার্মুক দীপ্ত বছ-বিভামম, জলিছে উজ্জ্বল করি অরণ্য বিশাল।

২র্ষিত হংসীকুল নির্বিলে যথা মরালে মগুল-মানে, হ্র্ষিত তথা দেবাসনাগণ ইক্সে ঘেরিলা চৌদিকে, ক্রুত স্থাইলা স্বর্গ উদ্ধার কি রূপে ৪

কহিল, "হে শচীনাথ, দারুণ যত্ত্বণা এত দিনে অবসান; আর না হইবে সহিতে প্রবাস-ক্লেশ, হৃদয়ের দাহ, পশ্পক্ষি-রূপে ছন্মবেশে ধ্রাবাদে। *জিদিবে অস্ত্রদল প্রবেশ অবধি পলাইস্কু মোরা সবে—দাবাগ্নি বেমন প্রবেশিলে বনে ধায় কুরস্থিদিল— তদবধি অনস্ত যাতনা, হে স্করেশ,

"কেহ বিংশিনী-রূপে বৃক্ষের আগ্রন্তে, কেহ বা কুরঙ্গী, কেহ ক্রোঞ্চীবেশ ধরি, মাতঙ্গী, শার্দ্ধ লী কেহ, কেহ বা মহিষী, হা অদৃষ্ট—কেহ রূপে বরাহী জন্ধুনী!

"সে ছদৈ ব অবদান এত দিনে দেব, অমরী উদ্দেশে আ(ই)লা স্বর্গ উদ্ধারিয়া— হে স্করেক্স, শচীপতি আ(ই)স এই থানে অভিষেক করি তোমা অমর উৎসবে।"

বলিয়া ধাইলা কেহ পুপা অন্নেষণে। গাঁথি মালা সাজাইতে মহেল্র-শীর্ষক, ঝুলাইতে পুপাহার স্করেশ গলায়— অমর সঙ্গীতে বন পুলকিত করি।

ক্ষ চিত্ত প্রন্দর—যথা বস্থীন কেশরী পিঞ্জর মাঝে—ছাড়িলা নিশাস গভীব প্রবন্ধ বৈগে! হায় বে ভূতকে দেবেক্ত ভিক্ষক আজি দৈত্য-ভূজদাপে;

আখাদে করিলা শান্ত স্বরক্তাদলে; স্বমন্দ গন্তীর স্বরে কহিলা প্রকাশি কি হেতু ধরায় গতি; কহিলা যে হেতু গতি তাঁর দবীচি আশ্রমে শিবাদেশে;

যে বারতা দিলা তাঁরে কুমেক্ল-শিথবে। ইন্দ্র-বাক্যে হরষ-বিষাদে ভাগ্যদেব। কহিলা অন্তনাদল, "হে পৌলোমী-নাথ, কিছু অচে দংগীচির পবিত্র আশ্রম। "দয়ার সাগর ঋষি ঋষিকুল চূড়া, অন্ধিতীয় স্থাবলোকে ! জেনেছি আমরা যে অবধি ভূমগুলে বাস, হে স্থাবেশ,— জীব-উপকাবে ঋষি জগতে অতল।

"ব্রত —পর-উপকার, স্বার্থ পরিহার ; কল্পনা, কামনা, চিন্তা পরের মঙ্গল ; কিবা কীটে, কি পতঙ্গে সদা দ্যাশীন মুনীক্ত ক্লপার সিন্ধু—জীব চূড়ামণি।

"জীবন দিবেন তিনি দেবের কল্যাণে, না চিন্ত অমর পতি ;" দেখাইলা পথ। চলিলা স্কবেশ ধীরগতি।—কতক্ষণে দেখিলা গগন-প্রান্তে তরুণ কিরণ,

চাক্ল-মূর্ত্তি প্রভাকর শূন্তে সাম্যভাব ! গেলিছে কুরঙ্গরাজি ; অজিন রঞ্জিত শোভিছে কুটীর দার ; শ্রুতি-স্থাকর স্তুতিধ্বনি চারিদিকে উচ্চে উচ্চারিত ;—

কোথাও ভাষ্ট্র-স্তোত্তে ললিত-লহরী, গাযত্রী-বন্দনা কোথা, সন্ধ্যা-আরাগনা বিশদ স্করেতে বেদ-সদীত কোথাও, কোন থানে ''মহিমনং'' মহা স্তব পাঠ!

শিষ্যবৃন্ধ, আনন্দে ঘেরিয়া তপোধনে, শুনিছে মহর্ষিবাক্য—অনন্তমানস; হায় রে যেমতি বাগীধনী বীণাধ্বনি শুনিতে উৎস্তক-চিত্র অমর মণ্ডলী—

স্টের উৎসব দিনে—পদ্মাসনা যবে দ্ব-চিত্ত-মোহকর শুনান ভারতী। কহিছেন মহা-ঋষি, কিরূপে কলহ, দর্শ্ব-জ্বীব-জ্বা-মূল, আইল বরায়! "এক দিন—হায় কেন উদিল সে দিন— জন্দি-সন্তবা বিষ্ণু-জায়া স্বৰ্গধামে চাহিলা বিৱিঞ্চি-পাশে, স্বাষ্টতে অতুল, অপরূপ বন্ধ কোন স্বজি দিতে তাঁৱে।

বিধানা স্থাজিলা ফল অতুল ভূবনে— কান্তি, চন্দ্র-শোভা জিনি—স্থান্তি নির্বাথলে; সৌরভ জিনিয়া চাক স্থরতি পীয়্য, অমর দক্ষকে ঘোর দক্ষ যার লাগি,

ফিরে যবে দেবাস্থর অধুনিধি মথি প্রান্তদেহে অমরায় —দগ্ধ হলাহলে ! অনস্ত ঘৌরন ফলে পরশিতল বামা, পুরুষের করম্পর্শে অক্ষয় প্রতাপ।

ব্ৰহ্মাণী মোহিলা হেরি, চাহিলা দে ফল ; ক্রোধান্ধ কেশনজান্না; দেবীরন্দ মাঝে উপজিল ঘোর দল্ম ; না চিস্তি নিধাতা নিক্ষেপিলা বিষময় ফল ধ্যাতলে।

তদবধি ঈর্ধা, বেন, হত্যা এ জগতে ! নররজ্ঞে নিমজ্জিত এ ধরণী-তল ! রণ-স্রোত প্রবাহিত দে অবধি ভবে — মানব-নিধনে যাহা নিত্য মহামারী !

কত দিনে বুঝিবে বে মমুজ-সস্তান কি কুটিল ব্যাধি লোভ !—কি কুট গরল নবকুল-দেহে হল্ফ !—কবে সে বুঝিবে আত্মার পশুণ্ণ লাভ সমর-প্রাঞ্গণে!

কুটিল, কুট-কটাব্দী, হত্যা ভয়ন্ধরী সাধিতে যা পারে ভবে, নারে কি রে তাহা অমর-নন্দিনী দয়া সরলা স্থন্দরী ? কবে নরকুল— এবনী-সীমস্থ-রব্ধ মিলি সথাভাবে স্থগে নিতা ছড়াইবে দ্রাত্ত্বের স্থগ-ধারা; যথা সে স্থগনা বিমল-তরঙ্গা গঙ্গা পুণাভূমি মাঝে ছড়ান সলিল ধারা মানবে বক্ষিতে!

হা দেব কমলাপতি, দেব বিশ্বস্তর ! হর বিশ্বভার শীঘ্র এ ভ্রান্তি বুলায়ে— ভ্রান্ত নরকুলে, দেব, কর চিরস্থগী ! হুবীকেশ, হও, প্রভো, মানবে সদয় !"

-পৌলোমী ভর্মা ইন্দ্র, মুগ্ধ ধ্বনিভাবে, অলক্ষ্যে অদৃখ্যভাবে ছিলা এতক্ষণ, পূর্ণস্থোতি: দেবকাস্তি এবে প্রকাশিলা। নীরদ-লাস্থন কেশ প্লাবিত কিরণে,

বক্ষেতে বিশাল বৰ্ম—ভাস্কর যেমন প্রভাতে অরুণোদয়ে কুছেলি আরত। শোভিছে অভূল ভূগ, স্থান্দর কার্ম্ম্ক— কাদস্বিনী কোণে যাহা চির শোভাময়!

জলিছে সহস্র অঞ্চি, যথা, তারাদল নিশীথে শর্মারী কোলে ! উঠি তপোধন সশিয়ে সন্ত্রমে, স্বথে অতিথি সন্তানি, যোগাইলা মুগচর্ম্ম—পবিত্র আসন;

জিজ্ঞানিলা স্থশীতল গঞ্জীর বচনে
"আশ্রমে কি হেতু গতি ? কিবা অভিলাষ ?"
ভগ্গতিত্ব আথগুল নেহারি নির্ম্মল
কুপাল ঋষির মুখ,—ভগ্গতিত্ব যথা

দ্যাল দর্শকরক নবমীর দিনে গুপকাটে বান্ধে যবে নির্দ্ধ কামার, মহিষমন্দিনী দশভূজা মূর্তি আগে, অসহায়, ছাগ, মেষ পূজায় অপিতে ! কে পারে আনিতে মুখে, সে নিষ্ঠুর বাণী— কে পারে চাহিতে অস্তে প্রাণ ভিক্ষাদান, না পেয়ে হৃদয়ে ব্যথা ? কে হেন দারুণ প্রাণীমাঝে ?—নিম্পাল, নিস্তব্ধ পুরন্দর।

হেরি ঋষি, ক্ষণকালে, ধ্যানেতে জানিলা অতিথির অভিলাস ; গদ গদ স্বরে মহানন্দে তপোধন কহিলা তপন, "প্রনদর, শচীকান্ত, কি দৌভাগ্য মম,

জীবন সার্থক আজি—পবিত্র আশ্রম ! এ জীব পঞ্জর অস্থি পঞ্চভূতে ছার না হ'য়ে অমবোনারে নিয়োজিত আজি ! হা দেব, এ ভাগা মম সপ্রের (৪)অতীত !"

এতেক কহিনা ধীরে মহাতপোধন,— শুক্ষচিত্তে পট্রস্ক, উত্তরীয় ধরি, গায়ত্রী গন্ধীর স্ববে উচ্চারি স্বদ্দে, আইলা অঞ্চন-মানে, কৈলা অধিষ্ঠান

স্থনিবিড স্থানীতল, প্রব-শোভিত, শতবাহ, বটমূলে। আনি যোগাইলা, মাশ্রনেত্র শিষাত্বল, আকুল হুদায়, যোগাসন, গান্ধেয় সলিল স্থবাসিত।

জালিলা চৌদিকে ধূপ, অগুৰু, গুগ্গুল, সজ্জিরস; স্থান্ধিত কুস্থমের স্তর চক্তিত চন্দ্রনরসে বাগিলা চৌদিকে, মুনীক্তে তাপসরুদ্র মাল্যে সাজ্যইলা।

তেজংগ্র ভরুকান্তি, জ্যোতিঃ স্থানিন নির্মাণ নয়নগন্থে গণ্ড প্রষ্ঠাপনে ! স্থললাটে আভা নিরূপম ! বিলম্বিত চারু শ্বঞা, পুণ্ডরীক-মালা বক্ষংস্থলে ! বদিলা ধীমান্—আহা, ললিত দৃষ্টিতে
দর্মান্ত্র ক্রমন্ত্র বেন প্রবাহে বহিছে !
চাহি শিষাকুল মৃণ, মধুর সন্তাবে
কহিলেন, অঞ্ধারা মুছাহে-সবার,

স্থধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে ;—"কি কারণ, হে বৎসমগুলী, হেন সৌভাগ্যে আমার কর সবে অশ্রুপাত ? এ ডব মণ্ডলে পরহিতে প্রাণ দিতে পায় কত জন!

হিতপ্রত সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা ? হয় রে অবোধ প্রাণী—এ নখর দেহ না ত্যজিলে প্রহিতে কিদে নিয়োজিবে ? লভি জন্ম নরকুলে কি ফল হে তবে ?

অক্সন্ধ জীবনের স্রোভোধারা ক্ষয়, হায় সে কতই রূপে ! কেন তবে হেন, ঘটে যদি কার ভাগো সে হুর্লভ যোগ, কাতর নরের চিত্ত সে ব্রত্যাধনে ?

হে ক্ষুত্র তাপসরন, হে শিব্যমণ্ডলী জগত-কল্যাণ হেতু নরের স্বজন নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্মপালনে ; নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে।"

শ্ববির্দে আলিঙ্গন দিলা এত বলি আশীবিলা শিষাগণে ; কহিলা বাসবে---"হে দেবেন্দ্র, কুপা করি অস্তিমে আমার কর শুচি, দেহ মম বাবেক প্রশি।"

অগ্রদারি শতীপতি সহস্র-লোচন তপোধন শিবঃস্পর্ন ক্রমলে, কহিলা আকুল স্বরে—শুনি ঋষিকুল হরষ বিষদে মুগ্ধ -কহিলা বাস্ব— "সাধু শিবোরত্ব ঋষি ভূমিই সাঝিক! ভূমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন! ভূমিই সাধিলা ব্রত এ জগতীতলে চির মোক্ষফল প্রাদ—নিত্য হিতকর!

জীবময় নররূপী—অকুল জলধি, ভাসিছে মিশিছে তায় জলবিম্ব প্রায় জীবদেহ অস্ক্রদিন! এ ভব ম ওলে অক্ষয় তরঙ্গময় জীবন-প্রবাহ!

ক্ষুদ্র প্রাণি-দেহ-ক্ষয়ে এ সিদ্ধ্রু সলিলে ব্লাস বৃদ্ধি নাহি জানে---নিয়ত-- গভীর প্রোতোময় ! অহিত জগতে নহে তায়, অহিত নিক্ষলে প্রাণী দেহের নিধনে !

প্রাণী মাত্রে কি মহৎ, কিবা ক্ষুদ্রতম— সাধিতে পারয়ে নিত্য মানবের হিত, সাধিতে পারয়ে নিত্য অহিত নরের, আপন আপন কার্যো জীবন ধারণে।

বালিরুন্দ যথা নিত্য নেগু পরিমাণে বাড়ে দিবা, বিভাবনী, সাগর-গর্ভেতে, ক্রমে স্তুপ-ছীপাকার-ক্রমশ: বিস্তৃত বৃহৎ বিপুল দেশ তরু গিরিময়,

তেমতি এ নরকুল উন্নত সদাই, সাধু কার্য্যে মানবের—প্রতি অহরহ। কর্ত্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ পরিহার, জীবকুল কলাগি-সাধন অমুদিন!

পরহিত-ব্রত ঋষি ধর্ম যে প্রম;
তৃমিই বৃনিল:ছিলে উন্যাপিলে আজ ।
মুছ অফা অফিনৃন্দ -- ঋদিনৃন চূড়া
দ্বীচি প্রম পুণা লভিলা জগতে ।

কি বর অর্পিব আর নিষ্কাম তাপস, না চাহিলা কোন বর, এ স্থকীর্দ্তি তব প্রাতঃস্বরণীয় নিত্য হবে নরকুলে! তব বংশে জনমি মহর্ষি কৈপায়ন

করিবে জগত-পাত এ আশ্রম তব— পুণা বদরিকাশ্রম পুণাভূমি মাঝে !" বলিয়া রোমাঞ্চ তমু হইলা বাসব নির্থি মুনীক্র মুগে শোভা নির্মণ !

"আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্বেদ গান, উচ্চে হরিসংকীর্ত্তন মধুর গন্তীর, বাম্পাক্ল শিষ্যরন্দ--ধানে মগ্ন ধবি মুদিলা নয়ন্দ্রয় বিধাল উল্লাদে।

মুনি শোকে অকস্মাই অচল প্ৰন, তপ্নে মূছল রশ্মি স্লিগ্ধ নভস্তল, সমূহ অরণ্য ভেদি সৌরভ উক্সাস, বন-লতা তরুকুল শোকে অবনত !

দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল, নাদিকা নিশ্বাস-শৃত্য, নিম্পন্দ ধমনী, বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্ম ফুটি নিক্পম জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শৃত্যু উঠি

মিশাইল শৃত্যদেশে। বাজিল গভীর পাঞ্চলত — হরিশন্ধ ; শৃত্তদেশ যুড়ি পুস্পাসার বরষিল মুনীক্তে আড্ডাদি!— দ্বীচি ত্যজিলা তমু দেবের মদলে।

চতুৰ্দশ সৰ্গ।

অমবার প্রাস্কভাগে মন্দাকিনী-তীরে মন্দির পাষাণময়, নিভূত আলয়, অন্ততপ্ত অমবের চিব্র চিস্তাধাম;— বন্দী এবে ইক্সক্রায়া সে তপোমন্দিরে!

চতুর্দ্ধিকে সেই সব নিকৃঞ্জ কানন, স্বর্গজাত তরুরাজি সৌরত পূরিত, সেই পারিজাত পুপ্প—শোভা ভাগে যার উন্মাদিত দেবচিত। শোভিছে আলোকে

দূরে বৈজয়ন্তপুরী—ইক্র অটালিকা—
চাক কারুকার্য্যে যায় স্বাষ্টতে অতুল
করিলা অমরশিল্পী—শিল্পিকুলরাজ
বিশ্বকৃৎ; স্থাপিত অমর বাসগৃহ।

দূরে দে নন্ধনবন শোভিছে তেমতি প্রমোদ বিশ্রাম স্থুপ চিবদিন ধায়, লভিলা বাসবজায়া; শোভিছে তেমতি চিব্ন পরিচিত্ত যত অমর বিভব।

শচীপেয়ে পুনবায় অমবার মাঝে অমবা হাসিছে আজি! নব কুস্থমিত নন্দনে কুস্থমদল স্থান্ধ ছড়ায়ে ভাসিছে অপূর্ব স্থায়ে। উন্যাদিত প্রাণে

পারিজাত পরিমল করি বিতরণ থুলিছে হৃদয়দার! নির্মাণ মলয় গন্ধে মুগ্ধ করি স্বর্গ আনন্দে ছুটিছে হরিতে শচীর শ্রান্তি! হরবে অধীর ছুটেঙে তরঙ্গময়ী মলাকিনী ধারা প্রক্রালি পবিত্র জলে শৈল নিকেতন— শচী নিকেতন আজি ! মনঃশিলাতল আরো মনোরম মৃত্তি শচী সমাগমে !

কে আছে ত্রিলোক মানে প্রাণী হেন জন স্বদ্ব প্রবাস ছাড়ি স্বদেশে ফিরিয়া, (কি পঙ্কিল, কিবা মক্ষ কিবা গিরিময় সে জনম-ভূমি তার) নির্থি পূর্বের

পরিচিত গৃহ, মাঠ, তক্ষ, সরোবর, নদী, থাত, তরঙ্গ, পর্মত, প্রাণীকুল, নাহি ভাসে উল্লাসে, না বলে মত্ত হ'য়ে 'এই জন্মভূমি মম !' কে আছে রে, হায়,

ফিরিবা স্বদেশে পুন: না কাঁদে পরাণে হেরে শক্র পদাঘাতে পীড়িত সে দেশ ! বিজ্ঞো চরণতলে নিত্য বিদলিত, বলতে আপন যাহা—প্রিয় এ জগতে!

বিজন অরণ্য ভূমি—বনের (ও) কুত্ম ভূঞ্জিতে প্রণণে ভূম ! শক্রর অন্তনা দেব অর্জনার আলো, ত্রিস্ক্রা বেধানে ! কে না ভোগে নরকের যন্ত্রণা সে দেশে ৪

চিত্তমন্ত্ৰী ইক্সপ্ৰেমা শতীর সদন্তে সে পীড়া দহন আজি ! গভীর উদ্ধানে বহিছে স্থানয়তলে চিন্তার হিলোল ! নয়ন ফ্রিবাতে চিত্তে বিজে তীক্ষ শলা !

চপলা তবলমতি সে শোভা হেরিয়া ধরিতে নার্বিলা ধৈর্যা, স্বরেশ জায়ারে সম্বোধন করি ধীরে কহিতে লাগিলা, দেগাইয়া অসরার শোভা চারিদিকে ;— "হেব, স্বরেশ্বরি, হের চারি ধারে কত অমরের কীর্ত্তিস্তম্ভ ! আহা কি স্কুনর। জন্তভেদী প্রতিমূর্ত্তি বিরাজে ওথানে ভগ্ন ডানি ভঙ্গ এবে—তবু কি স্কুনর!

নম্চি-হদন নাম যা হ'তে ইল্লের, হের, ইল্রুবমা, সেই নম্চি নিধন হতেছে বাসব-হত্তে!—পাবাণে রচিত কি হুচাক মৃত্তি, আহা, দেব বাসবের!

অই পাকদৈত্য পড়ে স্কবেক্সের শবে ! অই বলাস্থ্য বীর ক্ষিত্র উদ্গাত্তি তাঙ্গিছে বিশাল বপু ৷ বিশ্বকর্মা করে বচিত বিচিত্র আরো দেবকার্টি কত !

অই হের মনোহর সে শোভামগুণ, রক্নাগার নাম যার ; পল্লযোনি যায় করিতেন অধিষ্ঠান ইক্লপুরে আসি ! তেমতি উজ্জ্ব শোভা এখন (ও) তাহাতে !

অই সেই কমলার কোমল আসন মণিমন্ব পল্লে গাঁথা ! দৈত্য তুরাচার হরেছে তকই দেগ মণিগও তার ! বিষ্ণু বত্নাসন শোভা, দেখ তার পাশে !

কি বিচিত্র, আহা মরি বেদী নিরুপম, ত্রিভ্বন মোহকর—ত্তিদিবে অতুল, বসিতেন আসি যায় জগৎজননী কাত্যায়নী ত্রিনয়না—শূলপাণি সহ!

অই বিবাজিছে সেই বাণীর মন্দির, বেতভুজা আনন্দে বিহ্বলা যার মাঝে, সপ্ততার বীণা ধরি গাইতেন স্থবে অমর-স্জন-বার্ত্তা। পড়ে কি শ্বরণে হে দেবেন্দ্র-মনোরমা, কি আনন্দ স্রোত ভাদিত অমরমাঝে ? মহর্ষি নারদ উন্মত্ত সে গীত শুনি নাচিত হরবে ! পঞ্চালে তাল স্থাপে দিতেন মহেশ !

হে স্ববেশ-প্রণয়িনী, কি চিন্তা মধুর হেরে পুনঃ এই সব! কত সে শ্বরণ হয় পুরাগত কথা! অনন্ত হিলোল উথ গিতে চিত্তমানে যেন অকশ্বাং!

আহা, প্রবাদের পরে, কিবা মনোহর স্বতি রশ্মি চিস্তা পথে থেলে মৃহতর অন্ত স্থাবেগা যথা কাদসিনী কোলে খেলায় সন্ধ্যার মুখে উজ্লি গগন!

বিষাদ হরৰ মাথা মধুর বচনে কহিলা স্করেশকান্তা "হে চাক হাসিনি, কোথা বল অমরার সে শোভা এখন! কোথা দে অতুল স্বর্গ ইক্স-রম্ণীর!

কেন আর চিত্ত দাহ করিস্ চপলে, শুনায়ে ও সব কথা ? শিগিব যথন দেবিতে ঐক্রিলাপদ শুনিব আহ্লাদে ! স্বর্গ নহে চপলা, এ—ইন্দ্রাণীর কারা:"

"কি কহিলা ইক্সজায়া, কারা এ তোমার ?" কহিলা চপলা হৃথে অন্তবে আকুণ "তারি ধারে এই দব অমর বিভব হাদিছে না আজ (ও) কি দে তেমতি গৌরবে?

বলিছে না অই শোভা মণ্ডিত স্থমেক, শিগর উঠেছে ধার অনস্ত বিদারি, তোমার (ই) চরণ তার সেবিতে বাসনা ? বলিছে না, এ দেব দেউল উঞ্চশিরে 'বৈজয়ন্ত শচীধাম' ? এই মন্দাকিনী, কার পদ প্রকালিতে মহাগর্ম্বে হেন চলেছে তরঙ্গ তুলি ? ভ্রমিছে হংবে আবর্ত্ত পুরুর আদি অই যে অম্বরে

কারে পৃষ্ঠাসন দিতে ? অই যে বিজ্বনি কার রথ-চক্রনেমি ভাতিতে ছুটিছে ? শচী ঐক্রিনার দাসী বলে কি উহারা ? কিম্বা বলে স্করেশ্বরী মহিনী তাদের ?"

উৎস্ক উৎকৃত্ন মুগ হেরি চপলার, স্কলে হাসির রেথা স্থারেন্দ্র-রমণী আলিন্দন দিলা তায়; কহিলা "চপলে, কহ শুনি স্থাকর দে শুভ সংবাদ,

রতি শুনাইলা যাহা সে দিন আমায়,— জয়স্ত চেতন প্রাপ্তি বারতা মধুর! না মিটে পিপাসা মম সে কথা শুনিয়া! স্বিত্র ধ্রার মাঝে নৈমিব বিপিনে

থাকিতাম মনঃস্থে পুত্র কোষ্যে করি পেতাম যদ্যপি নিত্য তায় ! কি আ**হলাদ,** আহা সথি, ভূঞ্জিল্প সেদিন মর্ত্তাধামে পুত্র কোলে বসিন্তু যথন সে নৈমিষে !

কোথা স্বৰ্গ তাব কাছে, হায় লো চপলে ! ক্ষিপ্ত হয়ে ভাবিনাম তা হ'তে অধিক স্থুপ এ অমবালয়ে ! পুত্ৰ পেলে কোলে জননীৱ স্বৰ্গস্থ্য —সক্ষত্ৰ সমান !

কত দিনে চপলা বে সে স্বথ আবার ভূঞ্জিতে পাইব চিত্তে ? কত দিনে বল্ জয়ত্তে করিয়া কোলে ভূলি এ হর্দশা— দৈতাকরে আমার এ কেশ আকর্ষণ !'' হেনকালে কামপ্রিয়া আদিয়া নিকটে বন্দিলা শচীর পদ! আশীষি ইন্দ্রাণী কহিলা—'মন্মথপ্রিয়ে, সদা স্কুণী আমি হেরি ভোৱে—ভূলিব না মমতা ভোমার।

কি স্থবী করিলা হায় শুনায়ে সে দিন ক্ষয়ন্ত চেতন বাৰ্দ্তা—মধুর সংবাদ! কহিতেছিলাম এই চপলারে পুনঃ শুনাতে সে স্ক্লমংবাদ।—হণ্ড চিরস্কুখী।

কি বারতা কহ আজি ? কহ ইন্দুবালা— চাক্রমতি দৈত্যবধূ—কি কহিলা শুনি সে উত্তর ? তাবিলা নিদয়া বুঝি মোরে— নিদয়া যেমন দৈত্য-মহিণী ঐক্রিলা ?

কত সাধ, কামবধ, শুনি তোর মূথে ইন্দুবালা বিষরণ, দেখিতে তাহারে ! কিন্তু ডাবি পাছে তার বাসনা প্রালে, পাশীয়সী ঐক্রিলা পীড়য়ে সে বালায়।"

উত্তরিলা মন্মথরমণী—হাস্তছটা বিশ্বাধরে সদা মনোহর !—হে বাসব-মনোরমে, বাসনা পূরিল এতদিনে! মনোরাঞ্চা পূরাইল বিধি! দিলা মোরে,

স্বরেশ্বরী, শুনাতে তোমায় এ সংবাদ ! মৃত্যুঞ্জয় এতদিনে সদয় তোমায়। এত দিনে হৈমবতী হেরম্ব-জননী চাহিলা তোমার মুগ ! শিব-ক্রোধানলে

(জ্বলিল যে ক্রোধানল সে দিন অম্বরে) জ্বাসিত ত্রিদিব-জ্বয়ী দম্বজ্ব-ঈপ্বরী। ভাবিলা ছাড়িবে ভোষা মহেশে তুষিতে। হে স্বরেশ-বুমা, দৈতানাথ কহিলা আমায় শীন্ত ষাও, মদনমোহিনী, শচীপাশে, কহ তাবে আদিতে হেথায়; অচিরাৎ কারাবাস শেষ তব, সতী!" নীরবিলা কামকন্তো মধুবহাসিনী প্রিয়ম্বদা।

ঝটিকার আগে যথা গম্ভীর আকাশ, পুলোম ঋষির কন্তা—পুরন্দর জায়া তেমতি গম্ভীর ভাব। ভাবিতে লাগিলা, অনঙ্গমহিলা বাক্যে চিস্তিত অন্তর!

কতক্ষণ পরে—"না বতি" কহিঁলা ধীরে "মায়াবী অস্তব ছলে ছলিল তোমায়! না বুঝিলে কামবধ, কালভুজন্দিনী ঐক্রিলাব কুটগেলা! ছাড়িবে আমায়?

হে অনন্ত-সংচিত্র, এ কথা কিরূপে স্কুদয়ে আশ্রয় দিলে ? যার তরে চর ধরামাঝে পাঠাইয়া কেশে ধরাইয়া আমায় আনিল হেথা, তার বাকা হেলি,

দৈতাপতি ছাড়িবে শচীরে ? কহ শুনি কি ছলনে ভুলিলে এ ছলে ? সত্য যদি ভাবিলে তা, বল বা কি রূপে—স্থসংবাদ ভাবিলে ইহায় ? রতি, শুভ সমাচার

শুনাতে আমায় যদি শুনাইতে আন্ত্র, তাপিত শচীব নাথ বাসব আপনি প্রবৈশিলা অমরায়—শ্বহত্তে মোচন করিতে ভার্য্যার হুঃখ। কিম্বা পুত্র মম

জয়ন্ত, জননী-ক্লেশ করিয়া নিংশেষ আসিছে বসিতে কোলে ! হে অনঙ্গরমে শচী কি সে দানবের আক্সাবহ দাসী, আদেশে ছুটিবে তার বশিবে যেখানে ? মোচন কবিতে আমা, নাহি কি দে কেহ, অকুল অমরকুল থাকিতে এধানে ? না রতি, কহ গে দৈত্য—"চাহি না উদ্ধার, সহিব এ কারাবাদে অশেষ যম্বণা,

পতিহত্তে যতদিন মুক্তি নহে মম!
এত কহি স্থিব নেত্রে শৃন্তদেশে চাহি
উক্ত্বাদিলা চিত্তবেগ—"তে শিবে শৈলজে,
জীব হুঃথ বিনাশিনি, শতী নিজালয়ে

দেবিবে ঐক্সিলা-পদ দেখিবে তা তৃমি ?" নীরবিলা বাসব-বাসনা স্থবেশ্বরী। স্থলপন্ন তৃলা, মরি, উৎকুল্ল বদনে শোভা দিল অপরূপ! প্রভাতিশ যেন

তাজ়িত কিরণ স্থির তুষার রাশিতে আভাময়,—আভাময় করি দশ দিক্! শিহরিলা অনঙ্গ-মোহিনী হেরি শোভা; ভারি মনে অস্তরের ক্রোধন ম্বতি, কাঁদিয়া চলিলা ধীবে ঐক্রিলা আগারে!

পঞ্চদশ সূর্গ।

গেলা যবে দৈতাপতি উত্তর তোরণে
দণ্ডিতে অমনদর্শ –দণ্ডিতে সমরে
মহাব্দ বাযুক্লপতি প্রভল্গনে,
দণ্ডিতে ফুর্জায় পাশী জলকুলেশ্বরে,

প্রচন্ত মার্ক্ত ওদেবে, শাসিতে প্রংগ্রামে ভীম শিথিধবজ্ব শিবস্থতে,—গেলা বরি কন্ত্রপীড়ে দেনাপতি পদে। দম্ভ ছাড়ি বাবে বাবে ফিরিতে লাগিলা দৈতা স্থত। পূর্ব্ববাবে যোর রণ দেবতা অস্বরে— ভীমরঙ্গে যুঝিছে অনপ, যুঝে সঙ্গে ইক্সন্থত জয়ন্ত কুমার ধন্ত্র্পর। বাজিছে অমরবাদ্য সমর উল্লাচন;

কৈত্যৱশ্বাত বাজে অখুনিধি নাদে; ভৱকর কোলাইল বিদারে অম্বর! অগ্রামরি চম্মুথে কোদও টকারি দাড়াইল কন্দুপীড়—বাজে ঘোররণ!

ছুটিল অমর ঠাট দ্রিদিব আকুলি; ছুটিল দানব গজ্জি জলদ গজ্জনে; ঘন ঘন টলে স্বর্গ বীরপদভরে। কভু ক্ষণকাল, দেবদৈয়া অগ্রসর

বিমথি দম্বজে --- ক নিলি দৈতাসেনা অমবর্নেরে, ধায় ঘোর কোলাহলে। মটিকা-তাড়নে যথা তরঞ্জ উত্তাল থেলে রঙ্গে বেলাসঙ্গে সাগরের কুলে ---

কভু জ্বলরাশি নত্তে ছুটে উঠে তীরে, আবার পালাট ধায় সিন্ধুর গর্ডেতে তেমতি সমর রঙ্গ অমর দানবে! দাব্দিয়া প্রাচীর ক্রমে উঠিতে দাবিলা

আসর-বাহিনী; অগ্নি অগ্নিম্ম তম্ব,
জয়ন্ত চীনণ, দেব সেনাদল আবেগ
ছুটছে উৎসাহে সিংহনাদে স্বকুল
করি উৎসাহিত! পড়ে দেব অগ্নাথতে

দৈতা-অনীকিনী, পড়ে শিলাগণ্ড যথা আছাড়ি আছাড়ি, ছাড়ি উচ্চ গিরিশৃন ; কিম্বা যথা জমবাজি ঝড়ে মড়মড়ি। যোৱ উচ্চস্ববে, বহি, —"হে অমর চম্ আর ক্ষণকাল বীর্ঘ্য দেখাও অমনি, দেবহস্তগত তবে হয় এ নগরী।— অই স্থান, হে বীবেক্স বাসবতনয়, লজ্বিলে, দানবশৃস্থা নিমেষে এ দার!

দেখিবে অচিরে সে চির আনন্দধাম, দেখ নাই দেব চক্ষে বছকল্প ধাহা,— অমরার চির রত্ন নন্দন উন্থান !" বলি অগ্নি, ফ্রালঙ্গ মস্তিত কলেবর

লন্দে নন্দে সর্ব অগ্রে উঠিলা প্রাচীরে, ছুটিলা জ্বস্ত জত সদৈক্ত পশ্চাতে। নারে ক্ষুপীড়দেনা দে বেগ ধরিতে; বৃত্তস্থত যুঝিলা অভূত পরাক্রমে,

নারিলা ফিরাতে নিজনলে; ভদ দিলা দেনা সঙ্গে, সর্বা অঙ্গে শোণিতের ধারা। এথায় উত্তর দারে অমর স্থরথী বুঝিছে দানবসঙ্গে; সমরে মাতিয়া

দেগাইছে স্থবর্ক অমর-বিক্রম, নিবারি দৈত্যেক্ত-ভূজবল ভয়প্পর। স্থব-ক্ষিপ্ত শররাশি ঝলসি গগন, ছুটছে অধুকুল দিক্—বিদারি যেমন

বিছাৎ তরঙ্গ পায় অনন্ত শরীরে— উগারি অনলরাশি বিভীষণ শিখা। পড়ে ভীম জটাস্থর, (সঙ্গে ফিরে যার দ্বিকোটি দানব নিতা) দৈতা মহাকায়,

দন্ত কড়মড়ি, ভীম গদার প্রহারে;
য়ৢরায়ে ঘর্ষরে যাহা নাসুক্রপতি,
হানিছে চৌদিকে, নাশি দল্পজের দল,
একা সপ্তভক্ত কবি দিকোটি দানবে

কালাগ্নি জলিছে অঙ্গে, ধাইছে মাৰ্ক্তণ্ড উজলি সমরসিন্ধ—উজলি যেমন বাড়বাগ্নি ধান্ন জালি সিন্ধ্ন শতক্রোশ— ঘুরায়ে প্রচণ্ড চক্র অস্করে নাশিছে।

পলাইছে দন্তবক্ত দানব হুর্মতি, (অমুর জর্জ্জ: তমু দন্তাঘাতে যার, ভয়ে যার লবণ সমুদ্র প্রকম্পিত) পলাইছে স্বদল সহিত ভীম বেগে;

লক্ষ লক্ষ দৈত্যসেনা ছুটিছে পশ্চাতে— যথা ঘোর বঙ্গে ধায় ঘুরিতে ঘুরিতে ঘুর্ণবায়ু সঙ্গে রুক্ষ, লভা, পত্রকুঙ্গ ! শত গণ্ডে গণ্ড করি মুণ্ড দানবের

ফেলিলা মার্ক্ত দেব ; নিমিষে নাশিলা। সহস্র দত্মজ বীর, শৃ্তো বুরাইয়া দীপ্ত চক্র ভয়ঙ্কর। পড়িলা সমরে, হুরস্ত বরুণ হস্তে দানব হুর্জীয়

নিংহত্ও—সিংহের সদৃশ মুগু গ্রীবা ! কাঁপিত নাবিকর্ন্দ সদা যার ভয়ে পশিতে পিস্লার্থবে—পশিতে যেমনি কৃতাস্ত ভবনে পাপী। কেশরী গর্জনে

বৰুণে নেহারি দৈত্য প্রাণারি দিভুদ্ধ (উন্নত বিশাল শালতক্রকাণ্ড যথা) ছুটিলা বিকট বেগে গগন আধারি। দিলা রড় বকুণের অন্তুচর সেনা

দেখিয়া অন্ত্ত কাও। পজ্জিলা বৰুণ— গর্জিলা যে রূপে পূর্ণের, যবে অহিরাজ উগারিলা কালকৃট—নীলকণ্ঠ পেয়! কহিলা—"যা পলায়ে, রে ভীক্ন ফেরুপাল! নুকা গিয়া নরকান্ধকারে প্ররাপম ! অসরকুলকলম্ব ! ভদ দিলি রবে, পৃষ্ঠদেশে থাকিতে বরুণ ? হা পামর ! দেগ, দেব-কুলাদার, দেগ দূরে থাকি,

সে সাহসও থাকে যদি—পাশীর কি তেজ:।" বলি হঙ্কঃবিলা, যথা হুঙ্কাবি প্রলয়ে আন্দোলি অতলতল তবঙ্গ ছুটান; ধবিলা সাপ ট মহাপাশ—দিলা ছাড়ি!

মেঘনক্র মক্রিল অম্বরে; পড়ে দৈতা ভীম নাদে, নগে দত্তে মনঃশিলা থাতি,— ছাইল সমবাঙ্গণ দৈত্য-শর-দেহ। যমিছে অমরদৈক্য প্রাচীরশিগরে,

নিএলেশে হীনবল দম্ভব।তিনী, নিএখি মহাদানৰ গৰ্জিলা ভীনণ — বাস্থকী গৰ্জন ভীম ঘণা; মহাদচ্ছে হানিলা প্ৰাচীৱমূলে ঘোর পৰাঘাত;

টলিল অটল ভিত্তি বিশা নিশ্মিত ! পড়িল ভাঙ্গিয়া শত গণ্ডে গণ্ড হয়ে, ভূকম্পনে ভাঙ্গে থথা ভূবএ-শগ্ৰী । ভূগিলা তথন মহাধ্যুকা—ভিন্দিপাল—

ছুই হত্তে মৃষ্টিতে দাপ্টি; পরশিল বিশাল অনস্ত প্রান্ত দে গড়কা ভীষণ। আকুন রুবভ ত্ল্যা বিক্রমে দৈতোশ, গণ্ড খণ্ড করি শুক্ত ভীম ভিন্দিপালে,

মণিতে লাগিলা বেগে দেব-চম্বাশি। উ^{ত্}ড়ল অমরতকু আচ্ছাদি অম্বর, বথা দে কার্পাস রাশি উড়ায় ধ্নারি ট্যারি ধুনন যুগ ক্ষি**তা** দুগুগাতে। প্রকাহিল খেত স্বচ্ছ অমর শোণিত; দেব-অঙ্গে বহিল তরঙ্গাকারে ধারা মনোহর—সৌরতে পূরিয়া অপরূপ। অক্ষত দেবের তত্ত্ব অস্তের আঘাতে,

(অশ্বীরী মাকত যেমন) ছিন্ন নহে ক্ষণকাল সে ভীম প্রাহারে—কিন্তু দেহ দহে মন্ত্রদাহে, দহে যথা নরদেহ কূট হলাহলে যোরতর। স্কুর্বন

জলনে অন্থি', দৈত্য-প্রহাবে আকুল, ছাড়ি স্বর্গতন শীঘ্র উঠিন বিমানে; উঠিন নিমেবে শৃত্যে কোটি ব্যোমবান আভাময়—দেব-অস শৌভা অঙ্গে ধন্ধি।

অধুত নক্ষত্র যেন উঠেল সহসা নীলাম্বরে। অপুর্ল কিরণ অভ্রময় ছুটতে লাগিল শৃত্যে শতাঞ্চ লহরী নিনাদি মধুর নাদে; ছুটল চকিতে

শিপিধ্বজ মহারথ ইরম্মদগতি, ছুটিন স্থর্গ্যের এক চক্র প্রশানন উত্তাপে ঝলসি নভশ্চর প্রাণিকুল; অপূর্ব্ব নিনাদে, পাশী বরুণ সান্দন

ছুটতে লাগিল চক্রে চুণি মেঘদল; মনোরথগতি বায়ু রগ ক্রতবেগে আকুল করিল ব্যোমদেশ রাষ্ট্রধারে দেবপুরী অমরা উপরে বর্ধার

শরজান—দৈত্যচম্ মৃপ্ত, গ্রীবা, বক্ষঃ বাহু ভেদি ; চমকে উজলি অত্রতন্ত্র— তড়িত নির্মাব যথা। দমুষ্ণবাহিন অনুপায় দুর শ্য়ে অমব স্কর্মী; না পাবে স্পর্শিতে অস্ত্রে কিম্বা ভূজপাশে লাগিল পড়িতে, পলকে পলকে দৈত্য সেনা অগণন। নির্বিলা রক্তাস্কর— ত্রিনেত্র ব্বিল ঘনবঞ্ছি-চক্র প্রায়

উজলি বিশাল ভাল; দছে হুহুকারি বাড়ায়ে বিপুল বপু: করিলা দীঘল— দীঘল ভূধর মেরু যথা; কিম্বা যথা ফণীক্র বাস্কুকি সিন্ধু-মন্থন প্রলয়ে।

দাঁড়াইলা রণস্থলে দম্বজেন্দ্র শূর, প্রসারি স্থনে বাহু, ঘন লক্ষ্ণ ছাড়ি, প্রচণ্ড চীৎকারধ্বনি হুন্ধারি নাসায়, দূর শূন্তে ক্ষেব্যান ধরিতে লাগিলা,

আছাড়ি আছাড়ি চূর্ণ কৈলা ক্ষণকালে রথ অখ অন্তর্কুল স্তদূরে নিক্ষেপি। দেব সেনাপতিবৃন্দ ত্রাসিত তথন আরো দূরতর ঘোর অন্তরীক্ষপথে

চালাইল দিব্য যান, দিব্য অস্ত্রকুল চাপে বসাইল দ্রুত, শিক্তিনী টঞ্চারি ঘোর নাদে; মহাতেজে ছুটিল সঘনে অস্ত্রকুল, বিশ্বহর প্রলয় প্রন

ছুটে যথা ভালি গিরি শুন্ধরাছি—ভালি জন্ম কাণ্ড-শাথা বেগে ;—মুহুর্ত্তে উড়িল দশ দিকে, লক্ষ্য কাফ দৈতা মহাকায়; লণ্ডভণ্ড দৈতাবাহ ভয়ন্ধ্য বেগে

ছুটিল বারীশ অস্ত্র মহা প্রহরণ ;— ত্রিভূবন স্তস্থিত, কম্পিত চরাচর ; প্রশম প্রাবন বঙ্গে টলিল ভূষব ; ভাসিল দম্মুদ্দল উপ্তাল হিক্সোলে ; শৃশু যুড়ি পড়িতে লাগিল উর্দ্ধপদ অযুত দম্বন্ধ-তমু দূব নিমে বেগে— পর্বাত, ভূতল, সিন্ধু, অতল আচ্ছাদি। যন হাহাকার শব্দ দৈত্যমগুলীতে!

বিকট মৃত্যু আবাব দন্তের ঘর্ষণ ! দহিছে দিভিজগণে প্রতণ্ড ভাস্কর বরষি প্রথার কর—কালানল যেন— বাণক্ষেত্রে অহ্য দিকে। যুঝিছে কৌশলী

সমরপণ্ডিত ধীর শুর উমাস্কত ; দেখি রত্রে অন্ত শরে অভেগ্ন শরীর হানিছে স্থতীক্ষতর শঃ চমংকার ;— শুন্তা ব্যাপি একেবারে বাহিরিছে যেন

কোটি ভূজসমালা; মালার আকারে ঘেরিছে অস্কর অঙ্গ বিদ্ধি গরতর, বিদ্ধে যথা বিষদন্ত বিশাক্ত তক্ষক যমদূত। শরদাহে আকুল অস্কর,

লক্ষ্য করি শিবস্থতে ধরিলা সাপটি সংহারীর শেনশূন-—দিনা শৃন্তে ছাড়ি। চলিলা সে অন্তবর অম্বর উজ্লি, জ্বলিল হুজীয় শিগা ঝলকে ঝলকে;

রজাও পুরিল শূল গ্রহ্মনে ভৈরব। থোর রঙ্গে ভ্রমে অন্ধ্র---গ্রহ্মিও যেন হইলে স্বস্থানচ্যুত ভ্রমে শৃত্যদেশে --কত্ত্বক্র চক্রগতি, কতু স্থির ভাব,

কথন নক্ষত্র তুগ্য গতি অদ্ভূত ! স্তস্তিত দমুজ দেব, অস্থির আকাশ, নেহারি শমুর শৃগ। কুমার আদেশে অদৃশু হইলা স্থ্য আদি ক্ষণকালে— নুকাইয়া তমু আভা গভীর তিমিরে ! ডুবিল, মরি বের, যেন আঁগারি গগন কোট তারকার বুল্ল ! হরিল দেবতা দেবতেজে, গগনের তেে গালি যত—

না বহিল শব লক্ষ্য অন্ত ক্ষে আব ! এক মাত্র প্রেম্বলিত শূলের কিবণ অলিতে লাগিল শূক্তদেশে ক্ষণে কণে। প্রান্তে প্রান্তে গগনের ভ্রমিলা ত্রিশূল

ঘুরি≈অস্তরীক্ষময় লঁক্য না হেরিয়া ফিরিলা দৈত্যেক্স করে অভিমানে নত। দেখিলা দমুজপতি সে অন্ন আলোকে রণস্থল ভীম শবস্থল এবে! একা

সে প্রাঞ্গণ মাঝে ! যথা নগরাজচ্ড়া মৈনাক, মীনেক্র তিমি বোটত সাগরে গজকুর্ম্ম রণে যবে উড়ে বৈনতেয়। দেখিলা অদ্রে, হায়, ধৃলি বিল্টিত

দন্তগবিজয় কেতু ! নেহারি হৃঃথেতে দৈত্যনাথ স্বহস্তে ধরিলা সে পতাকা, বীরগতি আলয়ে ফিরিলা চিস্তাকুল।

ষোড়শ সর্গ।

নিকুঞ্জ ফুল্র, নন্দন-ভিত্র, চাক শোভাময় মুনি মোহকর, নবীন পঞ্জবে ঝর ঝর ঝর নিনাদ মধুর; থর থর থর মঞ্জুরী দোলো। স্থগন্ধ-মোদিত নিক্ঞ কাননে স্থমন্দ মান্তত আনন্দিত মনে ঢিপায়। ঢিপিয়া মধুর নিস্বনে ছুটিছে চৌদিকে—পড়িছে সঘনে কুম্বম কোলে॥

হাসে ফুলকু**ল** ত**ৰুণ স্থলন ;** স্থলোলিত শোভা, রমে ভর ভর ধ্বেত বক্ত নীল পীত কলেবর থবে থবে থবে—হাসি মনোহর _. মুকুল-মুগে।

ঝরে স্থাকণা তম্ব স্লিগ্ধ করি ঝরে হিমাচল নিশিগদ্ধা'পরি ; ছোটে কুঞ্জময় মধুর লহরী সঙ্গীত বাদন শ্রুতিমূল ভরি

অভূল স্থাপ ।

ডালে ডালে ডালে ডাকে পাথীকুল;
স্বরগ-বিহঙ্গ আনন্দে আকুল;
কেলি করে স্থাপ খুটিয়া মুকুল
উড়ি ডালে ডালে; কুরঙ্গ ব্যাকুল
বেড়ায় ছুটে।

ত্রমে পঞ্চবাণ, পিঠে পূষ্পদন্ত হাতে পূষ্পশর, স্থনোহন তন্ত্ব, অরুণ অধরে প্রভাতয়ে জন্ত স্থহাসি বিজ্ঞলী ; নেত্র কোণে ভান্ত তরঙ্গে লুটে ॥

ঐব্রিলা কহিছে "শুনহে মদন, রচিলা নিকুঞ্জ কাসনা যেমন ; আশার(গু) অধিক এ স্থরভি বন ত্রিদিবে অতুশ—সফল সাধন তোমার শ্বর।

দৈত্যপতি হেরি এ কুঞ্জ স্থান্দর বাগানিবে তোমা, শুন গুণধর, রণশ্রান্ত যবে মহাদৈত্যবর ফিরিবে এথানে ;—রতি মনোহর স্থাংথ বিহর ॥" বলি কুঞ্জে পশি, ঐন্তিলা স্থলনী হাসে চারু হাসি স্থাদপণ ধরি, হাসে চারু হাসি পীন-পয়োধনী হেরি বিশ্বাধন,—অপান্ধ লহনী নয়নে পেলা।

"বামা আমি, ওহে দৈত্যকুলেশ্বর" কহে দৈত্যবামা অর্ক মূহ স্বব, "শচী ছাড়ি নাথ, আমায় কাতব করিবে ভেবেছ—ইঞ্ছায় আমার এতই হেলা॥

আমি, দৈত্যনাথ রমণী তোমার, বাসনা পূরাতে আছে অধিকার তোমার(ও) যেমন তেমতি আমার, হে দমুজ্পতি, দেগিবে এবার বামা কেমন।"

হেনকালে শুনি ভূমণের ধ্বনি ফিরিলা ঐক্রিলা—বেন ভূজিদিনী ডমক্বর রবে ফিরুয়ে তথনি ফণা ছূলাইয়া—ভ!বিয়া ইন্দ্রাণী করে গমন।

দেখিলা একাকী অনসংযোহিনী বৃতি আদে দীবে, বাজিছে কিঙ্কিণী; চিন্তা-অবনত চারু চন্দ্রাননী— যথা স্থামুখী, যবে সে যামিনী

জিজ্ঞাসে ঐক্রিলা "মদন-মহিলা, ইক্রপ্রিয়া শতী কোগায় রাগিলা ? বাসব-বনিতা, কহ, কি কহিলা শুনে সে বারতা,—শিবোপা কি দিলা মনের মত॥''

দৈত্যেশ-মহিষি, আমি তব দাসী, কেন বাস কর, মুখে নাহি হাসি, ইক্লের কামিনী যে জভিনানিনী জান ত সকলি---গন্ধবি-নন্দিনী, শচী না আমে। না চাহে মোচন, চির কারাবাদে ববে ইক্রজায়া —এ স্বর্গ নিবাদে, শচী নাহি চাহে আপন মঙ্গল দহুজ-প্রসাদে —সহিবে সকল না ভাবে ত্রাদে॥"

প্রকৃষ্ণ-মানন গন্ধর্ম-কুমারী নয়ন কোণেতে রতিরে নেহারি, থেলায়ে অপাঞ্চে ভড়িত তরঙ্গ দংশিলা অধর—করি গ্রীবা ভঙ্গ

ক্ষণেক থাকি।
কহিলা, "কি রতি, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী
না আদিবে হেতা ? সাবাদ্ মানিনী!
বৃথা কি হবে সে অস্ত্রের বাণী
'শতীর উদ্ধার' ?—াব লো আপনি

এ সব রাপি॥

সাজা দেখি, রতি, ভাল ক'রে মোরে, কেশ-বেশস্থাদ আদে ভাল তোরে; সাজা লো তেমতি ধেন হাদি-ডোরে বাধি দৈত্যরাজে—রতি, মন ভোরে সাজা আমার।

জিনিয়া সমর ফিরিলে অস্থর, রণশ্রান্তি তাঁর করিব লো দুর এ নিকুঞ্জ বনে !—মরি কি মধুর মদন-কৌশল ! মরি কি প্রচুর স্কর্পক্ষ বায় !

সাজাইলা বতি গন্ধৰ্ম-কুমারী (ধন্ম বতি, তোব গুণে বলিহারি।) নীলোৎপল যথা ধু'লে ধারাবানি— ঐক্রিলার মুখ ; অলকার সারি ভ্রমর তায়।

সাজিলা উক্তিলা; মধুর মাধুরী বসন ভূষণে পড়ে যেন ঝুরি; পড়ে যেন ঝুরি চারু পয়োধরে; লাবণ্য-তরঙ্গ থরে থরে থরে

নাচিল পায়!

চৰ সময়ে কিবা সাজে রতি লোতে কন্দর্পে রূপকুলপতি ? শবের দুমাধি ভাঙ্গিতে পার্ববতী নছিলা বা কিবা ৪ মোহিনী ঘবতী

1

স্থা-তুমুলে ?

विक्तिन (म मन के किना जभमी দাছিলা স্থলার বাসে কটি কসি: কন্তলে রতন ঝলিছে ঝলসি ত বকার মালা--মন্মথ-প্রেয়সী আপনি ভূলে॥

অন্তর-মোহিনী নেহারে মুকুরে দে বেশ লাবণ্য, গরবেতে প্ররে; শ্চীরে পাইবে ভুলায়ে অস্তবে ভাবিল নিশ্চিত: কোকিলা কুহুৱে কহে "লো রতি.

সাজা এই থানে যত অলম্বার, হত বেশভ্যা আছে লো আমার ; রতন-মুকুট, মণিময় হার, জয়লদ্ধণন, --- প্ৰেশ-ভাণ্ডার ঢাল যুবতি॥

গ্রান থান পুষ্পর্বণ' গ্রন্থ গজ. নেতের পতাকা, কেমময় ধবজ: धान वौषा, त्वध , भन्तिता, भवज. খামার যা কিছু: -- মানদ-পঙ্কজ.

কটাৰ আছ।

বল চেডীদলে সশস্ত্র সাজিয়া নাড়াক সকলে এখানে আসিয়া,-विश्वें।, विश्वना, कथानी, कानिका, যে যেথা আছে লো গন্ধর্ম-বালিকা

দানবী সাজ।

₹াও, হে অনন্ধ, ফিবিলে অন্ধ্র জানাইও বার্ত্তা, নিকুঞ্জে মধুর লি কিছুকাল।"-বাজিল ঘুজ্যুর নাচিয়া কটিতে—চরণে নূপুর

মধর তায়।

"ঐক্রিলার গতি কে ফিরাতে পারে" किंगा मानवी युक्त अक्षादा-"হে দম্বজনাথ, ঐদ্রিলা হে নারে বাসনা ছাডিতে—বাসব-প্রিয়ারে ধরার পায়।"

হেন কালে কাম কহিলা সংবাদ ফিরিছে দৈতোক সাধি নিজ সাধ জিনিয়া সমরে—যথা সে নিষাদ উজাড়ি অরণা, পূরাইয়া সাধ কটীরে যায়॥

স্থগন্তীর গতি, অতি ধীর ভাব. ভাবে দৈতা মনে "এ জয়ে কি লাভ ? দম্হ বাহিনী সংগ্ৰামে অভাব করিল অমর--এ রূপে দানব ক'দিন রবে ?

আমি যেন রাগে লভিত্ন বিজয়, আমারি যেন এ শরীর অক্ষয়, প্রতি রণে যদি দৈত্যকুল ক্ষয় হয় হেন রূপে —কারে লয়ে জয় ভূঞ্জিব তবে ?"

চলিল ঐক্রিলা আগু বাড়াইয়া. বসন্ত-স্থারে সংহতি লইয়া. চলন ভঙ্গীতে তরঙ্গ তুলিয়া ভলায়ে কন্দপ-মধ্য অমিয়া হাসিতে ঢালি।

দিল। আলিখন প্রকল্প লোচন: নেহারি অম্বর দানবী-বদন ভূলিলা সকল ভাবনা বেদন যা ছিল অন্তরে—নিমেষে ক্ষালন মনের কালি !

কহিলা, "ঐক্রিলে, একি মনোহর শোভা হেরি আজ। মরি কি স্থন্দর ক্পিরে ফুটিছে স্থ-ওষ্ঠ, অধর-অরুণের রাগে ! তমু-মিগ্ধকর

এ ভুজ্লতা।"

রণশ্রান্তি, নাথ ঘুচাতে তোমার, আমার আদেশ বিরচিলা মার মধুর নিকুঞ্জ ; শোভা হেরি তার সাঙ্গিকু আপনি ! --এণ্চিপ্তা-ভার ঘুচার চল ।"

ৰুণু ৰূণু ধ্বনি কিন্ধিনী, নুপুৰে,
আগু হৈল ধনি ধীবে ধীবে ধীবে,
অনীঘল-তন্ত্ব এবে দৈত্যববে
বাধি ভূজপাশে-চাক অঙ্গে ঝবে
শশক্ষ-আলো।

প্রবেশি নিকুঞ্জে শিহরে দানব ! চারিদিকে মৃথ মধুর স্থরব,— যেন উপলিছে মাধুরী অর্থব ঢালিয়া চৌদিকে !-মুকুল, পল্লব, অনঞ্ব-য

অচেতন দৈত্য ভুঞ্জিয়া মাধুরী ! জাগাইল হাসি ঐক্রিলা স্থলবী ; বণ-শ্রান্ত শৃবে স্কবে শাস্ত কবি, চলিলা ভ্রমণে—ভূজপাশে ধবি অস্ত্রববর ॥

কিছু দূবে গিয়া কহে দৈত্যবাজ
"একি হেরি, প্রিয়ে, তব ভূবা, সাজ! কেন এ সকল কেন হেথা আজ
পড়িয়া এ ভাবে ? চেড়ীবা সমাজ! একি সমর ?

"কোথা তবে আর রাগিব এ সব, কহ শুনি ওহে হৃদ্যবন্ধত ! কার গৃহ, হায়, ভবন ও সব দেখিছ ওধানে ? অমর-বিভব ! শুচী-ভবন ।

অমরার রাণী !—ইন্দ্রের ইক্রাণী !
কহিলা রভিবে, কহিলা বাধানি,
এ ভূবন তার। কহিলা কি জানি
তক্কর আমরা ?—চাহে না সে ধনি
কারা-মোচন।

'দৈত্য-বাক্য ছার' কহিলা আবার 'কারামুক্তি, হারা, কে করে রে কার p' শুন হে দানব, প্রণোগ-ক্ঞার এ স্থা ঐষ্যা। তার (ই) অধিকার হেথা সক্লি।

কি জানি কখন আসিবে সে ধনি, মনোছণে তাই আইন্ধ আপনি লতার-নিকুজে !—ছাড়িব যগনি শচী আজ্ঞা দিবে।"—নীরব রমণী এতেক বলি।

তানিতে তানিতে ক্রোধেতে অধীর
বাড়িতে লাগিল অস্তর-শরীর
পর্বত-আকার, নিখাস-সমীর
বহিল সবেগে—কহিল গস্তীর
"রতি কোথায় ?"
রতি কাঁপি কাঁপি আসি দৈত্যপাশে

কহে "ইক্সপ্রিয়া রবে কারাবাদে ; নাহি চাহে শতী আপন মঙ্গল দৈত্যেশ-প্রসাদে—সহিবে সকল থাকি এথায়।"

রক্তবর্ণ আঁপি পুরিল সঘনে, ফুলিল অধর ভীষণ বদনে, কড় কড় ধ্বনি রদনে রদনে উঠিল বিকট কহিলা গর্জনে ভীম অম্বর—

"আমার আদেশ হেলিলি ইক্রাণী ?" বিফল করিলি দৈত্যরাজ-বাণী ?" বলি ছিড়ি কেশ গুই হস্তে টানি ছুটিল হঙ্কারি;—হেবি দৈত্যরাণী বামা-চতুর।

নিল ফুলধন্ম আপনার হাতে; বাঁকাইল চাপ (ফুলবাণ তা'তে) আকর্ণ পুরিয়া; বসি হাটু গাড়ি (সাবাস স্থলবি !) বাণ দিল ছাড়ি ক্টবং হাসি। জব্যর্থ সন্ধান ! মদনের বাণ আকুল করিল দমুজ পরাণ ফিরিয়া দেখিল স্থির সৌদামিনী হাসিছে ঐক্সিলা—দানব-কামিনী লাবণ্য-রাশি।

দাড়াইলা শ্ব। আসিয়া নিকটে উদ্রিলা কহিলা মধুর কপটে "এ নহে উচিত, হে দমুজনাথ, তুমি যাবে সেথা কবিতে সাক্ষাৎ শহীর সনে।

তবে গর্ম্ব তার হবে যে সফল—
দেই স্বর্গরাণী ! হবে কি বিকল
দাসীর আদেশে দৈত্যরান্ধ বল ?
ইক্রিলা-বাসনা জান ত সকল,

আছে ত মনে !"
কহে দৈত্যপতি "তোমায়, স্থল্যরি,
দিলাম সঁপিয়া ইশ্র-সহচরী;
বে বাসনা তব, তার দর্শহরি,
পুরাও মহিদি; —ফণা চুর্ণ করি

হরনে উন্নত্ত হাদিলা ঐক্রিলা;
ম্বথে দৈতাবরে অলিস্কন দিলা;
ডেড়ীদল সঙ্গে গরবে চলিলা
গজেন্ত্র-গমনে; কটাক্ষে হানিলা
বেয়ার দামিনী;

मश्चनम मर्ग।

আন ফণিনী।"

লেবারি দমুজনাথ দৈত্যসভামানে বেষ্টত অমাত্যবর্গ ; সমর-কুশল মংগবল দেনাপতিবৃন্দ চারিধারে। নিকটে বসিায় ধীর স্থমিত্র ধীমান্ কহিছে গম্ভীরশ্বরে—"দৈত্যকুলেশ্বর, দিন দিন মরে দৈত্য দেবের উৎপাতে; মবিলা যে কত, হায়, না হয় গণনা— বীরবংশ ধ্বংসপ্রায় দেবতার তেজে।

"ক্রমে দর্প, সাহদ বাড়িছে দেবতার ;— বাড়ি বরিষায় যথা তরঙ্গিণী-ধারা ধায় বঙ্গে ভাঙ্গি বাধ ছকুল উছলি, গৃহ, শশু, পঞ্চ, প্রাণী নাশি অগণন।

"হের ছর্নিবার তেজে জয়ন্ত, অনল, সমরে অস্তুরে জিনি অসম সাহসে প্রবেশিলা পূর্ব্ব হারে লজ্মিলা প্রাচীর অসংখ্য অমরদৈন্ত; হে দৈত্যশেষর,

"অর্দ্ধেক অমরাবতী ভূজবলে দেব অদিকার কৈলা এবে। উত্তর তোরণে, আবার সান্ধিতে রণে দেবসেনাপতি— মহারথী কুমার, বরুণ, সূর্য্য, বায়ু।

"ভাবিলা, ২ে দমুজেন্দ্র, পলাইলা তারা লুকাতে ত্রিশূল-ভয়ে পাতালে আবার, সে আশা নিফল প্রভূ ইক্সজালে ছলি করিছে কপট রণ অমর মায়াবী!

হৈলা দেব অস্থা-কণ্টক। কি উপায়ে, বৃদ্ধিতে না পারি, হায়, এ স্থবগপুরী হবে স্থারথী-শৃত্য-ভঃসহ সমর সহিবে ক'দিন আর এরূপে দানব ?"

দানবকুণ-ঈপর বুত্রাস্থর তবে— "সত্য যা কহিলা, মন্ত্রি ! কিন্তু কহ স্থাদি, কি ফল বাঁচিয়া স্বৰ্গ ছাড়ি !—যাৱ লাগি কত তপ কৈমু কত যুগ নিরাহারে; শজনিতে সমরে যায় কত মহারথী দৈত্যবীরকুলশ্রেষ্ঠ ত্যজিলা পরাণ; যার লাগি অসংগ্য অসংগ্য দৈত্যদেনা পড়ে রণে, বীরদর্পে, শমনে না ডরি।

"জনম বীরের কুলে—মরণ (ই) সফল শক্রথাতি রণস্কলে ! হে সচিবোত্তম, কে কোথা রাজহ ভুঞ্জে বিনা যুদ্ধ পণে— মৃত্যুভ্তমে সমরে বিরত কবে শূর ?

"কবে সে বীরের চিত্তে ক্লতান্তের ভয় হানিতে সমরে শক্ত ? ত্যজিতে পরাণ যুঝি রঙ্গে রিপু সঙ্গে সমর-প্রাঙ্গণে ? শুন, মন্ত্রি, যতদিন এ দমুজকুলে

একমাত্র অস্ত্রপারী থাকিতে জীবিত, পারিব ধরিতে অস্ত্র এ প্রচণ্ড ভূজে, বহিবে ক্লধির-স্রোত এ দেহে আমার,— নহি ক্লাস্ত ততদিন এ গুরন্ত রগে।"

হেনকালে রুদ্রুপীড়, বীর-চূড়ামণি, মণ্ডিত সমর-সাজে আসি গাড়াইলা নতশিব, পিতার সম্মুথে কর যুড়ি। শীর্ষক উজ্জ্বল শিরে, অলে স্থ-কবচ,

রক্ষম অসিমুষ্ট ঝলসে কটিতে— সারসনে; পৃষ্ঠদেশ নিবঙ্গ ঝলসে। কহিলা, "হে তাত, তোমা দেখাতে এ মুখ, পাই লাজ; হে বীবেক্স, তব পুত্র আমি

"চিন-অরিন্দম রণে—সমবে হারিস্থ নারিস্থ রক্ষিতে পুরী তিন দিন কাল! হারিস্থ অনল-হস্তে! জয় ৬ বালক অধিকার কৈল দার রক্ষিত আমার! "রণে ভঙ্গ দিল, পিতঃ, দমুজ-বাহিনী— আমি যার সেনাপতি ! জীবিত থাকিয়া তাহা চক্ষে নিরথির ! এ নিন্দা ঘুচাব, ত্রিলোকবিজয়ী দৈত্য-পতি রণস্থলে;

"সমর-বহিতে—ঘলা দাবাগ্নিতে বন— দহিব অমর-দৈস্ত ; সমর কুশল জিনিব অনল দেবে—জয়ন্তে জিনিব ; নতুবা, হে তাত, এই শেষ দরশন

"ও চরণ ফরবিন্দ। — আজা দেহ স্থতে।" বলি পিতৃপদ-ধূলি ধরিলা মন্তকে। শুনিয়া পুত্রের বাণী বৃত্রের নয়নে দেখা দিল বাম্পবিন্দু; দিতৃত্ব প্রসারি

পুত্রে দিয়া আলিপন, কহিলা দৈত্যেশ—
"এ প্রতিজ্ঞা, বীরশ্রেষ্ঠ, উচিত (ই) তোমা
দম্ক-কুলতিলক পুত্র কদ্রপীড়!
চির অনিন্দম তুমি—কিন্তু শুনি পুনঃ

"স্থরেক্ত আসিছে রণে, পশিবে সত্তর অমরায়—স্থরনাথ ছুজ্জীয় সমরে; না পারে যুঝিতে তারে ক্রিভ্রনে কেহ, মৃত্যুজ্মী রুজু বিনা, রক্ষঃ, প্রাক্তরে!

"তার সনে সমরে পশিবি একা তুই ? রে স্থধরি, একমাত্র পুত্র তুই মম :" বলি পুনং গাঢ়তর দিলা আলিঙ্গন কন্দ্রপীতে বজে ধরি দক্ষত্র-শেগর।

কহিলা আবার ছাড়ি ঘন দীর্ঘণাস
"কিন্তু বীর ভূই—বীরপুত্রমহারথী —
কেমনে নিবারি ভোরে ? কেমনে বা বলি
যাও বৎস,—দৈত্যকুল-রবি, অন্তে যাও !

হে পিতঃ", কহিলা র্ত্ত-নন্দন তথন কি ফল জীবনে, হেন কলঙ্ক থাকিতে প কি ফল তোমাৱ(ই), তাত, হেন বংশধরে, নিদা যাব আজীবন ত্রিলোকে যুদিবে ?

'হাসিবে অপ্তব্য স্থব যক্ষ যাব নামে ? জীবনে, জীবন----সন্তে, জগতে ত্মণিত ! ত্রিলোকবিজয়ী পিতঃ, কহিবে সকলে, কুলাঙ্গাব -- কাপ্রব -- এন্য তাঁহাব

'পুলাইলা প্রাণভয়ে না ফিরিলা রেণে পুনর্মার ! এ কলঙ্ক নহিলে মোচন জীবন নিজন মম ! হে দল্লজ্নাথ, মরিব বীরের মৃত্যু সমরে পশিষা !"

উংসাহ প্রাকৃষ্ণ নেত্রে, আনন্দে অস্ত্রে, নির্থিলা পুত্রমূথ ছটা বিমণ্ডিত — ভার্থ বিমণ্ডিত যথা কনক-অচল সহস্র-কির্ণমালী উদিলে শিথরে!

কহিলা সম্বরি বেগ—"না নিবারি তোমা যাও রণে অবিন্দম, পূত্র, রণজয়ী; পাল বীরধর্ম—ভাগো যা থাকে আমার।" বলি কৈলা আশীর্ষাদ অশ্রবিন্দু মুছি।

বন্দি পদ জনকের আনন্দে চলিলা কদ্রপীড়; জননী নিকটে গেলা ক্বত। দেখিলা ঐক্রিলা চেডীদলে স্থসজ্জিতা চলে মন্দাকিনী ভীবে শচীবে বান্ধিতে।

খানন্দে জননী-পদ বন্দিলা বীরেশ; কহিলা "জননী, স্থতে দেহ পদধূলি, দিলা আশীর্কাদ পিতা; প্রতিজ্ঞা আমার নিদেবি করিব স্বর্গ-পুরী। কিন্তু, মাতঃ, কে কহিতে পারে জুর সমরের গতি, না হেরি যথপি আর ও পদযুগল, ও পদযুগলে মাতঃ, এ মিনতি মম রেণো মা, চরণে ইন্বালা সরলারে;

পতিগতপ্রাণা সতী স্নেহেতে পালিতা, বক্ষা করো, জননি গো, স্নেহদানে তারে !" হায় রে ঝবিল অঞ্চ বীবেক্স নয়নে ! স্মারি সে স্কায়-ইন্সু—ইন্সুবালা-মুগ!

এ বিদায়ে কাব, হায়, না আর্দ্রমে হিয়া ? ঐক্রিলার (ও) শিলামর সদম তিতিল; বাম্প-বিন্দু নেত্রকোণে, কহিলা দানবী তনমের মুগছাণ ল'য়ে ঘন ঘন,

"এ অশুভ কথা বংস, কেন বে শুনালি ? কাজ কি সমবে মোর ? একা দৈত্যনাথ নাশিবে অমরকুল শঙ্কর-ত্রিশূলে। দৈত্যকল-পঙ্কজ সমবে নাহি যাও।"

"না মাতঃ, অস্তর জ্বলে অনস্ত শিগায়। স্তর-হত্তে হারি বণে, নির্ব্বাণ-আহতি সমর্পিব এবে তায় অমবে দণ্ডিয়া;— তনয়ের শেব ভিক্ষা মনে বেগো মাতঃ!

পেয়েছি চরণধূলি জনকের ঠাঁই, দেহ পদধূলি তব।" এতেক কহিয়া ভক্তিভাবে প্রণমিলা জননী চরণে! পুত্র কোলে কবি স্নেহে দুনানব-মহিনী

বাদ্ধিলা শীর্ষক-চূড়ে বিন্ন সচন্দন, কহিলা আশাদি "বংস, এ অর্ঘ্য সতত অলক্ষ্যে রক্ষিবে তোরে—এ মম আশীষ; যাও রণে, রণজ্যী অনিন্দম বীর।" হেথা চারু ইন্দ্বালা, কল্পতরু-মূলে, (শুক্র কুস্থমের মালা লুটিছে উরসে) বসি বেত শিলাতলে, স্থিদলে মেলি, শুনিছে রণসংবাদ ভাসি এশুনীরে।

আহা, স্থমিলন মুণ, হৃদয় কাতর ! যেন রে নিদয় কেহ বিহঙ্গ ধরিয়া হেমস্তের দেশ হ'তে আনিলা ্রীয়েতে। ভাবিছে দানববালা তেমতি আকুল।

কে পারে সহিতে, প্রাণ স্থকোমল যার, সমরের থোর শিখা—জ্বলিলে চৌদিকে ? অহরহ দিবানিশি রণ-কোলাহল ? করুণ ক্রন্দনাঘাত নিতা শ্রুতিমূলে ?

কহিতে লাগিলা শেষে ব্যাকুল হইয়া "কত দিনে হায়, সথি এ সমব-স্লোত গুকায়ে নিঃশেষ হবে ? কত দিনে পুনঃ ধরিবে পূর্বের ভাব এ অমরাবতী ?

পুক্র-শোকাতুরা, আহা, মাতার রোদন, সথি রে, বিদরে হিয়া !—বিদরে লো প্রাণ স্বামীহীনা রমণীর করুণ ক্রন্দন !— ভগিনীর খেদম্বর ভ্রাতার বিয়েগ্রে!

হায়, সথি, বল্ তোরা বল্ কি উপায়ে দম্বজের এ ছর্দ্দশা ঘুচাইতে পারি ? এ দেহ করিলে দান হয় যদি বল নিবাই সমবানল তমু সমর্শিয়া!

সথি বে, ব্ঝিতে নারি কিরণে এ সব অস্কুর অমর-কুলে মহাবীর যত (নিদয় নহে লো তারা) আপনা পাশরি বন-ঘাতক অস্ত্র হানে পরম্পরে ? না ভাবে মমতা লেশ, নাহি ভাবে দয়া, সদাই উন্মন্তপ্রায় নিঠুর সমরে; হানি অন্ত বধে প্রাণী, ভাবে না অন্তরে কত যে যাতনা জীবে—জীবন-নিধনে!

সমর-স্থরাতে, হায়, অমর, দানব, হয় কি এতই, সথি, উন্মন্ত অক্সান ? কিম্বা, কি সে পরাণীর(ই) প্রকৃতি দিভাব। কুটিল কপটাচারী প্রাণী মাত্র সবে ?

কেমনে বা ভাবি ভাহা ? স্কদয়বল্লভ আমার যিনি, লো সই, কণটভা তাঁরে না প্রশে কোন কাংশে—তবু কি কার সম্বরে নাশিতে প্রাণী না হন বিমুখ ?

দিব না দিব না নাথে সমর-প্রান্ধণে প্রবেশিতে পুনরায়; রাগিব বাঁদিয়া হৃদয় উপরে এই ভুজলতা-পাশে নিদারুণ হ'তে তাঁরে দিব না লো আর ।"

হেন কালে কদুপীড় বৃত্তের তনয় সজ্জিত সমর-সাজে, স্থণীর গমন, অধোমুথে ধীরে ধীরে উঞ্চানে প্রবেশি, অগ্রসর ক্রমে সেই ক্লতঙ্গ-মূলে।

দুর হ'তে দেখি পতি, উঠিয়া শিহরি, ছুটিলা উত্তলা হয়ে ইন্দুবালা বামা; পড়িলা বক্ষেতে তাঁর বাহু জড়াইয়া, তক্ষলতা তক্ষদেহ ঘেরে যথা সুথে!

কহিলা—কোকিলাধ্বনি কঠে কুছবিল, (হায় যবে ভগ্ন-স্বরে, ডাকে পিকবধ্) কহিলা "হে নাথ, কেন দেগি হেন সাজ !—— গ্রণসাজে কেন পুনঃ সাজালে স্বতম্ব ?

রুত্রসংহার।

গন(ও) সমর-ক্রেশ দূর নহে তব ; ন(ও) নিশিতে নাথ, নিজা নাহি যাও ; স্বপ্ন সারানিশি শুনাও প্রাণেশ, বার এ বেশ কেন দহিতে আমায় ?

নিতে আমায় বুঝি-সাধ ছিল মনে— বালা ভাবে ভয় সমরের বেশে, ই ভয় দেখাইতে, আইলে প্রাণেশ ! লি প্রভূ বণদাজ—না পারি সহিতে।

াঠুর দক্ষিণ, তুমি !—ললনা-ক্ষদম বতে আইনে, প্রিম, ছলনা করিয়া। ছ বণসাজ শীঘ; দেখাই(৩) না আর ভাষিকা তর্জনীর জনম তাপিতে।"

প্রয়সি, নিষ্টুর আমি সতাই কহিলা ; ালিতে বীরের ধর্ম দিলাস বিদ্যা সমার হৃদয়ে, প্রিলে,—গাভতে বিদায় মেহি, বিদায় দেহ ধাই রণস্থলে।"

াবে নাথ ?"—বলি, ধীবে চাক চক্রাননী বিলা বদন ইন্দু পতিমুখ তলে ;— দোষ কমল যথা মুদিতে মুদিতে, নহাবে শিশিবে ভিজি অস্তগত ভামু !

বাবে নাথ ? যাবে, কি হে, ছি ড়িয়া এ লতা? বংগছি তোমায় যাহে এই সাধ করি ! ইড়ে কি হে, তরুবর ঘেরে যদি তায়, ক্লাতা, ধীরে ধীরে আশ্রয় লভিয়া ?

ছিছিলে, তবুও, নাথ পতিকা ছাড়ে না। তি তার কোথা আর বিনা দে পাদপ ? কাথা নাথ, বল বল তরঙ্গের গতি বনা দে সাগরগর্ভ ? হে সবে, নির্বের থেলিতে না বাদে ভাল শৈল অঙ্গ বিনা;
শত ফেরে ঘেরি তারে করয়ে ভ্রমণ
ঝর ঝর নাদে সদা—তেমতি হে আমি
থাকিব তোমার এই হুদয়ে জড়ায়ে।

শুনি, সেহভবে বীর ধরিলা তরুণী, চারু চন্দ্রানন চুম্বি, ফেলি অঞ্চধারা। শুকাইন ইন্দুবালা! নিদাঘে যেমন শুকায় কুমুমলতা ভান্ধুব-পরশে।

কহিলা সরলা বালা নয়নের জলে ভিজিল বীরের বর্ম্ম, হৈম সারসন— "যাবে যদি, নাশ আগে এই লভাকুল পালিন্ন যে সবে দৌহে যত্নে এত দিন;

"এই পুপ তরুরাজি কিসলয়ে ঢাকা— দেগ দেগ কত পুপা হুলি ডালে ডালে অধােমুগে ভাবে যেন হুঃগিনীর কথা— স্বহস্তে অজ্জিন্ন যায় কতই আদরে !

''নাশ আগে এই সব বিহঙ্গমরাজি রঞ্জিত বিবিধবর্ণে—নয়ন-রঞ্জন! প্রতিদিন পালিলা যে সবে হুগ্ধ-দানে; ক্ষুধার্ক্ত দেখিলা যায় হইতে কাতর!

"নাশ এই সথিগণে, আজীবন যারা স্বথের সঙ্গিনী মম—আজীবন কাল সম্প্রীতে পালিলা, সদা —সেবিলা প্রাণেশ, প্রাণ, মন, দেহ, মেহ-রসে মিশাইয়া।

"নাশ পরে এ দাসীরে—জীবন নাশিতে নাহি ত তোমার মায়া, বীর তুমি নাথ— পাতিয়া দিলাম বক্ষঃ, হান এ হৃদয়ে সে রক্ত—পিপান্থ-অসি—রণে যাও বীর।" বলি মৃৰ্জ্জাগত ইন্দুৰালা ইন্দুৰ্থী;
সগীরা যতনে পুনঃ করায় চেতন;
কন্দ্রপীড় ক্ষেহে চুম্বি অধর, ললাট,
শিবিরে চলিলা ফ্রন্ত চঞ্চল গতিতে।

নীরবে, চাহিয়া পথ, থাকি কতক্ষণ কহিলা দানবকস্তা চাক ইন্দুবালা— 'হায়, সথি সংগ্রামের মাদকতা হেন! শিথিব সংগ্রাম আমি ফিরিলে প্রাণেশ!"

হায়, ইন্দুবালা, তুমি কি জানিবে বল জীবের স্বদয়ণিবে কি অভূত থেলা ? মূর্জিমতী সরলতা তুমি জীবকুলে : দানব কুলের চারু কোমল নলিনী !

আকুল সরলা বালা—ব্যথিত চঞ্চল, থাকিতে নারিলা স্থির স্লিগ্ন শিলাতলে, স্লিগ্ধ কুস্কুদের দাম অন্তরে নিক্লেপি, তক্ষ-ছায়া ত্যজি গৃহে করিলা প্রবেশ।

পতিগত-প্রাণা সতী ভাবিলা তথন করিবে শিবের পূজা--পতির মঙ্গল-কামনা করিয়ে চিতে; লভি শুভ বর নিবারিবে চিত্তবেগ শাস্তির সলিলে।

আজ্ঞা দিলা স্থীগণে পূজা-আয়ে জন করিতে বিধানমত, পবিত্র আগারে; পরিলা স্থপট্ট বাস, স্লানে শুচি-তন্ত্র, প্রবেশিলা পূজাগারে সাধ্বী শুক্ষমতি;

স্ববিৰ, চন্দন, পুষ্পমালা, স্ববদন, অর্পি শিবমূর্ত্তি পরে স্থির ভক্তি সহ ধ্যানে শিবমূর্ত্তি ভাবি, জপি শিবনাম, ধর মাগিবার আগে উঠিলা স্থন্দরী— উঠিলা সণিৰ জল ঢালিতে মস্তকে; ধরিলা মঙ্গল ঘট ভক্তির উল্লাসে;— হায় রে বিমুখ যাবে বিধাতা যথন কোন সে কামনা সিন্ধ নাহি হয় তার!

সহসা কাঁপিল হস্ত দানব-বালার, কাঞ্চন মঞ্চল ঘট পড়িল থসিয়া মহাদেব মৃত্তি'পরে—থপ্ত গপ্ত হয়ে, বিঅপত্র, জল, পুলা ছুটিল চৌদিকে প

অধীর হইলা দেগি ইন্দুবালা সতী; দর দর ছুনয়নে ঝবিল সলিল; শিহরিল শীর্ণ তহু; "হে শস্তু"বলিয়া ভূতলে পড়িলা বামা স্বামি-মুখ শ্বরি।

স্থিগণে মেলি সবে করি কোলাকুলি পূজাগৃহ বাহিরে লইল ইন্দুবালা; রতি আসি নানামতে বুঝাইলা তায়; সাস্ত্রনা করিয়া কিছু, করিলা স্থাস্থ্র।

চেতনা পাইয়া ঘন ফেলি দীর্ঘ শ্বাস, কতে দৈত্যরাজ-বব্ দারুণ আক্ষেপে— "হে শঙ্কর উমাপতি, দাসীর কপালে এই কি আছিল শেষে ?—বতি লো, আমার

পতি আরাধনা ভার এত কি মহেশে ? কি দোনে দোষী লো দাসী এনথেশ কাছে ? পাব না কি রতি আর স্বদয়েশে মম ? জানি না দে পাদপন্ম বিনা বিভ্রবনে।"

কহিলা মদন পত্নী "হে দানব-বণ্, ভাবিতে কি আছে কভু এ অশুভ কথা বদনে এনো না, সতি, ইথে অকুশল— প্রিয়ন্তন অকুশল অশুভ চিন্তায়; "নাহি কি ভাবিতে অগ্ন গু সন্ম-বেদনা স্কুড়াতে নাহি কি আর উপায়, সরলে ? সমগ্রুণী প্রাণীর মাত্রা সক্সি ভূলিলে কি চারুমতি ? ভূলিলে শচীরে ?

''অমরায় ফিবে ধবে আ(ই)লা তব প্রিয় নৈমির অরণ্য হে'তে শচীবে বাজিয়া, হে ইন্দু-বদনা ভূমি কাদিলা কতই— শচী-ছংগে কত ছঃগ করিলা তথন!

"দে প্লোমকন্তা এবে নিভূত মান্দরে নিরামন্দ দিবানিশি। ভূলি ছঃগ তার, রুগা ভয়ে হেন ভাবে ভাবিছ আপনি ৫" অপন স্কুদ্ম ব্যথা এতই কি, সতি ৫"

রতি-বাকো ইন্বালা সলজ্জননা, স্থারি মনে মনে পতি, স্থারি শতীকথা, অধােমুখে ভাবিতে লাগিলা অক্মুণী; হিম্বিন্দ্যক্তি যেন শশাঙ্ক মলিন।

ञ्योपम मर्ग।

কুলু কুলুধ্বনি !—চলে মন্দাকিনী;
দেবকুলপ্রিয় পবিত্র তটিনী;
লতায়ে কুটিছে স্থাব-মনোহর
মন্দার ছকুলে—ছকুল প্রন্ধর
স্থাবিত বিমল ফুল শোভাময়।
যে কুলের দলে স্থাবালাগণে
হেলাইত তম বিহবলিত মনে;
না হেলিত ফুল স্থাব-তম্ম বিবি,
গেলিত যুগন অমর অমরী
শীতাপুশ্বরেণু মাথিয়া গায়॥

ষধন অমবা ছিল অনবের, স্ববানে দম্ভ না ছিল দৈতোর; স্ববানা কণ্ঠে সঙ্গীত ঝবিত, যে গীত শুনিয়া কিন্নৱী মেংহিত, কন্দপ্ৰানন্ধ যে গীত শুনে!

ষ্ঠন পৌলোমী আগগুল বামে ব্যিত আনন্দে চিরানন্দ্রামে, দেবঋরিগণ আনি পুগুরীক অমৃত হুদেৱ—বাক্যে অসংথিক নিত শহী করে গরিমা গুণো।

সেই মন্দাকিনী তীবে ব্রিয়মাণা, মন্দির অলিন্দে শচী স্তব্যেচনা; কাছে স্বহাসিনী চপলা স্থলবী, রতি চাক্তবংশ, বসি শোভা করি— দেবেন্তে মাধুর্যো অমরা রাণী।

প্রভাতের শশী চাক ইন্দ্রালা শচী পদতলে, বসি কৃত্হলা হেরিছে শচীর বিমল বদন শুনিছে কৌতুকে —বালিকা যেমন— ইন্দ্রাণীর মূচ মধুর বাণী॥

কহিছে পৌলোমী কোগ। ব্রন্ধলোক, দেখিতে কিরূপ, কিরূপ আলোক প্রকাশে সেথানে ; কিরূপ উজ্জ্ল কনক–নির্মিত ব্রন্ধার কমল, সতত চঞ্চল কারণ জলে।

কিবা থদভূত সে বেণ্ সমূদ ; বীচিমালা তায় কি বিপুল ক্ষুদ্ৰ ; কত অপরূপ স্থজনের লীলা প্রকাশ তাহাতে কিরপ চঞ্চলা প্রমাণ্যয়ী মহী সে জলো॥

কোথা বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠ ভূবন ; ভকত-বংসল কিবা জনাদিন ; কিবা সে লক্ষীর অক্ষয় ভাণ্ডার, কতই অনস্ত দান কমলার ; কিবা শ্রীপতির পালন প্রথা ;

দেখিতে কি রূপ শ্রীবৎসলাস্থন; কি শোভা কৌস্তভে —কেশব-ভূষণ; কমলা লাবণো কি চারু মাধুরী, ক্ষীরোদ মধুর যে মাধুরো পুরি;

কিবা স্থধাময় রমার কথা।

কৈলাস ভূবন কিন্ধপ ভৈরব ; ভৈরব কি রূপ জটাধারী ভব ; কি রূপে ত্রিশূলী করেন প্রলয়— ত্রিলোক ব্রহ্মাণ্ড যবে রেণ্ময়— প্রলয় বিষাণ কিবা সে ঘোর।

কিবা দয়াময়ী শঙ্কর-গৃহিণী, ভবে শুভঙ্করী, হুর্গতি-হারিণী; জীবহুংথে উমা কতই কাতর, কি দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ, নর,

ভক্তজন স্নেহে সদাই ভোর ॥
আগে সে কিরুপে বাসবে তৃষিতে
বিধি, হরি, হর অমরপুরীতে
আাসতেন স্থগে—আসিতেন উমা,
রাগ-মাতা বাগী, পদ্মাসনা রমা

ইশুস্ব উৎসব যে দিন স্বরে।
মুচাইতে ইন্দুবালা মনোব্যথা শুনাইলা শচী যে অপূর্দ্ধ কথা, হরষে ত্রিদিব মাতিত যগন, ধরি পঞ্চতাল নিজে পঞ্চানন

গায়িতেন যোগী গন্তীর স্বরে; গণপতি জ্ঞানী সে গীত শুনিয়া, ছাড়ি যোগগান ভাবেতে ডুবিয়া মিশাতেন স্বর সে স্বর সহিত; কমলা উতলা, বিধি রোমাঞ্চিত স্থানন্দে স্থধীরা ভবেশ-জাগা। শুনি গৃঢ় তন্ত্ৰ হিৱগান ভূলি,
ছাড়ি তুষ যন্ত্ৰ উৰ্জে বাছ তুলি,
পঞ্চতালে ঘন ঘাতি করতল,
নাচিত নারদ—হরমে বিহ্বল
আনন্দে সলিলে ভিজায়ে কায়া।
শুনাইলা শচী দক্ষজ বালায়—
ত্ৰিদিবে আসিয়া থাকিত কোথায়

শুনাইলা শচী দমুজ বালায়— ব্রিদিবে আসিয়া থাকিত কোথায় মন্ত্রয় জীবনে সফল সাধন সাধু পুণ্যশীল প্রাণী যত জন— আয়া স্থথ ভোগ কিবা সেথায় +

কহিলা ইক্রাণী "শুন রে সরলে, এই স্বর্গবামে আছে কত হলে, স্থপবিত্র ঋবি আত্মা মোহকর কত নিরুপম মাধুরী স্থক্তর, দিতিস্কৃত্যণ না জানে যায়॥"

শুনি ইলুমুগী ইলবালা বলে
'হে অমর-রাণি মামি দে সকলে,
শুনাইলে যাহা মধুমাথা স্বরে,
পাব কি দেখিতে
শু-শুনিয়া অন্তরে
কঙ কুতৃহল উথলে, হায়।"

কাতর হৃদয়ে কহে ইন্দ্রপ্রিয়া,
চাক ইন্দুবালা চিবুক ধরিয়া,
মূহল নিধাসে নাসিকা কম্পিত,
মূহল মধুর অধর ক্ষুবিত,
বাষ্পবিন্দু দীরে নয়নে ধায়।

"রহিল এ গেদ শচীর অস্তরে— অন্তগত জনে, মনে আশা ক'রে, না পাইল ফল তাহার নিকটে ! বল, ইন্দুবালা, বল অকপটে কি দিয়া এখন তুষি তোমায়।"

কহিলা সরলা স্থশীলা দানবী, (যেন নিরমণ সরলতা ছবি) *ইক্রপ্রিয়ে, মম চিত্তে অভিলায—
চিবদিন তব কাছে করি বাস,
বচনে তোমার স্থাগতে ভাসি!
চল, দেবি, চল আমার আল্মে,
আমি নিত্য তোমা গদ্ধ পুষ্প লযে
করিব শুশ্রুষা; হদযের স্থাথ
হেরিব সতত, শুনিব ও মুখে
বীণা-বিনোদন বচন-বাশি।

করিব যতন তোমার লাগি

স্বামী গেলা বণে কাতর সদয়, তোমা কাছে পেলে তবু স্থিপ্প হয় এ দপ্ধ অন্তর—চল স্তরেশ্বরি, আমার আলয়ে; হে স্থব স্থল্ফি, নিকটে তোমার ইহাই মাগি।"

শুনি ইক্রন্থায়া বাক্যেতে মৃত্ল, "হায় বে, সরলে, তুই দৈত্যকুল কালি উজ্জন" কহিলা বিশ্বয়ে, নেহারি সঘনে, ব্যথিত হৃদয়ে, তক্ত্নীর আর্জ্র

তরুণীর আর্দ্র নয়নদ্বয়।

হেনকালে রতি চকিত, চঞ্চল, (হবিণী যেমন কিরাতের দল হেরিলে নিকটে) বলে, ''ইন্দ্রপ্রিয়া হের দেখ অই—চেড়ীদল নিয়া

ঐত্তিলা আসিছে বাঘিনী প্রায় ;
"ইলুবালা, হায়, লুকা কোন ছানে, এগনি দানবী বধিবে পরাণে; না জানি ললাটে আমার (ই) কি ঘটে— মহেন্দ্র-রমণী, এ ঘোর সঙ্কটে

কি করি, সত্বর কহ উপায় ?"

ইন্দুবালা ভয়ে, রতির বচনে, চাহি শচীমুথ কহে, "কি কারণে লুকাইব আমি ? কেন, স্করেশ্বরি, বধিবে আমায় দৈত্যেশ স্থন্দরী ?

কোন্ দোষে আমি দোষী গো তাঁয় ?"
উত্তর করিলা স্থবেশ-রমণী,
(তানপুরাতারে যেন তার ধ্বনি)
মীনকেতু জায়া, কি হেতু এ ভয়,
ইক্রপ্রিয়া শচী অমরী কি নয় ?

নারিবে রক্ষিতে আশ্রিতে তার १

যাও, লো চপলে, যেগানে অনল রণজয়ী স্থর—কহিও সকস, কৈও তাঁরে মম আশীষ বচন, সম্বর হেথায় করি আগমন

ককন দন্তজ-বালা উদ্ধার।

থাক, অই থানে থাক ইন্বালা, কি ভয় তোমার ? কপটীর ছলা শিথো না কথন মেথ না হৃদয়ে পাপ পঙ্ক হেন, কোন প্রাণী ভয়ে;— কপট আচারে অনস্ক জ্বালা।

ষাও কামবধু, প্রাণে যদি ভয়, লুকাইয়া থাক ;— শচী রতি নয়, দানবী-ঝন্ধাবে নহেক অন্থির, আছে সে সাহস এখন(ও) শচীর, পারিবে রক্ষিতে এ চারু বালা।"

লুকাইত রতি। হেরে ইক্রজায়া, হেরে ইন্দুবালা, (যেন প্রাণী-ছায়া) আসিছে সাজিয়া চেড়ীরা করাল,। কিরণে জলিছে প্রহরণ জাল,

ভামু মাগি যেন তরঙ্গ থর

চলেছে কালিকা ঘন-নিতম্বিনী মৃহ মন্দ গতি—যেন কাদম্বিনী বিজ্ঞলী পরিয়া কারছে নর্ত্তন — ্লিছে কবচ ভীম দরশন, হাতে প্রভাষিত শাণিত শর।

চলেছে ত্রিজ্ঞটা বিশাল-লোচনা,
সিন্দুরের ফোটা ভালে বিভীষণা,
ভীম ভন্ন হাতে—মদমত্ত করী
বায় যেন রঙ্গে শুও উচ্চে ধরি—

ছলিছে ত্রিবেণী চলেছে বামা।
প্রচণ্ডা-কপালী চলে গজা তুলি;
পৃষ্ঠদেশে কেশ পড়িয়াছে খুলি;
চামুখ্যা-করেতে অসি ধরশান,
ধামলী-পুঠেতে নিষক্ষেতে ব'ণ,—

চলে মহা দত্তে শতেক রামা।
কেড়ীদল সঙ্গে চলেছে বে বর্গে
ইন্দ্রিলা স্থন্দরী, লাবণা তরগে
স্থবন্ধ উজলি; ঝরে যেন অঙ্গে
বিহাতে লহবী—নহন অপাঞ্জে

থেকে কালকুট গুরল শিখা।

নিকটে আসিয়া, চিত্ত চমকিত, নেহাবে ঐন্দ্রিলা হইয়া স্তম্ভিত, অমবার রাণী ইন্দ্রাণী বদন; চারু দীপ্তিময় অতুল কিন্তুণ"

स्र्वित्व रागन स्रमान निभा !

কোথা বে ঐক্তিলে তোর বেশভূমা ? অভূষিত তম্ব জিনি চাক উপা ভাতিছে আপনি ; প্রকাশিয়া বিভা তমু-শোভাকর, মনের প্রতিভা

উছলি হৃদয় জ্বলিছে মুগে। হায় রে মলিন শশাঙ্ক যেমন হেরি দিনমণি, দানগী তথন মলিন তেমতি শহীত উদয়ে.

केश-विध-मार जिल्ला कार्य.

শচীরে নেহারি অধীর ছবে।

ক্ষণে ধৈৰ্য্য পেয়ে, চাহি ইন্দ্বালা,
ঢালি নেত্ৰকোণে অনলের জালা
কহিলা—"দান বক্ল- ব লাহিনি,
বধু বেশে তুই কালভুজাননী,
বসিলি বিপুর চরণতলে ?

"আমার কিছৱী,—ভার পদতলে স্থান নিলি তুই ? অস্কর-মওলে অস্ত্রাব্য করিলি ঐস্ত্রিলার নাম, প্রাইলি হায়, শহী মনস্থাম ? কি কব সদয়ে গরল অলে !

"এখনি মুছায়ে এ কলঙ্ক মসী, ভিজাতাম তোর শোণিতে এ অসি, কি বলিব হায়, পুত্ৰ-অমুরোধ না দিলা লইতে সেই প্রতিশোধ— চেড়ী হস্তে তোর বধিব প্রাণ!"

পরে ব্যঙ্গ স্বারে বলিলা "ইন্দ্রাণি, জানিতাম ভূমি অমবার রাণী ; বালিকা ছলিতে শিথিলা সে কবে ? ঐন্দ্রজাল শিক্ষা স্বাকে আছে তবে ?— হায়, এ ত্রিদিব অপুর্বে স্থান ।"

বলি, ক্রোধে ভীমা তুলিলা চরণ
শচী বক্ষংস্থল করি নিরীক্ষণ;
বন্ধন ছি ড়িয়া ছুটিল কুন্তল,
ব্যন কণা তুলি দোলে ফ্লিদল;
স্কল্বী বন্ধা ক্রোধ কি কট।

চেড়ীদলে আজ্ঞা করিলা নিদয়া বান্ধি আনি দিতে ক্ষত্রপীড় জায়া, বান্ধিতে শৃত্মলে ইক্সের অঙ্গনা ;— ছুটল কঙ্কতী কুরাল বদনা,

ভীমাজা পালিতে সতত পটু। হেন কালে রণবেশে বৈশ্বানর.

চপলার সনে, আসিয়া সত্তর

विमाना महीद्य ; अग्रस्क्रमात, করতলে অসি ধরি থরধার. निमा आमिशं अन्नी-अस ।

পুত্রে কোলে করি শতী স্থলোচনা, বহ্নিরে ভ্রষিলা, পীয়স ভুলনা হচনে মধুর; চাহি ইন্দুবালা অনলে কহিলা-"সম্বর এ বালা नारा कान छात्न ताथ विभए :

ব্যারিক উহারে দান্ব-মহিলা (मर्ग मांडाइया", विन, अभाकेना हाकि शृज्युय, कुणन मरवान ; কোলে পেয়ে পুনঃ অসীম আহলাদ যান্ত্রে নাল্ডন জন্যে ধরে।

ইক্জায়া বাকো হ'তে অপসব ইন্দৰালা পার্শে উতা বৈখানব इलिला उथिन ; मञ्च नग्रतन द्धदत देव छा वसु भनीत वसत्त, কপোল বহিয়া সলিল ঝরে।

(मिश डेन्पवांना वमन-**म्क**न-হায় বে ধেমন নিদাঘের ফুগ নব ত্রুশিবে কিবণ তাপিত-প্রনার-জালা শচী ব্যাকুলিত,

স্কল্পার বর্ষ প্রসিক্ত লাসে ।

বিপক্ষবধুরে কে করে আর ?

"কিরপে এছাকী করিবে গমন চাক ইন্বালা গ এ চাক লতায মেহনীর দানে কে পালিবে, হায়! কে জড়াবে তপ্ত হলয় তার ?" ययि निक्रभमा ऋदवभ-व्रमिन, নিথিল ব্রহ্মাণ্ড মানসের মণি. ত্য চিত্তে বিনা হেন মধুরতা কাৰ চিত্তে শোভে, এ ক্ষেহ মমতা

জয়ন্ত শতীরে করি অন্ধনয় বুঝাইলা কত —ত্যঞ্জি সে আলয় জুড়াতে সম্ভপ্ত হৃদয়ের তাপ: কহিলা "হা মাতঃ এ দাসের পাপ ঘ্যাও আদেশ করিয়া দাসে.

"নাবিন্ধ বৃক্ষিতে নৈমিষে তোমায়. দে মনোবেদনা, জননি গো, যায় এ কারাবন্ধন যুচালে তোমার ; আজা কর, মাতঃ, দনুজ-বামার नर्भ हर्ग कवि वैधिया शांटन ।"

मग्रज-वारकक-निका खेलिना, যথা বিক্ষারিত ধন্তকের ছিলা, ছিলা এতক্ষণ ; সহদা তথন সাপটি ধরিয়া তুলিলা ভীয়ণ हात्र छात मीख भत्र क्रभान ।

মনঃশিলাতলে শচী-তন্ত্ৰ-ভাতি প্রভারিত যেগা, চরণে জাঘাতি স্থনে তাহার, দাড়াইল বামা;— নিশুন্থ সমরে যেন দক্তে গ্রামা দাডায় নিনাদি বিকট স্থান।

হেরি ক্রোধে বহ্নি জলিতে লাগিলা. জয়ত টক্ষারে কোদণ্ডের ছিলা:

कि क्राप्त नगन करत डीयाय।

আসি ক্লেকালে লাডায় সন্মণে वीवज्ञ वीव, त्यामभन मृत्य হাতে মহাশুল, শিরে বঞ্চি জলে, শিবজ্ঞা শুনায়ে জয়ন্ত, অনঙ্গে,

সত্তর দোহাতে করে বিদায়।

সঙ্গে করি পরে ইব্র-রম্ণীরে हत्न भिवपुछ; हत्न भीदव धीदव শচী স্থলোচনা, জননীর স্লেহে,
জড়াইয়া বাছ ইন্দ্রালা দেহে,
কনক ভূধর স্থানক যেথা;
হাসিল ত্রিদিব – শচী পদতলে,
ত্রিদিব কুস্তম দলে দলে দলে
লুটিতে লাগিল কুটিয়া কুটিয়া,

চিবদিন তবে বাগিবে সেথা।
বীরভদ্র বীব কছে ঘোর বাণা
চাহি ঐজিলাবে "শুন বে দৈত্যানি,
রবে ইক্সপ্রিয়া স্থ্যেকশিথবে
যত দিন বৃত্ত সমবে না মরে—
অস্তর্বনিধন নিকট অতি।"

যেন মনে সাধ সে পদ ধরিয়া

মহোরগ যথা মহামন্ত্রে বশ,
ভানি শিবদুত নির্ঘোষ কর্কশ
তেমতি ঐক্রিনা — রহিনা স্তন্তিত,
কে যেন চরণযুগলে জড়িত,
করিয়া শুঙ্খল নিবারে গতি।

ঊনবিংশ সর্গ।

গভীর ধরণীগর্চে, গাড় তমোময়
নির্জ্জন ছর্গম স্থান বিশাল বিস্তৃত,
বিশ্বকর্মা শিল্পশাল; ভীম শব্দ তায়
উঠিছে নিয়ত কত বিদাবি শ্রবণ;
প্রেকাণ্ড-মুন্দার প্রনি, কোটি কোটি যেন
পড়িছে আঘাতি শূর্মী; নিনাদি বিকট—
সহস্র বাস্লুকী গর্জ্জ ভয়ন্ত্রর যথা—
দক্ষ ধাতু-স্রোত্ত বেগে ছুটছে সলিলে।
ধূম বাল্প পরিপূর্ণ গভীর সে দেশ,

সপ্রদীশ শিল্পশালা একত্রিত যেন হইলা গহবরে আসি: গাঢতর ধম. ভন্মরাশি, বাষ্পরাশি, দগ্ধ বায়স্তর উঠিছে নিশ্বাস বোধি তীর দ্রাণসহ। প্রবেশিলা পরন্দর সে কেন্দ্র-গ্রহরে লইয়াদধীতি অস্তি। উচ্চ স্তম্ভ পরে দেশিলা জলিছে উর্দ্ধে, জিনি সূর্য্য-আভা, তভিৎ পিতের শিখা, দীপের আকারে— উজলি ভ্ৰমণ্য দেশ। দেখিলা আলোকে ভীনবলী আগওল ধাতুন্তর মালা, भारखन, भारेन, खन, क्रुक, त्रक, शीठ. বক্রগতি সর্পাক্ততি চৌদিকে ভেদিছে মহী দেহ: নানাবর্ণে রঞ্জিত তেমতি যথা ঘনতাৰ দল নানা আভাময পশ্চিম গগনপাকে ভারবশ্বি ধবি। কোনখানে ধ্যবৰ্ণ লৌছ ধাত্ৰাশি পশিচে পথিবী-গর্ভে.—শত শত যেন মহাকায় অজগর পুচ্ছে পুক্ত বাধি ছুটিছে মহী জঠবে: কোন খানে শোভে শুদ্র পড়ীকের স্তর তড়িত আলোকে আভাময়: বক্তবর্ণ তামের তবক কোন খানে—ক্ষধিরাক্ত তরঙ্গ আকৃতি: রজত স্থবর্ণরাজি অন্য ধাতৃ সহ নির্থিলা আপঞ্জল সে মহী-জঠবে শেভাকর,—শেভাকর যথা অন্ধকার विक्रिन-छेड्डन-यां कां कां प्रिनीरक रन । জলিছে ভূমি অঞ্চার স্তর কত দিকে. কোথাও বা শিখামা, কোণা গুমি গুমি. ছড়ায়ে বিকট জ্যোতিঃ; যথা ধুমধ্বজ गृश्माद्ध, कड़ मीश्र कड़ खश्च (वभ। পীত্রর্ণ হরিতাল স্তুপ কোন স্থানে ধরে শিখা নীলবর্ণ —দীপ্তি পরতর: কোথাও পারদ রাশি হদের আকারে.

কোথা স্রোতে তরঙ্গিত ছটিছে ধরায়।

অগ্রদরি কিছু দুরে দেখিলা বাদব অগ্নি-প্ৰহালন-যম্ব---যেন বা আগ্নেয় ১খলপ্রেণী, সারি সারি বদন প্রসারি উগাবে অনলরাশি ধাতু রাশি সহ। মিশেছে সে সব যন্তে বায় প্রবাহক বিশাল লোহের নল শতদিক্ হ'তে-জরায় সহিত যথা গার্ভিনী জঠবে গ্রভন্ত শিশুর নাড়ী মিলিত কৌশলে। নলরাজি অন্ত মুথে প্রকাণ্ড ভীষণ উঠিছে পড়িছে জাতা, গাতু বিনির্দ্মিত, ভয়ন্তর শব্দ কবি, ছুঁটিছে পবন কভ ধীরগতি, কভু ঘোরতর বেগে। यद्यम अभीत भारक विश्वन भंजीत, প্রসারিত বক্ষোদেশ, বাছ লৌহবং, দেবশিল্পী ঘুৱাইছে চক্র লোইময় ঘর্মাক্ত, ললাট ঘর্ম মুছি বাম করে। ঘরিতেছে একবারে শিল্পাল যড়ি. সংযোজিত পরম্পরে অত্ত কৌশলে, লক্ষ লক্ষ লোহযন্ত্র সে চক্রের সহ: শূর্মীঘাতি পড়ে কোটি ভীষণ মূলার, ছুটছে শূৰ্মীর পূর্চে শত শত স্লোতে গলিত কাঞ্চন, লৌহ, তাম্র আদি গাড়; মুহূর্ত ভিতরে তায় শলাকা বৃহং, হক্ষ হক্ষতর তার, ধাতু পত্র নানা, গঠিত আপনা হ'তে গঠিত নিমেষে কত মূর্ত্তি-স্থবলনি গঠন স্থন্য। শেত ক্লফ শিলাগতে কত স্থানে সেথা বিচিত্র স্থল্পর মৃর্ত্তি, চারু অবয়ব, বাহির হইছে নিতা; কত স্তম্ভ রাজি ক্ষাটক-লাজ্বনা-আভা —শৈতে চারিদিকে। ক্ষম বা বিশ্বকৃৎ লৌহচক্র ছাড়ি শর্কালা ধরিয়া হত্তে প্রচণ্ড আঘাতে ভৌদছে ভূধর অস, তথনি সে ঘাতে . শত ধ্বনি প্রতিধ্বনি ছাড়িতে ছাড়িতে

বিদীর্ণ গিরির অংশ তরঙ্গ ছুটিছে
শিল্পশালে, বারিকুগু পূর্ণ করি নীরে।
কখন বা স্থরশিল্পী থূলিছেন ধীরে
ধরা মঙ্গে আগ্রেয় পর্মত আচ্ছাদন,
শিল্পশাল বহ্নি ধূম বাঙ্গা নিবারিত,—
গর্জ্জিয়া গভীর মত্রে তখনি ভূপর
উগারিছে মগ্রিরাশি পাংশু, ধাতু-ক্লেদ,
কাঁপিতে কাঁপিতে ঘন; শৃত্য ভয়ঙ্কর
পরিপূর্ণ ধূমান্তিত বহির শিখায় !
শিলাচূর্ণ বিয়ুন্তাব, ভন্ম বরিষণে
ভন্মীভূত কত দেশ অবনী পুষ্টেতে—
শত শত নগরী নিমন্ত্র বেগুন্তরে।
গঠে শিল্পী কত বেনুতু, কত অন্তালিকা,
প্রাচীর, দেউল, তুর্গ প্রকরণ কত,
স্থাইতক্ষদ, অন্ত্র, বর্মা, দেবিতে অভূত।

নির্থি চলিলা ইক্র: সম্বর আসিয়া দাড়াইলা শিল্পী পাশে। বিশ্বকর্মা হেরি দেবেন্দ্র বাদবে দেখা কান্ত দিলা শ্রমে: মুছি ঘর্মা, আদি কাছে, হইয়া প্রণত কহে স্থর-শিলিরাজ, "নি ভাগ্য আমার-আমার এ বৃদ্রশালে, দেবেক্ত আপনি ! সঞ্চল আয়াস ম্ম এত দিনে, দেব !" এতেক কহিয়া শহীনাথ আগে আগে দেখায়ে চলিলা পথ ; খুলিলা অপূর্ব অত্যের অদুগু দ্বার বত্ন-গিরিদেহে: প্রবেশিলা ইন্দ্র সহ স্থান্য আলয়ে ;— রক্ত-নিশ্মিত গৃহ, কারু কার্য্য চারু প্রাচীর পটন অঙ্গে দিব্য বাতায়নে: থচিত কাঞ্চন, মণি, খীরক, প্রবাল, চারি ধারে স্তন্তরাজি ; চারু শোভাময় চারু মৃতি চারি দিকে স্থলর বলনি-কমনীয় বামাতন্ত্ৰ, পুৰুষ প্ৰঠাম, নিক্পম হেম, মণি, এজত নিশ্বিত

চলিতেছে, বসিতেছে, মর্ত্তন বাদনে রত সদা : সচেতন যেন বা সকলি ! কত রঙ্গে কতদিকে বাজিছে বাজনা ললিত মধুর স্ববে ! কত অন্ভূত রহস্তা বিসম্মকর সে হর্মা-ভিতরে : কে বর্ণিতে পারে, হায়, দেব —শিল্লি-খেলা !

মঞ্জিত হীরকথণ্ড স্থবর্গ আসনে বসাইলা আথ ওলে—পাশে লাডাইলা भिद्धिश्वरः : स्रुपारेना कि दश्क प्राटवन দে গহবরে ৪ কি মহৎ কার্য্য হেন ঠার স্তবেক্ত আপনি যাহা আ'দেন সাধিতে.-উদ্দেশে স্থাবিলে আজা স্থাসিক বঁতার ? **"হে বিশাই, দেব শিল্পি, শিল্পি-কলেশ্বর** স্থানিপুণ।" কহিলা স্ববেশ স্বর্গ তি. **"কোথা স্বৰ্গ ? কোথা** বিদি স্মৃত্তিৰ ভোমায় গ বত্রাস্তর পাপমতি এখন'ও ধ্বংসিছে স্করপুরী ! উদ্ধানিতে ভাষ, শিবাদেশে এ ধরণী-গর্ভে গতি মম: না মরিবে দমুজ-ঈশার অভা শরে, বছবাণ হে কৌশলি, করহ নির্মাণ ভুৱা করি:-**७३ अन्ति.-- भर्श**यं नतीति निना यादा দেবের মঙ্গলে তন্ত্র ত্যজি আপনার.---লহ বিশক্ত, অন্ত্র গঠ অভিবাং : কহিলা পিনাকী ইথে যে অন্ত গঠিবে সংহার ত্রিশুরতুরা তেজা সে আয়ুরে: প্রালয় বিষাণ শব্দে ভ্রমারিবে দলা ; ত্রিদিবে না রবে আর দানব উৎপাত. বজ্ঞ নামে সেই অস্ত্র হ'বে অভিহ্নিত।"

শুনি ছংবে দেব-শিল্পী কৰি না "গুৱেশ, বিদিব উদ্ধার নহে আন্ধ' ও! হেল দেখ সাজাইতে সে প্রবর্ণমন্ত্রী অমরায় করিয়া কতই যদ্ধ কতই গঠিও প্রভূষণ! এথনও দম্মজ দগ্ধ করে সে নগরী ? এই অস বিকল আ্যানার!

পালিব আদেশ তব স্থারকুলপতি, ক্ষমা কর ক্ষণ কাল।" বলিয়া প্রাচীতে বসাইলা অতি ক্ষম্র রজত কুঞ্চিকা. অমনি স্তাহম ঘট পূর্ণ হিম জলে, পূর্ণ থালে সুরদ অমর থাত আহা ! কে পারে বর্ণতে— কোথা আন্ত্র স্থধাফল ক্ষিতি তলে বাণিলা বাসৰ সন্নিধানে: কহিলা বিশাই-- "তব অভার্থনা দেব, কি আতিথা সম্ভবে আমায় ৪ দীন আমি ! ভোগৰতী বঃবি-এই স্বাহ্ন স্থশীতল।" সম্প্রীত অতিথো স্বরীশ্ব শ্রীনাথ কহিলেন "হে শিল্লিশেখর বিশক্তং. সংকল্প করেছি আমি না ছুঁইব কিছু পেয় ভোজা ত্রিজগতে, ত্রিদিব উকার না হইলে—নহিলে এখনি স্কথে আমি পুরাতাম অভিনাৰ তব, পূর্ণপ্রীতি আতিপো ভোমার।" শুনি আনগুল বত অস্থি লয়ে কর্মশালে ফিরিলা সহত শিলিবাজ: পুরন্দর ফিরিলা পশ্চাতে ৷ দিলা ঘুৱাইয়া চক্র.—স্থান স্থান ডাকি পড়িতে লাগিল জাতা, প্রবেশিল বায় অগ্নি প্রস্কালন-যন্তে, থরতর তেজে যম্বগর্ভ শিখাময়; মুহর্ত ভিতরে অষ্ট জ্বাল মন্ত্রে অষ্ট কটাহ বৃহৎ বদাইল স্থরশিল্পী ভীম ভুজবলে: पिना **अ**ष्टे थांडू ठाय- त्नोहापि काक्षम; লাড়াইলা শূর্মা পাশে সাপটি মুলার। ছুটিল ধাতুর প্রোত কটাই ইইতে **बहे नार्य जक्वार्य--- ५७ जग्रहतः** ঘন ঘন মুলারের প্রচন্ত আঘাত পজিতে লাগিল তায় বধির শ্রহণ। এইরূপে গাড়স্থার একতা মিশায়ে. করি ভীম পিঞাক্ততি, শিলিকলরাজ, নিন্দানিল মহাধাতু অম্ভুত প্রকৃতি,

গলিত না হয় যাহা অত্যুক্ত অনলে; সে ধাতু, দধীচি অস্থি; এক পাত্রে রাখি উত্তাপিলা বিশ্বকর্মা ছবন্ত উত্তাপে ধরি তড়িত্তাপ যন্ত্র:-- গুই কেন্দ্র ছাডি চাটল বিছাৎ স্রোত বিপুল তরঙ্গে, মহাতেজে তেজোময় করি সে গহার: কাপিতে লাগিল ধরা ঘন ভুকম্পনে, गाउँट इंडिन ८३ छे, छेन्न इन्द ডবিয়া হইল হ্রদ ধর্ণী অঙ্গেতে,— সে ঘোর **উ**ত্তাপে ধাতু গলিল নিমেৰে। অইগাত পিওসহ'নে পিও মিশারে महाशिक्षी चातिष्ठना राजन गर्रेन. প্রকাশি কোশলে যত নিপুণতা তাঁব। প্রতিশাল দণ্ডাকৃতি উঠলা প্রথমে, প্রেম্বলেত স্থলকোণে বাকাইলা পিটিয়া গঠিলা ফলা গগুৰ্ব মুবতি-ছুই মুগ দ্বিধিৰ আকৃতি বিভীৰণ। পশাইলা অস্ত্র অনে ভীম বস্তুযোগে প্রদীপ প্রচণ্ড তেজঃ, বিছাৎ অনল জলিতে লাগিল প্রঞ্জন কণা ভুজনমে। शिक्ता इतिज्ञान-इत्त कर्जा १. নতে দল যে পাদপ তড়িং উত্তাপে: এমকোৰ গঠিলা তাহাতে মনোইব। বিধিধ বিভিন্ন ভিন্ন দিবা শোভাকর যুৱমোগে দেবশিলী সহৰ্য অভবে, আকিলা অস্ত্রের দেহে; মর্ত্তি নানাবিব (চলা, স্থা, তারা, গ্রহ, সাধ্র স্থামেক) অনুন বেধায় দীপ্ত--ছলিতে নাগিল । ৰ্মাকিলা অমুৱেৎসৰ এক ফলাদেছে. পারিজাত মালাপরি অমর অসনা বৃত্ত নৃত্যু গীত বালে, দেবতামগুলী দেখিছে সহষ্ঠিত্ত দীড়ায়ে অপ্তরে। আকিলা অন্ত ফলকে কুতান্ত নগরী; ভীষণ নৱককণ্ড-পাৰ্শে যমদুত

দ ও হাতে দাঁড়াইয়া ভীম আঘাতিছে নাবকী প্রাণীর মুণ্ডে; আকিলা কোথাও কুস্তীপাক ঘোর হ্রদ; কোথাও ভীমণ উচ্চুাস নরকক্তে প্রাণী কলবব; বহিছে ক্ষরির হ্রদে তরঙ্গ কোথাও; কোথাও শীতোঞ্জ কুণ্ডে কাপিছে পাতকী।

সপ্ত দিবা নিশাভাগ ব্যাপিত এরপে শিল্পালে দেবশিলী -- অষ্টম দিবদে পূর্ণ অবয়ব বক্ত স্থাষ্ট সমাধিলা।

অন্ত গড়ি বিশ্বকর্মা সহান্ত বদনে কহিলা স্তরেকে চাহি "নিক্ষেপের প্রথা নিবেদি চরণে, দেব, কর অববান; মধ্যভাগে এইরূপে দৃঢ় আকর্ষিয়া করত্রাণে ডাকি কর, যুগায়ে যুধায়ে ছাড়িতে হইবে সভত; ভগনি দড়োলি বিপু-দন্তবিনাশন হিতীয় এ নাম শক্রনাশি কণ কালে ফিরিবে নিকটো"

হেনকালে অক্সাথ তিন দিক্ হ'তে,
দীপ্ত কবি শিল্পশালা, তিন মহাতেজঃ,
লোহিত প্রামল শেত বরণ স্থল্পর,
জলিতে জলিতে অস্ত্র অস্তর্গ প্রেবিলা।
প্রণমিলা প্রন্দর তিন তেজঃ হেরি
স্মার বিনি, বিষু, হরে; তথনি গভীর
গরিজল ভীম নালে দন্তোলি ভীষণ।
দেবশিল্পী দগ্ধপ্রায় সে প্রথম তেজে
না পারি ধরিতে অস্ত্র, এবে শুক্তভার
ছাড়ি দিল অক্সাথ, ঘন ঘন যন
ক্রাপিল ধরণা কেল প্রচণ্ড ম্যাঘাতে।

মহানদ্দে শহীনাথ নিববি দান্তোলি তুলিলা দক্ষিণ হত্তে, কবিলা উ৯ম পর্রনিতে অপ্তব্বে ; বিশ্বকথা ভয়ে কর্মোড়ে প্রন্তবে নিবারি কহিলা— না নিক্ষেপ অন্ত, দেব, এ মম আলমে, এখনি উৎসন্ধ হবে এ বিশাল পুরী ; বছ পরিশ্রমে, প্রভু করেছি সঞ্চয়
এ সকল; —হবে ভন্ম বজের নিক্ষেপে।"
নিরস্ত, বিশাই বাক্যে, দেবকুলপতি
স্বরীশ্বর, আশীর্কাদ করিলা তাঁহারে;
সানন্দ অন্তবে শীঘ্র ছাড়ি কেন্দ্র গুহা
বক্ত লয়ে শৃন্তপথে আরোহিলা পুনঃ।

বিংশ সর্গ।

বাজিল ছুন্দুভি রণ-রণ-নাদে, অস্ত্র অমর উন্মন্ত সে হ্লাদে; ছাড়ে সিংহনাদ, ছাড়ে হুহুক্কার, চলে দৈতাসেনা দল অনিবার, তর্ম যেমন তুরুম্ব কাছে॥

ঘনতর যথা গগনমওলে
বাযুমুপে গজ্জি মহাবেগে চলে,
চলে দৈতাদেনা ঘোজন বিস্তার;
জুই পক্ষে জুই বাহিনী প্রসার,
মধ্যে অক্ষোহিণী প্রধান বল।

স্থসজ্জ সমরসাজে বীরবর চলে রুদ্রপীড় মহা ধন্থধ'র, চলে ভীম ধন্থ: সথনে টঞ্চারি; হুই পৃক্ষ নেতা হুই সমরারি—

কালভদ্র-বীর **স্ক্রনাস্থর**।

চলেছে বাহিনী অগ্রবর্ত্তী দেনা, অন্ত্রমূথে ঘন অনতের ফেনা হতেছে নির্গত, ঝলকে ঝলকে, বঙ্গি তাল তাল পলকে পলকে

ছুটিছে নিশিশু নশ্ব প্রায়।

হেবি দেবদল ভাসি ছুই দলে
জন্মন্ত অনল আদেশেতে চলে;
ঘন ধন্মৰ্ঘোষ, ঘোৱা সিংহনাদ,—
দেবতন্ম দীপ্তা কিবলেৱ বাঁধ
ভিমিৱ তবন্ধে যেন ভেটিতে।

অগ্নি অগ্নিময় চাপ ধবি কবে, দৈত্যসেনা'পরে শগ্রবৃষ্টি কবে ; বহ্নি বৃষ্টি যেন দেগিতে ভীষণ ; জয়ন্ত কার্য্মুকে বাণ ব্যিষণ যেন শিলাপাত দল্লজে ঘাতি।

ক্রমে অগ্রসর তৃই সহাবল,
মহাশব্দে যেন ধাহ জ্লদল,
বরুণ যথন আপনি সার্থি,
মহাসিকু বারি শতচক্রে মথি,
শতচক্র রথ চালান বেগে।

মিলিল ত্'দল,—তুই মহানদ মিলে যেন রঙ্গে কৃটিয়া উন্মদ, ফেন রাশি রাশি তরঙ্গে তরঙ্গে ছুটে কোলাহলি ভুই নদ অঙ্গে ড্'নদ বিস্তার সমূহ যুড়ি।

শিঞ্জিনী-নিৰ্ঘোষ ঘন ঘন ঘন ; অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত শব্দ বিভীবণ ; মেনার গর্জ্জন, ভূরী-শব্দ নাদ, রথচক্রধ্বনি, অগ্ন হেবা নাদ ;

বিপুল তুমুল সমর-স্রোত।

ধূলি ধুমজালে গগন আছেন, বথচকু অধ ক্ষুবেতে উৎসন্ন অমব নগৰী; ঘোর অন্ধকার দৃষ্টি নাহি চলে দীপ্ত মন্ত্রধার চমকে চমকে নয়ন ধাধে।

ছোটে কজপীড় রথ ভয়ম্বর,— ভীমকজমূর্ত্তি ভীম ধ্বজে যার,— ছোটে জন্মজের অরুণ শুন্দন,
ছোটে বহ্নিরথ ঘোর দরশন
ফুলিঙ্গ ছড়ায়ে যোজন পথ।
কালভদ রুক্ত ভুরঙ্গ উপরে
মহাথকা করে ফিরিছে সমরে;
ফুন্দন অন্তর্ম ভীষণ করাল,
ঘোর গদা হাতে দ্বিনি তরু শাল,
ফিরিছে উন্মন্ত মাভঙ্গবং।

পড়ে সৈত্যগণ সংগ্যা অগণন, শত্যস্ত্রস্বাশি অভাবে যেনন ক্লমকের অস্ত্র আঘাতে লুট্যা পড়ে শত্যক্ষেত্রে ভূতল ভাইয়া

গেলাইয়া চেউ ধরণী অঙ্গে;

শালবনে কিন্ধা যথা পত্রকল, উড়িয়া পবনে উভাপে আকুল, নিলায আবন্তে পড়ে বাশি বাশি নীবস, পিঙ্গল ববন প্রকাশি যোজনবিস্তার অবনা চাকি।—

পড়ে দেবসেনা গরে থবে থবে— পুষ্পরাশি যেন রণন্তল'পরে, কিমা বহিংগর্ভ বাদ্ধি শৃত্যে উঠি শৃক্ত পথে যেন ভাঙ্গি পড়ে লুটি

ছড়ায়ে সহস্র কিরণকণা ! ভীষণ সমর-হুতাশন জ্বলে অমরা ভিতরে, স্থলে স্থলে স্থলে

ব্যার্থি দলে দলে দেবতা অন্তর; বাতেজে ঘন কাঁপে স্তরপুর

্যার আভম্বর বীর আরাব।

ক্ষেক্স-শিগরে চপলা চাহিয়া দেগাইছে শচী অস্থৃলি তুলিয়া "হৈব লো চপলে, কিবা ভয়ন্ধর বণ অইগানে—কি ঘোর ঘর্ষর— একাদশ ক্ষদ্র ধোরে ওপানে; ভৈবৰ বিক্ৰমে যুঝিছে দানৰ,
মহাগজা ধরি—মুগে ভীম বব—
হানিছে চৌদিকে পড়িছে অমব;
কোন বীব, বতি, অই গজাধব,
কোধিত বুধত ছুটিছে যেন ?

দর্শ্ব অন্তে ক্রিব প্রবাহ,
দর্শ্ব অন্তে জনে প্রহরণ দাহ,
তবু যুঝে একা একাদশ দনে
মত্ত্বস্থী যেন ভাঙ্গে নলবনে—
অম্ব-বাহিনী দেগ পলায়।"

চাক ইন্দ্ৰালা সবলা স্থন্দ্ৰী
স্থানিলা—"ই ক্ৰাণি, বলো গো কি কবি,
এ ঘোর আঁধার শর ধুমময়
শ্রপ্থে দৃষ্টে কি কপেতে হয়,
কি কপে দেখিতে পাও এ দুৱে ৪

আমি ত কিছুই নারি নিরথিতে, শুধু মাঝে মাঝে চকিতে চকিতে হেরি অস্ত্রজালা, শুনি কোলাহল বহু দূরে যেন চলে সিদ্ধুজন উথলি হিল্লোলে অনস্ত পথে।"

শচী বুঝাইলা দানব-বালায় দেব-চক্ষু বিনা দেখিতে না পায় ধুমাচ্ছয় দেশে, কিবা তমসায় ; ব্ৰহ্মাণ্ড দেখিতে পায় দেবতায়, দানব-মানব নয়ন স্থল।

কহিছে শচীরে মদনের প্রিয়া কাগভদ্র দৈত্য-বীর্য্য বাগানিয়া, হেনকালে রোদ্র অজ-রূদ্র শব দ্বিগও করিয়া গজা গরতর

বিদ্ধে কফদেশে আঘাতি তায়; অস্থির ব্যথায় পড়িল অস্তর,— একাদশ রথচক্র, অধস্থা ক্ষু করি স্বর্গ তথনি ছুটিল,
থেদায়ে দমুজ-বাহিনী চলিল,
কালভদ্রে বধি শাণিত শরে।
হেরি রুদ্রপীড় ভগ্ন নিজদল
চালাইল রথ—অমরা চঞ্চল,
মহাঘোর শব্দে কোদণ্ডে টক্ষার,
বাণে বাণে বাণে সাজাইল হার

ভূজ প্লেব শ্রেণী যেন আকাশে। স্থাননে কহিয়া প্রণাতে থাকিতে চলিলা বিশিথ ছাড়িতে ছাড়িতে, কদ্রগণে গিয়া আগে আগুলিলা, মুহুমুহ্ প্রণে বাণ বসাইলা—

থেন লক্ষ শার একতা ছাড়ে।

কাটিলা নিমেশে রথের ধ্বজিনী, রথচক্র, নেমী, অধ্যের বন্ধনী; একাদশ কড় নিমিশে নীরথ,— ফিরিতে স্থানর নিবারিলা পথ, পড়ে ক্ষড়গণ মোর বিপদে;

মুথে বাণবৃষ্টি, বাণবৃষ্টি পিঠে শৃক্ত অন্ধকার নাহি চলে দিঠে, বহে শতধারে অমর-শোণিত অপূর্ব স্কান্ধি দৌরত পূরিত,

অস্ত্রের দাহনে দহে শরীর। জয়স্ত কহিলা "হের বৈধানর, বৃত্তস্তে শরে দেহ জর জর রুদ্র একাদশ দানরে—পশ্চাতে ফ্রন্সন

না পারে দানবে করিতে দমন, অন্তির শরীর অস্কর তেজে।"

শুনি অগ্নি, বেগে, চালাইলা রথ, চক্রের ঘর্ষণে অগ্নিময় পথ, সর্ব্ধ-অঙ্গে দীপ্ত ক্ষুলিক ছুটিল, নলবনে যেন দাগাগ্নি পশিল, তেমতি ক্রোধিত অনল বেশ। চারি দিকে দৈত্য-সেনা ঝরি ঝরি
পড়ে তীক্ষ শারে, স্থতীক্ষ কর্ত্তরীআঘাতে যেমন পড়ে নলবন,
দক্ষ চম্তে অনল তেমন
করিছে নিগন দক্ষজ-রাশি:

দেখিতে দেখিতে ভীম হতাশন দৈত্য-চম্ দলি নিবারি স্থলন, দাড়াইলা গিয়া কদ্রগণ-আগে কালাগ্রির তেজে; ভয়ক্তর রাগে

বহ্নি-রুদ্র**পীড়ে ভূম্ল** রণ।

বলি শরে শরে কৈলা অন্ধকার, ছাড়িতে লাগিলা বিকট হুদ্ধার; কোদগু-টদ্ধার নিমিধে নিমিধে, বাশের গর্জন স্তব্ধ করি দিশে ব্যবিধ করিল শ্রবণ্মল।

অনল তৎপর সে আগুগ-জাল এড়াইলা, রথ রাগি জণকাল শর-লক্ষ্য-স্থান-অন্তরে আসিয়া, আবার ঘর্ষর নির্মোধ্যে মুরিয়া

বিজ্লি-গতিতে অতি নিকটে,

ফিবিলা নিমিষে ক্রোধে ছতাশন, না কবিতে লক্ষ্য দচ্চত্র-মদন, দীপ্ত অসি ধবি, লক্ষে ছাড়ি রথ, রুক্তপীড়-রথ-অধে জ্বলাবৎ

হানি দীপ্ত আস করিলা নাশ:

শতগণ্ড করি ফেলিল শতাঙ্গ— নেমি, নাভি, ধুর, ধ্বজ, রথ-অঙ্গ, ভীম অসি-ঘাতে—বিনাশিয়া হত, উঠি ভগ্ন রথে লফ্চ দিয়া ক্রত, কদ্রপীক্ত নম্বঃ বিখণ্ড কবি;

ক্ষণ্ডালাড় বস্থাবিধন্ত ক হানিবারে যায় বক্ষান্তলে তার

মহা জ্যোতির্ময় তীব্র তরবার, তেনকালে দৈত্যস্থত স্থানতুর

ছাড়ি নিজ রথ, রথেতে শক্রণ

উঠিল বেগেতে প্রলক্ষ ছাড়ি। পুদাঘাতে সতে ফেলিয়া মন্তবে,

নিজে রশ্মি ধরি, ঘোর বেগভরে স্চালাইল রথ—কিছু দূরে গিয়া

রাণিল জন্দন, চরণে চাপিয়া ধরিলা অধ্যের রঞ্জির ভোর:

নিলা অনলের ধন্ত্রীণ ভূণ, কার্ম্মাকে বসায়ে দিবা নব গুণ, গর্জিতে লাগিলা ভূজদের , প্রায়,

লক্ষ লক্ষ্ণ শর অন্তোর গায় ক্ষিপ্রহত্তে ক্ষণে নিমিধে চেলি।

শাধু কদ্রবাড় —বহু মহাবল" ছাড়িল ছডাও বানবের দল; শবেতে অন্থির শুর বৈধানর,

ভন্নরথ'পরে জেনে থর থর, ন্যু পারি রোধিতে অরাতি-বাণ।

ছুটাইল রথ অনলে রক্ষিতে জয়ন্ত-সারথি পল না পড়িতে; ছুটাইল রথ কুবের ছ্পার, ছুটাইল রথ অমিনীকুমার

অনল সহায়ে বিজ্ঞলি-বৈগে।

থ্যকালে বুত্রস্ত স্থানিপুণ, মধ্যবস্থার করে টানি গুণ, হানে ভয়ঙ্গ স্থাপতি বাপ হতাশন কঠ করিয়া সমান; বিদ্যাল সে শব ভেদিয়ালকা। জয়ন্ত, কুবের অধিনীকুমার ঘেরিল বহ্নিরে কাছে আসি তাঁর; বিশিগ জননে অন্থির অনল কহিল—"বীবেক্ত ঐক্তি মহাবল, দেও তব প্রথ জানাই দৈতো।

বহিন্ন কি তেজ।'' প্রবোধিশা সবে ''এস মহাভাগ, কণএান্তি ল'ভে; এ যাতনা তব হ'লে কিছু দূর রণে এস পুনঃ; রুত্রসতে কুর যুক্কিয়া আমতা রোধিব রণে।''

বলি ইন্দ্রাদ্ধি রথে বৈধানরে
তুলিলা সকলে রাখিলা অন্তরে
সমরে ফিরিলা—জয়ন্ত স্থানীর
কুবেরের রথে, হুই মহাবীর
অধিনীকুমার অধেতে চলে।

দমুজনন্দন বহিংবে বিম্বি
মহা দর্পে ছাড়ে— মন্তবেতে স্থগী—
তীর শবজাল দেব-দেনা'পবে ;
মূহর্তে মূহুর্তে বিদ্ধিছে দে শবে
অমর-বাহিনী দহি যাতনে।

জয়ত, কুনের, মলিনীকুমার, রুজপীড় রথ থেবিল আবার; আবার বাজিল সমর ভূমুল শীম অস্ত্রাহাতে জুক্ক সৈপজুল, শরে হুলত্বল সম:-হুল; বেগে লক্ষ্ক নিয়া কুবের ভ্রমন

বেগে লক্ষ্য কুবের তথন গদা ঘুরাইয়া করিল গমন, উড়াইয়া শরে শুক প্র.ক.রে ঘুণবায়ুগতি গদার প্রহারে,

পদভরে ঘন কাঁপে ত্রিদিব।

দমর-কুশল অস্তরকুমার ছাড়ি ধর্ম্বণি, ছাড়ি হুহুদ্ধার, দাড়াইলা রথে ভীম শেল ধরি, কুবেরের কক্ষঃস্থলে লক্ষ্য করি

বেগে ছাড়ি দিল। বিপুল তেজে। বিন্ধিল ভীষণ শেল বক্ষঃস্থলে, দাক্ষণ প্রহারে খাদ নাহি চলে, পড়িল ধনেশ হ'য়ে হতচিত, জয়স্ত-শুন্দন ছুটিল ব্যবিত,

ধনেশেরে ঐক্রি তুলিলা রথে।

শিঞ্জিনী টানিয়া আক্ৰিলা বাণ দক্ষজ-নন্দনে ক্রিয়া সন্ধান;— শচী নির্থিয়া আতঙ্কে উত্তলা, কহে ভীম স্বরেশ্বের লো চপ্রা যাও শীঘ্রুতি নিবার স্কুতে;

না প্রবেশে রণে রুদ্রপীড়-সনে ; মহা ধল্লর্কির দল্পজনন্দনে নারিবে সংগ্রামে করিতে বারণ,

যার হাতে হারে দেব ত্তাশন,
তার সনে একা ব্ঝিতে ধায় !
নিবার নিবার নিবার, চপলে,
যাও জতগতি, যাও রণস্থনে,
বাজিবে হুদয়ে শেল সম ব্যথা

নৈমিষ্- গ্রুপ্যে দানবাঘাতে ।"

চপলা চলিলা স্ক্তপল-গতি দেব দূত-বেশে যথা দেববুথী ; কহে ইন্দুবালা "হায়, ইন্দ্ৰপ্ৰিয়া, তব বাক্যে, গতি, কানে মম হিয়া,

ব্রিকারে পারি তব চিত্তমাল.

পড়ে যদি পুত্র, পড়েছিল যথা

কেন প্রাণনাথ হেন নিদয় ! "কহ চপণারে আনিতে এগনে— যুচতে এ ভয় তোমার প্রাণে প্রে আনি কাছে ; প্রক্র-জায়া,

धानात (है) अन्य द्वनमा-द्वरण

"হায় নাথ, হেন বাথিলে আমায়,
ব্যথা দেও কেন অস্তে পুন্রায় ?"
বলি অক্ষরণে বক্ষঃ ভিজাইলা;
দেবদূত বেশে এখানে চপলা
বাসব-ক্মারে সম্ভাষি কয়—

"রণে ক্ষান্ত হও স্করেশ-নন্দন,
সহিতে নারিবে ভীম প্রহরণ,
রুদ্রপীড়-হাতে—জননী আদেশ
একাকী সমরে ক'রো না প্রবেশ,
বিধো না ভাহার হার্থনৈ শেল।

"একাকী যে বীর নিবারে সমরে একাদশ রুদ্র, যক্ষ, বৈশ্বনিবে, তারে কি সংগ্রামে পারিবে জিনিতে ? লও অক্স স্থানে এ রথ হরিতে, কুবেরে অনলে স্ত-স্কুস্ত কর।"

বালয়া তথনই হৈলা অদর্শন, শুনি দৃত্যুবে জননী-বচন জয়স্ত জংগেতে কিবাইল বথ তাজি ধরুর্বাণ-ধবি অঞ্চ পথ কুবেবে লইলা অনল পাশে।

জয়তে বিমুগ দেশি বৃত্তস্ত ঘোর সিংহনাবে—শিক্ষা অব্ভূত্ত— অযুত অযুত শর নিক্ষেপিলা দেব-চম্ ঘাতি,—রথে ভূলি নিলা অাপন সার্গি, নিয়ক, ধ্যু :

মথিতে লাগিলা হ্বে-সেনানল—
বাড়বাধি যেন দহি বসতিল,
জলজন্তকুল আকুল কবিয়া
ভ্রমে সিন্ধুগর্ভ ছুটিয়া ছুটিয়া
হ্বন্ত প্রত্ত ভীবন দাবে —

তদুরে দেগিলা অধিনীকুমার যু**বিভে** অবাধে কিব্রুমে ছ**র্মা**র ; দিবা অখ'পরে দেব হুই জন হানিছে কুপাণ স্থতীক্ষ ভীৰণ, লপ্তভঞ্জ কবি দমুজদল।

তথনি দৈতে শ স্থত মহাবলী আদেশে সার্থি স্থরাস্থরে দলি চালাইলা বথ ঘর্ষর নিনাদে বেগে সেই দিকে.—ক্রন্তপীড সাঞ্ ধরিলা কার্ম্য টকারি গুণ।

চক্ষের পলকে লক্ষ্য করি স্থির ছই তীক্ত শর নিকেপিলা বীর. নিক্ষেপিলা পুনঃ আর ছই শ্র নিমেদ না ফেলিকাঁপি থব থব পড়ে দেন-অখ আরোহী সহ:

ভীষণ জন্ধার ছাড়ে দৈতাদল, **७** में निल तर्ग अभरतत वन. পশ্চাতে চলিল দান্বের সেনা (বক্তা যেন চলে বুকে করি ফেনা)

मञ्जूष्य नक्त. अक्तन वीत ।

ধায় রণমত্ত কেশরী যেমন ছাড়ি সিংহতুল্য ভীষণ গজন; দেখিতে দেখিতে অমনবাহিনী প্রাচীর-বাহিবে তাভিত তথনি,

লতা পত্ৰ যথা ঝটিকা-মথে। দেববাহ ভেদ করি মন্ত্রগতি **50ल टिक्टा-टमना 50ल टिक्टा-द्रथी**:

রণক্ষেত্র দূরে ছাড়িয়া চলিল, যথা চলে বেগে তটিনী সলিল

তবঙ্গ আঘাতে ভান্ধিলে কৃল।

শচী স্থমেরুর শিখর উপরে, হেরে সেনাভঙ্গ কাতর অস্তরে ; ৰুদ্ৰপীড়-বীৰ্য্য হেৱে চমকিত চাহে দৈত্যবধু-বদনে স্বরিত, বুঝিতে তাহার হৃদয়-ভাব।

তেমতি বিমর্থ ভাবেতে সরলা দেগিলা ভাবিছে—তেমতি উতলা। কহিলা ইন্দ্রাণী "একি দেখি ভাব, চারু ইন্দবালা পতির প্রভাব দেখিয়া তবুও প্রসন্ন নহ।

"আমার তনয় হইলে এখনি ভাবিতাম ওরে জগতের মণি; কি বীৰ্যা, সাহস, কি শিক্ষা-কৌশল ! একা হারাইল ত্রিদশের দল. শক্র বটে, ধন্ম বীর বাথানি।"

ইন্দ্রালা অশ্র ফেলি দর দর কতে "স্ববেশ্বরি, কাঁদিছে অন্তর, নাহি চাহি আমি প্রভাব, প্রভাপ, পরাণে না সতে এ ঘোর উত্তাপ, डेक्ट शिवा, डांब, घड्य पर-

"না দিবে ঘটতে কোন অমঞ্চল প্রিয়ের আমার,—হে শচি, সম্বল একমাত্র মই এই ছঃখিনীর আমার(ই) অদৃষ্ট দোবে হেন বীর. না জানি কপালে কি আছে শেষে!"

ক্ষে ইলুজায়া "লগাট-লিখন অবে ইন্বালাকে করে গণ্ডন গ চিন্তা নাহি কর, কি আশঙ্কা তব গ ইলু নাহি হেথা-সতি, তব ধব বাসব-অভাবে-অমর প্রায়।"

হেথা ক্রদ্রপীত গর্জিছে ভীষণ সম্ব-প্রাঙ্গণে দেববর্থিগণ দুর হ'তে তাম কৈলা দুরশন; कार्खिटकग्न, क्या, तकन, भरत,

দেখিলা অগ্নির শতাঙ্গ ধরজ।

বুঝিলা তখনই পূৰ্মদাৰে বণ হইলা কি রূপ জয়ন্ত তথন

অধিনীকুমারে কুনেরে অন্লে সংহতি লইয়া আইলা সে সলে,

বিব্রিলা বণ বারতা যত।

স্তর্বধিপণ শুনি চিথাকল-বৃত্ত্ব, বৃত্তস্থত করিলা থাকুল অমর-সেনানী; কি রূপে উদ্ধার সে গোহার হাতে হইতে আবার.

প্রতাহনত বিধান, পিতা পুত্র লোহে অজেয় রণে।

কহিলা ভাস্বব "শুন, দেবগণ, বিনা ইজ যদি সমরে নিধন না হবে ইহারা,—কি হেজু হে তবে এ দারুণ ক্লেশ এ ঘোর আহবে ?

ইক লাগি সবে বিরত হও।
মতুবা যদাপি রাগ মম কথা,
করহ সমর ধরি অহ্য প্রথা,
তাজি ধুরুর্বাণ, বাহন, হুক্ন,
নিজ নিজ তেজ করহ ধারণ

প্রলয়ের মর্ত্তি যে রূপ যার।

দ্বাদশ প্র5-৪-রূপে জনি আমি, জনুন কালাগ্লি বেংশ বহিন্দেনী, প্রনয় প্লাবন ছুটান ব'বীশ, প্রন্য উভানে ঝড়ে দশ দিশ,

দেখি কি না দৈতা নিধন হয় ''
ফ্র্যা বাক্যে বায়ু ছুটতে উ৯ড,
সিন্ধতি কাঁবে কবিলা বিরত;
কহিলা ইকি কহ, মহে প্রভাকর,
দন্তজে নাশিতে তেজ বিশ্বহর

প্রকাশি, ব্রন্ধান্ত করিবে লয় ?

মাশিবে মিগিল প্রাণীর প্রাণ মাশিতে ছ'জনে १ করিবে শ্বশান বিশ্ব চরাচর १—কং কি উচিত দেবের এ কাজ १''—"মা জানি কি হিত, জানি দেহ দগ্ধ" কহিলা ববি। হেনকালে শৃত্যে ভৈবৰ নিৰ্মেষ কোদপুট্ৰাবে —ষ্ডি শত কোশ ঘন সিংহনাদে পুৱে শুয় দ্ব, ঘন সিংহনাদে পুৱে প্ৰপ্ৰ অমুৱ দানৰ শ্যেতে চায় :

নেপে ইন্দ্ৰন্ধ পৰেন মৃড়িয়া শোভে মেঘশিৰে গলিয়া ছলিয়া, নামে ধীৰে ধীৰে দেব আগগুল, মন্তক বৈড়িয়া কিৱণমণ্ডল, ভিৰু প্ৰিডিড স্থানীল ভন্ন।

প্রশিলা ইক্র অমবা অবোর কত কল্প পরে, করিতে সংহার রুত্র মহাস্ত্র ;— নিলা আলিসন স্থান-বিথাণে প্লাকিত মন দেব শ্চীপতি অমরানাথ :

হর্ষে সিংহনাদ দেব-সৈক্তানলে,
অমরনগরী স্তব্ধ কোলাহলে;
সহর্য-বদন চাহিয়া চপলা
কহে শচী শস্থি, গেল চিত্তমলা,

জ্জাল সদয়, নয়ন মন।"
বলি, অকআং চাহি উদ্বালা
মালিন বদনে, শালী শিহ্বিলা;
স-অঞ্চ নয়ন ফিরায়ে তগন,
চপলার সনে বিবিধ কগন
কৃষ্টিত লাগিলা স্বেশ্বুমা।

একবিংশ সূর্গ।

কৈলংসে নগেন্দ্ৰবালা জানিলা যথন পুরন্দৰপায়া শতী-বন্ধঃ লক্ষ্য করি ঐক্তিলা তুলিলা পদ, —দলিলা চরণে পৌলোমীর প্রতিবিদ্ধ চাক্ষ আভাময়

কিরণে অঙ্কিত স্বর্গ-মনঃশিলাতলে. বাষ্পবিন্দু নেত্র-কোণে, জয়ারে সম্বোধি কহিতে গাগিলা মহামায়া মচস্বরে:---"ছয়া বে. কি হেত বল জগতীমগুলে প্র-চিত্তে পীড়া দিতে প্রাণিবন্দ হেন তিলার্দ্ধ না ভাবে ছপ, না চিন্তে মানসে কি দারুণ বাথা প্রাণে তার, পর-দত্তে পীড়িত যে জন ! হায়, স্থি, মনস্তাপ কড্ট এখন ভঞ্জে শ্চী-মনস্বিনী (5उम-क्रिलिंगी, किं**ड**ांगयी। अन ज्या হেন চিত্ৰজালা নিতা ভঞ্চে যে প্রাণী, সেই ব্যায় নববুড়েক কেন নিবন্ধৰ আদেত্র মহীতল: কি মহা পীডন ত্রিগতে দছ, হেষ, দর্প, ভদ্রবলে ! এত দিনে ইক্সায়া ব্রিল, বে ছয়া, বিজিতের জদিশাত কিবা বিষম্য । কি বিষয় কালকট-জালা অধীনতা। হে দঙ্গিনি, ভূমিও সে ব্যঞ্জিলে এখন अन्द्रवी नाम धति दक्त कारन कारन করাল কালিকা-রূপে আবিভ'ল উমা।" কহিতে কহিতে চিত্ত ঈষ্ণ চঞ্চল, কহিলেন ক্রোধস্থারে মহাকাল-জাহা জীবদন্ত সংস্থারিণী-"এ দল ভাতার থাকিত কি এতক্ষণ ৪ দানবী ঐক্রিলা এই দত্তে জানিত দে ভীম ভামিনীর বীৰ্যা কিবা !--চণ্ডবিলাদিনী চণ্ডীবোৰ ! রে ভৈরবি, কি কব সে ইক্তে অগৌরব আমি যদি বত্তে ৰধি দণ্ডি সে বামারে i এত কহি, ভবানী ভাবিয়া ক্ষণকাল তাজিয়া কৈনাসপুরী শুন্তে প্রবেশিলা: বিশ্ব-মধ্য-কেন্দ্ৰ-মাঝে ধথা প্ৰদ্ৰকোক উত্তরিলা ব্রহ্মমনী ইরশানগতি. (मिथिना त्म महामृत्यः, अनस्र तांतिया,

কিরণমণ্ডলাকার বিপুল পরিধি.

ব্রজার প্রবীর প্রান্তরেগা—শোভাম্য অন্তত আলোকে ৮ মীল অমন্তের কোলে নিবস্তুর থেলে যেন ভাত্তর হিল্লোল, বিবিধ স্তবৰ্ণ নীলবৰ্ণে মিশাইয়া । দেখিলা ভৈত্ৰক জা । সে বিশ্ব-প্রদেশে, ... কর্ম র. দানব, কিম্বা সিদ্ধ, দেবযোনি, ব্যোমচর প্রাণী যেবা আইসে সেপানে. ভ্ৰমে ভলি শৃত্য-পথ, প্ৰণমি তথনি যায় দরে, উচ্চেতে উচ্চারি পাতানাম, ভজি-প্রকিত কলেবর । চারিদিকে ঘেরি সে মহামঞ্জ - কিন্তু পরিত-পূর্ব নিয় উদ্ধাদেশে অপুর মরতি ন্ধীন রজাওরাজি সতত নির্গত। দেখিলেন জগদমা প্রাক্তর অন্তরে সে ব্ৰহ্মাণ্ডকণ-গতি অকল শন্তেতে. কত দিকে কত রূপে, কত শোভাময়! ভেদি সে ভারমণ্ডল, প্রবেশিলা সতী বিশ্বমোটকর বজালোক-মধাভাগে। (कवित्य स्थारित, भीवाभग्र ग्रहांमिक সদশ বিস্তার স্লোভ-পারাবার ঘোর; সলা, তবঞ্জিত- ঘর্ণামান উল্মিরাশি নিংশকে দতত ভীয় আবর্ত্তে ঘরিছে বিধাতার আসন থেরিয়া। নিরাকার: নিছ'ণ, নিজ্যোতিঃ, আভা-হীন, তাপশুন্ত, সে স্রোতঃ উর্ম্মির সিন্ধ ; উন্ধানেশে তার বাষ্প্রাশি ক্লাভ্য মণ্ডলে মণ্ডলে---যথা ভাল মেঘবাশি গগনে সংগ্র: ধ্বিতে অন্তত বেগে—অচিত্য মানসে, ছচিন্তা কবি-কলনে -সে বাষ্পমগুলী. আহর্ত ভিচরে কোটি আবর্ত্ত যেন বা । জন্মি ভাহায় মুগু আলোক মণ্ডল ব্যাপিচে অনুৰ ত্র--কেন্দ্র আভাময়: আমাভাম্য কক্ষাত্র তরল কিরণ সে কেন্দ্রের চারিধারে: দুরতর যত,

তত গাঁচতর দুট প্রমাণুব্রজ --বায়, বহিন, বারি, ধাতু মুৎপিওরূপে। ছটিছে অনন্তপ্রে সে পিও-কলাপ স্থ্য, চক্র, ধুমকেতু, নক্ষত্র আকারে নানা বর্ণ, নানা কায়-অপূর্ব্ব নিনাদে পরিয়া অম্বরদেশ; কোথাও ফুটছে মনোহরা মন্ত্রজ ভ্রন মোহময়! বিরাজে সে উর্দ্মিম্য অকুল-অর্থবে বিধির স্ক্রাদন - ঘটিলা নিগ্মে ! চারিধারে সে আসন ঘেরি নির্মর ছুটিছে তরঙ্গমালা লুটিতে লুটতে উঠিছে আসন্দত্তে আনন্দে খেলায়ে: হেন ক্রীডারঞ্চে রত সে তরঙ্গরাজি থেলিছে আসন পার্লে; বিদি পদাস্ক যথনি প্রশে তায়, তথনি সহসা সে অপূর্ব্ব স্রোতঃ মালা জীবন-মঞ্জিত, পূর্ণ নিরমল রূপ জীবাহা স্থল্ব-পূর্ণব্রন্ধ জ্যোতিঃবেগা অঙ্গে পরকাশ ! পুলকিত পদ্মধোনি ছেরেন হর্নে **স্কৌ**ব-আত্মা-মণ্ডলী হেরেন হরুয়ে স্টির ললাম শ্রেষ্ঠ জীবের চেতন. **দেব-নর প্রাণি-দেহে স্নেহ** স্কর্থাধার। বিবিঞ্চি কারণদিন্দ গর্ভে হেনরূপে

বিরিঞ্চি কারণদিক্ গর্ভে হেনরূপে গঠিছেন কত প্রাণী সবাব চুক মনে।
নবীন জীবনাস্বাদে মুদ্ধ জীবকুল
ভূঞিছে মভূতপূর্ব্ব কতই উরাস :—
সে মুহূর্ত্ত স্থব ! আহা, কে পারে বর্ণিতে, কে পারে হিন্তিতে হায় ! আভাস তাহার (দীপভাতি যথা ফুর্যাকরণ আভাস)
ভাব মনে হে ভার্ক, শিশুর উল্লাস, মবে প্রাণিক ভূতে, অর্কিন্ট স্ববে, ধরি জননীর কঠ হাসে চিত্ত-মুগে, প্রকাশি পীয়ুবপূর্ণ মেহ কুল্লাননে!
এ হেন আনন্দ্রসে ইয়া বিহ্বা

প্রথমে যথন, হেরে সে প্রাণিমগুলী স্রোতগর্ভ অর্ণবের উর্দ্মিকুল ক্রীড়া, হেরে শৃত্যে বায়ু, বাষ্প, বিহাৎ, আলোক, স্জন-লীলা-অন্তত, তথনি সভয়ে শুষ্ক, শীর্ণ পুষ্পপ্রায় মুদ্রিত নয়ন, ধায় বিধাতার অঙ্গে ভয়ে লুকাইতে, ধায় ভয়ে শিশু যথা জননীর কোলে। পশি বিধাতার ক্রোডে যথনি আবার হেরে সে করণাপূর্ণ নির্মাল আনন, তথনি নির্ভয় পুনঃ পাশরি সকলি, তথনি আপনা হ'তে চিত্তের উচ্ছাস। সঙ্গীত উচ্ছালে বহে অপূর্ব্ব ধ্বনিতে! অপর্ব্ব ধ্বনিতে উচ্চে পরব্রন্ধনাম ডাকিতে ডাকিতে উঠে যে যার ভবনে, জগং-সীমন্ত রত্ব জীবরূপ ধরি। আনন্দে আনন্দম্যী কারণ সিন্ধতে হেবিলা কতই হেন সজনের লীলা. পুঞ্জ পুঞ্জ জড়, জীব, ব্রন্ধাণ্ড আকাশ, স্থা, তারা, শশ্বর, স্বর্গ, রদাতল, মুহূর্ত্তে মূহূর্ত্তে সৃষ্টি অপূর্ব্ব দেখিতে। দেখিতে দেখিতে স্থাপে শঙ্কামোহিনী চলিলেন ধীরগতি—দাঁড়াইলা আসি বিপুল কারণ সিদ্ধতটে মহামায়া।

সহসা উদিল ছটা—অতুল শোভাই উজ্ঞলি মহা অর্থন। হেরি সে কিরণ, সবিপ্রয়ে পর্যোনি উন্মীলি নয়ন চাহিলা, যে দিকে চাক শোভার উদ্য় সন্তুমে আইলা কাছে শুশ্বনী হেরিয়া। সন্তুমি স্থান্ত স্বলে স্থান্ত বিধি জিজাদিলা "কি বারতা হে ত্রাম্বক্জায়া, কি কারণে গতি এখা ?—কোখা বিশ্বনাথ ? কি হেতু বিধিধে আজি হেন অনুকৃত্ত ?" "হে বিরিঞ্জি, তুমি ভিন্ন," কহিলা অধিকা, "দেবকুলক্তা মান কে রাখিবে আর ? ভ্যে নারি কহিতে মহেশে এ সংবাদ;
ভানি পাছে করেন প্রলম্ব বামদেব।
ভূটা বুত্রাস্থবদায়া দানবী দাভিকা
তুলিলা হানিতে পদ শচী-বক্ষঃস্থলে,
হে কমলযোনি, বাথিলা শচীর দ্বদি;
কে আর হে তবে পরচিত্রে পীড়া দিতে
হইবে শক্ষিত, ইক্সন্ধায়া, পৌলোমীর
এ দশা যথপি ? দর্শ চূর্ব কর, দেব,
দম্মবামার অচিরাৎ,—কর বিদি,
হে বিধ্যতঃ, বুত্র বঞ্চয়াহে; বিধি তারে
দানবীর দোরায়া বুচাও স্বর্গধায়ে,
বুত্রাও, হে পরাসন, উমা-মনন্তাপ।"

বিবিঞ্চি উমার বাকে। চিন্তি কতক্ষণ, নগেল্রনন্দিনী সঙ্গে বৈকুষ্ঠভূবনে গেলা যথা রমাপতি ; মাধব সংহতি ফিবিলা সত্তর পুনং ভূবন কৈলাদে।

বিষয়া ভবানীপতি, ভাবে নিমগন। কোটি ব্রহ্মাত্তের প্রতিমার্ত চারিধারে, হেরিছেন কুতৃহলী যোগীক্র মহেশ ধ্বংসের অপুর্বগতি।--বিশ্বচরাচরে কতরূপে কত জীব, কত জড়তনু, মুহুর্ত্তে হইছে লীন। নিগ্র রহগু-নিস্গ্ৰবন্ধন-স্থত--ছেদন-প্ৰণালী। বোধাতীত চিস্তাতীত, অতীত কল্লনা — **জয় জীব ধবং**সগতি ! কাল-সংঘটন । কিবা হক্ষতর ক্ষুদ্র হত্তেতে জড়িত ষীবের জীবন, ভোগ, সম্পদ, প্রতাপ। কি হক্ষ মিলন, বিশ্ব চরাচর মাঝে মতেতন সতেতন—ভূলোকে ছালোকে, व्यानिकूटन, जड़जीटन आञ्चाय भंतीरत । কিবা মনোহর ক্ষুদ্র শুঙ্খল-মালায় জড়িত ব্ৰহ্মাণ্ড বপুং। কেশাগ্ৰাসদৃশ ইত্রের রেথায় বন্ধ আত্মা মন, দেহ। শিথিল হইলে ক্ষণে নিখিল বিকল

দেখিছেন মহাযোগী প্রগাঢ় কৌতুকে সে লয় প্রালয়-রঙ্গ ভবনে ভবনে। দেখিছেন যোগিবর ক'লের প্রভাবে জীববুজ কত মর্ক্তো স্বাষ্ট্র শোভাকর जीवमर्खि পরিহরি, হতেছে বিলীন গভীর কালের গর্ভে। কত জ্ঞানদীপ কোটি কোটি বজাও মাঝাবে ক্ষণে ক্ষণে নিবিছে - ডুবিছে ঘোর অজ্ঞান তিমিরে। স্বৰমা কতই রূপ, কতই জগতে হতেতে কলম্বয়—মচিহ্ন কোথাও অসীম লাবণ,বাশি চঞ্চের নিমিবে। চতদ্বশ লোক মাঝে আত্মা স্থবিমল। নির্বাণ নক্ষত্র প্রায় জ্যোতিঃ হারাইয়া পড়িতেছে কতদিকে কতশত, হায়, পাপপন্ধ পরিপূর্ণ অন্ধতম কৃপে-পুড়িতে সস্তাপ-ভাপে। নেখিছেন দেব সে সবার অধোগতি ব্যথিত **অন্তরে,**— যথা নরচিত্ত হেরি স্থর্যোর মণ্ডল-বাচৰ গভীৰ গ্ৰামে যবে প্ৰভাকৰ। कान वा अवनी, এই প্রাণিপুঞ্জময় উদ্ভিদ লতায় স্কুশেভিতা, ক্ষণপরে হইছে পাষাণপিও মণ্ডিত হিমানী— প্রাণিশূন্ত তুষাতের মক ভয়দ্বর। কোথাও আব : কোন বিপুল জগৎ বিদীর্ণ হইয়া চূর্ণ—বেগুর আকারে মিশিতেছে শৃত্যদেশে। কত জনপদ উন্তিলোপান ছাড়ি ছুবিছে কালেতে অচিজ হটয়া ভবে চিবাদন ওবে। দেখেন কোথাও কোন ব্লাভের মাঝে. ভীষণ প্রণয় রঙ্গ -- জীব, জড় যত, উদ্ধিদ ভূবর, বারি, ভূমণ্ডণ বায়ু, কালানলে দগ্ধীভূত শক্তেতে লুকায় অণুরূপে ব্যোমগর্কে –শৃত্যময় করি দে ধর্ম গুল বাম ; কেখিনে আবার

দেখিছেন ভ্তনাথ মূগ বিপর্যয়—
ছজ্জয় প্লাবনে মর্য বিশাল ধরণী,
পশু, পক্ষী, নরকুল, অনুশু সকলি,
অমিছে বিমান মার্গে; ডাকিছে পবন
ভীষণ প্রলয় শব্দে মিশি সে প্লাবনে।
সে ঘোর প্লাবনে বিশ্ব ভূবন চকিত।
এইরূপ লম্বপ্রথা ভূবনে ভ্বনে
কি দেব-মানব-বাস, কিবা সিম্ববামে
দেখিছেন যোগীক্র নিম্মা গাঢ় ভাবে;
মৃতত্র কথন ঈবং হাত্য মুগে।

হেন কালে মুগ্ছর, স্বয়ন্ত্র, ভবানী,
দাঁড়াইলা ব্যোমকেশ শঙ্করে সন্তামি,
সদানন্দ মহানন্দে কৈলা আলিঙ্গন কেশব, হিরণ্যগর্ভে—উমাবে চাহিলা
ভূষিলেন আগুতোর মধুর হাসিতে।
মাধ্য তথন—সদা প্রিয়ন্ত্রদ দেব—
গন্তীর বচনে শুনাইলা বিশ্বনাথে
সকল বারতা—শুনাইলা শানীজ্যগ্র,
শুনাইলা শিবে অন্বিভার মনতাপ:

শুনিতে শুনিতে জটা গজাঁট নপ্তকে
কাঁপিতে লাগিদ দীরে —ললাট ফলকে
শশ্ধর পরতর আতা প্রকাশিল ।
মহাকাল কোধমুট্টি উনন্ন দেখিন্না
সাখনিলা স্ববীকেশ সমর শহরে।
বিষ্ণুর বচনে মৃত্যুভগ্নী মহেশর
কহিলেন "হে মাধর, উমার বাসনা
পূর্ণ কর এই দণ্ডে, —হে কমলবোনি,
কর্ম মাহে রুত্রান্থর নাহি জীবে আর,
জানি আমি আমার্টি ব্রেতে স্পর্না তার,
কিন্তু কহ শুনি, কেশর কৈটভহারি,
স্মন্তু বিধাতা, কেনা দে নহ তোমরা
ভক্তির স্বশীন সদা—ধ্যা ভক্তাধীন
ভান্তিমতি অত্তরের গুলাভি যদি তার,

এই দণ্ডে সেই লান্তি বুলাতে বাসনা
দল্লের অনুষ্ট বভিন্না; হের ইন্দ্র
সসজ্ঞ সমরক্ষেত্রে; বজ্ঞপ্রহরণ
নির্মাইলা বিশ্বকর্মা; দিলা তোমা দোহে
নিজ নিজ তেজঃ অল্পে অবার্থ করিয়া;
একমাত্র শস্ত্রায়—অন্ত নহে আজ (ও)
বিধাতার নিন্মান—সে বাধা বুলাও
অকালে অন্তরে নাশি, হে বিধি কেশব।—
আপনার কর্মনোবে মজে যে আপনি,
কে রন্দিতে পারে তারে হ'শ বলি শুলপাণি,
ভরত-বংসল দেব বুত্রে ভাবি মনে
তাজিয়া গভীর ধাস বসিলা নীরবে।

বের মংহশের মৃত্তি দেব চক্রপাণি,
মন্ত্রণা কবিয়া ক্রণকাল ব্রহ্মা সহ,
উত্তরিলা মংগ্রেক—"হে মন্তর্কহারি,
কর্মাকলে প্রাণিরন্দে উন্নতি, পত্রন,
স্বতঃ পরিবর্তনীল প্রাক্তন-প্রভাবে;
তথাপি, উন্নেশ, উন্না-মন্তরোধে আমি,
দেব প্রাণ্ডালি, রক্র-ভাগালিপি নাশে
হইন্থ স্মাত ?' বলি, লুক্রাইলা তন্তু;
লুক্রিলা প্রজ্বাপতি মৃত্তি ক্রণকাল;
মতন্ত ইইলা মহাদেব;—তিন গুণ,
একত্র নিলিয়া অকশ্বংব, প্রকাশিলা
পরব্রাক্তরপ্রক্রিপন !— অভুলিভ
শোভাপুর্গ কৈলসেত্ব না ক্রণনারে।
ফলনানে ঘোরশুন্তে কৈল ঘোজনান শিত্তিত্ব লাভ্রেক্রি স্বর্গরে অনুষ্টিলিপি অন্যানে গ্রিভর না

হেথা ভাগানের, গাড় চিস্কা নিমাজ্জিত, বিদান বৈকুঠ প্রথতে বিস্কৃত সন্মুকে বিশাল পাজন-নিপি—দুগু মনোহর ! ছাঘা ইক্সজালে যথা ধৃষ্ঠ যাত্তকর দেপায় অভুত রঞ্চ—মতুত তেমতি অন্ত অ'লেণ্য মধ্যে ক্রীড়া নিরস্তর ! কেনিণানে ভূমগুল-বিজ্ঞানী বীবেশ

ছুটে চতুরস দলে পর্মত লজ্বিয়া; আবার মহর্ত কালে দে বীরকেশরী মুক্তুমে পুদুরজে ভ্রমে চিম্ভাকুল ! এই রাজ অভিযেকে,—মানন্দ হিলোল গেলিছে ধরণী অঙ্গে, প্রবাহে প্রবাহে কত গজ, তুরসম, কত প্রাণিকুল স্থান্ত প্রারণ মাঝে। তগনি আবার আলো শ্বশান-ছায়া ভয়ন্ধর বেশ ! রাজতর চিতা'পরে অপত্য, বারূব, বাষ্পাকল নেত্রে ঘেরি শবে : কণকালে চিতা পাৰে কোথা আচম্বিতে মট্টালি চা স্থ্যাজ্য —রঞ্জিত ব্যনারত চাঞ্--বিবাহমণ্ডপে স্থাধে দম্পতী আসীন! মুহর্কে আবার, মুতপতি কোলে করি ক দৈছে যবতী, ছিন্নভিন্ন কেশবেশ, বসন, ভূষণ বিলুক্টত। ক্ষণে ক্ষণে কতই ঘৰক —আহা ভূষিত স্থৰমা. প্রতি অঙ্গে স্থাং যেন স্বাস্থ্য মূর্ত্তিমান—

হারাইছে সে লাবলা নাবনে স্থাবি !
ধৌবনে উচ্ছিন্ন কত নাবান্তান্তানি !
কোন চিত্র, উর্গনাভঃ ল পূর্ব এই,
উজ্জল নিমেব মধ্যে ! কোন দাঁপ্ত ছবি
প্রভাবিত নিরন্তর—সহস্যা মলিন !
কোন সে আলোগ দুগ্য—নাবিত্রা প্রতিমা
মৃর্টিমান্ এই যেন —বেলিতে দেখিতে
মনোহর চারবেশ —ম্যা, মরকতমধ্যরন্ত্র কোভিত ! কত প্রশালা
ধরিছে স্ক্র্মান্ত্রপ চন্দ্রের পালকে !
কত সে আবার নির্মান্ত্রপ প্রতিক কলিমা,
ত্বা, প্রন্ম, লতা, আজ্জাবিত ক্লিড্রে;
ম্থা তক শৈলক্ল, প্রভাত কুটেতে;

আবরিলে মহীদেহ মিহিরে লুকায়ে! কত দুখ্য মিলাইছে চিরদিন তরে!

এইরপে জগতের সে কোন প্রদেশে কালপর্মে, কর্মাকর্মে, স্থ্যোগে, কুযোগে ঘটছে যথন যাহা স্থগতি, অগতি, কিবা জীব, কিবা জড়, কি উদ্ভিদকুলে, তথনি সে চিত্রপটে, নিত্য ক্রীড়াময়, অন্ধিত হইছে তাহা;—নিময় মানসে দেখিছেন ভাগ্যদেব নিশ্চল নয়নে।

রুনের বিশাল ডিব্র সে আলেগ্যাপরে কত শোভা বিভূষিত, কত আভাময়, জনিছে উজ্জ্ব মূর্ত্তি—প্রনীপ্ত ছটায় জিভূবন প্রজ্জানত !—হেরিছেন ভাগ্য কুভূহলে। হেনকালে অম্বন্বিদারি ধ্বনিল ভৈরব ধ্বনি—আকাশ বাথতে প্রকাশিয়া ব্রক্ষরপী ত্রিমূর্ত্তি আদেশ।

সভয়ে প্রাক্তন শীঘ ক্ষিরায়ে নয়ন নিরপিলা তিরপটে,—দেগিলা সহসা রব্রের বিনাশ চিত্র, কালিমা মণ্ডিত, মিশাইছে দীরে ধীরে—শোভা বিরহিত।

विरम मर्ग।

বিদ্যা অন্তর-পার্চে অন্তরভামিনী;—
নবীন নীবলবাশি, লুকামে বিজনী হাসি,
বুলে ইন্দ্রমন্থ বেবগা, ঢাকিয়া মিহিব,
পরশি ভূধর অঙ্গ রহে যেন দ্বির!

ষেন চল চল জলে নীলোৎপলদল,
প্রসারিত নেত্রধয়, দৈত্যমুগে চাহি রয়,
নিম্পন্দ শরীর ধীর, গন্তীর বদন,—
না পড়িলে ধারাজল জলদ যেমন !

দেখিয়া দক্তজনাথ সে মুখের ভাব বিশ্বয় ভাবিয়া মনে, কর ধরি স্যতনে, করতলে চাপি বীরে মধুর উল্লাসে, কহিলা উৎসাহপূর্ণ মৃত্র সম্ভাবে—

"একি হেরি, দৈত্যরাণি, যামিনী উদয় এ স্থথমব্যাহ্নকালে ? ক্রন্তপীড় শরজালে নির্দেব করিলা পুরী অনলে জিনিয়া, পরিলা অতুল ধশঃ কিরীট মণ্ডিয়া।

পলাইল স্থারসেনা শিবা যেন ভয়ে;
জয়ন্ত শশক প্রায়, বথ লয়ে বেগে ধায়
পালটি না ফিবে চায়; দৈত্যের ভাড়নে
অমরার প্রান্তে দেব ভাবে ক্ষুয় মনে;

ভাসে অন্তবের দল আনন্দ উৎসাহে;
পুত্রের স্বয়শঃ গান, ব্রিভ্বনে দৈত্যমান
আজি প্রভাবিত কত :—সার্থক জীবন,
আজি সে সকল, প্রিয়ে, সফল সাধন !

হেন পুত্রে গভে ধরি, এ স্থেগর দিনে, চিত্তে নাই স্থংগাঙ্কাস, মুগে নাই প্রীতিভাষ পুত্রের কল্যাণে নাই মঙ্গণ কামনা ;— এ ভাবে মনের পেদে কেন হে বিমনা ?

হের দেগ করতলে ধনেশ ভাওার ! ঘোনিতে পুত্রের জয় কর ধাহা চিত্তে লয়, ভাসাও জিলশালয় উৎসব হিল্লোলে — এ দিন কথন যেন কেহু নাহি ভূলে।

কি অভাবে মনোছপে দত্তজমহিবি ? কি নাহি কবিতে দান, কিবা স্থান, কিবা মান কহ কিবা চাহে প্রাণ, কি আশা পূরাতে— কোন বাজিশি হাসনে কাহাকে বসাতে ? আজন দরিত্র যেবা দন্তজের কুলে
সেও আজি আশাবান্ আশান্ত জুড়ায় প্রাণ স্বপনে করনা করি অসাধ্য কামনা! ইজ্ঞাময়ী ঐক্রিলা হে মলিন-বদনা ?

জননীর মনস্তাপে পুত্রে অকল্যাণ—
সে কথা বিশ্বতি জলে ভাসায়ে, হনমতলে
বিষাদে আশ্রম দিলে, কি হেন ভাবনা
শুজিল্রিলে, চিত্তের বেগে ভ্লিলে আপনা
শু

উত্তরিলা দৈত্যরাজ-মহিষী তথন ;—
"থলের চাতুরি মায়া বছরূপী দেহজ্জায়া,
ধরে কত রূপ তাহা কে বৃঝিতে পাবে ?
রুমণীর চাতুরীতে রুমাপতি হারে !—"

উত্তরিলা "হে দম্মজকুল অধীপন, অভাগ্য যগন যাব তগনি অদৃষ্টে তার কত যে লাগ্খনা—ভোগ কে বণিতে পাবে ? নহিলে নিদ্ধ হেন কেন হে অমাবে ?

''ঐদ্রিলা পাষাণ প্রাণ ্-তন্ত্রে ভূলিয়া, আপনার ভূজ্জালা ভেবে মুখ করি কালা, আইলা পতির কাজে ?-তেই হুনয়নাথ হুনয় ব্যথিতে আর পেলে না আঘাত ?

''কবে সে কঠিন হেন দেখেছ আমায় ? পরে বধিয়াছি প্রাণে কাহার জীবন দানে নিদয়া হইয়া তোমা কৈন্তু নিবারণ ? কি দেখিলে কবে বল নিষ্টুর তেমন ?

"হায়, উদ্ধিলার হেলা তনমের প্রতি ; ধিক্ ঐদ্ধিলার নামে ; এই ছিল পরিণামে শুনিতে ইইল তারে এ পক্লষ বাণী— পতির বদনে, হায় !—ধিক্ রে পরাণী! "কাবে জানাইব আর মনের বেদনা ? জন্মকাল যার সনে নিদ্রাহার একাসনে তিনিই আমাবে যদি ভাবিলা এমন— কি জানাব কে জানিবে ননের যাতন!

থাক হে দম্মজ-নাথ তনয় াংসল, কর ভোগ একা হুথে; যে পেদ আমার বুকে থাকুক তেমতি, হৃঃথে পুজুক পরাণী— থাক স্থুণে দয়াময়—চলিন পাষাণী।"

বলি ভাক্তকোদে বামা উঠি গাড়াইল; কত অন্ধরোধ কবি, কত যদ্রে করে ধবি, বসাইলা মহিনীরে নিকটে আবার; ঘুড়াইলা কত যদ্রে ভিত্তের বিকার।

কহিলা তথন বামা মধুর কপটে—

হে" বীর সমরপ্রিয়, রণক্ষেত্রে অদিতীয়,

জান তৃমি স্বধু বণ-বন্ধ জীড়া যত ;—

তৃমি কি জানিবে কহ বামা-স্লেহ কত ?

"কি জানিবে জননীর প্রাণে বিবাহয় ?
সন্তানের মমতায় কত ব্যথা চিন্তা তায়,
কত দিকে ধায় চিত্ত ?—হে দৈতাভ্বণ,
প্রবে বুঝে কি কভু, রমণীর মন ?

"বিষয় উল্লাসে এবে ভূমি সে উন্মাদ! ভাবিছে আমার মন পুত্রে দিয়া দরশন দেখাব কি রূপে ভাবে এ বদন ছার— পাপীয়সী কোলে যবে বসিবে কুমার।

শ্বধাবে যথন 'মাতা ইন্দ্রালা কোথা ? দিয়াছিত্ব তথ করে পালিতে সোহাগ ভরে ; কোথা সে স্নেহের লতা রাখিলে আমার ? কি থ'লে হৃদয়ে শেল বিদ্ধির তাহার ? হারায়েছি, দৈত্যনাথ, পুত্রের মাণিক,— হারায়েছি হৃদয়েশ অঞ্চলের নিধি শেব দলুজেন্দ্র, হারায়েছি "প্লশীলা" তোমার ;— ইন্দুবালা বিনা এবে পুরী অন্ধকার!"

বলি বাপাকুলনেত্র হইল নীরব। অচল নগেন্দ্র প্রায় দৈত্যপতি স্তব্ধ-কায়, চাহি ঐক্রিলার মুখ থাকি কতক্ষণ, ছাড়িলা অরণা-ধাদে গভীর নিস্থন।

"কি কহিলা, ঐক্রিলা" বলিলা গাঢ় স্বরে, "ইন্দ্রালা নাই মম সে স্কুধাংগু নিকপম ডুবেছে কি অস্তাচলে ?—পাব না কি আব দেখিয়া দে নিরমল পীয়ন-আধার ?

"আর কি সে সেইময়ী সরলার কথা ফলয় শীতল করি, চিন্তার উত্তাপ হরি জুড়াবে না এ এবং — জুড়তে বেমন নিলিয়া বীণার ধ্বনি করিত যগন প

"না ঐন্দ্রিলে, নিধনের নহে সে প্রতিমা,— হরিতে দে স্থ্যমায় ক্রতান্ত কাঁদিবে হার! চিরায়ু সে ইন্দ্রালা অক্ষয় রতন ;— বিষয়ী বীরের য়শঃ চিরায়ু যেমন!"

"হেন অমঙ্গল কথা, হে দর্জপতি, কি হেতু আন হে মুখে," ঐক্লিলা ক্তৃত্তিম জুখে, কহিলা বিমর্থভাবে চাহি দৈতাপানে, এ বেদনা কেন দাও ছখিনীর প্রাণে ?

"চির আয়ুমতী হ'ক বধু দে আমার। '
চিরায়তি থাক্ তার পরশে না যেন তার
কেশের শতাংশ ভাগ শমন ছর্ম্মতি!
হে নাথ, শমন হ'তে নিদাকণ অতি।

*ইন্দ্রের কামিনী শচী—সাপিনী কুটিলা; কপটে ছলিলা, হায় শিশুমতি বালিকায়; সাধিতে নারিল যাহা দেবতারা বলে হুসিদ্ধ করিল ভাহা ক্তকীর ছলে।

*হা ধিক্ ঐক্রিণা-প্রাণে — ধিক্ দৈত্যরাজ, তোমার কুলেব বধু ভূলি দৈত্যঙ্গেছ-মধু, ভূলি কুল-মান-গর্ম হেলিয়া সকল, আশ্রয় কবিল কি না শহী-পদতল ৪

"তৰ আজ্ঞা শিবে ধরি দত্তজকেশরী,
শচী আনিবাবে যাই, হতভাগো পোড়া ছাই,
নিব্যথিত্ব ইন্বলো সেবে শচীপদ !—
ব্রন্ধাণ্ডে রহিল, নাথ; এ কলঞ্জ-ক্লন!

"অস্থ হৃদ্যবেগ না পারি ধরিতে,
শচীরে গঞ্জনা দিয়া বধূরে আনিতে গিয়া,
ঘটিল যা ছিল শেষ কপালে আমার,—
যেমন ছ্রাশা, হায়, পুরস্কার তার !

"বলি নাই, ভাবি নাই, চাহি না বলিতে সে জঃধের কথা কড়, সহিতে হইল প্রভ, স্বর্গজয়ি-জায়া হয়ে শচী-পদাঘাত !— সে জঃগ পোষাণ প্রাণে সহেছি, হে নাথ!

"সহিতে না পারি কিছু এ অখ্যাতি তব; স্বামীর কুখ্যাতি যায়, নারীর কলঙ্ক তায়, ভাবি তাই সে কলঙ্ক ঘূচার কেমনে--ইন্দ্রালা পড়ে মনে জাগ্রতে, স্বপনে।

"চল দেখাইব চল, স্বচক্ষে দেখিবে, ্বিবে সে কি কাবণ সহে 'পাষাণীর' মন, কেন এ স্থাবের দিনে হয়েছি হতাশ! নাবীর বচনে, নাথ কি কান্ধ বিশ্বাস ?" ঈষং কম্পিত নাসা, কুঞ্চিত ললাট, সঘনে নিশ্বাস ঘন আবব্দিম ত্রিনয়ন, চলিল দমুত্রপতি দানবী সংহতি; চলিল দৈত্যেশ-বামা গর্মিত মুর্বিত ;

ধ্য বে ঐদ্রিগা ভোর পণে বলিহারি !

চলেছ নদীর দেগে চাপি চিন্তা, চিন্তবেগে,

সাধন করিতে নিজ সাধের মনন ;

জান না ফদয়ে কড় নিরাশা কেমন।

চলিলা অসৱপতি, মহিষী সংহতি উঠিলা প্রাচীর' পরে নির্বিলা তারে তারে অকূল সাগর ভূল্য স্থ্রাস্থ্র দল; নির্বিলা স্থর্ণময় স্থামেক অচল।

শোভিছে অমরা প্রা'ছে—সহস্র শিগর উঠেছে অনস্থ ভেদি যেন কলনার বেদি, স্থাবিমোহিনী মৃত্তি, সাঞ্জান রয়েছে; নির্মাল কিরণমালা সর্বাধ্যে সেচেছে!

কোন সে শিগরে তার,— সাহা, কিবা শোভা ছায়া কিরণেতে মিনি গেলিতেছে ঝিলিমিলি — দেবায় তজ্জনী তুলি দক্তসমহিযী— বসিয়া স্তরেশকাস্থা উজ্লিছে দিশি;

প্রতেল ইন্দুবলো মলিন বদ্না--শীণলিস কলেবৰ, অফচুট কুস্তম র ন্ধানেজ্য ক্রাডেপে বিরস্থেমন; নিশ্চল, অল্স, অফ্ল মুদ্তি নয়ন;

ক'চে রতি স্তব্ধমতি, চপলা অচলা, হেরিচে সমরাঙ্গণে মুগ্ধচিত্ত কয় জ্ঞান— চারু চিত্রপটে যেন ভূলির লিখন! নির্থি দক্ষজ্বাজ বিস্তায়ে মগন! বিশ্বয়ে মগন দৈত্য কতক্ষণ থাকি করিল নাসিকা ধ্বনি, গরজিল যেন ফণী লক্ষ্ক ভাড়ি লজিয়তে স্থানক দেহ বাড়ে; কোনকালে স্থান্তয়ে সিংহনাদ ভাড়ে,—

পূরিষা সমরক্ষেত্র সেনা কোলাহল সহসা শুন্তেতে উঠে, রথ অধ বেগে ছুটে, করিবজ উও ভূলি গর্জিল ভীষণ, বাজিল পটহ, ভেনী, দামা, অংশন।

নিমের পালট নেত্র দেপিণা প্রাঙ্গণে কলপীড় রথে রথী, যেন বিহ্যতের গতি ছুটছে বাহিনী অগ্রে, উঠেছে পতাকা— ভয়ঙ্কর রাহুরূপ কেতু অঙ্গে আকা।

নিবপি ভূলিলা দৈতা সকল ভাবনা; স্থিৱ-নেত্র জন্ধণং, একলুটে চাহি বথ, দেখিতে লাগিলা বুত্র অনভ্যমানস ্থেব ভ্রমণতি, অধেব ভ্রম।

সমর আফ্রাদে চিত্ত সদাই বিহরণ, গহে পুত্র যুক্সাজে প্রবেশিতে শক্রমাঝে, নিরণি অপুর্ক্ডাবে ফ্রয় মণিণ, অত্তত আনন্দ্রোত চিত্তে প্রবাহিণ।

দেপিলা অস্ব, স্ব-মধাস্থলে আদি স্বির হৈল রথগতি; অতুল আনন্দমতি পুরের সমর্মজ্ঞা হেরে র্জাস্থ্র— রতন-মন্তবা-বিভা উজ্লিছে ধুর;

শুল্ল সাবদের পুছু মণিগুছে নত ইলিছে শীর্ষকে বংকা, অস্কাণে অস্ ঢাকা, হীবকমণ্ডিত অসিমৃষ্টি কটিতটে, অসিকোষ ছলিছে দাপটে বক্র ধরু: বামকরে; রথ-অঙ্গে শোভে হেমময় নানাতৃণ, নানা বর্ণ ধরুপ্রণ, শাণিত ক্রপাণভোগ, প্রা, প্রক্ষেত্ন, ধ্যক্তি, বিবিধ আয়ুগ্য অগণন।

পঞ্চুতে করওল, উঠি মহেশ্বাদ পিড়াইলা রথোপরে, গভীর বিশদ স্বরে " কহিলা সম্ভাষি স্থতে, প্রকুল্ল নয়ন— "হে সার্থি আজি মম সফল জীবন;

"গুর্জ্ব জ্রিদশনাথে সমরে সম্ভাবি পরিব অভূল যশঃ উজ্জ্বল করি শিরদ , রাধিব অক্ষর গ্যাতি অস্থ্রমণ্ডলে, দেবার কার্শুকৃশিক্ষা স্থুরগ্রিদলে ! .

"জানি মৃত্যু স্থানিশ্চয় বাসবের হাতে আজি এ সমবাস্থাৰে, তাজিব অক্ষুদ্ধ মনে এ দেহ, হে স্থাতবর—সোভাগ্য আমার ভালে না শিগিলা ভাগ্য অস্তম্মুত্যু ছার!

িত্রিলোকে অজেয় ইক্র-—ত্রিদিবের পতি
শরক্ষেপ-প্রথা যার বীব-চক্ষে চম<কার
তার সনে আজি রণে মুঝিব হরবে,
এ মরণে কার মনে স্থণ না পরশে ৪

"সারথি, মৃত্যুর চিস্তা ঘুচেছে এখন ; আন্ধি স্থরাস্থ্যাণ দেখিবে অভুত রণ দেখিবে বীরের মৃত্যু অভুত কেমন, এক কথা, সারথি হে, রাখি**ও স্বব**ণ,—

সভিম শগনে ধবে দেখিবে আমায়, দেগ খেন শফু কেহ, বাংক্ষেত্রে এই দেহ দ্বণিত চরণে নাহি করে প্রশন, রাক্ষস, পিশাচে যেন না করে ভক্ষণ। এই অগ্নিচক্র রথ লভিন্ন যা রণে, হারাইয়ে হুতাশনে, দিও হে পিভূচরণে, দিও পদে এই মম অঙ্গ আচ্ছাদন, বলো —কুড়পীড়-দাধ হয়েছে দাধন!

এই অর্থা, স্ত-শ্রেষ্ঠ, দিলেন জননী রক্ষিতে সমর-ক্ষেত্রে তাঁর প্রাণাধিক পুত্রে, দিও জননীরে পুনঃ—বলিও তাঁহায়— মৃত্যুকালে এই অর্থ্য ধরিমু মাণায়।

দিও, স্থত, এ সারসপুচ্ছ মণিময়, উজ্জ্বল শীর্ষক'পরে আজি গাহা শোভা করে, দিও ইন্দুরালা করে, করিতে স্মরণ উন্মাদিনী প্রেমে যার মুক্ষা আজীবন;

বলো তাবে, সারথি হে"—বলিতে বলিতে
কপোলে সলিলধারা অবে হিমবিন্দু ঝারা,
ভাবি সে স্বদ্যময়ী স্বেহের পুতলী;
ঘনখাসে কণ্ঠবোধ—নীধবিলা বলী;

বসিয়া সমরাদনে ভীম শখ্ম নাদি;—
বাজিল জুলুভিধ্বনি, ঘন ঘন ঘন খনি
বাজিল সমরভূরী বুড়িয়া প্রাদণ;
দানবের সিংহ্নাদে কাপিল গগ্ন।

হেরি বড়ানন শীঘ্র সেনা অগ্রভাগে আইলা নক্ষত্রগতি স্বদল বিপক্ষ মথি, দাড়াইল শিপিধবজ বথ থব থবি; উড়িল বিশাল কেতু শুক্ত শোভা করি।

কহিলা উমানন্দন জনদগ্রন্থনে,—
মুহুর্তে নিত্তন্ধ সং
র্বের ধর্মর শব্দ, হস্তীর গর্জন
হয়রক্স স্তর্জাব, উন্ধৃত শ্রবণ;—

কহিলা জলদম্বনে—"রে দান্তিক শিশু, বাছ্নরে নিবারি রণে উন্মন্ত হইলি মনে, অমর সেনানী অত্যে আ (ই)লি একা রথী— ভূলিলি শ্যনভয়, আবে ছন্ন্যতি ?

"যে শিবিরে আদিতের মহারণিগণ, এক এক জন যার নিমিবে ব্রহ্মাণ্ড ছার বিক্রমে করিতে পারে, অবহেলি তায় সমরে পশিলি একা অবোধের প্রায় ?

"না চিনিলি প্র5ও মার্স্তও গ্রহনাথে ? প্রন ভীষণ দেবে সিন্ধ্ যাবে নিতা সেবে ? আকুদ্ধ বরুণ পাশী ? যম দওধ্বে ? ফণীকু বাস্তুকি ফণাধ্য-কলেশ্বে ?

"ভীম অঞ্চারক কুন্ধ, সৌরি শনৈশ্বর, বৈনতেয় গগেশ্বর, নৈশ্বত নৈশ্বতি ধর, জয়স্ত বাসবপুত্র অসীম-সাহস, আমি দেবসেনাপতি ভবেশ ঔরস।

"হে পার্শ্বতীস্কৃত"—দর্গে উত্তরি তথন কহিলা বৃত্ততনত্ব, পাবে শীঘ্র পরিচয় শিশু কি প্রাচীন এই অস্থ্য-আয়ুজ্জ— রণে অগ্রদ্য শীঘ্র ২ও শিধিধ্বজ;

'কি ফল বিচারি কার সনে করি রণ—
করেছি অলজ্য্য পণ পরাজিব সর্বাজন,
নিদেব করিব স্বর্গ আজি এ সমরে,
নতুবা ত্যজিব প্রাণ্ ব্যাকৃলি অমরে;

"মত জন, ষেবা ইচ্ছা, হও অগ্রসর, নহিব বিমুথ আজ সাধিতে বীবের কাজ— আজি সমবের পণ উদ্যাপন ম্ম, ঘুচাব সমবে পশি দেব-চিত্তভ্রম।

"ভেটিব সমবাসণে স্থৱনাথে আজি — বীরচক্ষে চমৎকার শিঞ্জিনীর জীড়া তাঁর, দেখিব সে জাার ভঙ্গী—নাহি চাহি আন্; আশু পূর্ণ কর আশা, ধর ধন্তুর্মাণ।"

বলি সব্যসাচী বুত্রস্কৃত ধন্ধর্পর লঘুহন্তে গরশর ফেলিল শতাঙ্গণর, লক্ষ্য করি বরুণ, পবন, প্রভাকরে; সেনাপতি শিথিধরজে বিদ্ধি গর শরে।

বাজিল ছুলুভি ধ্বনি স্বৰ্গ কোলাহলি, বাজিল সমরশুল, ভীক্র প্রাণে আতঙ্ক, অভগতি চারি রথ ছুটল সন্মৃথে, উদ্ভিল ধূলির জাল গাঢ় অভুমূথে;

চারি কোনপ্তের ছিলা ব্যবির প্রবণ ভীম শব্দে একেবারে, নিনারিল চারি ধারে, ছুটল কলম্বকুল তারারাশি হেন, ছুটে ঘনঘটা-কোলে তড়িস্কতা যেন !

ছুটিছে নৈশ্বত হ'তে ভাষ্বের রথ, তেজস্কর সাত হয়, নাসাতে প্রন বয়, শুরে না প্রশে শ্বণে মনঃশিলা তল — ক্রোধিত তপ্নতেকে স্তন্দ্র উজ্জ্ল;

় অগ্নিকোণে বক্তপের শঙ্কানয় রথ ছুটল নেঘের মত্ত্রে, ফেনরাশি নাসারজ্রে চারি ক্লঞ্চ হয় ফেনময় কলেবর, শঙ্চক্র বায়ুগাঁও পুরিছে ঘর্ষর।

ন্ধশানে পাৰ্ব্বতীয়ত-শুলন ভীষণ— বিশাল কেতন চূড়ে উড়িছে আকাশ যুড়ে, খেলে যেন ইক্ৰধন্ম আভা ছড়াইয়া,— অধ্যের তবল গতি তরঙ্গ দ্বিনিয়া।

বায়ুকোণে প্ৰনের শতাঞ্চের পেলা—
যেন কিরণের রেখা, যায় কি না যায় দেখা,
ছুটছে মানসগতি জিনিয়া তরসে;—
কুরঞ্গ-অদ্ধিত কেতু গগন প্রশে।

দেগিয়া দমুজস্তুত সমর কুশলী— আজ্ঞা দিলা সারথিবে, মণ্ডলে মণ্ডলে ফিবে বেগে চালাইতে অখ,—না হয় যেমন শবলক্ষ্য ক্ষণহাল ঘোটক, শুক্ষন।

বিজ্লীর বেগে যেন ঘুরিতে লাগিল চক্রাকারে মহা রথ, অনল ফ্লিঙ্গবং ক্রিপ্রহত্তে রুড্পীড় ভীম ধড়ঃ ধরি, ৷ কিবা শিক্ষা অব্ভূত-চারি র্থোপ্রি

হানিতে লাগিল শব শিলাধারবং;
চক্রাকারে শৃস্তাপর একে ঘেরি অস্তা স্তর—
মণ্ডল আকারে বারি লহরী যেমন;
ছুটন তড়িং গতি বিচিত্র মার্গণ,

পড়িল ভাস্কর-রথ-চূড়া আচস্বিতে; কাঁপিল হুট্য-স্যান্দ। শ্বাঘাতে ঘন ঘন; বৰুণের ভূরঞ্ম বাণেতে অস্থির, ধারাকারে ক্লক অসে ছুটিল ক্ষির।

জ্বল বায়ুব রথ—কুরঙ্গ উপাও, শত গণ্ড ধহণ্ডণ, বাণ মুথে উড়ে তূণ, ধহুঃশৃক্ত প্রভঞ্জন, নিমেষে বিকল, ছুটিতে লাগিল বেগে ভ্রমি বণস্থল। অস্থির পার্ব্ধতীস্থত বৃত্তস্থত তেজে—

এই নিবারিছে শর তগনি মুহর্ত্ত পর

সর্ব্ব অঙ্গ কলেবর শরজালে ঢাকা;

স্থনে কাঁপিছে রথ—ভগ্ন চুড়া, পাথা!

চমকিত দেবগণ, ইক্র চমকিত, উন্মন্ত অস্ত্রনল হেরি দৈত্যস্ত বল, স্থ্যাস্থ্র ছই দলে ধ্বান ঘন ঘন— "সাধু রুদ্রুপীড়—সাধু বৃত্তের নন্দন!"

অধীর সে ধ্বনি শুনি ৩র প্রকিত উল্লাসে দক্ষজনাথ উচ্চৈঃস্বরে অক্সাং "সাধু রক্রপীড়" বলি নিস্তন ছাড়িল, দুর শৃক্তদেশে যেন জলদ গর্জিল।

দেখিল অস্কর, স্কর-প্রাচীর শিংবে গাঢ় ঘনরাশি প্রায় বুত্রাস্কর মহাকায় দাঁড়ায়ে, বিশাল হস্ত শুস্তে প্রসাবিয়া, অংশী রাদ করে ফেন পুত্রে সঙ্কেতিয়া

চঞ্চল িনিড় কেশ উড়িছে প্রনে, বশাল লগাটস্থল, শ্রুবণে বীর কুওল ধটিনী বেষ্টিত কটি, প্রস্তুত উরস, তিন নেত্রে অর্যুগের রক্তিমা প্রশ

বৃত্তে হেরি দেব-যোধ পদাতিক দল, ভীত কুরঞ্জের প্রায়, বেংগে শত দিকে ধায়, রণ-ক্ষেত্রে নিক্ষেপিয়া চর্ম প্রহরণ; পালটি ফিরিয়া নাহি করে দরশন।

নিরপি উদ্দেশে বৃত্রে ধন্ন হেলাটয়। কন্দ্রপীড়, প্রণমিলা, ক্ষণ ক্ষান্ত ধন্ন ছিলা, আবার কোদণ্ড ঘাতি টানিলা শিঞ্জিনী— চমকিল জ্যা-নির্থোধে অস্ত্র-বাহিনী। অধৈধ্য অমররথী; সরোধে তথন আজ্ঞা দিলা তিন জন, চালাইতে অনুক্ষণ, কন্দ্রপীড় রথমুখে নিজ নিজ যান, সতর্কে কোদও ধরি কবিল সন্ধান।

চলিল দৈত্যারি রথ অবার্থ গতিতে, না মানি শরের গতি, না মানি বিপথ, পথি, অবিচ্ছেদে ঋছু গতি চলিল সল্পে— ছক্ষার বিশিণ-স্রোত বেগ ধরি বুকে !

তিন মূগে তিন দেব স্থবখী নিপুণ বরুণ বারিবীশ্বর, গ্রহপতি প্রভাকর, তারক-স্থান শূর পার্ব্বতী-নদ্মন— অন্ত দিকে গদাহত্তে ভীম প্রভঞ্জন!

রুদ্রপীড় রথ-গতি মন্দীভূত ক্রমে, ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর চক্রে জমে রথবর, শেষে স্থির মধ্যস্থলে নিবারি গমন ; হেরি স্বর-রথিবন্দ ছাড়িল জিন।

শন্ম তৈ মা তৈ শব্দে শিগণ নিনাদি কহিল দম্ভচেশ্বর শহের পুত্র শহুজিব ক্ষণকাল নিবার এ ৫৩-র্ম্মিগণে, এখনি বাহিনী সদে প্রবেশিশ :..ণ !

গোকণ, শালিবাহন, গাবি, ঘটোৎকচ সোমগ্রতি, তুগগতি, হে দেতা র্যাকি-পতি বীবেক্ত প্রেতে শীঘ হও অগ্রস্ব?— রণক্ষেত্র চাহি উচ্চে ডাকি দৈত্যেশ্বর

নামিলা প্রাচীর হ'তে।—এ ানে হরিত মিলি স্থাব-রথিগণ অনুষ্ঠিলা মহারণ ঘেরি ক্ষম্পীড়-রথ বিষম ভ্রুমির, দেন্যস্কৃত শুরুৱাশি শরেওে নিরারি; কাটিলা ভাস্কর অম্বি সান্দনের চূড়া; কাটিলা রথের চক্র তারকারি শরে বক্র; বরুণ শাণিত অস্ত্র হানিতে লাগিলা; সদাগতি গদা ধরি ক্রোধেতে ছুটিলা—

1

লক্ষে লক্ষে প্রদক্ষিণ করি চারিদিকে ঘন ঘন ঘোর ঘাতে রথচক্র পাতে পাতে চুর্ণ কৈরা ক্ষণকালে-অধের বন্ধনী ভিড়িলা নিমেষে চুর্ণ যুগন্ধর, অণি।

অর্ডল দেখিয়া বর্থ দমুক্তকেশবী লক্ষ্য দিয়া বণস্থলে নামি মনঃশিলাতলে, সিংহ যেন গাড়াইল কিবাড-বেষ্টত, দীপ্ত তববাবি বেগে মস্তকে গুণিত;

শত পতে পত কৈল প্ৰনের গদা;
নিমেযে কালুকে প্নঃ লয়ে করে দিলা ওপ,
শিঞ্জিনী অপূর্ব রদে পেলিতে লাগিল,
কণে কলে শবজাল গগনে ছুটল।

আঘাতিল প্রভাকরে, বরুণে আঘাতি আচ্ছাদি কুমার অঙ্গ শত দিকে হ'য়ে ভঙ্গ পড়িতে লাগিল, চাকি শতাঙ্গ, গগন, — বিমুখি সংগ্রামে শবদগ্ধ প্রভন্তন।

তথন পার্শ্বতীপুর দেব-দেনাপতি দিব্য অস্ব ধরি করে, দিগগু করিলা শরে, কদ্মপীড় শরাসন ভীষণ আঘাতে-নিমেবে বীরেক্ত ধৃত্যু নিলা অফ্ত হাতে;

না টানিতে শিঞ্জিনী, প্রচণ্ড দিবাকব বিশ্ব থুবে থুবে কোদণ্ড ফেলিলা দূবে বসাইলা চাপে অস্ত্র ঘোর আভাময় — শবিধি তিলার্ক্ন কালে রুমের তন্য

ধ্মদণ্ড ধ্মকেজু-আকৃতি ভীষণ-ধরিলা সাপাট করে; বাহিরিল থবে থবে কিরণের বেথাকারে গগনে বিস্তাবি ভাষময় শলাকা সহস্র সারি সারি;

ঝাপটে ঝাপটে ঝাজি যে দিকে হেলায়ে •
ধরেছে আকাশ-মুগে, সেদিকে শলাকামুগে
শিলাকারে ধাতুর বর্তুল বাহিরিছে,
বোর শব্দে শৃক্তমার্গ ছি ডিয়া ছুটছে;

ক্ষণকাল কতু যাহে প্রশে বর্তুল ছিন্ন-ভিন্ন চূর্ণকায় অদৃশ্য করি উড়ায়, চিহ্ন নাহি রহে তার দেখিতে কোণায়। ভীনণ বর্তুল হেন কোটি কোটি ধায়!

লও ভও দেব-ব্ৰথী বিমান মঙলী ৷— প্রত্ত নিনাদ ঘন, শলা মুগে ব্রিষ্ণ ধাতুব বর্জুল পিও ঝলকে ঝলকে,— ভাঙ্গে বৰ্থ, ধ্যু, খ্যু, প্লকে প্লকে;

ভাঙ্গে প্রভাকর রথ কার-দগ্ধ যেন; বর্জুণের দিব্যয়ান ক্ষণমধ্যে থান থান কোটি গণ্ডে কার্ক্তিকের বিমান ভাঙ্গিল; দেবর্থি-কুল ভয়ে রণে ভঙ্গ দিল।

তথন দেবেক্র ইক্র সাপটি কার্ম্মুক অগ্রসর হৈলা রগে, টঞ্চারি ভীষণ স্বনে দিয়া চাপে ব্যাইলা অন্ত খর্শান, টানিলা ধরুর ছিলা ক্রিয়া স্কান—

ছুটল বিছাং গতি নিঃশব্দে অন্ধরে সুশাণিত মহাশব, পড়ে ধুমদণ্ড' পর, কাঁপিতে কাঁপিতে বগু তগনি নিমেবে হউল সে মদণ্ড কাশত্দ বেশে উড়িল শলাকাকুল দণ্ড মৃষ্টি ছাড়ি, আচ্ছাদি গগন তন্ত্ব, যেন পরমাণ্ অণ্ অদৃশু হইল শৃত্তে কোটি পথে ছুটি;— কন্দ্রপীড় হস্ত হ'তে পড়ে দণ্ড মৃঠি।

নিকটে আসিয়া ইক্ত প্রসন্নবদন,
শত সাধুবাদ দিয়া বৃত্তস্থতে বাথানিয়া,
কহিল "স্থাবি ধন্ত শর শিক্ষা তব,
দেগাইলে বীববীধ্য আজি অসম্ভব;

এগন প্রস্থান কর বণহল ছাড়ি;
সংগ্রাম না কর আর মনোমত পুরস্থার
পেয়েছ হে বুত্তস্থত লভগে বিশ্রাম,
নহে দ্বন্দু তব সনে, না চাহি সংগ্রাম।"

কহিল দক্ষজনাথতনথ বাসবে —

"হে ইক্স মেঘবাহন, গুনিয়াছ মম পণ,
স্বর্গেতে থাকিতে দেব না ফিরিব বংগ,
জীবিতে লজ্মিয়া পণ ফিরিব কেমনে ?

র্থা আফিঞ্চন তব, দেবেন্দ্র বাসব,
করেছি জীবন পণ, করিব তা উদ্যাপন,
আজি পুরাইব মম জীবনের আশা,
মরিতে যগুপি হয় মিটার পিপাসা—

মিটাব পিপাসা যুদ্ধ করি তব সনে;
আজি এ সমরক্ষেত্রে দেগিব প্রকৃষ্ণ নেত্রে
জ্যা-বিভাগ ভোমার কোদণ্ডে স্থ্রেগ্র,
ধর ধন্ন, যোধবাক্য রাগ, ধন্ত্র্দ্ধির।"

বুঝাইলা নানামত ইক্স মহামতি
সমবে হইতে ক্ষাস্ত দৈত্যস্থতে বণশ্রাস্ত;
দক্ষ্যুদ্ধে অসম বিপক্ষে সংঘাতিতে
সতত বিরাগ-ভাব দেবেক্সের চিতে!

নারিকা ব্ঝাতে যদি, কহিলা তগন—

"কর রথে আবোহণ, শর-বেগ সংবর ণ
কর তবে, পার যদি বেগ নিবারিতে।"

আজ্ঞা দিলা সার্থিরে অন্ত রথ দিতে।

মাতলি অ র্ব্ধ ধান যোগাইল গুরা,—
বৃত্তস্তে ক্রতগতি ক্রণে আরোহিলা তথি,
বাছি বাছি প্রহরণ তুলিল তাহায়;
ছুটিল অমররথ অপূর্ব্ধ প্রথায়।

বাজিল অভুত রণ ছই ধন্নধ'রে;
কে বর্ণিতে পারে তাহা ভ্রনে অতুল যাহা,
স্থারেন্দ্র অমরণতি থাতি ত্রিভ্রন —
মহাযোগা ধন্নধ'র দক্ষজ-নন্দন।

কিবা কোদণ্ডের গতি- শিঞ্জিনীর ক্রীড়া ফিরিছে বিমানদ্ব রণক্ষেত্র সমুদ্য, ক্ষণে দুবে—ক্ষণে কাছে—ঘেরি পরস্পরে, সহসা সংঘাত যেন—আবার অন্তরে!

ফিরিছে বিপুলবেগে, না পরশে তবু।

চূড়া অস কেহ কার, যেন রঙ্গে নৃত্যকার

নর্তকের সঙ্গে ফিরে প্রমোদ মন্দিলে —

না ঠেকে বাছতে বাছ —শরীতে প্রীরে !

কগন দৈত্য-বিমান পুপাকে লজিয়া শৃত্যে উঠি ক্ষণকাল, বিস্তাবে বিশিগজাল, সৌনামিনী গেলে যেন নিম'বে ভাঙ্গিয়া! আবার ইল্লের রথ নিকটে আসিয়া,

পবন বিদারি বেগে মহাশুন্তে ধায়, দেগিয়া কপোতে দূরে শৃত্তে যেন দুরে ঘুরে ছই বাজপক্ষী ফিরে পক্ষ সাপটিয়া, নগে গণ্ড গণ্ড দেহ, রুপিরে ডিজিয়া ! কথন বহু অন্তরে অচল সমান ছুই ব্যোমযান স্থিব, ধন্ম ধরি ছুই বীর থেলায় শ্ব-ত্রক্ষ দেখিতে অস্কুত ! নিঃশক্ষে অনত-দেহে অয়ত অয়ত

ত্বরের মগুলাকারে ছই শরশ্রেণী, প্রাস্থ-দীমা অনুমান দুরস্থিত ছই যান, তরঙ্গ আসিছে এক, ছোটে অস্ত ঝারা— গুই কেন্দ্র মা'কে যেন বিহ্যতের ধারা।

গুঝির এ হেন কলৈ সমর-নিপুণ্ ধরুর্ব হুই জন, চমকিত ত্রিভুবন, যতক্ষণ কদ্রপীড়-অন্ধ্র না ক্রায়,— নেহারে অস্ত্র স্থ্য অসাড়ের প্রায়।

বে মুহুর্তে নিঃশেষ ইইল তার তুণ, তথনি ইক্লের শরে, বীরেক্ত শতাঙ্গপরে, পড়িল, সহ্ব শরে জঞ্জরিত-তন্ত, থসিল শীর্ষক শিরে, করতলে ধহুঃ;

পঢ়িল ত্রিদিবতলে সারথি সহিত শৃক্ত ছাজি ব্যোমধান, অদ্ধিন নাহিক স্থান, ত্রেতায় কর্ম্বপতি-শ্বেতে অস্থির পড়িল গতায় যথা জটায় শরীর!

উঠিল সমর।ক্ষেত্রে হাহাকার ধ্বনি ! মাকুল দল্পজনল, বক্ষঃ ভিজাইয়া জল পড়িতে লাগিল স্লোতে, ভাসায়ে নয়ন ; নীবৰ অমরদল বিষ8-বদন।

উঠিল সে কোলাইন — ক্রন্সন-কলোল ক্রক স্থমেক শিবে নেত্রযুগে ধীরে ধীরে শতীর শোকাঞ্পারা বহিতে লাগিল, স্কুসা বিবর্ণ তমু—চপলা কাঁপিল। 'জজ্ঞাসিল ইন্দুৰালা আতক্ষে শিহরি,
"কে পড়িল রণস্থলে, কোন রামা-দ্বদিতলে
আবার স্থলয়নাথ ঘাতিল আমার— কার ভাগ্যে ভাঙিল বে স্থণের সংসার ১"

চপলা অস্কৃট-স্বরে রুরপীড় নাম উচ্চারিলা অকস্মা২; হুদে যেন বক্সাঘাত না পশিতে সে বরন প্রবণের মূলে— পড়িল দানববধ্ ইক্সন্নায়া-কোলে!

ভকাইল ইন্বালা—নিদাঘের কুল ! হায় রে সে রূপরাশি, বেন স্থপনের হাসি লুকাইল নিজাকোলে—কুটিবে না আর ! ছিন্ন যেন শচীকোলে লাবণ্যের হার !

"কেন বে চপণা হেন নিদাৰণ হ'লি ? কেন সে দাৰুণ খাস ঘুচায়ে স্থৱভি বাস প্ৰশিলি এ কুস্থমে ?"—বলি জনে ভূলি ধ্বিলা ইক্ষেৱ বামা সে স্নেহ-পুতলি !

এগানে সমরাঙ্গণে স্তবেধর কাছে, যুড়িয়া যুগল কর, নয়নে শোকাঞ্চ থর, ক্রন্তপীড়-সার্থি কহিছে পেদস্বরে— গহ্বরের মুগে যথা গিরি-ধারা করে।

"পূরাও সদর হ'য়ে হে অমরনাথ, কুমার বাসনা আজি, প্রভাতে সমরে সাজি আইলা যথন বীর কহিলা আমায়, "এক কথা সার্যাথ হে আদেশি তোমায়,

'দেখিবে অন্তিমকাল যখন আমার, .
দেখো যেন রণস্থলে, মম দেহ শব্দদেল চরণে পরশি কেহ না করে হেলন— রাক্ষদ পিশাচে যেন না করে ভক্ষণ ! "এই অগ্নিরথচক্র লভিন্ন যে বণে হারাইয়ে হুতাশনে, দিও হে পিভূ চরণে, দিও পদে এই মম অঙ্গ আচ্ছাদন, বলো'—কন্দ্রপীড়-সাধ হয়েছে সাধন।'

সে রথ উৎসব ? এবে, হে অমরনাথ, আজ্ঞা দেহ বীরতন্ত, কবচ শীর্ষক ধন্ত লয়ে তাঁর পিতৃপদে সমর্পণ কবি--পূরাও বীরের সাধ, হে বীরকেশবি!"

বাসব ত্রিদশপতি সার্থি-বচনে কহিলা—"শুন বে স্থত দৈতাস্কৃত আদভূত দেখাইলা বণে আজি সম্ব-কৌশল, স্তব্ধ স্থ্যাস্থ্য তাধ হেরি ভূজবল।

এ হেন বীরের শব পবিত্র জগতে;
চিন্তা নাহি কর চিতে, আমি সে দিব বহিতে
এ বীরেক্ত মৃতদেহ, নিজ পুপারথ—
ইথে ল'য়ে পূর্ব কর বীর-মনোর্থ।"

সারথি সজগনেত্রে স্থ্রেক্ত-আবেশে সৈনিক সহায় করি তুলিগা পুপ্রকোপরি রুজপীড় মৃততত্ত অস্ত্রাদি ভূষণ; ইন্তাবেশে শ্ব-সঙ্গে ফিনে দৈত্যগণ।

বাজিল সমরবাথ গঞ্জী। নিনাদে; রথপার্যে সারি সারি চলিল পতাকাবারী, পদাতি, মাতঙ্গ, অর্থ, পশ্চাতে চলিল,— বীবে ধারে অমরার দ্বাবে প্রবেশিল।

ত্রয়োবিংশ দর্গ।

পুত্রে আখাসিয়া বৃত্ত, ফিরিয়া আলয়ে, করিলা সমর-সজ্জা, রণক্ষেত্রে প্রা প্রবৈশিতে প্রত্রের সহায়ে। আজ্ঞা দিলা যোগবন্দে সমরে সাজিতে অভিনাই। শহস্র কোদওধর, শত যতে যারা যুঝি দেববৃথি-সনে মথি স্থবদল. লভিলা বিপুল য়শঃ, অতুল উৎসাহে শাঙ্গিতে লাগিলা দৈত্য-আদেশে তথ্নি। ফিরিলা শভাম ওপে রত্র মহাত্রর। মহাপাত্র স্থমিত্রে চাহিল্লা লাভভাবে কহিতে লাগিলা বুত্র, "কি কৌশল দ্বি যুক্তিৰে লানবগণ—ব্ৰক্ষিৰে নগুলী হ কে ব্ৰক্ষিৱে পূৰ্ব্ব দাব ৪ কেবা দে দক্ষিণে থাকিবে স্থদল সঙ্গে ৫ কোনু সেন:পতি পশ্চিম-তোরণ রক্ষা করিবে বিপদে গ কেবা সে উত্তর দারে প্রহরী নিয়ত গু হেনকালে ঘোরতর ক্রন্দন আরাব উঠিল বিমান-মার্গে: স্তব্ধ সভাজন छनि एम कन्मन-यवः । अब एम निर्माटन रेकादि नद्भवतः, ठारि स्थाद्भादनः জিজাদিলা "কোন বীর আবার । ড্লা শ্বাঘাতে

প্ কহ্ হে সচিব, সহসা এ কেন হাহাকার ৪ কেন হেন কোলাহল ৪ শুভক্ষণে, হে জনিত্র, লভিলা গুনুম দানবের কলে প্রভ্রতীর করপীত। ধন্তা বণ-শিক্ষা তার-–ধন্তা বাহুবল ! সকল সাধন এত দিনে! ভুজ-বলে সমূহ খমর-দৈন্ত নিবারিলা একা: জিনিলা সমরে বহিং —ছর্নিবার দেব; किनिना कूरवरत जीय-वनी : विश्वविना

কল্ডে একাদশ—বংগ বৌদ্র তেজ যার;
ইল্রের নন্দনে গেদাইলা ফেরু তেন!
নিশেক্র করিলা পুরী; প্রাচীর-বাহিরে
মথিছে সমরে এবে অমর-বাহিনী
ছরস্ত বিশিথ-জালে; স্বচক্ষে দেগির—
সে হর্জন্স সাহস, সমর-নিপ্রতা—
চারি মহারখী সঙ্গে বুঝিছে একাকী!
জানি মন্ত্রি, জানি তার বীর্যা রণোল্লাস,
পারে সে যুঝিতে একা প্রচণ্ড ভামরে,
ভৌববলী প্রভন্তনে, কিবা শক্তিধরে,
কিন্তা মহাপাশধারী বারি-কুল নাথে;
কিন্তু স্বরপতি ইক্রে, কি জানি উৎসাহে,
একাকী ভেটয়ে পাছে ?—মন্ত্রি হে, সবর
আজ্যা দেহ রথিরন্দে হইতে বাহির।"

হেনকালে কদ্রপীড়-সার্থি বহিলক রাখিলা প্রপাকরথ অসনের মাধে। ন্তমুপে স্থপতাবি-বুন্দ দাড়াইল; মূচ মূদ রণ-বাত বাজিল গভীরে: শিহবিলা সভাগীন অপ্রমণ্ডলী; কাঁপিল ব্রত্তের বক্ষঃস্থল ঘন বেগে: বহলিক সঞ্জল আঁর্যি রথ হ'তে নামি क्यांद्रित देश मञ्जा न'रह धीद्र धीद्र প্রবেশিল সভাতলে। হেটমুখে আসি বাবিলা দক্ষরাজ-চল্পের তলে स्मिता कत्र, याजायब स्थापना--অসি-কোষ--নিষয়-কার্ম্ম ক--চক্রহাস; রাখিলা হায়, ফেলি অশ্রধারা, শীর্ষক শোভিত সারস পুত্ গুড়ে মনোইর। দৈতারাজে নমি, দাড়াইলা ঘোড়হতে; কহিলা কাদিলা - "প্রভু, কি আর কহিব ?"

বৃত্তান্ত্রর, পূত্রশোকে অধীর হুদয়, অশ্রুবিন্দু নেত্রকোণে সহসা ঝবিল, কহিতে লাগিলা সতে—হায়, বায়ু স্বন বনবাজি মাঝে যথা—"হবে না বলিতে বার্ডা তোর, বে বহ্লিক, জেনেছি সকলি-দৈতাকুলোজ্জন রবি গেছে অস্তাচলে!" পূরে নিক্ষেপিলা শূল এখন নিক্ষল। নীরবে বসিলা মহাস্থর। ক্ষণ পরে তুলিয়া লইলা বক্ষে প্রেতহুচ্ছেন; চাপিলা সদয়ে ধরি, পুত্রে পেয়ে যেন আলিঙ্গন দিলা তায়; করিলা চুষন করচ, শীর্ষক, নেজ্রনীরে ভিজাইয়া। উজ্লাসিল সভাস্থলে শোকের নিষ্ঠান। যথা মৃত্ মৃত্ স্বরে সাগর-হিলোল উজ্লাসেন বলায় পড়ি, নিজ্গতের্ভ যবে ভোবে কোন নীরক্তা, মৃত্ খাসে তথা উজ্লাসিল সভাজন কর্মপীড় শোকে!

শোকাকল বহিলক তথন থেদস্ববে কহিলা "হে দেতারাজ, হে বারমগুলি, হে মিত্র অমাতাগণ, না দেখিলা, হায়, কি বীলন, দেখাইলা অন্তিমে কুমার ! স্থত আমি ভার, কত বুদ্ধে নির্থিপ্ত সে বীরের নীরনর্গ—কিন্তু কতু হেন অনভুত অপ্রকেশ চক্ষে না হেরিম্ন !---না গুনির এ শবণে ! বীরচুড়ামণি মৃত্যুকালে দেখাইলা বীরত্বের শেষ। হত আমি, কি বৰ্ণিব, কি জানি ব্ৰণিতে সে কাৰ্য্যক জীড়াভগী--সে তুজ চালন বিজনী তরঙ্গ লীলা জিনি চমংকার। স্তব্ধ হৈরি দেবকুল: স্কর্বর্থিগণ স্থা, বায়, বৰুণ, পাৰ্ন্নতীপুত্ৰ ধার, অস্থির আকুল বাবে, নারিলা তিছিতে,-চারিজনে একবারে যঝিলা কুমার! कि यानित, मञ्चलक, हरक ना दश्तिना ! না গুনিলা সে বিশ্বয়-প্লাবিত উল্লাস ! সাধুবাদ ঘনস্বনি কত শত বার উঠিল সমরক্ষেত্রে কুমারে বাখানি।

বাসব আপনি—হাম, শরে যার বীর,
গভজীব—বিশ্বিত অস্কৃত বীর্য্য হেরি
দিলা নিজ পূপারণ, ত্রিভূবনে গ্যাত,
বহিতে বীরেন্দ্র সজ্জা, অর্পিতে ও পদে।"
শুনিতে শুনিতে বৃত্র ক্রিত নাসিকা,
বিক্ষারিত বক্ষংস্থল, দাপটে সাপটি
ভীষণ ভৈরব শূল, কহিলা উচ্চেতে
শিল্পাজ রে দানবরন্দ—সংহারের রগে।"

হেনকালে সেথা, শিশুহারা কেশরিণী বন আন্দোলিয়া, ভ্ৰমে যথা গিগিমাঝে, আইলা ঐদ্রিলা বামা—আলুলিত কেশ বিশুজ্ঞান বেশ ভূষা, স্থুখন নিখাস কম্পিত নাসিকারক্ষে, অন্ধিত কপোলে শুক অঞা জলধারা; কহিল দান্বী ঘোর স্বরে—উন্মত্তা করিণী যেন ভীমা.— হে "দৈতাকলপতি, দৈতাকল নির্দ্ধংশ জানিয়া, এখনো স্থির আছে দগ্ধ হিয়া। শোকে অবসন্ন ততু হতাশের প্রায় ? ধিক হে তেমারে, ব্যাবে না ব্যি এখন নিরপিছ শুন্ত নীড়, উচ্ছিল অটবী ? হের দৈতাপতি, হের তপ্ত মঞ্জন দহিছে এ গণ্ডতন! আরো উষণতর শোকদাহে দহে হৃদি ! তুমি পিতা হ'য়ে এখনো অসাড-দেহ-না সরে চরণ ? কি কৰ, হে দৈতানাথ, না শিখিলা কভু সংগ্রামের প্রকরণ ঐক্তিলা কামিনী! নহিলে সে দেখা'তাম কার্সাব্য হেন ঐক্রিলার পুত্রে বণি তির্ছে ত্রিভবনে। জালা'তাম ঘোর শিখা, চিত্ত দহে যাহে, দেই তম্বরের চিত্তে—ছায়া চিত্তে তার জালা'তাম পুরশোক চিতা ভালর। জানিত দে দানবীর প্রতিহিংদা কিবা !" সহসা পড়িল গুট্ট দক্ত জ্বামার ক্তপীড় রণ সাজে; হেরি পুত্র সাজ

হৃদয়ে শোকের সিন্ধ বহিল আবার। বহিল শোকাশ্র ধারা গণ্ড ভিজাইয়া ! "হাপুত্র। হা রুদ্রপীড়।" বলি উচৈচঃস্বরে লইলা দমুজবামা যতনে তুলিয়া পুত্রের সমর-সজ্জা-দেখিলা শীর্ধকে সেই মাঙ্গলিক অর্ঘ্য রয়েছে তেমতি! জ্বলিল বিষম শোক সে অর্ঘ্য হেরিয়া; কান্দিল মায়ের প্রাণ। হার রে পাষাণে পশিল অনলদাহ যেন অকস্মাৎ । উচ্চৈ:স্ববে কোলে করি পুত্র-রণ-সাজ, "হা বীরেক্র-চড়ামণি" বলিয়া উচ্ছাদি, कान्तिमा पाक्रण नात्म ॲन्डिना पानवी। "কে হরিলা ? কারে দিলা, অহে দৈতারাজ, আমার অমূল্য নিধি ?-ছদয় মাণিক ! আনি দেহ এই দত্তে তনয়ে আমার-দৈত্যনাথ, আনি দেহ ক্রন্তপীড়ে মম। এমনি করিয়া বক্ষে ধরিব তাহায়. এমনি করিয়া ভিজাইব অশ্রু নীরে সেই চাক চল্লানন! দৈতাকুলমণি मिथिव दर अकतात ! जीवन शीवुरम জুড়াব তাপিত দেহ।-এজগৎ মাঝে ''মা" বলিতে ঐক্রিলার কেবা আছে আর १ "धवामदन नर, यथम, जननीव दलाल, বলিব যথন তার মন্তক চুম্বিয়া, নিদ্রা ত্যজি তথনি উঠিবে পুত্র মম-দৈত্যপতি এনে দাও সে ধন আমার।" কহিলা দমুজপতি "হে দৈত্যমহিনি. জানি সে কঠোর বিবি করেছে নিম্ম'ল ব্রত্যের হৃদের আশা কুঠার আঘাতে। এ শোক-চিতার বহিং জ্বলিবে হৃদয়ে, श लेखिएन, यल मिन जन्म नरह रमह ! কি হবে বিলাপে এবে গ হা রে অভাগিনী। বিলাপের বহু দিন পাইবে পশ্চাৎ. আক্ষেপের এ নহে সময় ৷ আগে ঘাডি

পূজ্যাতী ইক্সের হৃদয় এ ত্রিশ্লে, পরে বিলাপিন দোঁহে। হের যুদ্ধ সাজে সসজ্জ স্করণির্দ্ধ—সমর প্রস্থানে গমন উপত আমি, বিলাপি এগন চিত্তের উৎসাহ বেগ না হর, মহিনি।"

দানবের তেজ্ঞপূর্ণ বচনে ইন্দ্রিলা পাইলা স্বভাব পুন: ; অশুধারা মৃতি. কহিলা "দমুজনাগ, প্রতিশ্রত হও-পত্রঘাতি-পত্তে বণি দিবে প্রতিশোদ --তবে সে হৃদয় জ্বালা ঘচিবে কিঞ্চিং: তবে-সে বুঝিব বীর শুলধারী তুমি! তবে সে জগৎ মাঝে এ মথ আবার দেখাৰ দমুক কুলমহিলাৰ কাছে।" কহিলা দত্তক্ষর উত্তরি বামায় "পুরাইব মনোবাঞ্চা, মহিদি ভোমার-এ শূল আঘাতে পারি যদি পুরাইতে।" "পারি যদি পুরাইতে ?—কি কহিলা, হায়," किटना ज्ञान शास्त्र के किना मानती. "হাদয়-শোণিত তব গেছে কি শুকায়ে ? প্রতিহিংসা নাহি তায় গুনহ কি সে তুমি সেই মহাস্থর বত্র দেব-অন্তকারী গ এগন (ও) ততীয় অংশ নহিল অতীত ব্রহ্মার দিবসমানে—ভৈরব ত্রিশূল এখন (৪) ধরেছ হস্তে তেমতি প্রতাপি. 'পারি যদি পুরাইতে,' —বলিলে, দৈতোশ গ্ বুঝাইলা বুত্রাস্থ্র সাম্বনিয়া তায়,

বুঝাইলা বুত্রান্থর সাম্বনিয়া তাম, প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনঃ মস্তক পরশি, নাশিতে ইন্দ্রের স্কতে।—স্থির চিত্তে তবে ধীর গতি ঐক্লিলা ফিরিলা ইন্দ্রালয়ে।

তগন দমুজপতি স্থমিত্রে সম্বোধি কহিতে লাগিলা পুত্র অন্ত্যাষ্ট যে রূপে সমাধা হইবে অন্তে। হেন কালে দেথা প্রবেশিলা বীর্তক্র মহাকাল দৃত।

সম্রমে দমুজপতি প্রণতি করিয়া সম্ভাষিলা শিবদতে। কহিলা প্রমথ-"বুত্র, তব পুত্র-তম্ব স্থমেক-শিগরে লউতে বাসনা ময়। অভ্যেষ্টি সংকার সে বীরের করিবেন ই<u>লা</u>ণী আপনি ! ইন্বালা-তনু সঙ্গে অনস্ত মিলনে মিলায়ে দে বীরতমু স্তমেরু অঙ্গেতে वाशित्वन ऋत्वर्षती :-- (इ मञ्जनांध. পতিশোকে পরাণ তাজেছে পতিপ্রাণা। ইন্বালা ! দানবেন্দ্ৰ, লুকায়েছে, হায়, সে স্বৰমা-রাশি আজি স্থব-ব্যা-কোলে! নিষেধ না কর, দৈত্যনাথ, পুত্রনাম প্রতিষ্ঠিত করিতে ত্রিদিবে চিরদিন।" নীরবিলা শিবদত এতেক কহিয়া। কহিলা দমুজনাথ-"উকায়েছে, হায়. সে চারু কোমল লতা—ইন্দুবালা মম! হের, মন্ত্রি, বিধাতার বিধি অনুভূত-দৈত্যকুল-রবি সনে সে কুল-পঞ্চজ ডুবিল হে এককালে! ছাড়িলা যথন ক্ষুদ্রপীড ব্রত্রাস্থরে, থাকে কি সে আর দৈত্যকুল-লক্ষ্মী তার ঘরে ? জানিলাম এত দিনে অস্বরকুলের অবসান! হা মাতঃ সুশীলে ৷ তব অস্তিম কালেতে চক্ষে না দেখিত্ব তোমা! সেবিলে মা কত তন্যার স্লেহে বত্তে—ব্রু জীব্যানে মবিলে শক্র কোলে ! মৃত্যুর সময় না পাইলে স্ববান্ধবে স্বজনে দেখিতে! হা বিধাত: লীলা তব কে বনিতে পারে ?" আক্ষেপি এরপে বৃত্ত নিশ্বাসি গভীর কহিলা লইতে তমু মহেশের দূতে; বীরভতে প্রণমিয়া করিলা বিদায়। চাহি পরে মহাস্থর সৈনিক বন্দেরে সাজিতে আদেশ দিলা -- আদেশিলা শুর দাজিতে দমুজকুলে। কি বুদ্ধ তৰুণ

চলিল দক্তর্বীর যে যার আলয়ে, ঘোষিল অমরা মাঝে—সুর্যোদয়ে রণ !

হায় রে সে নিশি যেন গাঁচতর বেশে দেখা দিল অমরায় ! প্রতি গতে পথে মতল করণ স্বর : আলয়ে আলয়ে গহীত হৃদয়োক্সাস মধুর গভীর! পিতাপুত্রে, মতাস্থতে, ভনিগী-ছাতায়, কত ধীর আলাপন, মধুর সন্তাষ, বিনয়, করুণা, স্নেহ, মমতা পুরিত। বনিতার স্থলনিত কত্ই বিলাপ। পতির আশাস প্রেমময় মোহকর । কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্ৰে সাজাইছে মাতা চম্বি কত বার ক্ষেহে পুত্রের ললাট ! মুছি নেত্রনীর বীর অলীক আখাসে বঝাইছে কত তায়। জননীর প্রাণ ভলে কি ছলনে, হায় প আরো গাঁচতর অন্তরে ছটিছে বেগ পরাণে আঘাতি। কত শত বাব খলি তমুত্র কঠিন তনয়ে ধরিছে বকে: কোন বা আলয়ে সোদবের পদজ্ঞদ বাঁধিতে বার্ধিতে ভগিনী কাঁদিছে শোকাকুল অর্ন-ভগ্ন. অক্ট নিশ্বাস, নীর-ধারা দর দর নয়ন যগলে। পতি আজা শিৱে ধরি. কোন বা ব্যণী বান্ধে পতি-কটিবন্ধ ' কোন বা রমণা, ধীরে তুলি শিশু-কর. কাদিতে কাদিতে জডাইছে পতিক্র সে কোমল করে । হায় ' কেই বা ধরিছে পতির অধরদেশে শিশুর অধ্ব ! স্বমধুর হাসি মুথে গেলিছে বালক किवीरिव अष्ट जुनि - आनत्म क्लार्य। অশতে মিশায়ে হাসি হেরিছে রমণী. সজল নয়ন, মরি, এবে অবিচল। চাহে কোন দীমন্তিনী স্বামীর বদনে

করে তুলি খড়গ-কোষ! কোন বা বালক, পিতার কবচ অঙ্গে, হাসিতে হাসিতে व्यामित्क कानी कार्क-कांनिक कानी। পত্তে সাজাইছে পিতা, পিতার পঞ্চেতে কুতৃহলে পূৰ্ণ তৃণ বান্ধিছে তন্ম ! বঝাইছে বধকলে বুদা পুৰৱামা! মায়ে সাম্বনিছে প্রতা, জননী ক্লায়! শুকাইছে কত কুল্ল প্রাকুল আনন, গত নিশি প্রক্টিত অরবিন সম, ছিল প্ৰক্টিত যাহা : হায়, কত আঁথি তঃগেতে মুদিছে আজি ! গত বিভাবরী ষে বদন দেখিবাবে জদয় উৎস্তৃক. আজি নিশি নাছি চাহে নিব্যবিত্ত তায়। যে জন্ম-প্ৰশ্নে শীতল প্ৰাৰে দিঞ্চিত পীৰ্ব-নারা, তপ্ত তাহা আজি-প্রশনে দক্ষ ফদিতল ! শ্রুতিমূলে যে বচনে কালি স্থমধ্ব, আজি তাতে বিদ্ধিছে কউক! কত স্নেহ, আশা, আহা, কত চিস্তা, ভয়, প্রতি দানবের ঘরে একত্র তরঙ্গ তলি ফিরিছে সে নিশি। না হয় বর্ণন, হায়, সে জদি-প্লাবন ! প্রভিছে সুধারি বক, কোলে করি কেই হেরিছে শিশুর মুগ—চম্বনে বিহবল ! কেই প্রিয়ত্ত্বা-অঞ্জ মুছিছে যতনে হ্লন্তে চাপিয়া স্থবে! কেহ বা কাঁদিছে! ভ্ৰতিয়ে ভ্ৰতিয়ে, আহা, দে কাল নিশাতে বিদায় কতই মত ! স্থায় স্থায় শেষ প্রণয়ের দেখা কতই স্নেতেতে। আলিম্বন পিতা পুত্রে--জননী আশীয়, সে তামদী অমরায় নির্বিলা কত !

চতুৰিংশ দৰ্গ।

অমুরায় বিভাবরী হইল প্রভাত; ১৬গ. চর্মা, বর্মা, তণ, তরল কিরণে প্রদাপ ত্রল দশ দিকে। সিকাযেন সে থোর সমরভূমি—অকল—গভীর ! দৈৰ দৈতা-চম-উন্মিকুল-প্ৰায় ভাসিছে কিব্ৰু মাথি সে ব্ৰু-মাগ্ৰে। দে কিবলে প্রভাতিল ভীম শৌভাময় অপর্ব অমর-বাহ --বাদ্ব-বচিত। বছ দেশ যডিয়াছে বাহিনী-বিভাস.-অস্তাচল, হেমকুট, তামকুটগিরি, পর্বত পারদ-গর্ভ, প্রবাল-ভুধর, মনঃশিলা শৈলকুল আদি আচ্ছ'দিয়া। ম ক্লভিত্তে সৈল-মঞ্জ স্থাপিত-অপর্ব্ধ শবণাক্ষতি। মধাস্থলে তার যক্ষপতি আদি স্থারবর্থী —শ্রাহত (नवजन : ८) नित्क खबरक खबरमना. বৃক্ষিত দেনানীবৃন্দ রূপে স্থানিপুণ। ব হ বিরচিয়া ইন্দ্র অরুণ উদয়ে দেব-সেনাপতিগণে কবিলা আহ্বান আপনার পটগতে। বাস্ব-আদেশে মা(ই)লা জলকলপতি বৰুণ স্থাীর: ব্ৰহ্মতবাণে বিদ্ধ বাম উক্লেশ. পাশে রাথি দেহ ভার, খঞ্জের গতিতে আইলা ইন্দের পার্শ্বে। সূর্যা মহাবলী তীক্ষ শরে দগ্ধ তত্ত্ব, আইলা সত্ত্বর ইন্দ্র পটগতে বিদ্রু বাম ভঙ্গ ধরি। অটিলা সে অগ্নিদেব অস্তির দহনে: ্মাই)লা দেব প্রভন্তর চঞ্চল গতিতে : আইলা দওধর যম করাল মুরতি; জয়ন্ত থাসব-পাত্র, দেব ষড়ানন। যথান্তানে যে যাহার কৈলা অধিষ্ঠান। স্তবপতি, চাহি সুর্যো, অনলে, বঙ্গণে, কহিলেন "হে অমর মহারথগণ. চিত্ৰ মম আকলিত হেবি ভোমা সবে তেন শবদগ্ধ জন -- না ছানি একপে ছৰ্গতি কবিলা দেবে বত্তের ভনয়।" জিজ্ঞাদিলা "কোথা এবে যক্ষ ধনপতি: না আইলা কেন ছই অধিনীক্ষার: কোথা একাদশ রুদ্র, অন্ত বীর আর ১" উত্তরিলা বাত্রীশ বরুণ প্রকারে. "আমা সবা হ'তে শ্বদগ্ধ গুরুত্ব সে সকলে: হে স্থাবেল: গতিশ**জিনী**ন কোন দেব, মর্চ্চাগত কেহ, বত্রস্ত— শ্বাঘাতে।" শুনি ইন্দ আক্ষেপিলা কত। কহিলা অম্বপতি — "হে সেনানিগণ, হত এবে দে অস্তর ভীম ধর্মের। কিন্তু গৃষ্ট বতাম্বর জীবিত এখন (৩): দৈতাপতি সমরে ছক্ষার । যার রণে অমরা বঞ্চিত দেবগণ। সে ছুরাঝা সংগ্রামে পশিবে অচিরাং: কি উপায়ে নিবারিবে ভার এ সমরে १ কছ ভনি। দ্ধীচির অস্থিবলে, পিণ'কি-আন্দেশে, পেয়েছি অবার্থ অস্ত্র—বজ্ঞ প্রাহরণ : কিছ সে অসুর ইথে নহিবে নিপাত না হইলে ব্ৰহ্ম দিবা শেষ। কি উপাত্তে কহ, দৈতা ছবন্ত সমূৱে নিবারিবে গু" খলি কোষ হ'তে খলি ধরিলা দক্ষোলি দচকরে পুরন্দর। ধক ধক জালা জলিতে লাগিল অস্ত্রে, করি দীপ্তিময় সে দেব পটমগুপ—অনন্ত শিবির: উত্তাপে অন্তির দেবকুল দেখি ইক্স ভীমবক্স রাখিলা আবার বজ্ঞাধারে।

ভীষণ-দভোলি তেজ হেবি বৈশ্বানর আহলাদে অধীর, অঙ্গে শ্চ্ লিঙ্গ ছুটিল, কহিল—অসহা কঠ-বেদনা উপেক্ষি, "অমরেন্দ্র! শুন কহি, মথ অভিলাষ তিলার্দ্ধ নিমেষ আর বিলম্ব না কর, অস্তবে সংহার বজে; অনুষ্ট-লিগন কে বলে গণ্ডিত নয় ও স্কুযোগে সকলি শুভ ফল। না গাকিলে এ বেদনা মম, এখনি স্কুবেশ, ববিতাম রুত্রাস্থ্রের এ অস্ত্র আঘাতে।" শান্ত কৈলা স্কুবপতি উগ্র হুতাশনে, ব্রাইক্র নানা মত। তর্থন ভান্ধর—গ্রহকুলপতি দেব—

তীরতর স্বরে উচ্চে নিনাদি কহিলা-**"হে স্করেন্দ্র, ভয় যদি দছোগি নিক্ষেপে.** एक उद्य ग्रंग करत, एमशिद्य अश्वि গ্রুমুণ্ড হয় কি না গুরুত সম্পুর ৪ প্র5ও সুর্যোর তেজে, বজুের সহায়ে, লটিবে অস্তব মণ্ড—বিস্তীর্ণ শ্বশানে শৃত্যকুন্ত কড়ে ঘথা! না লানি স্থারেশ, কি হেতু অদাধ তব হেন বিপু নাশে। আপনি অক্ষত-দেহ! জব জব তমু দেবকুল, অস্ত্রাঘাতে ! কি জানিবে ক্হ ছিলে লুকাইয়া দূর কুমের-গহবরে!" স্বর্যাের বচনে ক্রুদ্ধ জলদলপতি কহিলা "হা ধিক, ধিক দেব দিবাকর, দেবেন্দ্রে এ ভাষা ৪ সর্মতাণী স্করপতি দেবতার হিতে, ঘূণা লক্ষা পরিহরি বিশ্বদাবে ভূমিলেন ভিন্নবেদৰ বেলে তাঁৱে এ পক্ষ বাকা ? হে ধ্বান্তবিনাশী আন্ধ কি হইলা ক্রেশে ৪ কছ সে কাহার নতে শরদগ্ধ দেহ ? একাকী সমবে যঝিলা কি দৈতাস্ততে ? কি সাহদে হেন অহন্ধার, হে সবিত:—ভীক অপবাদ

দিলা ইন্দ্রে এ স্থবমণ্ডলে ? লজ্জাহীন ভীক যে আপনি, অস্তে ভাবে সে তেমনি ! এত কহি নীবিনলা সিদ্ধ কুলপতি। স্থবেক্র তথন শান্ত করি বারিনাথে, কহিলা, স্থবীরভাবে গন্তীর বচন— "হে ফ্র্যা, অস্থবনাশে আসাব জামার ? দেব-ছঃগে নহি ছঃগী—নহি হে ব্যথিত শ্বরাথা বিহনে শ্রীরে ? অকারণ অরাতি নাশিতে করি হেলা ?—হে দিনেশ, সহস্রাংশু, ঘচাও সে চিত্র-ভ্রম, তব,

লহ এ সংহার অন্ত্র—বিনাশ অন্তরে!" এত কহি সূৰ্যা অগ্ৰে রাখিলা দাজোলি! আগ্রহে ভাস্কর হেরি সে ভীম আয়ুধ তুলিতে করিলা যত্ন গুই ভুজে ধরি প্রকাশিলা যত শক্তি ভুজনতে তার; তলিতে নাবিলা বছ —লজ্ঞানত মুখে দীড়াইলা দুৱে গিয়া দেব-অন্তরালে। হাসিলা অম্ববৃদ্ধ উচ্চ অটুহাদে হেরি ফুর্য্য পরাভব, ব্যঙ্গ স্বরে কত বিদ্রপিলা কত জন কট তিরস্কারে। তথন বাসৰ শীঘ্ৰ পীয়ৰ তুলনা বচনে শীতল কবি চিত্ত স্বাকার: নিবারিলা সর্বা জনে—"হে দেবমঞ্জী" কহিলা বিশদ স্ববে-"গছ বিসংবাদ সদা অনর্থের হেড় ত্রিজগতী মাঝে: বিপদের কালে মনোমিলন(ই) সম্পদ। কে না পারে সগভাবে সম্পদ ভঞ্জিতে গ দেবতার কত হীন মানবের জাতি. তাদের (ও) সম্প্রীতি কত সোদরে সোদরে. কতই স্থাতা স্নেহ, আত্মীয় স্বঞ্জনে মৌভাগ্য সে যত দিন ! সৌভাগ্য কুৱা**লে** মুখের সংসার ছার-শাদ্দ ল কলহ আন্ত্ৰীয় কলহে গৃহে ! ভ্ৰাতৃত্ব উচ্ছেদ !

দে প্রবাদ দেবকুলে করিতে প্রবল চাহ কি অমরগণ। আত্ম-বিস্মরণ विभाग এउই भारत, अट्ट जिमिटन्स !" এতেক বলিয়া ইন্দ্র নীর্ব আবার. ভাবিতে লাগিলা চিত্তে কির্মণে অস্তরে ভেটিবে সমরে পশি । পর্মিতীনকন কার্ত্তিকেয় দেনাপতি, দমর-কুশস, কহিলা যুদ্ধের প্রথা ব্যাহ মধ্যে থাকি. বৃক্ষিতে স্থপক্ষবল: বরুণ বিচারি तर्ग कांश्विक्ष कां कांन मिना छेपरम् : অন্ত দেবগণ মত দিলা যে যাহার। ভাবিত অমর-পতি অমর-শিবিবে. হেনকালে মহাশতে !বিদাবি বেগেতে था (ह)मा भिव-भाविषक जीम महाकान : স্থাধিলা বাসৰ শিবদৃতে শিবশিবা---বারতা, কৈলাস-স্থসংবাদ: শিবদারী ननी डेटन वनिया उथन कहिला -- "(इ

অমরেক্র, উমেশগেহিনী পাঠাইলা-শচী জঃথ হরিতে সতত চিন্তা তাঁর---পাঠাইলা, হে বাসব, জানাতে তোমায় বুত্রের পণ্ডিল ভাগা—মকালে মন্ত্র পতিবে দন্তোলি ঘাতে। হে শ্চীবন্নভ विनय मा कव आव. वटक विनाविया বৃক্ষঃ চূর্ণ কর তার; ভেরব আপনি কপিত ঐক্রিলা দত্তে কৈলা এবিধান।" এত বলি শিবদূত ফিরিলা কৈলাদে ধুমকেতু বেগে গতি, উন্ধলি অপর। মহাননে কোলাহল দেববুন মাঝে। ক্ষণকালে ত্রিভূবনে ঘোষিল সংবাদ--ইন্দুবুত্রাস্থরে রণ—বুত্রের সংহার বক্সাঘাতে বিহ্বাণিত কৌতৃক, হরষে, চতৰ্দশ লোকবাদী, সিন্ধ ব্যোমচব, ছুটিল বিমান মার্গে। আ(ই)ল থককুল; विश्वांधत, अव्यद, किन्नत्रवर्ग एउ ;

আইল কর্মব্রগণ, গন্ধর্ম, পিশাত, আ(ই)ল সিক, নাগকুল, প্রেড, পিতৃগণ, দেবৰ্ষি, মহৰ্ষি, ষতি, শুচি আত্মা যত; व्यक्ति बना अवामी व्यामी मृजद्रातम । আকাশের দুর প্রান্তে, শূতাবানে চাপি বহিলা দকলে ব্যগ্র! সে বণ দেখিতে থলিল ব্রনাও দার অম্বর জাসারে: नाना वर्ग (इम, मिन, श्रीव)न, व्ययम, রচিত বিচিত্র কত গ্রাক্ষ, চতারণ, কত দিব্য বাতায়ন খুলে চক্রলোকে, ছাড়ায়ে বিমানপথে চক্রলোক শোভা ! স্বর্যোলোকে কতকোটি বাতায়ন, আহা, খুলিল অতুলমুর্তি —লোমহর্ণকর, অদ্বত সৌন্দর্য্য-রশ্বি প্রকাশি গগনে! প্রতি গ্রহে এইরূপে নক্ষত্রে নক্ষত্রে থুলিল কতই দার, গ্রাক্ষ, ভোরণ, বিপুল অনস্ত-কোলে—অনস্ত শোভায় প্রতি বাতায়ন-পথে, গ্রাক্ষের দ্বারে, প্রাণিবৃন্দ অগণন : শুন্ত যেন আজি প্রাণিময়,-পরিপূর্ণ জীবন-প্রবাহে। সে শোভা হেরিতে রমা শ্রীপতি সহিত थुनिना देवकुथमात । थुरन उन्मरनाक অতুল্য তোরণ আঙ্গি ব্রন্সলোকবাদী। খুলে দার মহাকাল কৈলাস ভুবনে ! অতুল স্থবতি গন্ধে পূরিল জগং! বিহ্বলিত রৌদ্বোকে প্রাণীর মণ্ডল। সে সৌৱভঘাৰ লঙি ! আকুলিত প্ৰাৰ দেখিতে লাগিল শুন্তে বৈকুণ্ঠ ভূবন. অতুল রন্ধার পুরী, বিশাল কৈলাস, মোহে অতেতন যেন ভুলি ক্ষণকাল इ.स. तुजास्त्र, सर्ग, ममत-श्राह्म।

হেথা ইক্ত বৃহি মাঝে প্রবেশি তখন নির্বিগলা একে একে দেবরথিগণে সমরে আহত যত, কিবা সে মৃক্টিত : ধনেশ্বর কুবের, অধিনী স্কৃত-দ্বয়ে, সাম্বনিলা মিষ্ট স্বরে। ক্রজ একাদশে সিশ্ধ করি, সিশ্ধ করি অন্ত দেবে যত আহত সমরক্ষেত্রে, ফিরিলা বাসর করি বৃহে প্রদক্ষিণ। আসি বহির্দ্ধেশে আজ্ঞা দিলা মাতলিরে আনিতে পূলাক আজ্ঞা দিলা নিজ নিজ রথ সাজাইতে অন্ত যত স্কর্ববর্গী। শিবির বৃড়িয়া সাগ্র করোল্ববনি উঠিল আ্বারে।

সাজাইলা অরুণ সুর্যোর স্রবিমান এক চক্র রথবর মন্তত দেখিতে। গতি মনোহর অতি, প্রনীপ্ত চূড়াতে। সপ্ত স্বৰ্ণ কৃষ্ণ শোভা। নিয়োজিলা তাম সপ্ত শ্বেত তুরঙ্গম বঙ্গিম নিগাল, জিনি চগুকেনবাশি শুল্ল তত্ত্বকহ, ক্ষণে পারে ব্রহ্মাও খুরিতে! বৈনতেয় উঠি শীঘ বসিলা শুন্দনে। ভীমাদেশে অনল-সার্থি রথ সাজাইলা দ্রুতঃ স্বলোহিত বিমান প্রচণ্ড শিখাস্থ, বক্তবর্ণ হই অখ, নাসারক্রে খাসে প্রধাসে ছুটিছে ধুম ! আনি যোগাইলা ক্লয় হয় ক্লয়বর্ণ শমন-শ্রন্দন কতান্ত-দার্থি ভীম ! শৃছ্যবির্চিত শত-চক্র শতাঙ্গ স্থন্দর বরুণোর, বেগে যার রসাত্র পদা বেগময়. উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ সিন্ধুর শরীর, যবে বারিনাথ বঙ্গে, বারিধি বিহারে, ভ্ৰমেণ বাকনী সঙ্গে—নাজাইলা সত। কুমার-মার্থি জভগতি দাজাইলা শত্যুত্ত শিধিধবাজ ক্ষলের বিমান: ক্রপ-বাহন বায়-বিমান সাজিল: সাজিল শতাঙ্গ অন্ত যুত্ত অমরের। হেন কালে মাতলি দার্থি কুডাঞ্জলি

নিবেদিলা পুরন্দরে "পুষ্পক বিমান বাহিলা অস্থর-পুত্র-শব তবাদেশে, কি বাহনে স্থবরাজ পশিবেন রূপে ?" চিন্তি ক্ষণে দেবেন্দ্র কহিলা আনিবারে উচ্চৈ: প্রবা মহা অখ-অখকল পতি। মাতলি ঘোটক আনি দিলা ইলপাশে। হেরিয়া বাসবে, উল্লেখনা ঘন ঘন ছাড়িলা নাসিকাধ্বনি, চুলাইয়া স্কুৰে ফুলাইলা গ্রীবাদেশে কেশর স্থন্দর; ঘন হেয়াধ্বনি ছাণে, ঘন ক্ষুৱাঘাতে খু ড়িতে লাগিলা মনঃশিলা স্বৰ্গতলে.— তরল পারদ জিনি চঞ্চল অধীর। মন্র জনি তমুশোভা শুল্র স্কৃচিকণ, ক্ষীরোদসমূদ্র-জাত ঘোটক অন্তত ! সাজাইলা আপনি সে অশ্বে স্ববরাজ: স্তদিব্য আসন প্রষ্ঠে, রশ্মি তেজোময় গলনেশে শোভিতে লাগিল—সৌদামিনী বেড়িল যেমন গ্রীবাদেশ ! মহাহর্ষে শচীনাথ ধরিয়া দক্তোলি আবোহণে করিলা উল্লোগ। হেন কালে শ্রাপথে স্বমেক হইতে জত নামিল প্ৰপ্ৰক : চপলা হুন্দরী বসি তায়, তড়িল্লতা হাস্ত্টা মুখে ৷ হেরি ইন্দ্রে ক্রতগতি नामिला हलता, निर्वापना भहीनार्थ শচীর কুশল বার্তা, কহিলা যেরূপে পাইলা পুষ্পক বথ হেমাদ্রি-লিখরে: ইন্দুবালা বারতা সংক্ষেপে বিবরিয়া - দাড়াইলা নম্রমুগে। চপলারে হেরি স্ত্ৰধাইলা সম্ভূনে কভই সংবাদ স্থানাথ বার বার: কত চিত্তপ্তথে শুনিতে লাগিলা যত কহিলা চপলা। সহর্ষ উৎস্তুক মনে আশীয়ি তথন কহিলা পৌলোমীনাথ "হে চারুরক্লিণ চির সহচরী ইক্রাণীর, কহিও সে

স্বৰ্গস্থ-স্থাথনীবে. স্বৰ্গৱাল্য তাঁব উদ্ধারি আবার শীঘ্র অর্পিব তাঁহারে. চিরত্বলা মিটাব চিত্তের ! ফির এবে স্থহাসিনি, স্থমের-শিখরে নিরাপদে।" এত বলি শচীনাথ চপলার পানে চাহিলা প্রকুল্লমতি: হেরিলা-বঙ্গিণী দেখিছে নিশ্চল আঁথি বজকলেবর. मुष्टेभर्य हिन्नहाता रयन ! हेटल रहिन मलङ्क उत्तरन यांचा भूतिल नयन ; রাঙিল স্থগণ্ডতল, কাঁপিল অধর ! বিশ্বয়ে প্রবেক্ত এবে দেখিলা এ দিকে ভীমরূপ তাজি বজ্ল দিবা তেজোময় ধরেছে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি বিধি-হরি-হর-তেজে নিভা সচেতন। হেরিছে দ্বনে স্থিরসৌরামিনী শোভা অস্থির ন্যনে। হাসিলা বাসব, আজ্ঞা দিলা মাতলিরে আনিতে কুম্বুমনাম: কহিলা "5পলে পুরার বাসনা ভোর—গারণো মিশাব, আজি স্তবরণভূমে, ত্রিলোক দাক্ষাতে, তেজঃকুলেশ্য বজে: বিবাহ উৎসব হবে পরে।" মাতলি আনিয়া পুষ্পমালা, मिला खर्थ हेन करत, आंगरन नामव অপিলা চপলা বছে সে কম্বমনাম। স্বয়ন্থরা হটলা চপলা মনস্থা : বরিলা লাবণারাণী তেজকুলরাজে, অমর সমর ক্ষেত্রে—বুত্রবধ-দিনে;

বাজিল সমর ভেরী, তুরী, শঞ্চ কত ;
উঠিল আনন্দ্রনি ঘন ঘনোক্সু'দে
পূরিরা সমর-ক্ষেত্র —অনপ্ত গুড়িছা
অবিশ্রন্ত পূব্দবারা হৈল বরিগণ।
কোলাহলে পূর্ণ দশদিক ! ক্রতগতি
ইক্রপদে নমিলা চপলা—হাসি দেব
দিলেন বিদায়। তীম অন্ত্রমূর্ত্তি পূনঃ
ধরিলা দক্ষোলি—শক্রদন্ত-সংহারক।

রচিয়াছে মহাবৃাহ বৃত্ত মহাস্থর
দিপত অঞ্জেক বৃত্তি—উদহ-অচল,
পিদ্ধল, ত্রিকৃটনাপ, গোত্র ধরাধর,
লোকালোক আড়েহ, অচল মাল্যবং,
ভূগর রজতকুট হিমান্তশিপর,
ছেমেছে দানর সৈন্তা। রচিয়াছে বৃাহ
একাদশ মগুলীতে বাহিনী সাজায়ে,
বিত্তাসিয়া রথ অর্থ গজ পদাতিক!
পক্ষীক্র গকড় যেন বিপ্তাবিয়া পাণা
বমেছে নগেক্রশিরে—দেখিতে তেমতি
দৈ তা-চম্ল গঠন। মধ্যে নিজদল,
বৃত্ত ঐতাবত'পরে, ঘেরিয়া তাহায়
পরাক্রান্ত দেতা-সেনা; সৈনিক স্কর্থী
পর্বতের শ্রেণী যেন নগেক্ত-বেরষ্টয়া।

হেনকালে ছই দলে বাজিল ছলুভি, নানিল বীবের হিয়া। লহরে লহরে সাগর-তরস-তুলা বিপুল বিশাল ছলিয়া, ভারিয়া, পুনঃ মিলিয়া আবার, চলিল দয়্ডলল সেমানী-চালনে। দৈত্যকাজা উভিছে গগনে মেঘাকারে। ঝকু ঝক্ কিবণ চমকে অস্ত্রপরে, রগকাজ কলনে, তহত্তে, ধয়্তুলে,— ঝকিছে কিবণোচ্ছাস দিগন্ত ব্যাপিয়া! সেচ্ছেছন মহাহবে দৈতাকুলপতি

র্ত্তাহ্ব — বাদ্দি কটি কটিবন্ধে দৃঢ়, ছই থগু গণ্ডাবের দৃঢ় চর্ম্মপেটা ছই উপনীতাকারে বাদ্দিয়াছে ঘেরি বংক্ষাদেশ। বামকরে ধরেছে ফ্**লক** স্থায়ের মণ্ডলবং — প্রচণ্ড, রুহং; দক্ষিণে তেরব-দত্ত শূল বিভীষণ'; ক্ররাবত করি-পৃষ্টে বসেছে অস্ত্র, শৈল-পৃষ্টে শৈল যেন! করিকুল-রাজ, গত রণে জিনি যায় লভিলা দানব, চলিলা বৃংহিত করি—চলিলা পশ্চাতে দমুজ-বাহিনী যেন তরঙ্গের মালা।

ছুটিল ইন্দ্রের রথ গগন আন্দোলি, কভ শত্যে, কভ নিমে, কভ পার্যদেশে বৈঙ্গলির বেগে গতি, ছিন্ন ভিন্ন করি मिंडा अनौकिनी शार्कि, कक वत्कारतम. বনদল, অম্বর, বিদীর্ণ চক্রাঘাতে। ইবশ্বদে বথচক্রে জলিতে লাগিল ্ডিকাম:-জনিব সহস্র অফি তেজে। ারজাল ভয়ত্বর শৃত্যে বর্ষিল, ্ষলের ধারে যেন বরিষার ধারা । মপূর্ব্ব শিঞ্জিনী-ভঙ্গী ! মুহূর্ত্ত-ভিতরে নিগকে ব্যাপিয়া শব-সর্বজন'পবে ার্মস্তানে, সর্বাদিকে, রণস্তল ঢাকি। াড়িতে লাগিন প্রাহরণে অর্থ, হস্তী, াদংখ্য প্ৰাতি —মহা ঝডে তক যেন। কম্বা বজ্বাঘাতে যথা শৈলকুল্চড়া ! ্যহ ভেদি প্রবেশিল স্থারেশ-ফান্দন. রমিতে লাগিল বেগে, দাবাগ্নি যেমন রমে বেগে ভীম রঙ্গে বন দগ্ধ করি : কম্বা যথা উর্ম্মিকুল, সিন্ধু উথলিলে, গায় রঙ্গে বেলাভূমে উপল বিছায়ে।

ভিন্ন হৈল হুই পক্ষ স্থবেক্রের শবে

চ্হে-কলেবর ছাড়ি—যেথা বৃত্র স্থব
বাইত দানব-বীরদলে। বক্তস্রোত
ববাহিল বিপুল তরকে শত দিকে।
দেখি দৈত্য মহাকাম দন্তে চালাইলা
হোহস্তী ঐরাবত; ছাড়িল মাতদ
কাটি শঙ্কান ভতে। গর্জিল তথন
দীম শব্দে দৈত্যনাথ, গর্জিল যেমন
মন্বরে জলদদল; কহিলা ছ্কাবি—

*রে পাষ্ড, এ প্রচণ্ড ভুজতেজ আগে না নিবারি, মথিছ দমুজ-পদাতিক ? তম্বরের প্রায়, বুত্রে এড়ায়ে সমরে, ভ্রমিছ রে রণ-ভূমে, ভীক হীনমতি ? তুল্য জনে সংগ্রামে না ভেটি; হস্তী, হয়, বধিছ নিৰ্লজ্জ প্ৰাণ! ধিক হে বাসব! কি হেতৃ আইলে রণে ভয়(ই) যদি এত অম্বরের ভূজবলে ? সে ভূজ-প্রতাপ হের পুনঃ !" কহি শুন্তে তুলিলা অস্কর মহাকাল শুল ভয়ঙ্কর। না উত্তরি স্থারনাথ কোদও ধরিলা ভীম তেজে. লক্ষ্য করি ঐরাবতে নিমেষ ভিতরে কর্ণমলে নিক্ষেপিলা স্থতীক্ষ বিশিথ। অস্তির জালায় মহাবারণ মাতিল: ঘোর শব্দ শুরে ছাড়ি ছুটল বেগেতে না মানি অন্ধশাঘাত। ভীম লক্ষ ছাড়ি দাঁডাইনা মহাশ্র মনঃশিলা তলে-भुन्दरक्षः नक्षा कृति हेन्त वकःश्वन ভাবিলা ছাড়িবে অস্ত্র-দুৱে হেনকালে দেখিলা দল্পজপতি জয়স্ত পতাকা। নিবৃথি ইন্দের প্রতে নিজ প্রশোক জলিল সদয়তলে। স্মরিলা তথ্ন ঐক্রিলার ভীমবাকা—প্রতিজ্ঞা কঠোর। ভঙ্গারিলা ঘোর স্বরে অস্থর চর্জায়. ছুটিলা উন্মন্ত যেন মথি সুরর্থী, মথি অখ, মাতঙ্গ, পদাতি অগ্ৰান। লুকায়িত শাৰ্দ্ধ লেৱে যথা বনমাঝে থঁজে ব্যাধ, বনরাজি আন্দোলন করি, কিংবা পক্ষীবাজ বাজ কপোতে হেবিয়া ধায় যথা শৃত্যপথে—ছুটিলা দিতিজ।

হেথা ইক্সে ঘোর বণে দৈত্যবীর যত ঘেরিল নিমেষকালে। তুমুল সংগ্রাম বাজিল বাসব সঙ্গে কামোজ, খড়ক, খরখুর, ধবলাক্ষ, ঘেরিল পুশাকে স্বদল সহিত এককালে। স্বরপতি যুঝিতে লাগিলা রণমদে। পশুরাজে বনমাঝে নিষাদ ঘেরিলে, উন্মাদিত পশুরাজ ভীম লক্ষ ছাড়ি, ভ্রমে যথা দশদিকে লওভও করি ব্যাধকুলে, তীক্ষ নথে, দন্তাঘাতে গণ্ড খণ্ড করি নিক্ষিপ্ত তোমর, ভল্ল, কুঠার, মূলার— তেমতি স্করেন্দ্র রথগতি ! ক্ষণে পূর্ব্বে, ক্ষণপরে উত্তরে আবার, অকস্মাৎ পশ্চিমে, দক্ষিণে—যেন খেলে তড়িদ্দাম সর্বস্থান দিগস্ত ব্যাপিয়া একবারে! যুঝিছে দমুজদল অসীম বিক্রমে, ভিন্দিপাল, ভীষণ পরত, প্রক্ষে, ড়ন, निरमस्य निरमस्य क्लिश इन्तर्वाशस्त ; কাটিছে সে অস্ত্ৰকুল ইক্ৰমহাবল ভুজ্দও মুও সহ শরে; উড়াইছে থণ্ড উরু বিশিথে বিনিয়া, জঙ্ঘা, বাহ, कक, वक, ननाउँ विक्तिष्ठ नक वाता। নিরশ্ব দমুজদৈত হৈল অচিরাৎ; পড়িল সমরক্ষেত্রে কোটি দৈত্য বীর! ছাড়ি সিংহনাৰ। কোধে ৰৈত্য সেনা তবে ধাইস উপাড়ি বৃক্ষ, ছিঁড়ি শৈল চুড়— ছুটিল সচল যেন অরণ্য ভূধর ! ছুটিল পুষ্পক শৃত্যে মেঘমক্রে ডাকি; নিনাদিল ধন্তপ্ত'ণ ইত্তের কার্ম্বকে, ছাইল কলম্বকুল ঘনাম্বর পথ, স্থরপুরী অন্ধকার হৈল ক্ষণকালে। পড়িল কাম্বোঞ্জ, হলাযুধ মহাস্ত্রর ধরখুর, গড়ক, পিঙ্গল, শেতকেশ, সেনাধ্যক্ষ আব্বোশত শত। ভগ বিল দৈত্যদল রণস্থল ছাড়ি—ফেলি অস্ত্র, গিরিশুস, মহাক্রম রাজি, ফেলি রপ, অৰ, হস্তী ! ছুটিন তেমতি রুদ্ধবাসে

বায়ুমূথে উড়ে যথা কাশ ! কিম্বা যথা মহাঝড় উঠিলে ভূধরে, ধায় রড়ে পশুপাল, পশুপাল সহ কছম্মান্দে— প্রাণভয়ে পুছে তুলি করি ঘোর রব!

হেগা মহাস্থর রুত্র জয়ন্ত উদ্দেশে ছুটে ঝাটকার গতি হেরি মহারথ কার্ত্তিকেয় আদি স্থর রক্ষিতে কুমারে, চালাইলা দিবা যান বেগে জততর; ছটিলা অনল, দিবাকর, অস্পতি, বায়ুকুলপতি প্রভঙ্গন ভীম দেব, করাল অন্তকমূর্ত্তি যম দণ্ডধর। জালাময় তিন চক্ষু ভীষণ হঙ্কারি, দাড়াইল দৈত্যরাজ, স্থবর্থিগণে ट्ति मृत्त । ट्ति तेम्टा, यम म्ख्यूर, কালিম জলদবর্ণ, ঘোর স্বরে ভাষি, কহিলা অমরবুন্দে —"হে দেব-দেনানি, শ্রান্ত দবে বছ রণে যুঝিলা তোমরা, ক্ষণকাল লভ হে বিশ্ৰাম—আমি যুঝি দৈতারাজে ক্ষণকাস আজি।" চাহি তবে সম্বোধিলা বুত্রাস্থবে—"হে দানবপতি পরেত-পতিরে আজি ভেট রণভূমে।" প্রেতপতি বাক্যে বুত্র ছর্জ্য হঙ্কারি কহিলা "হে ধর্মারাজ, এত যদি সাধ যুঝিতে বুত্তের সহ--ধর দণ্ড তবে; হের দেগ রাগিত্ব ত্রিশূল, আজি ইহা না ধরিব অন্ত দেব রণে, ইন্দ্রস্থতে কিবা ইক্সে না আঘাতি আগে।" পার্শ্বদেশে বিদ্ধিলা ভৈরব শূল মনঃশিলভেলে দৈতাপতি; ভীম গদা ধরিলা সাপটে, पुताहेला घन अदन ; पुताहेला यम প্রস্তু করাল দণ্ড। ছই করী যেন বনুমাঝে রণমদে করে করাঘাত. তেমতি আঘাতে দোহে দোহা! দণ্ড, গদা

প্রহারে বিদীর্ণ নভঃস্থল; ঘোর বব ষ্টিঠিল গগনে, ঘূর্ণ পাকে ডাকে বায়, চর্ণ মনঃশিলা চারি চরণ ঘর্ষণে। দওযুদ্ধে বিশারণ দোহে, কেই নারে ্রনিবারিতে কারে : ভ্রমে নিবস্তব ঘরি ত্তিই ঘন মেন যেন শুন্তে ভয়পর। :**প্রে**তরাজ কালদও ঘর্ষরে ঘরায়ে, ভোঘাতিলা ভীমাঘাত বৃত্ত-মুষ্ট তলে। বৈ আগতে ফিবে দণ্ড—ফিবে ব্রুগদা গজনন্ত বিনির্দ্মিত। তথন অস্থর বিশ্বস্থক্তে শ্বনের ভীষণ বেগেতে ্করিলা প্রচণ্ডাঘাত গদা গুরাইয়া। গ্ৰমবাজ বদিলা আঘাতে ভগ্নকট, নৈজ্য যথা ছিল্লমূল পড়ে মড় মড়ি। তুলিলা তথন দৈত্য ভয়ন্ধর শূল ।লক্ষ্য করি জয়ত্তের বিচিত্র পতাকা। **1দিলা রড দেবর্থিগণ ঝডবে**গে হৈবে দে ভীষণ অন্ত্র। দূর হ'তে হেরি ্চালাইলা পুষ্পক বিমান ইক্রাদেশে রমাতলি,—ছুটিল রথ ঘনদলে দলি থ্যব্য নিনাদে ঘোর তিদিব চমকি: জিয়**েন্ত**র রথমুগে পথ আছে দিয়। গদাডাইল ক্ষণকালে। বিভাতের গতি বাদৰ অম্বনাথ ছাড়ি দে জন্দন. আবোহিলা উচ্চৈ:শ্রবা অধকুলেশ্র। লোভিগ স্থনীগ তমু তমুচ্ছদ ভেদি; ্ভত্ৰ অত্ৰ ভেদি যথা শোভে নীলাম্বর! a ক্ষাটক জিনিয়া স্বচ্ছ স্থাদিব্য কৰচ. - শিবস্তাণ--দুড় জিনি কঠিন অয়দ; ্য অপুর্ব্ধ কিরণছটা কিঙীট আকারে : বেংড়ছে নিধিড় কেশ—আভা ছড়াইয়া র স্বর্ণমেঘমালা যেন ঘেলেছে মন্তক! 🛚 জলিছে সহস্র অক্ষি :—ভীষণ দভোলি শৃত্য তুলি স্থরনাথ অবে আবোহিলা।

উঠিনা নক্ষত্রগতি উঠৈচে:শ্রবা হয়
মহাশৃত্য ভেদ করি; স্থমেক ছাড়িয়া
উচ্চ এবে দৈত্য বপু:—নগেক্স সদৃশ;
বক্ষ: সমহত্তে তাপ পক্ষ প্রসারিয়া
স্থির হৈল অর্থপতি।—ডাকিল দজ্যোদি
শত জীমতের মদ্যে বাসবের করে।

হেরি গোর ঘন স্বরে ভীবণ অস্কুর
কহিলা নিনাদি উজ্লে—"হা, দন্তী বাসব,
ভাবিলে রক্ষিনে স্তুতে রত্ত্রের প্রহারে!
কর তবে এ শূল আঘাত সংবরণ
পিতা পুত্র তুই জনে।"—বেগে দিলা ছাড়ি।
ছুটিল ভৈরব শূল ভীম মূর্ত্তি ধরি
মহাশূল্ল বিদারিয়া, কালাগ্নি জলিল
প্রদীপ্র ত্রিশূল অনে! হেনকালে, (হায়,
বিধির বিধান গতি কে পাবে বুনিতে,)
বাহিরিল ধেতবাছ কৈলাসের পথে
সহসা বিমানমার্গে, শূল মধ্যস্থলে
আকার্য অনুল হৈল নিমের ভিতরে!
অনুশ্র হইল শূল মহাশূল্য কোলে।

হেরিয়া দক্তপতি কাতর ধ্বন্য
কহিলা কৈলাদে চাহি, দীর্ঘধাস ছাড়ি,
"হা শস্তু, ত্মিও বাম !"—দগ্ধ হতাধাসে
ছুটলা উন্মন্তপ্রায় হন্ধ: বি ভীবন,
ছিন্নমন্তা রাহু যেন ! অগ্লি চক্রাকার
ঘুরিল ত্রিনেত্র ঘোর—দত্তে কড় নাদ !
প্রশন্ত ব্রিনেত্র ঘোর—দত্তে কড় নাদ !
প্রশন্ত বিপুল ভুজ ধরিলা সাপটি
ইন্তকরে ভীম বছ—উচ্ছিন্ন করিতে
অন্তবর ৷ বছদেহে জালা ধক্ ধক্
জ্ঞালিতে লাগিল ভয়ন্ধর ! সে দহন
মহান্থর না পারি সহিতে গেলা দূরে
ছাড়ি বক্স; ঘোর নাদে বিকট চীংকারি,
গন্দে লক্ষে মহাশৃত্তে ভীম ভুজ তুলি
ছিঁড়িতে লাগিলা গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডলী,

ছডিতে লাগিলা ক্রোধে—বাসবে আঘাতি, আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রবা হয়। বদ্ধাও উচ্ছিন্ন প্রায়-কাঁপিল জগং উজাড স্বর্গের বন—উড়িন শুগুতে স্থ্যক্তিত ভক্ষণাও ! গ্রহ, ভারাদল, গসিতে লাগিল ধেন প্রালয়ের ঝড়ে। উছলিল কত দিন্ধু, কত ভূমগুল য় ও থও হৈন বেগে-চূর্ণ বেণুপ্রায়। त्म हीरकारत, तम कम्मान विश्वतानी आगी हता, व्या, गुज, श्रु, नक्ष इ हाड़ियां, ্ছাটতে লাগিল ভয়ে, বোধিয়া প্রবণ, देकलोग, देवकुर्थ, उक्तरनारक !--- रम व्यनस्य স্থির মাত্র এ তিন ভুবন !—মহাকাল শিবদূত কৈলাস ছ্য়াবে নন্দী দানী কাঁপিতে লাগিল ভয়ে! কাঁপিতে লাগিল ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার তোরণ ঘন বেগে ! কাঁপিল বৈকুণ্ঠবার ! ঘোর কোলাইল দে তিন ভূপন মুখে, ঘন উচ্চৈ:স্ব-*হে ইন্দ্র. ২ে স্থরপতি, দস্তোলি নিক্ষেপি বধ বত্তে— া নীঘ—বিশ্ব লোপ হয়!"

এতক্ষণ স্থলপতি ইন্দ্র দে গুণোগে ছিলা হতচেত-প্রায়—বিশ্বকোলাহলে স্বপনে জাগ্রত যেন বজ দিলা ছাড়ি;
না ভাবিলা, না জানিলা ছড়েলা কথন!
ছুটল গজ্জিয়া বজ ঘোর শৃত্ত পথে,
উনপঞ্চাশং বায়ু সঙ্গে দিলা যোগ,
ঘোর শব্দে ইরমান মাগ্রি অন্দে মাগ্রি,
আবর্ত্ত পুরুর গোর ডাকিতে ডাকিতে
ছুটতে লাগিল দকে; স্বমেক উজলি
ক্ষণপ্রভা দেখাইল; নিয় ওল যেন
ঘোর রঙ্গে সঙ্গে দকে ঘুরিয়া চলিল!
ঘুরিতে ঘুরিতে বজ চলিল অম্বরে
যেপানে অস্করপতি বিশাল শরীর,
বিশাল নগেক জুলা, ভীষণ আঘাতে
পড়িল রুত্রের বক্ষে,—পড়িল অম্বর,
বিদ্যাধরাধর যেন পড়িল ভূতলে!

বহিল নিক্ষল খাস ফিছুবন যুড়ি।
বহিল বৃত্তের খাদে প্রলবের ঝড়
"হা বংস, হা কল্লীড়" বলিতে বলিতে।
মুদিল নয়নত্রর হুর্জন্ধ দানব।
দহিল ঐলিলাচিত্ত প্রচণ্ড হুতাশে,
চিঃনীপ্ত চিতা যথা! রক্ষাও যুড়িয়া
ভ্রমিতে লাগিল বামা—উন্মাদিনী এবে!



কবিতাবলী।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত।

সংশোধিত সংস্করণ।

কলিকাতা,

নং কল্টোলা ষ্ট্রাট, হিতবাদীর কার্য্যালয় হইতে
 শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার দ্বারা

মুদ্রিত।



কবিতাবলা।

গঙ্গার উৎপত্তি।

-3.6-

(5) () হরিনামামত পানে বিমোহিত खनि-विभातन. भूनि त्म नांत्रन, সদা আনন্দিত নাবদ ঋষি. লশিত পঞ্চমে মিলায়ে তান, গামিতে গামিতে অমরাবতীতে আনন্দে ডুবিয়া নম্মন মুদিয়া আইলা একনা উন্ধলি দিশি। তম্ব বাজাইয়া ধরিলা গান। (२) (5) गङ्ग मग्राम्दत হর্ষ অস্তরে হিমাদ্রি ৯চল দেবলীলাস্থল স্বগণ সংহতি অমরপতি। যোগীজবাঞ্ছিত পৰিত্ৰ স্থান: করিয়া সম্বান করি গাতোখান অমর কিরুর যাহার উপর সাদরসম্ভাবে তোষে অতিথি। নিসর্গ নির্থি জ্ডায় প্রাণ। (0) (9) মুনিরে পুজিয়া যাহার শিগরে সদা শোভা **করে** পাত অর্ঘা দিয়া চক্রাণি প্রভৃতি অমরগণ; অদীম অনন্ত তুষার্বাণি ; করিয়া মিনতি কছে, "ঝাদ-পতি যুভার কটিতে ত্যযীৰু ত্যযীৰু কহ রূপা করি করি শ্রবণ, জনদ-কদম্ব জুড়ায় আসি। (8) (b) কি রূপে উৎপত্তি হলো ভণ্টিরখী যেখানে উন্নত महौक्र गण গাও তপোধন প্রাচীন কথা. প্রণত উন্নত শিগর-কায় : বেদের উক্তি, তোমার ভারতী, সহস্র বংসর অজর অমর অমূত-লহরী-সদৃশ গাপা।" তনাদি ঈশ্বর মহিমা গায়।

(8) (50) শিগর উপরি কিবা সে কৈলাস বৈকুণ্ঠ নিবাস, **শে**ই হিমগিরি অলকা অমরা নাহিক চাই: অঙ্গিরাদি যত মহর্ষিগণ আসিত প্রত্যহ ভক্তির সহ জয় নারামণ বলিয়া যেমন ভূবনে ভূবনে ভ্ৰমিতে পাই।" ভূজিতে ব্রহ্মাণ্ড-আদিকারণ। (১০) নীৰকান্তি দ'ৱে | নাৰদেৱ বাণী ভনি অভিমানী (50) **হে**রিতে উপরে অমর-মণ্ডলীবিমর্য হয়; শৃত্য পূ ধূ করে ছড়ায়ে কায়; আবার হাহলাদে গভীর নিনাদে হেরিত অযুত অনৃত অনৃত সঙ্গীত-তরঙ্গ বেগেতে বয়। নক্ষত্র ফুটিয়া ছুটিছে তায়। (১৮) *ঋষি কয়জন সন্ধ্যা সমাপন (১১) মণ্ডলে মণ্ডলে শুক্তি চলে করি এক দিন বসিলা গানে; ঘুরিয়া ঘেরিয়া আকাশসয়; (मर्यौ-वस्रुक्षता মলিনা কাত্রা হেরিত চন্দ্রমা অতুল উপমা, কহিতে লাগিলা আসি সেখাঁনে ;— অতুল উপমা ভার-উদয়। (১২) (১৯) 'রাথ ঋবিগণ, মানব-দংসার হলো এবার; হেরিত উল্লাসে তুষার রাশি ; হলো ছারকার ভূবন আমার বিশ্বয়ে প্লাবিত বিশ্বয়ে ভাবিত অনাবৃষ্টি তাপ সহে না আর।'' অনাদি পুরুষে আনন্দে ভাসি।" (₹ •) (50) বলিতে ধনিতে আনন্দ-বারিতে যোগে দিল মন একাস্ত চিতে; [!] দেবৰ্ষি হইলা বোমাঞ্চিত-কায়; কঠোর সাণনা ব্রহ্ম-আরাধনা ঘন ঘন স্থর গভীর প্রথর ক্রিতে লাগিলা মান্ব-হিতে। তান্পূরা-ধ্বনি বাজিল তায়। (<>) (28) ঋষিরা সকলে মান্ব-মঞ্চল ভাবে গ্ৰগদ ৷ : গায়িল নারদ কাতরে ডাকিছে কর্মণাময়; "এমন ভজন নাহি রে আর, মানবে রাখিতে নারায়ণ-চিতে ডাকিয়া **ঈশ্ব**রে : ভধর-শিগরে ^{৬।।} গায়িতে অনুস্থ মহিমা তাঁর । হইল অসীম করুণোদয়। (১৫) (২২) *ইহার সমান ভজনের স্থান দেখিতে দেখিতে হলো আচন্ধিতে (२२) কি আছে মন্দির জগত মাঝে ? গগন মঙল তিমিরময়; জলদ-গর্জন তরঙ্গ পতন মিহির নক্ষত্র তিমিরে একতা ব্ৰিলোক চমকি যেগানে বাজে। অনল বিহাৎ অদৃশ্য ইয়!

(२७)		(৩০)	
		ভীম কোলাহলে	নগেল অচৰে
অবনী অম্বর স্ত	ন্তত-প্ৰায় ;	সেই বারির	াশি পড়িল আসি,
	জলধি-ছন্ধার		শাজিয়া স্থন্দ র
	হি শুনায়।	মুকুটে ধরিব	ল সলিল রা শি ।
(2	o \		
নাহি করে গতি	°) গ্রহদল-পতি	1	
অবনী মণ্ডল না		অনন্ত গগন পরেছে শিরে,	
नंत नती अल			হিমাজি প র্বা ত
निसर्व नां करत्र ज्धद एटि ।		চরণে পড়িয়া রয়েছে খীরে।	
• (২০ দেখিতে দেখিতে	ে) পুনঃ আচম্বিতে	চারি দিকে ভার	(৩২) রাশি স্তৃপাকার
গোনতে গোনতে গুগনে হইল কি		স্থাত পথ্য সাম স্থান ম্বাটিল	ছ ধ্বল ফেণা,
		हाकि शिवाहर विकास	र २२५ ८५५॥, हिमानीत थं ड्रा
পূরিল চকিতে ভু			্বিনানার ওড়া ই স্থানিল কণা।
(२७)		12 ((1)6.	(99)
শৃত্যে দিল দেখা		ভীষণ আকার	(৩৩) ধরিয়া আবার
তাহাতে আকাশে প্রকাশ পায়—		তর্প বাহছে অচলকায়,	
ব্ৰহ্ম স্নাত্ন	অতুল চরণ	নীলিম গিরিতে	হিমানী রাশিতে
স্লিল্-নিকরি বহিছে ভায় ৷;		খুরিয়া ফিরিয়া মিশাছে ধায়।	
		1	(08)
	৭) পড়ে সারি সারি		হিমাদ্রি অচল
ধরিয়া সহস্র সহস্র বেণী ;		বেগেতে বহিল সহস্র ধারা,	
			ভবন্ধ আছাড়ে
অ।নদ্দে ধ রিছে কম্ল্যোনি :		ত্রিবোক কাপিল আ তক্ষে দা রা !	
े । इसकार कर्ना स्थान	৮) মনিদ আমার,		(20)
श्वास अगात	ગામ™ ગામાત્ર,		ে:মুখী প র্বতে
রক্ষ সনাতন-চরণ হ'তে বক্ষা-ক্ম ওলে জাহ্নবী উথলে		ত্রপ সহস্র একত্র হয়ে,	
	·		অকেশে ভাঙ্গিয়া
পড়িছে দেখির বিমানপথে।		পড়িতে শাসিল পাষাণ নয়ে।	
(?:		পালকের মৃত	(09)
গভীর গর্জনে	দেশিকু গগনে		
ব্ৰশা-কমণ্ডলু হ			্ভাঙ্গিয়া বাব ;
	· ·		তরঙ্গ ছুটিল
মহাবেগে বায়ু করি বিদার।		ড়াকিয়া অসংখ্য কেশরি-নাদ্ ।	

(PC) বেগে বক্তকায় স্রোতোত্তম ধায় যোজন অন্তরে পড়িছে নীচে; নক্ষত্রের প্রায় ঘেরিয়া তাহায় শ্বেত ফেনরাশি পড়িছে পিছে। (94) তরঙ্গ নির্গত বারি কণা যত হিমানী চূর্ণিত আকার ধরে; ধুমরাশি প্রায় ঢাকিয়া তাহায় জলধন্ব-শোভা চিত্রিত করে। (5c) শত শত ক্ৰোশ জলের নির্বোষ नियम तक्षनी कतिएक ध्वनि. প্রতিধ্বনি দিয়া অধীর হইয়া পাষাণ থসিয়া পড়ে অমনি। (80) ছাড়ি হরিদার শেষেতে আবার ছড়ায়ে পড়িল বিমল ধারা, শেত স্থূলীতল শ্ৰেভিস্বতী জল বহিল তর্জ পারার পারা। (85) সে পণিত্র জলে অবনী মণ্ডলে হইল স্কলে আনন্দে ভোর, প্তিত-পাৰ্নী" "জয় সনাতনী ঘন ঘন ধ্বনি উঠিল ঘোর।" অনদার শিবপূজা। গীত (কারস্ত্র) (>) "জয় জয়" বলি দাও করতালি

পুরিয়া অঞ্জলি কুস্থম লহ;

উদয় সক্ষণ উষার সহ

হাদিতে হাদিতে

অই যে প্ৰাচীতে

বলে সবে "জয়" ত্রিভবন্ময়. অন্ধলা আসিছে প্রস্তিতে হরে: যোকতীৰ্থ, নাম মৰ্ক্তো শিবধাম কাশী বারাণসী অবনী' পরে। (MINI) (?) নামে স্থী জয়া আকাশ হইতে হাতে হেমথালা, ভূঙ্গার জল: মকরন্দ মাথা কুস্কুমের থর, আনন্দে পরিষে দেবের দল। প্রস্থন নিখাসে পুরিল আকাশ, . স্থবাল নিঞ্চণ বিমান পথে; তাজিয়া কৈলাস কৈলাস-কামিনী উবিলা জন্দর পুষ্পক রথে। (0) (পূর্ণ কোরদ) "জয় জয়" বলি, দাও করতালি পৃথিয়া অঞ্জলি কুন্ত্ম লহ; হাদিতে হাদিতে অই যে প্রাচীতে উদিল অরুণ, উষার সহ। (আরম্ভ) (5) मृङ्∾ः श्रीदव অই যে মনিত্র ग'नत्म প্রবেশে আনন্দমই. কোথা কাশীবাসী मक्ष घका कामी यक्षनी वामही वामही कहें ? বাজারে উদ্লাদে নিক্কণ উচ্ছাদে ত্রৈলোকা ভুবন মোহিত কর, "হরঃ হরঃ হরঃ" বল নিরম্ভর 'वम् वम् वम्' मध्व अवः। বাজারে উন্নাদে ভক্তি উচ্ছাদে यिनादा প্রবেশে আনন্দমই; শঙ্ম টো কামী কোথা কাশীবাসী গল্পনী কাৰ্মনী বাশ্বী কই গ

(শাখা)

(2)

প্রবেশে মন্দিরে জগতজননী গললগ্নবাস জুড়িয়া কর; প্রণত হইয়া মুদ্রিত নয়নে চরণে অর্পিলা প্রস্থন থব ; অনেন-শ্বীরে "শ্বয়স্থু" বলিয়া ডাকিলা আনন্দে জগত্যাতা, **ণেব সিদ্ধ নব ত্রিলোক পূর্রিতে छे** किल छे अक्राटम आनन्त-शाथा।

> (পূর্ণ কোরস্) (9)

জয় জয় জয় অনাদি দিশব क्य रिश्वनाथ तक भवारभव, জয় মৃত্যুজ্ব রক্ষা ও-পারী; जय मर्जन भ जय अगमय, क्य मीननाथ जय नयाग्य. জয় জয় দেব পাতকহারী। শঙ্কর হরঃ জয় ব্যোমকেশ, পিনাক-নিনাদি খনাদি মহেশ, ষোগীল চিনায় িতাবকারী

(আবস্তু)

नाष्टिया नाडिया "স্বয়ন্তু" বলিয়া দেবদল দলে গগনতল: করে সিন্ধুমণি 'জয় শস্তু' ধ্বনি উথলে গভীর মতল জল: স্বয়স্থ-সঙ্গীতে আনন্দ-ধ্বনিতে জীমৃত মক্রয়ে গগন' পরে, উচ্ছাসে প্ৰন পৰ্বত কাৰ্যন স্বয়স্থ-কীন্তন আনন্দ স্ববে। "জ্বয় জব্ম জব্

खग्र विश्वनाथ उच्चा ७४।ती,

শঙ্কর হর জয় ব্যোমকেশ যোগীক্র চিন্ময় নিস্তারকারী।" স্বয়স্থ ডাকিয়া. বলিয়া নাচিয়া দেবদল দলে গগন তল;

'জয় শস্ত' ধ্বনি উথলে গভীর অতল জল। (milali)

(२)

"অহে বিশ্বনাথ(পূরাও বাসনা" বলিলা অলা অঞ্জলিকরে: "হ জ্বলা যে দিন জগত ব্ৰহ্মাণ্ড দেখিতে সে দিন বাসনা করে; निश्चि उन्नां छ मक्ति स्नन्त्र, দেব যক্ষ নর আনন্দে ভরা: शीड़ां राहि रशक याउना दक पन, জানিত না কেহ মরণ জরা: অপূর্ব্ব মাধুরী জীবনে প্রকাশ জীবের বদনে অপার স্থা; নৰ চাক মূহ লাবণ্য-লেপিত মধুর স্থলর প্রাকৃতি-মুখ। (পূর্ণ কোরস্)

"দেখাও আবার বাসনা আমার েমতি তরণ অরুণ-কায়, 5ারু স্থানাকর সেই মনোহর ফুটিছে নগীন গগন-গায়: ফুটিছে কানন

তেমতি নবীন হিলোলবাদে, তেমতি করিয়া উল্লাসে ভরিয়া

প্রাণিবৃক্ত সহ জগত হাসে; তেমতি করিয় ব্ৰহাও জুড়িয়া পশু পক্ষী স্কুথে ছুটিয়া ধায়,

তেমতি ক্রিয়া প্রমোদে মাতিয়া সকলে ভোষার মহিমা গায়।"

(আরম্ভ)

(>)

জয় জয় জয় অনাদি ব্রহ্মন্, জয় বিশ্বনাথ সত্য সনাতন, জয় বিশ্বরূপ ব্রহ্মাগুধারী; শঙ্কর হর জয় ব্যোমকেশ, পিনাকনিনাদী অনাদি মহেশ, ধোগীক্র চিন্ময় নিস্তারকারী।

(শাখা)

(?)

"অহে বিশ্বনাথ তব বিশ্বধামে
কত দিন আর শমনের নামে
শমনের দৃত দেখাবে ভয়;
কত দিন ভবে হবে হাহা বব
নরকুল আদি পঞ্জ পক্ষী সব
কাঁদিয়ে জীবন করিবে ক্ষয়;
অন্ধ্র গুপ্ত প্রান্ত কত দিন
জ্বনতের শোভা করিবে মালন—
জীবন থাকিতে জীবিত নয়;
দরিদ্রকাঙ্গাল কত দিন আর
জঠর-অনলে ক'বে হাহাকার
করিবে জগত কলস্কময়।
কবে বিশ্বনাথ ভবে সর্ম্বজন
আবার তোমার মহিমা কীর্তন
করিবে আনন্দে, বলিবে জ্য় ?"

(পূর্ণ কোরস্) (৩)

জয় জয় জয় ত্রিপ্র-ঈশর'
জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্মপরাংপর,
জয় বিশ্বরপ ব্রহ্মাগুধারী;
জয় মৃত্যুজয় জয় গুণময়,
জয় দীননাথ জয় দয়াময়,
জয় জয় জয় জয় পাতকহারী।

(আরম্ভ)

()

বিমল তরঙ্গে

আয় মা গঙ্গে

কাশীধামে আসি উদয় হও;

কল কল নাদে

এ শুভ সংবাদে

জগত সংসাবে আনন্দে কণ্ড—

'জগত জননী

আজিগো আপনি

জগতের হংথ বলিছে শিবে,

পূরিবে বাসনা

আর কি ভাবনা

রোগ শোক তাপ ঘুড়িবে জীবে,

গিয়া ঘাটে ঘাটে

বল নাটে নাটে

কাশীমাঝে আজি এ গুড বাণী;

আবার শুন না

"পূরাও বাসনা"

গাইছে অই যে ভবের রাণী।

(শাখা)

(?)

পুরাও বাসনা অহে বিশ্বনাথ জীবের যাতনা গুড়াও দুরে, তেমতি করিলা, স্থাজিলা যে দিন, দেখাও আবার জগৎ পুরে। তেমতি প্রনে কুটিছে কানন, তেমতি নবীন হিল্লোল বাসে, তেমতি করিলা উল্লাসে ভণিতা প্রাণির্ক্ল সহ জগত হাসে।"

(0)

আনন্দ প্ৰনিত্তে

অন্নৰ্গ-বাণীতে

গায়িতে গায়িতে জাহ্নবী দায়,

আর কি ভাবনা পুরিবে বাসন

জগত জননী আপনি গায় ।

"জয় শন্তু" বলি

দাও করতাবি,

লও রে অঞ্জলি পুরিয়া পাণি,

ত্রিভূবনময়

সবে বল 'ক্ষ্ম

শঙ্কর হর" মধুর বাণী

লঙ্জাবতী লতা।

(5)

য়োনা ছু যোনা, উটি কজ্জাবতী লতা।
হান্ত সন্ধোচ ক'বে এক ধাবে আছে স'বে,
হুলোনা উহার দেহ, রাগ মোর কথা।
হলতা যত আর চেমে দেগ চারি ধার
বে আছে অহলাবে —উটি আছে কোথা!
আহা, ওইগানে থাক, দিওনা'ক বাথা।
ইলে নথেব কোলে বিষম বাজিবে প্রাণে
বেও না উহার কাছে, গাও মোর মাথা।
হুলোনা হু যোনা, উটি ক্ষাবতী লতা!

লজাবতী লভা উটি অতি মনোহর।
ক্ষেত্র ক্ষার শোডা নহে তত মনোলোভা,
তত্ত্ব মলিন বেশ মরি কি স্কলর!
ক্ষান কাহারো পালে, মান মর্যাদার আলে,
ক্ষানতী লভা উটি মরি কি স্কলর!
ক্ষানতী লভা উটি মরি কি স্কলর!
ক্ষান জানিলে গায় আমনি শুকায়ে যায়,
না জানি কতই ওব কোমল অন্তর!—
এহেন লভাব হায়, কে জানে আদর ?

(৩)

হায় এই ভূমগুলে, কত শত জন,
নতে দতে কুটে উঠে অননীমগুল লুটে,
তনায় কতই কলে যদেব কীৰ্ত্তন ;
ক্তি হেন শ্রিষমাণ, সদা সন্থাচিত প্রাণ,
সমণী, পুরুষগণে কে করে ফতন
ইতাব মুছল ধীর, প্রকৃতিটি স্পুগন্তীর
বিবলে মধুবভাষী মানস-বল্পন ;
কে জিক্সানি তাহাদের করে সন্তায়ণ
শ্যাদের প্রান্তভাগে, তালিত অন্তবে জাগো
মেঘে ঢাকা আভাহীন নক্ত্র যেয়ন !
ই্রোনা উহার দেহ কবি নিবাবণ,

জ্জাবতী লতা উটি মানস-রঞ্জন।

জীবন সঙ্গীত। *

ব'লো না কাতর স্বরে, "বুথা জন্ম এ সংসারে, এ জীবন নিশার স্থপন : দারাপুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার," व'तन कीव करता ना कन्मन। মানব জন্ম সারু এমন পাবে না আর. বাহদভে ভলোনা রে মন। কর যত্র হবে জয়, জীবাঝা অনিতা নয়, অহে জীব কর আকিঞ্চন। ক'রো না স্থপের আশ. প'রো না চথের ফাঁস. कीवरनत खेल्ला ज नग्र॥ সংসাবে সংসারী সাজ, করো নিতা নিজ কাজ, ভবের উন্নতি যাতে হয়। निन यांग्र कन यात्र, সময় কাহারো নয়. বেগে ধার নাহি রহে স্থির: সহয়ে সম্পদ বল সকলি ঘুচায় কাল, আয়ঃ যেন শৈবালের নীর। সংসার সমবাঞ্চলে যক কর দত পণে. ভয়ে ভীত হইও না মানব : কর যভ বীর্যাবান. यांच यांदर यांक आंग. মহিমাই জগতে চৰ্ল্নত। মনোহর মর্ভি হেরে ওহে জীব অন্ধকারে ভবিষাতে ক'রো না নির্ভর: অতীত স্বথের দিনে পুন: আর ডেকে এনে চিন্তা ক'বে হইও না কাতর। মাধিতে আপন ব্ৰত স্বীয় কার্যো হও রত. এক মনে ডাক ভগবান: সম্বল্প সাধন হবে. ধরাতলে কীর্ত্তি রবে. সময়ের সার বর্ত্তমান। মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক'রে গমন. হয়েছেন প্রাতঃশ্বরণীয়,

^{*} লংফেলো রচিত "সাম্ অফ লাইফ (Psalmof life) '•এর অমুক্রণ।

সেই পথ লক্ষ্য ক'বে, স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধ'বে
আমরাও হবো বরণীয়।

সম্ম-দাগর-ভীবে পদাপ্ত অন্ধিত ক'বে
আমরাও হব হে অমর;

সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'বে অন্ত কোন জন' পরে
যশোদাবে আদিবে সম্বর।
ক'বো না মানবগণ বুথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার-সম্বাঙ্গণ মাঝে;
সক্ষম করেছ যাহা সাধন করহ তাহা.

পদ্মের মূণাল।

রত হয়ে নিজ নিজ কাছে।

প্রের মূণাল এক, স্থনীল হিস্লোলে,
দেখিলাম সবোববে ঘন ঘন, দোলে—
কথন ডুবায় কায়, ক্তৃ ভাসে প্নরায়,
হেলেছলে আংশপাশে তরঙ্গের কোলে—
প্রের মূণাল এক স্থনীল হিস্লোলে।
এক দুষ্টে কভক্ষণ, কৌতুকে অবশ মন,
দেখিতে শোকের বেগ ছুটিল ক্লোলে।
প্রের মূণাল এক তরপ্রের কোলে।
প্রের মূণাল এক তরপ্রের কোলে।
প্রের মূণাল এক তরপ্রের কোলে।
(২)
সহসা চিন্তার বেগ উপ্লি উথলি।

সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উপলি;
পর, জল, জলাশয় ভ্লিয়া সকলি,
অনুষ্টের নিবন্ধন, ভালিয়া ব্যাকুল মন—
অই মূণালের মত হায় কি সকলি ?
বাজা রাজমঞ্জিলীলা, বলবীর্ণ্য স্প্রোত্দীলা,
সকলি কি ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি ?—
অই মূণালের মত নিস্তেজ সকলি ?
অনুষ্ট বিরোধী যার, নাহিক নিস্তার তার,
কিবা পশুপক্ষী আর মানব্যগুলী ?—

লতা পশু, পক্ষী সম, মানবেয়ো প্রাক্রম জ্ঞান, বুলি, যত্ত্ব বলে বাঁধা কি শিক্লি १— এই মুণালের মত হায় কি সক্লি !

(0)

কোথা দে প্রাচীন জাতি মানবের দল
শাসন করিত যারা অবনীমগুল
বলবীর্য্য পরাক্রমে তবে অবলীলাক্রমে
ছড়াইত মহিমার কিরণ উজ্জ্ল—
কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল
বাবিয়ে পারাণস্ত্রপ অবনীতে অপরূপ,
দেবাইলা মানবের কি কৌশল বল—
প্রাচীন মিসববাসী—কোপা সে দকল
প্রাড়ীর মিমববাসী—কোপা সে দকল
প্রাড়ীর মিমববাসী—কোপা সে দকল
প্রাড়ীর মেরছে ত্রপ, অবনীতে অপরূপ,
কোথা তারা, এবে কারা হয়েছে প্রবল
শাসন করিতে এই অবনীমগুল !

(8)

জগতের অলম্বার আজিল যে জাতি,
জালিল উন্নতিদীপ অরুণের ভাতি;
অতুল্য অবনীতলে, এগনো মহিমা জলে
কে আছে সে নর্বস্থা কুলে দিতে বাতি ?—
এই কি কাল্যের গতি, এই কি নিম্নতি ?
ম্যারাগন, থামপিলি হমেনে মুশানস্থলী,
গিনীস আঁধারে আজ পোহাইত বাতি;—
এই কি কাল্যের গতি এই কি নিম্নতি ?
যার প্রদৃষ্টি হাতি দুড়াইত ভাতি—
জগতের অল্যার কোগ্য জাতি হ

(0)

লোগ্ধণ্ড-প্রতাপ বার কোথায় সে রোম পূ কাঁপিত যাতার তেজে মহী, সিন্ধু, ব্যোম পূ প্রণীর সীমা যার, ছিল রাজ্য অধিকার, সহস্র বৎসরাবধি একাদি নিয়ম— দেগ্ধিণ্ড-প্রতাপ আজি কোথায় সে রোম ! দ ঐশ্বর্য্যে যার জিভুবন চমৎকার—
জাতি কোপায় আজি, কোপা সে বিজ্ঞন হ গ্রানি অবার্থ কি বে কালের নিয়ম হ ১৯ আছে বে তার হ রাজপুর তুর্গে যার, ব্রুরী বন্ধনা তিল কোপায় সে বোম হ—
ত্তির কাড়ে নর এত কি অক্ষম হ

()

লবেব পারভের কি দশা এখন ?
:তেজ নাহিক আর, নাহি সে তর্জন !
লগা-কিরণজালে, উহারাই কোন কালে
কেছিল মহাতেজে পৃথিনী শাসন !
লবেব পারভেব কি দশা এখন !
চমে হিম্পানীশেষ, পূর্কে সিকু হিম্পেশ,
ছের য্বনর্দে ক্রিয়া দমন,
ছা সম অকল্পাং হইল পতন !
ন' ব'লে মহীতলে, যে কান্ত ক্রিলা বলে,
দিনের ক্পা এবে হ্যেছে স্থ্ন—
াববের উপ্রাস অহত ব্যন্ন !

(9)

রি এ ভারতে, হায়, কেন হাহান্ধরনি ?
বং লিখিতে যার, কাদিছে লেখনী ?
ক্ষে ভরপে নত পদ্মণালের মত
জিয়া পরের পায় লুটার ধরণী ।
বাজি এ ভারতে কেন হাহাকার ধরনি !
বতের চক্ষ্ ছিল, কত রশ্বি ছড়াইল,
ব দেশে নিবিড় আছ মাধার রজনী—
প্রতাধে প্রভাকর নিস্তেজ যেমনি !
ক্ষাীৰ্যা বাত্তকে, স্থধন্ত জগতী-তলে,
ছল যারা আছি ভারা অসাব তেমনি ।
মাজি এ ভারতে কেন হাহাকার ধ্বনি !

()

কোথা বা সে ইন্দ্রালয়, কোথা সে কৈলাস ? কোথা সে উন্নতি-আশা, কোথা সে উল্লাস ?

পত্তে বস্থপার পরে, বেড়াইত তেজোভরে,
মাজি তারা ভরে ভীত হয়েছে হতাশ—
কোপা বা সে ইন্দ্রালয়, কোপা সে কৈলাস !
কত বত্তে কত বুলে, বনবাসে কই ভূগে,
কাল ন্দরী হলো ব'লে করিত বিখাস—
হার রে সে ঋষিদের কোপা অভিলায !
সে শার, সে দরশন, সে বেদ কোপা এখন ?
পড়ে আছে ইন্দ্রালয়, ভারিয়া হতাশ;—
কোপা বা সে হিমালয়, কোপা সে কৈলাস!

(5)

নিমতির গতিরোধ হবে না কি আর ?
উঠিবে না কেহ কিরে উজলি আবার ?
নিমব পারত ভাতি, গিরীক রোমীয় জাতি,
ভারত থাকিবে কি রে চির-অর্ফকার ?
জাপান জিলতে নিশি পোহাবে এবার ?
যত্ন, আশা, পরিশ্রমে, প্রতিয়া নিমতি ক্রমে
উঠিল প্রবল হতে পাবে না কি আর;—
অই ন্গালের মত সহিবে প্রহার ?
না জানি কি আছে ভালে, তাই গো মা এ
কাসালে

মিশাইছে অঞ্চাতা ভক্ষেতে তোমার ; ভারত কিরণময় হবে কি আবার ? (১০)

তোরো তরে কাঁদি আয় ফরাসী-জননী,
কোমলকুজন-মাভা প্রকুলবদনী।
এত দিনে বৃদ্ধি সতি, ফিরিল কালের গতি,
হলে বৃদ্ধি দশাহীন ভারত ধেমনি!
সভাজাতি-মান্দে ভূমি সভাতার থনি।
হলো ধবে মহীতলে বোম দগ্ধ কালানলে,
ভূমিই উজ্জ্বল করে আছিলে ধরণী,
বীর্মাতা প্রভামথী প্রচিরবোবনী।
ক্রম্ব্যভাগুর ছিলে, কতই যে প্রস্ববিদে,
শিল্প, নীতি, নৃত্যগীত, চক্তিত অবনী;
তোরো তরে কাঁদি আয় ফ্রাসীজননী।

বুঝি বা পড়িলে এবে কালের হিস্লোলে, পদ্মের মুণাল যথা তরঙ্গের কোলে।

> ভারত ভিক্ষা। * (আরম্ভ)

কি শুনি রে আজ—পূরি আর্য্যদেশ এ আনন্দ-ধ্বনি কেন রে হায় ? বুটিশ-শাসিত ভারত ভিতরে কেন সবে আজি বলিছে 'জয়' ৪ গভীর গরজে ছটিছে কামান জিনি বজনাদ, গিরি কম্পমান-বিশ্ব্য হিমালয় চূড়াতে নিশান "রূল বট্যানিয়া" বলি উভায়। শত শত শত উড়িছে পাতাকা. ভূবন-বিখ্যাত চিহ্ন অঙ্গে আঁকো. নগরে নগরে কোটি অটালিকা শোভিয়া, স্কুচারু অনস্ত কায়। ভাসিছে আনন্দে ভারত বেডিয়া. অর্থ-তর্ণী কেতনে সাজিয়া. ক্লম্বা, গোদাবরী, গঙ্গার গায়। नतीतनकून क्लान मञ्जिल, কোট কোট প্রাণী পুলকে পুরিত. বিবিধ বসন ভ্ৰমণে ভূষিত, চাতকের স্থায় তীরে দাঁডায়।--কন্তা- অন্তরীপ হ'তে হিমালয় কেন রে আজি এ আনন্দময় १ (MISH) াসিছে ভারতে বুটন-কুমার, শুন হে উঠিছে গভীর বাণী গগন ভেদিয়া, "জয় ভিকটোরিয়া

* ১৮৭৭ সালের ডিসেম্বর মাদের প্রিক অফ ওয়েল্স কলিকাতায় আগমন করেন . তদ্রপলক্ষে এই কবিতা লিখিত হয়!

রাজরাজেশ্রী, ভারতরাণী।"

যেই বট্যানিয়া কটাকে শাসিয়া অবাধে মথিছে জলদি-জল. অস্ত্রর জিনিয়া পৃথিবী ব্যাপিয়া ভ্রমিছে ধাহার সেনানীদল: যে বুটনবাসী আসি এ ভারতে কামানে জাশিল বজ্লের শিখা. যার দর্পতেজ ভারত-অঙ্গেতে অন্ল-অক্ষরে রয়েছে লিখা, জিনিল সমরে যে ভীম-প্রহারী ক্ষত্রিয়র্কিত ভরত-গড. • মূদ্কি, মূলতান করি থান থান, শিক গলে দিল দুঢ় নিগড়; হেলায়ে তৰ্জনী লইল অযোধ্যা, রাজোয়ারা যার কটাকে কাঁপে. প্র5 ও দিপাহী-বিপ্লবে যে বহি নিবাইল তীর প্রচণ্ড দাপে. যার ভয়ে মাথা না পারি তুলিতে হিমগিরি হেঁট বিদ্যোর প্রায়. প্রভিয়া যাহার চরণ-নগরে ভারত-ভুবন আজি লুটায়,---সেই বুটনের রাজকুলচ্ডা কুমার আসিছে জলধি-পথে, নির্থিরা তায় জুড়াইতে অঁ।থি. ভারতবাসীরা দাড়ায়ে প্রে। (पूर्व (कातम) বাজারে জাননে গভীর মৃদঞ্চ. मूत्रनी मधुत, स्वत्र मात्रम, বীণ পাথোয়াজ, মৃত্ করতাল, মুছল এম্রাজ ললিত রসাল: বাজা সপ্তস্থ্যা যন্ত্ৰী মনোহৱা. ভ্ৰমৰ গঞ্জিয়া বাজা বে সেতারা. বেহাগ, গাম্বাজে পুরিয়া তান। বুটন-কুমার আদিছে হেথায়, দাজ, পেদোয়াজে পরীর শোভায়. ভূতন-বঙ্গিণী মোহিনী ঘতেক, কিন্নর নিন্দিয়া শুনাও বারেক-ভনাও বারেক মধুর দলীত, আজি এ ভারতে ভূপতি অতিৎ, তান লয় বাগে পূরাও গান।

(আরম্ভ)

গারি দিক যুড়ি বাজিল বাদন, বাজিল বৃটিশ দামামা কাড়া, অৰ্দ্ধ ভ্ৰমণ্ডল কবি তোলপাড় ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া---'কোথা নুপকুল, নবাব, আমীর, রাজ-দরবারে হও হে হাজির, গ্রিয়া দেলাম নোয়াইয়া মাথা, হাড়ি দাঁচল, জুতা চুণী পালা গাঁথা, বিলাতী বুটেতে পদ সাজাও।" 'ছার পাতি ভূমে হেলায়ে উঞ্চীষ, ারশি সম্রমে কুমার রাটশ, ারাভয়প্রন চারু করতন চুলিয়া তুণ্ডেতে হইয়া বিহৰণ অধর-অগ্রেতে ধীরে ছোঁয়াও।" 'डरव स्मोक्कन जोक-मज्मन, গ্রতে দেবতা রুটন এখন, সই দেবজাতি মহিষী-নন্দন मद्रभरन शृक्षभाभ युकाछ।" কোথা হে সিন্ধিয়া ? 'কোথা কাশীরাজ. ৰাথা হোলকার, রাণী ভোপালিয়া <u>?</u> ांनी खेमिश्व दशांतमशीलांन ? ইনু ত্রিবাঙ্কর, শিক্ পাতিয়াল ? হমদি রাজা কোথা হে নিজাম্ ? কাথা বিকানির, কোথা বা হে জাম ? 'ধোলপুর-রাণা, জাঠের রাও ?" পর শীয়া পর চারু পরিচ্ছদ. মর্ঘ্যেতে সাজাবে আজি রাজ্পদ:

কর দিব্য বেশ হীরা মুকুতায়. 'ভারত-নক্ষত্র' বাঁধিয়া গলায়, রাজধানী-মূথে ধাবিত হও।" "ঘোটকে চড়িয়া ফের পাছে পাছে. কিরণ ছড়ায়ে থাক কাছে কাছে. ছায়াপথ যথা নিশাপতি কাছে. ঘেরি চারিধার শোভা বাড়াও:" কর রাজভেট নবাব, আমীর. রাজদরবারে হও হে হাজির"---বাজিল বুটিশ দামামা কাড়া. করি তোলপাড় নগর পাহাড় ভারত-ভূবনে পড়িল সাড়া।

(*****1131)

रामिनी खेजाडि ছুটিল উল্লাসে রাজেন্দ্র-কেশরী যত. পারিষদ-বেশে দাডাইতে পাশে শিরঃগ্রীবা করি নত; দেগ রে ইদিতে ছুটিল পাঠান আফগানস্থান ছাডি. ছটিল কাশ্মীরি ক্ষবিয় ভূপতি হিমালয়ে দিয়া পাড়ি; দাবিড়, কম্বণ, ভোট, মালোবার, महाताड्ड, मशैख्द, কলিঞ্চ, উংকল, মিথিলা, মগধ, व्याधा, श्रुनाशूत ; বু দেলা, ভোপাল, পঞ্চনদস্তল. কচ্ছ, কোঠা, সিন্ধুদেশ, চামা, কাতিয়ার, इत्मात, विटिशेव, অরবলি-গিরিশেষ. ছাড়ি রাজগণ ছুটিল উল্লাদে, वाक्सानी मिटक भाग, পালে পালে পালে পতঞ্জের মত নির্থি দীপশোভায়;

ছুটিস অখেতে, নাজপুত্ৰগণ
চল্ৰ-স্থ্য-বংশ-বীৰ;
জলধি—বন্দৰ, হিমাদ্ৰি ভূধৰ
দাপটে হয় অস্থিম।—
কোথা বা পাণ্ডৰ কৈলা ৰাজ্স্ম
হাপৱে হস্তিনা মাঝে!
বাজস্ম যজ্ঞ দেখ এক বার
কলিতে কৰে ইংৱাজে!

(পূর্ণ কোরস্)

অপুর্বা গুলার নোচন সাও সাধে কলিকাতা পরিল আজ: দ্বারে দ্বারে দ্বারে গ্রাফ গায় রঞ্জিত বসন চাক শোভায়: ষারে ঘারে ঘারে গ্রাক্ষ কোলে তকণ পল্লব প্ৰনে দোলে: ধ্বজা উড়ে চড়ে বিচিত্রকায়. ঝক ঝক ঝকে কলদ ভাষ: কোটি ভাগাবেন একত্র উঠে भोध हुए हुए ब्रह्म क्राइट करहे : গুহ, পুল, মাঠ, কিব্ৰুজ্য --নিশিতে োন বা ভাকু উদয় : উঠিছে খাতশবাদী অকাশে-নব তার। যেন গণান ভাসে। दश कनिकाला कनि-वाक्सानी। স্থরপুরী মাজি পরাজিলে মানি-शास त्रथ, निनि लाटक भनाय।" (मर (मर (मर ठक्क प्रकार परन বাঙ্গীপৃষ্ঠে দাজি, বাণীপুত্র চলে; পাছে পাছে কাছে ঘেটক'পর চলে, রাজগণ, জলে জহর শির: শোভা করি, উজলি তাজ, তবকে তবকে পথির মাঝ. নগর দর্শনে করে গমন.

٠

ঝমকে ঝমকে বাজে বাদন বৃটিশের ভেরী শমন-দমন,——
"রূল বৃট্যানিয়া, রূল দি ওয়েভদ্,"
সঙ্গীত তরঙ্গে নিনাদ ধায়।

(আরম্ভ)

ারত জন

উঠ যা উঠ যা

মহিধীনন্দন কোলেতে এল: আধার রজনী এবার তো বিধির প্রেমানে ঘ্রিয়া গেল ! আদরে ধর মা কমারে সন্ত व्यानीक्वानवानी खेळावि मूत्य, বহু দিন হারা হয়েছ শ্ৰ তন্ত্রে না পাও ধরিতে বকে: ত্যক শ্যা, মাতঃ, অকণ উ কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে; কেঁদো না. কেঁদো না আর গো জন আচ্ছন্ন হট্টা শেকের ধ্যে। চর ছখী ভূমি চিত্ৰ প্ৰৱাধীন পরের পালিতা আশ্রিতা সদা. ভারাথা দুর ত্মি মা অভাগা, ভদ্দ-পূজ্ন-ধ্যোগ-মূগ্না ! মহিষী তোমার. সংসার আন্ত জগতে এখন(ও) াছ মা জীল भारे हिला एक ছঃগ সূচাই আপন ভন্তে বিদায় দিয়ে; (मर्था 8. जननी. मित्रमा ८५१ বিপু-পদ্চিক্ ললাট-ভাগে, দেখাও চিবিয়া ক্ত বক্ষ দিবা নিশি দেখা কি শোক জাণে खेर्र या खेर या · 135-5. প্রেসর বদনে বারেক ফেব. गश्वीनमारन কোলেতে ক প্রাতে শুক্রতারা উদিল, হের।

শাখা জি শ্যা-তল, ডাকি **উচ্চৈঃস্ব**য়ে. দিত কন্তুল সরায়ে অন্তরে, লীৰ পাণ্ডৱ বদন-মণ্ডল লোকে প্রকাশি, নেত্রে অঞ্জল, কহিল উচ্ছাসে ভারতমাতা--ক্ষম বে এগানে আসিছে কুমার ? বেতের মুখ এবে অন্ধকরে ! k দেগিবে আর আছে কি সে দিন ? ভঙ্গী করিয়া ছটিত যে পিন দ্রত-সম্ভান নৈশ্বত ঈশান. থে জ্যাধ্বনি ত্ৰিয়া নিশান, জাগায়ে মেদিনা গাছিত গাথা! াত্ত-কিব্রুণে জগতে কিব্রুণ, उठ-कौरात कशठ-कौरन. किन यशन भाषा जारनाइन. জিল ধ্যন বভ দ্বশ্ন-রতের বেদ ভারতের কথা, বতের বিধি, ভারতের প্রথা, িত সকলে, প্রতিত সকলে, र्विक, मितीय, मनाना मञ्जल, ভাবিত অমলামাণিক যথা। ল ঘবে পরা কিরীট কণ্ডল. ং ধ্বেদেশ ভাগ্ড প্ৰেল---ছিল কবির আর্যোর শিরাম त्य अनल-मत्य विशास াতে না ছিল হেন সাহসী ইত চলিয়া দেক প্রশি: কিত যখন 'জননী' বলিয়া ন্দ্রে কেন্দ্রে ধ্বনি ছুটত উঠিয়া, ছিলাম তথন জগত-মাতা। ৰ কি দেখিতে তেমতি আবার গড়েতে বদিয়া হাদিবে আমার. ভাকিৰে কুমার 'জননী' ৰলিয়া,

ইউরোপ, আমরিক উচ্ছাদে প্রিয়া.— ভারতের ভাগো, অহো বিধান। পূর্দ্দ সহচনী নোম সে আমার মবিষা বাহিষা উঠিল আবার---গ্রিবিশেরও দেখি জীবন সঞ্চার। খানি কি একাই পডিয়া বব ৪ কি ক্লে পাতক করেছি তে'মায়: বল ওবে বিধি বলবে আমায় গ চিব্ৰকাল এই ভগ্নন ও ধনি, চিরকাল এই ভগ্নচড়া পরি, দাদ-মাতা বলি বিখ্যাত হ'ব ! হা বোম-তই বড ভাগাবতী। করিল ধর্থন বর্দ্ধরে চর্পতি, ছন কৈল ভোৱ কীৰ্ত্তিক্স যত. করি ভগ্নশেষ তেথ-সমাবত तिष्ठेन, मन्तित, तक्ष-माठाभाना, গৃহ, হৰ্ম্যা, পুখ, সেত প্ৰোনালা, ধরা হ'তে যেন মুছিয়া নিল। মম ভাগ্যদোধে মম জেভগ্ৰ কক্ষ, বক্ষঃ, ভালে পদান্ধ স্থাপন ক্রিয়া আমার, ছুর্গ, নিকেতন, ব্যথিত মহীতে-কলন্ধ-মঞ্জিত, কাশী, গয়াকোর, চণ্ডাল-ঘণিত, (শরীরে কালিমা-দীনতা-প্রতিমা)---ধরণীর অঙ্গে যেন গাঁথিক। *হাম পানিপথ, দারুণ প্রান্তর, কেন ভাগা সনে হলিনে অন্তর ৪ কেন বে, চিভোর ভোর স্তথ-নিশি পোহাইল যবে, ধরণীতে মিশি অচিক্ত না হলি—কেনবে বহিলি স্থাগাতে গুণিত ভারত নাম ? "নিবেছে দেউটি বারাণদী ভার, কেন তবে আর এ কলম্ব ঘোর লেপিয়া শরীরে এখনও রয়েছ ?

পূর্বকথা কিরে সকলি ভূলেছ ?

অবে অগ্রবন, সরয় পাতকী
রাহ্যাস-চিহ্ন দর্ব অঙ্গে মাধি,
কেন প্রকালিছ অযোগ্যাগাম ?

"নাহি কি সলিল, হে যমুনে গঙ্গে,
তোদের শরীরে—উথানিয়া বঙ্গে,
কর অপস্থত এ কলম্ব-রাশি,
তরঙ্গে তরঙ্গে অস্ব বস্ব প্রাসি,
ভারতভূবন ভাসাও জলে ?

"হে বিপুল সিদ্ধ, করিয়া গর্জন
ভূবাইলে কত রাজ্য, গিরি, বন,
নাহি কি সলিল ভূবাতে আমাম ?
আচ্ছেম করিয়া বিদ্ধ্যা, হিমালম,
লকায়ে বাগিতে অভল-তলে ?"

[পূর্ণ কোরদ

কেঁদ না কেঁদ না আর গো জননী
মহিষীনন্দন কোলেতে এল,
আঁধার রজনী এবার তোমার
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল,
মহিষী তোমার, যাহার আশ্রম
এ শোক সহিয়া আছ মা জীয়ে,
পাঠাইলা তর অঞ্চ মুছাইতে
আপন নন্দনে বিদার দিয়ে।
ত্যন্ধ শ্যা মাতঃ, অরুণ উঠিল
কিবণ ছড়াতে তোমার ভূমে;
কোঁদো কোঁদো না আর গো জননি
আছের হুইয়া শোকের দুমে।

[আরম্ভ]

"এলো কি নিকটে, —এলো কি কুমার ?" বলিল ভারত-জননী আবার, "কই, কোথা, বংস, আয় কোলে আয়, অন্তর জলিছে লাঞ্চণ শিথায়— প্রশি বাবেক শীতশাকর; "ডাক্ একবার ডাকিস্ যে ভাবে
আপনার মায়ে, ঘুচা সে অভাবে
শতবর্ষে যাহা নহিল পূরণ,
(ভারতের চির আশা আকিঞ্চন)
ভূলিয়া বারেক রটিশ গর্জ্জন,
ভারত-সন্তানে ক্লোড়েতে ধর।
"রুঞ্জবর্ণ বলি ভূচ্ছ নাহি কর,
নহে ভূচ্ছ কীট—এদেরও অন্তর্ম দয়া, মায়া, মেহ, বাংসল্যা, প্রণয়,
মান, অভিমান, জ্ঞান, ভিজ্জম্য—
এদেরও শরীরে শিরায় বিরায় বহু হক্তর্মোত,—বাসনা-ভূমায়,
ঘুণা, লক্ষ্জা, ক্ষোভে হ্লায় দহে;

"এই ক্লম্বর্ণ জাতি পূর্ব্বে যবে
মধুমাগা গাঁত শুনাইল ভবে,
শুব্ব বস্ত্বরা শুনি বেদ-গান
অসাড় শ্বীরে পাইল প্রাণ,
গুথিবীর লোক বিশ্লয়ে পূরিয়া
উৎসাহ-হিল্লোলে দে ধ্বনি শুনিয়া
দেবতা ভাবিয়া স্তম্ভিত বহে।

"এই ক্ষেবর্ণ জাতি সে যখন, উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ, নিগরে নিগরে, জলধির জলে, পদারু অন্ধিত করি ভূমগুলে, জগতবন্ধান্ত নগর দর্শণে খূলিয়া দেখাত মহুজ-সন্তানে; সমর-ভ্রমারে কাঁপিত অচল, নক্ষত্র, অর্থব, আকাশমগুল— তথন তাহারা গুণিত নহে;

"যথন জৈমিনি, গর্গ, পতজালি, মন অন্ধতন শোভায় উজলি, শুনাইল বীর নিপূত বচন, গাইল যথন কৃষ্ণদৈপায়ন, তের ছ:থে স্কেপিলবন্তো কাসিংহ যবে ত্যাজিলা পার্হস্থা, তথন (ও) তাহারা রণিত নহে ; গৈরেই কাত্রে জনম এদের, পূর্ব গোরর সোরভের ফের যে জড়ারে ধমনী নাচায়, ই পূর্ব পানে কভু গর্বের চায়— এ জাতি কথন জঘন্তা নহে ;

হ কুমার মনে রেগো এই কথা—
ভারতে তুমি ভ্রমিতেছ হেণা
বিজ্ঞ সে দেশ— পূত-কলেবর—
দাট কোটি প্রাণী, ঋবি পুণাধর,
দাট কোটি জন শূর বীর নর,
বি কোটি কোটি মধুর অন্তর,
বেগুতে ভাহার মিশায়ে রহে !

ন হে রাজন্ ' বনের বিহপ--বলে তাহারে যতনের সার, জবে থাকিয়া সেহ হুগ পায় ! বৈরে আনন্দে কভুগীত গায় ! বনের মাতক যতনে বশ;

কাকিলের স্ববে জগত তুই,

যদের রবে কেন বা ক্রই ?—

গন বল দে কে'কিলে দেয়,

গন বল বা বায়দে নেয় ?

কে মিই ভাষা—স্কন্ম স্বল,

যে তাঁর স্বর প্রাণে গরল,

ধ্বা চায় স্বল স্নযুহ্য।

থামি, বৎস, তোর জননীর দাসী, সীর সম্ভান এ ভারতবাসী, গও হংপের যাতনা তাদের, গও ভয়ের যাতনা মাথের,

ত্রনামে আশ্বাস মধুর স্ববে।

"कि कव, कुर्यात, श्रृति वक्कः काटि, মনের বেদনা মুখে নাহি ফুটে. দেখ দিবানিশি নয়ন ঝরে !-"বুটিশ সিংহের বিকট বদন না পারি নির্ভয়ে করিতে দর্শন. কি বাণিজাকারী, অথবা প্রহরী, জাহাজী গৌরাঙ্গ, কিবা, ভেকধারী, স্থাট্ ভাবিয়া পূদ্ধি স্বাবে! "এ প্রচণ্ড তেজ নিবার কুমার. নয়নের জল মুছারে আমার. ভারত-সম্ভানে লয়ে একবার ভাই বলে ডাক্, श्रम खूड़ांग्र। "দেগ বংদ, দেগ কি উল্লাস আজ. নির্গি তোমারে এ ভবন মাঝ. কোটি কোটি প্রাণী করি উদ্ধ হাত বলিছে স্থনে 'আজি স্থপ্তভাত'-তপ্র অশ্রেধারা নয়নে ধায়। "फितिरव यथन जननौ निकटि. বলো বাছা তাঁরে বলো অকপটে---ভারত বন্ধাও-প্রাণী এককালে ডাকে তাঁর নাম প্রতঃ সন্ধাকালে তাদের পরাণ যেন জুড়ায় !"

[শ্বা

যমুনাতটে। (১)

আহা কি স্থলর নিশি, চক্রমা উনয়,
কৌমুলীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতন !
সমীরণ মৃত্ত মৃত্ত ফুলমধু বয়,
কল কল করে ধাঁরে তরঞ্জিনী-জল !
কুম্মে, পল্লব, লতা নিশার ভূষার,
জোনাকির পাতি শোভে তর্জনাগা'পরে,
নিরবিলি ঝিঁ ঝিঁ।ভাকে, জগত খুমায়;
কেন নিশি একা আসি, যমুনার তটে বিসি,
হেরি শশী ছলে ভলে জলে ভাসি যায়।
(২)

কে আছে এ ভূমওলে, যগন প্রাণ
জীবন-পিজরে ক দে মনের তাড়নে,
যথন পাগল মন তাজে এ শাশান
ধ্য়ে শ্নুত দিবনিশি প্রাণ অবেদলে,
তথন বিজন বন, শান্ত বিভাবরী,
শান্ত নিশানাথ-জোতি বিমন আকাশে,
প্রশন্ত নদীর তট, পর্বত উপরি,
কার না তাপিত মন জুড়ায় বাতাদে।
কি স্থা যে হেনকালে, গৃহ ছাড়ি বনে গেলে,
সেই জানে প্রাণ যার পুড়েছে ছতাশে।
(৩)

ভাসাঘে অক্ল নীরে ভবের সাগবে
জীবনের জবতারা ভূবেছে যাহার,
নিবেছে প্রথের দীপ যোর অক্কারে,
ভূছ ক'রে দিবানিশি প্রাণ কাদে যার,
সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জন মূরতি,
হেরিলে বিরপে বসি গভীর নিশিতে,
ভূনিলে গভীর ধ্বনি প্রবনের গতি,
কি সাধানা হয় মনে মধুর ভাবেতে।
না জানি মানব মন, হয় হেন কি কারণ,
অনস্ত চিস্তার গামী বিজন ভূমিতে।

(8)

হায় রে প্রকৃতি দনে মানবের মন
বাধা আছে কি বন্ধনে বৃদ্ধিতে না পানি
নত্রা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন,
কেন হেন উঠে মনে চিস্তার লহরী
কেন দিবসেতে ভূলি থাকি সে সকলে
শমন করিয়া চুরি নিয়াছে যাহায়
কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জ্বলে,
প্রাণের দোসর ভাই, প্রিয়ার রাথায়
কেন বা উৎদরে মাতি থাকি কভু দিবা বার্
আবার নিজ্জনে কেন কাঁদি প্ররায়
(৫)

বাস্থা যমুনতেটে হেবিলা গগন,
ক্ষণে কণে হলো মনে কত যে ভাবনা,
দাসৰ, বাজৰ, বৰ্ম, আয়-বৰ্ম জন,
জৱা, মৃত্যু, পঠকাল, মনের তাজনা।
কত আশা, কত ভল্ল, কতই আহলান,
কতই বিনাদ আসি ধ্বন্য প্রিল,
কত ভাঙি, কত গঙ্গি, কত করি সাবি,
কত ভাগি, কত কানি, প্রাণ জ্ডাইল।
রজনীতে কি আহলান, কি মবুর বসাধান,
বৃস্তভাঙা মন যার সেই সে বুনিল।

সর্গারোল । *

(5)

"থোল গোন দার থোল জ হিরমান দ্যোতিং যার" বলিলা ক্রতান্ত ডাকি ভ মুখেতে প্রীতির ভার ; "সম্ববি সংসার লীলা থা শ্রীমন্ত্রক্ আনে.

মাইকেল মধৃস্থান দত্তের মৃত্যু উপলক্ষে

সম্ভাষি আদরে	লওরে তাহারে	निश्रम्भाग न	কুস্থমের দামে
বাণী-প্রগণ-পাশে।			
ক্বি-কুঞ্জ-ধাম,	পবিত্র কানন	(৩)	
অম্ব ভবনে	যাহা,	স্থীগণ চ ে ল	কবি-কুঞ্জবনে
	সদা মধুনয়	কলকণ্ঠ ঝবে হ	₹েৱ,
দেগাৰ উহারে তাহা;—		কুস্থ ম–ব ^{ন্} দিত	स्मन भनग
য়াও জ্বতগতি	য়াও য়াও স্বে	স্থপন্ধ বিতরে।	
স্থ্ৰে বংশীধ্ব	ানি কর,	घन कूल-अवनि,	ভ্ৰমর-ঝন্ধার
কুপুমে গাঁথিয়া	স্থুন্দ্র মালিকা	শ্ৰামাৰ ধুন্দৰ তা	ন ;
মন্তক উপরি বর।		বেণু-বীণা-ক্ষত	অফ্টু কাকলি
ভুঞ্জিবছ গ্ধ্ •	সংসাধ-কাঝাতে	পুনকিত করে	
		ভূলে মন্ত্য-শেংক,	
	য়শোগীত গাও	মধু দে আ সা দ	
লও কণিকা	ष्ट्र-र ⁴ ८भ्।"	অতুল আনন্দে	ন্যুন বি ক্ষ ারি
(>)		ক'ব–কুঞ্চপ'নে চায়।	
		চারিপাশে বামা-	
খুলিল স্বরিতে		মধুর কীর্ত্তন ব	
স্ফীত ঝহাং		আকাশে প্রনে,	
निशंक्षमा शं ^र	দেবদূত স ঞ	মধুর দ্রীত ক	
রঞ্ য•েশ		যবে উত্রিলা	
"এস এস স্তুর্বে বাণী-বরপুত্র,		শরীরে রোমাঞ্চ ধরি,	
तरक्षत्र डिब्बन मिन,		*কৰি ধন্ত ভূমি	ड्यीयधूरुनन"
স্বভাবের শিশু স্কুরানেত পালিত কল্পমা-হীবার গনি ;		ধ্বনিল কান্ন ভবি	
		(8	
ব্যাকি-ছেম্বে-	স্থ্যবে দীকিত		
মৰুৱ স্থান্থী, অকলে কোকিল, মকতল-তক্ত,		স্থমিষ্ট দকলি ভাষ,	
অনীর দেশের বারি। এম ভাগ্যবান, কনিকুঞ্জ-বামে		ক্ষণে রূপভেদ পৃথি ;	
			<u> ज्यू</u> मदनास्त्र,
চির হ ণে কা		গগন উজ্জন	
	চিব থাকাজ্যিত	•	
জ্য়–মাল্য শিবে প্রা"		विक्ली स्थाय वटतः	
	ঘেরিয়া সকলে		শরতের শশী
মন্তলী করিয়া আসি,		स्मीम अध्य जारम,	

কুন্তুফের রাশি সতত স্থব্দর তক্ত-কোলে-কোলে হাসে: मदमीद नीद, স্বভাবের গুণে. ক্ষীর সম শোভা পায়. नमी-नम-वादि অমত সঞ্চারি প্রবাহ ঢালিয়া যায়: নিথিল জগতে মধুময় যত সকলি সেখানে ফলে, অ-তাপ অনল. অ-শোক বাসনা, গিরি তরু বায়ু জলে। (() লীলা সাঙ্গ করি হ'লে অবসর অহে বঙ্গ-কুল-রবি, থাকিব বাঁচিয়া যতদিন ভবে ভাবিব ডোমার ছবি ;-আকৰ্ণ-পূৰিত সেই নেত্ৰদ্বয় স্থহৎরঞ্জন ভাণ, মধ্চক্র-সম মধুর ভাগুার সরল কোমল প্রাণ; ভাষার নিঝ'র আনন্দলহরী শোভিত আশার ফুলে. উৎসাহ-ভাসিত বদন-মণ্ডল পঞ্চজ বান্ধব-কুলে; বীরভাষা-প্রিয় বীর অবয়ব. গৌড়-সম্ভতি-সার, প্রিয়ংবদ স্থা প্রণয়ের তরু. কামিনী-কঠের হার; সাহিত্য-কুম্বমে প্রমন্ত মধুপ, বঙ্গের উজ্জ্বল রবি, তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার 🔊 মধুস্থদন কবি। (4) कैंगिरिय, अक्रोटन, গেলে চলি মধু পাইয়া বছল ক্লেশ.

কিপ্তগ্ৰহপ্ৰায় জ্বলিয়া হইলে শেষ; গেলে উদাসীন. ছিলে উদাসীন. জয়মাল্য শিবে পরি. কার কাছে বল অনাথ হাটবে গেলে সমর্পণ করি; ভেবেছিলা জানি তুমি গত যবে গউর-বাসীরা সবে, অনাথ-পালক, তোমার বালক অঙ্কেতে তুলিয়া লবে; হবে কি সে দিন এ গোড়-মাঝে পুরিবে তোমার আশা ? বঝিবে কি ধন দিয়াছ ভাগুরে, উজ্জন করিয়া ভাষা ! চিব্রদিন তোর হায় যা ভারতী, কেন এ কুগাতি ভবে ? যে জন সেবিবে **७** भनग्रानः সেই সে দরিদ্র হবে !

ইন্দ্রালয়ে সরস্বতীপূজা।

(১) ক (প্রয়োগ }

স্থদ্ব পশ্চিমে —ছাড়িয়া নান্ধাৰ, ছাড়িয়া পাবজ্ঞ, আবব-কাস্তাব— সাগব, ভূধব, নদী, নদ-ধাৰ, দেগ কি আনন্দে বদেছে ঘেবে; বীণাযন্ত্ৰ কৰে বাণী-পূত্ৰগণ, ছাড়িছে সঙ্গীঙ জুড়ায়ে শ্ৰবণ, পূবিছে অবনী, পূবিছে গগন— মধুব মধুব মধুব স্ববে।

(क) अधान विषय मध्यक अधान शांस्तक है

(भाषा) थ

অবে তন্ত্রী তুই —বীণার অধম— তুইও বাজিতে কর রে উদ্যম: (বাশরী যেমন রাগাল-অধরে) বান্ধ রে নীরব ভারত-ভিতরে--বাজ রে আনন্দশ্র রিত স্বরে। (প কোৱদ) গ প্রভাতে অরু ওদয় যবে, তথনি স্থকণ্ঠ বহুগ দবে, রঞ্জিতগগনে , বভাস হেরে, वारिया निश्त, भन्नत (एतत : গাহিয়া ভান্ধর-বিমান-আগে, श्वश्रदनद्वी इ जाय वार्ण ; গোণ্ডলি-আকাশে তম্দা-বেথা পড়িলে, তাদের না যায় দেগা !-প্রভাত-অরুণ উদয় যবে, তথনি বিহন্ধ ডাকে বে সবে, তথনি কানন পূরে স্থরবে !

(২) প্রয়োগ।
কবি-বঙ্গভূমি এই না দে দেশ ?
ঋবিবাকারূপ লহরী অশেষ
বহিছে যেগানে—যেথানে দিনেশ
অতুল উবাতে উদয় হয় ?
যেগানে সরসীকমলে নলিনী,
যামিনী ভূলায় যেথা কুমুদিনী,
যেগানে শরং চাঁদের চাঁদিনী,
গগন-শলাট ভাসায়ে বয় ?
(শাখা)
তবে মিছে ভয় তাঙ্গরে সংশয়,

(খ) গান্তক সংশ্লিষ্ট ছুই কিম্মা তিন জনের উক্তি। (গ) অন্তর হইতে অহা করেকজ্বন গুনিতে শুনিতে উহারা যেন আপমাদিগের মনের ভাব প্রকাশ করিতেছে, এইরূপ অসুভব করিতে হইবে।

গাও বে আনন্দে পুরায়ে আশয়—

যে রূপে মাথেরে কমল-আসনে, দিয়া শতদল রাতৃল চরণে, অমর পৃজিলা নন্দন-বনে।

(পূর্ব কোরদ)

কেন বে সাজাবি কুস্থম-হার ?
ভারতে সারদা নাহিক আর !
অবোধ্যা নীরব—বাজে না সে বীণ,,
বাজে না সে বাশী—নীরব উজীন;
নাহি সে বসস্ত-স্থরভি-ছাণ,
গোকুলে নাহি সে কোকিল-গান;
গোড়-নিকুঞ্জে স্থগদ্ধ উঠে না;
নীল-অচলে মলয় ছুটে না;
নাহি পিক এক ভারত-বনে,
গিয়াছে দকল বাণীর সনে—
কেন বে সাজাবি কুস্থম বনে ?

(০ প্রয়োগ)
শ্বেতশতদল তেমতি স্থনন
রাথ থবে থবে মুণাল-উপর,
আরক্ত কমল, নীল পদ্মথব,
মিশাও তাহাতে চাতুরি ক'রে;
কার্য্য-কার্য্য করি রাথ মঞ্চতলে,
কেতকী-কুম্ম পারিজাত-দলে,
ঝালর করিতে ঝুলাও অঞ্চলে
র্মাল মঞ্জরী গাঁথি লহরে।

(শাগা)

থের চারি ধার মাধবীলতায়,
চামেলি, গোলাপ বাধ তার গায়,
কন্তুরী চলনে করিয়া মিলন
মাধবীলতায় কর বে সিঞ্চন—
মাতৃক স্থগদে প্র-ভবন।

(পূর্ণ কোরদ্) রচিল আসন অমরগণে;— কন্দর্প আইল ষড় ঋতু সনে; আপনি স্থমন্দ মলয় বায়
স্থান্ধ বহিয়া হববে ধায়;
ত্যজিয়া কৈলাস-ভূধর-শুন্দ,
মহেশ আইলা নেগিতে বন্দ,
শ্রীপতি আইলা কমলা-মনে,
স্মাব-আলয়ে প্রাকুল মনে;
দেবেন্দ্র-ভবনে আনন্দকায়
দেবর্ষি, কিল্লব, গভার্ম বায়,—
শ্রীসহ ইন্দ্র স্থাপ দীড়ায়।
চ প্রযোগ।

শোভিল জন্দর কুজ্ম আসন,
মনের আছলালে বিধাতা তথন,
ত্যন্তি ব্রহ্মলোক করিলা গমন,
ধ্যানেতে বিদলা আসন-পাশে;
যথা পূর্ববিকে—অরুণ উদয়,
ব্রহ্ম মুহুর্তে করে দিক্ শিথাময়,
ক্রমে চতুর্ম্থ সেই রূপ হয় —
দেহেতে অপূর্ব জ্যোতিঃ প্রাকাশে:
(শাখা।)

দেখিতে দেখিতে রন্ধার ফুটে, ব্রন্ধার ললাট হ'তে স্ক্যোভিঃ ছুটে, অপরূপ এক স্কণ্ডল-বরণা, অমরী উরিল হাতে করি বীণা— মুগে নিতাস্কুগে বেদ-ঘোষণা।

(পূর্ব কোরস্)
কিবে কি আবার সে দিন হবে ?
মূনিমতভেদ ঘুটিবে যবে !
শুনে বেদগান বাণীর স্তবে,
হবে জয়ধ্বনি অমবাপুরে ?—
নামে বে যপন তপন-বথ,
মলিন গগনে—কে বোধে পথ ?
খসিলে গগন-ভারকা, হায়
পুনঃ কি উঠি সে আকাশে ধায় ?

উজানে কগনো ছুটে কি জল ? ফিবে কি যৌবন করিলে বল ? বিহনে সামর্থ্য আশা বিফল !

(প্রয়োগ)
বেদমাতা বাবী আসন উপরে,
মনেন হংকে পুজিলা অমরে;
উলাসে মহেশ, উমত্ত অন্তরে;
পঞ্চমুগে বেদ কবিলা গান;
আপনি বিধাতা হইলা হৈছল,
আনন্দে ভূগিয়া গ্রেড শতদল
দিলা গ্রেডভ্জে—দেবতা সকল
ইইলা হেবিয়া মোহিত প্রাণ।

(শাপা।)
দেব-জয়ধ্বনি উঠিল অমনি,
বেদেব সঙ্গীত মিশিয়া তথনি
বীণা-ধ্বনি-সহ প্রেব'হ বহিল—
ভারতে অনেদেন কতই জনিল,
কত স্তথ-তবি ভাসারে দিল।

(পূর্ণ কোরস্)
কে বলিল পুনং পাবে না ভায় ?
হারান মাণিক পাওয়া কি না যায় ?
হয়, য়ায়, আদে মাখার ভবে,
রাছগ্রহ-ছায়া ক দিন হবে!
এ ছগত মাঝে করো না ভয়,
সাহস যাহার ভাহার জয়;
দেগো না দেগো না দেগো না পাছে,
আবে দেশ চেয়ে কওনুর আছে;
তেই দেশ দূরে ভারতী-মন্দিরে
উড়িছে নিশান ভারত-ভিমিরে,—
আর কি উহারে পাবে না ফিরে ?
৬ (প্রয়োগ)
জমে যত কাল বহিতে লাগিল,
সারদা প্রজিতে মানব ছটিল,

কবি-নামে গ্যাত ধরাতে হইল
মধুর হৃদয় মানবগণ;
আইল প্রথমে স্মাগ্যকুল-রবি,
ছগত-বিগ্যাত জীবালী কি কবি—
দিলেন সারদা করুণার ছবি
হাতে তুলে তাঁব, প্রকুল্প মান।

(취취)

সে ছবি হেরিয়া আরো করেজন আসিল পুজিতে মায়ের চরণ-আসিল হোমর যুনানী-নিবাসী, সঙ্গে বৈপায়ন-নিবাসল আসি অপুর্ব্ব কোদণ্ড, রুপাণ-বাশি।

(পূৰ্ণ কোৱস্)

ব্যঙ্গামে আনন্দে সমর-ভূরী
যাও কবিদ্ধ আনন্দ সমর-ভূরী
যাও কবিদ্ধ আবনী পুরী;
ভুনায়ে মধুর আমর-ভাষ,
ঘুচাও মানব-মনের আস;
দেখাও মানবে ভূবনত্রম
ভ্রমিয়া আনন্দে—ক'রো না ভ্রম।
না যাও কেবল কতান্ধ-ধামে—
যোহানা মিল্টন, ডান্ট নামে,
আসিবে প্র্টাণ্ডলিয়া দেখাবে তবন;
দেখারে তাহার আনল্মন্ন
অসী ঘুলিয়া দেখাবে তবন;
দেখারে তাহার আনল্মন্ন
অসীম বিস্তাব, আনস্ত ভ্রম—
্থেবি আতক্ষে ভূবনত্রম।

৭ (প্রয়োগ)

পরে মণ্ডুত প্রাণী ছইছন আইল পুজিতে সাবদাচবণ— ক্ষিতি, ব্যোম, তেজং, সমুদ্র, পবন, সকলি তাদের কথায় বশ। ডাকিলা সাবদা আনন্দে হ'ছনে, বসাইলা নিম্ন কুর্ম-আসনে; অমূল্য বীণাটী দিলা এক জনে, দিলা অহা জনেইন্বধা রস।

(백행)

যাত্তকর-বেশে চমকিয়া ভূবন নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া ভূজন; এক জন ভার সে বীণার স্বরে, মেধে করি দৃত প্রিয়া মন: হরে, এক জন বৃসি এভনের ভীরে অমৃত বিতরে অম্বতনরে।

(পূর্ণ কোরস্)

বিজন-মঞ্জতে সাজাত্ত হেন
এক্ল-মালিকা গাঁথিলে কেন ?
আর কি আছে সে হ্রভি আব,
আর কি আছে সে কোকিল-গান ?
আর কি এবন হ্রগজময়
গউড়-নিকুল্লে মলয় বয় ?
মুক্ল, ভারত, প্রসাদে শেন,
ভারতি গিয়াছে হ্রার লেশ;
আজি রে এ দেশ গহনবন,
গহনকাননে কেন বা এ ধন
বাগিলে ভ্রাতে কাহার মন ?

(थामा)

কেন না রাগিব, এই না সে দেশ १—
কবি-রন্ধ-ভূমি জহবী অশেব
গহিছে যেবানে —বেধানে দিনেশ
অভূল উবাতে উদ্ধ হয় १
বেধানে সংগীকমলে নলিনী,
যানিনী ভূশায় যেবা ক্ম্বিনী,
বেধানে শবং চ দেব লিনী,
গগ্নলাট ভূবায় বয় ৪

দেবনিদ্রা।

()

কোন মহামতি মানব-সস্থান,
বুঝিতে বিধির শাসন-বিধান,
অধীর হইল বাবনানলে;
অবনী ত্যজিয়া অমর-মালয়ে
প্রবেশি দেখিবে দেবতানিচয়ে—
দেব পুরন্দর, ববি, হত্যশন,
বায়, হবি, হর মরালবাহন,
ভিবিতে ভাসিতে কারণ-জলো।

(2)

দেখিবে কাষণ-সলিলে ভাসিয়া,
চলেছে কিকপে নাচিয়া নাচিয়া
প্রমাণু বেণু সময় বয়ে।
দেখিবে কিকপে আয়ুর সঞ্চার,
দেখের প্রকৃতি, কালের আকার,
জ্যোতিং, অদ্ধকার, জগত স্বরূপ,
নিয়তি-শৃঙাল দেখিবে কিকপি—
ভাবিতে লাগিল অধীর হয়ে।

(0)

"আয় রে মানব" সহসা অমনি
পূরি শৃন্তদেশ হলো দৈবধ্বনি—
বাজিল ছকুভি, নাদিল অশনি,
থূলিল অমত-আলম্বন্ধার;
ছুটল আলোক ত্রিয়াক পূরিষা,
অপূর্ব সৌরভ রন্ধান্ত ব্যাপিয়ণ—
উদ্ধানে বহিল, —শ্রবণ ভবিল
মধুর অমরমঙ্গীত ভার।

(8)

মানব্যক্তন অম্বভ্বনে, প্রবেশি তপন প্রক্তিত মনে, দেখিল নিব্ধি অম্বালয়, গগন-মগুলে অজস্র কেবলি, মধুর নিনাদে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী দেখিল ছুটিছে,—আশে পাশে তার, পরিকস্তাগণ করিয়া ঝঙ্কার সাধিছে বাদন মাধুরীময়।

(৫) তপন মণ্ডল গগন প্রাঙ্গণে,

কিরণসমুদ্র যেন বা শোভনে,
শিবার তরঙ্গ ছুটছে তায়।
দেখিল আনন্দে সে কিরণ উঠি
অনস্ত অনস্ত যোজনেতে ছুটি
করিছে ভ্রমণ —পড়িছে ভাতিয়া
কিরণের রক্ষ্য, যেন বা গাঁথিয়া,
সম্প্র সম্প্র গ্রহের গায়।

্ড)
আদিত্য খেবিয়া চলেছে বুবিয়া,
বিধুব মঞ্চল দেখিল আসিয়া,
দেখিল ভাহাতে স্থগার হৃদ;
সে হৃদ-স্থগাতে পিপাসা মিটাতে,
প্রথম-বিধুব, হৃদয়-ব্যথাতে,
অসংখ্য গর্ম্বর্ম, দানব-মঞ্চলী,
কুলেতে বসিয়া অতি কুত্হলী,
আনন্দ ভ্ঞিছে মধুব মদ।

(৭) স্থানে মায় দেবতা সকলে, গিনি, উপনন, কানন, কমলে,

ত্রিদশ মণ্ডলে পোরভ বয়;—
অমর নীরব, নাহি কলরব,
শৃক্তেতে কেবলি মধ্ব স্থরব
সঙ্গীত ঝরিছে, ত্রিদিব পুরিছে,—
শশন্তি শান্তি শান্তি" শবদ হয়

(৮)
দেব অট্টালিকা চক্রাতপ তলে,
দেব আগণ্ডল পারিদ্ধাত গলে,
অক্রল মহিমা বদনে ভাতি;

ষ্পপূর্ব শয়নে স্কথে নিজা থাথ, পদতলে ইক্স-মাতঙ্গ গুমায়, চৌদিক ঘেরিয়া দামিনী গেলায়, পুক্র প্রভৃতি মেণেতে ভাতি।

(6)

মহা তেজন্বর, প্রতিও ভান্বর
বুমায় অম্বরে, খুলিয়া স্থন্দর
সহস্রকিরণ কিরীট-ভূবা!
অর্ত্ত্র করে অপূর্ল স্থ্যনা,
জলবন্ধ তন্ত্র জিনিয়া উপানা,
নিকটে ভান্য, সরুণ, উবা।

(>0)

থুলে মুগচিহ্ন, অতুলিত শোভা,
অমল স্থানর তথু মনোলোভা,
শোল্ধ বুযায় কি:পজালে।
দে তমু দেখিতে কিল্লর-কুমান,
কত শত দল, অপূর্ব আকার,
রয়েছে দাড়ায়ে বিখ্যে পুরিয়া—
স্থার স্থানে আনন্দ মাতিয়া,
উভিছে চকোর অযুত পালে।

(>>)

শশিতমু-ছটা পড়িছে উথলি, দেব ক্রীড়াবন নদন উজলি মেক, মদাকিনী, তর্ব-চূড়ার; কুল্লম-আকৃতি অগ্রা, কিরবী, কর, বক্ষঃ, ক্রোড়ে, বাত-যধ ধরি, ত'রে সারি সারি লতা-পুল'পবে, বিমল চক্রমা-কিবলে বিহরে — পারিজাত পুলে শানী বুমার।

(>2)

ত্রিদিব জুড়িয়া দেবতা নিজিত,— মান্ব-কুমার সভ্তেম চকিত, শুনিল গঞ্জীর জীমুতনাদ। দেখিল আতঙ্কে নয়ন ফিরায়ে গগন-উপাস্থে, একত্র জড়ায়ে, থেলিছে অসংখ্য বিজ্ঞানি-ছাদ।

(00)

অপোদেশে তার, অনম্ভ-বিস্তার কারণ-জলমি পরি বীচিহান, উথলিছে রদে, প্রশারি ধারা; গহ্বরে গহ্বরে, উপক্ল-বারে, প্রচণ্ড ছঙ্কারে মাক্ষত প্রহারে, ভাঙ্গিতে যেন বা বন্ধন কারা!

উপক্ল-ধারে, অনল-কুণ্ডেভে,
শিগর-প্রমাণ শিগার শুভেভে,
অনল উঠিছে গগনভালে,
যেন ঐরাবত ছুটিয়া পবনে,
ঘোর আকর্ষণে গভীব গর্জনে,
জল-স্তম্ভ ধরি শুভেভে উগরি,
ফেলিছে তুলিছে জলদজ্বলে।

(>c)

কারণসাগরে, পরমান্ত্রের, অনাদিপুক্ষ বসি ধ্যানভরে, ছাড়িছে নিধান —জনিয়া তায়, অসংগ্য অসংগ্য একাও জুটিয়া, অসীয় অনত আকাশে উঠিয়া, ছুটিছে অনল-ক্ষুলিস-প্রায়।

(35)

কত স্থ্য, তাবা, কত বস্ত্যতী,
স্থাৰ্গ, মন্তা, কত অক্ট্-মূবতি
ভাগিয়া চলেতে ব া-জলে;
কত বস্তুপ্তবা, ববি, শশী, তাবা,
জ্বান ব্ৰমাণ্ড, হ'বে কপ-হাবা
থসিয়া পান্ছে, সলিলে ভূবিছে,
কাবণ-বাবিধি স্থতনতলে।

(PC)

সে বারিধি হ'তে চলেছে ছটিয়া দেখিল মানব পুলকে পুরিয়া কালের তরঙ্গ বিপ্রল কায়: বহিছে দ্বিধারে দ্বিবিধাপ্রকারে, এক ধারা'পরে, মান্য আকারে, কতই পরাণী ভাসিয়া যায়।

(36)

অমল কমলে ভাগিছে সকলে. धम्भीती (कह. कारदा का उटा লেখনী পত্তক বিস্তাভ হয়: ত্রিদিব জড়িয়া দেবতা নিদ্রিত, জগতে শুধই ইহারা জাগ্রত, "মা ভৈ:—মা ভো" গভীব উজ্ঞানে, সজাতি ডাকিয়া চলেছে উল্লাদে-কালের ভবন্ধ কবিয়া স্বয়:

(55)

সে নরমগুলে মানবকুমার. সঙ্গতি হেরিল কত আপনার. পুলকে পুরিল খোহিত হয়ে;— বাজিল চলুতি সহসা অম্নি, স্থান গগনে হ'লো দৈববাণী, --"দেখরে মানব এ দিকে চেয়ে !"

(20)

দেখিল চম্কি অন্ত ধারা-তাঁতে, গভীর চিন্তায় পদ ফেলি ধীরে. **हत्मरह** धटिया **ध्य**काइ-धांता. প্রাণী কয় জন প্রাক্তি 5 5%. শ্মা ভৈ:" নিনাদ খনিয়া ভড়িত, (प्रवृष्टित (यन वृष्ट्न ड्या (25)

পশ্চাতে তাঁদের করি জয়ধ্বনি, हरनरक करुरे मानव नवानी।

ভেরী-শন্ধানাদে করি ঘোর ধ্বনি. সাগর হুন্ধারে উথলে গীত: উথলে সঙ্গীত-নিনাদ গভীর---'হো'ক না কেন সে মাটার শরীর. মানবের জাতি কথনও লীন. হবে না সমলে ক্ষিতি যত দিন---তবে বে পরাণী, কেন ভাবিত ?" ডাকিছে আবার আনন্দ-আরাবে---"সময়-বিজয়ী প্রাণী যারা সবে. গাও বে উল্লাসে অমর-গীত।"-(२२)

"দেব-অংশে জন্ম, পর দেব-মালা, কর মন্ত্রাভূমি জগতে উছলা, দরজারি-তেজে অবনী-অন্ধেতে. কর সিংহনাদ বিজয়-শঙ্খেতে,

জাণ্ডক জগতে মানব-নাম: জাওক ত্রিদিবে দেবতামওলী. দানৰ গন্ধ হ'য়ে কুড়হলী. দেখুক চাহিয়া ভবিদ্য খুলিয়া, ত্রিলোক-উজ্জল মান্ত-ধাম।"

(20)

সে গীতের সহ ঘন ঘোর স্বরে. বাজে শঙ্গনাদ, শুনিল অন্তরে, দেখিল চাহিয়া নর-কুমার---শত শত দলে পরাণী সকলে. করি সিংহনাদ মহা গরেই চলে, বলে উচ্চৈঃস্ববে ধরণী-মঞ্জলে---"একভার সম কি আছে আর ১" (28)

"এক ভার গুণে বিজিত অমবে কত কাল দৈতো যুঝিলা সমরে: দৈত্যকুলে নাশ করি, মুগুমালা भटत महाकानी मञ्जाति वाना,

निरेम का कविशा व्यमत-वान ।

একতা সাবিতে এ মর-ভবনে, কত মহাজন প্রাণ দিয়া রণে, গেল স্বর্গে চলি দিয়া নর্বলি, অবনী-দানবে ক্রিয়া নাশ !''

(20)

"এ মর্ক্রাপুরীতে দেই বস্ত জাতি, একতার জ্যোতিঃ বদনেতে ভাতি, তেজাগর্ম ধরি থাকে নিজ বাদে,— হেরে পুর দারা প্রাণের ইর্মে,

হাসিতে কাদিতে করে না ভা ; করে না কখন পাত অর্থ্য দান, প্র-প্রতরে হ'যে ফ্রিয়মাণ, কুভাঞ্জি করে ভাকতার স্বরে, বলে না কখন যাতকে জ্ঞা।"

(25)

°একতাই মতো মানব-সম্বল, একতা বিহনে পরেরি সকল, নারা পুত্র গৃহ যা আছে তোর, সেধন বিহনে আলম-বিপিনে, জীবন-অংকাদ পাবিনে পাবিনে — দিবস শব্দবী সকলি ঘোর।"

(२१)

হরষিত্র-তর্ন্ন করমের প্রায়,
মানর নন্দন দেবে প্ররায়,
সেইরূপ জোতিন্ময় আরুতি;
প্রাণী কর জন প্রকূলনয়ন,
প্রকৃতি-প্রতিমা করিয়া বারণ,
করিয়া বারণ বায়ু, জলধারা,
শনি, ভক্র, বুধ, রহস্পতি, ভারা,
রাহ্য, রবি, কে হু, শশীর পরিধি
অথবা পৃথিবা, অত্স জলধি,—
গারিছে ব্রশাপ্ত-স্কল-গীতি।

(२৮)

"ভেজঃপিওবং ধ্ম-বাপময়, * ছিল এ ধরণী বাতু-শৃষ্থালয়, ক্রমেতে মৃঝয়, মীন-কুর্মাবাস, ভূণ, ভক্ষ, মৃথ, মহুর আবাস,—

সাজিল ধরণা অপূর্ব-কায়।
চল চল ধাই পৃথিবীর সনে,
দিবাকর-পাশে দেখিব গগনে,
এই শশ্বর, আরো কত ক্ষিতি,
চারি চক্র-শোভা থেরে রহম্পতি;
ভ্যোতিঃ-উপবীত প'বে মনোহর,
লয়ে অইশশী ভ্রমে শনৈশ্বর;
ভ্রমে কে তুমালা তপনে বেড়িয়া,
অনস্ত গগনে পরিধি আঁকিয়া;—
তারকা-কুত্বম ছড়ান ভাষ।"

(35)

শদিবাৰ বৈণ্ডেতে প্ৰনেৰ পতি,
ভবল ৰায়ুতে শবদ-শক্তি
বাগিব স্থাপিয়া, দেখিব খুলিয়া
ববিৰ কিবণ গঠন প্ৰথা;
আনিব নামায়ে ভীবণ অশনি
পৃথিবী উপৰে—বাসব—শিঞ্জনী,
বাধিব স্থান্দ্ৰৰ দামিনী-লতা।
চল চল যাই পৃথিবীৰ সনে,
দিবাকৰ পাশে দেখিব গগনে,
ভাৱকা-কুম্বম ছড়ান তাৰ।"
গাগ্যিতে গাগ্যিতে চলেছে সকলে
এই মহাগীত, ভীম কোলাহলে—
নিয়তি শুখাত ছিচিয়া পাৰ ।

(অসম্পূর্ণ)

 এক্ষণ কার বৈজ্ঞানিকদিণের মতে আদিতে পৃথিবী জ্বলম ছিল; কিন্তু এ বিবন্ধ এখনও কিছু দ্বির হয় নাই

ভারত-বিলাপ।

ভাত্ব অন্তর্গেল, গোধুলি আইল, রবি-কর-জাল আকাশে উঠিল, মেঘ হতে মেঘে গেলিতে লাগিল. গগন শোভিল কিবণজালে:-কেথা বা ধ্ৰন্ধর ঘন কলেবর শিশুরে লেপিয়া রাব্যে থবে থব, কোনা ঝিকি ঝিকি হারতে ঝালর যেন বা ঝুলায় গগন-ভালে। সোণার বরণ মানিয়া কোথায জনধর জলে, নয়ন জ্ডায়, আবার কোথায় ভ্রারাণি প্রায় শোভে বাশি বাশি মেঘের মালা। ভেন্নকালে একা ডিয়ে ১ ম.ডীধে ছেরি মনে হর সে ভট-উপরে রাজধানী এক, নব শোভা ব'রে, রয়েছে কিবণে হয়ে উদ্বর্গ। দ্বিতালা জিডালা চৌতালা ভবন स्मत सम्बद्ध विधियोर्जन রাজবন্ত্র'পানে আছে স্বশোভন গোৰণি এটোডে নঞ্জিত কাম। चातृद्य कुर्ज्ञय अर्ग 😅 ाहे, প্রকাত-মুরতি, স্নানিছে দদাই, বিপক্ষ পশিবে হেন ভান নাই: চরণ প্রকর্মনি ছাজবী বায়। शर्फत मगील आनल-छेले. যতনে রঞ্চিত অতি ব্যাস্থান, প্রদোষে প্রত্যাহ হয় বালগান, ন্যুন, প্রবণ, তথ্য জ্ডায় । জাক্ষরী-সলিলে এদিকে আবার দেশ জল্মান কাতারে কাতাব ভাসে দিবানিশি--গুণবৃদ্ধ যার

শালরক ছ পি ধ্রজা উড়ায়।

অহে বঞ্চবাসি, জান কি তোমরা ? অলকা জিনিয়া হেন মনোহরা কার রাজধানী, কি জাতি ইহারা.— এ স্থা সৌভাগা ভোগে ধরায় ? নাহি যদি জান, এস এই খানে, চলেছে দেখিবে বিচিত্র বিমানে শালপক্ষে । বিবিধ বিধানে--शवदय (यमिनी ट्रिक ना भाव। অদরে বাজেছে "রাল বিটানিয়া" भक्टो भक्टो स्मिन्ती छाईश চলেছে দাপটে বিটনবামীবা— ইল্রে। ইল্র খাছে কোথার। হায় যে কপাল, ওদেৱি মতন আমরাও কেন করিতে গমন না পারি সতেজে-বলিতে আপন ८१ एएटम छन्न, ८१ एएटम वाम १ ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই. গৌরাঙ্গ দেখিলে ভতলে লটাই. ফুটিয়া ফুকারি বলিতে না পাই---এমনি সদাই ঋদয়ে ত্রাস। কি হবে বিলাপ কভিলে এখন, স্বাধীনতা ধন গিয়াছে বধন भरनव भाशाचा श्रद्धा विभव. তথনি দে দাধ গিয়েছে ঘচে সাজে না এগন অভিনাষ করা, আনাদের কাজ স্তথ পারে বরা. মস্তবে ধরিয়া দাসমের ভরা ছুটিতে ইইবে এদেবি পাছে। হায়, বস্তম্বা, ভোমার কপালে এই কি ছিল মা, পড়ে কালে কালে विद्यानीय भटन जीवन दर्गाशात्म, পূরাতে নারিলে মনের আশা। রূপে অন্তপ্স নিখিল বরায়

করিয়া,বিধাতা স্বন্ধিলা তোমায়,

দিলা সাজাইয়া অতুল ভূষায়—
তোর কিনা আজি এ হেন দশা।
হায় রে বিধাতা, কেন দিয়াছিলি
হেন অলঙ্কার; কেন না গঠিলি
মঞ্চভূমি করে,—অরণ্যে রাখিলি,
এ হেন যাতনা হতো না তায়।
তা হ'লে এগানে করিত না গতি
পাঠান, নোগল, পারম্ম জ্র্মতি,
হরিতে ভারত-কিরীটের ভাতি,

অভাগা হিন্দরে দলিতে পায়। এই যে দেখিছ পরী মনোহর. শতগুণ আরো শোভিত স্থন্ধর, এই ভাগিবণী ক'রে থর থর ধাইত তথন কত্ই সাধে। গায়িত তথন কতই শ্বস্থারে এই দৰ পাখী তক শোভা ক'বে. কত্তই কন্তম পরিমল ভরে ফুটিয়া থাকিত কত আহলাদে। আগ্রেকার মত উঠিত তগন, আংগকাৰ মত চাঁদেৰ কিবণ ভাসিত গগনে—গ্রহ ভারাগণ ঘরিত আনন্দে ধরিয়া ধরা। যগন ভারতে অমৃত্যে কণা হতো ব্রিমণ, বাজাইত বীণা বাাস বালীকি.—বিপুল বাসনা ভারত-সদয়ে আছিল ভরা॥ যখন ক্ষতিয় অভীব সাহসে ধাইত সমরে মাতি বীব-বদে. হিমালয়চ্ডা গগন প্রশে গায়িত যথন ভারত-নাম। ভাৰতবাদীরা প্রতি ঘরে ঘরে গায়িত যখন স্বাধীন গন্তৱে

স্বদেশ-মহিমা পুলকিত স্ববে,---জগতে ভারত মতল ধাম। প্তা ব্রিটানিয়া প্রা ভোর বল. এ হেন ভূজাগ ক'রে করতল, রাজর করিছ ইঞ্জিতে কেবল— তোমার ভেজের নাহি উপমা: এখন কিন্ধ1 হয়েছি ভোমার মনের বাসনা কি কহিব আর ৪ এই ভিক্ষা চাই ক'রো গো বিচার অথর্ব দাসেরে ক'রো গো ক্ষমা। দেখ চেয়ে দেখ প্রাচীন বয়সে তোর পদতলে পজিয়ে কি বেশে কাঁদিছে সে ভূমি, প্ৰজিত যে দেশে কত জনপদ গাহি মহিমা। আগে ছিল বাণী ধল-বাজধানী. স্মন্ত্ৰণে যেন গো থাকে সে কাহিনী. এবে সে কিন্ধনী হয়েছে ছথিনী বলিয়ে দম করে! না গ্রিমা। তেগোবো ভাৰকে কড শাভ বাব নিপু-পদাঘাত কলেছে প্রহার. কালেতে না জানি কি হবে আবাব-এই কথা দল করিও বানে। ভৱে ভৱে লিখি, কি লিখিব আৰু, নহিলে শুনিতে এ বীণা-বঙ্কার, বাজিত গরজে —উথলি আবাদ উঠিতে ভারতে ব্যথিত প্রাণ।

কোন একটি পাখার প্রতি।

(>)

চাত যে আবাৰ, পাখী, ডাক্ষে মধুৱ। শুনিয়ে কুড়াক প্ৰাণ, তোৱ স্থলালত গান অমৃতেৰ চাবা সম পড়িছে প্ৰচুৱ। আবাৰ চাক্ষে পাখী, ডাক্ষে মধুৱ। বলিয়ে বদন তলে. বসিয়ে বসালমূলে দেখিত্ব উপরে চেয়ে আশায় আত্র! ডাক্ রে আবার ডাক্ স্থমধুর স্থর।

(2)

কোথায় লুকায়েছিল নিবিড় পাতায়; চকিত চঞ্চল আঁথি, না পাই দেখিতে পাখী: আবার ভনিতে পাই, সঙ্গীত ভনায়। মনের আনম্ভে ব'সে ত্রুর শাখায়। কে ভোরে শিথালে বল. এ সঙ্গীত নিরম্ব ? আমার মনের কথা জানিলি কোথায় গ ডাকরে, আবার ডাক পরাণ জুডায়।

(0)

অমনি কোমল স্বরে সেও রে ডাকিত, কথন আদর করে, কত্ অভিমান ভারে, অমনি সন্ধার ক'রে লকায়ে থাকিত। কি জানিবি পাথী তুই, কত সে জানিত ! ঢাকিত প্রাণবল্লভে, নৰ অনুৱাগে যবে. কেড়ে নিত প্রাণ মন পাগল করিত; কি জানিবি পাথী তুই, কত সে জানিত ! (8)

ধিক মোরে, ভাবি তারে আবার এখন। ভূলিয়ে সে নক-বাগ, ভূলে গিয়ে **প্রেম**যাগ, আমারে ফকীর করে আছে দে যথন. ধিক মোরে, ভাবি তারে আবার এখন! ভূশিব ভূলিব করি তবু কি ভূলিতে পারি! ना जानि नातीत त्थाम मध्य त्रमन ; তবে কেন সে আমারে ভাবে না এখন গ (()

ডাক্রে বিহগ ভূই ডাক্রে চতুর; তাজে সুধু দেই ন'ম, পুৱা তোর মনস্বাম, শিখেছিল আর যত বোল স্তমধুর; ভাকরে আবার ডাক মনোহর স্থব!

তাঙ্গে কুমুমিত লতা, না তনে আমার কথা, উড়িল গগন-পথে বিহগ চতুর :--কে তার ভনাবে মোরে সে নাম মধুর !!

হতাশের আক্ষেপ।

(2)

আবার গগনে কেন স্থধাংও উদয় রে। কাদাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে, शहर-मार्कादव भनी मात्रि तनशा तनग्र द्व ! তারে ভ পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়, জনিল যে শোকানল, কেমনে নিবাই রে। · আবার গগনে কেন স্থবাংগু উদয় রে !

(?)

অই শুশী অই খানে, এই স্থানে ছুই জুনে, কত আশা মনে মনে কত দিন ক্রেছি ! কতবার প্রমদার মুগচন্দ্র হেরেছি ! পরে দে ইইল কার, এগনি কি দশা তার, আমানি কি দশা এবে, কি আখাসে রয়েছি ! (0)

কৌমার ধ্যন ভার, বিশিত সে বার বার. সে আমার আমি তার, মহ্য কারে। হবো না। ওবে ১ষ্ট দেশাচার, কি করিলি অবলাব, কার ধন কারে দিলি, আমার-সে হলো ৮...

লোক-লজ্জা মান-ভ্ৰেষ্ট্ৰে, মা বাপ নিনয় হয়ে, আমার দ্বন্ধ-নিবি এয়া কারে স্পিল। মভাগার যত আশা জন্মশোধ ঘচিল।

হারটের প্রন্থায়, ভূমিত চাতক-প্রায়, ধাইতে অমৃত-ছাংশ ব্বে বুজু বাজিল:--ম্রদাপনে-অভিনাম অভিনাম (ই) থাকিব। চিন্তা হলো প্রাণাগার, প্রাণারল্য প্রতিমার, প্রতিবিশ্ব চিত্তপটে চিত্রাক্ষিত বহিল, হায়, কি বিঞ্চেদ-বাণ সদয়েতে বিধিশ।

(3

হার, সরমের করা, আমার দেহের বাতা, পতিভাবে অক্ত জনে প্রাগনাথ ধরিগ ; মরমের বাথা মম মরমেই বহিল।

(9)

তদবধি ধরাসনে, এই স্থানে শৃত্যানে, থাকি প'ড়ে, ভাবি সেই সদত্তের ভাবনা, কি যে ভাবি দিবানিশি ভাও কিছু জানি না। সেই ধ্যান, সেই জান, সেই মান, অপম'ন— সত্তর বিধি, ভাবে কি রে জ্লাস্ত্রে পাবনা ?

()

এ যথগা ছেল ভালো, কেন পুন: দেখা হলো, দেখে বুক বিধরিল, কেন ভাবে দেখিলাম ! ভাবিভাম অংমি ছথে, প্রেয়মী থাকিত স্থে, সে এম ঘূচিল, হায়, কেন চথে দেখিলাম !

এইরূপে চল্লোনয়, গগন তারকাময়, নীরব মলিনবুগী ছাই তরুতলে রে; এক দুষ্টে মুখণনে, তেন্তে দেখে চল্লাননে ছাবিবল বাহিলালে নয়নেতে ফরে রে; কেন পে দিনে। কথা পুনং মনে পড়ে রে ?

সে দেশে আমার পানে, আমি দেখি

চিত্তারা ছুই জনে বাক্য নাহি সরে বে ; কতক্ষণে একথাৎ, "বিধবা হয়েছি, নাথ" ! বলে প্রিয়তমা ভূমে লুটাইয়ে পড়ে রে।

(22)

তার পানে.

বৰন চুগন কৰে, বাগিলাম ক্লোভে ধৰে, ভনিলাম মৃহ স্বৰে ধীৰে ধীৰে বলে বে— "ভিলাম ভোমাৰি আমি, তুমিই আমাৰ স্বামী, "ফিবে জ্বলে, প্ৰাণনাথ, পাই যেন

তোমারে ৷"— কেন শ্রমী পুনরায় গগনে উঠিলি বে !

প্রিয়তমার প্রতি।

(3)

প্রেয়সি রে, অধীনেরে জনমে কি ত্যঙ্গিলে ? এত আশা ভালবাসা সকলি কি ভুলিবে? অই দেখ নৰ ঘন, গগনে আসিয়ে পুনঃ, মুচ মুচ ব্রজন গুরু গুরু ডাকিছে, (দেখ পু.ও চাদ অ বা. ময়র থুলিয়ে পাখা, কনম্বের ভালে ভালে কুতৃহলে নাচিছে! পেয়ে জল স্থাতিল, পুনঃ সেই ধরাতল, মেহ করে তুপনল বুকে ক'রে রাথিছে ! হের প্রিয়ে পুনরায়, পেয়ে প্রির বরষায়' यमना-जाकरी-काया উर्थानवा अंतरह । চাতক ভাপিত প্রাণ, পুলকে করিয়ে গান, দেখ বে জনদ কাছে পুনৱায় ছুটিছে! প্রেছিদ রে প্রখোদয়. অখিল একাওময়, क्विवीं भरमेव छत्य अ भवाग कामिएछ ।

(?)

শ্বই পুন জন্মবে ব্যবিধারা স্থবিধা।

শতায় কুখ্যনার, পাতায় সর্বাশ-জরে,
নবীন তুপের কোনে নেতে নেতে পাছিল।
গ্রান স্থানর ধরা, শোভা দিল মনোহরা,
শীতল সেইজেনভরা বাসে বায়ু ভরিল।
মরাল মানন্দ-মনে, ছুটল কমলবনে,
চঞ্চল মুলালন বারে বারে ছলিল।
বক হংল জনচর, নেতে করি কলেবর,
কেলি-হেছু কলরবে জলাশ্যে নামিল।
নামিনী মেথের কোলে, বিলাসে বদন খোলে
ঝলকে ঝলকে রূপ আলো করে উঠল।
এ শোভা নেধার কাবে, কেখায়ে সম্ভার মারে,
হায় সেই প্রিথত্যা অভাগারে ভাজিল।

(0)

- ত্যঙ্গিৰে কি প্ৰাণৰ্ধাৰ সূত্যজিতে কি পাৰিবৰ সূ | কেমনে সে স্নেহ-নতা এ জনমে ছি ড়িবে স্ **সে যে সে**হ প্রধান্ত্র. খেলিয়াছে সমুদয়. প্রক্রতি-প্রাণ-মন কিলে তাহা ভুলিবে ? আবার শর্ম এলে. তেমনি কিব্রণ চেলে. হিমাংও গগনে কিরে আর নাহি উঠিবে ? ব্যুপ্তের আগননে, সে জনে সন্ধার সনে, আর কি দক্ষিণ হ'তে বায়ু নাহি বহিবে ? আর কি বজনী-ভাগে. দেইরূপ অন্নরাগে. कामिनी वजनीवज्ञ, दवन माहि कृष्टिव १ প্রাণেশ্বরি। পুনর্মার, নিশীথে নি**ন্তর** আর ধরাতল দেইরূপে নাহি কিবে থাকিবে গ **क्षीतक्ष (**कह करन, कथन कि दकान तरन. ভলে অভাগার নাম কর্ষেতে না আনিবে ? **अ्थाम (व स्वा**भव.) अर इतिवाद नव. कामानि कामानि खुदु भिन्यास्य ज्ञानित्व !

(8)

অই দেখ প্রিয়তমে কারিধারা ঝরিল। শরতে স্থলার মহী স্থানাগি বসিল। হবিত শত্মের কোলে, দেখারে মঞ্জরী দোলে, ভান্তভটা ভাহে কিবা শোভা দিয়া প্রেত্ত। ৰভিলে মুচল ৰায়, চলিয়া চলিয়া ভায়, তটিনী-তর্জনীলা অবনীতে খেলিছে ৷ গোঠে গাভী বৰ দৰে. চরিছে অ'নক-মনে, হর্মিত তরুলতা ফলে ফলে সেকেছে : সরোবরে সরোক্ত কুমুদ কছলার দৃহ, শরতে প্রকার হ'তে শোভা দিয়ে ফুটেছে। আচস্থিতে দরশন, খন খন গ্রজন, **উভিন্নে অম্বরে মে**য় ডেকে ডেকে চলেছে। প্রের্মি রে মনোহরা, এমন স্থাথের ধরা, বিহনে ভোমার আজি অন্ধকার হয়েছে।

(()

আহা কি স্থানত বেশ সন্ধা আই আমিল! ভাঙা ভাঙা মেঘঙলি, ভান্তর কিবল ভূলি, পশ্চিম গগনে আমি নীবে নীবে ব্যিল, অন্তসিরি আলো দরি, বিচিত্র বরণ ধরি,
বিদল আকাশে ছটা উপলিয়া পড়িল।
গোধুলি কিবণ মাধা, গৃহত্তু তকশাধা,
প্রেথমি রে, মনোহর মাধুরীতে পুরিল।
কালিধনী বারি বারি, হয়, গজ, তক, গিরি,
আঁকিয়ে তুন্দর করি ছড়াইতে লাগিল।
দেখ প্রিয়ে তুন্দর করি ছড়াইতে লাগিল।
দেখ প্রিয়ে তুন্দর করি ছড়াইতে লাগিল।
ক্যেবর্ণর পাতা যেন হড়াইয়া পড়িল।
ক্যাক মঞ্চের পরে উচিল আনন্দ-ভরে,
চঞুপুটে শগু ধ'রে নভশ্চর ক্ষিরিল।
এ প্রথ-সক্ষাম্ম প্রিয়ে, সাবে জলাঞ্জলি দিয়ে,
শৃশ্ত-মনে নিরাসনে এ অভাগা রহিল।
(৬)

আজি এ পূর্ণিমা নিশি প্রিয়ে কারে দেখাবে ?
কার সনে প্রিয়ভাষে দেহ মন জুড়াবে ?
এগনি যে স্থানকর পূর্ণবিদ্ধ মনোহর,
পূর্বদিকে পরকাশি স্থারাশি ছড়াবে।
এগনি যে নীলাম্বরে, গেতবর্গ থরে থরে,
আনিয়ে নেথের মালা স্থাকরে সাজবে।
তক সিরি মহাতল, শিশির আকাশ জল,
চাদের কৌমুলামানা নাবে আজি দেগাবে ?
প্রেয়িদ, অস্থান কারে আজি দেগাবে ?
প্রেয়িদ, অস্থান কারে আজি দাবি —
শুই দেগ চক্রবাক, জ্বেক অনমল ভাক",
বলে স্থাইবে কাবে, কে বাদনা পূর্বাবে ?
তর্মন সমর্বন, করেছিল যেই জন,
ভাবে কান্টিল, হাই, প্রথম কি জুড়াবে ?

কালচক্তন।
বাবেক এখনও কি বে দেখিবি না চাহিয়া—
উন্নত গগন'পরে,
ব্রন্ধাণ্ড উজ্জল ক'বে
উঠেছে নক্ষত্র কত নব জ্যোতিঃ ধরিয়া।—

মানবে দেখায়ে পথ চলেডে ভড়িতবং প্রভাতিয়া ভবিষাৎ, ভমগুল ভাতিয়া ৷ হেবে দে নক্ষত্ৰ ভাতি দেপ রে মানবজাতি ছুটেছে তাদের সনে আৰু ক উৎসাহ মনে নিজ নিজ উন্নতির জয়পত্র বাঁধিয়া। চলেছে চাহিয়া দেগ সেহিটা যেহিটা এক এক কলে পরাছয় করি দেকমর্ভি ধরিয়া। जन्मि, अभिनी, स्मक् अर्गाट करम् के के অবাদে পরিছে পাশ পদততে প্রিয়া। চলেতে বধমগুলী নবে ক'বে কুতৃহণী, চন্দ স্থান প্রহ ভাষা চি'ডিয়া সানিচে তারা শুন্ত হ'তে ধরাতলে জ্ঞান-ডেটের বাঁধিয়া। আকাশ পাতাল গড় পঞ্জত আদি যত প্রকৃতি ভয়েতে দ্রুত দেখাইছে খুলিয়া! দেবলা অস্বভাগ ক্রমে হয় অদর্শন. बेगदवत्रहे मिश्हांमन छेजिट्टए कें। शिया। সরস্থা কুত্রলা, সাহিত্য-দৰ্শন-কলা সহত্তে সহস্রমালা দিতেছেন তুলিয়া। কমলা অজন্ম ধারে ভাঙ্গিয়া নিজ ভাণ্ডারে ধনবাশি স্ত পাকারে দিতেছেন ঢালিয়া। কৰিক্ণ কোলাহলে ম্বে জয়ধ্বনি ব'লে

উন্নতি তবজ সঙ্গে ছটিছে অপে করে. প্রজাতি-মাহস কীর্ত্তি উদ্দৈস্পরে গাহিলা। মুই দেখ গগে তাব প্রিয়া মহিমাহাব চলেছে ফবাসীজাতি গলা শুরু করিয়া। অন্তিৰ আসনানলে---স্থাপিত অবনীতলে সমাজ-শঙালমালা নব সত্তে গাঁথিয়া। 5(जटफ ८४ (जन्म ८५८६) শাৰ্থাত প্ৰসাধিয়ে অর স্মালনা ধরা অপ্রাথে ভ্রিয়া. অধ্যতিক ব দিনে, न्त, विति, श्रेष्ट्रवर्ग, জননিধি, উপক্র পেইছালে বাধিয়া। हाहे अन् ८६ व नार्ष পুরাকে মনের সাধে পুরুবিয়া মনবেশে উঠিতেছে গ্রন্থিয়া। বিরভা-নলন সম ধ'ৰে নিজ প্ৰাক্ৰম নেথবে অসিতে রুখ বসুমতী গ্রাসিয়া। ইতালি উত্তলা হ'য়ে স্থা-বিবাট শিবে ল'য়ে আবার জাগিছে দেখ ভল্পার জাডিয়া। বিস্তাতিয়া তেকোনালি দেখনে গুটনবাদী আভিন্ন কলেতে বরা, भक्त बील महांशवा. যত দ্ব প্রভাকর-কর আছে ব্যাপিয়া। প্রকাশি অসমি বল শ সিজে ভাগতিল. শিবে কোহিত্ব বাবা মদগ্ৰেই মাতিয়া। তব্ৰ বাবেক কি বে দেখিবি না চাহিয়া-

হতভাগা হিন্দুজাতি! শোড়ে কি নক্ষত্ৰভাতি উন্নত গগন'পরে ধরাতল ভাতিয়া ? চিল সাৰ বড মনে ভারত (ও) ওদেরি দনে bजित्य खेळालि मही करत कर वैभियो : অ'तात छेड्डन शर्व নৰ প্ৰজ্ঞালিত ভবে ভারত উন্নতি স্থোতে চলিবে বে ভাগিয়া। জনিত্রে প্রবেগণ रीत, (याका अवनन, বাগিবে ভারত-নাম ক্ষিতি পরে আঁকিয়া। দে আশা হইল দুর, নীরৰ ভারতপুর: এক জন (৭) ক'লে নাবে প্রকিথা ভাবিঘা। এ ক্ষিভিয় গল-যাঝ আৰ্গা কি বে নাহি আজ শুনায় সে বৰ কেহ উক্তৈপ্তৰে ডাকিয়া। সে সাধ মুচেছে ভার! আয়ে মাজননী আছে. ল'য়ে তোর মূতকয়ে मिछाई मदनत मांध मदन मदन कांकिया ।

কুত্-খুর।

অই ক্ছবিল পিক ললিত উ জ্বাদে।

হিমান লাক্ষা বাংশীর পাণ,

ফারের বেগা ভার ফদি-ভটে বল না।

হার ! বল-ফদি কেন অই কপে বল না ।

কি কুছ ভাকিল পাণী বলিতে না পারি।

প্রকৃতি কুন্তল মাজি,

ফানির ভবন ভোলে, অব্বেতে বলে না !

অমনি হানিতে বলবানী কেন হানে না ?

ভানিতে সে মনুম্য কোকিল-কাকলি

অত্তেত মল্য বায়, সেও বৈ ছুটিল হায়!
ছুটল কুমুম বেগ্ৰ, সেও ধৈৰ্য্য মানে না!—
অমনি আবেগ-স্মোত বঙ্গে কেন ছোটে না?
তমিও কি সবোৰৰ অই কুচুম্বৰে

চলেছ লহরী তুলে, মঞ্জরিত তক্স-মুলে,
উতলা প্রাণের কথা জানাতে তাহায়
কল কল কল করে তুমি প্রবাহিণী,
ছুটেছ সাগর-পাশে, মাতিয়া কি এই ভাষে,
বলো না লো কি আধাসে পুনরেইন স

শুনায়ে মুচল বঙ্গে কর চির্গাণী। জড়ে চেতনের ভাষা বঝিয়া চেতিগ— কি বলিজে কচস্ববে, কে বঝায়ে দিবে নৱে, ধরণী চঞ্চল করে কি কথা এমন ৪ ---বনের পাগীর স্ববে চকিত ভবন : নাহি কি এ বঙ্গে হেন কোন প্রাণী হায়। স্কারি ঘাশার সভা শুনায় অম্নি কথা গ অমনই নিগুঢ ভাবে ৭—নাহি কি অমন জন্য কেপানো কথা কাছার (ও) গোপন গ হাসি কালা, কি উলাস নাহি কি বে আ कांश्व (१९) अनुब्र-भारक अभिन भवनितः । वार्षः, বঙ্গের অন্তর ভেদি উচ্ছাস তলিয়া গ হানে, কানে, ভালে বল উৎসাহে ভবিয়া ! কে আছ হে কবিকলে গভীৱ-স্কন্য ! গাও একবার শুনি, জীবন সার্থক গণি. यम्भि मन्त यहत शहीत छक्। म, গুর্নায়ে এ গুউড়ের প্রাণের হত। । উক্তভানে বন-প্রণে মিশাইয়া প্রাণ, প্রাচীন যুধক জনে লও হে আশার বনে, উন্ত ক্রিয়া গানে, কৃহক দেখাও :---প্রভাতের জেটতি বঙ্গ-নিশিতে মিশাও। বৰিব বলেব কৰি জনাও বিদাবি-

পরস্পরে রাপি ভর পাষাণে পাষণ-স্তব বিরাজে অনন্ত কোলে, বিনা অন্ত ভোরে। ज्यत कविद्व हर्ष मिस्त मनित्न । राता (र किरमद राज भारतिक क्यां ठाज । मित्न मित्न भटन भटन,—ना इस निशित । জলে জলকণা বাঁধে কি গভীব মিল। কার হৃদে বঙ্গে হেন তরঙ্গ থেলায় গ গুউড যাউক ভলে. দেখাও জনমু খলে সে তরঙ্গ স্রোতে মিলে ভাস্কা তেমতি, গ্রনে ও কোকিলধ্বনি প্রকৃতি যেমতি। ন। ধনি ভাষাতে পার উৎসাহে তেমন. হামাও হে বঙ্গে ভবে নিগ্ত রহস্ত-রবে, বঙ্গ জনয়ের শিলা করি উন্মোচন।— হাসিলে পাসরে ব্যথা গোলামের(ও) মন। যে রসে হাসাতে পার হাসাও উচ্চেতে; যেন সে হাসিত্র সনে হাসে সবে জ্লাননে, হাদে যথা কলম্বরে মহী পাগলিনী-কে ছানো হে বঙ্গ-কবি,গাও সে কাহিনী যে হাসি-মধুতে নাই বাসির আছাণ. দৌরভে পরাণ ভবি ছোটে জীবনের তবি. যে হাসি তরঙ্গে ভাসি, কান্দের পার্থারে !--ভাষিত যে হামি "বোমে" "হবেদেব" 1.53°E

যে হাসিতে প্রভাকর উন্ধলি গগন,
প্রারটের কাল ঘন করে প্রিয় দরশন,
করে চারু গুলা, তক, গুহুরর কানন।
তেমতি হাসিতে কুলা কর বলজন।
না যদি হাসিতে পার সে গভীর বেগে,
গাইয়া করণ ববে প্রাণে কালিও সরে—
ব করালা, বুল, যুরা শিথুক কাদিতে—
ফলি ভ'রে জীবনের উদ্ধাস ত্লিতে।
ভেবো না হে বলনারী নিবারি তোমায়
পাতিতে সে চারু ক্যিদ — নেত্র কোলে অন্ধ

অন্ত সর্দ্ধ ওষ্ঠাধরে মধর মেলানি। সে হাসির অমিয়তা ভেবো না, না জানি। ভেব না তরুণ যথা কিবা হে প্রাচীন. নিবারি তোমায় তাহা নিতা তমি হাসো যাহা. দে হাসি হাসিয়া তব প্রাণ জ্ভাও. যবতী, প্রবীণা কিম্বা কিশোরে ভঙ্গাও! ভেবো না জানি না আমি কিবা সে মধ্ব শিশুর অধরতকে হাসির অমিয়া চলে চলে যাহা ধরাতলে জীবন জীয়াতে। ঢে**লে**ছি সে স্কণাবাশি তাপিত হিয়াতে। ভেবো না জানি না বঞ্চ কালে নিবন্তর আপন আপন তবে স্কুত্ত শোক তাপ ভৱে, ঘরে ঘরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কত নীর-হার।--বঙ্গেতে আছে হে জানি সে শোকসঞ্চার ! না চাহি সে কালা, হাসি, সে উৎসব রোল: মাদকতা নাহি তায় ' বক্তধার না ঢলায়। সদয় পাথার তাম উথসিত হয় না।— দেব-পাতে বিনা গ্রীয়ে বিশ্ব নীর বয় না । অসার নিঃস্রোভ এই বঙ্গের জন্ম। হাসিতে কালিতে প্রাণে গভীবতা নাহি জানে. না ছানে উৎসাহ বাবে প্রাণের প্রক্রম। জগং ভাসানো বেগ বঙ্গেতে কোথায় ৪ বহু যদি দে তথ্য কাহারও হৃদয়ে, গাও হে ভবে সে গাত শুনায়ে কর জীবিত. নিংস্রোত বঙ্গের সদি সোতেতে ডুবাও;---রহস্থা, রোদন, কিম্বা ভিৎসাহে ভাসাও। এলো ভাত: কবিকলে আত কোন জন. শুন হে গভীব স্ব । কি ঝবিছে **মনোহর** কে:কিলের কুজ্ববে — মমনি কীর্ত্তন না শিবিবে যঙ্গিন, ছেছে। না বাদন। তে কামিনীকুল, যুত বলেও পীয়ুষ i কৰ পূৰ্ব শিশিবাৰে পতি, পুত্ৰ, তনমাৰে, সফল কবিত্তে এই কবিব স্থপন।---(तर्था घटन एमोलनीन दवनी-वांधा अन ।---

ভূলো না ও কুহস্বর—ভূলো না আমায়।
হৃদয়ে গাঁথিয়া মালা দিলাম বৈশাপী ভালা;
বাসি ব'লে অনাদ্রাত কেলো না ইহায়।—
হায় রে নবীন-বাম ববেতে হোলায় ?
হে বক্দর্শন-প্রিয় ভামিনী যতেক!
কারে সম্বোধিব আব লইতে এ উপহার ?
বাঁকা চাঁদি আঁকা যার সদয়-বাকায়,
সমর্পি তাঁহারই করে, অরিয়া সবায়!—
ভূলো না ও কুহস্বর—ভ্লো না আমায়!

ভারত সঙ্গীত।

(চারতবর্ষে ধণন মোগল বাদসাহদিগের অভ্যন্ত প্রাহ্নভাব এবং মোগল দৈল্লগণ ক্রমে ক্রমে ভারতভূমি আছেন করিয়া মহারাষ্ট্র অঞ্চল আক্রমণ করে, তগন মাধরাচার্য্য নামে এক জন মহারাষ্ট্রীয় রাজণ ব্যদেশের হীনভায় একান্ত ছংগিত ইইয়া, ব্রদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার নিমিত্ত নগরে নগরে এবং পর্বতে পর্বতে ভ্রমণ করিয়া বীরত্ব এবং ভ্রমণ করিয়া বর্গভিতেন।
শিরাজীর সময় হইতে হাঁহার প্রণীত সঙ্গীত মহারাষ্ট্রীয়দিগের মরো সর্বত্র প্রচলত এবং অত্যন্ত আদরণীয় হয়। মাধরাচার্য্যের মৃত্যুর পর অক্সান্ত গায়কেরা নেশে দেশে সেই গান করিয়া রেড়াইতেন। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া ভারতসঙ্গীত লিগিত তইয়াছে।)

"আর বুম্টিও না, দেও চক্ষু মেলি ; দেও দেও চেয়ে অবনীম গুলী কিবা স্থদজ্জিত, চিতা কুতৃহলী, বিবিধ মানবন্ধাতিরে লয়ে। "মনের উরাসে, প্রবল আশ্বাসে, প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে, বিজ্ঞয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে, দেগ হে ধাইছে অকুতোভয়ে।—

*হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়,
হয়েছে অবৈর্থ্য নিজ বীর্ণাবলে,
ছাড়ে ভ্রুদ্ধার, ভূমগুল টলে,
বেন বা টানিয়া ছিড়িয়া ভূতশে
নুতন করিয়া গড়িতে চায়।

"মধ্যস্থলে হেণা আছল পূজিতা চিব বীধ্যবতী, বীব-প্রস্থানতা, অনস্তধৌবনা বৃনানীমগুলী, মহিমা-ছটাতে জগৎ উজলি, সাগব ছেচিয়া, মক গিবি দলি, কৌতকে ভাসিয়া চলিয়া যায়॥

"আরব্য মিদর, পারস্ত তুরকী,
তাতার, তিব্বত—অন্ত কব কি ?
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসহ করিতে, করে তেমজ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমাযে রয়।

"বাজ বে শিক্ষা, বাজ এই ববে, সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, সবাই জাগুত মানের গৌরবে, ভারত শুধুই মুমায়ে বয়।"

এই কথা বলি মুগে শিশা তুলি শিগৱে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী, নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজ্ঞলী গায়িতে লাগিল জনেক যুবা। আয়ত পোচন, উন্নত ললাট, স্থগোরাঙ্গ তন্ত্ব, সন্ম্যানীর ঠাট, শিখরে দাড়ায়ে গায়ে নামাবলী নয়ন-জোতিতে হানিল বিজ্ঞলী, বদনে ভাতিল অতুল আভা।—

নিনাদিল শৃষ্ক করিয়া উচ্ছাদ, বিংশতি কোটি মানবের বাদ, এ ভারতভূমি যবনের দাদ ? বারেছে পড়িয়া শৃষ্ণলে বাধা।

"আধ্যাবর্ত্ত-স্বয়ী পুরুষ যাহারা, সেই বংশোন্তপ জাতি কি ইহারা ? জন কত শুধু প্রহারী পাহারা, দেখিয়া নয়নে লেগেছে বঁগো ?

"ধিক্ হিন্দুক্লে ! বীৱধৰ্ম ভূলে, আৰু অভিমান ডুৱায়ে সলিলে, দিয়াছে সঁপিয়া শক্ত-করতলে, সোণার ভারত ক্রিতে ভার

"হীনবীর্থা সম হয়ে ক্লাঞ্জলি, মন্তকে ধরিতে বৈরি-পদবৃলি, হাদে দেখ ধায় মহা কুত্হলী ভারতনিবাসী, যত কুলাঞ্চার।

"এসেছিল ধবে আধ্যাবর্ত্ত্নে,
দিক্ অন্ধকার করি তেজে,বুনে,
রণ-রদ-মত্ত পূর্ব-পিতৃগণ,
যথন তাঁহারা করেছিলা রণ,
করেছিলা জয় পঞ্চনদগণ,
তপন তাঁহারা ক'জন ছিল পূ

"আবার যথন জাজনীর কুলে, এপে,ছলা জীরা জয় দলা তুলে, যম্না, কাবেরী, নর্মা পুলিনে, জাবিড়, তৈলগ, দাক্ষিণত্য বনে; অসংখ্য বিপক্ষ প্রাজ্ঞিরবেণ, তথ্ন তাঁহারা ক'জন ছিল পূ

"এখন তোৱা যে শত কোট তার, স্বদেশ-উদ্ধার করা কোন ছার, পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে, স্বমেক অবধি কুমেক হইতে, বিজ্ঞাী পতাকা ধরায় তুলিতে, বাবেক জাগিয়া করিলে পণ।

"তবে ভিন্ন, জাতি-শক্র-পদতবে, কেন বে পড়িয়া থাকিল্ সকলে ? কেন না ছিড়িয়া বস্ত্তন-শৃত্তালে, স্বাধীন ইইতে ক্রিল্মন ?

"অই দেগ সেই মাথার উপদ্ধে, ববি, শশী, তারা, দিন দিন ঘোরে, ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা করে ভারত যগন স্বাধীন ভিল্ন।

"সেই আগ্যানর্গ এগন(ও) বিস্কৃত, দেই বিকাশি: এনেও) উন্নত, দেই ভাগান্তী এনে(ও) গাবিত, পুরাকালে তারা সেরুপ ছিল।

*কোথা সে উজ্জ্জন হতাশন-সম হিন্দু বীরদর্শ, বৃদ্ধি, পরাক্রম, কাপিত ঘাহাতে : বর জন্ম, পান্ধার অবধি জন্ম-সীমা ৪

"সক্ষিত আহে, সে সাইস কই ? সে গদ্ধীর জ্ঞান, নিশ্বণ জ কই ? প্রবল এরস সে উন্নতি কই ? কেম্বারে ঋ্যা সে স্কৃতি-মহিমা! "হয়েছে ঋশান এ ভারতভূমি! কারে উজৈপ্পরে ভাকিতেছি আমি ? গোলামের জাতি শিগেছে গোলামি,— আর কি ভারত সঙ্গীব আছে?

শিদ্ধীৰ থাকিলে এগনি উঠিত,] বীর-পদ-ভাৱে ঘোদনী হলিত, ভারতের নিশি প্রভাত হইত, হায় রে দে দিন ঘুটিয়া গেছে !"

"এই কথা বলি অঞ্চবিন্দু ফেনি, ক্ষণমাত্র ধুবা পুৰুশ্ব ভূলি, পুনর্বার শুৰু মুখে নিল ভূলি, গ্রিজ্ঞা উঠিল গঞ্জীর স্ববে—

"এখন(৩) জাগিথা উঠ বে ধৰে, এখন(৩) সোঁডাগ্য উদয় হবে, রবি-কর-সম বিগুণ প্রভাবে, ভারতের মুখ উজ্জ্য ক'বে।

"এক্' বার শুরু জাতিচেদ ভূলে, ক্ষত্রিয় রাজাণ বৈঞা শূর মিদেন, কর দৃঢ় পণ এ মহীম ওলে তুলিতে আপন মহিমা-ধ্রজা।

"জপ, তপ, আর যোগ আরাধনা, পূজা, হোম, যাগ্ল, প্রতিমা-অর্জনা, এ সকলে এবে কিছুই হবে না, তুলীর রুপাণে কর বে পূজা।

শ্বান্ত সিদ্ধানীবে, সূধার-শিখবে গগনের গ্রাহ তর তর ক'বে, বান্ধু, উকাপাত, বজ্ঞশিপা ন'বে, স্বকাষ্য-সাধান-প্রবৃত্ত হও ! "তবে দে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে, প্রতিষ্কী সহ সমক্ষ্ম হতে, স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিত, যে শিরে এক্ষণে পাছকা বও।

শিছল বটে আন্তে ভপুসার বলে কার্য্যসিতি হ'ত এ, মহীমগুলে, আপনি আনিয়া ভক্ত-বণস্থলে, সংগ্রাম করিত অমরগণ।

"এখন সে দিন নাহিক বে আর, দেব আবাধনে ভারত উদ্ধার হবে না,—হবে না —পোল্ তরবার ঃ এ সব দৈত্য নহে তেমন।

° অন্ত্র-পরক্রেমে হও বিশাবদ, রণ-রঞ্গ-রমে হও রে উন্মাদ,— ভবে সে বাচিবে, ঘুটিবে বিপদ, জগতে যগপি থাকিতে চাও।

"কিসেব লাগিয়া হলি দিশেহারা, সেই হিন্দুয়াতি, সেই বস্তব্ধরা জ্ঞান বৃদ্ধিস্ক্যোতিঃ তেমতি প্রথবা, তবে কেন ভূমে প'ড়ে লুটাও গু

" এই দেখ সেই মাথার উপরে, রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে, ঘুরিত যেরূপে দিক শোভা করে, ভারত মধন স্বাধীন ছিল:

"সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন (ও) বিষ্ণুত, সেই বিদ্যাচল এখন (ও) উন্নত, সে জাহাবী-বারি এখন(ও) ধাবিত, কেন ফে মহন্ত হবে না উজ্জন ? বাজ্বে শিপ্না বাজ্ এই ববে, শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে, সবাই স্বানীন এ বিপুল ভবে, সবাই জাগুত মানের গোলবে, ভারত শুধু কি মুমায়ে ববে ?"

কমল-বিলাসা।
আহা মরি কুবা দেখিও জলর
মধুর অপন-লহরি।
নবীন প্রদেশে নবীন গগন,
মধুর মধুর শাতল প্রনন,
সরবে সরবেদ নীরদ-বর্গ
দলিল ভামতে বিহরি।

কত সংরাজি টা সংবাবক, পরে, পরিমলময় দলা নৃতা করে, জুটে জুটে জনো শত থবে থবে, অপুর্বা প্রবাদ বিতরি।

সবোৰর-ভাবে এ গেতে বিহ্বাং, জ্বমে কত প্রাণী।হেরে নে কমন, প্রাণ শরীর স্থবাদে শীতন বাভায়ে বাজারে বাশিনী।

ভ্রমে কন্ত স্থাপে, কত সে আনন্দ, যেন মাতোয়ারা লভিয়া সে গদ্দ, সরোবরে পশি পিয়ে মকরন্দ — চিস্তা শোক ভাপ পাশরি।

ভাবে পদ্মধন্ত, ভাবে পদ্মনাল, ঢালে পদ্মধন্ত পূর্ণ করি পাল; ভথয়ে স্করস নবীন মৃণাল কভাই ধতনে আহরি। আননেদ বিভোৱ মধুমত্ত মন ত্যক্ষে বারি পুনঃ উঠে কতক্ষণ তীরে বসি বীবে সেবে সমীরণ—| স্কুম্পের লহরী।

পুন: গিয়ে স্বলে:ভুলে পক্ষদল, কোরক বিকচ নলিনী অমল; মকরন্দ লয়ে ঢালে অবিচল পুরিয়া পুরিয়া গাগরী!

পুন: উ. ১ তীবে মৃত্ব মন্দ্র বার, ধীবে ধীবে সবে তক্তলে মার; নিকুঞ্জ ছাড়িয়া তথন দেখায় প্রবেশেকতই ফুন্দরী।

মধুমাপা হাসি বদনে বিকাশ, প্রমধু-বাসে প্রাণে উল্লাস, প্র-স্থা পিয়ে মিটারে পিয়াস — কুনলয়ে বাদ্ধে কর্রী।

বিছামে কোমল কম্ব-প্তিষ, স্থলীতদ শ্বা। ভূতলে সাজার, চাক মনোহব উপাধান তায় গ্রহিত নলিনীমগ্রহী।

তক তলে তলে হেন মনোইর কমলের শ্ধা কোমণ স্থলার; হুমকেননিত্র স্থতাক অম্বর যেন রে মেদিনী-উপরি।

এরপোপাতিয়া কুম্ম- শ্ব্ন, হাসিয়া হাসিয়া বিলাসিনীগণ, হ্রদ: 1ল্লভ-পাবশে তথন ছড় য় বিশাসন হরী। ক্ষেত্র পুলিয়া গ্রীবার ভূষণ হেমময় মালা জড়িত রতন, পরায়ে প্রিরেরে করিয়া যতন, ধেলায় নয়ন-সফরী;

অলকার চুল কেহ বা থুনিয়া জড়ায়ে জড়ায়ে বিননী গাঁথিয়া, বধুরে বাঁধয়ে সোহাগে গলিয়া, অধরে হাসির মাধুনী;

কেছ বা আপন নয়ন-মঞ্জন জুলিয়া বিলাদে করে বিলেপন প্রিয়-আবিপদের — সলজ্জ বদন, চঞ্চল বদনে সম্বরি;

কোন বা লগনা ছলিখা চাতবে, বাঙ্গা পদ তুলি প্রিয়গুদি-পরে, অসক্তনাঞ্জনে দেহ চিহ্ন করে, স্থানাতে প্রেমের চাকরি

একপে বৃদিয়া যতেক ললনা, হাব, ভাব, হাসি প্রকাশে ছলনা, কেহ বা শিয়বে, কোন বা অবনা চরণ-পাবশে প্রহরী।

বদিয়া প্রভাতে যতেক স্থন্নী, মধুর ললিত মোহন বংশনী, স্থবেতে কাদিয়া আলাপ আচরি, পূরিছে পল্লব-বল্লনী।

সে স্থাতত্ত্বে মিলিয়া তথন উঠিল সঙ্গীত পুরিয়া কানন— শ্রামা, কলকঠ, শারী অগণন "বউ কথা কশু" ফুন্দুরী উঠিন ডাকিয়া পূবি চাবি দিক—
জগৎ সংসাব কবিল অলীক,
বেণ্-বীণা-বব হ'তে সমধিক
মধুৱ গীতের লহরী।
বাশীতে বাদ্ধিছে—"কিবা সে সংসাব"
কোকিনা ভাষিছে—"দে সব মিছার"
শ্রম, আশা, ভ্রম—সকলি অসাব"
প্রতিধ্বনি উঠে কুহবি;—

"কি হবে জীবনে, প্রেনের আন্যোদে
পরাণ যদি না মাতে!
রসের বাগান—সংগর মেদিনী—
নাবীকুল কুটে তাতে।
যে জানে মথিতে এ স্থপজলধি
শেই সে পীয়ুর পায়;
সংগর বাজার—স্থপের মেদিনী—
রসের বেসাতি তায়;"

শহায়, দে পীয়ুব ! কিবা তাব সম
ভাব বে ভাবুক মনে !
হায়, ধন, মান, যশ, —প্রাণে নিগড়,
কভক মাশার বনে !
এ যে, স্থানের ধরায় ! ভাবনা হুতাশ
ইহাতে নাহিক সাজে,
হেথা, প্রাণের সারস, প্রামানে মাজিলে
তবে সে আনন্দে বাজে !
ভধু, রসিক যে জন, রসের ধরায়
সেই সে হরম পায়;
ভূবে, নারীস্থাকুপে, লভে প্রেমন্থ্রা,
বিজ্ঞ এই গাঁত গায় ।"

বিহুগ, বিটপী, বাঁশরী, বীণাতে শই গাঁত শুধু ব্যৱসে প্রপাতে : প্রকৃতি ষেন বা মাতিল তাহাতে বিস্তাসি বেশের চাতুরী।

চারু কিম্পায় হইল বিকাশ; তরুরাজি কোলে মৃত্ মৃত খাদ কুম্ম চুম্বিত মলয় বাতাদ লতিকা উঠিল শিহরি;

ভূলিয়া কণাপ মদুন-বিধুর নাচিতে বাঁগিল উন্মন্ত মনুর; নবীন জলদ নিনাদি মধুর গগন বাধিল আববি।

গঢ়েতর আবো বাজিল বাদন, গাঢ়তর আবো গীত বরিষণ, গঢ়েতর বেশ আবো দে ত্বন আঁধারিল যেন শর্মবী।

যত তৰু ছিল পড়িল লুটয়া, বিটপে বিটপে লতা বিনাইয়া, করিল মণ্ডপ কুন্তমে ভূবিয়া, ধীর নাদে মুহু মর্থারি!

মগুপে মগুপে যুগল যুগল, স্কুতক্রা অলসে শরীর নিচল, পড়িল পরাণী—অসাড় সকল— বহিল চেতনা সম্বরি।

একাকী তথম ভ্রমিষ্ক সে দেশ ;
চারিদিকে গালি হেরি চাক-বেশ
কমল সম্বসী, কোমল প্রদেশ
বাজিচ্ছে ভুতল উপরি।

পাতিয়া নলিনী যত প্রাণিগণ, সবোবর-ভীরে স্কুপে নিমগন, কেবলি নিরণি, যত^ই ভ্রমণ করি, সে অপূর্ম্ব নগরী।

যড় ঋতৃ পীরে ক্রমে আদে যায়।— প্রাব্রটের কোলে নিদাঘ জুড়ায়, প্রাবৃট আবার শরতে লুকায়; হাদিল শাবদ শর্মধী;

শিশিবের কোলে হিম ঋতু আদে, নিশি- অঞ্জলে তরুদল ভাগে; তথ্য (৪) উন্মন্ত অনুত বিলাদে নতেক নাগ্র নাগ্রী:

ষতদিন ক্ষপা জঠবে না জলে সেই ভাবে তারা পড়িয়া ভূতদে অচেতন চিতে পাকরে বিহ্ববে জগত সংসার পাশবি।

বস্ত ফিচিনা আইলে আবাব, জাগিল করমে মূণাল আহার, ক্মল পীবৃদ পিমে পুনর্কার, পড়মে ডেডনা সমরি।

কত যে আনন্দে প্রকৃতি পেলায় ঋতুতে ঋতুতে ঘটনা ছলঃয় !--নাহি জানে তারা --দিবস নিশায় অভাবের কত চাতুরী !

নাহি জানে কিবা খোলতৰ স্থা ! খোৰতৰ মধ্য প্ৰকৃতিৰ মুখ খনঘটাজালো -- পতন উন্মূখ বিজনী বেডায় বিচৰি : না ব্রিতে পারে কি তেজ তথন ! গগনের কোলে যবে প্রভঞ্জন চলে দক্ত করি ছাড়িলা গর্জন— নাচায়ে প্রকৃতি ফুল্বরী।

তথন জন্মে যে ভাব গভীর করে আন্দোলন, অধীর শ্বীব— না জানে তাহারা না ভাবে মহীর কত সে ঐশ্বয়-লহরী !

যে ভাব-পরশে প্রানে-পূব্দ ফুটে থাকে চিরকাল প্রাণীচিত্তপুটে, নিত্য পরিমল নিত্য খাহে উঠে জগতে সঞ্চারি মাধুবী;—

ষে ভাব-পরশে মানবের মন বেড়ায় জগৎ করি বিদারণ, করে ভেজোজালে পৃথিবী দাহন, মৃত্যুর মূর্তি বিশ্ববি ;—

না প্রশে কভু তাদের প্রাণ;
জীবন কাটায় করি মধু পান;
নারীগত মান-নারীগত প্রাণ—
নারী-পায়ে ধরা চাকরি!

এই ৰূপে হেরি সে চারু অঞ্চল ; গেল কত কলি ভ্রমিতে কেবল ; শেষে যেন প্রাণ হইল বিকল ভাবিয়া সে ঘোর শর্কারী।

ভাবিয়া সদত্তে উদ্যু বিকাব, নরজাতি বুঝি নাহি হেন আর ? বুরু করে শৃত্ত পুরার্ত্ত যার— হেবে উঠে প্রাণ শিহরি। কালচিত্রপটে যদি ফিন্তে চায়, গুরুদত্ত্বীধন কি দেখিতে পায় ? কিবা সে সঙ্কেত আছে বে কোথায় ভ্রমিতে সংসার-ভিত্তি !

পিতৃকুল এত কোন মহাভাগে দিয়াছে স্কমন্ত্র, ভনে অন্তরাগে পুনঃ জীয়ে প্রাণ, পুনঃ ছুটে আগে ভবিষা-তরঙ্গে উতরি ৪

নৱজাতি যত হের ধরা-মাঝে সকলেরি চিল কালনক্ষে সাজে; নির্বিলে তায় জদি-তথী বাজে, কুলা তুলা যায় পশিবি!

এ ছার জাতির কি আছে তেমন, কালের কপালে সঙ্কেত লিখন ? অপুর্ব্ব কিবা সে নৃতন কেতন উড়িছে ভবিদ্য-উপরি ?

ভাবিতে ভাবিতে কত দুব্(ই) ধাই, পুরী-প্রান্তভাগ নির্বাহিত : ই— তেমতি সরস কোমল ে ঠাই, সজ্জি প্লবসম্ভবী।

প্রাণিগণ সেথা কবিষে বিলাস, তেমতি আরুতি প্রকৃতি আভাস, সেই নিজা ঘোর তকাবে বাস, সেই কপে নারী প্রহরী।

দেগনে রমণী আবো স্কচ্ছরা, জানে কত আবো ছলনা মধুরা, দল মনে ভর পাছে দে বধুরা, ছাড়িয়া পলায় নগণী;

లింస

þ

কাছে কাছে আছে সোণার পিঞ্জর, স্কুবর্ণ শিকলি শতেক লহর; যদি কেহ উঠে শুনে অন্ত শ্বর বিলাস-প্রমোদ পাশরি;—

তথনি ভাষারে বাঁপিয়া শৃঞ্জনে; আমনি পিঞ্জরে পূরে কত ছলে, কত কাঁদে প্রাণ্ডালে চঞ্চ—জলে, তব নাহি ভাতে ফল্ফী।

্ৰতেথ কাঁপে প্ৰাণ ভেবে দে প্ৰথায়; ভাবি কেন হায়, প্ৰবেশি মেগায়, কি কপে বাচিব, কবি কি উপায়, কি কপে চাড়ি সে নগৰী।

তেন কালে দেখি বিক্ষারি নয়ন, বিক্সয়ে বিমুগ্ধ, মেই প্রাণিগণ, আমাবি স্বদেশী—নতে সে স্থপন !— গেলিছে বমের উপরি !—

আহা মরি কিবা দেভিত্র স্থন্দর অপূর্ব্ব স্থপনভাহরী।

रे**त्स**त स्थाना ।*

এক দিন দেব দেবপুরন্তর, বামে শ্রীসতী নন্দন-ভিত্তর, বলিল গদ্ধর্ম স্থাবে ডাকি,—

য'ও চিত্তর্থ, স্থধাভাও ভবি
আন হরা কবি পীন্দ্-লহরী,
আনহ বাদিত্র-বাদকে ভাকি।

আন বাদিত্র স্থধতিবঙ্গে, যত দেবগণ বলিল রঙ্গে, অমর মাতিল স্থবেশ-সঙ্গে। (২)

স্থাপ মঞ্চেতে স্থার আগিওল, চাবিদিকে যত অমবের দল, বিজ্ঞীর মত করে ঝলমল, শোকে পাবিজ্ঞাত-হাব গ্রীবাতে;

বামে দৈতাবালা রূপে করে আলো, কোথা যে চঞ্চল তড়িত উজ্জ্বল १ কোথা বা উমার রূপ নিরম্ল १ প্লকে জগতে পারে ভুলাতে।

আহা মরি মরি কিবা ভাগ্যধর, যার কোলে হেন নারী মনোহর, কভ স্তথ ভার হয় রে।

বীর বিনা আহা রমণীরতন, বীর বই অবে রমণীরতন, বীর বিনা আহা রমণীরতন কারে আর শোভা পায় বে !

[চিচেন *]
আহা মরি মরি কিবা ভাগ্যধর,
গামিল যতেক কিনরী কিনর,
কত স্থুখ ভার হয় রে;

বীর বিনা আহা ব্যণীরতন, বীর বই আরে ব্যণীরতন বীর বিনা আহা ব্যণীরতন কারে আর শোভা পায় বে !

^{*} ডুইডেন্ বচিচ (Alexzander's Peast) ালেকছাল্ডারণ দিট্টের" স্থক্রণ ৷

ইংরাছিলত এইরপ স্থলে কোরস্বলে। ঐ
শব্দের অফুরণ টিক অফ শব্দ না পাওয়ায় চিতেন
লেখা ইইমাণে

(0)

এলো চিত্ৰৰথ মনোৱণ গতি, স্বৰ্ণ পাত্ৰে স্থবা, মঙ্গে বিখাৰণী, * উঠিল স্থ-বৰ "জয় শতীগতি" অমৰ মঞ্জনী-মানেতে;

দেব প্রকার দেশদল সহ,
স্থা, সোমবস পিয়ে মৃহমূহ,
গক্ষে আমোদিত মারুত প্রবাহ,
গগন কাঁপিল বেগেতে—

বারু মাতোয়ারা, রবি, শশী, তারা, অঞ্জ, বঞ্জ, দিক্পাল যাবা, সবে মাতোয়ারা প্রধা পানেতে।

হ'লো ভয়দ্ধর, কাঁপে চরাচর
আকাশ, পাতাল, মহী, মহীধর,
জলবি ভন্ধারে বেলেতে।
[চিচুতন্]
বায়ু মাতোঘারা, ববি, শশী, তারা,
অকণ, বকণ, দিক্ধাল যারা,
দবে মাতোঘারা স্থবা পানেতে।

(8)

ব্যিয়ে উন্নত আদন উপরে,
তথী বিধাবস্থ বীণা নিল করে,
মেথের গ্রুতে গভীর ক্ষানে,
মেথের তারতে গভীর ক্ষানে,
মেথের করিল হনরগণে;
দেবস্থার-এণ গাহিতে লাগিল,
কি ক্রপে অারে অম্ব নাশিল,
কি ক্রপে বাদ্য দেবরাজ হ'লো,
ভনাইল বীণা বাজারে ঘনে!

* এই অনঃ 👂 কর আব একটা নাম। বিশ্বায়।

"প্রোম গ্রহণ ভোমারি গৃহীতা;
অতে বেবাজ তুমিই দেবতা;
বণে পরাজ্য করি বাহবলে,
এ অমরাপ্রী নিলে করতলে,
সমুদ্র মধিয়া অযুত লভিলে,—
অতে দেব তব অসাধা ক্ষমতা।"
হলো প্রতিধানি—"পুলোম-ছহিতা,
অহে দেবরাজ ভোমারি গৃহীতা;"—
ঘন ঘন ঘোর হুগভীর স্বরে
কাননে, বিশিনে, ননী, স্বোবরে,
উঠল নিনাদি গতেক দেবতা।
ভাবে গদ গদ মুদিয়া নয়ন,
উঠিয়া গরজি গরজি স্থন
ভাবিত ক্ষার দক্ষপাতা।

(f873#)

হ'লো প্রতিধ্বনি, "প্রলোমছ হতা, অহে দেবরান্ধ তোমানি গুখীতা" ঘন ঘন ঘোর স্থানীর শ্বনে, কাননে, বিপিনে, নদী সবোবরে, উচিল নিমাদি যতেক দেবতা।

অতি হংগলিত মৃত মধুস্ববে,

মাৰার গায়ক বীণা নিল করে,

মজাইল পরললন। ।—

"নেধ দেব চেয়ে নাগরের বেশে,
ভোগ চুলু চুলু আবেদ হেনে হেনে,
আড়ে গাড়ে কথা নাহি অভিমান,
সদা আভতোর খুলে কেয় প্রাণ,
পুরর স্থাণ ভোল নাই তুলনা।
সদা দেবে ধারা সোম্ব্য-স্থা,
ক্ষোভ লোভ শোক থাকেনাক কুলা,
নগজনী মেই স্থাপায়ী সেই,

শ্ব বিনে স্থাম্বাদ জানেনা।

(চি: ৩ন

শ্বধার প্রেমেতে বাজ্বে বীণা, বল্ স্থা বই ধন চাহি না, অমর মধুর নাই পিপ:সা ! স্থা কিবা ধন, স্থা যে কেমন, সাধক বিনে কে জানিবে চাবা ?"

(9)

দৈতা অবিদল দত্তে কে.লাহল, করে আক্ষালন করিল কত. মত্ত মধপানে দিভিন্ত ভগণে কি রূপে কে থায় করেছে হত। ভগন আবোর বীণা-বাছকর वीना निम करता, मकक्रम स्रता, অম্যদর্শ করিল চুর; আবিক বোটন খন গ্ৰছন ক্রমে করে স্বাহ'লে, খনপ্র, छक : हैन यम तथ्य । भकारन श्रदा वीनः कदा धरतः গাইল.- "ষ্ণন প্রলয় হবে, যখন ঈশান হর হর ব্যোগে বাজাবে বিধান খন খোটা লোকে. ज्ञा जनमध इत्य जिल्ला. ना बद्द अध्य सभीत किटन, জগত মণ্ডল কারণ বাবিতে. ডিডিয়া প্রিবে তিলোক স্থিতে.

তগন কোঝা এ বিভব এবে পূ এই স্থ্ৰপুথী এ সৰ স্থান গী এ বিপুল ভোৱ কোন গুল য বে !" মতি ক্ষান্ম য ও বেবলন, ঘন ঘন শ্বাস করে বিদার্জন, ভাবিতে মনী গ্রাপ্ত যবে ; এই স্থানপুথী এ সৰ স্থান গী,

এ বিপুশ ভেল কে'থায় ববে !

(চিত্তৰ)

এ বিপুল ভোগ কোথায় ববে, বলিয়া কিরব গায়িল কবে, জগতমণ্ডল কারণ-বাবিতে, ছিড়িয়া পড়িবে ত্রিলোক সহিতে, তখন কোথা এ বিজ্ঞব ববে !

(9)

গুণী বিশাব্দ স্থীতের পতি. वीमा यद्ध श्रूनः भवत जावती. গায়িতে নাগিন প্রেমের গাথা: বিলাপ ঘটিল, প্রেম উপজিল রদে ডগ্মল ততু শিহরিল এক (ই) সত্ত্রে প্রেম করুণা গাঁথা ! মুহুল মুহুল ভাজ বে ভাজ, * মুচল মুচল নও বে নও, বাজিতে লাগিল মধ্ব বোলে. প্রবর্গ শীতল যতেক প্রেভিন। "দংগ্রামে কি স্বর্গ লি অন্বর্গ, দিন বাত নাই প্রণ বুক বুক মান মুণাদো কথার কথা। ঘোড়া দত্রতি, অসি ক্রম ক্রমি, কটাক ট. গোলা, ভীর স্বন্সনি, কাৰে লাগে তাখা, ২েরে ঝালাপ্রাণ, (मर रथ थ(ल) मधत-(अः। গতি অধিবাম, নাহিক বিৱাম, সমূহে কি স্থা নাবি ব্যাতি ! চির দিন আব দল্ল সংকার ক'বে কভ ভার সহিবে দেব: বামে শুটাসভী, হের স্করপতি,

কর প্রবাজ্ঞাল রাখ বকেতে ,"--

দেবভারাই সম্বাতের স্বষ্টকর্ত্তা, স্কুতরাং এই লক্ষেট্ট্
 স্কুর দেবভারতের মধে প্রচলিত সাক্ষা ক্ষর।

বাধানিল যত কিল্লৱ কিল্লৱী,
বাধানিল যত স্বৰ্গ-বিভাগৰী,
বাধানিল দেবগণ পুলকে।
বিভিপতি-জন্ম হলো স্বন্ধুৱে,
ললিত মধুৱ বীণার স্কস্তবে;
সঙ্গীতের জন্ম হলো ত্রিলোকে।
স্ববে জন জন দেহ পর পর,
হেরে ঘন ঘন দেব পুরন্দন,
সদয়ে ব মারে রাখিতে চায়;
নিমেষে হেরিছে, নিমেনে ফিরিছে,
নিমেষে নিধান বহিতে তায়।
শেষে পরাজিত অচেতন-চিত,
শতী বক্ষান্ধনে ঘনায়ে এয়।

(forva)

গানিল কিন্নব, — "অবে জব জব, দেব প্রক্রার হলো পরাজয়, নিমেষে হেরিছে নিমেয়ে কিনিছে, নিমিয়ে নিশাস বহিছে ভাষ। শেষে পরাজিত, অচেতন-চিত শ্চী ব্দব্যক্ষায়ে বয়।"

(b)

"बाक्टब बीचा टाल्पा भागाव,

ঘন ঘোর ববে বাজ্ এই বার,
আবো উচ্চতর গভীর স্বরে;
যাক্ দ্রে যাক্ কামের কুইক;
মেঘের ডাকে ভাক্ রে পুরে!
"আহে স্বরাজ ছিছি একি লাজ,
দেব দেব অই দহজ-সমাজ,
রণসাজ ক'রে আসিছে ফিরে;
দিরে ফণীবাধা, করে উন্ধাপাত,
কর স্থরনাথ দপ্তজ-নিপাত,
দেব চরাচত কাপিতে ভরে।

জনদ-নিনাদে করে হুছ্কার,

এ অমরপুরী করে ছারখার,
পুরণ আছতি করিতে এবে।

কর দন্ত চুর, বজ্রর শূর,
রাগ হে ব্রজান্ত, বাঁচাও দেবে।

তান বজ্রর বেলো বজ্বরে,
কড় কড় বনীন গরজে অমরে,
ভারে হিম্পিরি টলিল।

তান উল্লাসে, বিভারখী হেদে,
বীশ্যর পাশেলাগিল।

[চিতেম]

"বৈগে বজ্ঞবর, গায়িল কিন্নর,
কড় কড় নাদে গরজে অধ্বর,
ভবে হিমগিরি টলিল।
তথন উল্লাসে বিভারথী হেসে
বীশাষ্দ্র পালে বাখিল।

মদন পারিজাত। 🛪

(একাদশ খুষ্টাবেদ ফরাসাদেশে লাও নামক একজন প্রতিক্ষ প'হত ছিলে তিনি তর্কশাস্ত্র অব্যাপনা করিয়া যশসীহন। অভাভ শিংবার ভাষে ইলই নামী এক সম্বাস্থ কথা ভাইবি অধায়ন করিতেন। এই কামিনী রূপবতী ও বৃদ্ধিতী ভিলেন। শিষোর ভারাম্বর হর্টয়া উভয়ের উভয়ের আস্ত্রিজ জন্মে, এবং সেই দেশনধ্যে প্রভারিত হয়। ভাহাতে জার পিতব্য অস্থ বোষপরভন্ত ইগইছাকে একটি কনভেন্টে আৰু ১

পোপের "ইলইজ। টু খাবেলার্ড" (Eloisa
 Abelard) নামক কবিতার অন্তকরণ

_{বাথেন} এবং আবেলাউকে ক্ষতদেহ করিয়া অব্যানিত ক্রেন। বোষান কাথলিক-किटाव गर्सा मरमाविविवांगी समीकांडकी की কি পুরুষ যে আশ্রমে বাদ করেন, তাহার ল্লা কনভেণ্ট। इंस्डेज দেই আশ্রমে অব্ৰুদ্ধ ইয়া বছকটে দিনপাত এবং আবেলার্ডও প্রাণ্ডকরতে অব্যানিত ত্রবার পর, সংসারে বিরাণী হইয়া অভা এক আশ্রমে প্রস্থান করেন। ইতাদিগের লবম্পত্রের প্রশ্বহাটিত উপাধ্যান ইউরোপীয় কই হলো ? মধাধা সে পাবত কামনা। নান। ভাষায় আছেও আলেকজন্ত্র পোপ জীবিত থাকিতে নাথ, যাবে না বাসনা। নামক স্মপ্রসিদ্ধ ইংরাজ-কবি এই উপাধ্যান অর্দ্ধেক দিয়েছি প্রাণ, ঈর্ণর সেবিতে অবলম্বনে (একটি কবিতা (লেপেন: ভক্টে "মদনপারিজাত" নাম দিয়া নিয়োক কবিতা লিখিত ভটখাছে।।

তালিয়ে সংসারধন্ম তপশ্বিনী হয়েছি. ম'হামোহ আশাতফা বিস্কান দিয়েছি। প্রিয়ে বন্ধন-সাজ কমগুল করে। ধবেছি কঠোর ব্রত কানন ভিত্রে। দিবাস্কৃত্ প্ৰজা দানে, দেব-অবোধনা কৰি, তব মনে কেন হয় সে ভাবনা গ যার জন্মে দেশ জ্যাগী, কেন প্রনরায় অশান্ত জনয় ছেন তারি নিকে ধায় গ কেন বে উন্নাদ মন, কেন দিলি তলে যে বাসনা এত দিন আছিলাম ভালে ৪ জালাতে নিৰ্ব্বাণ বৃহ্নি কেন দিলি দেখা মবে স্থাময় লিপি, দয়িতের লেখা । অগ্য, তোরে বকে বালি বছ দিন পরে পেয়েতি নাথের লেগা খনত অক্রে। এ জনতে ভালবাৰা ভলিবাৰ নয়, মননের পারিজাত বক্ষাও ঘোষ্য। क्यां कर त्यांनी अपि किट्डिक्स जन.

ক্ষমা কর সভী সাধরী তপ্রিনীগণ।

ম্বি শাস্ত স্থাপবিত আশ্রম্ম ওল.

তক্ত, বারি, লতা, পত্র ষ্থায় নির্মাল, নিষ্পাপ নিষ্কাম চিন্তা যথায় নিয়ত. পরমার্থ ধ্যানে মুগ্ধ আনন্দে জাগ্রত: ক্ষমা কর এ দাসীরে কলম চিন্তায় কল্যিত করিলাম তোমা স্বাকায়। আদিলাম যবে হেথা ক'রে মহাবত. ভাবিকাম হব শীঘ্র তোমাদেরি মত. धवन भिनाद मय (श्वत-द्वातशीन, ধ্বল শিলার সম্মুম্ভাবিহীন। অর্দ্ধেক রেখেছি, হায়। নাথেরে প্রস্কিতে। অনাহার জাগবণে হলো দেহ ক্ষয়, তব দেগ স্বভাবের গতিরোধ নয়। কাটা'লাম এতকাল সন্তাপে সন্তাপে. সে নাম দেখিবামাত্র তব িত্ত কাঁপে। কাঁপিতে কাঁপিতে নাথ! থলি এ লিখন. প্রতি ছত্তে কবিতেছি অঞ্বিস্ক্রন। যেখানে ভোমার নাম দেখি, প্রাণেশ্বর, ্রেইগানে কেঁদে উঠে আমার অস্তর। কড়েই আনন্দ আর কড়েই বিষাদ আছে ও মধ্ব নামে কে জ্বানে আস্বাদ! কতবার ধীরে ধীরে করি উচ্চারণ, কতবার ফিরে ফিরে করি নিরীক্ষণ। ফেলি কত দীৰ্ঘগ্ৰাস সে সৰ স্মান্তিয়ে মাছি হেথা একানিনী যে দৰ তাজিয়ে। যেগানে আমার নাম দেশিবারে পাই. সেইখানে, প্রাণনাথ, আতক্ষে ড্রাই। পাছে কোন অমঙ্গু সঙ্গে থাকে তার, অমুক্ল হেতু, নাথ আমি হে তোমার। না পারি পড়িতে আরু, মতে না ফ্রন্ম ; শেকের সমূল হেবি চত্তদিকময়। অনুষ্টে কি এই ছিল, সেই ভালবাসা

এইরপে হলো শেব. শেষে এই দশা। সে যশ-পিপাসা আৰু সে তেন প্ৰণয় পত্রের কটীরে হলো এইরূপে লয়। যত পার হেন লিপি লিগ, তবে নাথ, করিব তোমার দঙ্গে শোক অশুপাত: মিশাইৰ দীৰ্ঘধান তোমাৰ নিখানে. কাঁদিব ভোমার সঙ্গে চিত্তের উল্লাসে: ঘচাইতে এ ঘরণা সাধ্য নাই কার (ও). তাই নিবেদন করি লিখ' যত পার। অনাথা জংগীর জংগ করিতে সাস্তনা হয়েছে নিপির স্বাষ্ট বিধির বাসনা। বন্ধি কোন নিৰ্মানিত প্ৰকৃষ প্ৰেমিক. অথবা বমনী কোন প্রেমের পথিক. ঘটাতে বিভেদজালা আলাধনা ক'রে শিথেছিল এ কৌশল বিধাতার ববে। প্রাণ ভোবে মন্তবের কথা প্রকাশিতে এমন উপায় আর নাই এ মহীতে। নাদা, কণ্ঠ, চকু কিম্বা ওঞ্জে যাহা নয়, লিপির অক্ষরে বাক্ত হয় সমুদয়। খলে দেয় একেবারে প্রাণের কপাট. भारत ना लड्डात भार थारक ना त्रकारे। উন্য-ভূধর হতে অস্তাচলে যায়. व्यनको करनद कथा (श. भटन कार्नाव ।

জান ত হে প্রিয়তম ! প্রথমে কেমন স্থাতাবে কত ভজি করেছি যতন। জানি নাই প্রথম সে প্রেমের সঞ্চার ভ'বিতাম যেন কোন দেবের কুবার; ঈশ্বর আপান যেন শ্বহন্তে ক্রিয়া নির্মাণ করিলা ভোগা নিজ রন্ধি দিয়া; অধাংশুর অংশু যেন ক'রে এক্রিত, সহাস্ত নমনে তব করিলা স্থাপিত। নেত্রে নেত্রে মিণ্টিয়া স্থিবনুষ্ট হয়ে দেবিয়াজি কতবার প্রিত্র স্বন্ধে। গান্বিতে যখন তুমি অমর শুনিও,
কি মধুর শাল্লালাপ বদনে ক্ষরিত।
দে স্করের কার মনে না হয় প্রভান্ধ—
প্রেমেতে নাহিক পাপ ভাবিত্ব নিশ্চয়।
ভক্তি ছিঁতে পড়িলাম ইন্দ্রিয় কুহকে
ভঙ্গিত্ব নাগর-ভাবে প্রাণের প্রকান।
দেবপুর ভাবিতাম, তা হ'তে অধিক,
প্রিয়তম হ'লে নাগ হইবে প্রেমিক।
তোমা হেন কান্ত যদি মন্ত্রাভূমে পাই,
শ্ববি হয়ে স্বর্গন্থে ভ্রিতে না চাই।
যে ভাবে অবিক ক্ষ্য, সে যাক্ সেথানে,
আমি যেন ভোৱা গ্রেম থাকি এ ভবনে।

অধিনাথ। কত জন, আছে ত সাধণ, বলেছিল পতিভাবে করিতে বরণ: তখনি দিৱাছি শাপ হোক বজ্ঞাঘাত. পরিণয় সংস্কার হোক রে নিপাত ' হাতে হুতো বেঁণে কভ প্ৰেমে বাঁনা যায় গ বন্ধন দেখিলে প্রেম তথনি প্রায়। স্বাধীন মকতকেত, স্বাধীন প্রণ্য, না বঝে অবোৰ লোক চাহে পরিণয়। পরিণয়ে ধন হয়, নাম হয়, যশ : প্রণয় নহেক ধন বিভবের ব**শ**। ভমঞ্জ-পতি যদি চরণে অ,মার ধ'রে দেয় ভূমওল, সিংহাসন তার, ত্ত করে দুবে ফেলি; মনে যদি ধরে ভিধারীর দাসী হয়ে থাকি তার ঘরে। মে ব্যবী সে সৌভাগা ভঞ্জে চিবকাল কত ভাগাবতী দেই, হায় বে কপাল ! কিবা স্থবাময় সেই স্কথের সময়, স্ত্রখের সাগর যেন উচ্ছাসিত হয়। পরাণে পরাণে বাঁধা প্রণয়ের ভরে. পরিপূর্ণ পরিতোদ প্রেমীর মন্তবে। আশার থাকে না ক্ষেত্তি ভাষার যোজনা अमार्य अमार्य कथा अकारण यापना ।

সেই স্কথ—স্কুথ যদি পাকে মহীতলে— পারিস্বাত মদনের ছিল কোন কালে।

দে স্থাপের দিন এবে কোপায় গিবাছে, কোপা পারিস্কান্ত, কোপা মদন রয়েছে। কি হ'ল কি হ'ল হার একি সর্বনাণ, নাথের ছর্দ্দশা এন্ত, ক'বে নগ্রবাদ কে করিল অস্ত্রাঘান্ত ? কোপায় ভগন ছিল দাসী পারিস্কান্ত অন্তান্ত ছর্জন ? দেই দত্তে প্রাণনাথ নীক্ষ অস্ত্র ব'বে নিবারণ ক্রিক্তাম পাবন্ত বর্দ্ধরে। ছন্ত্রনে করেছি পাপ ছন্ত্রনে সহিব লক্ষ্যা করে প্রাণনাথ কি আব বলিব। অন্ত বিদ্যুক্তিনে এবে নিউটে দে সাল; বন্ধ বিদ্যুট্টল ঘোর প্রনান।

আনিল আমার হেব। যে বিবস দিনে. বসাইল ধরতেলে প্রবিত্র অভিনে, প্রাইল বক্ষাল, দও নিল হাতে, ভাব কি সে দিন আমি ভলেছিত্ব নাথে গ প্রাণেশ্বর, লারিদিকে অবিখণ যত করে মন্ত উচ্চারণ, আমি ভাবি তত তোমার বদন ইন্দু, তোমার লোচন, মনে মনে করি তব গুণের কীওঁন: ন্যুবনৰ কোনে মাত্ৰ বেলী পানে ডাই মনে শুর কিলে পুনঃ কিরে কাছে যাই। (गोरन-कार्यर घडे। आदन अञ्च. হেবে চমংকৃত হ'ল মত প্রিকুল: সংশ্বে বিশ্বয়ে ভাবে এ হেন বয়সে तभी डेक्श कड़ आद्धार कि आहम ? সতা ভেবেছিল তারা, নিখ্যা কথা নয় -যবতীর যোগ বর্ণ মিথ্যা সমূদ্র ! ষাই হোক নাই হবে গতি মুক্তি মুম বারেক নিকটে এদ, খাহে প্রিয়তম। সেইরূপে নয়নের বিষাক্ত অযুত

কবি পান মনসাধে হব বিমোহিত অববে অবব দিয়ে হয়ে অচেতন মৃচ্ছাভাবে বৃক্ষঃস্থলে দেখিব স্থপন।

না না না, ছুরন্ত সাশা হও রে অন্তর ! এমো নাথ ধর্মপথে লও হে সময়: পুনাবামে পুনাজন যে আনন্দ পায় শিখাও এ মভাগীরে মিগ্র কর কাছ। আহা এই শুদ্ধ শান্ত আশ্রম ভিতবে কত্ই প্ৰণাতা জীৱ অনিন্দে বিহরে: তক লতা আদি হেথা সকলি নিৰ্মান. मकरवाडे सक्तिवाम मन्हें विख्वा পর্বত-শিখর গুলি জন্দর কেমন উঠিয়াছে চারি ধারে মেঘের বরণ শাল, তাগ, তথাদের তক্ষ দারি সারি क्रवाहेट गृहस्त निवम भर्तती. প্রধাকরে নীপ্ত হয়ে স্লোভক্র যত শিপরে শিপরে থাই। দ্রমে কবিরত: করে কল কুল হবনি গিরি প্রস্তবণ, গুহার ভিতরে মহামরর শ্রণ। मक्रान्मभीतर्थ कड़े इस्मद छेल्स्ट জনক ভোলায় যথে কিনা পোডা ধৰে। তেন শ্লিপ্ন ত্রপোরন ভিতরে আমার প্রচিল না এ খননে ইজিল-বিকলে ! তে বিশ্ব-বল ও পতি ককণা নিদান করুণা-কটাক্ষপাতে কর পরিত্রাণ। লাও, দেব, দেব ইয়ে মুক্তির আলয়, ভক্তিভাৱে লইলাম ভোমার আগ্রয।"

जनामिनी।

(:)

অন্তে মাথ। চাই, বলিখাবি যাই, কে রমনী মই পথে পথে গাই, চলেছে মধুব কাকলী ক'রে।

किंवा डेवांकाल, निवा विध्वहत, বীণা ধ'রে করে ফিবে ঘরে ঘর পরাপে বাঁধিয়া মিলায়ে স্থতান. গায় উক্তস্থারে স্বললিত গান. উতলা করিয়া কামিনী নরে। অঙ্গে মাথা ছাই, বলিহারি ঘাই কে রমণী অই পথে পথে গাই চলেছে মধর কাকালী ক'রে। নয়নের কোণে চপলা খেলিছে নিতক্ষের নীচে চিকুর গুলিছে. করুণা-মাথান বদনের ছাঁদ. যেন অভিনৰ অবনীর চাদ. काँडे. कत. भरन छड़ांन मांतूती, গেক্ষা বদনে তত্ত্বা আবরি. চলেছে सम्बी छावना-छत्त । বলিহারি যাই। অকে মাপা জাই কে রম্বী অই পথে পথে গাই. চলেছে মধুর কাকনী ক'রে।

(2)

অই শুন গায়, প্রাণের জ্বালায় -"পাৰনা পাৰনা পাৰনা কি ভায় ? নাহি কি বিশাল ধরণী-ভিতরে. যেখানে বৃষয়া ক্ষেছের নিঝ রে. মিটাই পিপাসা জুড়াই পরাণ, দেখাই কিরুপ নারীর প্রাণ अन्द्रात माभ क्रमग्र भ'तत । যেথানে বহুে না কলদ্বের শ্বাস कामारा अन्यी, प्राटा उझाम, বায়তে, ভকতে, মাটিতে জাকানে, **(स्थान म**ल्ल मात्र अकाल ঘরের, পরের, মানের ভাবনা, লেকের গঞ্জনা, প্রাণের যাতনা, যেগানে থাকে না স্থার ভরে। 101

"কিবা সে বসন্ত শ্বত নিদাঘ নয়নে নয়নে নব অফুরাগ ওঠে নিতি নিতি ফোটে অভিলাব, নিশিতে যেমন কাননে প্রকাশ

কলিকা-কল্পমে ফটাতে শনী। फिर्चा, पछ, अज. अजाउ, शामिनी, বার, তিথি, মাস, নক্ষত্র, মেদিনী, शांतक मा अरहर अवय-अगांतर হেরি পরপোর মনের অবারে: श्रीवटन अवदेश मिलियाँ कश्रान নেহারি আনন্দে প্রথের স্থপনে --নয়নে নয়ন, গলে গ্লেডল. করে কর্মণ, কর্ছে কণ্ঠস্থল, যেন পরিমল প্রন-হিল্লোলে. যেন তঞ্জতা তক্ত-শাগা-কোলে. ষেমন বেশুতে বালার স্বস্থর. रयगन ननीत कितरण अश्वत. তেমনি অভেন জুজনে মিশিয়া, उछ यन आन, उछ यदन निया, ভলে' বাহাজান, তাজে' নিদা ক্ষণা, পান করি প্রথে আনন্দের ওধা. অগাধ প্রেমের সাংবে বসি।

(9)

''তাজে' গছবাস, হ'য়ে সল্লাদিনী, ভ্রমি পথে পথে দিবস যামিনী, আকাশের দিকে অবনীর পানে. দেগি অনিমিনে আক্ল পরাণে, জ্বাসম রবি, শেত স্থাকর, মৃত্ মৃত্ আভা ভারকা স্থলর, তক্ষ, সরোবর, গিরি বনস্থল, विरुष्ण, भुक्ष, नम्, नम्, अभा. যদি কিছু পাই খুঁজিয়া তাহাতে. ক্ষেত্রে অমিয়া হৃদয়ে মাগাতে.

যদি কিছু পাই তাহারি মতন,

হেরিতে নয়নে করিতে শ্রবণ,

দেবতা মানব নারী কি নরে।

হবে থাকে তারা, হবে থাকে ঘবে,

পতি-পদতল বক্ষংহলে ধ'রে,
বিবাহিতা নারী—সংগর পেলনা
গায় দায় পরে নাহিক ভাবনা,
জানে না ভাবে না প্রণয় কেমন,
প্রাণের বস্তুত পতি কিবা ধন,
ইহারাই সতী—বিঘত প্রমাণ
ভাশা, কচি, মেহ, ইহালের প্রাণ;—

নারীর মাহারা, রমণীর মন
কত যে গভীর ভাবে কতজন,
প্রণায় কি ধন নারীর তরে ?

(4)

''আমি মরি বুরে পৃথিবী-ভিতরে ট প্রাণের মতন প্রাণনাথ—তরে; কই—কই পাই প্রাতে বাসনা ? পেয়ে নাহি পাই, হায় কি ধাতনা ! অবে মন্ত মন, সে আনতা, আশা, ভাজে, ধৈর্য্য ধর, মুখে ভালবাসা ধরে গৃহ কর, করে পরিণয়, না থাকিবে আর কলক্তের ভয়, পাবি অনায়াসে পতি কোন জন, পাবি অনায়াসে অয় আছোদন, ভবে মিছে কেন এত বিবাদ ?

তবে মিছে কেন এত বিবাদ গ্ৰন্থলিতে না হয় পুড়িয়া পুড়িয়া পরাণ হৃদয় প্রণয়, স্মবিয়া, সাহারার • মক তপনে যেমন, কিম্বা অগ্রিগিরি-গর্ভে ত্তাশন, অ'লে অ'লে পুড়ে উঠিবে যগন, হৃদয় পাধানে রাথিব চাপিয়া, মরিব না হয় মরমে ফাটিয়া, তবু ত পরিবে লোকের সাধ,। *প্রথে থাকে তারা, জানে না কেমন প্রাণের বন্ধ ভ স্থা কিবা ধন, মনের স্থাপতে থাকে বে ঘরে।" বলিতে বলিতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ठिन खन्नती नवन मुहियां ; গাহিয়া মধুর মুছল স্ববে। "কেনই থাকিব কিসেরি তরে. তর বাধা দিয়ে গহের ভিতরে ? কারাবন্দি-সম চির-ইভারাস, কেনই ভাজির এমন বাহাস, এমন আকাশ, রবির কিরণ, विभाग धवती, ब्रमान कानन. প্রাণী কোলাহল বিহঙ্গের গান. मार्वद अवान-शामीन প्राण: কেনই তাজির গ কাহার তরে গ *ভাজিভাম যদি পেতাম তাহায়. যাবে খুঁজে প্রাণ ভুবন বেড়ায়, ঘাহার কারণে নারীর ব্যভার করেছি বৰ্জন, কলঙ্কের হার পরেছি হানয় বাসনা ক'রে !! "কোথা প্রাণেধর, কই সে আমার, কিসের কলম্ব —ম্বধার আধার---स्थात म् अटन स्थात मानाक. এ(मा প्राण्याय - नदर अ कमक তোমা লয়ে স্থাপ থাকি হে কাছে ! "তৰ্ও এলে না গ—ব্ৰেছি বুৰ্ঝেছি, ত জন্মে আর পাব না জেনেছি. যুগন ভাজিব মাটির শিক্স. ভ্ৰমিৰ শুপ্তেতে হইয়া যুগল,

হরিহর্ত্তপে ভরু আব আব, তথ্য মিটিকে মনের এ সাধ,

ধ আন্তিবা থওর ধনাম প্রদিক মকসুমি।

রবির মণ্ডলে, চাঁদের আলোকে, কৈলাস-শিপরে, শিব-ব্রন্ধ-লোকে, বন্ধণের বারি, প্রনের বায়ু, এই বস্থন্ধরা, প্রানী, প্রমায়ু, হেরিব স্থণেতে প্লকে ভ্রমিয়া, আধ আধ তন্তু একত্র মিশিয়া, তথ্যন মিটিবে মনের সাধ !—— তথ্যন, পৃথিবী, সাবিদু বাদ,

ভারত-কানিনী।

অবে কুলাঙ্গার হিন্দু চরাচার. এই কি তোলের দয়া, সনাচার প হয়ে আগ্রেংশ —অবনীর সার— বমণী বধিছ পিশাই ইয়ে ! এপনও ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া জগতের গতি—লমেতে ভূপিয়া চরণে দলিলা মাতা, স্থতা, জালা, এখনো হয়েছ উন্তৰ্ভৱে গ বাধিয়া বেগেছ বামা আশি রাশি অনাথা কবিয়া, গলে দিয়া ফাঁসি কাডিয়া লয়েছ করবী কম্বণ, হার, বাজ, বালা, দেহের ভ্রমণ: অন্ত ছথিনী বিধ্বানারী। দেখ রে নিষ্ঠর, হাতে লয়ে মালা क्लीन क्याडी अनुहा, अवला আছে পথ চেয়ে পতির উদ্দেশে. অসংখ্য রম্বী প্রার্থিনী বেশে. কেই বা করিছে বরমালা দান भूभवं व जटन इट्य शियमांन. নয়নে মুছিলা গালভ ঝারি! চারিদিকে হেথা ভারত-যভিয়া সরসীকমল যেন রে চিডিয়া---

কামিনীমগুলী রেখেছ তুলিয়া; কোমল হৃদয় করেছ হতাশ. না দেখিতে দাও অবনী আকাশ. করে করিবিসি জগতে রয়ে। অবে কুলান্ধার, হিন্দু গুরাচার. এই কি ভোদের দয়া, সনাচার প হয়ে আর্ধাবংশ, অবনীর সার, রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে গ এখনও ফিবিয়া দেখ না চাহিছা. জগতের গতি—লমেতে ডুবিয়া, চরণে দলিছ মাতা, স্কৃতা, জায়া, ছভায়ে কলম্ব পথিবী নাঝে। দেশ না কি তেয়ে জগত-উজ্জন এই সে ভারত, हिमानी। भठन. **बहे दम जाम्थी. यम्बात जन.** সিন্ধ, গোদাবরী, সর্য সাজে ? জান না কি সেই অযোধ্যা, কোশন, এই খানে ছিল, কলিস, পঞ্চাল, মগধ, কনৌজ, -- ওপৰিত্ৰ ধাম (मृहे 'अञ्ज्विनी, नित्न यांत्र नांभ যুক্তে মনস্ত'প, কলুয় হয়ে গ वह तक इत्य करति इन नीता बाद्यशी कानकी, दर्भ की, स्रभीता. খনা, লীলাবতী প্রচৌন মহিলা, সাবিত্রী ভারত পবিত্র করে ৪ এই আগ্যাভ্যে বাঁধিয়া কন্তল. ধরিয়া কপাণ কামিনী সকল প্রকল স্বাধীন প্রিত্র অন্তরে. নিঃশক কদয়ে ছটিত সমবে: খলোকেশপাশ দিত প্রাইয়া বর্মতে ছিলা আনন্দে ভাসিয়া, সমর-উল্লাসে অধৈষ্য হয়ে। কোথা সে এখন অসি ভল্লখারী মহারাষ্ট্র-বামা, রাজোবারা নারী,

অরাতি বিক্রমে পরাব্রিত হলে চিতানলৈ যারা তম্ব দিত চেলে. পতি, পিতা, স্কৃত, সংহতি লয়ে গ বীরমাতা যারা বীরাঙ্গনা ছিল. মহিমা-কিরণে জগৎ ভাতিল-কোথা এবে তারা—কোথা দে কিরণ, আনন্দ-কানন ছিল যে ভবন নিবিড় অটবী হয়েছে এবে ! আর কি বাজে সে বীণা সপ্তস্থরা বিজয় নিনাদে বস্তর্বা-ভবা গ আর কি আছে দে মনের উলাস. জ্ঞানের মর্য্যাদা, সাহস-বিভাস: সে সব ব্যণী কোপা বে এবে গ সে দিন গিয়াছে, পশুর অপম হয়েছে ভারতে নারীর জনম; নুশংস আচার, নীচ ছরাচার ভারত-ভিতরে যত কুলাঞ্চার পিশার্চের হেয় হয়েছে দরে ! তবে কেন আজও আছে ঐ গিরি নাম হিমালয়, শুরু উচ্চে ধরি গ তবে কেন আজও কৰিছে হস্কার ভারত বেষ্টিয়া জলধি চর্বার ৪ কেন তবে আজও ভারত-ভিতরে न्त्र ा শুনে সমাদরে वराम वांचाकि १ वांविधावां बदव সীতা-দময়প্তী-সাবিত্রী-রবে १ গভীর নিনাদে করিয়া ঝন্ধার বাজ বে বীণা বাজ্ একবার . ভারতবাদীরে গুনায়ে দবে। দেখ চেয়ে দেখু হোথা একবার-প্রাকৃত্র কোমল কুস্তুম আকার

यनानी *-महिला इय भावाभाव

ধায় অশ্বপঞ্জে অশক্ষিত চিত্তে কানন, কন্দর, উন্নত গিরিতে অপ্যয়া-আকৃতি পুরুষ-মেবিতা দাহিত্য, বিজ্ঞান, দঙ্গীতে ভূষিতা স্বাধীন প্রভাতে প্রবিত্র হয়ে। আর কি ভারতে ওরূপে আবার হবে বে অঙ্গনা-মহিমা প্রচার १ পেয়ে নিজ মান, পরে নিজ বেশ জান, দন্ত, তেজে পরে নিজ দেশ নীর বংশাবলী-প্রস্তৃতি হবে গ এ হেন প্রকাণ্ড মহীগণ্ড-মাঝে নাহি কিবে কোন বীরাফ্মা বিরাজে, এখনি উঠিয়া করে খণ্ড খণ্ড সমাত্রের জাল কবাল প্রচঞ স্বভাতি উজ্জ্ব করিয়া ভবে গ চৈত্র, গৌত্ম, নাহি কিরে আর. ভারত-মৌভাগা করিতে উদ্ধার গ श्रवि विश्वाभित, द्रांघव, श्रां छव. কেন জনোছিলা মহাত্মা দে সৰ, ভারত যদি না উন্মত হবে ? ধিক হিলুজাতি, হয়ে আর্য্যবংশ নৱকণ্ঠহার নাবী কর ধ্বংস ! ভলে সদাচার, দয়া, সনাশয়, কর আগাভূমি পুতিগন্ধময়, ছভায়ে কঙ্গন্ধ পথিবীমাঝে। দেখ নাকি চেয়ে জগত-উজ্জন এই সে ভারত, হিমানী-মচল, **এই সে গো**মগী, यसुनाव जन, সিন্ধ, গোদাবরী, সরগু সাজে ? জাননা কি সেই অযোগা, কোশল এইগানে ছিল কলিদ পঞ্চাল ? মগধ, কনৌজ —স্থপবিত্র ধাম, সেই উজ্জ্বিনী —নিলে যার নাম. युट्ट मन्छान, कन्य इट्ट १

এই বৃদ্ধুন্য কৰেছিল লীলা
আত্ৰেয়ী, জানকী, দ্ৰৌপদী, স্থালা,
থনা, লীলাবতী প্ৰাচীন মহিলা,
সাবিত্ৰী, জাৱত পৰিত্ৰ কৰে ?
অৱে কুলাপাৱ হিলু ছুৱাচার,
এই কি ভোলেব দয়া, সনাচার,
হয়ে আগ্যবংশ, অবনীর সাব
রমনী বিদ্ধি পিশাচ হয়ে ৮
এখন (ও) ফিবিয়া দেখ না চাহিয়া
জগতের গতি—লমেতে জুবিয়া—
চরণে দলিয়া, মাতা, স্কৃতা জায়া
এখনও ব্যেছ উন্যাধ্ব হয়ে ৪

কুলানমহিলা-বিলাপ।

"এই না, ইংলওেখনী, বাজৰ তোমার ?
ক্রীতদাস তবে যেন হয় মা উদ্ধার:
সে ভূমি প্রশমাত্র—সরস অস্তবে
ইডিড়া শৃঙ্গলমালা স্বাধীনতা ধরে ?
তবে যেন বাজেগেরী বাৎসলা তোমার
সমান সবার তবে, অকুল অপার !
ভিন্ন ভাব নাহি যেন কন্তা—স্বত্ত প্রতি ?
নাহি যেন তব বাজ্যে নারীর চর্গতি ?
শুনেছি না বটনের গ্রেভাঙ্গী মহিলা
পুরুবের সঙ্গে বঙ্গে সদা করে লীলা ?
সন্তান ধরেছ গর্ভে ভূমি মা আপনি,
আমাদের প্রতি কেন নিদ্যা, জননী!
কেন বল আমাদের হুর্গতি এমন ?
এগনো মা, ঘটল না অঞ্চ বিস্ক্রন।"

আয় আয় সহচর . ধরি গে রটনেধরী করি গে তাঁহার কাছে ছঃপের রোদন: এ জগতে আমাদের কে আছে আপন চ বিমুখ নিষ্ঠার ধাতা. বিমুখ জনক ভাতা বিমুখ নিষ্ঠর তিনি পতি নাম বার-আশ্রয় ভারতেখরী ভিন্ন কেবা আর ১ আয় আয় সহ্বরী, ধরি গে বটনেশ্বরী কবি গে তাঁহার কাছে ছঃখের রোদন ; এ জগতে আমাদের কে আছে আপন গ ''দাত্ৰত বৰ্ষ, মাতঃ, পৃথিবী-ভিতরে, এই ৰূপে অহরহঃ অশ্বারা ঝরে মাতা-মাতামহী চক্ষে জন্ম-জন্ম কাল: আমাদেকও সে ছদ্শা হায় রে কপাল! কত বাজা হলো গেলো, কত ইব্ৰপাত, নক্ষত্র থসিল কত, ভূধর নিপাত, हिन्दु तोक मुगनमान (मुळ् घिषिकात. শার ধর্ম মত্মেত কত্ই প্রকার উঠিল ভারতভূমে, হইল পত্ন. আমাদের তঃখ আর হল না মোচন। সেই সে দিনাজে চটা পরায় আহার. নিশিতে কাঁদিয়া স্বপ্ন দেখি অনিবার।" আয় আয় সহচলা, ধরি গে বুটনেশ্বরী করি গে তাঁহার কাছে ছঃখেব রোদন: এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ? বিমুখ নিষ্ঠা বাতা. বিমুখ জনক লাতা. বিমুগ নিষ্ঠৱ তিনি পতি নাম যার-আশ্রয় ভারতেশ্বী ভিন্ন কেবা আর ৪ ধরি গে রুটনেশ্বরী, আয় আয় সহচরী. করি গে উহার কাছে ছঃখের রোদন এ জগতে আমাদের কে আছে আপন গ "ডেকেছি মা বিধাতারে কত শত বার.

প্রজেছি কতই দেব সংখ্যা নাহি তার.

তবুও গো, স্বচিন্স না হৃদয়ের শুল,

অমরাবতীতে বাম নাহি দেবকুল।

শ্রীযুক্ত ইখনচন্দ্র বিজ্ঞানাগর নহাশয় কুলীনানিগের নহবিবাহ নিঝারণ জ্ঞানে আল্টেন বিধিবদ্ধ করাইবাব উজ্ঞোগ করেন, এই কবিতা দেই উপলক্ষে লিখিত হয়।

বারেক বুটনেশ্বরী আয় মা দেখাই প্রাণের ভিতরে দাহ কিবা সে সদাই :---কাজ নাই দেখায়ে মা, তুমি রাজ্যেশ্রী, ক্রময়ে বাজিবে তব বাথা ভয়করী। চিল ভাল বিধি যদি বিশ্বা করিত. কাঁদিতে হতো না, পতি থাকিতে জীবিত: পতি, পিতা, প্রাতা, বন্ধু ঠেলিয়াছে পায়, ঠেলো না মা, রাজমাতা, ছংগী অনাথায়।" গার আয় স্তর্বী. ধরিগে রুটনেশ্বরী. করিকেউাহার কাছে ছংগের রোদন: এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ? বিমূপ নষ্ঠর ধাতা. বিমুখ জনক ভ্ৰান্তা, াবস্থ নিষ্ঠর তিনি, পতি নাম বার-আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর । "কি জানাৰ জননী গো. সদয়েৰ ৰাখা.--দাসীর(ও) এ হেন ভাগা না হয় সর্ম্বণা ! কি ষোড়শী বালা, কিনা প্রবীণা ব্যণী, প্রতিদিন কাঁদিছে মা দিন দণ্ড গণি। কেহ কাঁদে অল্লাভাবে আপনার তরে. কারো চক্ষে বারিধারা শিশু কোলে ক'রে ! কত পাপ-স্রোত মাতা প্রবাহিত হয়। ভাবিতে বোমাঞ্চ দেহ, বিদরে হৃদয়, হা নুশংদ অভিমান, কৌলীয় আগ্রিত ! হা নুশংস দেশাচার রাক্ষদ-পালিত ! वामारति या क्तांत क्रांटक, क्रम्मी-क्त क्ष्मा, এই हिक्सा, अ मन निस्ती !" অায় আহায় সহচরী, ধরিগে বটনেশ্বী. করিগে তাঁহার কাছে ছ:থের রোদন-এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ? বিমুগ নিষ্ঠুর দাতা, বিষ্থ জনক ভ্ৰাতা. বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি, পতি নাম বার-আশ্রম ভারতেশরী ভিন্ন কেবা আর !

আম আম সহচরী, ধরিগে **বৃটনেশ্বরী,** করিগে তাঁহার কাছে হুংগের রোদন— এক্সতে আমাদের কে আছে আপন ?

विश्वा त्रम्भी।

(5)

ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই বে !
না হ'লে এমন দশা নারী আর কই বে ;
মলিন বসনগানি অঙ্গে আচ্ছাদন,
আহা দেগ অঙ্গে নাই মঙ্গের ভূষণ !
রমণীর চিত্র-সাধ চিত্র বন্ধন,
হ্যাদে দেগ, দে সাধেও বিধি-বিভূমন !
আহা কি চাঁচর কেশ পড়েছে এলামে !
আহা কি ক্রপের ছটা গিয়াছে মিলামে !
কি নিতম, কিবা উঞ্চ, কিবা চকু, কিবা ভূক,
কি যৌবন মবি মরি শোকে

হয় বে !

কুপ্লম চলনে আর নাহি অভিদাম;
তাৰ্ল কপূ'রে আর নাহি সে বিলাস;
বৰনে সে হাগি নাই, নয়নে সে জ্যোতিঃ;
সে আনন্দ নাই আর মরি কি হর্গতি!
হরিষ বিবাদ এবে তুস্য তিরদিন;
বসন্ত শর্ম অতু স্কলি মলিন!
দিবানিশি একি বেশ, বারমাস সেই ক্লেশ;
বিদ্বার প্লাবে হায় এইই কি সম বে!
(৩)

হান্ত বে নিষ্ঠুব জাতি পাষাণ-ছদম,
দেবে শুনে এ যন্ত্ৰণা তবু অন্ধ হয়;
বালিকা বুবতী :ভদ কবে না বিচাব,
নাৱী বদ কবে তুই কবে দেশাচার।
এই যদি এ দেশে শাজের লিখন,
এ দেশে নম্বী তবে ফনে কি কারণ গ

প্রশেষ ছদিন পরে আবার বিবাহ করে;
অবলা রমণী বলে এতই কি সয় বে 📍

কেঁদেছি অনেক দিন কাঁদিব না আর;
পুরাইব হৃদয়ের কামনা এবার।—
ক্ষর থাকেন যদি, করেন বিচার,
করিবেন এ দৌরাখ্য সমূলে সংহার;
অবিলয়ে হিন্দুধর্ম ছারগার হবে!
হিন্দুকুলে বাতিদিতে কেই নাহি রবে!
দেখ রে ছ্র্মান্ডি মত, চিরম্লেছ-পদানত—
বিধবার শাপে হায় এ ছর্গতি হয় রে।
(৫)

হায় রে আমার যদি থাকিত সম্পদ
মিটাতাম চিরদিন মনের যে সাধ ;
সোশার প্রতিমা গড়ে, বিধবা নারীর
রাথিতাম স্থানে স্থানে ভারত ভূমির ;
বিদেশের স্ত্রী পুরুষ এদেশে আসিত,
পতিব্রতা ব'লে তারে নয়নে ছেরিত।
শিথিতাম নিমদেশে "কি স্বদেশে কি বিদেশে রমণী;এমন আর ধরাতলে নাই রে।"
(৬)

সে ধন সম্পদ নাই দবিদ্র কান্ধান,
অনাথা বিধবা-তঃগ ববে চিরকাল
আমার অন্তরে গাঁথা; যগনি দেগিব,
স্থান কুলুমে কাঁট, তগনি কাদিব;
রাহ্থাসে সম্পদ্র নক্ষত্ত-পতন
যপনি দেপিব, হায় করিব স্থাব।
বিধবা নারীর মুগ! হায় রে বিদরে বুক,
ইচ্ছাকরে জন্মশোধ দেশতাগী হই রে।
ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি আই রে॥

পরশমণি।

()

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন !
আই যে অবনীতবে, পরশ মাণিক জ্বলে,
বিধাতা নির্মিত চাক্র মানব-নয়ন।
পরশমণির সনে, লোহ অঙ্গ পরশনে,
সে লোহ কাঞ্চন হয়, প্রবাদ বচন,—
এ মণি পরশে যায়, মাণিক ঝলদে তার
বরিষে কিরণ ধারা নিথিল স্কুবন।
কবির কল্পিত নিধি, মানবৈ দিল্লাছে বিধি,
ইহারি পরশগুণে মানব বদন
দেবতুলা রূপ ধরি, আছে ধরা আলো করি,
মাটীর অরেতে মাথা শোণার কিরণ!

(?)

প্রশ-মাণিক যদি অলীক হইত,
কোথা বা এ শশ্ধর, কোথা বা ভামুর কর,
কোথা বা নক্ষত্র-শোভা গগনে ফুটিত!
কৈ রাণিত চিত্র ক'রে চাঁদের ক্যোৎসা ধ'রে,
তরঙ্গ মেঘের অঙ্গে স্থাবেত মাধায়ে ?
কোবা এই স্থশীতল বিমল গদ্ধার জল
ভারত ভূবণ করি রাণিত ছড়াং ?
কৈ দেগাত তরুকুল, নানা ান্দ নানা ফুল,
মরাল, হরিণ, মুগে পৃথিবী লোভিয়া ?
ইন্দ্রধন্থ আলো ভূলে সাজায়ে বিহল কুলে,
কে রাণিত শিশীপুজ্জে শশাঙ্ক আঁকিয়া ?

দিয়েছে বিধাতা যাই এ প্রশমণি—
স্বর্গের উপমান্তল, হয়েছে এ মহীতল,
স্বর্গের আকর তাই হয়েছে ধরণী !
কি আছে ধরণী অলে, নয়ন মণির সন্তে,
না হয় মানব চিত্তে আনন্দদায়িনী !—
নদীকলে মীন থেলে, বিটেপীতে পাতা হেলে,
চরেতে বালুকা পুটে, তুর্গেতে হিমানী,

পক্ষীপাথা উড়ে যায়, পিপীলি শ্রেণীতে ধায় করুরে ত্যার পড়ে, ঝিসুকে চিক্কণী ! ভাতেও আনস্কয়— অরণ্য কুল্মাটিময়, জ্বনন্ত বিদ্যাংশভা, তমিপ্রা রন্ধনী।

হহাই পরশ্মণি পৃথিবী ভিতরে;
ইহারি পরশ-বলে সগায় সগাব গলে
পরায় প্রেমের হার প্রকুল্ল অন্তরে,
শিখায়ে প্রেমের বেদ, তুলায় মনের ভেদ,
শ্রপায় ম্মাক্লিক করে স্থানের সাগরে।
শঙ্ক এই ধরাতল, প্রেম-ভোগবতী জল
পবিত্র করেছে যারে খুলিয়া নির্মারে;
যুগল নক্ষত্র ছটি, যেগানে বেড়ায় ছুটি,
সধারূপে মনস্থার পৃথিবী উপরে।
কোন পুণো হেন নির্দি, মানবে পায় রে বিধি—
রেগল চলে চির দিন মই আশা ধরে!
(৫)

অপুর্ব মাণিক এই পরশ কাঞ্চন ! ফুটায় মণি অতুল. শেহরূপ কত ফুল ইহার পরশে ধরা আনন্দ কানন! अननी यमन हेन्यू. জগতে কৰণা সিদ্ধ. দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন, শত শশী-বৃশ্বি-মাথা. ठाक इन्हीवत आका. পতের অধর ওষ্ট নলিন আনন, স্বসা-মুখ নির্মল, সোদরের স্থকোমল. পবিত্র প্রণয়পাত্র গৃহীর কাঞ্চন-এই মণি পরশনে. হয় সুখ দরশনে, মানব জনম সার সফল জীবন।-কে বলে পরশম্পি অগীক স্থপন ?

जीवन महीिका।

জীবন এমন ভ্ৰম আগে কে জানিত রে— ছংয়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে !

প্রভাতে অরুণোদয়, अक्र (यमन इस. মনোহবা বঞ্জরা, কুহেলিকা আঁধারে। वांत्रिम, ज्रुधत, तम्भ, ধরিয়া অপূর্ব্ধ বেশু. বিতবে বিচিত্র শোভা ছায়াবাজী-আকাবে ! কুমুমিত তক্ষ্ম, ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়ে রয়. जारन मुक्त मगीवन मृत्र मृत्र मकारत। কুলায় বিহঙ্গদল, প্রেমাননে অনর্গল. মধ্ময় কলনাদ করে কত প্রকারে। সেইরূপ বাল্যকালে. यन मुक्ष माम्राकारन. কত লুৱ আশা আসি স্নিগ্ধ করে আত্মারে। "পৃথিবী ললামভত, নিতা স্থাধে পরিপ্লাত." হয় নিতা এই গীত পঞ্চত মাঝারে। ব্ৰহ্মাও সৌবভন্য यङ कुछ मत्न रुग, गटन इय समूनय अक्षामय, नःमादत । মধ্যাকে তাহাৰ প্র, প্রচণ্ড রবির কর, যেমন দে মনোহর মর্বতা সংহাবে। না থাকে কুহেলি মন্ধ ना थारक कुछ्य-शक्त. না ডাকে বিহগকুল, সমীরণ ঝকারে। সেইরপ ক্রমে যত. শৈশব যৌবন গত! মনোমত দাধ তত ভাঙে চিত্ত-বিকারে। नद्य भोनाभिनौ जाना স্থবর্গ মেধের মালা আশার আকাশে আর নিতা নাহি বিহারে ছিন্ন তুষারের স্থায়, বাল্য বাঞ্চা দুৱে যায়, তাপদগ্ধ জীবনের অন্ধাবায়-প্রহাবে। জীৰ্ণ অভিলাষ যত প'ড়ে থাকে দুরগত ছিন্ন প্তাকার মত ভগ্নহর্গ-প্রাকারে। এইরূপে হয় কত জীবনেতে পরিণত মৰ্ক্তাবাসি-মনোরথ, হা দগ্ধ বিধাতা রে ! স্থচাক পবিজ্ঞ-মন. यग्रंनिष्ठांभ तायग. বিমলস্বভাব দেই যুবা এবে কোথা বে। বিধিবে প্রবর্ণদেশ, শ্বসভা-কশ্বালেশ, কলন্ধিত ভাবিত যে আপনার আত্মারে। বামাশক্তি বামাচার, শুনিলে শত পিকার জ্ঞাতিত অন্তরে যার সে তপস্থী কোথা রে গ কোথা সে দ্যান্ত্ৰচিত্ত. দংকল্বাহার নিতা, প্রতঃথ-বিমোচন এ ছর্ত্ত সংসারে গ অত্যাচার উৎপীড়ন, করিবারে সংয্যন. না ক্রিত সেই জন ভেনাভেন কাহারে। না মানিত অন্ধরোধ, না জানিত তোষামোদ, দে তেজস্বী মহোদয়-বাস্থা এবে কোথা রে ? কত যুবা যৌবনেতে, চড়ি আশা-বিমানেতে, ভাবে ছড়াইবে ভবে যশঃপ্রভা আভা রে। তুলিবে কীর্ত্তির মঠ, अ। शिद्य मन्न घरे. প্রণত ধরণীতল দিবে নিত্য পূজা রে। কেহ বা জগতে ধন্ত, वीववरन चडावना. হয়ে চাহে চরণেতে বাধিবারে ধরারে। ভাবিয়া অসীম ক্ষেহ चारम हिंदे ज्यो दक्ष ব্রত করে প্রাণ দিতে স্বজাতির উদ্ধারে। কার চিত্তে অভিনাষ ২বে সারদার দাস, পীবে স্থবে ভির্নিন অসরতা স্থধারে। কালের করাল স্রোতে, ভাগে যবে জীবনেতে. এই সব আশালুক প্রাণী থাকে কোথা রে। কিশোর বা ভীবদারী, জাগদগ্ম দৈতাহারী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালিনাস কত ডোবে পাথারে! কতই যুবতী বালা, গাঁথে মনোমত মালা. সাজাইতে মনোমত প্রিয়তম স্থারে। হৃদয় মাৰ্জিত করে. গাহা কত প্রেমভরে প্রিয়মূর্ত্তি চিত্র করে রাথে চিত্ত আগারে। নব বিবাহিতা কত. পেয়ে পতি মনোমত. ভাবে জগতের স্থ্য ভবিয়াছে ভাণ্ডারে। এই সৰ অবলার. কিছু দিন পরে আর. দেশ, মর্ম্মভেদী শেল দেয় কত বাথা রে। দেখ লে কেই বা ভার, ইয়েছে পঞ্জরদার एक इत्य यानानाय गुत्य आहर गाँथा दत । মনোমত নছে পতি. মরমে মরিয়ে সতী, ঊন্যাপন করিয়াছে পতিস্থ-আশা রে। कठारखद चानीसीत. मिर्वानिन दक्ट काँएन, विषय देवववा-मना-निवादकृद व वीषा दव ।

দারুণ অপত্যতাপে. দেখ গে কেছ বিলাপে. অন্নাভাবে জননীর কোথা বৃষ্ণঃ বিদরে। আগে যদি জানিতাম. পথিবী এমন ধাম. তা হলে কি পড়িতার আনাম্বের মাঝারে স কোথা গেল সে প্রণয়. বাল্যকালে মধ্যয়, যে স্থাতা-পাশে মন বাঁধা ছিল সদা রে। সহপাঠী কেলিচর, অভেদাঝা হরিহর. এবে তাহাদের সঙ্গে কতবার দেখা রে। পতঙ্গপালের মত কর্মক্ষেত্রে অধিরত, স্বকার্য্য সাধনে রত, কেবা,ভাবে,কাহারে ? আহা পুনঃ কত জন. করিয়াছে পলায়ন. মর্ত্তাভূমি পরিহরি শমনের প্রহারে। গগন-নক্ষত্ৰব্ব, ভাহারাই অকস্মাৎ, প্রকাশে কচিৎ কভু মুত্রবাশ মাগা রে। আগে ছিল কত সাধ, হেরিতে পূর্ণিশা চাঁদ, হেরিতে নক্ষত্র-শোভা নীলনভঃ যাঝারে। পিকবর, মেঘজালে, বসস্ত, বর্ধাকালে, হেরিতে দামিনীলতা, কি আনন্দ আহা রে! সে সাধ-তরঞ্জুল, এবে কোথা লুকাইল, क पूज'म जीवरनंद रहन त्रमा सामा ca? বিশুদ্ধ পবিত্র মন. স্বৰ্গবাদী সিংহাদন. পঞ্চিল করিল কে রে দগ্ধচিতা াশারে ?

অশোকত**রু**।

কে তোমারে তঞ্চবর, করে এত মনোহর, রাথিল এ ধরাতলে, ধরা ধন্ত ক'রে ?
এত শোভা আছে কি এ পৃথিবী ভিতরে ?
দেগ দেগ কি স্থলর, পুশাগুছ থবে থর, বিরাজে শাগীর'পর সদা হাস্যভরে—
দিলুরের ঝারা যেন বিটপী উপরে !
মরি কিবা মনোলোভা, ছড়াযে বরেছে শোভা, আভা যেন উথলিয়া পড়িছে অশ্বরে।—
কে আনিল হেন তম্ব পৃথিবী ভিতরে ?

(?)

বল বল তরুবর, তুমি যে এত স্থানর,
মস্তবও তোমার কি হে, ইহারি মতন ?
কিষা শুধু নেত্রশোভা মানব বেমন ?
আমি হংগী তরুবর, তাপিত মম অস্তর,
না জানি মনের স্থাপ, সপ্তোম কেমন;
তরুবর, তুমি বুমি না হবে তেমন ?
আরে তরু গুলে বল, শুনে হই স্থাতল,
ধরণীতে সদানন্দ আছে এক জন—
না হয়-সস্তাপে যারে করিতে ক্রনন!

(0)

জানিতাম, তর্মবর, যদি হে তব অন্তর,
দেগা'তাম একবার পৃথিবী তোমায়—
মানবের মনচিত্রে কি আছে কোথায়!
কত মক, বালুভূপ, কত কাটা, গুদ্দ কূপ,
ধূ ধূ করে নিরবধি অন্ধ নাটিকায় —
সরসী, নির্মার, নদী, কিছু নাহি তায়।
তা হ'লে ব্ঝিতে তুমি, কেন তাজি বাসভূমি,
নিত্র আদি কাদি বসি তোমার গলায়!
(৪)

তুমি তরু নিবন্তব, আনন্দে অবনী'পর, বিরাজ বন্ধর মাঝে, স্বন্ধন সোহারে !
তরুবর, কেহ নাহি তোমারে বিরারে।
ধরণী করান পান, স্থরস স্থবা সমান
দিবানিশি বার মাস সম অন্থরারে—
পবন তোমার তরে যামিনীতে জাগে।
স্ত্রোভোধারা ধরি পাম, কুলু কুলু করি ধায়,
আপনি বর্ষা নীর ঢালে শিরোভাগে;
তরু রে বসন্ত তোরে স্নেহ্ করে আগে।
(৫)

কলকণ্ঠ মধুমাদে, তোমারি নিকটে আসে, শুনাতে আনন্দে ব'সে কুহু কুহু রব ; তক্ষবর তোমার কি স্থারে বিভব ! তলদেশে মগমল, তুণ করে চল চল,
পত্তপ তাহাতে স্থগে কেলি করে সব,
কতই স্থগেতে ওক, শুন বিদ্যীবৰ!
আসি স্থগে পাঁতি পাঁতি, ছড়ায়ে বিমল ভাতি,
গল্গেৎ যগন তব সাজায় পল্লব—
কি আনন্দ তক তোর হয় অন্তেব!
(৬)

তরু বে আমার মন, তাপদগ্ধ অনুক্ষণ,
কেহ নাই শোকানলে ঢালে বারিধারা;
আমি তক, জগতের মেহ, সুথ হারা!
জায়া, বন্ধু, পরিবার, সকলি আছে আমার,
তবু এ সংসার খেন বিমতুল্য কারা;
মনে ভাল, কেহ মোরে, বাসে না তাহারা!
এ পোন কাহারো নয়, আমিই কলঙ্কমম্ম,
আমারি অন্তর হায়, কলঙ্কেতে ভ্ররা—
আমি, তরু, বড় পাপী, তাই ঠেলে তারা।
(৭)

বড় ছংখী তক আমি, জানেন অন্তরধানী,
তোমার তগান্ত আমি ভাসি অঞ্চনীরে ,
দেগিয়া জীবের স্থপ ভবের মন্দিরে।
এই ভিন্ন স্থগ নাই, তক্ত তাই ভিক্ষা চাই,
পাই যেন এইকলে কানিতে গঞ্জীরে,
যত দিন নাহি যাই বৈতরণী তীরে।
এক ভিক্ষা আছে আর অন্ত যদি কেই আর,
আমার মতন ছংগী আদে এই স্থানে,
তক্ত, তারে দ্যা করে তুবিও প্রাণে।

मुरु९-ममागम ।*

বসগু-পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গে, বাজ্বদেখি বীণা আনন্দের সঙ্গে,

কলেজ ইউনিয়নের ফিতীয় সাম্বংসরিক উপদক্ষে।

ভাসা দেখি স্থানি স্থানের তরপ্রে
নাচারে তাহাতে আশার ফুল।
শুনিয়া প্রাচান "অফিয়ন"-গান
পাইল চেতন অচল পরাণ;
শুনের বাশীতে সমুনা উজান
বহিল উল্লাসে বসারে কুল।
ভূই কি নারিবি চেতন পরাণে,
স্থাই সঙ্গনে এ স্থানের বিনে,
উথলিয়া স্থোত ঈশং প্রমাণে

ভিজাতে প্রণয় তরুর মূল ? "কোথা বালা সথা"---বলি একবার ডাক দেখি স্থাবে মিলাইয়া তার, "এম হে শৈশব-স্বভং আবার ্ৰতে গেলা'তে যাই ্ৰ' शांख, बीबा, ह ७ "नदीन जीवटन থেলিতে আনজে ধাহাদের সনে, হাসিলে, কাদিলে, ভেটিলে স্বপনে,— আজ কি তাদের স্বরণ নাই ১ "স্মারণে কি নাই সে সৌরভগয় শৈশবের প্রিয় পাদপনিচয়, তড়াগ, প্রাঙ্গণ, সেতু, শিক্ষালয়, জড়ালে ঘাহাতে শৈশব-মায়া গ "ভলিলে কি সেই উৎসাহ লহনী, ভাসাতে যাহাতে জীবনের ত্রী তর্ম ভুফান হেয়জ্ঞান করি, উড়াতে নিশান বিচিত্র-কায়া ? "পাড়ে না কি মনে কত দিন, হায়, 'মা' 'মা' বলি প্রবেশি আলয়, কত প্রবেগ থেতে স্থায় স্থায় জননী তুলিয়া দিতেন যাহা ? "সেইরূপে পুন: করিয়া উৎসব জীবন মধ্যাহে এদ সগা সব শভি একদিন—যে স্থুখ গুল্লভ সংসার চুকানে ডুবেছে আহা।

"নবীন প্রবাণ এস সবে মেলি পরাণে জড়াই পরাণ পুতলি. যে ভাবে শৈশবে. যৌবনেতে কেলি করেছি প্রাণের কপাট খুলে। "লঘু আশা, হায়, লঘু তুষা লয়ে শিশুকালে যদি উনমত্ত হয়ে বাধিতে পেরেছ সদয়ে সদয়ে স্বাৰ্থ, হিংশা, দ্বেষ সকলি ভূলে, "তবে কি এখন নারিবে মিলিতে ? গাঢ় চিন্তা, আশা, যখন স্থানিত তুলেছে তরঙ্গ প্রবল গতিতে— বাসনা-ঝটিকা বহিছে যবে 📍 *করিলে যে আগে এত সে করনা. ধরিলে যে জদে এতই বাসনা, তথু কি সে সব প্রকাপ জন্ননা= ছিল্ল তুণবং বিফল হবে ? "চেমে দেখ, সথে, রয়েছে তেমতি পাঠগৃহ, মাঠ, সরোবর, পৃথি, তেমতি স্থন্দর স্থঠাম-মূরতি সেই স্তম্ভ্ৰেণী হাসিছে হায় ! "আমরাও তবে না হাসিব কেন গ হাসিতাম স্তুথে আগে সে যেমন অইগানে যবে করেছি ভ্র<mark>মণ</mark> ভান্ন, রাষ্ট্রধারা পবি মাথায়॥ "ছাই গুহু, মাঠি, পথ, সরোবর, মহে কত দিন হের কত বার, ভেবেছ কি কতু কত বত্ন তার করাল কভান্ত করিল চুরি ৪ কোথা সে আজি রে ক্ষণজন্মা ধীর অতুণ্য "বারিক" বঙ্গের মিহির! কোথা "অন্তক্ল" মলয়-সমীর! "দীনবন্ধু" বন্ধ-সাহিত্য-মুরী "শ্রীমধুস্দন" কোথায় এখন! তার তবে আজুকে করে ক্রন্মন

मश्राठी जांत-এবে अपर्गन বঙ্গের প্রদীপ্ত প্রভাত-তারা ! "কিছু দিনে আর আমরাও দবে करम करम नीन इहेर এ छत्, নাম, গন্ধ, শোভা কিছুই না ববে-কালেতে হইব সকলি হারা! "বাঁচি মত দিন এস একবাঁর সম্বংসরে স্কুথে মিলি হে আবার, সহাস্থ্য বদনে কদয়ের দ্বার ৈ পুলিঘা দেখাই, দেখি আনন্দে। শ্ৰমার কত কাল বাঁচিব তা বল --वाकानीय कुछ जीवनभन्न কৰে 👉 ফুরাবে ছাড়িয়া সকল जुनिए इहेरन व मकबरम ! "এ শেকির ছায়া হায় রে য়য়ন— পড়ে নাই ঢাকি হৃদয়-দর্পণ স্থপূর্ণ মহী, স্থপূর্ণ মন-मकलि छन्तव माधुदीम्य। "সবে স্থ্য ভাব--না ছিল বিচার কিবা সে কাঞ্চাল রাজপুত্র আর, একই আদন পঠন স্বার---সদাই জনয় আনন্দম্য। "সেই স্থময় সুদ্দের মেলা পেয়েছ আবার কর সবে থেলা, স্থাৰ সাগৱে ভাসাইয়া ভেলা থেলাইতে ষথা শৈশবকালে।" বাজ বীণা আজ্ মিলে সব তার, कतिशं मृद्रम मृद्रम अक्षांत्र, প্রণয়-কুত্রম ফুটা রে সবার,---বাহ্ন বে মধুর জলদ তালে। বসস্ত-পঞ্চমী তিথি আজি বলে, कांग् वीना, कांग् व्यानत्मत्र मत्त्र, থেলাইয়া হৃদে স্থের তরঙ্গে, নাচায়ে তাহাতে আশাৰ ফুল।

শুনিষা প্রাচীন "অফির্স" গান উঠিল চেতিয়া অচল পাষাণ; প্রামের বাশীতে যমুনা উন্ধান ছুটিল উল্লামে বসায়ে ক্ল; ভূই কি নারিবি চেতন-পরাণে, স্তন্ধং সম্মে এ স্থাবে দিনে, উথলিয়া প্রোত অলপ প্রমাণে ভিজাতে প্রণয়-তক্ষর মৃশ ?

তুৰ্গোৎসব।

(5)

সাজা বঙ্গে আজি রঞ্জে নানা জাতি ফুলে; রতির শ্রবণত্র ত্লে আন চাপা ফুল জবাকুল রক্তিম হিঙ্গুলে; কৃষ্ণ তড়াগ শোভা আন তুলে মনোলোভা মনোলোভা মলিকা-মুক্লে; तममधौ हितळ्थी নিশিগন্ধা মধুমুখী অরবিন্দ অপুরুর পারুলে; **স্তমু অ**পরাজিতা কৃষ্ণচুড়া আনন্দিতা আন বসবতী কেয়া ফুলে; নানা কুলে সাজা অঙ্গ আজি প্ৰ**ক**ৃটিত **বঙ্গ** শারদ পার্কণে ছংগ ভূলে। আয় কুলবণ যত মুকুতা কহলার মত চামেলি গোলাপ বান্ধি চুলে; भत्र भाँगै भीनांश्वी, वृष्टि, (वन जिनश्ती-* निशवती + हिंदा करता कूटन ; স্থচিকণ বাৰাণনী কাটতে বাঁধিয়া কৃষ্ রাঙা কর অধর তাত্তে ; কচি মুগে স্থা হাসি. অবিরল পরকাশি বিকাশিয়া যৌবন-মুক্লে;

শরতে চাঁদের সঙ্গে বঙ্গে আলো কর রঞ্জে ভার্কের মন যাহে ভূলে।—
সাজা বঙ্গে আজি-রঙ্গে নানা জাতি জূলে।
(২)

আজি কি স্থংগর দিন শারদ পার্ম্মণ!
এসো গো প্রাচীনা যারণ, লয়ে কড়ি জূল ঝারা
কেণ্টা ঝাঁপী চিক্রনী দর্পণ;
সীঁপিতে সিন্দ্রভাজ দর আরতির সাজ
পর খুলে পাটের বসন;
দধি হুগ্ধ মনোইরা ছানা চিনি থালা ভরা
তিল-লাভু স্থ্যা-আস্থানন;
বুচুক চক্ষের পাপ চাভ হুংগীর তাপ

দাও স্থেশ হাতে তুলে, চির ছঃগ যাক্ ভূলে, পুরাতন অন্তর্গীব বদন। র'াধ অন্ধ পালি পালি, পাতে পাতে দাও ঢালি

থই লাড় কর বিতরণ;

পরিপাটী মধুর রন্ধন।
"দেও অন্ন দেও এনে, পেট পুরে গাব মেনে"

আহা শোন বলে জুংগী জন;
দরিদ্রের মনোরথ পুরাতে সহজ্ঞ পথ

দরিজের মনোরথ প্রাতে সহজ্ঞ পথ হেন আর পাবে কলাচন;

হেন আরু পত্রে দলাচন;
ক্ষেপ্ত অন্ন কেও চালি,
ত্বিস্থার বেন না কালি,
ত্বিস্থার ভাজিলে ভবন ।—
শবতে স্থাবের কাল আধিন কেমন!
(৩)

হাস্বে শরত চাঁদ কিবণ বিস্তাবি, পথে মাঠে কি বাহার চেয়ে দেগ এক বার পদরভে পথিকের সারি !

শ্বহ গৃহ দেখা যায়. াবলিতে বলিতে ধায় আশাৱ কুহকে ৰলিহাৱি!

আশায় মানস ফুটে, হাসির তরঙ্গ ছুটে, বঙ্গে আজি রঙ্গ দেখি ভারি; হাসা রে বিনোদ শশী বিনোদ গগনে বসি

প্রাচীন কিশোর যুবা ধনাত্য ভিগারী।

বিপুল বঙ্গের মাঝে স্থর-বিমোহন সাজে পাতিয়াছ ভাল যাত্ৰকারী।--জলে জলে চলে তরি তরঙ্গ বিদার করি মনস্থগে দেখি আঁখি ভরি, আলো মাগা ভরিচয় পুষ্প যেন জলময় Cजटम यात्र नमी नटमोशति : তৰুই চেতাঙ্গা জ্বল করে থেলা দলে দলে পড়ে দাঁড় ঝুপ ঝুপ করি: ধীরে তরি আগুয়ান উচ্চে হয় সারি গান শ্রুতিমূলে স্থা বৃষ্টি করি; আনন্দে বিহ্বল মন ভাগে জ্বলেকত জন বঙ্গে আজি কি সুগ লহরী! হাস বে শরত টাদ কিবণ বিস্তাবি !

(8)

হাস রে আকাশে বসি কুমুদ-রঞ্জন।— শঙ্খ ঘণ্টা বৰ দুনা জালা ধপ, জালা বুনা, কর বঙ্গবাদী যত জন। পড় মন্ত্র দ্বিজগণ, জবা বিশ্ব অগপন वृष्टि कट, मांथात्य हम्मन ; দাও জল দুৰ্বনিল পঞ্চগবা সিন্ধ জল স্থাহা সাহা বল অনুকণ; অঞ্জলি এলি পুরা] ঢাল চক, ঢাল সুবা কর হোমে হবা বরিষণ;— নর-ছঃগ-নিবারিণী খাৰ্যাক্প-নিস্বাবিণী বঙ্গে বামা উদয় এখন । নৌবতে মধুর বোল, কড়া কড় কড় রোগ भोगोरप्रत गधुत निक्रम, মৃদঙ্গ গম্ভীদ-তাল পরতাল স্থ-রসাল বেণুযন্ত্ৰ ল'লিত বাদন, শারঙ্গী মৃতল-স্থবা ঘোর রব তানপুরা, এদ্রাজ মধুর গর্জন, জল-তরঙ্গের বাটী বেহালা স্থপরিপাটী नीपाउनी क्लांकिन-नाइन.

আজি রঙ্গে বাজা বজে গভীর দামামা দজে-আজি রে স্কথের দিন শারদ পার্ম্বণ

প্রিয় বয়স্থের মৃত্যু।

জীবনের বন্ধ মম আর এক জন কাল-রূপ মহাসিরু-সলিলে ভুবিশ। এতকাল ছিলে, সংগ ভূতল-বতন,---এখন এ ভবে তব কি ভিছ বহিল ? হায়! না দেখিব আর সে প্রিয় মূরতি! সে ভোলা পাগ্ৰ মন আপনা বিশ্বত. সে পাণ্ডিতা, একাগ্রতা, সে প্রগাচ স্বৃতি, অনুস্তকালের মত হয়েছে নিজ্ত ! প্রকৃতি, সথা হে, তব কি মনুর(ই) ছিল, মুখনি হেবিত হিয়া হবুৰে ভাসিত, জানিতে না জীবনের প্রথা কি জটিল, 1 অবিবত জান-জ্ঞা পানে বিযোহিত। লভিলে কতই এর বিগার ভাণোরে : দে জ্ঞান-প্ৰশা, হায়, আছে ক'জনার ? আজীবন প্রাতন বাণীর বিহারে, ভক্ত-চুড়ামণি, দথা ছিলে দারদার। अन्तर विकेश वार्था विश्व वाम व-ছ'জনে হ'ল না দেখা শেদের সে দিন. ছভাইতে তব নেৱে নিবিড আঁখিবি. যে দিন শমন করে এবিশ্ব মলিন ! আধার এ ভব রাজা তোমাই নয়নে. চিব দিন তবে ববি শশী লুকাইণ ! ভবের কি কিছু তবে ভেবেছিলে মনে গ অথবা সে তমোজাল মানস(ও)ঢাকিল গ কে পারে ছাড়িতে এই প্রকল্প অবনী— স্থান ববির করে এ মহী মণ্ডিত গ মুমর' পরাণী নরে কে আছে এমনি, পরাণে না হয় ঘার বাসনা উথিত

কোন প্রিয়-জন-বক্ষে শির্ম রাখিতে. পরাণের দাহ যত জুডাবার তবে ? কোন প্রিয়জন-হত্তে অঞ্ মৃত্যইতে.---উছলে নয়নে যাহা গত মনে করে ? মোহময় এ ধরায় মৃত্যুর(ও) শধ্যায় পারে কি ভূগিতে মোহ মানবের মন ! বিন্দুমাত্র খ্রাস (ও) যবে বহে নাসিকায়. তথন (৩) এ দেহে রহে মারার একণ। হাদয়-কলবে, দখে কি ভাবিলে: হায়, व्यन्छ निज्ञाय यदव नवन श्रीनित्न १ প্রিয়ন্ত্রন কার(ও) পানে, কোন বা স্থায় কটাক্ষ ক'রে কি অশ্রুকণা ফেলেছিলে ? यत्न कि পड़िन नथा दम मित्नय कथा, বিভার সম্বলকেত্রে যোবনে প্রথম. यत्यक्ति क इत्न यदय-- महलाहि-ख्रथा ? লভিতে বিজয়-কেওু কত বা উভ্ন ? মনে কি পড়িয়াভেল পুরেরর সে সব গ দরিক্স বাসনা যত হলে হ'ত লীন ? আশার আশাসপূর্ণ বাশনীর রব ? স্থদুৱে মধুর কিবা আকাজ্ফার বীণ ? মনে কি পড়িল, হার, সংসার-সোপানে উঠিতে কতই ক্লেশ-হরিষে বিষান; হাসি কালা সে কালের ব্যিয়ে নির্জ্জনে, রহন্ত কৌতুক কত অমূত আস্থাদ। দরবিগলিত অঞ্ নয়নে আমার, (महे म्य कार मानिकार्य किएए; विज्ञानदी-दकारण द्वम नंड अवक्षि युद्ध दान्त्रि दौरव शोरव औरवादव 🕱 🕫 🕡 ्काबाप्र निवास, धारी, किंद्ररे जानि ना, অজ্ঞাত সে দেশ—নবে, জ া না কেহই, প্রবেশিয়া কেই তায় করু ও কে রেনা, প্রবেশ করিছে পান্ত অজন্ম কতঃ ! (यगार-हे शाक, मध्य, शाक (यह जाद्य, তমের আঁধার কিবা দিবার কির্ণে,

আমাদের চিত্ত মাঝে নিত্য বিরাজিবে. আছিলে ধরণী'পরে যেরূপ ধরণে ! সাঙ্গ না হইণ হায় জীবনের বত, ডুবিল দেহের তরি-- ফুরাল সকলি ! ভাসিতে সাগর-নীরে তরঙ্গ-ভাড়িত, সমপাঠী এবে ছটী রহিত্ব কেবলি ! অন্ধ এ জগৎ, সথা,—ধরণী-ভূষণ মানব যাহারা, তারা গুলক্ষ্য মহীর ! যশের কিরণ করে মুকুটে ধারণ চক্রী, চাটুকার, ভগু, কত অবনীর ! অন্ধ এ জগৎ তোমা চিনিবে কি ? হায়, চিনি ত আমরা —ছিলে ভবের ভূষণ ! আমরা স্থা হে, সবে পূজিব তোমায়, ছান্য মন্দিরে করি প্রতিমা স্থাপন। প্রাণের বিগ্রহ হেন বালিব যতনে. জালি শ্বতিরূপ দীপ করিব অর্চন, প্রণয়ের ভক্তিনহ বিহ্বলিত মনে नित अर्घा (श्रेय-शूल मञ्जा नग्नन !--মধুর পবিত্র ভাব--বন্ধুর স্মরণ !

ভারতে কালের ভেরो।

[১२৮० मारनत छुडिक छेनलाक]

(>)

ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার।—

অই গুন ঘোর ঘন ভাম নাদ তার!

ছুটছে তুমুল বঙ্গে আকুল অধীর বঙ্গে;

উঠিছে পুরিয়া দিক্ প্রাণী-হাহাকার!—

বাজিল অকাল ভেরী—বাজিল আবার।

(২)

চলেছে প্রাণীর কুল হের চারিনার; চলে বেন পদ্পাল করিয়া আধার--- স্থবির বালক নারী হা অন্ন, হা অন্ন বারি বলিতে বলিতে ধায়, চক্ষে নীরধার ; ধরাতলে চলে ধীরে কালীর আকার !

(0)

দেগ বে চলেছে আহা শিশু কত জন,
শীৰ্ণদেহ চাহি আছে জননী বদন;
আকুল জননী তার মুগ চাহি বারবার
অনিবার বারিধারা করে বরিষণ—
ভ্রমে যেন উন্মাদিনী অন্নের কারণ!

(8)

হের দেখ পথিবারে বসিয়া ওবানে পতির চবণে লুট মাকুল পরাণে, বলিছে কামিনী কেহ, "কই নাথ অন্ন দেহ কালি আর চাহিব না রাগ আদ্ধ প্রাণে"— বলিয়া তাজিল প্রাণ চাহি পতিপানে।

(a)

ছুটেছে যুবতা কন্তা ফেলিয়া পিতায়;
মা বলি ডাকিছে বৃদ্ধ সকলি বুথায়!
কেবা কন্তা,কেবা গিতা,কে জননী,কেবা মিতা,—
জন্মতা, পিতা মাতা, আজি বাঞ্চালায়—
হেব হেন কত জন আজি এ দশায়।

(6)

হের কত জন আহা উদর-জাগায় ক্র জননী ফেলিয়া শিশু ছুটিয়া পলায়— তুলিয়া যুগল পাণি শিশু ডাকে 'মা' 'মা' বাণী, কুধায় জননী তার ফিরিয়া না চায়— একাকী পড়িয়া শিশু প্রাণে শুকার !

(1)

চলেছে প্রাণীর কুল এরপে আকুল,
নৃত্য করে অনশন, মুক্ত করি চুল—
নৃত্য করে ভেরী নালে, কন্ধাল তুলিয়া কাঁথে,
গপুর ধরিয়া করে করিছে ভ্রমণ—
লেগ বস্বাসি, দেগ মুক্তি কি ভীষণ!

(b)

ছুটিছে নয়নে বহিং ক্লিঞ্গ সমান;
ফিরিছে উন্সত ভাব উকার প্রমাণ;
দত্ত ঘরমণে শব্ধ ড.রতভূবন তক,
করাল বিকট গ্রাস মুখের ব্যাদান—
আকাশে উঠিছে সঞ্জে কালের নিশান!
(১)

কতই উৎসবপূর্ণ গৃহস্থ আলয়, নন্দিনী নন্দন রূপ, স্থাপুশ্ময়, আজি পূর্ণ কলরবে অচিবে নীরব হবে, শকুনি বায়দ কিয়া পেচক আশ্রয়— ধরিবে শ্মশান বেশ মৃত অভিময়।

(>0)

কত সে জ্বনতাপূর্ণ পণ্যবীথি হায়,
এ রাক্ষস অনাচারে হবে মক প্রায়—
ভীষণ গহন সাজ, ধরিবে প্রীর মাঝ
পূরিবে বনের গুলা পালপ লতায়।
ভামিবে শাদ্ধুল শিবা আনন্দে সেথায়।

(22)

আজি হাসিভরা মুখ প্রকৃষ্ণ যে সব,
আজি স্থখপূর্ণ কুক আশার পল্লব,
কালি আর নাহি রবে শবদেহ হবে সবে,
শৃগাল কুকুরে মেলি কবিবে উৎসব—
কর্ণমূলে গুঞা বসি গুনাইবে রব।

(> <)

কেমনে হে বঙ্গবাসি, নিজা যাও স্থেও ?
ভাবিয়া এ ভাব, চিত্ত ভৱে না কি ছথে ?
নিজ স্থত পরিবার না ভানিছে অনাহাব,
ভাবিয়ে, না চাহ কি হে অভ্যক্তর মুখে—
স্ক্লাভি-শোকের শেল বিজে না কি বুকে ?
(১৩)

প্রিয়ে' বলি গৃছে আদি ধর মবে কর, হয় না উদয় কি রে গদয়-ভিতর— কত সতী অনাথিনী পথে পথে কাঞ্চালিনী অনিবে হতাশ হয়ে তাজি শৃত্ত ঘর— নাহি লজ্জা কুলমান, ক্ষুধায় কাতর! (১৪)

জোড়ে ধবি হেব যবে কন্সা পুত্রগণ,
ভাবিয়া জগং মাকে অম্প্য বতন—
কভু কি পড়ে না মনে সেই সব শিশুগণে
অন্ন বিনে মৱে যাৱা কবিয়া বোদন ?
ভাহাৱাও অইকাপ নম্ন-বঞ্জন

(>0)

হে বস কুল কামিনী আর্য্যা যতন্ত্রন,

জান যারা পতি পুত্র পিতা সে কেমন—

ভাব দেখি একবাব বদন সে স্বাকার

ঘরে যারা প্রতিংসন্ত্র্যা করে দর্শন

নিরন্ন বিষয় পতি, জনক, নন্দন !

(35)

একদিন অনশনে দিন বদি ধায়,
জান না কি বঙ্গবাসী কি যাতনা তায় !
আজি সেই অনশনে দাৰুণ হতাশ মনে
লক্ষ্ম বনাবী শিশু ক্ৰে হায়, হায়—
তব্ও চেতনা কি হে নাহি হয় তায় !

(39)

ভাব, অন্তে বঙ্গবাসী, ভাব একবার
কি কাগ রাক্ষম আসি যেরিয়াছে দ্বার—
নাশিতে সে তুরাচার
বৃটিশ কেশ্রীনাদ শুন একবার—
দুমাইও না বঙ্গবাসী, দুমাইও না আর;
ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার;

এই কি আমার সেই জীব**নভো**ষিণী। (>)

এট কি আমার সেই জীবনতোষিণী পূ গৌবনের স্থময়ী স্পধাতরঙ্গিণী পূ এই কি সে করতল শিরী ব কোমল,
ধরিতে হৃদয়ে যাহা হয়েছি পাগল ?
এই কি সে প্রাণহরা সোরা প্রিম অশাণি,
সাধ্য নাহি ছিল যাবে ক্লে ধরে'রাপি,
এই কি বে সেই তক স্বর্ণ জিনি যার
লাবণ্য মরিত অলে—এই সে আমার ?—
পালম্ব উপরে নারী পার্মদেশে বিদি তারি
ধীরে কোন প্রোড়ক্ষন বলে;
অলকার কেশগুলি হেরে ধীরে করে তুলি
ঘরে দীপ ধিকি বিকি জলে।

(?)

সাধের সামগ্রী যত, সকলি হেথায়
এইরূপে কলস্কিত কালের মলায় !
সোণার বিগ্রহে যদি পূজ্ব এক দিন,
সেও রে প্রশ-দোনে হয় রে মিলিন !
হীরকে কাটিয়া কর চিকণ-দর্পণ,
তাতেও কালের ছায়া কালেতে পতন !
কত শোভা পল্লনে জলে যবে ভানে;
পরশ বারেক তারে,—তারো শোভা ছালে!
সংসাবের হ্রথ পল্ল নারীও শুকায় সন্ত পুরুষের দরশ পরশে!
বলে, আর ফিরে ফিরে নেহারে নেহারে গীরে

(0)

প্রবেশ সংসাবে যবে — কি স্থবের কাল।
প্রক্লভির বুকে যেন স্থবর্ণের জাল
যতনে ছড়ান ছিল, জড়ান কাইনের
কত মোহকর চিত্র নয়ন ছড়াতে !
কিবা নিলা, কি স্থপন, কিবা সে জাগিয়া
সকলি নিবাথ বৃক উঠিত নাচিয়া,
ছুটিয়া বেড়াতে প্রাণ আশার খেলায়,
ভাবিয়া মানসে এই তক্নী লতায়,
ভেবেছিত্র সম্বয়
নব্তক বোপেছি আনিয়া!

দে নবীন তরু এই, হায় বে আনিও দেই ; কোথা গোল দে আশা ভাদিয়া !

(8)

"কেন নাথ কেন কেন", বিদিয়া তথন
উঠিলা নমণী সেই তাজিয়া শয়ন,
তুলিয়া পবিয়া গলে বিগলিত হাব,
বলে "নাথ, হেব দেগ এখনও বাহাব,
চাবা গাছে পাতা ছিল এবে কুল তায়
কুটেছে কেমন দেগ পাতায় পাতায়
কে ব'লেছে কুবায়েছে সে মাধেব আশা
সেই হুমি সেই আমি সেই ভালবাসা।'
মন দিয়ে খেল নাথ কিবে হবে বাজি মাত
সেই পোলা আবাব খেলিব;
সেই প্ৰাজ সেই পণ
শ্ৰাণনাথ সকলি সে দিব।"

(4)

কি দিবি বে পাগলিনী—পাবি কি কোণাম !

সাধের বাগান ভালা চেয়ে দেগ হায় !

ছায়া করে, ছিল ভাহে যেই ছটে ভক্ত,
বিদিতাম তলে শার যবে ভার গুক্ত,
একটি ভাহার হায়, সমূলে ভালিয়া

সিয়াহে কোনাম চলে —সঙ্গিনী ছাড়িছা
বলীকেতে প্রর প্র নীরস শরীর,
সেও হায় গত-প্রেয় বজাহত শিব !
ব্রাপিণ্ড যে এত সাধে স্ক্লভক্ত কাঁবে কাঁকে
ক'টা ভক্ত আছে বল ভার ?
ক'টা বল কুটে আছে দাড়াইলে কার আছে
সেই প্রাণ ছোটে প্রম্কার !

(9)

পাগলিনী কোঝা পাবি সে শোভা আবার ? সে কুলের মধু, বাস, এখন স্বাবার ! "কোঝা পাব ? এস নাথ দর্পণের কাছে; নেগাই সে শোভা যত, এবে কোঝা আছে। কেন নাথ, নাই কি হে ?—এই ত সে সব,

त्नरे ठांक ठांत्रभूथ, धारणत वलक, সেই ত অমিয়মাগা, এগনও তোমার, नयन वहन, शांत्र-नर्भन यात्रांत्र !--সেই বাছলতা এই অধরে সে তিল এই তথন এখন কই প্রভেদ ত নেই।"

(9)

'अ: जन कि नारे, -- शंध, शंध, द्र क्र क्रों, দেখ দেখি একবার নয়ন পালটি' গৌবনের কুঞ্জবন —কত ছিল তায় দাবি, স্ঠায়া, ঋুণ, পিকু পাতায় পাতায় ! যতনে জাকিলে কাছে হরিষে আসিয়া; হৃদয়ে মাথায়, কোলে পড়িত লুটিয়া এখন(ও) কি সেই পাথী, আছে কি সে সব ? সেইরপে কাছে এসে করে কি বে বব ৪ কত উদ্ধে গেছে তার, উদ্ধু উদ্ধৃ কত আর, কত হায় নীরবে বসিয়া, অপ্তথে শাখীতে লুটে, ডাকিতে আসে না ছুটে কাঁদে বদি সঙ্গীত ভূলিয়া ! (6)

এগন বাজে না আর সে কুত্ক বাঁশী (याहिनी माग्राव मुद्रश-मक्तिद्व वाति, নিৰ্গন্ধ জগতে দবে,—নিৰ্গন্ধ জন্ম বদত্তের বাদশূত্য, ফণীর আলয়! या जिल क्षारत्व मिंग नियोधि विनाध्य, এখন ভিখাগী-কাচ পাই না কুড়ায়ে। ভেন্দেছে, প্রেয়নী, সেই আশার আরদি, शित, काॅनि, (शनि वटा उद्ध डेलांनी। কর দেখি দুষ্টপাত "তবও উদাসী নাথ, বারেক এ শিশুর বদন" तृ'ल ज्ञान श्रव्य वाधिन श्रामीत वृदक পুন: মায়া নিগড়ে বন্ধন !

কামিখা বুসুম।

()

কে খোঁছে সরস মধু বিনা বস-কুস্থমে ?--কোথায় এমন আব কোমল কুসুম হার, পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে ? কোথা তেন শতদল. হ্মদে পুরি পরিমল. থাকে প্রিয়মুগ চেয়ে মধুমাগা সরমে ?— বঙ্গনারীপুষ্প বিনা মধু কোথা কুস্কুমে ? (२) কি কুলে তুলনা দিব, বল, চৃত্যুকুলে ? কোথায় এমন স্থন, খু জিলে এ ধরাতল, যেগানে এমন মৃত্র মধু করে রদালে ? ষেগালে এমন বাস

নব ব্ৰদে প্ৰকাশ, नवीन योजनकारन मधु छठि छेथुरन १ বঙ্গকুলবালা বিনা মধু কোথা মুকুলে ?

मबूत भोतज्ञमः, जात प्रति, हारमनि ঢালে কি অতুন বাস কুলমুগে মুহ হাস, তৰুকোলে তন্তু বেগে, ছলিকলে আকুলি। কি জাতি বিদেশী কুল আছে ভার সমতুল, ব্যাখতে দ্বন্ধ মাঝে ক'বে চিত্তপুত্নি ? —

वक्कुनना दी अत जुननाई किन्ति ! (8)

আছে কি জগতে বেল মতিয়ার ভূলনা— मत्रन मधुत खान, স্থপাতে মিশায়ে ছাণ, মন নাহি জানে ছলনা; 2

না জানে বেশ বিস্তাস,
প্রশ্ক টিত মুগে হাস,
অধরে অমিয়া ধরি হৃদে পূরি বাসনা—
বঙ্গের বিধবা–সম কোণা পাব ললনা!
(৫)
কৈ দেয় বিলাতি "লিলি" নলিনীতে উপমা ?
দেশে যে কুমুব আছে
আস্ক তাহারি কাছে,
তথন দেখিব বুনো কার কত গরিমা।

বিধুর কিরণ কোলে
কুমুদ বগন দোলে,
কি মাধুরী মরি ভাল কে বোঝে সে মহিমা!
কোথায় বিলাতি "লিলি" নলিনীর উপমা?
(৬)

কি ফুলে তুলনা তুলি বল দেখি চাঁপাতে ? প্ৰাপাঢ় স্থাস যাব প্ৰেমেৱ পুলকাগাব, বঙ্গবাসী বঞ্গ বসে মন্ত আছে যাহাতে। কোথ'হ ঈবাবী "গুল"

এ ফুলের সমতৃল ?
কোথা ফিঁকে "ভায়োলেট,'গন্ধ নাহি তাহাতে।
কি কুল তুলনা দিতে আছে বল চাপাতে ?

(৭)

কতই কুত্বম আবো আছে বন্ধ আগাবে—
মালতী, কেতকী, জাতি
বান্ধলি, কামিনী প্ৰতি,
টগর মালিকা নাগ নিশিগলা শোভা বে।
কে কবে গণনা তাব—
অশোক, আতদ আব,
কত শত ফুলকুল ফোটে নিশি তুবাবে—

স্থার লহরীমাথা বস্থাহ মাঝারে !

কিবা সে অপরাজিতা নীলিমার লহরী ! লভায়ে লভায়ে গায়, ভ্ৰমনে তৃষি স্থায়,
লাজে অবনত মুখী, তম্থানি আবরি।
তাই এত ভাসবাসি
মেঘেতে চপলা হাসি—
কে থোঁজে বে প্রজাপতি, পেলে হেন ভ্রমরী ?
মরি কি অপরাজিতা, নীলিমার লহরী!
(৯)
এ মাধুরী, স্থাবস কোথা পাব কুস্কুমে,
কোথায় এমন আর
কোমল কুস্কুম যার,
পরিতে, দেখিতে, ছুতে আছে এ নিখিম ভূমে ?
কোথা হেন শতনল,
জনে পুরি পরিমন,
থাকে প্রিয়ম্গ চাহি মধুমাথা সরমে—
বন্ধনাবীপুল্প বিনা মধু কোথা কুস্কুমে ?

চাতক পক্ষীর প্রতি।*

(১)
কে তুমি বে বন্ধ পাথী,
সোণার বরণ মাথি,
গগণে উধাও হয়ে,
মেঘতে মিশায়ে রয়ে,
এত স্থপে স্থামাথা সঙ্গীত শুনাও

(২)
বিহঙ্গ নহ ত তুমি;
তুফ করি মর্ক্তাভূমি
জ্ঞান্ত শ্বনাৰ প্রায়
উঠিয়া মেঘের গায়,

ছুটিয়া অনিল পথে স্বর ছড়াও ?

^{*} শেলি রচিত "কাইলার্কের" **অমুকর**ণ।

(0)

व्यक्त छेम्य काटन সন্ধ্যার কিরণ জালে দুর গগনেতে উঠি, গাও হথে ছুট ছুট,

ক্লণের ভরঙ্গে বেন ভাসিয়া বেড়াও।

আকাশের তারাসহ मधारक नुकारम तर, কিন্তু তনি উচ্চ করে শুনোতে দলীত করে; আনৰ্তাবাহ ঢেলে পৃথিবী জুড়াও ?

(c)

একাকী তোমার স্বরে জগত প্লাবিত করে, শরতের পূর্ণ শণী বিমল আকাশে বসি, (कोमूनी जानिया यथा त्रका ७ जात्राय,

(9)

कवि यथा नुकाइरव, अनत्य कित्रन नत्य, উন্মত্ত হইয়া গায়, পুৰিবী মাতিয়ে তায় আলা মোহ, মালা,ভয় অন্তরে কুড়ায়।

(9) +

রাজার কুমারী যথা, (भरत वर्गस्य वाषा, त्शांभदन खोगांम'भद्र বিরহ শাস্থনা করে মধুর প্রেমের মত মধুর গাথায় !

(6)

বেমন খল্যোৎ জলে বিরলে বিপিন তলে,

কুত্বম ভূণের মাঝে অতোধী অ'লোক সাজে ভিজিয়া শিশির নীরে অঁধার নিশায়।

(8)

পাতায় নিক্স গাঁথা গোলাপ অদুগু যথা সৌরভ লুকায়ে রয়, यथनि भवन वय, স্থান্ধ, উথলি উঠি বায়ুবে কেপায়।

(>0)

সেই রূপ তুমি, পাথী, অধুশ্ৰ গগনে থাকি, কর স্থাপে বরিষণ সুধাস্থর অমুক্ষণ ভাসাইতে ভূমওল স্থার ধারায়!

(>>)

কেষা তুমি জানি নাই, 🕠 তুলনা কোথায় পাই; জলধন্ত চূর্ হয়ে পড়ে যদি শুকা বাছে, ভাহাও অপূর্ন হেন নাহিক দেখায়।

(52)

যত কিছু ভূমগুলে স্কর মধুর বলে-ন্বীন মেঘের জ্ব মুক্তা ম'লা তুণদল--তোমার মধুর স্বরে পরাজিত হয়!

(00) পাগী কিম্বা হও পরী বল বে প্রকাশ করি কি স্থুখ চিম্ভাম তোর আনন ২য়েছে ভোর গ এমন আহলাদ আহা স্ববে দেশি নাই ! (58)

মুধা প্রণয়ের গীত প্রাণ করে পুলকিত— তারো মুললিত স্বর

নহে এত মনোহর এত স্কধাময় কিছু না হেরি কোথাই।

(>4)

বিবাহ উৎসব রব বিজ্ঞার জয় স্তব,— তোর স্থর তুলনায়
অসার দেখি রে তায়—

মেটে না মনের ফাধ, পূর্ণ নাহি হয়।

১৬

লোৱ এ আনন্দময় স্থ্য-উৎস কোথা বঁয়, বন কিয়া মাঠ গিবি গগন হিজোলে হেখি—

কারে ভালবেসে এত ভূল সমূদ্য ? (১৭)

> তুমিই থাক বৈ স্কথে জান না উদাস্ত ১৫খ, বিৰক্ত কাহাবে বলে

জ্ঞান না রে কোন কালে প্রেমের অরুচি ভোগে হলাইল কভ।

(46)

আমরা এ মস্তা বাসী
কন্দু কাঁদি কড়ু হানি,
আাগে পাছে দেগে যাই
যদি কিছু নাহি পাই,
অমনি হতাশ হয়ে ভাবি অবিরত।
(১১)

যত হাসি প্রাণ জরে যাতনা থাকে ভিতরে, এ হঃগের চুমগুলে শোকে পরিপূর্ণ হ'লে মধুর সঙ্গীত হয় কতই ম*ু*র :

(२०)

দ্বণা ভয় অহঙ্কার দূরে করি পরিহাল, পাণী রে ভোমার মত যান কাদিতে হ'ত—

না জানি পেতেম কত আনন্দ প্রচুর! •

(<>)

গগনবিছারী পাথী জগতে নাহি বে দেখি, ব গীত বাখ মধুস্বর হেন কিছু মনোহর

তুগনা হইতে পারে তোমার যাহাম।

· (२२)

যে আনন্দে আছ ভোৱে তাহার তিলেক মোরে পাগী তুমি কর দান, তা হ'লে উন্মন্ত প্রাণ কবিত-তরকে ঢালি দেগাই ধরায়।

প্রলা 🗱

(5)

ফিবে কি আসিছে প্রশক্ষের কাল নাশিতে পৃথিবী ?—ক্ষিরে কি করাল,

৯ ১০৮২ মালে সম্পূর্ণ স্থাগ্রহণকালে ইউরোপীর পথিতেরা দোগহাজিলেন যে, স্থামপ্তল হইতে এক অন্তুত বিদ্যাভাগ্রতি জোতিরেখা নির্গত হইছা পৃথিবীর দিকে আসিতেতে; প্রায় অর্কেক্ পথ থাতিক্রন করিছা অর্থানিছাতে; এবং যেরূপ বেগে আসিতেতে তাহাতে অনতিবিলয়ে পৃথিবীকে আছের করা সম্ভব। সেই উপলক্ষে ইং! বিরতিক হইছাছিল।

বাজিবে বিষাণ ভীষণ নিনাদে গ জনস্ত আকাশে বিপুল প্রমাদে গ ফিরে কি উঠিবে হাদশ রবি ?

(२)

ভয়ন্কর কথা---ব্রহ্মাঞ বিনাশ করিতে আসিচে প্রচণ্ড চতাশ ভান্তর মণ্ডলে তড়িতের শিগা গিরি-চূড়াকুতি, বায়-পথে দেখা া**ন্যাছে অন্ত**ত অনল-ছবি।

খিব বায় ভেদি ভড়িত-কিরণ---রাশি স্তুপাকার করিছে গমন পথিবীর দিকে—আরুতি ভীষণ রেখিতে অন্ত অনল-ছবি।

জনন্ত আকাশে বিপুল প্রমানে ফিবে কি উঠিবে দাদশ ুবি ৪

আসিছে অনল ব্রহ্মাণ্ড উন্সলি, (দেখেছে শ্রেডে পণ্ডিতমণ্ডলী) জগত ব্রহ্মাণ্ড কবিবে গ্রাস ! এ কি ভয়ন্ধর--বিশ্ব চলাচর. त्माम. ७क. तुध, मही, भटेन**म्ह**त,

বিছ্যাৎ অনলে হবে বিনাশ! আকাশের গ্রহ, নক্ষত্রমণ্ডলী অনলে পুড়িয়া পড়িবে সকলি; অशिल बक्षां अ शत गृश्यम्, ममूख, अवन, व्यानी ममूनय,-এমন পৃথিবী হবে বিনাশ!

হইবে বিনাশ এমন পৃথিবী ? অথবা যেমন চন্দ্রমার ছবি, প্রাণীশন্ত মক হয়ে চিরকাল, ভ্রমিবে শুক্তেতে হিমানীর তাল --মানৰ বিহন্ত কিছু না ববে গ

ना तरत जनिष, नम-नमी जन অগাধ সাপর হবে মকতল, শীত গ্রীম ঋতু ফুরাবে সকল.

মানব পড়ঙ্গ কিছু না রবে ? না রবে মানব--বিপুল মহীতে মানবের মুখ পাব না দেখিতে. পাব না দেখিতে জগতের সার . রূপের প্রতিমা, স্বথের আধার রমণীর মুখ-ভবের ভূষণ বিধাতার চাকু মানস-স্কুন---

িন্দিন তরে বিলী হবে ?

বিহদের স্বর, তরঙ্গ নিঝ বু, কুমুমের আভা, গ্রাণ মনোহর, বালকের হাসি, আধ আধ বোল, ঘনঘট ছটা, জলের কল্লোল, চাঁদের কিরণ, তড়িতের থেলা, ज'सूत्र खेमग्र, ज्ञ्मदत्रत रमला,

দেখিতে শ্বনিতে পাব না আর । এত যে সাধের এত যে বাসনা. আশা, অভিলাষ, কিছুই ববে না. व्यानन, विवान, जावनाकनाथ, প্রণায়ের স্থা, প্রতাপের তাপ, धटनत मधाना, माटनत ट्यांबर, জ্ঞানের আস্থান, প্রেমের দৌরভ, किছ कि तरत मां, तरत मां छांद ?

(4)

বিরলে বসিয়া এ মহীমগুলে. উজানে ভাসিয়া কালের হিল্লোকে. আর কি পাব না সে ভাবে ভাবিতে. আর কি পাব না সে সবে দেখিতে. नग्रत्न कांनियां, अन्ति फुरियां, মানদে ভাবিয়া পুলকে পুরিয়া, যে সবে দেখিতে বাসনা হয়

(ক্ধন অমৃত ক্থন গরল) कृष्टिन अतीन मानव-कौवन, गहती नुकार्य इत्त अनर्नन, এ জীব প্রবাহ-হবে প্রশম ? (1) এত যে সহস্র জীবের রতন-দেবের সদৃশ মহামতিগণ যুগে বুগে যুগে পরাণ সঁপিয়া আকাশ, জগধি, পৃথিবী থ, জিয়া জ্ঞান সঞ্চারিল, মানব-জাতিতে, আনন্দ নিঝ'র অঙ্গ্র করিতে.-मक्नि कि श्राप्त त्थाय बादव १ তবে কি কারণ, রথা এ সকল এ মানব জাতি, এ মহীমগুল, এমন তপন, তারা, শশধর, এত সুখ ছখ, জ্ঞপ মনোহর-বিধির স্থন্ধন কেন, কি ভাগে ? নাহি কি কোনই অভিসন্ধি তার !-

শিশু বালাকাল, যৌবন সরল,

कीवांबा, कीवन, मक्नि व्यमात এত যে যাতনা, যাতনাই দার-स्वर्धे विधित्र मार्थित (थना ! তবে ভক্ষদাৎ হোক বে এখনি त्नर, शत्रभाषु, आकांभ, व्यवनी, আধারে ভূবিয়া হোক ছার্থার, কিবা এ ব্ৰহ্মাণ্ড, জীব জন্ধ আর-हित्रमिन खद्द शंक अ दर्गा ! এ মানব জাতি, এ মহীমওগ বুথা এ সকল-সকলি নিম্বল-এই कि विविद्य मांद्रधद्र⁴ दशमा ! বিধাতা হে আর করো না স্থলন **এমন পৃথিবী এমন জীবন** ;— कद्र यनि প्रज्ञ, धदा शूनसी द মান্য স্থান করো নাক আর: আর যেন, দেব, না হয় ভূগিতে জীবাস্থার স্থা-না হয় আসিতে, এ দেহ, এ মন ধারণ করিতে, এরপ মহীতে কখন আর।

সম্পূর্ণ

চিত্ত-বিকাশ।

बीट्याठल वत्नाशिधांश

প্রণীত।

"RENOUNCE ALL STRENGTH BUT STRENG! H DEVINE;
AND PEACE SHALL BE FOR EVER THINE."

Compet.

কলিকাতা,

নং কলুটোলা ব্রীট, হিভবাদীর কার্য্যালয় হইতে
 শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার দ্বারা

য়ুলিড।

আমার স্থপ মাত্র, ছিল হস্ত, পদ, নেত্র অক্ত ধন ছিল না এ ভবে, সে নেত্র করে হরণ, হরিলে সর্কবিষ ধন, ভাসাইছা দিলে ভ্রাণ্ডের

চৌদিকে নিরাশা চেউ, বাগিতে নাহিক কেউ, সদা ভয়ে পরাণ শিহরে, যথনি আগের কথা মনে পড়ে, পাই ব্যথা, দিবানিশি চক্ষে জল ঝরে।

কোথা পুত্র কহা দারা, সকলই হয়েছি হারা, গৃহ এবে হয়েছে শ্বশান, ভাবিতে সে সব কথা, স্থদয়ে দারুণ বাথা নিরাশাই হেরি মূর্তিমান।

সব ঘুচাইলে বিধি, হবে, নিয়া চকুনিধি,
মানবের অধম করিলে।
বল চিত্ত সব হীন, পর-প্রতিপাল্য দীন,
ক'বে ভবে বাঁধিয়া বাধিলে।

জীবের বাসনা-যত, সকলই করিলে হত, অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী; না পাব দেখিতে আর, ভবের শোভা ভাগুার চির অস্তমিত দিনমণি।

ধরা শৃশু ছল জল, অরণ্য ভূমি অচল, না থাবিবে কিছুব(ই) বিচার না রবে নয়নে গৃষ্ট, তমোমগু সব স্বাষ্টি, দশদিক ঘোর অফকার— বিভূ ! কি দশা হবে আমার ॥

প্রতি দিন অংশুমালী, সহস্র কিরণ ঢালি, পুলকিত করিবে দকলে, আমার বন্ধনী শেষ, হবেনা কি ? তে ভবেশ ! জানিব না দিবা কারে বলে ? আর না স্থার সির্, আকাশে দেখিব ইন্দু, প্রভাতে শিশির-বিন্দু জলে, শিশির বসন্ত কাল, আনে যাবে চিরকাল, আমি না দেখিব কোন কালে!

বিহন্ধ প্রক্ষ নর, জগতের ম্থক্র, তাও আর হবে না দর্শন, থাকিয়া সংসার ক্ষেত্র, পাবনা বেগিতে নেজে, দেবতুলা মানব বদন।

নিজ প্রত কন্তা মুগ, প্রথিবী এ সার মুধ, তাও আর দেখিতে পাব না অপূর্ব ভবের চিত্র, থাকিবে স্বরণে মাত্র, স্থাবৎ মনের কল্পনা :

কি নিয়ে থাকিব তবে, কি সাধনা সিদ্ধ হবে, ভব লীলা যুচেছে আমার বুথা এবে এ জীবন, হুৱ না কেন এখন, বুথা বাধা ধরণীর ভার।

ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আগ্রয় পাই,
তুমিই হে আগ্রয়ের সার
জীবনের শেষ কালে, সকলি ^{্ন্}য়া নিসে,
প্রাণ নিয়া ভংগে কর প্রে—
বিতু! কি দশা হ'বে আমার ?

কি হ'বে কাঁদিয়া

কি হ'বে কাঁদিয়া জগং ভবিষা, সবাবি এ দশা, কিছু চিব নয়, চিব দিন কাবো নাহি বয় স্থিব, চিব কাল কাবো সমান না যায়। প্রিবর্ত্তমর্থ সদা এ জগৎ। নাহি ভেদাতেল কুদ্র কি মহৎ। ছাদ বৃদ্ধি নাশ যাব যে নিয়ত, পদা অহুপদা পৃথিবীময়।

আমি কিবা ছার নগণা পামর, শত শত কত মহাভাগাধর, বিরুটে সম্রাট দেবতুর্গ নর, উন্নতি পত্তন স্বারি হয়।

কোথা আজি দেই অবোবার ধাম ? কোথা পূর্ণজ্ঞ সীতাপতি রাম ? কোথা আজি দেই পাণ্ডবের স্থা ? কোথায় মথুবা কোথায় দারকা ?

কে পাবে গণ্ডিতে অস্ট শৃক্ষলে १ ঘটেছে আমার যা ছিল কপালে। কে পাবে রাগিতে বিধাতা কাঁদালে রুথ। তবে কেন কাঁদিয়া মবি १

এদ ভগবান, কর ধৈগা দান, কর শান্তিময় অশান্ত পরাণ। সৌভাগ্য অভাগ্য ভাবিয়া সমান, নিজ কর্মা যেন সাধিতে পারি॥

স্থচির বসন্ত, হাদে না ধরায়, না চির হেমন্ত ধরণী কাঁপায়, উত্তপ্ত নিদাঘ প্রার্টে স্কুড়ায়, অনিতা সকলি বিধির ইচ্চায়।

ছুদ্দিনের দিনে যেই বৃদীয়ান, সহিতে বিধির কঠোর বিধান ! নমেনা টলেনা নহে ব্রিষ্মাণ, যে পারে ভীহারি জীবন ধস্তা! এ ভব-সাগবে গ্রুব লক্ষ্য করে, রাগিতে মাপনা আবর্ত্ত্তির হোবে, না হারায়ে কৃত্ত না ভূতে, পাথারে। নাহি-বে নাহি-বে উপায় মন্ত্র

আমা হ'তে আরো কত ভাগাধন, হারায়ে দামুজা শৌর্য বীর্য আর, পড়িছে ভূতরে অনুষ্টের ফলে, ধৈরদে আবার বাধিছে হিয়ে।

কি ছার আমি যে হ'য়ে ভাগা হীন, কাঁদি এড, ভাবি দেখিয়া গুদ্দিন, কোন কাঁদি এড কেন বা কাঁদাই। রাগ নাগ, মোরে ধৈরণ দিয়ে॥

আপনারই দোবে আপনি হারাই, বিধাতারে কেন সে দোবে জড়াই। এ সাম্বনা কেন পরাগে না পাই ? নমজ কর্ম্ম ফল অদুষ্ট কেবল।

কত দিন তবে এ জীবন বয়, সংসাবের থেলা সবই স্বপ্নময়, বৃদ্ধিয়াও মন বৃষ্ণে না ত তায়, কেন সদা ভাবি ইইয়া বিকল।

আমি আমি করি, কে আমি রে জবে ? কেন অহঙ্কার এত দম্ভ তবে ! নাম গন্ধ চিহ্ন সকলই ফুরাবে, ছদিন না ঘেতে ভূগিবে সবে !

ভূলনা ভূলনা শেবের সে দিন, মহানিদ্রা ঘোরে গুমারে যে দিন। আবাদ ভাণ্ডার বিভব বিহীন, যার ধন তার পড়িয়া রবে। দাদে দয়াবান, হও ভগবান,
যুচাও মনের ঘোর অভিমান।
কর ক্লপাময়, ক্লপাবিন্দু দান,
হৃদয় বেদনা যুচায়ে দাও।

ডাকি হে শ্রীহরি শ্রীচরণে ধরি, মোহ অন্ধকার দাও দূর করি, দেহ শাস্তি প্রাণে, এই ভিক্ষা করি, অভাগার শেষ আশা মিটাও॥

ক্তয় জগদীশ জয় বলরে বদন। क्य कशनी न क्य वनदत वनन. বিভুগানে মাতোয়ারা, জগৎ আনন্দে ভরা, সাজিয়াছে বস্তররা পরিয়া ভ্রমণ. জয় জগদীশ জয় বলবে বদন।। কাননে কুন্তম কুটে, আনন্দে প্রন ছুটে. পরিমল মাথি গায় করয়ে ভ্রমণ ! क्य क्रामीन क्य वनद्व नन्त। বিহন্দ প্রফল্ল প্রাণ, স্বংখ করে বিভূগান, स्वमधुत कर्श श्रादत श्रुविद्यां कानन, क्य कर तीम क्य वनदत् वनम। শৃত্যেতে সঙ্গীত করে, অমর-কণ্ঠের স্বরে. can बीमा जिनि तब नाटिश्व निक्न, क्य कश्ती न कर रत्तरत यहरा। জয় বিভূ শব্দ হয়. সকল ব্ৰহ্মাণ্ডময়, প্রেমময় বিভুগানে মন্ত তিভুবন, जय जगनीन जय दलदा वननः হেরে বিশ্বরূপ শার, ভয়ে কাঁপে চরাচর, প্রকৃতি প্রণতি করি করয়ে অর্চন. চমকিত বিশ্ববাদী করে দরশন। প্রজালত অনুরীকে. সমাল্য শোভিছে বকে, ঢেকেছে বিরাট বপুঃ রন্ধাও ভুবন। যেন শত স্থর্যোদয়, জলে চক জালাময়.

সহস্র সহস্র বক্ত শ্রণ নয়ন,

সহত্র স্ব-ভূজ দণ্ড, নহত্র সহত্র স্থ,
মণ্ডিত কিরীটে শৃত্ত করে পরশন,
সহত্র সহত্র গ্রীবা, সহত্র সহত্র জিহ্না,
সহত্র সহত্র করে বন্ধ আকর্ষণ,
সহত্র সহত্র পদ, যেন কোটি কোকনা,
ফুটিয়া ব্রহ্নাণ্ডময় ছড়ায় কিরণ,
শত সিজ্ পদত্রে।, কত নদ নদী চলে,
ছুটে সে চরণ তলে কোটি প্রান্তবন;
হেরে বিশ্ববাসিগণ বিশ্বয়ে মগন,
জন্ম জগদীশ জয় বল বে বদন।

ভূবনমোহন রূপ নেহারি আবার, মহানন্দে বস্থনরা কর্মে বিহার, যথন বসস্ত কালে. নাচিয়া তরঙ্গ চলে, धीव मगीवार (यटन, डॉउनीव श्रानात ! নিদাঘে জোছনা নিশি, হাসিয়া অমিয় হাসি, যথন উদয় হয় তারাহার গগনে। পুন যবে বরষায়, বেগে স্রোভোধারা ধায়, কুতৃহলী বনস্থলী শিখী নাচে বিপিনে। যথন স্থাবি আশে, শরৎ চন্দ্রমা পাশে. চকোর চকোরী ভাবে দূর শুক্ত গগনে। सिथि बद्धम**ी** हारम आर[े] ७ घरन. জয় জগদীশ জয় বল ে বদনে। জয় জগতের ভূপ, জয় হে অনাদিরূপ, জয় প্রমেশ জয়, অচিন্তা পুরুষ জয়, জয় রূপাময় জয় জগং জীবন। केन. इति. अंशनीन शांश्वद्य तननः অনাদি অন্ত রূপ জয় নারায়ণ, জয় জগদীশ জয় বল বে বদন। विष्ठत विष्ठत श्री. জগজন মনোহরি ভ্ৰনমোহন ক্ৰপে ভ্লাও ভ্ৰন. জয় জগদীশ জয় বল রে বদন : জয় বিশ্বরূপ জয়, অনাদি পুরুষ জা ক্ষ প্রেম্মর হবি ব্রহ্মাণ্ড তারণ,

জন্ম জগদীশ জন্ব বন বে বদন!
নে করিয়া নতি বলি হে ডার জ্ঞীপতি,
কর হে জীবের গতি দিয়া জ্ঞীচরণ,
জন্ম জগদীশ জন্ম বল বে বদন।

কোমুদী।

চাস রে কৌমুদী হাস স্থনির্ম্মণ গগনে, এমন মধুর আর নাহি কিছু ভুবনে। ইধা পেয়ে সিদ্ধতলে দেবতারা স্বকৌশলে কাইলা চল্ৰকোলে,—লেগা আছে পুৱাণে, বুঝি কথা মিখ্যানয়, নহিলে চক্র-উদয়. কেন হেন স্থান্য ব্রহ্মত্তির নয়নে। ঘাহা কি শীতল বৃশি চল্রমার কিরণে, যেগানে যগন পড়ে. প্রাণ যেন লয় কেডে. ज्रात याहे भूमानय. <u> তেলা নাহিক রয়.</u> জানিথা আছি কি আমি কিম্বা আছি স্বপনে। আহা কি অমিয় পনি শ্বতের গগনে! কিবা সন্ধা কিবা নিশি. যেই হেরি পূর্ণ শশী, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভূলে যাই, শুধু সেই দিকে চাই, ट्रिक पूर्व ऋधाकरत व्यनिभिष्ठ नग्रत्न । পতে কিরণের ঝারা ঢাকি হাদি বদনে, যত হেরি স্থাকরে, ञतरात्र ज्यांना श्टत्. কোথা যেন ষাই চলে স্থপুময় ভূমগুলে, সংসারের স্থুগ ছঃগ নাহি থ'কে স্মরণ।

ম্বৃতি সুখ।

শ্রীরাধার উক্তি।

নাচ্বে ময়ুর নাচ্ অমনি, নেচে নেচে ভুই আয় রে কাছে; বড় সাধ মোর দেখিতে ওনাচ, দেখিলেও মোর পরাণ বাঁচে।

আয় নেচে নেচে ছড়ায়ে পেথম, শশাঙ্কের হাঁদ ছড়ান যায়, জলদন্থতন্ত্ব কিরণের ছটা, প্রতি চাঁদ হাঁদে প্রকাশ পায়।

পা হুগানি ফেল তালে তালে তালে, নীল গ্রীবাতল স্কৃতিচ কবি, নাচিতিল্ আলে তুইবে যেমন, নিকুঞ্জ মাঝারে গববে ভবি!

তোর নাচে তিনি তুড়ি দিয়াদিয়া, নাচাতেন আবো ঠাবি আমায় কতু তোর নাচে উল্লাসে মাতিয়া, নাচিতেন হেম-নুপুর পায়।

নাচিতিস্ যেই শুনিতিস্ কাণে তাঁহার চরণ-নূপুর-ধ্বনি, কিন্ধা করতালি অঙ্গুলি বাদন, যেথানে সেথানে থাক্ যথনি।

নিকুপ্প ভিতরে কদম্বের ডালে, কিবা কেলি-শৈল শিখর উপরে, বিপিনে, কি বনে যমুনা-পুলিনে, সবোবর-কুলে কি ছদ-তীরে ১ যথন ধরিত মুবলীর তান, থাকিত না তোর চেতনা বা জ্ঞান, শশাঙ্ক-শোভিত কলাপ প্রসারি, নাচিতিদ হয়ে উন্মন্ত প্রাণ।

বড়ই সম্বম কবিতেন তিনি, সেই প্রিয় সধা তোর আমায়; তোর পাগা সমে বাধিয়া চূড়ায়, ধরিকেন কিনা আমার পায়।

কি যে এ সম্ভ্রম আদর মনেতে,
তুই কি বুঝিবি বনের পাণী!
আমি রে মানবী আমি বুঝি তাম,
এগনো ভাঁহারে ছলয়ে দেপি!
সে পদ সম্পদ সে আদর মান,
কত দিন হ'লো কোণায় গেছে,
তবু রে ময়ুব, দেণে নৃত্য তোর,
সকলি আবার প্রাণে ভাগিছে।

সকল(ই) ত গেছে সব কুরায়েছে।
আর ত ফিরিয়া পাব না তায়,
তবুও এগন(ও) স্থতিগত স্থুখ,
ভেবেও তাপিত হৃদি জুড়ায়।
আয়রে ময়ুর নাচিয়া অমনি,
আয় রে আমার নিকটে হায়।

খছোত।

কি শোভা ধরেছে তরু থগোত মালার, শাথাকাও সমুদর, হ্রেছে আলোকময়, কি চারু স্থলর শোভা জুড়ায় নয়ন !

নীল আতা পুড়ে ঝরে,'শোভিতেছে তরু' পবে, লক্ষ আলে'কের বিন্দু ফুটিছে যেমন। হেরে মনে হয় হেন, সোণার তক্ততে ঘেন,
লক্ষ হীরাথগু জলে, জড়িত কাঞ্চন!

কগনো বা মনে হয় তব্দটী বেমন, আলোকে ভূবিয়া আছে, দব্ব দবেদ ঝকিতেছে, মনোহৰ নীলকান্তি কাঞ্চন কিবল।

অথবা যেন বা কেহ অসিত বসনে, বিন্দু বিন্দু স্বৰ্ণ কুলে, চাঞ্চ কাৰুকাৰ্য্য ভূলে, ঢাকিয়া বেখেছে ভক্ত কয়ি কাৰ্যুদান।

কিন্তু প্রদিন প্রাতে উদিলে তপন, কাছে গিয়া হের তায়, কোণায় কাঞ্চন হায়, দাক্ষময় তক্ষ সেই পূর্ব্বের মতন।

কোথা বা হীরক মালা নয়ন-রঞ্জন, তক্তলে ডালে গাছে, দেখিবে পড়িয়া আছে, কেবল ডোনাকীপোকা-পাতি অগ্নন।

হায় রে কতই হেন বিচিত্র দর্শন, মানবের স্থপকর, নয়ন ফানস হক, করেছেন ভগবান ভূতলে স্থান ।

দিবা বিভাববী যোগে কতই এমন, ঞতি দৃষ্টি মনোলোভা, স্ফট করেছেন শোভা মুলহীন সম্বহীন স্থপন হেমন ।

আহা বিধাতার এই মায়ার স্ক্রন, নহে বঞ্চনার তবে, স্বধুই জুড়াতে নবে, মায়াজালে জুড়ালেন নিগিল ভুবন।

না বুনে ক্লন্তম নর বিধির মনন নিন্দাকরে এ কৌশলে, তাঁহারে নিষ্ঠুর বলে, বলে তিনি জীবগণে করেন বঞ্চন।

আলোক।

আলোক স্কন হইল যথন,
জগতের প্রাণী উল্লসিত মন,
অবনী গগন জগদি-জীবনে,
করে বিচরণ পুলকিত মনে,
মহান্তথে হেরে প্রকৃতির মুণ,
হেরে পরস্পরে হইয়া উৎস্ক ।
চমকিত চিত্তে করে দরশন,
লাবণ্য-নন্তিত জগত বদন,
কিরণ ভূষিত ভূতল আকাশ,
অভুল স্তুষ্মা চন্দ্রনা প্রকাশ।

জগতের জীব আনন্দিত মন, প্রোণী-কণ্ঠ-রবে পূবে ত্রিভূবন, আলোকে উজ্জল লোক সমুদ্য জয় জয় শব্দ ত্রিভূবন্যয়।

জগত হইল আলোকময়, ঘচিল আঁধার জড়তা ভয়। বিধাতার এই অতল ভবন. হইল তথন আনন্দ কানন, তক্লতা তুণ মৃং ধাতু জ্ল, নিজ নিজ রঙে দাজিল সকল। পতক বিহন্দ কুরন্দ কুঞ্জর, কিরণ মাথিকা অতি মনোহর, বুঞ্জিল গগন বিবিধ বরণে, नाना वन-कृत कृष्टित कानरन । আলোকে প্রকাশ হইল তথন, - जन्मत अभीय भागत तमन, হেরি দে বদন পশু পক্ষী যত. নিজ নিজ শির করিল আনত। कि वान्धर्गा विधि-स्वन-अनानी, এক জাতি কিন্ত বিভিন্ন সকলি।

আলোক পাইরা মানব মণ্ডলী, দেখিতে লাগিল হয়ে কুত্হলী, নব স্ঠে শোভা স্জন-কৌশল, বিধিনিয়মিত শৃশ্বলা সকল, দিবস রজনী চক্র স্থা গতি, বড় শ্বত্ব ধারা নিয়ম পন্ধতি; হেবি স্টে লীলা স্তম্ভিত হইয়া, বোমাঞ্চিত কায় বিশ্বর মানিয়া।

মালোক মাহান্ত্র্য কেবা নাহি জানে,
যে দেখেছে কতু নিশা অবসানে,
প্রাতঃস্থ্যোদর কিম্বা সন্ধ্যাকালে,
পূর্ণ যোলকলা শশাস্ত্রমণ্ডলে,
যে দেখেছে কতু সরস বসন্তে,
চাক ফুলদল নব নব বৃত্তে,
প্রাক্ত্র কমল সরসীর কোলে,
হাসি মুখে প্রথে বীরে ধীরে থোলে;
নানা বর্ণ রঙ্গে স্থাচিত্রিত কায়;
বিভঙ্গ স্বান্ত্র ক্ষরেণ খেলায়,
দেখেছে কখন(ও) অস্থ্য গগনে,
আলোক-মাহাত্র্য সেই সে জানে।

মালোক-মাহাথ্য জানিয়াছে সেই,
চরাচরময় দেখিয়াছে ধেই,
লতা পাতা তক নিম'রের গায়,
মালোকের গুণে স্বতঃ ব্যক্ত হয়
বিধি হস্তলিপি; কোথা তার কাছে
গীতা উপদেশ! জগতে কি আছে
মম্লা পদার্থ হেন কিছু আর
আলোকের সহ তুলনা যাহার ?

कुल।

দেখ কি স্থানৰ ফুলটী বাগানে, ফুটিয়া উগ্যান আলো ক'ৱে আছে, লাল বঙে মবি! কি শোভা উহার, অফৰের প্রভা অকে মাথিয়াছে।

এ সৌন্দর্য আর ক দিন থাকিবে জুড়াবে এ রূপে নয়ন মন ? কাল্ না ফুরাতে পরক্ত হেলিবে বোটাটি উহার, ফুরাবে থোবন :

হবে নতশিব, ঝুলিয়া পড়িবে, এ শোভা তথন থাকিবে না আব, ক্রমে পত্ৰচয় শুকায়ে আমিবে, ভূতকে পড়িবে ক'বে ঝর্ ঝর।

মান্থষের (ও) দেহ-সৌন্দর্য্য এমনি, দিন কয় মাত্র তরুণ তরুণী, ষৌবনের কাল কুরাল যথন, সে শোভা সৌন্দর্য্য শুকায় অমনি।

দেখিলে তথন শ্লগ শুক কায়, সে যুবা যুবতী চেনা নাহি যায়, বাৰ্দ্ধক্য যথন প্ৰশে তালেৱ, দেখিলে তথন দদি ব্যথা পায়!

জগতের অঙ্গে নিয়ত নির্থি, পূর্ণ শোভা আজ প্রকাশিয়া আছে, কাল্ আর তার চিহ্ন মাত্র নাই, ভেলে চুবে বেন কোথায় গিয়াছে।

কেন ভগবান হেন নিষ্ট্রতা, জগতের শ্রেতি এত কি বাম ? না থাকিতে দাও কিছুকাল তরে, যা দেগে পরাণে এতই আরাম ?

বিধি, কিহে তুমি মনে ভাব লাঞ্জ, নিজ্ব নিপুণতা দেখাইতে ভবে ? কিবা জীব-স্থপে এত হিংসা তব, না ভূঞ্জিতে দাও তব বিভবে।

এত কি হে স্কুগ দিয়াছ জগতে এ স্থাপের আর প্রয়োজন-নাই ? দোহাই তোমার তুমি জান ভাল, এ ভব তোমার কি স্থাপের ঠাই।

সরিৎ-সময়।

তর্তর্করে চলেছে সলিল শিলা তরু-মূল করিয়া শিথিল। भीत्र भौत्र माहि क्लाहे इस्ड इस्ड কলে কলে জলে ধদ ভেঙ্গে পড়ে। লতা পাতা বেত, স্রোতোবেগে কাঁপে, তক লতা ঝোপ তীর ছাপি ক শে। ঝির ঝির করে মাটি ঝরে পাড়ে, ত্তক লতা সোতে সমলে উপাড়ে। সব সব বালি জল তলে সবে. কাল পেয়ে শেষে দ্বীপ রূপ ধরে। আম, জাম, শাল, জারুল, তিন্তিড়ী, তীরে ছায়া করি চলেছে ছধারি। ফল-তর্ক-দল চুকুলে স্থলার, ফুল গন্ধে বায়ু করে ভর ভর। জন-চর পাথী তীর ছাড়ি ছুটে, মীন মথে করি পাগা ঝাড়ি উঠে। চলে স্রোভোধারা ভাঙ্গে গড়ে কত, আপনার বলে খুলে লয় পথ;

বাধ বাধা বাক্ কিছু নাহি মানে, দিবা নিশি চলে আপনার মনে। উজির আমির কাঞ্চাল না গণে, চলে দিবা নিশি আপনার মনে।

তর তর করে চলেছে সময়, পল অমুপল কার(ও) লক্ষা নয়। গতি চিহ্ন থালি ধরা অঙ্গে লেখা. কালের প্রবাহ তাই যায় দেগা। কত ভাঙ্গে গড়ে স্রোতোধারা তার ভূম গুলময় সংখা কবা ভাব। নৰ কিসলয় সম শিশুগণ প্রাপুল কুমুন সম যুবা জন, कांन नहीं करन उक्रन्छ। यंड. বাড়ে দিনে দিনে শোভা ধবি কত। उक्र योवन भूर्व इ'रल भरत, সারাল স্কঠাম প্রোচ কান্তি ধরে। কারিক্য জরায় শুকায়ে যথন. কাল গর্ভে প'তে হয় অদর্শন। অবিজ্ঞেদ গতি বহু কাল স্রোত. ধরা অঙ্গে কত করি ওত-প্রোত। বেণ বেণ করি পর্বতের চড়া. कारन जग्न इत्य इत्य याम अ जा। বালুকার স্থাপ বেড়ে বেড়ে কালে, পর্বত আকারে ঠেকে শগ্র-ভালে। আৰু মক্তমি, কাল জলে ঢাকা, বিপুল তরঙ্গ চলে আঁকা বাঁকা।। আৰু রাজা পাট অট্রালিকাম্য, কাল মহাবন শ্বাপদ-আশ্রয়। কালস্রোত ধারে নর ক্রোঞ্চ কত. নীরে লক্ষ্য করি ভ্রমে অবিরত: অবসর বঝে স্রোতে মগ্ন হয়. ভক্ষা মুখে করি রুক্ষে উড়ে যায়। পক্ষ ঝাপটিয়া পূর্ব্ব বেশ ধরে,

উচ্চ ভালে বসি ভক্ষ্য জীর্ণ করে।
চলে কাল স্রোত নাহি দয়া মায়া,
চলে মুথে নিয়া শিশু রুদ্ধ কারা।
রাজা জংখী ধনী প্রভেদ না গণে,
চলে অবিরত আপনার মনে।
তর্ তর্ করি কাল স্রোত যায়,
সরিৎ সময় তুই তুল্য প্রায়।

কল্পনা।

কি দেণিত্ব আহা আহা, আব কি দেথিব ভাষা, অপুর্ব্ব স্থন্দরী এক শৃত্ত আলো করি,

চাঁদের মণ্ডশ হ'তে, উঠিছে আকাশ পথে, অসীম মাধুবী অঙ্গে পড়িতেছে ঝরি

ভাব ভরা মুখ গানি, আহা মরি কি চাহনি, কটাক্ষে ভলায় নর অমর ঋষিরে,

কি লগাট কিবা নাসা, মন-ভাষা প্রকাশা, ওঠাধ্বে হাসি রেথা নৃত্য করি ফিরে

বিচিত্র বসন গায়, ইন্দ্র-ধন্ন শোভা পায়, বিবিধ বরণে কুটে কিরণে থেলায়

যেগানে উদয় হয়, স্থগদ্ধি মলয় বয়, অন্তের সৌরভে দিক্ আমোদে পুরায় কথন শিধর শিরে, বসিয়া নিঝার তীরে, মিশা'য়ে বীণার শ্বরে গানে মত হয়

কভু কোন কুঞ্জবনে, প্রবেশি প্রমন্ত মনে, নৃত্য করে নিজ মনে অধীরা হইয়া;

কথন ভটিনী নীরে, ধৌত করি কলেবরে, তরঙ্গে মিশিয়া ফিরে সঙ্গীত ধরিয়া।

কভূ মক্কভূমি গাঘ, কুলোফান বচি তাঘ, ন্তনিয়া পাধীব গান করয়ে ভ্রমণ।

কভু কি ভাবিয়া মনে, একাকী প্রবেশি বনে, হাসে কাঁদে নিজ মনে উন্মাদ যেমন।

কণন মন্দিরে ধায়, পূজা করে দেবতায়, জগৎ মাতানো গীত প্রেমানন্দে গায়।

কথন নন্দন থনে, অপ্সরী অমরী সনে, থেলা করি কত রঙ্গে তাদের ভুলায়।

কগন অদৃশু হ'য়ে, ছায়া পথে লুকাইয়ে, দেখায় কতই ছলা কত রূপ ধরি।

> সদাই আনন্দ মন, সর্বাঞ্জ করে গমন,

বেড়ায় ব্ৰহ্মাণ্ডময় প্ৰাণী-ছঃখ হবি। স্বৰ্গ মৰ্ব্য বসাতল, সব (ই) ভাব লীলা-স্থল, কোথাপ্ত গমন ভাব নিষেধ না মানে,

তিন লোকে আদে যান্ত, সর্ব্বত্র আদর পান্ত, সে মনোমোহিনী মৃর্ক্তি সকলেই জানে।

কভূ ছায়া পথ ছাড়ি, আর (ও) শৃষ্টে দিয়া পাড়ি, দেশায় অপূর্ম কত ত্রিলোক মোহিয়া,

উঠিতে উঠিতে বালা, দেগাইছে কত ছলা, কত ৰূপে কত মতে নাচিয়া গাহিয়া।

নিথিল ব্ৰহ্মাপ্ত প্ৰাণী, হেরিয়া আশ্চর্যা মানি, বিক্ষারিত নেত্রে সবে বামা পানে চায়

ধরা উলটিয়া কেনে, স্বর্গে আনে ধরাতকে, অমরাবতীর শোভা ধরাতে এবধার

চলে রামা বায়ু পথে, পুরাইয়া মনোরথে, যগনি ধেবানে সাধ দেখানে **উদ**য়

কথন (ও) পাতালপুৰী, আলোকে উজ্জ্বল কবি, ধোর অরুকার হরি করে পূর্য্যোদয়,

মঙ্গতে উভান বচে, মধে প্ৰাণী পুন: বাঁচে, উত্তপ্ত কিৱণ চাঁদে, ভাতু মিশ্প কার চপলা চাপিয়া রাথে, ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমে পলকে, অপরূপ কত হেন ভবনে দেখায়।

> কতই বিশ্বয়-কর কার্যা হেন হেরি ভার, স্কচতুর বাজিকর ঘাত্রর সমান

হেলায় পুরায় সাধ নাগতের বাঁধিয়া বাঁধ, অগাধ জলধি জলে ভানায়ে পানাণ

পত পক্ষী কথা কয়, "বানরে সঙ্গীত গায়" গিরি অঙ্গে পাথা দিয়া |আকাশে উড়ায়

কথন নাবিক দলে ছলিবাবে কুতৃহঙ্গে মতল সাগর জলে কমল ফুটায়।

ক্ষণ নিমেবের নাবে, মহানগরীর সাজে, সাক্ষায় কথন বন গহন কাননে কথন বা মহারকে, ভাঙ্গিয়া ধরণী অঙ্গে, সৌধমাণা অট্টালিকা, মথধ্যে চর্তা।

কভূ মহাশৃস্ত পাবে, সৌর জগতের ধাবে, দেখায় নৃতন হর্য্য নৃতন আকাশ,

নবীন মেছের মালা, নবীন বিজ্ঞলী-বেলা, নব কলাধর-শলী-কিরণ প্রকাশ। স্বৰ্গ শৃক্ত ধরা' পর, কত হেন কল্পনার, অলোকসামাক্ত কাণ্ড দেখিতে দেখিতে,

বিচারি, ব্রহ্মাণ্ডমন্ন, হর্ষ-পুলকিত কাম, হেরি কত অস্তোনম হয়-ধরণীতে।

ভাবি কত দূর ঘাই, ঘেন তার অন্ত নাই, শেষে না দেখিতে পাই কোথা ধাই চলে;

স্থদ্র গগন গায় শেষে মিলাইবা যায়, চপলা চমকে ধেন মেঘের মণ্ডলে।

সহসা চৌদিকে চাই, তথন দেখিতে পাই, সেই আমি সেই ধরা সেই তব্ধ জল ;

ষাইনি নিমেষ পল, ছাড়িয়া এ ধরাতল, তবুও ভ্রমিত্ব স্বর্গ মধ্য রসাতল।

এ হেন প্রভাব যার, প্রশাদ লভিতে তার, কিছ:খ এ জগতের ভূলিতে না পারি!

শ্রতি দিন কর্মনাব্র, পাই যদি পুজিবাবে, নিরানন্দ মাভূতুমি চিরানন্দ করি।

এ চির মনের সাধ মিটিল না, অপরাধ লয়োনা হংগিনী মাগো, দৈৰ প্রতিকুল, কমলা ঠেলিলা পায়, বোষ কৈলা সারদায়, শুক আশা-তকু মুম বিনা ফল ফুল।

প্রকাপতি।

কে জানে মহিমাময় মহিমা তোমার, সামান্ত পত্তপ এই, ইহার তুলনা নেই, কি চিত্র বিচিত্র করা অন্তেতে ইহার।

কিসে ফলাই ম রং করেছ এমন ! কে জানে জগৎ মাঝে ! কে পারে তুলির ভাজে তুলিতে এমন চিত্র, স্থলর চিকণ !

বেশায়ে রঙের চেউ কি রেখাই টেনেছ, ভিতরে ভিতরে তার, বিন্দু বিন্দু চমংকার, কিবা ছিটা দোঁটা দিয়ে সাজা'য়ে রেখেছ। লতায় বিদ্যা পাথা ছলায় যথন, কিবা পড়িলে তায়, কার চক্ষু না জুড়ায়, এ মহীমঞ্জল মাঝে কে আছে এমন!

কি এ শোভা আকর্ষণ বলিতে না পারি, ভূলায় শিশুর (ও) মন, কত আশা আকিঞ্চন, কতই মানন্দে ছোটে ধরি ধরি করি।

ধরিতে না পাবে যদি কি হতাশে চায়, ধরিতে পারিলে স্থগ, ভূলে সর্বা শ্রম ত্রগ, মুগেতে কি হাসি-দ্ধুটা, পুলাকিত কাম দেব-শিল্পকর-কীর্ত্তি বাখানে স্বাই, বল ত বিশাই শুনি, কি কার্য্য তোমার শুণি, এর সঙ্গে তুলা দিতে কোথা গেলে পাই।

সামান্ত পতকে এই শোভা কাবিগুরি, ক্রমণ উন্নত স্তব, আবো কত শোভাধন, কি আশ্চম্য বিধাতার নৈপুণ্য চাতুনী।

এত দম্ভ কর নর আপন কৌশলে! ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি গাত্তে, প্রতি রেগা প্রতি ছত্ত্রে, দেখ শোভা দেখ বিশ্ব কি কৌশলে চলে।

কিছুই না পাই ভেবে আদি অস্ত সীমা, সকলি আশ্চর্য্য তব অস্তৃত ভোষাব কে জানে মহিমামন্ত ভোষাব মহিমা।

जग्रज्भि।

এই ত আমার, জগতের সার, স্বৃতিস্থাকর জনম ঠাই ধেগানে আহলানে নবীন আমাদে, শৈশব-জীবন স্বৃত্যে কাটাই ॥

বে স্থপের দিন আজ(ও) পড়ে মনে,
ভূলিব না ধাহা কভু এ জাবিনে,
যেগানেই থাকি যেগাই ঘাই;
হেরেছি কতই।নগরী নগর,
কত রাজধানী অসুর্ব্ধ স্থলর,
এ শোডা ঐশ্বয় কোধাও নাই।

গৃহ ঘাট মাঠ তক্ত কলাশ্য,
শ্বভি-পরিমল-মাথা সমুদন্ধ,
হেন স্থান আর কোথায় আছে,
কগতে জননী জনম-ভূবন,
ওকত্ব গৌরবে হই অতুলন,
স্ববগ(ও) নিক্ট ছ্যেব(ই) কাছে।

এই সে মণ্ডপ পবিত্র আলয় (দশভূজা পূজা কড সেণা হয়) গীতবাজশালা সন্মূথে তার। সেই আট্টোলা নীচেই অন্তন, ইষ্টক মৃত্তিকা প্রাচীবে বেইন, বোধনের বিত্ত পারশে যার।

হেরে, হেন সব চারিদিক্ময়,
প্রাণভরা স্কথে ভরিল দ্বদয়,
আবার যেন বা আসিল ফিরে
শৈশব কৈশোর স্কথের গৌবন,
বাল্য-সর্থা-সথী, রুদ্ধ, গুরু জন,
আবার ঘেমন চৌদিকে ঘিরে।

কত পুরাতন কথোপকথন, হাস্য পরিহাস সঙ্গীত বাদন, মানসের চক্ষে দেখিতে পাই। পুন: যেন খেলি সঞ্জিগণে মেলি, মাঠে ঘাটে ছুটি করি জলকেলি, কালাকাল তার বিচার নাই।

কগন যেন বা, ক্ষুধা তৃষাতৃর আতপ উত্তপ্ত দিরি নিন্দু পুর, জননী নিকটে ছুটিয়া যাই; কগন(ও) যেন বা মার কোলে শুয়ে জড় সড় হয়ে আধারের ভয়ে, আঁচলে ঢাকিয়া মুখ লুকাই। কত দিন(ই) হায় সে মায়ের মুগ, হেরি নাই চথে—দিয়া চির ছুখ কাল দেছে মুছে সে আনন্দ ছবি কত স্থ্য কথা হইল অরণ, আনন্দমন্ত্রীর হেরে সে বদন, অর্কারে যেন উদিল রবি।

কতই এ হেন স্থৃতির সহরী, উঠিতে গাগিল প্রাণ মন ভরি, ভূতল আকাশ যে দিকে হেরি পুন: এগ সেই নবীন যৌবন, পুন: সে ছুটিল মলয় প্রন, কামিনী কুস্কমে পুন: শিহরি।

ইক্রিয় উত্তাপ উন্নতির আশা,।
ধন যশ লোভ বিজয় পিপাসা,
আবার ধেমন প্রাণে জড়াই।
যাহার আদরে বালা স্থথে যায়,
যৌবন আরন্তে হারা'য়ে যাহায়,
কবিতা স্থার আস্থাদ পাই।

কতই আগের হৃথ ভালবাসা, কতই আকাজ্ঞা কতরূপ আশা তুটে উঠে প্রাণে যে দিকে চাই। কথন একর কভ্ একে একে, অনিমেষ চক্ষ্ আনন্দ পুলকে, হৃদয়-মুকুরে হেবি সদাই।

আগেকারি মত যেন হেরি সব, আগেকারি মত পশু পক্ষী রব, আগেকারি মত কবি শ্রবণ। জুড়াতে পরাণ ইহার সমান, নাহি কিছু আর, নাহি কোন স্থান-চির তৃপ্তিকর মধুব এমন। মহাহিমময় হয় যদি হান,
দারুণ উত্তাপে জলে' বায় প্রাণ,
তব্ও সে দেশ হাদেশ যার,
তাহার নয়নে তেমন স্কলব,
মনোহর স্থান পৃথিবী সাগর,
নাহিক ভূতলে কোথাও আর।

কে আছে এমন মানব সমাজে, হলি তথ্নী যার আনন্দে না বাজে, বছ দিন পরে হোর স্বদেশ না বলে উল্লাসে প্রকল্প অস্তরে, প্রেম ভজি মোহ অমুরাগ ভরে, এই জ্বাভূমি আমার দেশ।

ভূমি বঙ্গমাতা এত হীন প্রাণা, এত যে মলিনা এত দীন হীনা, ভোমাব(ও) সম্ভান স্বদেশে ফিরে। হেরে তব মুখ মনে ভাবে স্থপ, প্রাণের আবেগে হইয়া সোৎস্কক, নিজ জন্ম দেশ আনবল হেরে।

হে জগংপতি এ দাস মিনতি, রেগো এই দয়া বন্ধ মাতা প্রতি, বন্ধবাসী যেন কথনত কেহ যেগানেই গাক্ যেগানেই যা'ক্, যতই সন্মান যেগানেই পাক্, না ভূলে স্বদেশ ভকতি স্লেহ।

কি স্তুথের দিন।

কি স্তপের দিন মনে পড়ে আজ,
আনন্দ নির্মার কদমে বয়,
হ'ল বহু দিন আজ (ও) ভূদি নাই,
এখনও সে দৃশ্ব পেমনি রয়।

শৈশব সময় বর্ষ বার তের, বয়:ক্রম বৃদ্ধি হইবে তথন, জামিয়া অবধি এক দিন তবে, জানিনা কথন ছঃগ কেমন।

তগন (৩) পূজার্হ মাতাম্থ মম, স্কুমেক্রর মত উন্নত শরীর, মাতা পিতা আদি বন্ধু সর্ব্ব জন, সে গিরি আশ্রয়ে আছেন স্থির।

ক্লথে হাসি থেলি ক্লথে আসি থাই, ক্লথেতে ভাসিয়া করি ভ্রমণ, ক্লথে পূর্ণ ধরা শৃষ্ণ ক্লথে ভরা, ক্লথের (ই) প্রবাহ ভাবি জীবন

আদরে লালিত আদরে পালিত, মাডাম'র আর ছিল না কেহ, অগত্যা তাঁহার আমাদের (ই) প্রতি, ছিল আশৈশব অধিক স্বেহ ।

আলায় নির্জ্ঞর কবিয়া আহলাদে, জানাইশল তাঁয় মনের সাধ, কখন অপূর্ণ থাকিত না ভাহা পূরাতেন তিনি করি আহলাদ।

বংসরে বংসরে শারদীয়া পূজা, হইত আলয়ে আনন্দ সহ, কতই আনন্দ পেয়েছি তগন, মাসাবধি ধরি করি উৎসাহ।

আসিত প্রতাহ প্রতিমা দেখিতে, কত হঃগী প্রাণী প্রফুল মুখে, নব বস্ত্রে সবে নিজে নিজে সাজি, সাজায়ে বালিকা বালকে সুখে। আদে ষায় হেন কতই দর্শক, গ্রাম পলীবাদী কতই আদে, ভিকুক যাচক গীত বাগ্য-কর, অতিথ অভ্যাগত কত কি আদে।

ক্রনে গৃহাগত আত্মীয় স্বজন, কলর্বন পূর্ণ সদা আলয়, ব্রিয় সম্ভাষণ, মধুর আলাপ, গৃহের সর্বাত্র ধ্বনিত হয়।

সদা স্বষ্ট মতি কুটুম্ব জ্ঞেয়াতি, আনোদে প্রমোদে রত সদাই, স্বর্ম পরিজন আননেদ মগন, নিরানন্দ ভাব কাহার (ও) নাই।

সে আনল মাঝে আমি শিশুমতি, সদা হেসে থেলে হুগে বেড়াই, ধনী কি দরিদ্র প্রতিবেশী ঘরে, আমার প্রবেশ নিষেধ নাই।

সে কালের প্রথা রামায়ণ গান, অপরাত্ত্বে শুনি, মোহিত হয়ে, সমুদ্র গজ্বন পূপকে গমন,! শুনি স্তব্ধ হয়ে বিশ্বয়ে ভবে।

নিশিতে আবার শুনি যাত্রা গান, সমস্ত বজনী জাগিয়া থাকি, শুনি সে আথ্যান না ভূলি কথন, জনম ফলফে লিখিয়া বাখি। ষাট্ বৰ্ষ আয়ু ফুৱাইতে যায়, সে স্থেগৱ দিন কবে গিয়াছে, আজ ত সে দিন ভূলেনি হৃদয়, দে স্থেগর স্থাদ আজ ত আছে।

জননীর জন ক্ষীরের আস্বাদ, একবার জিহ্বা স্কুড়ায় যার, যে জেনেছে বাল্য-ক্রীড়ার আহলান, জগতে কিছু কি চায় দে আর ?

धनवान् ।

ধনবান্ জনবান্ ধরণীর জুল, বিনা ধনী কে অবনী সাজাত এমন ? কে পরাত ধরা অক্টে এত আভরণ ? প্রোসাদ–মন্দির–মালা স্বরণে অভল।

কান্দীর ভূধর শিরে যক্ষ সরোবর অচ্ছোদ যাহার নাম কাদম্বরী প্রিয়, কে সেথানে বিরচিত ক্রীড়াবন স্বীয়, ধনী যদি না থাকিত পৃথিবী ভিতর।

তাজ্ মট্টালিকা চবে কে দেখিত আজ, ধার শোভা দেখিবারে ধরা প্রাপ্ত হ'তে, প্রতি দিন কত লোক আসে এ ভারতে অম্ল্য প্রাসাদ রক্স অবনীর মাঝ!

বিনা ধনী প্রগকর শিলের প্রবাহ, থাকিত না ধরাতনে বিভার আহলাদ', জানিত না নর-চিত্ত সাহিত্য আস্থাদ, কি আনন্দকর চিত্ত স্থে অবগাহ। উজ্জ্বল ধরণী অঙ্গ ধনীর উদয়ে, রবি-ছটা সম ছটা তাদের প্রকাশে, এক জন ধনী যদি হয় কোন দেশে, তির দীপ্ত দে অঞ্চল তার দীপ্তি লয়ে।

কোন কালে ছিল আগে ভারতমণ্ডলে ভবানী অহল্যা বাই মহিলা ছু'জন, আজ (ও) দেব তাহাদের নামের কিরণ জাগায়ে স্থদেশ থ্যাতি জগতে উচ্ছলে।

ক্ত হেন লব নাম প্রতি দেশে দেশে, ধনবতী ধনবান স্বদেশ-কল্যাণ— সাধন করিয়া নিত্য, লভিয়া দ্খান, স্বনাম স্বদেশ পূর্ণ করিছে স্ক্যশে।

সাধিতে জগৎ-হিত ধনীর স্থান, বিধাতা তাদের হতে দিয়াছেন ধন, জগতের প্রমাল করিয়া মনন, এ কথা যে বুঝে মর্টো দেবতা দে জন।

নিত্য স্পরণীয় সেই, মহাত্মা ভূতলে, কত ছঃগ প্রাণী স্থালা করে নিবারণ, জগতের কত হিত করে সে সাধন, সে কথা ভাবিলে প্রাণ আগনি উথলে।

পরের হিতার্থ ধন না বৃক্তে যে ধনী, নিজ স্বার্থ চরিতার্থ সদা বাজা করে, পর-হিত ভাবে না যে মুহুর্ত্তের তবে, সে জন জুরাঝা অতি জগতের গ্লান।

বিধাতার বর-পূত্র ধনী এ পরাতে, দেবতা হইতে পারে ইব্ছা যদি করে, ইচ্ছা করে' যেতে পারে নরক ভিতরে স্বর্গ নরকের দার তাহাদের হাতে। মহীতে মহীপ-বৃন্দ ধনীর প্রধান, দৈব ঘটনায় আজ মহীপতি তারা আবার চক্রের গতি হলে অন্ত ধারা পশিয়া ধনী মণ্ডলে হবে শোভমান।

ধনীবাই সংসাবের স্থ ছংখ মূল যে ধনী না বুঝে ইহা ভ্রান্ত পথে যায় ধরার কণ্টক সেই; যে বুঝে ইহায়, ফুটে রয় ভবময় শোভায় অতুল।— ধনবান জনবান্ ধরণীর ফুশ।

ভালবাসা ৷

ভালবাসাবাসি এত পৃথিবী ভিতরে, সে তৃষ্ণা মিটেনা কেন আমার অপ্তরে ? বাল্য হ'তে নিরপ্তর খুঁজিয়া বেড়াই, প্রাণ জুড়াবার সথা তবু নাহি পাই।

কারে ভালবাসা বল, কিবা তার ধারা ? কি পেয়ে প্রাণের ত্যা মিটাও তোমরা ? পিতা ভালবাসে কন্তা প্রে আপনার, স্বামী ভালবাসে ভার্যা প্রিয়তমা ভার।

ভাই ভালবাসে ভা(ই)মে সোদবা সোদব, প্রতিপালকেবে ভালবাসে পোষ্য তার, আস্রিতে আশ্রমদাতা ভাবে আপনাব, প্রণয়িনী প্রণয়ীর হৃদয়ের হার।

এ যে জালবাসা ভরা দেখি এ সংসার, ভালবাসা নয় ইহা স্বার্থের বিকার, মেহ দথা মাথা আরু বাহা কিছু বল, ভালবাসা কিছু ওলু নহে এ সকল। প্রাণে প্রাণে বিনিময় ভালবাসা সেই, সে ভালবাসা ত হেখা দেথিবারে নেই, কত জনে হাতে তুলে দিয়াছি তাহায়, সে ত নাহি প্রাণ তার দিয়াছে আমায়।

আমি চাই এক জীউ এক ভূষা মন, এক চিম্বা এক দৃষ্টি একই শ্রবণ, এক রাগ অন্তরাগ একই মনন, ভূঠ ভূই বুচে গিয়ে একজ মিলন।

্ষানভা মনের গতি
অনভা করনা স্বতি,
অনভা আকাজ্জা আশা,
অনভা আকাজ্জা আশা,
এক জ্ঞান এক ধ্যান একই স্বপন,
তার(ই) নাম ভালবাসা হ'জনে মিশন।
এক প্রাণ হুই দেহ,
অভেদ শত্রুতা স্লেহ,
অভেদ আচার ভক্তিন,
হুই দেহে এক(ই) শক্তিন,
পারাণে পরাণ গাঁথা একায়া জীবন,
এ ভালবাসারে মোরে দিবে কোন জন ?

এই ভালবাসা আশে উন্মন্ত হইয়া, লজ্জা ভয় লোকনিন্দা সব তেয়াগিয়া পরাণে পরাণে তার হইতে সমান, অনেকের হাতে সঁপে দিয়াছি পরাণ।

কত জনে কতবার দোলর অধিক
জড়ায়েছি স্থলমেতে ভাবিয়া প্রেমিক,
রশ্চিক দংশিত হয়ে ফিরিয়াছি শেবে,
কৈলেছি রজনী দিবা যাতনার ক্লেশে
কতবার কত জনে কণ্ঠের ভূবণ
করিয়া রেযেছি বৃক্ক ভাবিয়া রতন,

ছিঁড়িয়া ফেলেছি শেষে ব্রিয়া স্থপন, করেছি কতই তপ্ত অশ্রু বিসর্জন।

ভালবাসা বলি যাবে প্রাণে ধেরাই, সে ভালবাসাবে হায় কোথা গেলে পাই ? • পরাপের বিনিনয়ে প্রাণ বিকাই। এ ভালবাসা কি তবে পৃথিবীতে নাই ?

অভুপ্তি।

বিধাতা হে নাহি জানি, প্রাণেকেন হেন গ্লান মাবে মাবে বিবক্তি উল্ম। থাকিতে এ ভবনিধি. পরাণে কেন এ ব্যাধি. বল বিধি বল হে আমায়। আজ নয় নহে কাল. এই ভাব চিৱকাল. কেন মন হেন তিব্ৰু হয়। কিছুই না ধরে মনে, অসাধ সদাই প্রাণে. কিছতেই সাধ নাহি রয়। আমোদ প্রমোদ হাসি, সব(ই) যেন যায় ভাসি কিছুতেই মন নাহি বদে। নিকটে প্রাণের, মিতা, শুনায় রদের গীতা. তাহাতেও চিত্ত নাহি রঙ্গে। **ठिवृक** जुनिया श्रद्ध, মুত মুতা শ্বেংভারে, কণ্ঠ ধরি কোলে বৃদি হাদে। তাতেও চেতনা নাই, সে দিকে ফিরে না চাই যেন কোন অমঙ্গল ত্রাসে। এ অভুপ্তি কেন দদা, ধন যশ কি প্রেমদা. কিছুই সম্ভোষকর নহে। নাহিক আকাজ্ঞা আশা, নাহিক কোন লাল্যা, প্রাণ ষেন সদা শৃষ্ঠ রহে। মুখে ব্যঙ্গ পরিহাস, करम (अम वात्रभाम, कल मय नुकारेग्रा ठरन।

বাহিরে আলোকপূর্ণ, क्तरम अन्नात हर्न. প্রাণে সদা বহিছ-শিখা জলে। কেন হেন তিব্ৰু প্ৰাণ, দিলে মোৱে ভগবান, এত স্থুখ জগতে তোমার: নাহি কি কিছুই তায়, यम नांध मिट्टे यांच. কোন হেন স্থন্য স্থতার। ফলতক কত জাতি. কত বৰ্ণ কত ভাতি, আছে এই জগৎ মণ্ডলে। ধরা শুক্ত শোভাকর, কত পশু পক্ষী নর, रेनवान गुनान भीन करन। আকাশে চাঁদের শোভা, জগতের মনোলোভা মনোহর তারকা ঝলকে। যেটি মনে ধরে যার. সেটি আদরের তার. চিবকাল এই ধারা লোকে। উত্তানে কাহার(ও) সাধ, কুম্বমে কারো আহ্লাদ, কারো সাধ প্রাসাদ ভবনে। কেহ বা পাখীর গান, গুনিয়া জুড়ায় প্রাণ, (कर मुक्ष मशीज अवर्ग। কেহ ভলে চিত্রপটে, কেহ বা কবিতা পাঠে. कांद्रवा मन टमोन्हदर्ग मगन। क्ट स्थी धनां ब्लान. কেহ স্থগী ধন দানে, काद्यां भाव भगकि भावन । কেহু রত বিভাভাদে, কেহু বা বেশ বিস্থাদে বিলাস বাসনা করে কেই। ভোগ স্থা কেই চায়, কেই অনাদ্বে তায়, বনে যায় তেয়াগিয়া গেই। কোন না কোন বন্ধন, হেন রূপে সর্বাজন. হৃদয়ে বেঁধেছে সুথ আলে। পূর্ণ করি সেই আশা, জুড়ায় সদি-পিপানা, অকুল সাগবে নাহি ভাসে। আমারি হৃদি কেবল. মায়া শুতা মরু-স্থল, কোন বাসনায় বন্ধ নয়। এত শোভা ধরণীতে, কিছুই না ধরে চিতে, मूछ आर्व प्रिंथ मम्बर्ध।

কি হেতু হে ভগবান, দিয়াছ এমন প্রাণ,
স্থবের সাগবে সবে মজে।
স্থবে জলে ভূমওলে, স্থবের লহরী চলে,
কিসে স্থব আমি মরি ঝুজে।
সহেছি অনেক দিন, স্ব'ব আর কড দিন,
দিনে দিনে ভূবি হে পাথারে।
সম্বর এ প্রাণ হরি, এ ছঃগ ঘুচাও, হরি;
এ যাতনা দিওনাক কারে।

মৃত্যু ।

কে আসিছে অই আঁধার বরণ, লৌংদও করে করিয়া ধারণ ! জলপু বিছাৎ নয়নের ছটা দেহের বরণ ঘোর ঘন ঘটা, চূপে চূপে আসি, ছাছার মতন, মুর্যু প্রাণীরে করে নিরীক্ষণ !

মৃত্যু শ্যাশাধী-শিষ্ণরে নাড়াযে, নিজ দণ্ড তার শরীরে চেঠনায়ে, বলে ওবে আয়, আর দেরী নাই, আয় সঙ্গে মোর, আমি নিয়ে পই, যে দেশে নাহিক স্থা চক্ষ ারা, যেখানে দেখিবি অদেহী ধাহারা।

কোথা এবে তোর বয়স্ত ধাহারা,
যাহাদের পেয়ে হয়ে জ্ঞানহারা,
যৌবন মদিরা পিরাছিলি বঙ্গে,
কৌতুক, বিলাস, ব্যসন ওরঙ্গে,
ভাবিতিস্ ধরা সরার মতন;
এখন ভাদের কাঁদিছে ক'জন ?

দেখ একবার এই শেষ দেখা, যাহাদের চিত্র ডোর প্রাণে লেখা, ষাহাদের পাইয়া মনের মতন, দাজাইলি ডোর ভব-নিকেতন, পুক্ত-পৌক্ত-রূপ ভবরত্বচয়, কোথা রুণবে এবে দেই সমূদয় ?

দেখেনে বে ডোর স্নেহময়ী মায়, (আর কন্তু চথে দেখিবি না ষায়, কাঁদিছে এখন হ'য় দিশেহারা, ধরায় পড়িছে পাগলিনী পারা, সেও যাবে ভূলে কিছুদিন পরে, কদাঁচিং শ্রদি কভু মনে করে!

অই দেখ তোর প্রাণাধিকা নারী,
যারে লয়ে তৃই হ'লিরে সংসারী,
তোর মুধ চেয়ে করিছে ক্রন্দন,
নিম্পন্দ নির্বাক্ পাধাণ যেমন;
কিছু কাল পরে দেও রে ভূলিবে,
ফিরে এলে কাছে চিনিতে নারিবে।

দাঁড়ামে শিয়বে, হারায়ে সৃষিং, অই যে তোমার প্রাণের হুলং, যারে কাছে পেলে আন নব ফেলে, থাকিতে দিবস রজনী বিরলে, কন্ত দিন মনে রাধিবে তোমায়, ভূলিবে যে দিন পাবে অন্ত কায়।

এই যে বে তোর গৃহ অট্টালিকা,
মঠ, অশ্বশালা, তোরণ, পরিধা,
এ নাটমন্দির, হদ, পুন্ধরিণী,
বিচিত্র চক্রিণী পতাকাশালিনী,
কোথা রবে সব মুদিলে নয়ন,
কে ভোগ করিবে এ সব তুপন!

তুই নিজে যাবি ভুলিয়া সকলি— দারা, পুত্র, সগা, এ ধরামণ্ডলী, ধন, মান, যশ, ঐশ্বর্গ্য, বিভব, দয়া, মায়া, শ্রেহ, জনকলরব , একাকী উলঙ্গ সঙ্গে ধাবি মোর, কিছুই সঙ্গেতে ধাবে না রে তোর !

এই সব তবে হ'য়ে চিক্তাকুল,
আজন্ম ঘুরিলি যেন বা বাতুল,
সকলি ফেলিয়া যেতে হ'ল এবে,
কার ধন, হায়! এবে কেবা নেবে ?
সব(ই) ফেলে গেলি সব বিলাইলি,
পথেন সম্বল কিবা সঞ্চে নিলি ?

আচম্বিতে নাজি-ম্বাস দেখা দিল,
মৃত্যু-শ্ব্যাশায়ী নয়ন মুদিল,
ধীবে ধীবে মুণ হইল ব্যাদান,
দেই পথে প্রাণ করিল প্রান,
কুরাইল এক জীবের জীবন,
ভামিল ভবের একটি স্বপন।

দিবস বছনী কত হেনরূপ শুনিছে মানব শমন-বিজ্ঞপ, দেখিছে নয়নে কত শত জনে মরে ছুরাইছে প্রতিক্ষণে ক্ষণে, তবুও কিবা যে মায়ার বন্ধন, সে কথা কাহার(ও) থাকে না স্মরণ! কার সাধ্য বুঝে সংসার-রচনা ? ধন্য, বিধি! মায়া-স্কল-কলনা!

শিশু বিয়োগ।

একি শুনি, কার কালা হেন নিদারুণ, বুঝিবা জননী কোন হয়ে শৃস্তা কোল কান্দিতেছে হেন রূপে করি উতবোল, দিবা নিশি কেঁদে চক্ষু করেছে অরুণ। কেন হেন ভগবান্ ছর্ম্মল মানবে, কর দগ্ধ চির দিন শোকের অনলে, একি খেলা খেলাও হে এ ভবমন্তলে, ভাসাইয়া নর নারী হুঃখের অর্থবে।

কি পাপ করিল শিশু এই অল্লক'লে, অনাহারে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপিলে তারে ? হ'ল না দয়ার পাত্র তোমার বিচারে ? কেন্ কর্ম্মভূমে তবে তাহারে পাঠালে ?

না না, কিবা কোন পাপ ছিলনা উহাব, মাতা পিতা পাতকের(ই) শুধু এই ফল। কেন তবে দেগাইলে তাবে এ ভূতল, নির্দ্ধোষ জীবন কেন করিলে সংহার।

অথবা দে পূর্ব্ব জন্ম ছিল মহাতপা, তাই তারে না ছুইতে ধরণীর ক্লেদ, সকালে সকালে তার করিলে উচ্ছেদ,। ভালবাদা জানাইতে করিলে হে রূপা।

এই যদি ছিল মনে ওচে দয়াময়, কেন তবে মায়ে তার দিলে গর্ভক্লেশ, কেন আশা দিয়ে, বৃবে ছুরি দিলে শেষ, প্রান্তু, এ তো করণার কার্যা কতু নয়।

একবার মার মুথ চেয়ে দেগ তার, কি ছিল বা গত নিশি হয়েছে এবে, ডাকিছে তোমায় দেব পূরাতে অভাবে, সে শব্দি, ব্লকাণ্ডপতি, নাহি কি তোমার ?

সে শক্তি না থাকে যদি আপনিই এদ, কোল শোভা কর তার শিশু রূপ ধরি, তুমি ত সকলি পার ব্রন্ধনাথ হরি, কেন না এরূপে আদি অভাগীরে তোষ ? বুঝিনা তোমার দেব ভবলীলা গেলা, এরপে কেন বা জীবে হাসাও কাঁদাও, কেন মার কেন কাট কি সাধ পুরাও, আচার বিচার কি যে কেন বা এ থেলা ?

জানি তৃমি আছ সত্য ব্যক্ত চ্বাচরে। সত্য তৃমি দয়ামন্ব বৃষ্ণিতেও পারি, ভবের রহস্ত শুধু বৃষ্ণিবারে নারি, নিষ্ঠুরতা হেরি তান্ব পরাণ শিহরে।

দয়াল নামটি নাথ বড়াই মধুর, -কলঙ্ক হেবিলে তায় প্রাণে ব্যথা পাই তাই দ্বিজাসিছি এত, ক্ষম হে গোঁসাই, মনের এ ঘোব গাঁধণ ভেঙ্গে কর চুর।

ব্ৰহ্মবালক।

अठोक स्नमः विद्याम बाय. কে সাজালে তোমা হেন শোভায়, নয়ন বঞ্জিল কিবা স্কঠাম. চারু গ্রীবাভঙ্গি স্বীবং বাম. ভালে ভূক্যুগ আকর্ণ টান, অপান্ন ভঙ্গীতে চমকে প্রাণ, মোহন মুরতি চিকণ কালা, রপের ছটায় জগ উঞ্জা। মুগে মৃত হাসি, অলকা সাজে मधुत मूतनी व्यथत्त वाटक, শিগিপ্ছচ্ডা ঈষং বাকা ললাটে কপোলে ভিলক আকা. নৰ ঘনঘটা দেশের কান্তি. प्रिंगित नग्रान खेशाक वासि. পীতধভা আঁটা কটিতে তায়. মেঘেতে যেন বিজ্ঞলী খেলায়.

বন্ধ: স্থবিশাল, কটি স্থন্ধীণ, मत्नाहत वर्षः छेलमा शैन, ভজ দওলতা জিনি মূণাল, করপদতল ছটা প্রবাল। বন-ফুল-মালা গলায় সাজে, চলিতে চরণে নৃপুর বাজে, নটবর বেশ রসিকরাজ. সদাই বিহুৱে নিকুঞ্জ মাঝ. ञ्चनक मोन्दर्ग मन विस्तन, সদা অপর্যে ক্রীড়াকুশল, कमरश्रद ज्ला मुदली मूर्थ, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে দাঁড়ায়ে স্থপে, বাঁশরীর রবে শিখী নাচায়. বাশরীর রবে ধেয় চরায়, ষাহার মধুর বাশীর গানে, यम्नात कल हरल खेकारन. রজের রাথালে অতুল রূপ, मिया म जाराष्ट्र क्शर ज्ञा. হেন কাল কপ আর কি আছে ? এখন (৭) নাচিছে নয়ন কাছে, প্রেম হাজি পথ শিখাতে লোকে. যার হৃদিপূর্ণ হয় আলোকে, এ मुत्रिज यात्र मत्न छेन्य, সে জন কগন মাজুৰ নয় !

কবিতা স্থন্দরী।

অশোকের তলে, যেন শশী জনে, হেন রূপবতী নারী, ভাবিছে একাকী, করে গণ্ড রাগি, অপূর্ব্ব শোভা প্রদাবি। স্থনিবিড় কেশ, চাকি পৃষ্ঠদেশ, ছড়ায়ে পড়েছে এগা,

উড়িছে পড়িছে, যুরিছে ফিরিছে, প্রনে করিছে থেলা। নব তুর্ণালল, আসন কোমল, বসেছে চরণ মেলি; রাঙ্গা পদতল, করে ঝল মল. ত্ত্ব দেহে আছে **হেলি**। করী-ভভাকার. ক্রমে লঘ্ডার. উরু ধিনি স্থকদলী। নিতম্ব পীবর, ন্তন মনোহর, অস্ফুট কম্ল-ক্লি। ত্রিবলী অঙ্কিত, কণ্ঠ স্থপোভিত, পক বিশ্ব ওঠাধর। দিন্দুরে মাজিত, দন্ত পাতি শোভাকর। শ্রবণ-কুহর, বাশরী সরুশ নাসা। চলুনিভানন, শ্বেতাত্র বরণ থঞ্জন নয়ন ভাগা ! শোভা মনোহর भूष्भ थटत्र थत्, শাগা এক শিরোপরে, यन यन मिटिंग. বৈদে বামা গণ্ড করে। নানা বৰ্ণ মাথি, ভালে ভালে পাথী. করিছে মধুর পান ; থেকে থেকে থেকে, দ্রালে অঙ্গ টেকে, কেহ ধরে উচ্চ তান। मन मन वाष् তরু অঙ্গে ধায়. পত্র কাঁপে থর থর; পলবের দোলে প্ৰন-ছিলোগে শব্দ হয় মূর মূর। কত বনচর, তমু মনোহর, আরুত রঞ্জিত লোমে, দুৱে সন্নিবানে, মূভ্যু পরাণে, অবিরত স্থা ভ্রমে।

भिन्न कार्ट्स किंत्र, | कल नितंत्रस्तन, इतिनी सम्बदी. ভ্রমে নৃত্য করি স্থাবে। করিণী স্থাথিনী तिय निक भिन्न भूटथ । 'গাভী, বৎস চরে, হাস্থা রব করে । নর্ত্তন বাদন, কেই না দেখিলে কায়। চরিতে চরিতে, চমকিত চিতে তুণ মুখে মুগ ধায়। প্রাণে ভয় নাই ত্রমে নীলগাই অনুরে অথবা দুরে। বিচরে চমরী. লোমনী স্থন্ধী. বন মাঝে ঘুরে ঘুরে। সেথা পরকাশে, প্রমত উল্লাসে, কবি-প্রিয় ঋতু5য়, বসন্ত, বর্ষা, সরস, স্থরসা **भ**त९ (मोन्नर्गग्रय ! নিকটে উত্থান, অতি রমাজান, দেবতা গৰ্মৰ্ম ভুলে; স্থগন্ধে মোদিত, সদা স্থশোভিত, নানা জাতি তরু ফুলে। ফুলে বেপু গায় সনা ভ্ৰমে তায়, यन यन मगीद्रश। আকাশে দৌরভ, মাটীতে দৌরভ, श्रुशक वट्स द्यम् । গাছে মধু ক্ষরে, লতা পত্তে ঝরে. উড়ে ভূঙ্গ মধুকর। स्वमा स्वान. ভরিয়া উতান. গন্ধে ভবা সবোৰর। মহিমা কে জানে, **পে দেব উ**্যানে. निতा ०८ऋषिय स्य । নিত্য যোলকলা, শশান্ধ উল্লা, চির জ্যোৎসা ফুটে রয়। অমে কত দেখা, অপ্রবাদিতা নিব প্রভাকর সম ছটাবর, গীত বাগ নতা করি ;

निसंत्र मर्भात निक निक विष दश्व । ভূলে মৃণালিনী, কিত বন দেবী. সুল ছাণ সেবি, ভ্ৰমে সাজি কুল-সাজে, রত সর্বকণ (म (मव कानन-माद्य । নাচিয়া গাইয়া, প্লকে পুরিয়া, এরা সবে মাঝে মাঝে! প্রেম ডব্রু ডবে. প্রকৃত্ন অন্তরে, আনন্দে বামারে পুষ্টে 🕆 মিলি রস নয়. করে অভিনয় বামার প্রীতির তরে। বীর রৌদ্র হাস্ত. করণার দশ্য. নয়নে তুলিয়া ধরে মর্ত্তিমান হেন. সব রস যেন, হৃদয়ে প্রত্যয় হয়। ক্রোধ ভয় আদি, মথে বামা হাদি. কত্ব অশ্রু ধারা বয়। হেন রূপে কেলি. নবরুস মেলি. ক'বে দমাদর রাবে ; क्रीड़ा मयांश्रत, ত্ৰিত নয়নে. বামারে ঘেরিয়া থাকে। মহাপ্ৰাণা কত জন। অনিমিষ নেত্ৰ, নাহি পড়ে পত্ৰ হেরে সে রাঙ্গা চরণ॥ কত ঋষি নর. মহা জ্যোতিধর, वरमरङ वामादव रचदव । अरमणी विदम्भी. কতই যশস্বী. কেবা সংখ্যা তার করে। সেগানে বদিয়া, জ্যোতি: ছড়াইয়া, মহাকবি ঋষি ব্যাস। বাল্মীকি সেথা প্রকাশ।

ক্বি কালিদাস	স্থা সম ভাষ,	তব আরাধনা,	ভোমার সাধনা
বাণী-বরপুত্ত যেই;		করিব জীবন-ব্রত।	
व्यमस्त्रत्र हिर्व	সেক্সপীর কবি,	ज्ल निष ज्या,	ৰূপা পরি শ্রমে ,
रिखनि (यन (थम)		श्रीवन क्रांद्य धन।	
भवनी खेंजनि,	वृत्भव मछनी,	না পভিত্র ধন,	ना माधिय भग,
বদে দেপা স্তরে স্তরে;		ত্তৃল ভাসিয়া গেল।	
निष पश्च भटत,	মুগা কণ্ঠ স্ববে,	এবে নহে দাধে,	शांक्या विभएन,
সে চরণ পূজা করে।		আবার ভোমারে ডাকি,	
(तत्र मत्नात्नां खा,	হেরি সেই শোভা	इत्यांना निन्या,	कत्र मारम मया,
कांद्र-मा वांमना कटव,		ন্তক ব'লে মনে বাথি।	
এ যশোমালায়	পরিতে গলায়.	वृभि (कभक्षत्री	निएक कमा कवि,
রাখিতে হৃদয়ে ধ'রে।		ज्ञना मारवत गांवा।	
অয়ি নিকপ্ৰে,	यग कृति धीरम,	ক্ষমি অপরাধ,	পুরাইও সাধ,
বাসনা আছিল কত;		দিও দেবি ! পদ ছায়া !!	



বিবিধ কবিতা।

->. &-

বিত্যাসাগর।

(রচয়িতা কর্ত্তক পরিবর্তিত)

(3)

জুরাল বন্ধের লীলা মাহান্ত্রা সকলি,—
হরিল বিজাসাগরে কাল মহাবলী
হারালে মা বঙ্গভূমি, পুলুরত্রে আজ,
বিশীর্গ, বিমর্য জুংথে বঙ্গের সমান্ত্র!
কি মহা পরাণ লখে জুরেছিল ধীর,
কিবা বিজা—বুদ্ধি প্রভা – করণা গভীর!
বিজার সাগর খ্যাতি,—আবো মনোহর
বিশাল উদার চিত্ত দয়ার সাগর!—
তেমন সস্তান, মাগো, কে আর তোমার ?

(२)

কাদিছে, হেব গো, তাঁবে কবিয়া স্মন্ত্রণ,
দবিদ্র কাঙ্গাল হংগী কত শত জন :—
"কেবা জয় দিবে আব—কে ঘুলাবে হুগ,
দবিদ্র হুংগীবে হেবে কে চাহিবে মুখ!
কত বাজা বাণী আছে এ বাজ্য ভিতর—
কাঙ্গালে করিবে আব কেবা দে আদব!"
মানব দেহেতে সেই দয়া মৃষ্ঠিম ন,
সার্থক কাহারই জন্ম মশং কীর্তিমান,—
প্রাতে নিত্য স্ববনীয় যাঁব গুণগান!

(0)

আপনাব বেশ ভূষা সামাত্র আকার,
দেখিলে পরের জংগ নেত্রে জনভার !
সমাজ-পীড়িত জংগ কবিতে মোচন
জীবন উৎসর্গ নিজ কবিল যে জন,
সমাজ পীড়িত জনে কবিতে উকার
আপনি সহিলা নিলা কত তিবস্কার;
ধাণে বন্ধ অবশেষ—তব্ দৃঢ় পণ,
সংক্র সাধন কিয়া শবীর পতন !—
এ হেন পুক্ষ-সিংহ জন্মে মা, ক'জন ?

(8

অদিতীয় বাঙ্গালা-ভাষার শিক্ষাগুরু—
বর্ণমালা হতে বস-সাহিত্যের তর্ক
স্বহত্ত অজ্ঞিত থাব,—খার প্রতিভাষ
উজ্জল বাঙ্গালা আছি প্রথর প্রভাষ!
বালক বন্ধের মুথে নাম ঘরে ঘরে,
জীবস্ত স্থাচির কীর্ত্তি রবের থাব পরে!
উপাধি উল্লেখে থাব নাম পরিচয়;
ধন্ত, বঙ্গমাতা, গর্ভে ধর এ তন্ম!—
ব্য-চিক্ত কার এত কাল-২ক্ষম্য ?

(t)

স্বাধীন স্বতন্ত্ৰ চিত্ত কাহার তেমন ?
দর্শ, নির্জীকতা, বীর্যা—যে কিছু লক্ষণ
তেলীয়ান প্রুদের—সবই ছিল তাঁয়।
তৃপজ্ঞ ন পদ-মান অবজ্ঞা ষেথায়,
যোতাক প্রসাদ (ও) গর্মে ঠেলিত হেলায়!
হেন প্ত্র, হায় মাতঃ, হারালে কোথায় ?—
হারালে কোথায় প্ত্র হেন পুণ্যতম,
স্বান্থ্য বার সত্য আর সাধুতা আশ্রম,—
হারার দ্যা ন্যা নার বাধুতা আশ্রম,—
হার্য বার বারা ন্যা নার ব্যা মা

(9)

প্রচণ্ড উত্তাপ-দগ্ধ ভারত গগন,
সকলি অসাড় স্তব্ধ নিঃম্পদ্দ যেমন
ছক্ষ্ম কলির দর্পে,—ধন উপার্জন।
আর পদ-অবেষণ, শুধুই এখন
কার্যা ভূ-ভারত মাঝে!—তব্ধ যে আজ
ভাহার ভিতরে দীপ্ত করিছে সমাজ
মহাপ্রাণ—হুইএক,—বিহ্যুৎ হেমন
চকিতে চমকি দিক্ করায় দর্শন;—
হে বিধাতঃ, দে কি, ওহে, ভাবী স্লক্ষণ?

(9)

এ হেন অদিনে জন্মি অতি প্রংগীকুলে,
আপনার কীর্ত্তিগল্পা নিজ হন্তে তুলে,
পবিত্র করিয়া তায় জগৎ-পূজায়,
ছাপিলে নিগর পরে সমাঞ্চ-চূড়ায়,
অসামান্তা ধিজনর ! — তব দেবদেহ
মরণেও বন্ধবাসী ভূলিবে না কেহ।
অমর তোমার সেই গর্জা দেহ-ঠাঠ,
সেই দয়পূর্থনেত্র—বিশাল লগাট
বন্ধের ক্রদয়ে নিতা করুণার পট।
দরিজ সম্ভান হ'যে জিনিলে সম্রাট।

এবে কোথা চলিলে ?

(मात्र त्राम्भावस्त्रत मृज्य छेनलास्म)

এবে কোথা চলিলে ?
প্রথম স্বোর প্রায়
উচ্ছল করি ধরায়
এতদিন ধরাতলে স্বকার্যা সাধিলে,
দেশ অন্ধকার করি' কোথায় চলিলে ?
জগতের হিত-ব্রত
সাধিতে মনের মত
ঈশবের কোন্ রাজ্যে উদয় ইইলে,
কোণা, ওহে মহাপ্রাণ, কোথায় চলিলে ?

এপন চলেছ যেথা সে দেশ কেমন ?
কিবা তার স্থল জল,
কি ঋতু সেথা প্রবল,
কুস্থমের কি স্থগন্ধ, কেমন কিবণ ?
কি পাণী সেখানে গায়,
কি বর্ণ বঞ্জিত তায়,
প্রক্লেডির কিবা সজ্জা কেমন গঠন ?

নে ক্ষিতি মাটীর কিখা গঠিত কাঞ্চনে ?
বাছু বহে কি প্রকার,
কল বৃক্ষ কি আকার,
গগনে আছে কি নেপা চন্দ্র তারাগণে ?
দিবাকরে কিবা হাতি,
অনসের কি আছতি
জীবের স্থপের গতি কেমন সেখানে ?
সেথা কি নির্মার খেলে,
সেখানে কি শোভা ঢালে,
নদ, নদী, শৈল-মালা, গিরি-কুম্বনে ?

বে বেৰে প্ৰাণের স্থা মিলেছ এখন
দ্বা মারা কোমণতা সে দেশে কেমন ?
থেলা ঘরে থেলা সারি'
বিভিছে এক প্রান্তে হর্মই জীবন ;
একাকী যাইতে হয়,
থেকে থেকে তাই ভয়,
তোমারে স্থাই তাই বল বিবরণ—
যেতে পথ কি প্রকার,
জালো কিছা অক্কার,
আাছে কি কণ্টক কিছা ভুক্ত স্থাক্ষান ?

স্থাৰে কি ক্লেশেতে সেধা হয়েছ উদয় ?
পথে পেয়েছিলে তক ?
কিম্বা পথ শুধু মক,
একা খেতে কান্ত হ'লে কি কবিতে হয় ?
থেকে পথে মেলে ফল ?
খোলী জো চীৎকার ক'রে কানে না দেখার ?
একাকী অন্তানা পথে,
নিঃসহায় যেতে যেতে
অক্সাং প্রাণে যদি পয়ে ও:ঠ ভয়,
আতকে শিহরি' ডবে
ভাকিলে চীৎকার ক'রে,
আনে কি বক্ষক কেহ মহাদ্যাময় ?

স্থা ! জীবনের প্রহেলিকা
ভেদি, ভব-কুহেলিকা
জীবন পরিথা পাবে কিছু কি বৃদ্ধিলে ?
ঘেরিয়া নশ্বর কায়া
কেন এত দয়া মায়া
ক্রামে মায় কি তাহা এ দেহ ভাঙ্গিলে ?
জড় জীবে কি বন্ধন,
কে করিগ সংঘটন,

জীবাস্থা মানব-দেহে হা হ'তে সঞ্চার ? এ গুড় রহন্ত-কথা প্রকাশ হয় কি সেথা অথবা সেথাও এই আলো অন্ধকার ? কাল অঙ্গে ভিহ্ন রাখি' মহিমার জ্যোতিঃ মাথি জ্যোতিশ্বয় দিব্য-ধামে তুমি তো চলিলে; ভোমারে হইয়া হারা. ধরাতে বহিন যারা কে লক্ষন ভিছ লে: জুড়াঙে গ্লিকে **।** তুম কে আছ জলিলে ? তোমারে পাইলে কাছে জুড়াত পরাণ, কি মধুর মাদকতা, দৌরভের কি মিশ্বতা, সরস আনন্দ ভবা কি স্থা আদ্রাণ ! শুনিলে তোমার কথা, ভূলিতাম স্ব বাথা, শোক তঃখ ব্যাধি জ্বালা পাইত নিৰ্মাণ কোথা ওতে মহাপ্রাণ করিলে প্রস্তান ? হামিতা মিত্রতাত্ব করিয়ে স্বরণ বঙ্গ কৃমি আজি কত করিছে ক্রন্সন; কাদিলে জনম ভূমি দেখিতে পারনি' তুমি व्यक्ति त्वथ तन्यय छे छे छ दामन, বোদনের প্রতিকার করিতে পার না আর ? হায় স্থা, সে ক্ষমতা গেগ কি এখন ? ঢালি অঞ্ অবিরত "স্থা" ব'লে ডাকি কত, নিদাৰুণ বধিবতা যে দেশে এমন, ্কান প্রাণে দেখা তুমি করিলে গমন ? (कम्दन वा डिंग थांक, व्यावाग धार्म, একতেতে সৰ হয়, किथा अ श्रम नम्

বিশ্রাম ভবন কিছা বিচার আলয়,
কত হাস্ত পরিহাস,
কত হাস্ত পরিহাস,
কত হ্বথ আলোচনা, শোক পরিচয়;
মন-কথা বলা বলি,
প্রেমে কত কোলানোলি,
মিষ্টালাপ, শিষ্টাচার, কত স্কথময়,
যৌবনে যশের আশা,
একত্র বিজয়-ভূষা,
যুগান্তের কথা যত আজি মনে হয়!
ভূমি রোগে শয়া পরে
অন্ধ হ'য়ে আমি দূরে,
দেখিতে নারিত্ব শুধু যাবার সময়!
আমারো বার্দ্ধনা, নই দেখিলে না হায়!

কি আর বলিব স্থা চির স্থা হও।
স্বভাব দেবের স্থায়,
কার্যা দেবতার প্রায়,
মলিন মর্ক্তোর তরে তুমি স্থা নও,
দেবালোক হ'তে এলে, দেব-লোকে যাও।

সেবিবে দেবতাচয়,

। সে বাজা দেবত্বময় ;

দেব মাঝে দেবতার ভালবাসা লও,
দেব-লোক হথে এলে, দেব-লোকে যাও।
দেব বাসে দেব-পাশে,
দেবে দেবে ভাল বাসা দাও,
দেব-ভাবে দেবতারে ভালবাসা দাও,
দেব-লোক হ'তে এলে, দেব-লোকে যাও।
কত সাধ হয় মনে,
মিলিয়া তোমার সনে,।
শ্রমি' চরাচরময় কবি নিরীক্ষণ;
শ্রমি' ভাবে পরে,
শ্রমণ ভঃণ কিবা কবে

জীবের অনন্ত গতি কিলে স্মাপন। ফলিবে না সে আশা কি. বথা আকিঞ্চন ? আমার বিশাস এই প্রণয়ের অস্ত নেই. একবার প্রাণে প্রাণে প্রণয়ে বাঁধিলে অনম্ভ কালেও আর পূর্যক্য নাহিক তার, ছই স্রোভোধারা যথা একত্র মিলিলে। ভলনা ভলনা স্থা. কথনো স্থপনে দেখা _ দিও এই অভাগারে কাতরে ডাকিলে. ফ্রালে কালের থেলা অকলে ভাসিলে ভেলা ডেকে নিও নিজ পাশে ত্রাসিত হইলে। কোথা ওহে, মহাপ্রাণ, কোথায় চলিলে ? প্রথার স্থারে প্রায় উজ্জ্বল করি'ধরায় এতদিন ধরাতলে স্ব গার্ঘা সাধিলে । দেশ অন্ধকার করি' কোথায় চলিলে ?

আজি কি আনন্দ বাদর!

(ভারতেশ্বরীর জুবলি-উৎসব উপলক্ষে।)
দেখো দেখো চেফে ধরণী মণ্ডলে,
ধরণী আজি কি সেজেডে!
যেন ধৈর্য্য-হারা হ'যে বস্তুধরা
আনন্দ-উৎসবে মেতেছে!
রক্ত নীল পীত পতাকা উত্তিছে
রণতরি-ছর্গ-শিখবে,
বলাকার-মালা যেন দলে দলে
আকাশ-প্রান্ধণে বিহরে!
লতা-পূশ্প-ঝারা নগর-তোরণে,

পথে, ঘাটে, মঠে, রচনা;

পথে, घाटडे, माटर्र,	नमञ्जक्रम			
বাৰ্জিছে মঙ্গল-বাৰুনা।				
বাজে মনোহর	বাদ্য নিরন্তর,			
বাজিছে ছুলুভি স্ঘনে,				
রণভূরী-ধ্বনি,	ঘন ঘণ্টানাদ,			
উচ্ছাদে উঠিছে	পবনে !			
(थरण निष्का	জ্ল্যান শত,			
রণতরি থেলে বছরে;				
घन घन अविन	গরজে কামান,			
ै शृशियौ जनिव वि	শহরে !			
रमम रममोखरत	জাতীয় সঙ্গীত			
'বৃটিশের' ব্যাত্তে বাজিছে,				
'বৃটন'-আনন্দে	ষেন ভূমগুলে			
আনন্দ-ঝটিকা ছুটিছে।				
	ছিল বে ভূতলে			
এ দীপ্ত প্রতিভা, প্রভূম, বল ?				
কার অভিষেকে	হেন জয়োৎসবে			
কবে সে কেঁপেছে পৃথিবী, জন ?				
শুনি সভাযুগে	নূপতি মান্ধাতা,			
গ্ৰামরাজ্য ভনি ত্রে	হায় পরে,			
কৰে কা'ব সাজে।	রাজনক্ষী হেন			
গৌরব-পূর্ণিত মহি	মা ধরে १			
নেহারো পশ্চিমে——এক				
প্রতিষ্ঠির পাছে 'র	stiraul*_cr#			
পৃথিবীর প্রান্তে 'ক্যানেডা'-দেশ পুরুদ্ধিকে সীমা ——মংগ্রীপপুত্র				
প্রশান্তসাগরে হয়েছে শেষ।				
	অসীম প্রতাপ,			
সাগর-প্রাচীরে-বো				
ষাধীনতা-খনি	স্বয়ং 'বুটানী'			
'কোহিনুর' মণি জলে মাধায়!				
দক্ষিণ-সাগবেএক	~			
অধণ্ড ভারত শো				
'ষয় ভূজগতা——হেবে				
উত্তমাশা তীর ধ্বজা উড়ায় !				

বাধা করতলে मश्र मिन्नु ज्ला. চির-আজ্ঞাবহ বারিবিপতি: উদয়ান্ত নাই এ রাজা-ভিত্রে ----দিনমণি করে সতত গতি। সার্থক-জনম. হে 'বটন'-জাতি. সার্থক ভূতলে ত্ৰ স্থা-ভাতি, কি আনন্দ দদা স্থদয়ে তোর! ভ্যওল্যয় **ट्टा** (यह निरक. स्र्रामिश्व (यन হোরো সেই দিকে পিতৃকুগ-গংশ হ'য়ে বিভোর। স্বতির নয়নে 'ক্রেশি'-রণক্ষেত্রে যে মুহুর্তে চাহ পুল্কিত নেতে, कि स्थ-मागत ऋष खेथा ! হেরিলে 'পর্টীয়া' কিবা হর্ষিত। কি স্থা-স্বপনে স্তবর্ণ-মণ্ডিত-'এ'ছনকোট'-মভা স্থতিতে জলে ! 'রেনিমের' জয়ে কি আনন্দ-ধারা বহে জ্বিতলে—ভেবে 'মাধোলবরা' কি স্থপে ধনম মথিত হয় ! আসিছে 'আমেডিা' 'বটানী'র তীরে. শুনে যে উংগ্রু স্বজাতি-শরীরে— দে উৎসাহ আজে। প্রবাহে বয়। থেলে রে পরাণে কি স্থণ-নিঝ'র অবি 'টাফলগাবে' —শৌগা-প্রভাকর— 'त्नलमन' वीत्र भशं-भष्टन ! 'ওয়াটল ব' পানে চাহিলে চকিতে, ভাবো যেন কেই নাহি এ মহীতে প্রতিঘন্তী হ'তে সম্থ-রণে ! এ হৃদি ঐশ্বর্য্য বলো আজ কার ? বক্ষেতে কৌস্কভ- বিজয়ের হার। স্বন্মে প্রসিদ্ধাধরণীময় । थका जिटके। विश्वा, ताजन ७ पति, রাজত্ব করিছ এ জাতি উপরি, রাজরাজেশবি, তোমার জয়!

(मर्ग 'त्रुपेन'-जननि, (मर्था (हर्य দেখো গো চলেছে কি সাজে সেজে তব প্রস্থাবন্দ--- চারি ভূমগুলে---কেব্ৰ হ'তে কেব্ৰে অমিত তেজে। धवनीय-शास-वीश-मानाय. 'ইউরোপ, 'আসিয়া, ্"আফ্রিক্, আত্রিকে' কিবা হাস্তমুখে স্থাপ বেড়ায় ! কোথা 'স্যাওউইচ,' ,সেট-হেলেনা,' 'নিউজিলও'-দীপ কেথম ? ভূমওল-অঙ্কে : নাহি স্থল জল জয়ডক্ষা যেথা নাহি বাজায়! হেথা ভারতেশ্বরি, ক্থনো কি গো, আমাদের ভাগ্যে হবে সে দিন ? ওদেরি মতন অভয় জনয়ে তব নাম মুগে ল'য়ে বে দিন ভ্ৰমিৰ ওরূপে অমনি সাইদে. অমনি উৎসাহে জাগ্রত র'ব গ অদীম বাণিজো বাধিয়ে কমলা অমনি প্রভাবে মণ্ডিত হ'ব ? অমনি উল্লাসে, यांदवा दमदमदमदम দেখাবো তুলিয়া ভূজের 'রক্ষি' ? निः नकश्रमय भक्र, शिवि, वरन-স্বদেশ স্বজাতি স্বরণে লক্ষ্যি! না পারিবে কেহ এ ধরামগুলে পর্নিতে দেহ প্রাণের ভয়ে, সতত গৰ্কিত স্থনাম-গৌরবে चरमण अथवां निरमरण ब्रह्म ! থাকি বা একাকী হ্রম্ব প্রাম্বরে, নগরে, পল্লীতে, কিবা মশানে, রাজ্য-দেশ নামে সবে দশক্কিত,-পশ্ৰপক্ষিগ্ৰন্থ আসিত প্ৰাণে ! কবে গো আমরা—হবে কি সে দিন ?— ওদেরি মতন সহাস্য-মুগে

मन्दर्भ व्यामिश অমনি করিয়া দাঁড়াবো, জননি, তব সমূখে ? জগতের চিত্র. নেখাবো তুলিয়া অঙ্গুলি নিৰ্দেশ কবিয়া তায় বলিব আনন্দে——-'হে বাজনন্দিনি, এই ধরাভাগ পুজে তোমার'! পূৰ্ণ হ'ল আৰু অৰ্দ্ধ শতবৰ্ষ বাজদণ্ড তুমি ধরেছ, ্না মণিনয় রাজ্ঞারূপে শিরে পরেছ; অভিষেক যজ্জ-হের নেত্র মেলি হের সে যজ্ঞের মহিমা— **न**भित् वाक न्यक्ष यन সাজায় তোমার প্রতিমা! 'রুটন' জননি দেখো একবার কি সৌন্দর্য্য আজ ভারতে, নহে বিকশিত হেন শোভা যেন পূर्व-(काञ्चामग्री भवटक ! কত জ্যোৎসব, কত যুগে যুগে, व जुरान एएरत नम्रतन, এ আনন্দধারা বহে নি ক্ধনো সমূহ ভারত-ভূবনে। সাজে নি সাজে নি কথনো ভারত व द्न स्नुत जुरान, কিবা দে ত্বেতায়, কিবা সত্যযুগে, व्यथना बालद-द्योदत्न। ছইধারে 'ঘাট,' मर्पा विक्राहिन, উত্তরে হিমান্তি আপনি, কবে সে সেজেছে পতাকামালায় এরপে সাজায়ে অবনি ? কোন কালে ছেন ভারত-বেইন সাগবের কুল বেরিয়া স্থমাল্য-শোভিত নেভের নিশান উড়িছে প্ৰনে ছলিয়া ?

कारूवि, व्यूटन ক্ষে বে সর্যু, শতক্র, কাবেরি, নর্ম্মদে, খেলায়ে হিলোল. मत्म ध प्रदल इटिइ व द्वन अत्यांत ? কিবা সে দিলীপ. কিবা যুধিষ্টির— श्लित छक्न-भनाक, কৰা আকৰ্ববৰ, কিবা আলমগীর ভারত-জীবন-আতম্ব। এट्न १८र्सव एटना, যে উৎসব আৰু তব জয়োৎসবে ভারতভূবনে জন্ননা! ध ख्विनि'-मित्न, 'रूप्रेन'-जननि. কি ভয় বলিতে মা'কে। এ মহা-যজ্জের প্রাচীন পদ্ধতি श्रातर्ग (यम (गां भारक !---शांक रान महन----- व जानन-मिहन য়িত্তদি-জগতময় থাকিত না কারো.-দাসক্তকগন্ত প্ৰভু ভূতা এক হয়। জয় ভিক্টোরিয়া জয়। वय जिल्लाविया. রাজরাজেশ্বরী, জগত-আবাধ্যা, ধন্তা! দ্যু পতিপ্ৰাণা, বাণী-কুললন্দ্রী, বাৰমাতা, বাৰকন্তা! এ মহা-জৎসবে. হে ভবনেশ্বরি. कि बिरा शुक्तित चात्र, অর্থা, লহ,----ভজিবিমিশ্রিত চির-ক্বভঞ্জতা-হার !--আজি কি আনন্দ-বাসর!

বন্দে মাতৰ্গন্ধে।

হরিপদ সংস্কৃতা, ত্রিলোক বিবাজিতা, ধীর সমুমত বিবিধ তরঙ্গে, ব্রহ্ম-কমগুরু, জঠর বিঘাতিনি, শুন্ত বিহারিণি সহস্রভঙ্গে, চক্রশেণবাশির—মোলবিলাসিনি, কেলি কুতৃহলা স্থরবালা সঙ্গে, বদ্দে মাওগঙ্গে।

বহুবল ধারণ স্কুরেক্রবারণ,
দর্শবিনাশন তব ক্রভঙ্গে,
শৈলনিবাসিনি, বহুভাষভাষিণি,
তুষারচচ্চিত হিমাচলশৃঙ্গে,
নির্মাল সলিলে ত্রিভূবন অথিলে,
পিতৃতপণ মাগো তব উৎসঙ্গে,
বন্দে মাতর্গন্গে।

শক্ত-তটপালিনি স্থ-মটবীমালিনি,
শর্গস্রোত্মতি ক্ষিতিতল অপ্নে,
শশাস্ককরহারা, শীতল খেতধারা,
সাগরগামিনি বছবিধ রন্দে,
শ্বনর-মর্ক্তিতা, অবনি-আবিভূতা,
ভারতভূষণ ভগবতি সঙ্গে,
বন্দে মাতর্গদে।

বেদে প্রবাট নাম প্রাণে গুণগ্রীম
ক : যুগ মাংগা আরাধ্যা জগতে,
ঋক্-সামন্-ঋদি হর্ষ পীয়ুসে ভাসি,
ব্যোত্ত গাঁথিলা তব ছন্দদ্ গীতে,
বান্দ্রীকি ব্যাস পরে, ঐ পদ ধ্যান করে,
কি মধুর গুঞ্জিত পদ-তবঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে।
ভূই মা জাহুবি আর্ধ্যমহিমাছুবি,

উজ্জ্বল উন্নত যত ইহ ভবনে,

তোমারি নীরধারে যুগ্যুগান্তরে
হৈল প্রকাশিত ভারত জীবনে,
রাজ্য বাণিজ্য দেশ, হুর্গপুরি অশেষ,
অন্ত উদয় কত হেরিলে অপালে,
রন্দে মাতর্গন্তে।
ধক্ত ভাগারিথি পাতকিজনগতি,
চঙ্গতিবারিথি নীর তরঙ্গে,
কিবা নিরুপমা তর বজি ক্ষমা,
সমূহ ভারত পাপবর অজে,
আর্য্য ভুবনবাসী অন্তিমে তটে আদি,
অন্থি নিমজ্য তর উৎসঙ্গে,

বন্দে মাতর্গঙ্গে।
ধীরাজ মহীপাল পনাত্য কি রাথাল
পথাদি প্রাণিগণ অভেদ ও নীরে,
কি ঋষি রাজাণ চৌর দম্যুগণ,
নাহি নিবারণ একই প্রাণীরে,
সর্ব্ধ পাতকি দেহ অঙ্গে তুলিয়া লহ
দেহ মুক্তিদান কীট পত্তপ্তে,

বন্দে মার্জাঞ্চে ॥
মার্জাঞ্চবি, ঐ তব পদ দেবি,
পূর্ব্ব পিতৃ যত গত কালে কালে,
বংশাবলী কত এখন হবে গত,
তব কোলে মাতঃ পূত সলিলে,
ভবছনতারণ পাপবিমোচন,
সুমাধি স্থান হেন কোথা মহী অঙ্কে,

বন্দে মাতর্গন্ধে।
গল্পে অঙ্গে তব, মত্তে কি স্থান পাব,
দেহ মিলাব মাগো, তব পুণ্য তোমে,
ভ্রান্ত নিতান্ত মা দিও পদজ্জামা
তাপতপ্যকায়া বড়্বিপু রঙ্গে,
সর্বপাতক্হরা, গল্পে রুজেশেগরা,
স্বর্গস্বিদ্বর লৈও মা সঙ্গে,

বন্দে মাতর্গঙ্গে। ফাল্পন চৈত্র, ১২৯৫ প্রচার।

কেন কাঁদ।

खनिन राष्ट्राक বহিল বসস্ত-আহা কি মধুরতর ! ৰাজিল বাশবী দক্ষিম অধরে কি স্থন্ত মনোহর। **寺司. 11. 27 9** প্রস্থন কন্তই স্বর্গের স্থম্মা ধরি. ফটিতে লাগিল অতুগ ছটায় বঙ্গপ্রাণ মন হরি। উল্লাসে উৎসাতে মাতিয়া উঠিয়া वक्र नव-नावीशग । বঙ্গের সাহিতা ছিলে মরুময় इ'न (म निकुक्षवन ! (?) को भरम (मथांग ষাতকর যেন কতই বিচিত্ৰ ছবি, তেমনি বিচিত্র हिंख नव नव ভাষায় আঁকিল কবি। অপর্ক শোভায় প্ৰতিভা ছটায় গাঁথিয়া ঘটনাবলি, 'নভেলে'র ছলে নৰ বুদে থেলে করে কত চতুরাগি! কথন(প) হাসায় কখন(ও) কাঁদায় কগন(ও) আশায় ছলে, ^{৫৬}য় বীরগান মাতাইয়া প্রাণ, "বংল মাতরং" বলে !! (0) কভ বর্মসার---কভু কর্মছার, নিগৃঢ় তত্ত্বের কথা— বাগনে স্থচাক সরল ভারায়

ধরিয়ে নৃতন প্রথা।

াখানে আবার ইতিহাস বাণী				
ভারত নির্ঘণ্ট করি—				
কিবা অকলক পূর্ণ নরদেব				
ভারত কাণ্ডারী হরি।				
নাহিক এমন সাহিত্য ভাগ্ডার				
लुष्टि हिल मा याग्र,				
একা ছিল এক 'সহস্ৰ ঙ্গিনিয়া				
भीटनस शौरन क लाव ।				
(8)				
কোপা আছ তুনি কোপা সে তোমার,				
জ্ঞান পরিষদ যত,				
্যেলে কি ছাড়িয়া প্রিয় জন্মভূমি				
প্রাণ না হ'তে বত ং				
কে পারিবে তব বাঙ্গদণ্ড নিতে ভিনক ধরিতে ভালে ?				
তিলক ধরিতে ভালে ?				
ভৌমার মতন সাধক রতন				
পা'ৰ আৱ কত কাৰে ?				
বিহনে তোমার করে হাহাকার				
वन्न नव-नावी व्यांक,				
হে বঞ্চন্ত্রণ প্রিয় অতুসন				
বঙ্গের সাহিত্যনাজ।				
(¢)				
শুত কণজন্ম জনমিলে ভাই				
আজ্যু গুপিনী কোলে,				
ভলালে বঙ্গের নরনারীগণে				
অমিয়া মধ্র বোলে;—				
গেলে কীর্দ্তি রাখি চিরদিন তরে				
এ ভারত মহীতলে !				
मिट्य जीवमांन वान्नांनीत्र (मटह				
জালাইলে শিগা তায়,				
জাগ্রত করিয়া বঙ্গ নারী নরে				
ভাতিলে নব বিভায়।				
শাপনি গঠিলে " আপনার দল				
trivers wereal coherry				

্দাদর সদৃশ প্রোমে,

শত ডোর দিয়া হৃদয়ে বাঁধিলে কত বুবি চক্র হেমে। (9) সে মলয়ানিল সহসা থামিল কুরাল বঙ্কিম-আয়ু, সমূহ বাঙ্গালা कैं। भिर्ध व्यक्ति যেন হারা প্রাণবায়। কেন কালো বঙ্গ এ প্রাণীর ভরে এ'র যে মরণ নাই, ধরার বিজ্ঞলি এ নহে এঁদের ঠাই। মহাপ্রাণী দলে যে দেব মণ্ডলে জলে চিব জ্যোতিশ্বয়, হের কি শোভায় সেই দেব ধামে विक्रिम खेलगुरुगु। পেয়ে গাঁব সঞ্চ পবিত্র এ বঙ্গ গাও তার চির জয়। <u> बैट्यहम् तत्नांशांधाः</u>

রাখিবন্ধন ।

(কংগ্রেস উপলক্ষে) 🛊

কি আনন্দ আজ ভারত-ভূবনে—
ভারতজননী জাগিল!
আহা কি মধুর নবীন স্থহাসি
মায়ের অধরে রয়েছে প্রকাশি,
যেন বা প্রভাতী কিরণের রাশি
উষার কপোলে জলিল!

 ^{* (} এ কবিতাটি কতকগুলি গ্রন্থাবলীর পরিশেষে
সন্মিবিই, স্টরাছিল।

श्वरमां कृटिएक राम्द्रा. কিবা জ্যোতি জলে উল্ল নয়নে. কি আনন্দে দিক প্রিল '--ভারতজননী জাগিল ! পুরব বাঙ্গালা, মগধ, বিহার, म्बाइम्याइन, हिमाजित धांत, করাচি, মান্ত্রাজ, সহর বোদাই, স্থবাটী, গুজুরাটী, মহারাঠী ভাই, कोमिक **मार्यित** स्वित्र : প্রেম-আলিঙ্গনে করে বাগি কর श्रुत्म प्रमुक्त अमि-- समि भवस्थव. এক প্রাণ সবে এক, কঠস্বর मूर्थ अग्रस्ति धतिल। প্রণয়-বিহ্বলে ধরে গলে গলে গাহিল সকলে মধুর কাকলে গাছিল-"মন্দে মাত্রং: "সুজ্ঞলাং সুফলাং মলমুজনীতলাং শস্থামলাং মাত্রং শু ভ্রজ্যোৎসাপুলকিত্যামিনীং ফল্লকস্থমিত-ক্রমদলশোভিনীং खशामिनौः खमभुद्रज्ञाविगौः স্থাদাং ব্রদাং মাত্রং বছবলধারিণীং নমামি ভারিণীং রিপুদলবারিণীং মাতরং।" উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে डीर्थ (मर्वानम् भूर्व जगन्तर ভারত জগত মাতিল। আনন্ উচ্চাস ফুটেছে কানে মায়েরে বসায়ে হাদি-সিংহাসনে. **চরণযুগল ধরি জনে জনে** একভার হার পরিল,---

পূরব বাঙ্গালা, অউধ, বিহার দুর কচ্ছ দেশ, হিমাদ্রির ধার,

তেলন্ত, মান্তাজ, সহর বোমাই, अवाती. अञ्जवाती, महावाती जाहे, মা ব'লে ভারতে ভাকিল। যোগনিজা শেষ জননীর ভাষ. হাসি মুদ্র হাস নয়ন মেলায়, নবীন কিব্ৰীট নব শোভামা যেন জ্বোৎসারাশি ভাতিল। ভারতজননী জাগিল। গাও রে যমনে, ভাষায়ে পুলিনে, গাও ভাগীরথি ডাকি ঘনে ঘনে. সিন্ধ গোদাবরী গোমতীর সনে ভূবন জাগায়ে গাও বে-"ষোগনিদ্রা শেষ আজি ভারতের ভারতজননী জাগে রে " আর নহে আজ ভারত অসাড়, ভারত সম্ভান নহে শুষ্ক হাড়, দাবিড পঞ্চাব অউধ বিহার এক ডোবে আজ মিলিল: ধ'রে গলে গলে আনন্দে বিহবল চাহিছে মায়ের বদন-মঙল. দেখ বে মুহর্তে ভারত-কল্প জীবনের স্রোতে ভবিদ আজি ভঙকণে ভারত উত্থান. এ দেউটি করু হবে কি নির্বাণ ? হে ভারতবাসি হিন্দু মুসলমান হের ছগ-নিশি পোহাল! শত হাদি বাধা একই লহরে, পুরব পশ্চিম দক্ষিণ সাগরে হিমগিরি আজি মিলিল:---ভারতজননী জাগিল। দেখ রে ফিবা সে উজ্জল নয়ন উৎসাহ ভাসিত মানব ক'জন मिनवानी एम कविष्य अवन জীবনের ব্রতে নামিল।

জয় জয় জয় বল বে সবাই—
পূর্বী পঞ্চাবী আজি ভাই ভাই—
সম ভ্যানলে আশাপথে চাই—
একতার হার পরিল,—

ধক্ত বে 'বৃটন' ধন্ত শিক্ষা তোর,
বুগ বুগান্তের অমানিশি ঘোর
তোরি গুণে আব্দ হ'ল উন্মোচন,
ভোরি গুণে আব্দ ভারত ক্তুবন

এ স্থা-বন্ধনে বাঁধিল।
হবে কি সে দিন হবে কি বে ফিরে
বিশ কোটে প্রাণী জাগি ধীরে ধীরে
হন্ধে এক প্রাণ, ধ'রে এক তান
ভারতে আপনা চিনিবে;
বুনিবে স্বাই ফ্রন্থ-বেদনা
ভারত সন্তান জানিয়ে আপনা,
চিনিবে স্বজ্ঞাতি—স্বজ্ঞাতি কামনা
আপনার পর ক্লাতিবে!

আর কেন ভয়--হের ভেজোময় ভারত আকাশে নব স্র্য্যোদয় नवीन किंद्रन छ। लिल. ভারতের চির ঘোর অমানিশি छक्न किंद्रल पुरिन ! গাও বে যমুনে ছড়ায়ে পুলিনে গাও ভাগীরথি ডাকি স্বনে স্বনে গাও রে যামিনী পোহাল। দবে ব'ল জয় ভারতের জয় ভারতজননী জাগিল। যোগনিজা শেষ দেখে জননীর কে নহে রে আজ রোমঞ্চ শরীর. কার না নয়ন ভিতে রে গ দহল বংশর গোলামের হাল, ভারতের পক্ষে এত যে জ্ঞাল, আজি তার ফল ফলে বে।

জীবন সার্থক আজি বে আমার

এ বাথি'-বন্ধন ভারত মাঝার

দেখিকু নম্বনে—দেখিকু রে আজ

অভেদ ভারত চির মনোরথ

পুরাবার তবে চলিল।—

যে নীরদ উঠি 'রীপণ'-মিলনে

তক্ষ তক্ষ-ভালে সলিল সিঞ্চনে

মার অস্কুর তুলিল পরাণে

সে আশা আজি বে ফুটল!

জয় ভারতের ভাতের জয়

গাও সবে আজ প্রমত্ত ক্লয়

ভারতজননী জাগিল।

(मार्शवनी।

দোহা

সন্ধরু পাওয়ে, ভেন্ বাডাওয়ে,
জ্ঞান করে উপদেশ।
তও কোষলা কি ময়লা ছোটে,
যও আগ করে পরবেশ।
সন্থক যদি হয়, ভাব ভেঙ্গে জ্ঞান দেয়,
উপদেশে যদি বসে মন।
সন্মলা ঘুচে যায়, কালো আলাবের গায়,
অগ্নি ভায় প্রবেশে ধনন।
তুলসী জপ তপ্ পৃজিয়ে,
সব গোড়িয়াকি পেল।
যব্ প্রিয়দে সরবর হোয়ি,
ভো, রাথ পেটারি মেল।

তুলসীরে জপ তপ্ ভঙ্গন্ পৃজন্। দকলি পুতুল গেলা পতি যেই মেলা অমনি সে পেটারায়, গুটোনো তথন।। তুলদী যথ ঋগমে আঘো, জাগো হসে তোম্ রোয়। আায়সে কর্ণি কর্তলো কি, তোম হসো জগো রোয়॥

তুগদী সংসার মাঝে, আইলে ধনন।
জগৎ হেসেছে, তুমি, করেছ ক্রন্সন।
হেন কান্ধ করে চলো, জগৎ মাঝার।
তুমি হেসে চলে ধাবে, কাঁাদ্বে সংসার॥
চল্তি চক্কি দেখ কর্, মিঞা ক্রীরা রো।
দো পাটন্ কি, বীং আ, সানিং গ্যানা কো।

জাঁতা ঘোরে দেখে ছাখ ক্রীর মিঞা বলে। আন্ত নাহি থাকে কেহ, পড়ে পটের তলে।।

চল্তি চক্কি সৰ কোই দেখে, কীল্ দেখেনা কোই। যোকীল্কো পাকভূকে রহে সংবেৎ রহা হেয় ওই॥

জাঁতা ঘোরে সবাই দেবে, িল্লেথে না কেই। থোটা ধবে যে জন বদে, গোটা থাকে দেই॥

সৰকি ঘটমে হরি হেয়,
পহছান্তো নাহি কোই।
নাভিকে স্থান মুগ নহি জানত,
চুঁড়ং ব্যাকুশ হোই॥

সকল ঘটেতে হরি, কেউ না চিনিতে পারি, হরি হরি করিয়ে ে চায়। স্থান্ধি নাভির মাথে, তরু মুগ সেই ঝাথে, স্থান্ধি চুটে চারি দিকে ধায

ছুগ পাওয়ে তো হরি ভঙ্গে. স্থথে না তজে কোই। স্থ্যে যো হরি ভজে. ছথ কাঁহাসে হোই॥ ছ:থে সবে ভঞ্জে হরি, স্থথে ভঞ্জে কবে। স্থপে যদি ভঙ্কে হরি, হঃপ কেন তবে॥ रुद्रिक रुद्रिजन वहर ८२ ॥, হরিজনকো হরি এক। मभीत्क क्रमन् वहद हय. क्रमनम (का मनी अक। হরির অনেক আছে, হরিভক্ত জন। ভক্তগণে আছে মাত্র, সেই হরি ধন ॥ ठाँटमत अदनक आट्ड क्यूमिनी ग्रा कूम्रानत अका रमरे, कुमून तक्षन॥ স্থামে বাজ পড় " ছুগকে বলিহারি যাই। আয়দে হুগ আওয়ে, যো. ঘড়ি ঘড়ি হরিনাম দোঁরাই।। স্থাপ পূক বাজ ছগে বলিহারি. আয় রে এমন হুগ। ঘড়ি ঘড়ি যেন হরিনাম স্মরি. भाइरव भवम छण ॥ তুলদী পিন্নে হরি মেলে তো, भ्या (भीतम केला आडत आड़ा পাথর পূজনে হর মেলে তো. মেয় পুত্ৰে পাহাড়॥ कूननीय गांना नितन, ठाउँ यनि इति मितन, আমি তবে ধরি গুঁড়ি ঝাড়। পাথর পৃদ্ধিলে ভাই, হরে যদি দেখা পাই, কেন তবে না পুঞ্জি পাহাড়॥ নিত নাহেনে সে, হরি মেলে তো, क्वक्ड दाई। कल् मृल् थोटक, इति तमल टां,

বাহড় বাদবাই ॥

তিবণ ভথন কে হরি মেলে তো, বহুৎ মৃগী অজা। স্ত্রী ছোড়কে হরি মেলে তো, বহুৎ রহে হেঁয় গোজা।

ছন্ পিকে হরি মেলে তো বছৎ বংল বালা। মিঞা কহে বিনা প্রেম্দে, না মিলে নল্পাণা॥

নিতা যদি প্রাতঃস্বানে হরি মিলে ভাই,
জলজন্ত হয়ে সবে, এসো না বেড়াই ॥
দল মূল গেয়ে যদি, হরি মেলে ভাই;
বাত্তর না হই কেন, করি বাদবাই ॥
তুল ঘাদ পেলে যদি, হরি মেলে ভাই,
হরিণ ছাগল মূল, আছে ভ মেলাই ॥
স্বী ছাড়িলে তাহে যদি, হরি পাওয়া সোজা;
জগতে আছে ত ভাই বছতর গোজা ॥
তথ্য পানে দেহ ধরে, হরি যদি পাই,
তথ্যপায় বালকের অভাব ত নাই।
কহিছে কবীর মিঞা, স্বাবে স্থাই;
বিনা প্রেমে নল্লালো মুমিলে না কোপাই॥

বোলকে মোল্ নাহি,
যো, কংহনে জানে বোল্।
সদয তরাজু তৌল্কে,
তঁত বোল্কে গোল্॥
সে কথার মূল্য নাই, বল্তে ধদি জানো।
মনতৌলে ওজন করে, তবে কথা এনো॥

যো যাকো শবণ লিছে, সো বংগ ভাকো লাজ। উলট জলে মছলি চলে, বিহি যায় গজরাক্ত। বে বার শরণ পয়, সে তার সহায়।
উজানে চলেছে মাছ, হাতী জেসে যায়।
বেহা বেহা সবকোই কহে,
যোরা মন্মে এহি ভাওয়ে।
চড় থাটোলি ধো ধো লগড়া,
জেহেল পর লে যাওয়ে॥

বিয়ে বিয়ে বলে সবে, আমার মনে ভয়।

বাগ্যন্তাও চতুর্দ্ধোলে জেলে নিয়ে যায়॥

দিন্কা মোহিনী, বাত্কা বাঘিনী, পলক পলক লভ চোমে। গুনিয়া সব বাউবা হোকে. ঘর ঘর বাঘিনী পোষে। पिरनद स्माहिनी. বাতের বাঘিনী, ব্ৰক্ত খায় পদা পল। তব ঘরে ঘরে ছনিয়া পাগল. श्रविष्ठ् वाधिनीमन। বছং ভালা না বোলনা চলনা. वहर डांना ना हुन। वहर डामा ना वर्ग वानव. रहर जानां पुष ॥ तिनी छान नय तना कि हना, বেশী ভাল নয় চুপ। বেশী ভাল নয় বৰ্ষাবাদল. বেশী ভাগ নয় ধপ ॥ चाउँक जाना (बान्ना, हान्ना, বহুড়ীকে ভালা চুপ। (जकरक जाना वर्ग वामत्र. অঙ্গকে ভালা ধূপ। ভাটের বলা চলাই ভাল, বয়ের ভাল চপ। वर्षा वाक्न बारिङ्व छान, ছार्शिव छोन धुन ॥ বিপদ বরাবর স্থুখ নহি, যৌ থোড়া দিন ছোয়।

লোক বন্ধু মৈত্ৰতা, জান পড়ে সব কোয়।। विश्रम ऋरथेत इम्र. अहा मित्न यमि यांग्र. ए विश्वन वक्त वरण भौनि। লোক মিত্র সঙ্গী জন. মৈত্রতায় কে কেমন. অল্লকণে সব জানাজানি !! প্রীত ন টুটে অন মিলে, উত্তম মনকি লাগ। শও যুগ পাণিমে বহে, মিটে না, চক্ষককে আগ। ভালোর নিকটে থাটে না প্রণয় আবো যদি শত মিলে। থাকিলে' চক্মকি **৺ত যুগ জ্বে** ত্তবুও আগুন জলে। क्रम निष्ठ कुमून नरम, চন্দা বদে আকাশ। যো জন যাকে হল বলে, সে জন তাকে াৰ জলে কুমুদের বাস, চাঁদের আকাশে। ৰৈ মার বুকেব মাঝে, সেই তার পাশে। যো যাকো পেয়ার লগে. সো তাকো করত বাগান। ज्यांग्रटम विषदका विषयि. মানত অমৃত সমান 8 ষে যাহাকে ভালবাদে, সে তাকে বাগানে। বিষ-মাছি বিষ খেয়ে অমৃতই জানে যো প্রাণী পরবর্শ পরো. সো হুথ সহত অপার। যুথপতি গজ হোই, সহেঁ, বন্ধন অহুশ মার !! পরাধীন পরাণীর ছঃখ না নিবাছে। যুখপতি গজরাজ, তাহারও বন্ধন সাজ, ভাঙ্গসের বাড়ি কত দিন পড়ে ঘাড়ে॥

উদর ভরণ্কে কারণে, প্রাণী ন ক্রতম্বি লাজ। নাচে বাচে রণ ভিরৈ, বাছে ন কাজ অকাজ। উদর পরাতে না করে ভরষ क्टरे इनिया मात्य । রণে যায় ভীক কেহ খেলে বাচ কেই নাচে কেই সাজে। গুনিয়া ডিডরে উদবের তবে বাছে না কাজ অকাজে॥ তেনকি স্কুক তনক হেঁয়, তিন পাপকে সের। মনকি ভুক অনেক হেঁয়, নিগলত মেরু স্থুমের 🛭 তিন পোয়া, নয়, সেরের ওজনে, जैनदत्रत्र कुथा यांग्र । मत्नव (य कृषा भिटि ना त्म कड़,

স্থমেক যদিও পায়॥

গোধন গজধন বাজীধন. আপ্র রতন ধন গান। যব আওত সম্ভোগ ধন. সৰ ধন ধুরি স্মান। গজবাজীধন কিবা সে গোধন কিবা রতনের খনি ধলির স্থান স্ব হয় জ্ঞান মিলি া সম্মোধমণি ! কৌন কান্ত স্থগ তথ কর দাতা, নিজ ক্বত কৰ্মভোগ দৰ ভ্ৰাতা। জন্ম হেতু দব কহ পিতু মাতা, কর্ম ভভাভত দেই বিধাতা ॥ কেবা কার কহ শুনি, স্থুখ ছঃখ দাতা। নিজক্বত কর্মভোগ সব ভ্রাতা।। জন্মহেতু ভবতলে পিতা আর মাতা। ভভাভত কর্ম দেন কেবল বিধাতা॥

কাহা কহোঁ বিধিকি গতি, ভূলে পড়ে প্ৰবীশ ! মুরথকে সম্পতি দেয়ি, পণ্ডিত সম্পতি হীন॥ কে জানে বিধির পেলা, জ্ঞানীও অজ্ঞান্। পণ্ডিত সম্পন হীন, মূপ্রিনবান্॥

चन्यम उन्यम बांक्यम, বিস্থামদ অভিযান। এ পাচকো আউটকে. পাওয়ে পদ নির্বাণ ॥ ধনমদ বিভামদ রূপ অভিমান. রাজপদ আর এই পাঁচখান. এ পাচে জিনিতে পারো পাইবে নির্মাণ। তুলদী জগৎমে আইয়ে,, সবসে মিলিয়া ধায়। না জানে কোন ভেকদে. নারায়ণ মিল যায়। ক্তগতে আসিয়া তুলদী ভক্ত সবে মিলে জুলে পায়। জানে না কখন কোন পথে গিয়া नोवांग्रट्ग ८२भी शांध ॥

ভক্তিবীজ পণ্টে নহি,
যৌ যুগ যায় অনন্ত।
উচ নীচ গৰ আপ্তিতৰে,
ফেৱ সন্তকে সন্ত ॥
ভক্তিবীজ বসে যদি বিদিয়া হাদ্য।
অনন্ত যুগেও তাৱ নাহি হয় ক্ষয়॥
উচ্চ কিয়া নীচ ঘরে যেধাই ভ্রমণ;
জনম জন্মান্তবে সাধু সেই জন॥

নির্গুণ হেয় সো, পিতা হামারা, সঞ্জণ হেয় মাহতারি। কাকে নিন্দো কাকে বন্দ্যো, হুয়ো পাল্লা ভারী॥ পিতা সে নিজ্গ মাতা সে আমার সগুণ স্বরূপ তাঁর। ছই দিকে ভারী কারে নিন্দা করি কারে বন্দি বলো আর ॥ সবমে রসিয়ে সবমে বসিয়ে, नवका लिखिए। नाम्। हैं। कि है। कि कर्छ द्रशिष्य. বসিয়া আপনা ঠাম ॥ সবেতে মিলিবে সাব রস্নেবে সব নাম করো ভাই। আজে হাা বলে সবে আয় দিলে. না ছেড়ো আপন ঠাই॥ কবীরা খডে বাজারমে. লিয়ে লুকাটি হাত। ষৌঘর ফুঁকে আপনা, চলো হামারে সাথ। হাতে নিয়া আলো বাজাবের মাঝে কবীরা দাড়ায়ে আছে। ডাকিছে সবারে घत घत किंद्र কে আদিবি আয় কাছে।।

ভুগনী ওয়াকো ক্যা গৎ,
যাকো পিছে পাঁচ॥
ভ্রমরা পতর যুগ হাতী মাছ,
এক বিপু মাডোয়ারা।
ভ্রাণ, রূপ, বন্ধ,
জালাতে অন্থির তারা।
ভালের কি গতি হবে বে ভুলনী,
যাদের পেছনে পাঁচ।
বিপু মিলে সদা জ্বন্ধ জনল,

कालात जालन जाह

অলী পতন্ত মুগ মীন গজ .

ইয়াকো একহি আচ।

দূর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

'স্থাংও গগন বুকে শীতাংও ঢালিছে স্থাও জগং শীতল হ'য়ে দে আলোকে ভিজিছে স্থার ক্রমীর বয় ছলিছে পরবচয় উত্তানে রন্ধনীগন্ধা নিশি মুখে কুটিছে। দুর কাননের কোলে পাখী এক ভাকিছে।

স্বভাবের ভাবে ভোর স্বপনে ছুটেছে জোর পরাণ স্বন্ধ মন কত স্রোতে ডুবিছে। অসাড় ইন্দ্রিয় জ্ঞান বিশ্ব প্রাণে যুক্ত প্রাণ মধুর মুরলী গানে যেন শুধু শুনিছে দুর কাননের কোলে পাগী এক ডাকিছে।

দে স্বপ্ন মূরলী ধ্বনি সহস। ভূলি তথনি রমণী-কঠের স্বর কাণে যেন পশিন—

"শেষ দেখা এইবার এবে সে ব্রভ উদ্ধার এখন বৈরাগ্য পথে স্বি তব চলিল।"

রমণীব ছায়া এক তরুত্বে পড়িল।

নমনে স্বরিল বিন্দু কোথা বা কিবণ ইন্ ঘোবন লীলাব সিদ্ধু স্থাতি পথে খেলিল, মনে হ'ল সমুদ্য এইলপে চল্লোদ্য মবে এই ভক্তলে আমারে সে বলিল— দুব কাননের কোলে পাগী এক ডাকিল।

বলিল "কপালে লেগা হবে পুনঃ হবে দেখা, আজি হ'তে শেষ এই" বলে কিয়ে চলিল। ফুরায়েছে যত বর্ষ যত থেদ যত হর্য সে দিন—সে দব(ই) আজ স্থৃতি পথে জলিল। দুরু কাননের কোলে পাণী এক ডাকিল।

যে ছবি হৃদয়ে ধরে' ফিরেছি ভূবন' পরে, এনেছি বদেছি ঘরে কাটি তার জাগিছে ? আশার মোহের ছল বাছতে দিয়াছে বল— এবে তার আছে ক'টা—ক'টা তার কৃটিছে ? দুর কাননের কোলে পাখী এক ডাকিছে।

উদাসে দেখিছ তাম, সে কান্তি কোপারে হায় যে কান্তি কল্পনা পথ আলো ক'বে শোভিছে এই কি সে নিৰুপমা প্রতিমা দ্বিনিমা রমা— কিষা এ তরুও(ই) ছামা—প্রতিবিম্ব ছলিছে। সে যে এই—দ্বিধা সদে কিছুতেনা পুচিছে।

চেয়ে দেখি যতবার হিম্মা কাঁদে তত বার সে মুখের সনে যেন কত যুগ(ই) ফিরিছে ! "যাও" বলিবারে তারে রসনা ছুমাতে নারে, কি যেন কোথায় থেকে কণ্ঠ আসি বোধিছে দুর কাননের কোলে পাখী এক চাকিছে।

স্থাপুপ্ত প্ৰাণীৰ প্ৰায় "মাও"—েশেষে দিন্তু সায় অমনি নয়ন তটে বাবিধাবা বহিল, ক্ষণেক না থাকে আব "এই শেষ"—শেষবাৰ ব'লে অপান্তেৰ কোনো একবাৰ চাহিল— ধীৰে ধীৰে বজনীৰ ছায়া সনে মিহিল।

পুরুষ রমণী ছাঁচে প্রজেদ কি এত আছে ? একি সাধ ছ'জনায় ধ্রদিতল মথিছে এক বাচে মরে আর একি গীলা বিধাতার— পাষাণে কুত্মহার কেন বিধি গাঁথিছে ? দুর কাননের কোলে পাগী এক ডাকিছে।

যার মধ্যে দীক্ষা নিষে প্রথাতের স্থা পিয়ে জেগেছি প্রগতীবলে—সে কোথায় কাঁদিছে ? আমি সেই তক্বতলে শুমি সেই শুম ছলে,— হিরা মাঝে তার ছায়া কতবার বসিছে ? দুর্ব কাননের কোলে পাণী এক ডাকিছে। আবার গগন বৃকে স্থাংশু উঠিছে স্থাণ,
জগৎ শীতদ হ'য়ে দে আলোকে ভিজিছে,
স্থানীর সমীর হয় হলিছে পল্লবচ্য,
উপ্তানে বজনীগন্ধা নিশিমুখে ফুটিছে।
কঠিন পুরুষ প্রাণ সকলি ত সহিছে!
দুর কাননের কোলে পাখী এক ড'কিছে।

আমায় কেন পাগল বলে পাগলৈ।

লোকে করে যা আমি করি না। লোকে ভাবে যা আমি ভাবি না পাচের মত নই হ'তে পারি না

—পারিলাম (ও) না এ ভূতলে আর যত সবে কত প্রয়ে ধ্যি কত আশা করে কত দিকে চায়, ত্থ-শুলে বেধা —তবু স্থ্যমন্ন

ভাবে সকলে।

তারা জানেনা পর ত্রদনা, কভু ভাবেনা—নিজ যাতনা— ফদি তারণা—সংহ বাসনা—-

কু—ছলে !

আমি হেরি যত চাহি যেবা পথ হেরি ছায়াময় সব মনোরথ যত আশাঢ়াত কিছু মনোমত

নহে ভূতলে।

সবি হ্থময় দদা জ্ঞান হয়, ভব সমূদ্য যেন ঢাকা রয ছে'ড়া—জরা আঁচলে।

যত থুঁজি আমি খুঁজি কতবার (ই) থুঁজে পাই কই—কিবা নৱনারী যত পরিবার সার জানি তার ডাবে নিজ নিজ ভোর যেবা যার আমি যে ভিথারী আশা ঝুলি সার

আজো-ভূতলে! '

ভেবে ভেবে হিয়া,হাসে মনে মনে ভেবে দেখে যত ভব-ক্ষেপা জনে পাঠে কাদে খেলে মিশে ভবরণে

আমি কাঁদি বনে অচলে।

আমায় কেন পাগল বলে পাগলে ? কিবা শিশু যুবা—কিবা সদাচারী

হেন নির্মালে ?

নাহি ছায়া রেখা যায় হিয়া' পরি যারে হৃদি মানে পূরে পূজা করি হিয়া মুক্রেতে যারে দিলে ধরি

সদা উদ্ধলে !

কোথা পাই হেন ভব চরাচরে হিয়া দিলে যারে হিয়া দেয় পরে

বিনি কোন ছলে।

স্থা স্থা বলি কত সাথে বলি দিছি কত বার(ই) হিয়াতলে দলি শুক্ত তবু প্রাণ জীব আশা কলি

তবু কপালে !

বিশ্ববিদ্যা**ল**ের

বঙ্গরমণীর উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে।

কে বলেরে বাস্থালীর জীবন অসার ? সৌরভে আমোদ দেখু আজ্ কিবা তার !

 ১৮ অব্দে শানতা কালখিনা বহু [একংণ ডাক্ররে কাদখিনা গালুলা নামে পরিচিতা] ও শানতা চল্রমূলা বহু, বি, এ, পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলে এই কবিতা রচিত হছ। বাঙ্গালীর হৃদয়ের যতনের ধন,
তার মাঝে দেথ অই হুইটা রতন
রজনী করিতে ভোর উজলি গগন
আশার আকাশে উঠি জলিছে কেমন!—
ধন্ত বঙ্গনারী ধন্ত সাবাসি তুহারে।
ভাসিল আনন্দ ভেলা কালের জুয়ারে!
(২)

কি হুল ফুটিল আজি বন্দের মন্ধতে
কোটে কিরে হেন কুল কোন সে তরুতে ?
কোন্ নদী কোন্ ব্রুদ পাহাড় উপরে
ফুটস্ত কুস্কম হেন আনন্দ বিতরে ?
রে থামিনি ! তারা হারা, কিবা আভরণ
আছে বল্ তোর বুকে দেখিতে এমন ?
এত দিনে ব্ঝিলাম সে নহে স্থপন,
ভারত-বিপিনে বীজ হয়েছে বপন ॥—
ধন্ত বন্ধনারী ধন্ত সাবাসি ভূহারে !
ভাসিল আনন্দ ভেলা কালের জুমারে !
(৩)

এত দিনে জাগিল রে জীবনে বিখাস,
ঘুচিল হৃদয় হ'তে কালের হতাশ ॥
বাঙালীর কামিনীর হৃদয়-ক্মলে
পাশ্চাত্য সাহিত্য-রূপ দিনমণি জলে ॥
সমপাঠে সহযোগী কুরন্ধ-নয়নী,
ছুটেছে যুবক সঙ্গে যুবতী রমণী ॥
পরেছে উপাধি হার-স্থনীল বসন
সেজেছে সঙ্গেতে কিবা চাক-দ্রশন।

ধন্ত বঙ্গনারী ধন্ত সাবাসি তুঁহারে। ভাসিল আনন্দ ভেলা কালের শ্রুয়ারে! (৪)

কবে দেখিব রে বলু এ বিপিন মাঝে,
আর (ও) হেন কুরঙ্গিণী এ মোহন সাজে!
সে দিন হবে কি ফিরে এ দেশে আবার
নারী হবে পুরুষের জীবন আবার!
গৃহরূপ কমলের কমলা আকারে,
ছড়াইবে অথ রাশি চাহিয়া সবারে
হবে কি সে দিন, ফিরে যাবে এ বাঙালী
অলকা পাইবে হাতে অভাগা কাঙালী.!—
কি অলা জাগালি হুদে, কে আরি নিবারে
গুধন্ত বন্ধনারী ধন্ত সাবানি তুহারে!

হবিণ-নরনা শুন কাদম্বিনী বালা,
শুনো ওগো চন্দ্রম্বী কৌমূলীর মালা,
তোমাদের অগ্রণাঠী আমি এক জন,
আই বেশ, ও উপাধি করেছি ধারণ।
যে ধিকারে লিগিয়াছি "বাঙালীর মেয়ে,"
তারি মত স্থা আজ তোমা দোহে পেয়ে ॥
বেচে থাক, স্থগে থাক, তির স্থগে আর!
কে বলেরে বাঙালীর জীবন অসার।
কি আশা জাগালি হৃদে কে আগ নিবারে?
ভাসিল আনল ভেলা কালের জুমারে॥
ধন্ত বন্ধনারী বন্ত সাবাসি তুহারে।

নব বর্ষ।

(টেনিসনের অমুকরণ)

ঠ বাৰে হোৱা প্ৰভাত নিশিতে, বিগভ বৎসর তায়, অতীতে মিলিতে ধায় ! তক্ত শাগাপরে অনাটন তাপ, ভরা মধু পাতৃ, শোভে কচি পাতা থব ;— ত্র বাজে হোরা, नवीरन व्यापरत धत्र। ঠ বাজে ভোরা, দিয়ে অঞ্গারা পূর্ণ মধুময় श्राठीत विमाग्र मां १ বাজে স্থপ হোৱা, আনি আন্রথারা হোৱা বাজে গর. নৃতনে ডাকিয়ে লেও; যাক—দেও গত হ'তে; क्षमय-मन्मिट्य শিথহ পুঞ্জিতে সতে। মানস যাহাতে জবে, অবনী-ভিতরে নিরখিতে ফিরে क्रमिश्रम गाँटर् वटत ! ধনাঢ্য-নিধ′ৰ হোৱা;বাজে ঘন, ধরণীর শেল ভাঙ্গিয়ে করহ চুর। বাছে সুখ হোরা, অসুগের ভরা সহস্র বংসর ডুবায়ে অতীত নীবে— শীতল হ মৃতকল্প—হত, প্রাগত যত ঐ বাজে হোরা কু-ব্ৰভে মানৰ ক্ষিৱে, প্রাগত যভ কটু মতামত স্বভাবে উদার দয়ার শরীর কু-আচার আদি পালে-

আনি অভিনব খুচায়ে সে সব ভুবায়ে অতীত কালে: মু-আচার আরো. জটিশ কুবিধি হর ;---পুরাতনে সরা ঐ বাঙ্গে হোরা, नवीरन जामरत थत्र। নবীনে হেরিয়া ফিবে চেয়ে চেয়ে ঐ বাজে হোরা, কুচিস্তা পদরা ভাগ রে কালের জলে, তাজ অনীকতা ছলে; পুরাতনে সরা স্থাবে বাজে হোরা, ধরা হতে সরা এ মম হ:থের গীতি, নবীন গায়কে ভাকিয়ে কর অভিথি। কুলম্পৰ্কা কর ছেদ, পত আয়ু প্রায় গত বর্ধ ষায়, সতো গেঁথে ডোব স্বতেরে পালিতে শিগহ নবীন বেদ। অসত্য নিবারি ধরণীর বিষ হর হিংসারিষ. পর ছঃথে কর থেদ; ঐ বাজে হোৱা ঘুচাইতে স্বরা ঐ বাজে হোৱা, পুরাতনে সরা ঘুচায়ে অবনি ক্লেদ। বাজে হ্ৰথ হোৱা, কালে ঢেলে দেও কদৰ্যা বোগেব কায়া ধরা মাঝে নাশি ক্ষুদ্ৰ ধনত্বা ক্লপণে শিখাও হায়া। দৌরাখ্যা আধার সহস্র বংসর উংকট বিগ্ৰহ উত্তাপে ধরণী জরা. শীতল হউক ধরা। অভয় পরাণী যেবা,

কর রে তাদেরই সেবা ;

পৃথিবী অ1ধার ঘুচায়ে আবার জলুক্ তৰুণ ভাতি, স্থপর্ম প্রভার নরকুল তায় পোহাক বিঘোর রাতি। প্রভাত নিশিতে, ঐ বাজে হোরা বিগত বংসর তায়, নবীনে হেরিয়া ফিরে চেয়ে চেয়ে অতীতে মিশিতে যায়! ভরা মধুঝতু, তক্ত শাখাপরে শোভে কচি পাতা থর ;— প্রাতনে সরা ঐ বাজে হোরা, नवीत्न जाम्द्र धत्।

(मशा मिश्र काटक यद भीदा भीदा জীবনের আলো জলে, यत्व भिद्र भिद्र भीद्र भीद्र भीद्र किद्र. সভয়ে শোণিত চলে; যবে স্নায়ু নলি मभ् मभ् क्रनि শলা যেন ফুটে-গায়, যবে হাদিত্র শিথিল তুর্বল. শরীর বিকল প্রায়। যবে যাতনায় দেখা দিও কাছে ভূতময় দেহ পেনে, আলম্ব থ টিত্তে আখাস আধারে শোবে; চৌদিকে উড়ায় ধূলি, জীবায়ু হতাশে রাক্ষদের পাশে জালায় যখন চুলি॥ দেখা দিও কাছে गत्व भीरत भीरत जला.

সভয়ে শোণিত চলে।

ঘবে স্বায়-নলি मर्भ मर्भ क्रिल শলা যেন ফুটে গায়, যবে হৃদিত্ৰ শিথিল হুৰ্বল, শরীর বিকল প্রায়॥ ছোট **ছোট** যভ পরাণের শোক কোথায় প্ৰকাশ হয়, **≭ত শৃত কুদ্র ভালবাসাব্রতে** ষেন শোক গাঁপিয়ে রয়! গৃহীর আগয়ে দাস দাসী যত সে শোক তাদেরই মন্ত, " প্রভ মরে যেই কথায় নিবারে মনের উদ্বেগ যত! মৃতজ্ঞনে হেরে किंग किंग वरन ঘুচাতে মনের ভার, পাব না কোথাও থু জিলে আবার এ হেন চাকুরী আর ! লযুতর ষত শোকের লহরী व्यामात्र अन्तरम भाग, তাদেরি মতন তেমতি সান্তনা পায়! কিন্তু গুৰুভাৱ - শেক্ষাবিধারা বহে যাহা হ্লিডলে; কুঠার আঘাতি নিঝ'রের মুগে তুষারের **ম**ত না ঝরে না পড়ে গ'লে ! দৰে ইহকাল উন্মন্ত করাল গৃহস্থ মনিলে গৃহীর আবাদে পুত্র বজা তাঁর যথা— শধ্যা পানে চেয়ে অসাত ইন্দ্রিয় অসার পরাণ তথা— জীবনের আলো না পারে ফেলিতে না পারে তুলিতে খাসবায়্ নাসাম্লে, যবে শিরে শিরে ধীরে ধীরে ফিরে প্রিত্তধোনি প্রায় আসে যায় যেন व्यन्द्रस् ठत्रन (क्टन ।

প্রকাশ আলাপ না করে কথায শৃশু গৃহ পানে চায়, মনে মনে ভাবে কি দয়া ! কি সেহ ! ফুরায়ে গেছেন হায় !

কথায় বলিজে প্রাণের বেদনা পাপের আশঙ্কা হয়, कथा-- श्रष्ट वथा আধ্যানি খোলা আধ্থানি ঢাকা রয়। সুষ্ঠান ভাষায় তবৃত্ত- তবৃত্ত উত্তলা পরাণ মন, করে শান্তি লাভ, मानटक (नश् द्वान ! व मम असुद শোকে জব জব তাই সে কথায় ঢাকি, गथा वाटन नव শীতে পরতর হীন বন্ধ গায়ে বাখি। কিন্তু যে বৃহৎ শেকের প্রমাদ পরাবে खेशन धाय. লিখি থালি ভার ছায়ার আকৃতি ভাষাতে ধরে না ভায় !

মন্ত্রদাধন।

স্থধন্য ইংরাজ তোমার মহিমা ! স্থধন্য তোমার স্ববীর্গ্য-গরিমা ! স্বন্ধাতি গৌরব, সাহস-ভঙ্গিমা, স্বসীম তোমার হৃদয়-বল্ !

নিভীক-জন্ম- অনতগ্ৰীবায় কর পদাঘাত ধরণী মাথায়, ও ভূজপ্ৰভাপে না পরশ যায় ধরাতে এ হেন নাহিক স্থূল! জগংবিজয়ী রোমক সম্ভান ভূতলে শ্রমিত তুলে যে নিশান, তেজোগর্মশিগা যাহে মৃর্ক্তিমাদ্ তোমাদের (ই) কঙ্কেব্রেছে তার।

নিক্ষপ নিশ্চন (অচল ম্বতি) সঙ্কল্পদৃতা একতার গতি অনিবাধ্য বেগ থেন স্রোতস্বতী, উংসাহ, সাহ**স প্রসন্দে ধায় :**

সে ভূজ-বিক্রম কিবা ভয়কর সে সাহস বেগ কতট প্রথর একতা-বন্ধন কিবা দৃঢ়তর ভোমারাই আগে শিধা**লে সবে,**

শিথালে স্থানেং কিবা সে প্রকাবে প্রজাতে নিবাবে রাজ অত্যাচারে, বিজ্ঞাত অনল জালিয়া হুদ্ধারে রাজমুঙ্গাত কবিলে ধ্বে—(১)

শিগালে আবার অন্তান্ত প্রথায়, অসহ পীড়নে উন্মাদের প্রায় প্রজারা যগন, কিরূপে রাজায় নিক্ষেপে তগন চরণতলে। (২)

যে দর্পে কাটিলে প্রথম চার্গদে, যে দর্পে ভাড়া'লে দ্বিতীয় ক্ষেন্সে,

⁽১) ইং ১৬৮০ সালে ইংলন্ডের ভূপতি ১ম চার্লনের লৌরামে: উত্তেজিত চইচা বিচ্চোতী প্রজাবর্গ **উহার** মুম্বকুকুদ্রুদ ক্রিছাছিল। ইংলন্ডের ইচিহাস দেখা।

⁽২) ইং :১৬৮০ —৮২ দাবে বিভীয় ক্ষেদ্ৰ কর্ত্ত উৎপীতি ভট্টা ইনবজের। উংগাকে রাজ্ব ত করিয় ভাতাইবা বিয়াছিল।

যে তেজোগর্বেতে আজিও স্বদেশে রাজত্ব করিছ আপন বলে—

পুত্তলিকা মত রাজসিংহাসনে সাজায়ে রেথেছ রাজা একজনে, স্বদেশ ঐশ্বর্য্য দেখাতে নয়নে, করিতে উজ্জ্বল আপন মান

সেই দর্প তেজ নির্ভয় অন্তরে দেগাইলে আজ জলন্ত অক্ষরে, রাজপ্রতিনিধি পদপিষ্ট ক'রে শিধালে ভারতে গৃঢ় সন্ধান;

দিলে শিক্ষাদান ভারত নন্দনে দিব্যচক্ষ্ দিয়া—কি মন্ত্রসাধনে পরাধীন জাতি, পরাধীন জনে বাসনা সফল করিতে পায়।

শিথিবে ভারত—শিথিবে এ কথা চিরদিন তরে' না হবে অন্তথা— এক দিকে কোটি প্রোণী কাতরতা শেতাঞ্চ ক'জন বিপক্ষ তায়;

তবুও ক'জনে চরণে দলিল রাজপ্রতিনিধি, রাজমন্ত্রিদল— স্বজাতি গৌরব অকুগ্র রাগিল এমনি তাদের অমিত বল।

শেখরে এখন ভারত সন্তান খেতাক নিকটে তৃণের সমান সমগ্র ভারত জাতি কুল মান— রাজস্কতিগান সব বিকল !

যে মন্ত্র সাধনে স্থপটু উহারা সেই বীরবত--একভার ধারা, সে সাহস উৎস—সে উৎসাহ ধারা, হুদয়কন্দরে গাঁথিয়া রাথো—

তবে অগ্রসর হৈও কভু আর করিতে এরূপে স্বন্ধাতি উদ্ধার পণে যদি দাও প্রাণ আপনার— নতুবা যা আছু তাহাই থাকো॥

শুনহে রিপণ্—ভারতের লাট্ আর নাহি ক'রো এ তাগুব নাট বিষময় ফল—বিষম বিরাট মহুষ্য কলম পহিত খেলা!

অতি হীনবল—বোর ক্ষণকায় সে জাতিও যদি আশার দোলায় হলে বহুক্ষণে—আশা না জুড়ায়, দে নিরাশাঘাত বোধে না বেলা॥

স্থধাছলে তুলে দিলে হলাহল সম্প্রীতি করিলে সহ নিজ দল বাড়ালে তাদের শত গুণ বল "পুটোরীয় গার্ড"(৩) রোমেতে যথা।

চিল কি অতুল প্রতাপ(ই) াদের সে তেজোগবিমা কোথা অস্করের !— পরিণামে তার(ই) কি হইল ফের ভণোনারে কেহ সে গুঢ় কথা।

না হৈও নিবাশ—ভাৱত সম্ভান, সাহ্য উৎসাহে সে গৰ্ম িৰ্ম্মাণ করিলে অনার্থ্যে—আজও সে বিধান এ মহামন্ত্রের সাধন প্রথা॥

(৩) রোমক সম্প্রদায়ের প্রতন দশায় ইইারাই দর্কেমর্কা হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহারা অতি সমাব বংশাভূত এবং প্রথমে সম্রাটদিগের দেহরক্ষক স্বরুগ নিবুজ ছিলেন।

জয়মঙ্গল গীত।

অভিষেক।

অন্ধ কোরদ।

কাছে এস ভাই করি আলীর্বাদ চির স্থপে হর কাল। তোমার কল্যাণে ভারত-বিপিনে छेनिन ठिक्काकान । পূর্ণ কোরস্। উজল আজি হে বাঙ্গালির নাম. উদ্ধল ভারত ভূমি। বিচার আসনে বঙ্গের প্রধান আজি হে প্ৰধান ভূমি॥ করি অশীর্মাদ কাছে এস ভাই বিপুল ভারত যুড়ে, ধ্বনি ছড়াইয়া अन्य अन्य अन्य তব কীৰ্ত্তিধ্বজা উত্তে॥

অৰ্দ্ধ কোৱস্। আৰি রে এ রবে কেবা ঘরে রবে আনন্দে বাঞ্চিছে ভেগী। "বিপণের জয় বিপণের জয়" আনন্দে বাজিছে ভেগী ॥ ঋ্ষিতুলা নর বুটিশের বেশে এদেশে উদয় যবে। ভারতের লক্ষী ফিরিয়ে আবার ভারতে উপয় হবে॥ আনন্দে বাস্ত্রে মৃদঙ্গ মুবলী দিল স্থতে সবে দুর্বার দলে আনন্দে বাছবে ভেরী।

"রিপণের জয় রমেশের জয়"

শঘনে নিনাদ করি।

পূর্ণ কোরদ।

কৈ বরণ, ডালা আনো আনো আনো কুলসাজ আজ পরাব। আগে দিব তুলে বিপণের গলে পরে প্রিয়ন্থনে সাজাব।

র্ণ কোরস্।

আনো বরণ্ ভালা বাটা বাটা বাটা স্থগন্ধ তাহাতে থাকিবে, গোটা গোটা ফুল ভোর বেলা ভুলি পরিপাটী কোরে রাখিবে: অপ্তরু চলানে ছিটা দিয়া তাম মাঙ্গল্যবিধানে ধরিবে। আনো বরণ্ডালা আনো আনো আনো ফুলসাজে আছ সাজাব। আগে দিব তুলে রমেশের গলে পরে রিপণেরে পরাব: আনো বরণ ডালা আনো আনো আনো ফুলসাজে আজু সাজাব॥

(সকলে একত্রে)

व्यञ्जन हम्मत निवत निवत गांत्रि । त्पतिन ८ ोधात (मनी विमाजी। আম 'ণি "গ্রিগবি" "টুইডেল" সঙ্গে। মিলিল সকলে কৌতুক রঙ্গে ॥ আরতি হেরিয়া অব্দরে বামা। इन्ध्विम पिन इनवी वामा। ঈশ্ব সাব্ধ। অশ্বদা ৮ন্দ্র চৌদিকে ঘেরিল দেশী বিলাতী। मिन स्वरंथ मदव हन्मन जांदन, তণ্ডলে গাঙ্গেম্ব ঢালি। হোমভন্মতে অভিষেক দিল ननाटि (क्षेत्रांद्य जानि ॥

অর্দ্ধ কোরস।

कांश्यम मथानन नांश्यन (भयादा । ভাগ-লছমী আজু বাঢ়ন জোয়ারে॥ ভুয়া সনে মো সবে বেরি বেরি মেলি। পাঠ পচঁত কতি কতনহি খেলি॥ অবহঁ তুহারে চাহি প্রীত ভগবান। হাম সব আশীদে তুয়া ভাগবান।। কহল বছজন করজোরি বাণী। করল দেলাম ক্ত পরশন পাণি॥ হিন্দি পার্যাসক আংবেজি ভাগা। খং ভেজল কছ চন্দন মাখা। হলাহল ঢাকল ছদমন থেহি। ক্ষীর উগারল পদরতঃ লেহি। ভেট্টৰ স্থাগণ গাওৱল পেয়'বে। ভাগ-লছ্মী আজু বাঢ়ল জোয়াবে ॥ 5 के न डाइन I সভে দেল সুখে সভে দেল স্থথে কুম্বম মালে তত্ত্ব গাঙ্গেয় বারি। অভিষেক দেল

ছোম ভসমে অভিষেক দে কপালে ছোমাই ভাবি ॥

তলিল সমী মালতীমাল (অৰ্দ্ধ) शरक त्यां क्लि त्वर । (40P) তুলিল মল্লিকা যৃথিকাঞ্জাল (অর্ন) (একক) পরাণে জাগিল মেই ॥ गान्डीमान । (একক) মোদিল দেহ গলিকাজাল মোদিল দেহ स्मामिन मिन श्रुता। "বিপণের জয় রিপণের জয়"

বংশী বাজিছে দূরে। (অর্দ্ধ) ভূলিস সগী স্থগদ্ধা শিউলি

(একক) সোহালে হৃদয়ে দেল। (জের) ভূলিল মতনে বজনীগ্রহা

(একক) প্রনামাত্যালেল নিজক (অৰ্ক) আনক্ষে তুলিল গুলাব গুচ্ছ চিকণ গাঁথনি হারে— "বিপণের জয় বনেশের জয়, বংশী বাজিছে দূরে।

পূর্ণ কে। রস্।

মোদিল পুরী দেঁউতি হার মোদিল পুরী কামিনী ভার মোদিল পুরী গুলাব গুদ্ধ চিকণ গাঁথনি হারে। "বমেশের জয় রমেশের জয়" বংশী বাজিছে দুরে॥

(সকলে একত্রে।

বংশী বাজিছে রমেশের জয় আজুরে হৃদয়ে বড় স্বর্থোদয়—

কাছে আয় ভাই করি আ।শীর্কাদ চিরস্থবে হর কাল।

ভোমার কল্যাণে ভারত বিপিনে উদিল চক্রিকাঞ্জাল:

উত্তল আজি হে বাঙ্গালির নাম উত্তল ভারতভূমি।

বঙ্গের প্রধান বিংন-আসনে আজি হে প্রধান ু ২॥

সানন্দে বান্ধরে মৃদক্ষ মুরলী সানন্দে বান্ধরে ভেরী।

জয় জয় জয় সেবে বল মুখে। স্থানে নিনাদ করি॥

বাজ্রে আনন্দে মূদক মুরলী

আনন্দে বাজ্বে ভেরী।।

· মদন পূজা।

কি দিয়ে মদন, পুজিব তোমায়, অন্স তুহারি নাম ! বসন্ত সমীর, নিশোআশু তোর, কুন্ত্ম লাবণ্য ঠাম ! স্থবাছ-ঝকার সমীত-উছাস, দেখিব আনন্দে, তুয়া ধ্যান ধরি, বচন তুহার মানি, হিয়ার মাঝারে, প্রেমের নিঝর, সে দেহ গঠনে, ভূহারি পরাণ জানি! ভুহারি ধন্তুর ভয়ে, নম্মন দিঠিতে, দিঠি ও জাইমা, বলন চলন, দাভাই অথির হযে। বলি বলি বলি, ভনি ভনি ভনি, দিব সাজাইয়া, থমকে চমকে চাই, জুড়াতে নাহিক পাই ! পুজিব কিরূপে, তোমার মদন, অনন্ধ ভুহাবি, তুহার পূজার প্রথা! সে গুড় বহস্ত কথা ! তুহার আকার-ভেদ, স্ক্রন প্রেমিক, প্রকাশ তুহার বেদ ! তুষা পদে দিব প্রাণ। পুজিব তুহারে, প্রেমের জোছনা খেলা!

চরণে বিথারি. পূজিব তুহারে— জীবন-জাহ্নবী-জল, পুঞ্জিব তুহানে— মান্স ব্ৰহ্মাও. করিয়া তীরথ-স্থল। তুহারি পূজাতে, কুল পদ মান, অবনী উৎসর্গ দিয়া, হিয়াতে প্ৰতিমা নিয়া ! দে ছ'হ নয়নে আংখি, কৈমনে মদন, পুজিব ভোষায়, তেমতি স্কটানে, ভূকযুগে টান; দেগিব মানদে আঁকি। সকলি তেমতি ঠাম, সেই নামে তুয়া নাম। জ্ঞাগি দিবা নিশি, ভূহারি তরাসে, ভাদের আলোকে, আরতি করিব, পরাব বাসনা ফুল, নিখিলে নাহিক তুল ! কেই না জানিল, কেই না শিখিল, পূজা পাঠাবদি, এই সে তুহার, একহি প্রেমিকে জানে, জ্ঞানীর জেয়ানে, নাহি কালাকাল, তুলা বেদ এহি মানে। অাথিতে কেবলি, "কি দিয়া পূজিব, মদন তোমায়"— আর না আনিব মুখে, পুজিৰ তুহাতে, তাং রি বিকানে, শিপিছ শিখাৰ, তুমা পুজাবিধি, না জানি না মানি আন, কিফা হব কিয়া ছবে ! "একমেৰ" বাণী, বদনে উচাবি, এ বিধি-বিধানে, যে জানে পূজিতে, তুয়া দরশনে তেঁহ, হাবে, বিহানে মধ্যাকে, কঁছু নাহি জানে, কি তাহে প্রভেদ, পুজিব সাঁজেরই বেলা, নিশ, দিবা, বন, গেহ! ইক্তিয়-কাননে, অাধার ভুবাতে, চিনেছি এগন, মদন ভোষায়---অনস কেবলি নাম,

বসস্ত-সমীর, তুথা নিশোআশ,
কুল্পম লাবণ্য ঠাম।
স্থবান্ত বন্ধার,
বচন তুখারি মানি,
হিমার মাঝারে, প্রেমের নিঝার
তুখারি পরাণ জানি;
অবহি পূজিব,
তুখারে প্রম্ম প্রাণী!

সংসার

সংসার, তোরে বে আমি ভাবি কি প্রথায় ? সংসার অসার এই, সংসারে কিছুই নেই, সংসার বিধের তক ছঃগকল্ময় ! এই, ছাড়া নাই আর, কেহ বলে এই সাব, এই কয় অক্ষরেই জগত জড়ায় ! সংসার, তোরে রে আমি ভাবি কি অথিয়ে ? সংস্থার স্কলি ভুল, সংস্থার পাপের মূল, দংসার তাজিলে "জীব মুক্তিপদ পায়, গুনি কোনো শাস্ত্র-মূথে, কোনো বা শান্তের বুকে, সংসার, প্রণব লেগা সোণার পাতায়, সংসার, তোরে রে আমি ভাবি কি প্রথায় ? বিধাতার যত লীলা, তোত্ই কোলে ছড়াইলা তুই না থাকিলে স্বাষ্ট স্কচ্পি ওম্ম ! তুই বিনা এ আকাশ, শৃত্য গালি পরকাশ, এ স্থ্য নক্ষত্র চাঁদ প্রাণশূন্ত হয় ! সংসার তোরে বে বল, ভাবি কি প্রথায় ? (प्रशास त्य ट्याय घटें।, त्यहें मारन त्वित्र इटें। वह मात्र वह रन वह भक्र-शाय ! ছেরি রে নগরতলে তোরই সে তুফান্ চলে ন্ত্ৰ-কন্ধানেত্ৰ কালা কত ভাসে ভায়। দংসার তোরে বে বল, ভাবি কি প্রথায় ?

ধরণী ভাসিয়া চলে, তোরই ষড রস জলে তোরি ফুলে ফুলময় আকাশ ভূতল ! তুই রে মোহন বাঁশী, তুই রে প্রকৃতি হাদি, তুই যে একাই এই জীবন সম্বল ! কি ভাবে সংসার, তোরে স্থবাই বে বল্ ? তুই পুনঃ স্বৰ্গপথ, তুই নুরকের রথ, इंह-পत्रलांक जूरे, निर्टाद अत्रभ, তড়িচ্ছটা কলনার, স্দৃস্থ যত আব जूरेरत श्रुवाद इन, जुरु विवकृत । সংসার, তোরে বে আমি ভাবিব কিরূপ ? ভাজিয়ে সংসার ভোরে, কি নিয়ে এ ভাষোরে হাসিবে কাঁদিবে প্রাণী, হেরিবে কি আর ? হাদিকালা নাহি যায়, কি লাভ হেরিয়ে তায়, সংসার বিহনে ব্রহ্মরূপই নিরাকার। জীবজগতের চকু তুই রে সংসার! মথিদ্ যতই বলে, আমারে চরণতলে, यउई शवन बूडे कतिम् खेलात, সংসার, তোরই মুখে, চাহিয়া থাকিব ছথে, তোবে ছাড়ি এ জগতে কি দেখিব আর ? তুই এ ব্রন্ধাণ্ড মাঝে সত্যের সাকার। সংসার, তোরই ও মুগে, হেরিব আবার স্থাপ হেরির যেরূপ ভাবি আশাপথ চাই। "আমি যার দে আমার" এই বাক্য ফলে াব, হবে এই ভবতলে, সবার সবাই । সংসার তোতেই আমি রক্ষরণ পাই॥

71年 |

কোথায় চলেছ তুমি

গদে ?

শাল, পিয়াল, ভাল,

ত্যাল, তক্ষ, বসাল

नाम १

কল-কল-কল স্বর
ধারা জলে নিরস্তর—
- বিশাল বিস্থৃত ধারা,
সমতল তৃণহারা
ধরণী চলেছে সঙ্গে,
গু'ধারে নিবিড় রঙ্গে
বট, বেল, নারিকেল,
শালি স্থামা ইক্ষু মেল,
অরণ্য, নগর, হাট,
প্রাদি রাধাল মাঠ
প্রেফুল্ল করেছে কুল নীরধারা সঙ্গে,—
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে

মন্দির দেউল মঠ
পাটকেলে হক্মপট
কুলধারে সাবি সাবি,
ধারাজলে নব নারী
ঢাকিয়ে সোপানক্ল—
ঘাটে ঘাটে ছুটে ছুল!
কল-কল-নব-ভাষা
কাদিকোষ পরকাশা
হাস্ত রব স্তুতি গানে
তুলেছে ভোমার কাণে
নগর পল্লীর স্থুগ, বিমল তবলে;—
কাধায় চলেছ ভূমি হেন রূপে

5177 9

বাণিজ: বেসাতি পোত
ভাসায়ে চলেছে শ্রোত
তবি ডিগ্রা ডোগ্রা ভেলা
বুকে কবি, কবি বেলা
নাচায়ে চলেছ অস—
ধবল ধীর তবঙ্গ
ছলিয়া ছলিয়া স্থাথ
নৱ নারী গ্রীবা সুবে
ছড়ায়ে চিকুর জাল ভ্রমিতেছ বঙ্গে;—
কোণায় চলেছ তুমি হেন রূপে

शदम १

কুলদাম' কুলথব,
দীপুৰাজি হৃদি'প্ব—
আকাশ অলক মালা
সদম মুকুৱে ঢালা,
অকণ-কিবণ ভাতি,
শশপর, জ্যোৎক্ষা পাতি,
বাযুগদ্ধ, প্রিমল,
পানিবক, মীনদল,
শৃদ্ধা, শুক্তি, কোলে কবি কোথা যাও রক্ষে দু

5 (34 9

বাঞ্চান প্রাণী নাই,
প্রাণী নেহে প্রাণ নাই,
প্রাণী নেহে প্রাণ নাই,
ক্ষন্থি নাই, শিরা নাই,
ক্ষন্থেইন—চিন্তা হীন,
সাধাহলাদ—জাচ্য হীন—
ভীবন সন্ধীত হান নর নারী বঙ্গে!
সেখানে চলেছ কোথা এ আহলাদে
গঙ্গে প

কে বুকিৰে বিষ্ণুপদী পুণ্যভোষা তুমি নদী কেন ছাড়ি নিজ স্থল নামিলে এ ধরাতল ? কি পাপে তারিতে এলে, কি পাপ তারিয়া গেলে, কৈ বুঝিবে, দ্রুহময়ি, দে মহিমা রঙ্গে !— কোথায় চলেছ তুমি বিষ্ণুপদী

ভণীবধে দিয়ে ক্ল
উদ্ধাবিলে পিতৃকুস—
এই কি শেগালে গতি
ভবে এসে ভণীবধী ?—
দিয়ে তিল তব জলে
চালিলে অমৃত ব'লে
দেহাঞ্জন নাহি বয়
সর্ব পাপে মুক্ত হয়
পতি পতা পিতা মাতা—তিলোদক সঙ্গে !
এই কি শিখালে ত্যি, ভবে এসে

5179 9

প্রহিতরত কবি
জব হ'লে দেহ হবি,।
বাবিরূপে, স্থমসলে,
শিগাইলে ধ্বাতলে—
শিগাইছ প্রতিফল—
তাগি শিক্ষা পুণা ফল,
দল্ল কর্ষণার বেগা
তোমার শবীবে লেগা,
প্রহিত চিন্তা ব্রত ভবঙ্গিলী ভোমাগত,
তাই পুণাময় ধাবা
হে গঙ্গে, পাতকহবা!
পতিতপাবনী ভোমা দৰে বলে বঙ্গে!—
কোথায় চলেছ ভূমি হেনরূপে পবিত্র ভোষার জন,
পবিত্র ভারত তদ ;
দর্ম ছ:খবিনালিনী,
দর্ম পাপসংহারিণী,
দর্মশোকতাপহরা,
মৃক্তিগতি নীরধারা,
নিত্তারিণী ভাগীবধী
কুখনা মোকদা সতী

"গলৈৰ প্ৰমা গতি"—উদ্ধাৰ গো বৰে !— কোণায় চগেছ তুমি হেনকপে

5109 9

উনার ৰঙ্গেরে মাতা
শিগাইয়া এই কথা—
তাজে স্বার্থ আবাধনা
সাধুক নিজ সাধনা;
তাজে ফুল তিল ফল,
তুলক ভোমার জল
সদমে মক্ষণ করি
তোমার দীক্ষা লহবী,
চলুক তোমারি গতি—
স্রোভস্বতী—বেগবতী
বঙ্গের চিন্তার ধারা,
যুচুক চিত্তের কারা;
উনার—উনার, ওপো, জীব দিয়া বঙ্গে!—
কোথায় চলেছ, তুমি, তে পাবনী
গঞ্গে প

গঙ্গার মূর্তি।

শ্বেতবরণা

শ্বেভ্ৰণা

কাহার রচিত মুরতি অই ?

রামনগরে কানীরাজের ভবনে খেতপ্রতার নির্মিত
 বিশ্ব প্রতাহি।

চন্দ্রবিভাগ করপরে যেন শশি থেলই ! नाम्डि खेथरन. ওষ্ঠ অধবে হিন্দুল বাগ, শুল্ল কণ্ঠেতে শন্তা-লাঞ্চিত ট্টবং রেখাতে ত্রিবলিদাগ: উर्क विच्छ দক্ষিণ বাথেতে স্বৰ্ণকল্ম কমল তায়, मिक्न वारमण्ड অধ: গুই ভূকে করতলে ধৃত বর অভয় বক্ত রাজাব চরণ-প্রতিমা ভ্ৰমকুরে আসীন **সু**থে. শান্ত বদনা भास नवना প্রদাদ প্রতিমা শ্রীরে মুখে!— কে তুমি বরদে ব্রাঙ্গণরিণী, কোথা হ'তে এলে মবত' পরে ? ওভাবে ওগানে, মৃত্যদি তুমি কেন গোবসিয়া কংখারে দিতেছ অভয় বরে গ ছাত কত কংল এ মর ভবনে এগনও যেন সে কিকলে কোণায় পাংকী ভার ? গে জালা পরাণে कीयस जीरदन দে জালা ভূমি কি জুড়াতে পাব? পাতকী ভবাবে, প্রকাশে যদি करत दक्त जरम धनमी परत ? পাপের জরাতে কত পাপী প্রাণ ধরাতে তাপিয়া স্পরিয়া মরে ! মানবের ব্যথা ব্যথে কি ও হবি, জানিতে তা হ'লে, তবে কেন এত প্রশাস্ত মুগ ? দেবের পরাণে পশে কি কগনও কলুষে তাপিত মানব ছণ ? বল গো সে কথা, বল গো বরদে क्तम्य-मनिट्ड भीषिया ताति; শ্মন ডাকিবে না জানি কংন কপন উভাবে পরাণ-পাথী।

বদনমণ্ডলে সান্তনা বিলাতে দেবের সঞ্জন, না যদি বলিবে - কি রূপে তবে চপল-হানয় মান্ত-মণ্ডলী পাপের পীড়নে ধরাতে রবে ? কেন নিক্তর ? হে বরবর্ণনি भीड़िः श्रानीद्य निम्या इन १ বলবল যেন মুগের ভঙ্গিমা তবু কেন মৌন ধরিয়া রও ? অথবা তুমি সে কেবলি পাৰাণ— অসাড অন্তদি ম্মতাহীন, বারি বাযু মত সদা অচেতন कांन ना ८५७न व्यागीय भग ! কিবা সে এখন কালের প্রভাবে অজ্ঞাব হয়েছ—অজীব ৰ্যথা সৌন্দর্য্য ভূষিত भद्रौद्रौ পद्रांगी. দেহেতে জড়ালে বিনাশলতা! তবে কেন এত ও মুখমওলে লাবণ্য মাথা--জীবন-চন্দ্ৰম সর্ব্য অস্থ্যে করেছে রাকা! নাহি কি ভোষার শ্বৃতির পারণা, নাহি চি ভোমার বিনাশগতি ৪ ভত কাল ছায়া নাহি কি পরাণে — নাঠি কি ভোমার ভবিষ্য রাভি ? হায় বে পাৰাণী দিতে এ পথাণী ও দেহ-যাঝ, কিবা সে পার্থিব মানব রাজ।

কাশী-দৃশ্য।

অই দেখ বারাণধী বিলাজিছে গগনে—
বিশাল সলিলরাশি
সন্মুখে চলেছে ভাগি,
জাহুৰী কোলেতে যেন হাসিতেছে স্বপনে!

শোভিত্ত্ব সলিলকোলে সাবিসাবি সাঞ্জিয়া
শত সৌধ-চূড়া-মালা
কপালে কিবণ-ঢালা,
ভন্ত পবে ভন্তবৰ,
গৰাক্ষ গৰাক্ষ'পৰ
কাধে কাঁধে বাধা যেন শুভনেশ যুড়িয়া।
উঠেছে সলিল-গর্ভে বাবিদর্প নিবাবি
কত শিলাময় মঠ,
কত অট্টালিকা পট,
ভাতবা, কটি, স্কন্তনশ অর্জ নীবে প্রসাবি।

শোভিছে পাবাণ্যয়ী কাশী হেব সোপানে—
শিলা-বাধা হলে জলে
সোপানের শ্রেণী চলে,
উদ্ধানের শৌবশোণী,
নিয়ে সোপানের বেণী
চলেছে সলিসকলে স্বাস্থ্য বিধানে।

না উঠিতে ববিষ্ণবি প্রাচাতের আকাশে, কলরবে কল্কল্ করে জ্যান্তবীর জল; দিগতে দে কলবৰ উঠে নিশি-বাতালে।

প্রাণীময় ধ্যেন কূল নথদেকে চিত্রিত ! ঘাটে ঘাটে ছাতে ছত্ততল পথে, নঠে, হলে, জলে, কত বেশে নাবীনর আসে যায় নিবস্তর, কোলাহলে কাশী যেন দিবানিশি জাগ্রত।

অই দেখ উড়িতেত্ত্ "মাধোজীর ধরারা" *
শৃত্ত ভেদি কাছে তার
অই দেখ উঠে আর
ফিড়া † মস্জীন অই, মাসমগীর পাহারা

অই দিল্লীপর ছায়া-তলে এই নগরী,

এ উচ্চ শিলা ঘাট

এই পাহাড়ের পাট,

শতচূড়া অট্টালিকা,

কুত্র যেন পিপীলিকা,
অগ্যাধ সলিলে কিম্বা কুত্র যেন সক্ষরী!

হের হে দক্ষিণে তার আজো বর্ত্তমান হিন্দুর উন্নতিছায়া মানমন্দিবের কাষা, মানসিংহ রাজকীর্ত্তি —থ্যাত সর্ব্ব স্থান;

অঙ্কিত কতইরূপ দেহেতে উহার গ্রহাদি নক্ষত্রগতি গণনার স্থপন্ধতি,

া বস্তুত চারিচুড়া'; কিছু ছুইটীই অহুক্তে, দুরল কা, এবং সংসাদৃষ্ট প্রাকর্ষণ করে। গ্রহণ-সম্মন-চক্র পূর্ণশুগু রেখা বক্ত, ভারতের "গ্রীন উইচ" মই মাণেকার।

পড়েছে স্থ্যের আলো স্থ্যের কলদে, ক্ষিছে দেগ রে তায় যেন স্থ্য শত-কায়, স্থ্যমন্তিত-চূড়া দেউলের প্রশে!

কাশীমধ্যস্থলে অই স্থৰণের দেউটি—

অই বিশ্বেশব-ধাম,
ভারতে জাগ্রত নাম
হিন্দুর ধর্মের শিবা,
অই মন্দিবেতে গোবা,
অনস্তকালের কোলে জলে অই দেউটি!

এ দিকে নদীর পারে রক্ষরাজী উপরে অন্ধ বপু উর্জ ক'রে যেত বায়ুন্তর ধারে ছুর্মা-মন্দিরের চূড়া * বিরাজিছে অন্তরে;

চলেছে ভাষার তলে বনবাজি কালিমা—
শৃস্ত কোলে বেগা মত
তরুশ্রেণী সাবি যত,
শভাবের চিত্রকরা,
শভাবের শে!ভাগারা,
ইরিত বরণে ঢাকা শভাবের প্রতিমা!

উঠেছে অনুবে তার দ্রবম্মী সনিবে স্কুপাকার সৌধরানি,— যেন সনিবেতে ভাসি; কোলেতে গঙ্গার মৃত্তি নিন্দা করে নবলে।

বামনগরের দুর্গামনির।

পুরাণের ব্যাস-কাশী ছিল অই ভবনে 🚶 অই চইতের গড়. বরুজ-গ্রন্থজ-পড স্থান্ত প্রস্তুরে চাকা. ব্যাসমূর্ত্তি চিত্তে আকা. কাশীরাজ নিকেতন অই "সিংহ" ভবনে + হে গুর্বে, গুর্বাভিত্র, কাশীখন গৃহিণী-ভিখানী শিবেৰ ভৱে স্থাপিলে কি মুর্না' পরে এ স্থলর বারাণদী, ওলো শব-মোহিনী গ বিশাই গঠিলা কিনা জানি না এ নগৱে. দেখি নাই টামীপথী "পারিস"--ধরাস্তর্নরী: কিন্তু যা দেখেছি চক্ষে এ ভবনে –কারো বক্ষে এত শেভা দেগি নাই—নিদা করে ইহারে। যাই থাক তব মনে হে নংগ্রেবালিকে, মনোবাঞ্চা পূৰ্ব ভব,---এবর কবিলাভব কাশীতলে দয়ামটা দীনজংশিপালিকে! হিমাদ্রি ভূপর হ'তে কুমারিকা ভিতরে নাহিক এমন প্রাণী,

ভেন জাতি নাতি জানি,

কি যাণিজা বাংসার

ভজি মুক্তি বি বিহার অংশা করে' যে না ভাসে অমপুণা নগতে। আমিও ভিকারী এই ভবরাজা ভিতরে, কে দিবে আমারে ভিক্ষা পাব কি আমার দীক্ষা প্রথেমিলে অই পুরে অর্দ্ধদ্ম অন্তরে ?— হ'ধারে বরুণা, অসি, অই কাণা —বারাণদী, বিবাজে গঞ্চাব কলে ধবজা তুলে অম্বরে।

মণিকর্ণিক। *

কোন কালে — এই কথা গুনি লোক মুপে —
শিব শিবা তপ্ঞায় ভ্রমিছেন বনে,
এক দিন শিবা আসি দাড়ায়ে সন্মুথে
বলি লন শীবে ধীবে মধুর বচনে—

প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইয়াতে যে বিবরণ লিখিত হটল, ভালা একজন পাঞার নিকট খনিয়াছিল'ন: কিছ কাঁতার নিক্ট যেকপ বিবৰণ খনিগাছিলানে, ডাতা অবিকল গ্রহণ করি নাই : স্থলভাগটীনাত গ্রহণ করি-शाकि । পাঞার নিকট যে বিবরণ শুনিরাছিলাম, ডাচা .4ট :-- মহাদেৰ শিৰ্মাণৰ সভিত তপ্ৰায় নিব্ৰ ছিলেন। একদিন শিবানী উভাকে ছিল্ডামা কবিলেন (य. गांध्य महिएल १९८ कि इस १ भित हे इत करिएलम. एम कथा श्रीरलाइकाव अभिवास ह्याला महत्र, कालाइमाव পক্ষে তথ্য জ্বপন্তভানিই বিধেয়। ভাগতে মহাদেশী এন্ধা হওয়ার শিব।উভেত্তে মৃত্ত্বনা করিবার জন্য কংশীতে कामिश भूटर्य हाथारन हक्तरीर्थ नाहर विकाद डीर्थक्षान ছিল, সেইখনে মণিকৰিক। স্থাপন করেন। শিব শিব। ছট জনেট দ্বিদ্র বেশে মহুদের রূপ ধারণ ক্রিলা-ভিলেন। শিবানীর কঠান্তিত পদবর দর্শনে গঙ্গাপুত ও পাণ্ডারা উচ্চোদিগকে প্রথমে কুপে স্থান করিতে দেন নাট: পরে লক্ষ্মী অংলিছা মহাদেবীর প্লোদক পান कतिरत मकरत हमध्य उडेरा उँग्हानिशाक कर्प নাগিতে দিল। প্রানের সময় শিবানীর কর্ণ হইতে कर्निका" इमर्ग এবং मिरतत मञ्चक उठेरक "मृति" वे কপের সলিলে পতিত হছ, ওদব্ধি চল্ডীর্থের নাম

"বিষেধন, তব প্রী ধনা ধন্ত কাশী মানবের মোক্ষধাম ভোমার কথায়, বল, দেব, কিবা মোক্ষ লডে কাশীবাসী কাল পূর্ণ করি ভবে মরিলে হেথায় ?

দেখেছি জন্মিতে প্রাণী, দেখি নাই কর্ করিলে কি হয়, পরে কোথায় নিবাস, অনত্ত কালের কোলে কিবা করে, প্রভূ, মোক্ষ প্রাপ্ত জীব যত—মনে কি উলাস ?

জীবকপে কাল সঙ্গে থেলে কি ভাহারা, গেলে যথা প্রাণিকপে থাকিয়া ধরায়, অথবা মুক্তির ফল তাজে দেহ কায়া লীন হয় প্রাণিগণ ভোমার প্রভায় গু'

শুনিয়া শিবার বাণী কহিলা ভবেশ "হে প্রকৃতি, মানবের পরকাল প্রথা তর্ক্কোধ—তত্তেয় অতি অপার —অশেষ, দে কথা শ্রবণে, শিবে, মনে পারে বাথা;

জপ কব, তপ, কব, সঞ্চল সাধন, নিত্য-ব্ৰত শুক্তিত্তে কব মহামাঘা, দূৰণত প্ৰকাল প্ৰণালী কেমন বংসনং কৰো না ভিতে ধ্রিতে ধে ছু য়া।

স্থেব অবনীতলে, জংগ যত তায় — ভাবিলেই জংগে স্থা, স্থাথ জংগ হয়। ক্ষগৎ স্থাজিত, শিবে, সবল প্রথায় সবল ভাবিলে ভব সার্ম স্থাময়।

মৃত্যু শৌক বলি লোকে ছঃগ করে চিতে, দেগেনা ভাবিয়া তত আহলাদের ভাগ— মানবের মৃত্যু শোক মানবেরি হিতে, আগে স্থা—ছঃগ পরে জগতে সজাগ। দিবানিশি কাল-অঙ্গে জড়িত যেমন,
আনে যায় লীলাময় ভূলিয়া লহরী—
এই দিবা, এই নিশি, আবার তপন,
কে আগে—কে পরে, কেহ না পায় বিচারি;

কে জানে নরের মানে দে নিগৃঢ় কথা, কিন্তু শিবে, না থাজিলে ধরাতে শর্মরী দিবার আদর এত হতো নাকো দেগা— ুসইরূপ হুব হঃব ব্যুহ শঙ্কবী।"

শুনিয়া শিবের বাক্য নগেন্ধুবালিকা আদিশা স্থাৎ মৃত কহিলা তথন "বুঝিনাম, বুমাবে না বিধিব সে লিথা, তপভায় থাক, প্রভু, বাই অহা বন ''

"হযোনা মলিনমনা নগরাজবালে তপজা নহিলে শেষ, সে গৃঢ় বচন বুঝিবে না ক্ষেমজনী—বুঝাইব কালে; এখন চল গো, শিবে, আলয়ে আপন—

ধংগ-ধঞ্চ কাশীধামে চল গিরিবালা, স্থাপিয়া প্রায়ের কূপ পূর্বাও বাসনা, স্থপথে লইতে নরে নাশি চিত্তজালা, ভবের মঙ্গল সেতু করহ স্থাপনা।

বত যা'তে থাকে জীব নিতা সনা কাল, ভক্তিব স্থপথে থাকি ভূলে শোক তাপ, যুচায়ে মনের মলা মাঘার জ্ঞাল, প্রমার্থ পথে পশি করে সদালাপ "

এত বলি, শিব শিবা ছাড়ি তপংলপ উপনীত কাশীক্ষেত্রে— চক্রতীর্থ নামে বিষ্ণুব চক্লে অন্ধিত বেথা শুন কুণ, নানে বত লোক যাতে শুনি মুক্তি কামে! গিরিশ গিরিশজারা অ'সিরা সেথায় বসিলেন কুপপার্যে ধরি নরক্রপ— শিবের ভিক্ককবেশ, শিবানী মায়ায় ধরিলেন জরা দেহ যেথা সিক্কুপ।

কটিব উপরিভাগ অতি মনোইব, নাসিকা নয়ন ভুক স্থতারু গঠন— পরিধ:নে চীরধাস উবস উপর, চব্দ যুগল কুঠে কুংসিত দর্শন;

ক্ষত গক্ষে মক্ষিকায় করিছে বিরত, অঙ্গতে দারিদ্রা মশা চেকেছে কিরণ, নিকটে ব্যিয়া শিব চিন্তায় নিরত মক্ষিকুল জুই করে করেন তাড়ন॥

অতি কটে উঠি গীবে চলিলা কৃপেতে কুন্তের পবিত্র জলে করিবাবে স্থান, সোপানে চরণতগ স্থাপন নহিতে নিবারিলা রক্ষকেরা ক্রি অসম্মান;

"অপবিত্র হ'বে কুণ্ড, না ছোঁবে অপবে দূষিত হইবে থারি"—কহিলা সকলে ভংগনা কহিলা কদ জনা ভুচ্ছ করে;— ভংগে শিবা চাহিলেন শিব মুগত্রে।

ভিক্সবেশী বিশ্বনাথ বলেন স্বায় চক্রতীর্থ ভনি ইহা — এ কুণ্ডের জলে সকলেরি অধিকার শাস্ত্রের ক্**প য়** কি দ্রিদ্র, কিবা রোগী, বলিষ্ট **হর্কালে**।

কেন নিবাবিছ এবে ?—প্ণো হস্কাবক যে হয়, ভাহার নাই পরকালে গভি, অস্ক্তন সেই জন পরশে পাতক ছঃবিত প্তিত নিতা সেই পাপ্যতি; দবিদ্ধ এ নারী এবে, রাজার ছহিতা ছিল আগে, হিমালয় যেগানে উদয় নূপতি রূপণ ধনী সবার সেবিতা ও চরণ-সবোজিনী স্থরের আশ্রয়;

পবিত্র হবে এ কুণ্ড ও অঙ্গ পরশে আর্য্য মাক্ত শীর ধক্ত আদিবে সকলে ভরিবে ভারত-স্থল এ কৃপের যশে নামিতে ইহাবে দাও এই কণ্ড জলে।

ভিখারীর নাকো সবে কৈলা উপহাস বাতুল বলিয়া করে কতই লাঞ্চনা, ধূলি ভক্ম ছড়াইয়া পূবে ছটাপাশ ঘষ্টি লয়ে অবশেষে করিল তাড়না।

তথন কাতর স্বরে যাচিলা মাহেশী বিনয় মিনতি করি স্ততি কৈলা কত ; দরিঞ্জ ক্র^{ান}ন কবে প্রচিত্ত-কেশী ? উড়াইলা উপহাদে শিব: বলে মত '

বিস্তর কাকুতি স্ততি বিনয়ের পর বিরক্ত হইয়া পথ ছাড়ি দিলা শেষে, শিব শিবা প্রবেশিলা কুণ্ডের গহরর ম্লান করি স্থপবিত্ত কৈলা কুপদেশে।

উঠিলে কুণ্ডের তীরে আবার তগন ঘেরে চারিধারে লোভী আকাঙ্কী ব্রাহ্মণ, বলে "স্নানে নাহি কণ প'ষ্টবে কথন, হানের দক্ষিণা দান নহে যতক্ষণ।"

"কি দিব দক্ষিণা, কাছে নাহি কপদ্ধক," বলিলা শিবানী চাহি শিবের বদন; "যা'ছিল শ্রবণে "কাণ" তান্ত্রেব বালক কুপের সলিল-গর্ভে হয়েছে প্তন"! বলিলা ভিক্ষ্কবেশী দেবদেব দ্বীশ
শিক্ষামারও মাথার মণি পড়েছে সলিলে
খুলিন্তু মণন ক্লানে জটার বঁড়িশ ;"—
ভানে বাজ করে সর্বা মাচকেরা মিলে।

দেখি বিশ্বনাথ ধরিলেন নিজবেশ
শরজতগিরি সন্নিভ' শরীবের ছটা,
কপালে চক্রমা-ভাতি, গলদেশে শেষ,
শিবে কলোগিনী গলা বিভাসিত জটা।

ধরিলেন বিশ্বরা মূর্ত্তি আপনার মস্তকে মুকুটচ্ছটা স্থচাক শোভন, শ্রবণে কুণ্ডল, গলে মণিময় হার, চাক রশিময় মুখে ভাগে জিনয়ন!

চাহিয়া যাতকরন্দে সর্ব্ধশিবধাম কহিলেন সদানন্দ বিরূপাক্ষরূপ— "আজি হৈতে ঘূচে এর চক্রতীর্থ নাম "মণিকর্ণিকার" নামে খ্যাত হবে কুপ।

এত বলি প্রবেশিলা মন্দির ভিতরে অদৃশ্য করিয়া রূপ ভবেশ ভবানী: তদবধি ভক্ত যত পবিত্র অন্তরে, স্থান করে সেই কুণ্ডে মহাতীর্থ মানি।

বিশ্বেশ্বরের আরতি।

[আকারাদি দীর্থ স্বর্ববের প্রক্লতি রূপ উচ্চারণ এবং অকারাস্ত পদের শেষ 'অ' উক্তারণ করা আবশুকা।]

 ক কাশীর শ্রীযুক্ত প্রসন্ত্রচন্দ্র চৌধুরী কোং কর্ম্বক বিবেশবরের আরিতি বাঙ্গালা অঙ্গরে মন্ত্রিক ও প্রকাশিত হইয়াছে। তদবলখা এবং যে সকল রান্ধপেরী

ওয় গিবিজা-পতি क्य (पर क्यं (पर শিব, গিরিজা-পতি দাদে পালহ নিতা শিব,পালহ দাসে নিত্য জগদীশ রূপাকর হে।১ জয় সেব জয় দেব কৈলাস গিরি শিগরে শিব, কল্পদ্রম-বিপিনে কল্পদয়-বিপিনে গুল্পরে মধকর-পুরে কোকিল কুজ্যে থেলয়ে হংসাবন ললিছে কুঞ্জবন গছনে শিব, হংসাবন ললিত প্রসারি কলাপ কলাপী নাচয়ে অতি স্থপিত ॥২ জয় দেব জয় দেব ভব স্থলালিত দেশে মণিক্ষ আলয়ে निव. मिनम् जानस्य বসিয়া হর নিকটে গৌরী অতি স্থাপিতা হেরি ভ্ষণ ভূষিত निष्ठ केटम হেরি ভূষিত নিজ ঈশে সেবে ব্রহ্মা আদি দেবতা

হোর ভূষিত নিজ স্পলে শেবে প্রস্না আন্ত্রণ দেব শিব-চরণ ধরি শিরসে ॥৩ জন্ম দেব জন্ম দেব নাচমে স্থ্রবনিতা স্থান্থ অভি স্থান্থতা শিব, জনমে অভি স্থান্থত কিন্তুর করমে গীতি সপ্তান্থর সহিত থৈ থৈ নান্তম মূলস্থ শিব, নাদমে মূলস্থ তাংধিক তাংগিক তাং তাং

বীশা বাদয়ে অতি ললিত ৰুণ্ৰুণ্ ৰুণ্ৰুণ নিনাদে ॥৪

জয় দেব জয় দেব ! কণ্ডুণ্ কণ্ডুণ্ কণ্ডুণ্ চবণে শিব, নৃপুর সমুজ্জন ভ্রময়ে মণ্ডলে মণ্ডলে

আরি করিরা থাকেন, তাংদির মধে এক ছনের সাগাবে এই অমুবনে করিয়াছি। প্রায় কনেক স্বলেজ মূলের শক্ষান্তি ঠিক ঠিক আছে; তবে বাস্থান্য গঠন ও ভাবেছাক ইউটোকে, তাংগাই করিয়াছি। কিন্দিভাষাতেও বিশেষরের আরতি মূদ্রিত ইইয়া বিহর ইউটোকে। কিন্তু শ্রীমৃক প্রসন্তচন্দ্র চৌধুবী কোং দারা মূদ্রিত সম্ভানের ভার উহা পরিজ্ঞানত। এই সম্ভাননারে; কলিকাতা শোডাবাঞ্জারের দ্রাপ্তান সম্ভান্ত বিশ্বান্ত বিশ্বান্ত বাঞ্চান্ত বাঞ্চান

শিব, মণ্ডলে মণ্ডলে তাং ধিক তাং ধিকতা চথচথ সুপুচুপু লুপচুপু চপচথ তাল**থ্য**নি করতা**লে**

শিব, তালধ্বনি করতালে অঙ্গুলি অঙ্গুট ঘন নাদে।৫

জম দেব জম দেব, নাদমে শহা নিনাদে কমিরি
শিব, নিনাদমে কমিরি আবতি করমে এজা
বেদধ্বনি পাঠে ধরি হৃদি কমলে
তব মৃত্ চরণসরোজ অবলোকমে তব রূপ
শিব, অবলোকমে তব রূপ নিজ প্রমেশ্বর

জ্ঞানে॥**৬** জয় দেব জয় দেব কপু রহাতি গোীর

ধারণ আনন পঞ্চ শিব, আনন পঞ্চ বিষ কঠে গ্রহিত স্থলর জটা কলাপ পাবক্যুত ভাল, শিব, পাবক্যুত ভাল

বাম বিভাগে গিবিজা তবরূপ অতি ললিত ॥৭ জয় দেব জয় দেব ক্রিশুল বক্স খড়গা

ধারণ পরশু শিব, ধারণ পরশু

পাশ বরাভয় অঙ্গুশ নাদ্যে ঘন ঘন ঘণ্টা মন্তকে শোভয়ে গুলা উপনীত স্কুরতটিনী

শিব, শিরে উপনীত স্থরতটিনী, উপবীত পন্নগ কল্লাক্ষালক্ষ্ত ব্যবস্থোচ ক্ষয় দেব ক্ষয় দেব

মনসিজ একা বিভূষিত অস শিব, জক্ম বিভূষিত অস

ত্ত্বিভাগনাশন সাযুদ্ধ প্রাপণ গ্রানে গাবণ করে যে ভকতে,

করে যে ভকতে ধাবণ শ্রুতিতে এই তব রুষভারজ রূপ ॥৯

ওঁ জয় দেব জয় দেব জয় জয় গদাবৰ হব জয় শিব জয় গিবিজাপতি দ'লে পালহ নিত্য শিব পালহ দানে নিত্য জগদীশ ক্লপা করছো।>• শিব শিব শক্তো।

বিন্ধ্য-গিরি। *

• উঠ উঠ গিরিবর—অগন্তা ফিরেছে; ,ভারতে ইংরাজ রাজ মধ্যক্তে সেজেছে;—

সে দিন নাহি এগন,
ভারত নহে মগন
অজ্ঞান তিমির নীবে,
ভারত জাগিছে ফিবে;
তুমি কি এথনও ওয়ে দেগিছ স্থপন ?
উঠ উঠ গিবিবর করো না শ্রন।
উন্তেছে নব নিশান,
ভুটেছে আলো তৃকান,
পুন: বেল তোক মাথা,
পুন: বল দেই কথা,

সে কালে জাগায়ে নাম শুনালে যেমন;

উঠ উঠ গিবিবৰ কৰো না শ্যন —
সে দিন নাহি এগন,
ভাৰত নহে মগন
অজ্ঞান তিমিব নীবে
ভাৰত জাগিছে কিবে,
ভূমি কেন বিন্যাচল থাকিবে অমন ?
নীল অভ্যাৰ কাষ্য কৰ উত্ৰোলন।

এইরূপ প্রাচীন প্রবাদ আছে যে, বিদ্ধাপকত
ক্ষেত্রত ইউচা এককালে এউ উচ্চ ১০চাছিল যে, ফুগাক্ষির পরিরোধ আশকালে দেবতালিলকে তাহাব গুরু
আগন্তা ধ্যির শরণাগর হুইতে ইউমাভিল । তাহাতে
অগন্তা, বিক্ষোর মিকট উপরিত ইইলেন । গুরু দর্শনে
বিক্ষা উল্লেখ্য মেলার করিবার ক্ষান্তা প্রথা ১ ইইলে ক্ষরি
ক্ষান্তিন্দ আমি দক্ষিণ দিক্ ইইতে না আমি,
ভাষং কুমি এই ভাবে থাকা। তিনি আর মিরিলেন না,
এবং গুরুর নিক্টা আতিশ্রত ইইমাভিল বলিছা বিক্ষা তদক্ষা দেই প্রপ্ত অবস্তাতেই লাভেল বিক্ষা বিল্লাল

স্থ্যপথ রোধিবারে উঠেছিলে অহকারে সে শক্তি আছে কি আর ? ধর দেখি একবার যে স্থ্যা ভারতাকাশে উদয় এখন !

ত দ্রপথে উঠ তার,
তবে বৃদ্ধি অহঙ্কার!
এ অ'লো সে আলো নয়,
এ ববি সে ববি নয়,—
এ ওড়্যাতিঃ ভারতে কভু হয়নি পতন!

এই জ্যোতিঃ ধর গিরি
ভারতে প্রভাত করি,
ধরুক্ নৃতন জ্ঞান,
ধরুক্ নৃতন প্রাণ,
নৃতন স্থপনে সবে দেগুক্ স্থপন !——
নীল অভগরকায়া কর উত্তোলন।

উঠ উঠ গিনিবর অগস্তা ফিরেছে, উড়েছে নব নিশান, ছুটেছে আলো ডুফান, নবর্মিছেবি দেগ গগন ধ্রেছে।

কে বলেছে এই ভাবে
ভারতের দিন যাবে ৷

"নিশির প্রভাত নাই",
যে বলে সে স্থানে নাই,
ভারতের ভাবী বেদ পড়ে নি কখন,—

জানে না দে জগতের কিবা গতি কিবা কেব; ফের্ এ ভারতবাসী জানের তরঙ্গে ভাসি, হাসিবে অপূর্ক-হাসি, লজ্যি জীবন—
চলিবে নৃতন পথে
সাধিবে নৃতন ত্রতে,
ফিরাতে নারিবে তায়
এ তরঙ্গ নাহি যায়
একবার হলিতটে গেলিলে কিরণ,—

ষাবে আগে— যাবে সদা,
অন্তথা নহিবে কদা,

চিরদিন এই বীতি,
জীবনের এই নীতি,
জাবিনের এই নীতি,
জাগিলে নাহিক নিলা— চির জাগরণ।
দিখাছে সে রক্ষিতেজ
ভারতে আসি ইংরেজ;
ধ'রে তার পথ ছায়া
আবার ভোল বে কায়া,
আবার শিশ্বে শৃক্ত কর রে বারণ—
উঠ উঠ গিরিবর করো না শয়ন।

এই সে জীবনবেও,
উদরের মৃত্ত ও—
কত না জাবতে হবে
কত না ভাবিতে হবে

যে জালা—সে বেগ—কেবা জানিবে এগন
ভূলিতে হ'বে আপন
ভূলিতে হ'বে অপন,
জাগা'তে হ'বে জীবন;
ভবে সে পারিবে
ছুটিতে ওদের সঙ্গে,
লিখিতে কালের অঙ্গে
বেলাইতে এ তরতে

জ্ঞানের শক্তি ল'ডে

জগতে যুঝিতে হ'বে.

তবে সে আসন পাবে. मुक्क मोधित । জেনো সভা--জেনো কথা ইংবাজ-শিক্ষিত প্রথা ভারত উদ্ধার পথ. ाक जाम गत्नारथ-ভূলে যাও আগেকার পুরাণ কথন। না থাকিলে এ ইংবাক ভারত অরণা আঞ্ কে দেখা'ত, কে শিখা'ত, কেবা পথে লয়ে যে'ত---বে পথ অনেকদিন করেছ বর্জন ! মুখে বল জয় জয়. ধর ধ্বজা শিলালয়, ছিড়ে ফেল পূর্ববেদ, ভোলো দে প্রাচীন ভেদ— অই-ভারতের গতি রেখো রে শ্বরণ-হে ভারতবাংশী গিরি রেখো রে স্মরণ, ভবিষাৎ পারাবার পাৰ ভ'তে অক্স আৰু ভারতের নাহি ভেলা, ভারত জীবন খেলা একত্র ওদেরি সঙ্গে—উন্নার, পত্ন! বলহে গুরুর জয়, তোল মাথা, সন্ধ্যালয়, ভোলো সে পুরাণ কথা, ধর নব গুরু প্রথা---নীল অজগরকায়া কর উত্তোলন.— छे छे जिदिवद करता ना भग्न । কুন্তুজন্ম যে অগন্তা * সে কি ভোমা কৈল সম্ভ

[্] প্রবাদ আছেছ যে, আগস্তা বৃষ্ণ হঠতে ৬৭পন্ন ২ইয়াছিলেন।

অই ভাবে থাকিবাবে, বলিনা কি সে ভোমাবে চিব্র তবে থাকিবাবে ৭ ত্যক্স সে বচন।

আমি তোমা দির বর পুনঃ উঠ গিরিবর, ভাগত সন্তান নাম জাগুক এ ধ্যাধাম— মৃত ভারতের নাম জানিত যেমন!

উঠ উঠ বিদ্ধাগিরি অগস্তা কিবেছে, ভারতে ইংরাজ রাজু মধ্যাক্ষে সেজেছে;— সে দিন নাহি এখন, ভারত নহে মগন অজ্ঞান তিমির নীরে, ভারত জাগিছে ফিরে; উদ্যেছে নব নিশান,

ছুটিছে আলো তুকান,
তুমি কেন বিদ্ধ্যাচল থাকিবে অমন ?
নীল অজগ্রকায়া কর উত্তোলন !—
জাগাতে তোমাবে হেব অগস্তা ফিলেছে,
ভারতে ইংরাজ রাজ মধ্যাহেছ দেজেছে।

চিন্তা।

হে চিম্বা উদয় তেঃর কেন বে ?

কি হেতু মানব মনে এসো যা**ও ফ**ণে ক্ষণে

েন বে ?
কোথা হ'তে এসো, বল, ফিবে কোথা যাও ?
মানব সদয়ে তুমি কতই থেলাও!
পেলায় দামিনীলতা আক'লে যেমন—
চকিত মেঘের কোলে চিকণ বরণে দোলে—
মানবের কদিওলে ভূমিও ভেমন!

কি গেলা থেলাতে এস, কি গেলায়ে যাও ?

থেলা সাঙ্গ হ'লে পুন: কোথায় লুকাও ?—

লুকাতে কতই যেন আনন্দে মগন!

বালক বালক সনে গেলে যথা প্রীত মনে,

ভূমিও মানব-মনে খেলাও তেমন!

এই আছে, এই নেই, ফিনে ক্ষণকাল ঈষং চঞ্চল-ভাবে থাকিয়া আড়াল, চুপি চুপি দেগা দিয়ে চঞ্চল করিয়া হিছে আবার লুকাও কোথা তব লীলা-জাল!

দেগাও কতই বঙ্গ লহবী তুলিয়া,
কত বেশে দেগা দাও তুলায়ে তুলিয়া!
উধাও গগন-কোলে উঠিয়া কথন
সঙ্গে কবি লয়ে চগ দেগাও কড উজ্জ্বল
কতই নক্ষত্ৰ-মালা—কতই তুবন!

এই দীপ্ত প্রভাজালে জড়িত করিয়া অনস্ত হনমক্ষেত্র অনস্তে তুলিয়া, দেখাও কতই লীলা—কতই লহুৱী তপনের সঙ্গে সঙ্গে ভূবন ঘুলিছা হঙ্গে, কত ভূমিয়ার ভবে, হে চিস্তা ভূশারী!

আবার ধরণাধানে নামানে, চপ্রেন,
পুরায়ে পুথিবীময় সাগর অচলে
কত রূপ ধরি, চিস্তা, কর রে জ্ঞমণ—নগর তটিনী বন
কিন্তার মক জুবন
চিত্রিত করিয়া চিত্রে; কর রে রঞ্জন!

নিশাকালে পুনুৱার উল্লাসে অবশা নিদ্রাগত ভাবরুন্দে জাগায়ে সহসা বিরাজ হনগুক্ষেত্রে, ওলো স্থুর**ন্দিণী**, কখনও উজ্জ্ব হাস, কখনও বা শুরু**না** ভরত্বী কালিয়ায়— বোর কল্ভিনী। কথনও বা দিবাভাগে জাগ্রত অপনে সজ্জন-পদান্ধ-বেগা লিপিয়া কিবলে আনন্দে নাচায়ে মন, ছুটিয়া বেড়াও— তথনি মুছিয়া তায় কুপণের দোলনায় ইক্রিয়-পেলনা ল'য়ে আননে পেলাও।

কথনও নুপতি ভাবে বদাও আসনে,
কথনও স্থান্যাল্য সহাস্থা বদনে
গ্রীবাতে পরায়ে দেও—পুন: কতক্ষণে
সঙ্গে করি নিগান্য শীরে পীরে পায় পায়
আসিয়া দেগাও ভয়, ওলো কৃলক্ষণে।
কথনও সহসা আসি হও লো উদয়,
লইয়া শাসন-নীতি নানা লীলাময়,
কভু ভবিষ্যের পট প্রসারিত বয়
উৎস্ক নয়ন পণে, তোল কত মনোরথে—
ক্ষিত কত্তী আশা, কত পেন ভয়:

কার বাজ্য, কেন হয়, কিসে হয় যায়, উদয় অন্তের গতি কিন্ধপ কোথায়, কতবার কাবে কানে গুনাইলে হায়, হে চিস্তা, তরঙ্গবতী, মানবের হু:গ-গতি ফেরে না কি, ফিরাইলে ন্তন প্রথায় ?

কত জ্বান, ও স্থলবী, গেলার ভিদ্ন্যা—
কত নৃত্য বাছ গীত, কতই রদ্দ্রিমা—
ভূলাতে ধর গো ভূমি কতই মহিমা!
এই আপনার তরে পরেরে কেমন করে,
আবার সন্দ্র পরে পরের প্রতিমা!

তথু কি আমারি চিত্তে একপে গেলাও কিম্বা সকলেরি মন এমনি চলাও বাঁধি সংশ্বতম ডোবে—হাসাও কাঁদাও বৰ লীলাময়ী চিত্তে, স্বাবি কি মন রুস্থে এমনি ভাবনা ফুল নিয়ত ফুটাও ৪ অন্ধকারে আততারী লুকারে যথন
আপন নিরীক্ষা জনে করে দরশন,
যথন সে ভীম মস্ত করে উত্তোলন,
তথনও কি তার মনে থ'ক ভূমি সেইক্ষণে,
শুনাও তাহার কানে তোমার ক্রকন স

কি বল, বে চিন্তা, ভূমি ভাষার শ্রবণে নন্দন শুইয়া যার মৃত্যুর শগ্রনে হেরে পিতা-মাতা মুগ—যেন বা স্বপনে! কি বলরে দে পিতায়, দে মায়েরে কি প্রথায় দেখা দাও, বছরূপী, কিরূপ ধারণে গু

কিরূপে বা দেখা দেও নবান প্রণয়া
দম্পতি নিকটে তুমি—মতে মাহামঘী
স্থাপের সহরী চলে মৃহদন্দ বহি।
অথবা নিকটে যবে শিশু আবেস হাস্তরতে,
হে ডিন্তা, তথন তুমি কিবা লীলাময়ী ?

অনন্ত আকাশ-প্রায় অনুস্থরে ভুই বে চিন্তা; অকুল কালের মত বহ ভূমি অবিরত, আদি কোথা, অভ কোথা, কে জানে রে ভোর, রে চিন্তা ?

জানি না বে কতকাল ধরার স্ক্রেন,
জানি না কতই যগ মন্ত্রয়জীবন
চলেছে এ ধরাতলৈ —কিকপে কেন বা চলে;
জানি কিন্তু, চিন্তা, তৃই কবিস ভ্রমণ
এইকপে ভিকলা মনের মন্দিরে;
হাসায়ে কাঁদায়ে বাজা, কিবা সে কলীরে;
না জানিস্ জাতিছেল, না মানিস্ বেদাবেদ
কাকব, মোগস, হিন্দুসবে তোর বন্দীরে!

কালাকাল নাহি ভোর, স্থানাস্থান জ্ঞান, গুথিবী, পক্ষত, নদ, আকাশ, গীৰ্মাণ, সকলি আশ্রয় তোর, নিশি সন্ধ্যা দিবা ভোর চপলার মত বেলা—প্রদীপ্ত নির্বাণ! হে চিন্তা.

কৈন্দেখী নিকটে ধবে আসি দশরথ
পূর্ণ কৈলা সভাৱত পূরি মনোরথ,
ছিন্ন করি মায়াদামে অরণ্যে প্রেরিলা রাফে—
তথনত থেমন তুমি এখনত তেমন।

ক্কঞ্চের মায়ার জালে পাণ্ডব-মহিলা সভাতে আইলা যবে জীতা লছ্জাশীলা, কেলিলা নেত্রের জল কালায়ে পাণ্ডবদল— তথনও যেমন ভূমি এখনও তেমন! যগন *কাথেজ্' ভল্মে বসি *মেবায়দ্'' দ হেরিলা অতল-তলে অস্তগত যশ, বোমক ব্রহ্মাণ্ড-লাভ আশা ইচ্ছা তিরোভাব তথনও যেমন ভূমি এখনও তেমন।

> তথনও বেমন তুমি এখনও তেমন যবে "এণ্টিয়িনেট" † ভুলি বাজক-স্বপন

শ সলা এবা মেবাছেস এক সময়ে বেনেকবর্জান রের সক্ষিয়ন্ত ভিলেন। উথানের পরক্ষারের প্রতিব্যাধিতাদিবন্ধন দেবাছেস রেন ছাইতে প্রভাইত থান এবা ভশ্মীছত কার্যেছ নগরীর ভশ্মবাদির মধ্যে উপ্রেশন করিছা আপনার বিলুপ্ত রাজ্যা ও কার্যেছার অন্তর্গত কেন্ত্র এবা ঐশ্বা প্রিলেটনা করিছা ক্লক অন্তর্গকর্পকে শাস্ত্র করিটেভিলেন; এমন সময় প্রদেশীর পীটরের অর্থাৎ স্করভাইনে শাসনকর্ত্তর প্রেরিট একজন চর ভাঙাকে ধরিবার মিমিত সেগানে উপ্তিত হওছার মেরাংছস্ তাহাকে এইকাপ উত্তর করেন—তামার প্রভুকে এই মাত ব্রিতি যে কুমি মেরাংছস্ক কর্মেকভ্রের ভন্তরাধিতে উপবিষ্ঠ দেখিয়া আসিছাত।

এক ব্রিষামার কালে ছবস্ত উৎ্বেগ-ক্ষালে
যৌবনে পলিত কেশ করিলা ধারণ।
হে চিস্তা,
অনস্ত অহুত তোর গীলার বিভঙ্গ,
ক্ষণকাল নহ ক্ষাস্ত মূহর্তেক নহ শ্রাস্ত
মানব-হ্লায়-তটে পেলায়ে তরঙ্গ—
বছরূপী-রূপ ধরি করিতেছ রক্ষণ!

শিশুর হাস।

কি মধু মাগানো, বিধি, হাসিটি অমন
দিয়াছ শিশুর মুগে!
স্বর্গেতে আছে কি গুল
মর্ত্তো যাব নাহি তুল,
তারি মধু দিয়ে, কি হে, করিতে স্কন ?
স্বাজনে কি নিজ-তুগে ?
কিষা, বিধি, নবছংগে
মনে করে—ও হাসিটি করেছ অমন ?
জানি না তুমিই কি না আপনি তুলিলে
স্কানেব কালে, বিধি ?
গড়েছ ত এত নিধি,
উহাব মতন, বল, কি আব গভিলে ?

নবনীর সর **ছ**াকা, জুকর শরৎ রাকা, ভুকুণ এভাতে কি হে কোমল অমন **?**

শিবশ্রুন করে। মৃত্যুর পূর্ণে উচ্চারা ছুইছনেই করোজন চইয়াজিলেন। করোবাসের সময় রাজী "এউ নিয়েট" এরপ উৎকট চিন্তার দক্ষ হইরাজিলেন যে-এক রাথের মধ্যেই উচ্চার কেশকলাপ জ্বরাজীপের স্থায় ভরবর্ণ ধারণ করিয়াজিল। কাবে গড়েছিলে আগে, কাবে বেশি অনুবাগে স্বন্ধন কবিলে, বিধি, স্বৃদ্ধিলে যথন ? ফুলেব লাবণ্য, বাস অথবা শিশুর হাস কাবে, বিধি, আগে ধ্যানে কবিলে ধাবণ ?

ছিল কি হে নবজাতি স্থলনেব আগে এ কল্পনা তবে মনে ? অথবা শশি-কিবণে

গভিলে যগন—এবে গড় সেই বাগে ৪

দেগায়েছিলে কি উটি ক্সন্থিলে যথন অমৃত-পিপাস্ত্ দেবে ? কি বলিল তারা সবে দেখিল যথন অই হাসিটি মোহন ?

অনুত্র কি, অহে বিধি, ভাল ওর চেয়ে ? তবে কেন ছাড়ে তারা অধা-অন্ধ দেবতারা— অনুত্র অধিক মধু ও হাসিটি পেয়ে!

বিশ্ব চেয়েছিল ভারা তুমিই না দিলে; দিয়াছ এডই, হায়, চিবস্থগী দেবতায়, ছ.গী মানবের তবে ওটুকু রাগিলে?

দেখিলে শিশুর হাসি জীবিত যে জন
. কে না ভাসে, কে না চায়
আবার দেখিতে তায় ?
একমাত্র আছে অই অবিল মোহন—

জাতি দেশ বৰ্ণভেদ ধৰ্মভেদ নাই শিক্ষর হাসির কাছে: সবি পড়ে থাকে পাছে, বেখানে যথনি দেখি তথনি জুড়াই !

নাহি পর, আপনার, নাহি ছ:খ স্থ, দেখিলে তখনি মন মাধুরীতে নিমগন, কি মেন উগলি উঠে পূর্ণ করে বৃক্।

শাষ আয় আয়, শিশু, অধরে ফুটায়ে অই স্বরের উবা, এই অনবের ভ্রা

কুলিয়া সদত্বে--- দে রে মানবে ভুলায়ে !

হে বিধি, নিয়াছ সব, করেছ উদাসী, এক সনমের আলো উহারে করো না কালো, অতুসনা দীপ ওটি—নিও না ও হাসি!

চাহি না শীতদ বায়ু, যুকুল-অমিয়, চন্দ্রকর বারি কোলে নাচিয়া নাচিয়া লোলে, তাও নাহি চাই, বিধি >—ও হাসিটি দিও

ভাস্বে চাঁদের কর—হাস রে প্রভাত, ভাক্ পাণী প্রিয় ছেরে দোল্ পাতা ঝুরে ঝুরে পিঠে করি প্রভাকর কিরণ-প্রপাত ;

উঠুক মানব কঠে-ললিত দ**লীত,** বাছুক "অৰ্থান" (বাণী ; তথল তাগের বাণি ছটক নপ্তকী-পায় করিয়া মোহিক ;—

किছूरे किছूरे नग्र

ও হাসির জুলনায়, জগতে কিছুই নাই উচার মতন ! কি মধুমাধানো বিধি, গামিট অমন দিয়াছ শিশুর মুখে?

পদাফ ল ।

যত বার হেরি তোরে কেন ভুলি বল. ওবে শতদল পরা গ কি আছে ও খেতবর্ণে, কি আছে ও নীল পর্ণে. যথনি নির্থি—আঁ।থি তথনি শীতল। যত বার হেরি তোরে কেন ভুলি বল ওরে প্রশ্ব টিত পরা ? यथन ऋर्यात तन्त्रि माथिया नतीरत. হাসিটি ছড়ায়ে মুখে ভাসো নীল বারি-বকে টল-টল ভমুপানি কভই স্থাী রে--হেরিলে তথন কেন আমিও হাসি রে ওরে মোহকর পদা ? আমারও অগরে হাসি অমনি মধুর ফোটে রে আপনি আসি. ভোমারি হাসির হাসি পরকাশে জনিতলৈ—আহা কি মধুর! কেন, বা. না হেলে ভোৱে সদয় বিধুব ওবে সর-শোভা পদা ? মারার ম্বান, আহা, শিশিরের জলে ভिজिया गत्नव (शरम. (शक्ते कवि (केंद्रम (केंद्रम দলগুলি মোদ, ফুল, গুঠনেব তলে —

তগন হেরিলে কেন মম হাদি গলে

থরে রে মুদিত পদা গ

দেশিলে তথন তোরে আমিও হৃদয়ে

পাই বে কতই বাথা,

মনে পড়ে কত কথা

কুটিত সদয়ে যাহা দ্বীবন-উদয়ে

থেকাত চঞ্চল মনে উন্মাদিত হয়ে।

থবে আচ্ডাদিত পদ্ম।

বি যে কোমলতা তোর প্রের থরে থরে, পত্রনলে, শতদল ! জদি তোর কি কোমল ! সেই জানে কোমলতা জদে যার ঝরে !— আমি ভিন্ন কেহ আর জানে কি অপরে ধে কমলবাদী পদ্ম ?

কোটে ত বে এত কুল তড়াগের কোলে
শুল্ল নীল লাল আভা,
কাহার শরীর প্রভা,
কই ত আমার মনে ওরপে না গোলে,
এত স্থাপ চিত্র কই দেখি না ্ নোলে
বে চিত্ত নাক পদ্ম ?

দেখেছি ত পুশ ভোৱে আগেতে কতই
সকালে পেলেছি ঘবে,
সপারা মিলিয়া সবে,
তুপমর হুলতীরে বিহ্বলিত হই—
ওরে ভাবময় পর ?
তথন এ গড়ভাবে ছুবিনি ত কই

এত যে লুকুানো তোতে আগে ত জানিনে ! থৌবনেতে স্থগোদয হায় রে সকলে কয় — শ্রোত স্থগ কাছে আমি সে স্থগ মানিনে ! পরিণত স্থধ বিনা স্থপ কি জানি নে প্ররে মনোহর পরা !

ধে বাস ভোমাতে, হায়, সে বাস কি আৱ আছে অন্ত কোন কুলে ? অমন বাতাস ভূলে ছোটে কি স্থঃভিগদ্ধ ছুই মল্লিকার ? ভোৱি বাসে কেন হৃদি মুগ্ধ বে আমার বে কুক্লাঞ্ছন পক্ষ ?

গোলাপ, একডকী, চাঁপা, কামিনীর পরে
এত কি শোভে বে বন ?
এত কি মোহে রে মন ?
হৈরি যবে ভোবে জুল ইদের লহরে
কি যেন থেলে রে রঙ্গে স্কুল্য-নিম্ন'রে
হে সরোরঞ্জন পরা।

কথাটী ত নাহি মুগে—জাননা ত বাণী—)
তবু, প্তবে শতদল,
কেমনে প্রকাশে, বলু,
যে কথা স্থানে তোর—কেমনে বা জানি
প্রবে গুপ্ত ভাষী পরা ?
কেহ কি দেখে না আর এ তোর সরশ
মাধুরী-প্রতিম,ধানি ?
কেহ কি লোনে না বাং।
তোর ও কোমল মুগে ৮—আমিই পাগল!
আমিই একা কি মন্ত পিয়ে ও গ্রশ

কেন, বল, এইগ্রুপে বুরি নিরপ্তর
ধেথানে ভোমার দল
ফুটিয়া শক্ষায় জল দ
না দেখিলে কেন হয় একপ অন্তর—
কেন দেগি শৃক্ত মহী যেন বা গহরর
বল হদিগ্রাহী পক্ম দু

মুরি ত কতই স্থানে—কত দেখি, হায়,
বাজগৃহ, বন্ধু-গেহ,
পাই ত কতই মেহ,
তবু কেন, বল্, চিত্ত তোবি দিকে ধায়—
বল্ বে নিকটে তোৱ ধায় কি আশায়
প্রে চিত্তটোর প্যা ?

ধন, মান, বিভবের সৌরভ শোভায় এত ত মোহে না হৃদি. থাকে না ত প্রাণে বিধি এমন স্তবভি শোভা সংসার-গীলায় ভ্ৰমেছি ত এত ক'ল গেলায়ে সেথায় বে ক্রীড়াকুশল পদ্ম! কতবার করি মনে ভুলিব রে ভোরে, ধরিব সংসারী সাজ ভাঁজিয়া সদয়-ভাজ, অন্ত সাধে হলে ধরি ছবি মন্ত্য-ছোৱে--ভলে ষাই শুকুরণ ভলে যাই তোরে। হায়, মহোকর পল্প, না পশিত চিত্ততলে সে কল্লনা-মূল শুকায়ে সে সাধ-লতা! ভুলি বে সে সব কথা ! ভুলিতে পারি না কিন্তু একনাম ভুল — কি মাধুরী ডোর তোর, হায় বে, অতুল **अद्य भद्रभव भव**ः সভ্য কি বে ভোৱি দেহে এত শোভা বাস গ

কিষা সে আমারি মন প্রমানে ইয়ে মগন, ভাবে আপনার প্রভা তো'তে পরকাশ— চেতন ভাবিয়া তোরে শোনে নিজ ভাষ প্রয়ে জড়দেহ পন্ন ? যাই কোক যে বিধানে আমার কদয়

যাই হোক যে বিধানে আমার হৃদয় মিগুক মাধুর্য্যে ডোর, হ'লে জীবনের ভোর,

তবুও স্বপনে তুই হবি রে উদয় — ভূলিব না শুধু তোবে, বে স্থমাময় মুগন্ধ-নিবাস পর ! ভাবি শুধু কেন বিধি করিলা এমন— এত শোভা বাস যার প্ৰেতে জন্ম তাব, পঞ্চল বলিয়া তাবে ডাকে সাধুজন ? জানি না বিধির হায়, রহস্ত কেমন ওরে ভদ্ধচেতা পনা! হায়, বিধি, এ মনও কি তেমতি বিধানে वैधिमा এ मिर्श्रेष्ट ? कन्य-भरकत् कृटि, তাই এত ক্ষিপ্ত মন ডোবে ভাগে বানে ? वृत्याष्ट्र, ८व भेडमम अरहमा वक्तरन তাই তুই আমি বাধা, এক সঙ্গে হাসা কালা, তাই ওরে পরারুগ, এ মিল ছ'জনে : ভূলিব না ভোরে, পন্ম, जूनित ना - जूनित ना - जीतरन मत्ररण !

ইউরোপ এবং আসিয়া।

আবার উটিছে গ্রন্থ বিশ্বনা ঘোষণা !
শোন হে ভারতবাসী
কি উল্লাস পরকাশি
হিন্দুকুশ * চূড়ে অ'জি রটিশের বাজনা !
বান্ধ দামামা ডক্ষা, ক'নিবির কননা ;
আতকে "আসিয়া" কাঁপে,
বাজিছে সমর দাপে—
নাচায়ে বীরের পদ
ঢালিয়া উৎসাহ মদ—
বাজিছে "রটিশ ব্যাতে" বিজ্ঞের বাজনা !

অব্ধ্রণত্তনের ছিত্র দীমাস্থিত পক্তেশেশী।

উড়িল পাঠান রাজ্য ইংরাজের কুংকারে-সমভূম ভক্ষছার অদ্ধেক "বালাহিদার" "প্রতরগর্জান"-শিবে "হাইল্ভর" বিহারে। "সের আলি," "ইয়াকুব, দোরাণী" আলগান "পিলিজি" "হেরাটী" দল भरम मिन दहारहे वन-অখাবোহী, পদাতিক, "আইরিশ" গুর্বা, শিথ, পাহাত পৰ্বত ছিড়ে দৌড়ে তোপু খানা। इरताक आक्षात्म शानि नट्ट वेहे यावना. জানিহ ভারতবাসী "ইউরোপ" "আসিয়া" আসি এ রণ তরঙ্গে ভাসি কৈল শক্তি তুলনা! তুলনা করিল শক্তি পুনরায় ছ' জনে হেন তুরস্কের গায় "(क्ष डांना" दर्ग (३) (यथाय ; চম্কি ধরণাতল শিরে বাদি যশেক্তি ন লুটাইল "আসমান্" (২) কাশিয়ার চরণে : লুটাইল "জুলুৱাঙ্ক (৩) পশুরাজ বিক্রমে যুঝিয়া ইংবাজ সনে ज्ङ्बिय नमन भरन, ঘুচাইল বক্তজাতি "অ ফ্রিকের" বিজ্ঞানে: লুটে "গোহনদাজ" পায় এখনও "জাভায়" (৪) "আচিনী'' (৫) সমর প্রিয় হারামে দর্মশ্ব শ্বীয়,

 ^{(&}gt;) সম্প্রতি রাশিয়ার ও তুরক্ষদিগের সহিত্ব এইখানি
শেষ যুদ্ধ হয়।
 (२) তুর্বিসেনাপ্রতি।

⁽э) দক্ষিণ আফ্রিকার "জুলু" নামক এসভা জাতিও রাজা সিতার। (৬) খবর্মাপ:

 ⁽০) ব্রক্তকাল ফাবং লোলক্সক্রেদিগের সহিত্তু[†] করিয়া সম্রেতি প্রাক্তি হইয়গছ।

লুট্মাছে বার বার
ব্রহ্ম, পারসিক আর
ন, শ্রাম, আরবীয়,—ই উরোপের পায়!
পূর্ব্বে বথা হিমালয়-অধিবাসী দেবতা
কলির অস্থরে জয়
শ্রম্বিক প্রতিভায়,
াব তবে আগাজাতি-থাতি আজও জা এত

াৱ তৱে আৰ্য্যজাতি-খ্যাতি আঞ্চও জাখতা !

সেই ঐশবিক তেজে এ ধরণীমগুলে

ত্তিরত উরতি পথে

সদা সিদ্ধ মনোরথে,
বিজ্ঞান বিহাতাভাসে

হর্জিয় হাতি প্রকাশে,
চলেছে ইউবোপ-বাসী উপহাসি অচলে !
বিধেছ পুথিবী অন্ধ লৌহপাত প্রসাবি,
প্রনে শকটে বাঁধি
চলেছে উড়ায়ে আঁদি,
ফেলেছে ধরণী-পুঠে লভা যেন বিধারি !
শৃষ্ঠ হ'তে টানি আনি উন্মাদিনী লামিনী—
আজ্ঞাবহা করি ভায়
ঘুরাইছে বস্কুপায়, '

বুরাহছে বস্থায়,'
অগাধ অতল্পশর্ন
সিদ্ধৃতল করি স্পর্শ
পেলাইছে সে লতায় কিবা দিবা যামিনী।
থূলিতে বাণিজ্ঞা-পথ মিলাইছে সাগরে
অন্ত সাগরের জল,
ভেদ করি মহীতল,

ভূধর, বালুকা মাঠ—দূর কবি অস্তরে । নদীর উপরে নদী সদবীরে তুলিয়া চলেছে দেগায়ে পথ— কোপা বা সে ভণীরথ ! উপরে অর্থবপোত ধারাবাহী বহে স্রোভ—

স্ক্র প্রশন্ত পথ হই কুল গুড়িয়া !

কি গড়েছ, হে বিশাই, এ সবের তুলনা !
দেবতার শিল্পী তুমি,
হের দেব মর্ত্ত্য-ভূমি
নির্ভ্রমে চলেছে তব স্বর্গে দিতে লাঞ্চনা !
শোন হে গর্ব্বিত বাণী কি বলিছে বদনে—
শ্ব্রু-পথে বায়ু-স্রোতে
চালাবে মারুত-পোতে,
জলে যথা জলমানশুরে তথা ভ্রাম্যমান
কর্ণ দশু পালৈ তুলি গগণের গহনে।
না দিবে থাকিতে বোধ ধরতেল আকানে,
না কাটি শ্পানেমাণ চল (১)

না কাটি "প্যানেমা" চল (১) সসজ্জ তরণীনল

"অতলন্ত" সিদ্ধ (২) হ'তে উদ্ধে তুলি বাতাসে। নামাযে "শান্তবাগরে (৩) পুর্মভাবে ভাসাবে !

স্থির করি চপলায়, নগর নগরী-কায় কুটায়ে হুর্যা- থাকারে, ঘুচায়ে নিশি-মাঁধারে,

ইচ্ছামত ক্ষণপ্রভা দামিনীরে হাসাবে!

বদ হে "আদিয়া খণ্ড" অধিবাসী মাহারা— অন্ধ্ৰভাগ ধরাতল তোমাদের বাসস্থল— কোন পথে—কি উদ্দেশে চলেছ হে তোমরা !

"इंडेटवान" बका ७ क्यो ट्य वीट्यांत शांतरन,

শরীরে কিবা অস্তরে কোন অংশ তার ধ'রে, বিরাজিছ এ জগতে ? সাধিতেছ কোন রতে ?

চলেছ কালের সঙ্গে কি চিন্তায় মগনে ?

⁽ ১) উত্তর ও দক্ষিণ আমেবিকার মধ্যস্থ যোজক।

⁽২) ইউবোপ এবং উত্তর আমেরিকার।মধ্যস্থ মহাসাগর।

⁽o) আদিয়া এবং উত্তর আমেরিকার ম**ধার্য মহাসাগর।**

অদৃষ্টে নির্ভৱ করি নামিতেছ পাতালে !
"ইউবোপ" বাঁধিছে নির্দ্ধ আকাশ ভূধর ছিড়ি— কেবল উর্দ্ধেতে গতি দিবা সন্ধ্যা সকালে ?

তোমাদের দিবা সন্ধ্যা প্রাত্তংকাল রন্ধনী সকলি সমান জ্ঞান !— আছে কি না আছে প্রাণ,

অন্ধ অথর্বের প্রায়
 ডাক থালি বিধাতায়,
বলিলে অদৃষ্টে লোষী তুই হ'বে তথনি !

াক দোষ বে বিধাতার—কিবা দোষ প্রাক্তনে কি না, বল, দিলা বিধি ? করিতে ধরার নিধি বিধাতার সাধ্য যাহা দিয়াছে এ ভুবনে !

দিয়াছে এডই এনে, কগন স্থপনে

"ইউরোনে" না হরে তায় !

বল হে কোখা দেথায়

এমন পর্বত, নদ,

এমন দাক,, নীরদ,

এত পনি-জাত ধাতু, এত শস্তা রতনে ?
কোথায় দেখানে, হায়, হেন রক্ষি তপনে ৪

এত জাতি ফুল ফল,
এমন নিশি শীতল,
দেখেছে পাশ্চাত্য কোপা হেন শশিকিরণে ?
সকলি দিয়াছে বিধি অভাব যা কেবলি—
আমাদের স্কান্তিলে
সে স্রোত নাহিক চলে
আগ্রম করিয়া বায়
পাশ্চাত্য আগুৱে বায়—
বীচিতে—মবিংে, হায়, জানি না বে কেবলি !

শই দেখ জানে যারা করিতেছে ঘোষণা—
শোন হে "আসিয়া-বাসী"
কি উল্লাস পরকাশি
"হিন্দুকুশ"-চূড়ে বাজে রটিশের বাজ্বনা!

এ নয় দামামা, ডঙ্কা, ঝাঝরির ঝননা;
আতদে মেদিনী কাঁপে,
বাজিছে সমর-দাপে—
নাচায়ে বীরের পদ,
ঢালিয়া উৎসাহ-মদ—
বাজিছে "রটিশ-ব্যাতে' বিজ্ঞের বাজনা!

সাবাস হুজুক আজব সহরে।

ছেলাম টেম্পল্ চাচা, আছা মজা নিলে।
ভোজা দিয়ে, ভোটাং খুলে, মিউনিসিপাল বিলে।
ফ্যাক্ট বলি, সহর যুড়ে ভারি আড়মর।
এক্ট জারি হবে নৃতন প্রলা সেডম্ব।।
বলিহারি স্থবেনারি স্থসভা কেতাঃ।
ভেকি বাজি ইংরাজের হন্দ মঞা হায়।

কুরায় আগষ্ট নিশি একত্রিশা বাসরে।
সহরে পড়িল চবৰ, পর্ব্ব ঘরে ঘরে।
শয়া ছাড়ি বাতারাতি না হইতে ভোর।
বাসাড়ে, বাসিনা, বেওয়া, বেক্সা করে সোর॥
প্রাত্তংকালে জারি হবে নৃত্ন আইন।
ফ্রেম্ বাঁধা "ফ্রান্ডাইসে" নেটিব স্বাধীন॥
কেরাণী, কারিন্দা, ক্লাক্, মুদ্ধুদি, দেওয়ান।
মোলা, মুদি, নিউনিসিপেন্ রেকে

পাবে স্থান।

হর খোড়া কলের' কাটি নেটিব

প্রজার হাতে।।

দগ্বো জারি বাহাছবী কল্য দিবা প্লাতে।
প ক'বে ছপুর বেতে "ক্যাণ্ডিডেট" যত!
য়ন্ত হয়ে, বন্তা পুলে, সজ্জা করে কত।
ানেদি বাবুর বাড়ি টোটাবাতি জলে।
াাস লাইটে কাইন আলো আবুনী মহলে।
উক্লি, এটনি, মৃদি, পোদাবের ঘরে।
রেড্র তেলে আলো জেলে, পিরান্

গোসপোসাকে সজ্জা কবি বাহাল তবিশ্বৎ। দ্র্ণ টাপা স্মরণ করেন, সভা ভরিবং।। 5র্গা, কালী, শিব নাম শিকের তুলে রাখি। সিত্ত হ'ন কুলকুমানী, কির্থানী ভাকি।। বিরপর বিনিময়ে "বটন হোলে" আঁটো। প্রীয় শীর কম্মলের বাসি ফলের বোঁটা।। इक ज्ञाभ भग्राभूत्य शक्त 😇 िह स्ट्रा । प्रक र'न "स्मोनी निवान" र'टा, छाडि केटक ॥ কোন বা বাৰজী বালা-দহিত বাগানে। 5क दार्था. **७८५ स्टब्स्ट ए**डाटवर कामारन ॥ রোগা, ঘড়ি, টুপি, ছড়ি, টাঁকিয়া চাপকান। গড়াগভি পাত্তে ধরি, নাছোড বিবিজ্ঞান।। হাদন দড়ি বাছলতা, ছেদন কঠিন। বাবুঙ্গী ভয়েতে ভেকো, বদন মলিন।। इःथ (मृद्य भाषाविनी वाधन मिन चरन । ্টপ্পা গেয়ে তেরিয়ান উঠিলেন ফুলে া ক্ষালে মুছিয়া মুগ আড়িয়া চাপ্কান। "जिरि भनभन्नव"—वित्रा अञ्चान ॥ কোথাও কর্কশ কথা, বিষম ব্যাপার। কভাটি বলেন, 'থেপি, তলৰ রাজার।। প্রভাবে হাজির যদি না হইতে পারি। সর্বনাশ হবে, গেপি, পর্ব আত্মভারি।। न्धान् नाना "त्र्यान" हट्ड योट्ड कट्ट काक । क्ष्वक्ि, अक् उ शिरमा, ७क यादव शाक्।।

ব'লে আঁচিল খুলে একদাপটে পগার হলো পার।

খোষজা পুড়ী অবাক্ তেবে ভোটের ব্যাপার।।
পীরবন্ধ, রামগোবিন্দ, নব্য ভোটর যত।
শুলানচায়িনের" ফ জানে না, ভয়ে বৃদ্ধিহত।
দারা রাত্তি বুদার কামড়ে।।
হদ তরিবং পায় মশার কামড়ে।।
হগের হুকুম শুকু, সময় বদি বয়।
চাবুকে করিবে লাল্, সদা প্রোণে ভয়।।
পরিবার পুল, কন্সা, হাহাকার করে।
দাবাদ্ হুডুছ আড়ু আজ্ব দহরে।।
দবাই তুফান ভাবে, ভয়ে হব্ থব্—
কবি বলে, শদানন বিনে সভ্যতা কি কভু ছু"

"ভোটিং হলে" মিটিং এবার ষোটে

কত লোক্। কুক জোঁক।।

কেহ গোরো, কেহ ছপে কেহ ক্ল জোঁক।
বাকা তেড়ি, হাতে ছি, একমেঠে গড়ন।
কামিজ আঁটো নবব বাবু নাগব কোন জন।
কেহ বা দোনেটে গানা, কেহ ঘেঁটুরাজ।
মাথাছাটা মেইদি কেহ, কেহ দিমূল্ ভাঁজ।।
গাড়ি গাড়ি নামে বাবু, বিণিক, কেরাণী।
কাড়ি কাড়ি কা. প্রিটেই, ক্লেপ্তের কোম্পানি।।
কেহ চড়ে যুড়ি কেউন্, কেহ আপীদ্ জানে।,
কেরাঞ্চি কাছাবো ভাগো কারো বা ঠন্ঠনে।।
কেহ বা আড়ানি তোলা "রাক্ব্টের" ছাল্।
কারো শিবে "পাবাসল্" বিবিয়ানা চাল্:
"এল্বো' ঠেলে "হলে" চোকে সেথো

লয়ে দাং।

ইংবেজী ধরণে গতি সাবাস্ ক্যাবাং।।
"মাচ" করে পিছে পিছে "ভোটর ভাষারা।
আগে আগে মষ্টবারী জুলিদ্ পাহারা।।
কোনে বলে ছাঁসিয়ার ভোটর সে কোনো।
ভেড়ে দেও "দঙাবিধি," কাণ্ড কিতা শোনো॥

ঘবে আছে পাঁচটি ছেলে একা বোজ্গারী।
আমার ওপর বিনি নোহে "প্রর" কেন জারি ?
"ফরেণ চীজ্" চাইনা বাবা ছেড়ে দাও যাই।
ঘবের থেয়ে, বনের মোন, কি হেতু তাড়াই ?
তার সঙ্গে অক্স কেহ বলে কিন্তু হয়ে।
যমের ঘবে আমাদের কেন যাও বয়ে।
আমীর উজীর ওরা, কেহ বা মনিব।
ওদের সাতে পার্বো কিসে আমরা গরিব।
ভোটের সড়াই এমনবালা আলে জানে কেটা।
তা হ'লে কি ধরা দিয়ে ভূগি এত লেটা।
কালাটি; ঝটাপটা, কত করে সোর।
"হগের" প্র্ণো কত পিত্তি --প্লিনের জোর।
"বাটন" গুঁতোর চোটে ভোলে

্ভোটের কলে ! মর্ম্ম "হীটে" চর্ম্ম কাটে, ভাসে ধর্মা জলে।

বার থাড়া হুই দল "হলের" ছণারে।
মধ্যস্থলে মধ্যবর্ত্তী "পাইন" হাকারে।
"ইলেক্টর""ক্যান্ডিডেট" হবে জোঁকাজু কি।
পানীবাসী "ফ্রেণ্ড"দের গাত্র শোকাশু কি।
কোথায় ঈশ্বরগুপ্ত ভূমি এ সময়।
চতুর রসিকরাজ চির রসময়।
দেখিলে না চর্মাচন্দে হেন চমংকার।
বন্দের গোগৃহ রঙ্গ বাঙ্গের বাজার।
কিছু কাল যদি আর থাকিতে হে বেঁচে।
শিকাটির" জন্ম দেখে কল্ম নিতে কেঁচে।
সাক্ষাতে কতই রঙে নব্যতন্ত্র সঙ্গ।
ভসর, গরদ, গজে ঢাগতে কত গঙ্গ।
বল্তে কেমন পাকাগোঞ্জ কল্প

বলিছারি জবিধ টুপী বুড়োর মাথায়।
সুঁটিদার মোড়াসার আহা কিবা ঘটা।
বায়ান্ত্রে শিবে ডাজ, কক্ষেত্র ছটা।
ঘুন-ধরা বনেদি বুড়ো, শিবে ডাড়া টুপী।

লেন্ বসানো "বেলাকু ক্যাপে" ঝোলে "শিক" গুপী।

অপরূপ শোভা, আহা, বাব্রিছাঁটা চুলে।
শ্বশানশায়ী কান্ত হেরি কান্তা যাবে ভূলে॥
সাম্পার স্থকার্ণিদ, মোড়াসার ক্ষের।
মোগ্লাই ধুকুচির মাথা ধরা ঘের॥
"রাক হাট্ " "ফেট" টুপী, বোধায়ে লঠন।
লাইন বাধা সারি সারি "জাইন" কেমন॥
বাসালী বাব্র সাক্ত আমার চবে বালি।
নকলে মঞ্জব্ধ বস্ব, আসলে কাঙালী॥

ফদ হাতে মধ্যস্থলে মধ্যস্থ লাড়ায়।
মেশ্বর বাছনি হলে "ব্যাটন্" হেলায়॥
ভোটর ধরে শুলার" করে তুনি কারে চাও ল কোন জন বলে, সাহেব,এটা আমায় লাও ল কেঁড়ে কেতার উড়ে কীন্তি, বগলে ধাহার। এলেম্ভরা, 'ডি এল' মারা পছল আমার। "রাইট" বলে 'ব্যাটন'' তুলে বাছলার চায়। "ইলেক্টর' অন্ত জনে ইন্সিতে স্থায়। দে জন বলে পরিপক থালা কালো জান্। "নিগ্র্কুলে' কালাচাদ এটা নেব হাম্। এক্তুকপে, টেকা মেরে, "ব্যোম''

্য ব্যৱহার "অম্বল্য থেকে "অনাধেবল," আর কে অমন কাছে ?

হেসে প্ন: "আপিদার" "ব্যাটন" ধরে ভূলে।

বৈক্ষৰ ভোটর বলে মনের কথা খুলে।
আমি গবো বাছা অই মুবলী বসিক।
বস ভরা মুখখানি, হাসি কিক্ কিক্।
মাথা ঘুবে পড়ে হেবে নমনের ঠাব!
অমন স্থক্ষর ছেলে কোথা পাব আর ?
বলিছে ভোটর কোন অই যে ও সেবে।
ইটো গৌফ, কাচা পাকা, ঘটা করে ফেবেটা

লোহারা চেহারা খাসা, চোগা বৃটিদার। টাকার আতিশ উটি "ফতের" ভাঁড়ার। দানদার দাতা তব "প্দ^{্রে} নহে "ল্দ। **ঈশপের উপক্তাদে অই দে "**গোল্ড গুদ্র"॥ গিনি কাটা খাঁটি সোণা, আছে "ট্রু" বিং ॥ तिरथ **उ**त्न निरठ स्ता "ना ह के क्ति थिर" ॥ কে বলে আমি চাই অই সুরাহ্মণ। পাকা দাড়ী. --সাদা চল, ঋষিটি বেমন !! বিতের জাহার বড়ো, বন্ধের নবীন। খুষ্টানের মুগপাৎ, চোথানো স্ক্রিন। আমার পছক এই খুইভেক্ধারী। সাপোটে দিলাম ভোট, স্থিতি আর হারি। 'হোর্রা' দিয়ে, হেনকালে, চ্যোকে দেখি 'হল' ভঙ্গীতে বুঝির তারা উকিলের দল। চমকে চমক ভাঙে, "টি-ট' হ'তে নামি। "এণ্ট্ৰান্স" আটক করে, দাড়াই গিয়া আমি॥ সকলের আগে এক মন্দ দিল সাজ। দিগগজ ছ হাত, যেন তালের কাঁডি খাডা॥ আন্পাকা চুলেতে তেড়ি, বুরুদে বাগানো। "পার্ফিউমে" ভরা কেশ, রুমালে ছড়ানো ॥ সথের প্রাণ, সাদাসিদে, বলুছে যেন হাসি। "দেল্বারিতে" ধ্যাতি অংমার, আর সকলি

"দেকেন্" করে ছাড়ি তারে অন্ত কথা নাই। হীরে বাধা সদয় গানি, ঐটি আমি চাই ::

বাসি !

এবার টিকিট হেরে হাাস নাহি ধরে।
লেখা তাতে গোটা গোটা ছাপার অক্ষরে
গণিত, গায়ক, গাড়ি, "চটকে মলুন "'
হিছ্যানি হেক্মতে হল বাহাছুর;
বারো মাসে তের পর্বা, বাই, বেম্টা নাচ।।
"হেল্থ" ভালো, চিরকাল ঢালাই করা ছাঁচ।।
বাইমুড়ো"ফাষ্ট" খ্যাতি, ভন্ধা মারা নাম।
শর্ম ঘটে আৰ্দ্ধান, বর্ণগোৱা আম্।।

ছই "পাস" একেবাবে শ্রেতে উত্থান। এইবার বক্ষা কর মুফিল আসান। ছই বাঙালে এক সঙ্গে "হলে'' যেতে চায়। কারে রাখি কারে ছাড়ি, পড়ি ঘোর দায়॥ এক বাহাতর "হল্কে" ভারী বন্ধ ফাপা পেট। হারাদেহ কঞ্চিকাটী অন্ত ক্যাপ্রিডেট ॥ ছিপ্ছিপে বাঙাল বাব বাগেতে ফে'পিয়। ন্ধনো পেটা ভাঁদো দাদা মজুবুং কথায় ? বাকাতে বাকাতে ওটে কন্দলের ঝড। হাকাহাকি চেঁগাটেডি. বেহদ বেগড।। विषक्टि वंशिल शामा वज्रे वामारे। আহেলী বেলাতি বোল, আনকোরা ঢাকাই। গ্রম গ্রম আছে। রক্ম ইংরাজি ফোড়ন। ভাদতে তাতে সাধু ভাষা মিষ্ট বিলক্ষণ।। ভোটিং গেল ভাগন্তা হয়ে, "ফ্রেন্সিপ্ কুল্" কবি বলে গুজনাই "দাউন বাইট ফুল"। "অনর" বছায় কত্তে হলে, ঘুশি সাফাই চাই। "ভলগার" ব্যবস্থা কেন কথার লভাই ?

আলীপুর গুড়ি যুড়ি গাড়িতে ছয়লাপ।
চোপদার চোপরাশি, ডুতা, কটিকসা ছাপ॥
পেগম্বর জমিলার, খোক রদি বাজা।
শিষ্ক, সাটিন, গরদ, চেলি চাপকোনেতে ভাঁজা॥
গলবন্ধ সেকেটারী সাহেবানে ঘেরে।
শোটমেন্টা পাস পাইতে দাবে ঘাবে ফেরে।
কেই বলে খোলাবন্দ ছই লক্ষ্ণ আয়।
কেই বলে ভারত ভারা শামার গলায়॥
কেই বলে খামার শিকনে বাদ থাড়া আছে
কেই বলে খামার শিকনে বাদ থাড়া আছে
কেই বলে খামার শ্বনে ধানে টাকা

শ্মা বাপ" সাহেব তুমি রক্ষা কর মান । নৈলে ঘরে ফিরে গেলে, বোঁচা হতে কাশ। অতি কুদ্ধ পিতামহের গেলাই তুলে কেই। বলে সাহেব, সবার আগে স্মামাইশাস্প দেই।

श्रामि ।

কেই বলে কৃষ্ণদাস আমার প্রতিবেশী।
থোদাবন্দ ফেল্ কলে পাড়া শুক হাসি।
মৌলজী বলেন আমি মুগল্মানের চাঁই।
ছজুর্ যেন ইয়াদ থাকে, বান্দার দোহাই।
নবাব বলেন আমি নমুলী উজীর।
হকিয়তে সামার হক্ ফিল্ বি হাজির।
ফেগাদ করে, কত সেবে, মাথা কুটে কেঁদে।
একে একে কেরেন সরে জ্মপত্র বেলে।
বাঙ্গালায় বন্দনীয় যত স্ববতার।
বিলহারি বঙ্গবাসী ভারিপ্ ভোমার।

মগর ভিতরে হেথা নাগরীর হাট।
নবীন তরঙ্গ তুলে করে কত নাট॥
বাছনি, "ভোটং হলে" নাচনি পাড়ায়।
ব্যক্তরা বামান্তরে শ্রবণ ভূড়ায়॥
বিবিয়ানা তেড়িকাটা তরুণ তরুণী।
তেকেরা সাড়ীতে বেড়া, গাঙ্গের উড়নি॥
"কঙ্গ" মাথা মুথ খানি, পাথা নিয়ে হাতে।
গারবে গজেন্দ্রগতি খুরিছেন ছাতে॥
উদ্দেশে কাহারো বলে ভাগ বুকের পাটা।
মিউনিসিপের ক্মিরনর হবে আবোর সেটা॥
মেগের হাতে বাঁড়া রুলি, পেগের বড়াই

বাগীলা, বাগান, বোটা, নাই একটা মালী । সে আবার হইতে চায় ভোটের মেন্বর : পোড়া কপালা, কালামুগ, ধিক্ ধিক্ ছার ॥ বাড়ীর নিকট ছাতে, সাড়া কালাপেড়ে। অভিলে চারির থোবা কেলে গলা বেড়ে॥ বিদিয়া জনেক রামা "উলেন্" বিনায়। সিঁথিতে সিপুর ছটা চাঁদের পোভায়॥ ভনে কথা, মরালের মত মাথা সুলে। বলে হায়, হালি পায়, যম আছে ভুলে॥ কড়িতে কি খোটে মান, বড়িতে থিচুড়ি। ভড়তে কি খালা হয়, এক আলুলে ভুড়ি? আঙটি, ঘড়ির চেন, বানরে কি সাজে ? আমার ভাতার হলে, আমি পালাতাম

হরপের এক অক্ষর যার ঘটে নাই।
দে হবে মেশ্বর ! তার মেগের মুবে ছাই॥
কোন গবাক্ষের কাছে রমনী আহলাদে।
লক্ষ্য করি অন্ত জনে কথা কহে ছাঁদে॥
কিপ্টে ভাতার, কেয়া কাঁটা, কুম্ডো

মুখ মিষ্ট মধুপর্ক, সকলি সমান।
সে বলে ওগানি, জানি পুরুষ বড় দাতা।
লম্বা কোঁটা পরের কাছে, ঘবে ছেঁড়া কাঁথা।
বল্যে—পালটা গেয়ে, আল্তা মাধা পা
ছথানি ভূলে।

আগ্না ফেলে, জান্লা দিয়ে, চলো গোলা

চুলে।

ক্বি কহে "ফিমেল" বাছাই হয় যদি কথন।
বাছুনির বাহাহ্যী দেখাব তথন॥

পোলিং শেষে হাছুরে ডাকা, পরক্ ভারী দড়।
বাছাই করা মেষরেররা কাউলেলে জ্বন্দ।
কাগজ হাতে, হগ্ বাবাজী, হাকিনি ধরণ।।
একে একে, ডাকেন সবে ত্যাড়া উচ্চারণ।।
নবাব নমূল আলী, খান্দামা গোলাম,
রায় রাজেল্ল, জীরাম যুগী ? উত্তর—'দেলাম'
কুমার ভেকেল্ল কট, কানাই নাজির,
সাহের জানা পেকেলর ? উত্তর—'হাজিব"
নাপিত নদের চান, পদ্ম বাহাছর,
ছিদাম মালী, জীধর মুগী ?—'হাজীর হুছুব।
রামভন্ন তেতল্পী, নবি বর্কনাঞ্জ,
আনারেবেল শিইদাস ?—'গবিব নমাজ।"
প্যাগন্ধর "দি, এস, আই" প্রেশ ভৈন্ব,
জীরাম মন্তর্ফি 'হায়"—সাহের দওবং।।

মৌলজী তালিম্ মি:া, ইক্লেক্স পিরালী,
ঘড়েল সাবুই বাগ্ ?—"হাজির ছতুরালি।"
ডিপ্টি নফর বন্ধ, দৈয়দ নবিত্তে,
জো হকুম শিবপাঁচাচা ?—"আপ কি ওয়ান্তে।"
হাজুরে ডেকে সাহেব গেল, যাত্রাভঙ্গ গোল!
হল্লা দিয়ে ছুটলো পাছে তাকই মানেব "শোল"
কোলাকুলি, গালাগালি, "সেকেনেব" ধ্য।
মিউনিশিপেল মক্স দেগে, আকেল গুড় ম।।

হায় কি হলো ?—

(>) হায় কি হোল ?—কলম্ছু তে হাসি এলো

ছণে !

ভেবেছিলুম্ মনের কথা লিখবো ছাতি ঠুকে !
এলো হাসি— হাসিই তবে, ঢেউ পেলিয়ে
চ'লে,
ছড়াক্ খানিক্ রসের্ কথা—"হায় কি হলো"
ব'লে !

₹)

হায় কি হলো দেশের দশা বিপণ রাজার

ভূবে পূ
সালা কালায় সমান্ হবে,—স্বার মুঞ্ বুবে।
আসল্ কথা রইল কোথা, কেউ না সেটা
থেঁজে;
কথার লড়াই, কথার বড়াই,—হাওয়ার

সফে যোঝে!
সফেদ্ কালা মিশ থাবে না,—স্মান্ হওয়া

প্রে!
নাচের পুঞ্লু হয় কি মান্ত্র, ভূলে উ চু ক'রে।

(0)

হায় কি হলো—পেটের কথা বেরিয়ে গেল
কত !

ইস্তক্ সে লাট্ টম্মন্—বেরাল ইন্দুর ষত—
"রাষ্ট্র ক'বে ব'লে দিলে গুপ্ত প্রেমের কথা"
উচ্চপায়া, নেটবদিগের সেটা কথার কথা !
ধন্মভীক এদিশীও তাদের ভিতর ছিল,
স্পষ্ট কথা ব'লে দিয়ে—"পুরস্কার" নিল !

(8)

হায় কি হলো—কত লোকের ভ্রমটা গেল

ত্ত্তে,
বিলেত ফেরা এ দেশীতে প্রভেদ নাইক ছুচে!

যতই বলুন, যতই শিগুন ত'চেত চলন চাল,—
ইংরেজেরা ভোলে না ভায়,—হায় বে

কলিকাল্!

(4)

হায় কি হলো – কপাল পোড়া, উমেনারের পেসা,

পড়লো চাপা, জাতার্ তলে—সাহেব বড় গোষা !

অন্ন গেলো বাঙালিওই, আর কি হলো তায়! এ পোড়া ছাই "ইল্বাট বিল্" কেন হায় হায়!

হায় কি হলো—দেশের দশা বিলেত গেলে রমা, তিন্দিন্না যেতে যেতে খৃষ্ট ভজে, ওমা ! পুরুষ পাছে মেয়ে আগে, সুফল্ তাতে ফলবে না,

চাই এ দেশে, আর্ কিছু দিন্, এ দিশী ্ৰজানানা"

19

হায় কি হলো—কথাব্ দোষে স্থান্ গোলো

জেলে !
কিংলিক্সানে "কন্টেপ্সট্"প্ৰ"দিচিন্ন" চলে !

है श्विम्मादिन "कन्दर्वेश्यद्वे" अ"मिष्टिमन्" हरन १

আহেল্বেলাত নৱিদ্সাহেব ধর্ম অবতার দেশের ছেনে থেপিয়ে দিয়ে ক'ল্লে একাকার ! ফিন্কি ছুটে ভারত স্কুড়ে আগুণ গেল

(न्दर्भ :--

হায় কি হলো—ছেলেগুলো পুলিশ দিলে! দে

(मटर्ग !

(6)

হায় কি হলো ?---বলদেশের কপাল গেলো ফিরে ! গুলি পুরে গোরা ফউজ লাড়িয়ে বারাক্পুরে !

আস্ত্র হেনারা পত্র স্নাভ্তর বার্ক্তর ন আস্ত্রে স্বরেন্ ঘরে ফিরে—এইত কথা সাদা, এতেই এতো আড়ম্বরি ? ইংবেক কি গাধা !

(5)

বোঝে যারা "হায় কি হলো"—ভাদের কাছেই বলি, "ক্যাসনেদ ফনের" ব্যাপারটা নয় কি

1.4

চলাচলি ? পরের অধীন্দাদের জাতি "নেদেন" অধানার ভারা।

তাদের আবার "এজিটেদন্"—নক্র উচু করা !
(১০)

হায় কি হলো—দলাদলি বাধলো ঘরে ঘরে ! পার্টি পেলা চেউ ভূলেছে ভারত রাজা পরে। সবাই "লীডর" —কর্ত্তা স্বয়ং আপুনি বাহাত্ত্ব. কতই দিকে ভূল্চে কতো কতই ভরো স্বর।

(>>)

হায় কি হলো— আকাল এলো আবাব প্ৰজা তুলে, বাজাব পূণ্যে প্ৰজাব কুশল—লেখাই আছে মূলে ! হায় কি হলো তাদের আবাব,—অন্ন যাদের ঘরে : ক্ৰমিদাবের গলা টিলে শ্বহ চবি করে ! "টেনেন্দিবিল" নামে আইন হ'টেট ভৈয়ার করা,

গয়া গঙ্গা গদাধর ভূষামী প্রকারা !

(><)

হায় কি হলো—বন্দদৰ্শন, বন্ধিম দেছে ছেড়ে ! হায় কি হলো—দেশটা গেছে "সাপ্তাহিকে" যুড়ে !

হায় কি হলো—হুদেব গেলো, ছেড়ে গুরুণিরি ! হায় কি হলো—হেম্, নবীনের্, নাইকো

কারিজ্বি!

(50)

সবাৰ চেষে হায় কি হলো — ৪ই যে হাসিপায়, "হোষ্ট পিগট" মিষ্ট কথা — "মিষ্টিবি" তলায়! কি কাণ্ডটা ছি ছি ছি ছি "ন"জ্জাব কথা বড়! পানৱী হয়ে উভয় দলে— বগড় এত ৰড় ৪

(38)

হায় কি হলো —আধ পানা মাঠ জুবার্ট নেচে ঘেষে i

বিষয়টা কি, বুঝতে নারি কাওপানা হেবে !
আন্দেক বাড়ী সহর্ মানে হ'চ্চে নেরামং;—
ভনতে ভালো "এক্জিবিসন্"—এক ভাবে
ক্রমং!

দেশের শিল্পী কারিগুরি শিগনে বিলাতীরা— অল্পাভাবে ছদিন বাদে মর্বে এদেশীরা ! হাস্বো কত "একছিবিসন্" দেশের ভাল করে।

পেতে অল্প নাইক যাদের—একি ভাদের ভবে ?

(34)

होत्र कि हत्ना, नाज़ाहे काथा १—हेश्टवटक हेल्टवटक

ভূমূল কাণ্ড বেবে গেছে — দ্বাই মন্ত্র দাবে ! বল্চে বত "কলোনিয়া" আম্যা হিছে চাই, "আইেলিয়া" ভাগু বদাবে অন্ত কথা নাই ! এ দিশী ইংরেজ যত বীধ ছে সবাই দল্, রাধ্যে ভারত নিজের হাতে —দেগিয়ে বাহ্যল

"ইংলিস্ম্যানে'র ফরেল্ স[া]হেল কলে

পেছন থেকে পাইওনিয়ার ই'ক্চে হ'ওবলা বাপ্রে বাপ্ কি চেহারা "ভলন্টিয়ার" গণ হ'ভিয়ে গেছে সঙ্গিন, হাতে—কীপ্তে

কলা বন :
মার কি থাকে রাণীর রাজ্য দ নীলকর চা-কব
দঙ্গিন থাড়া দিচ্ছে সাড়া—উচিয়ে হাতিয়ার :
ছেড়ে দেবে ছবরা-ভরা—পাগী-মারা "এন"—
উড়ে মাবে ছবাগ দেপাই—" মার্শি"—
"দেকর" গ্লা

াইত বলি "হায় কি হলো"—বাজা আলমণিবি :

একেই বলে দেশোঁরতি—সাবাদ বলিহাবি !
নূজুবে যদি "হাম কি হলো" —পমসা কটি নিও,
যত্ত ক'বে বঙ্গদর্শন কাগছু গানি নিও !

''নেভার্—নেভার।

(>

গেল রাজ্য, গেলমান, ডাকিল ইংলিশ্যান, ডাক্ ছাড়ে রান্শন কেণ্ডমিক, মিলার— "নেটবের কাছে পাড়া, নেডার—নেডার :" "নেলার"—সে অপমান, হতমান বিবিজ্ঞান, নেটবে পাবে সন্ধান, আমাদের "জানানা ?" বিবিজ্ঞান ! দেহে প্রাণ, কগনো তো হবে না ॥ থিপু হিপু হিপু হবে হাট্ কোট্ বুট্ পরে স্পা ভাবে জগতেরে—তাদের বিচার নেটবের কাছে হবে ?—নেডার—নেডার" !' "নভাব"—সে অপমান, হতমান বিবিজ্ঞান,

নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের "জানানা।" দেহে প্রাণ, বিবিজান্! কখনো ভা হবে না।

(?)

কালি মেদি ীংল, ধবা ৰাম বসাতল,
মন্ত্ৰ ফোনে উদ্ধানে "ননেনিয়াব ছুটেছে,
কালক কলম ধবে কামিনীবা উঠেছে!!
ভবে হিপ্তত্তের হো, শিতে বাজে
ভৌগভোন বানীন সদা "জীডম্—এভাব।"

(0)

বিলাতি ববেব বব কানিনী গেপিল সব,
নম্লভের কাছে গিয়া কাণে দিল পাক্,
প্রক্ত তুলে নৃত্য কবে অতৃশ আনন্দ ভবে
ভাকিল বুটিশ-বুম গাঁক্ গাঁক্ ভাক।
ভবে হিপ্—ভবে হো, শিঙে বাছে
ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বুটন স্বাধীন সদা—"ফ্রীডম্—এভাব।"
"নেভাব"—বে অপমান, হত্মান বিবিজ্ঞান
নাটবে পাবে সন্ধান আমাদের "জানানা।"
দেহে প্রাণ বিবিজ্ঞান, কগনো ভা হবে না।।

(8)

আয়বে কিরিসি ভার্ট সিদ্ধুপারে চলে যাই
সেথানে "নিবার্টিহল" আমাদেবই সভা।
পাত্র মির যত জন সকলেই গবা!—
বুমাইব খাটি হাল্ আছিলাম এতকাল
হিন্দুদেশে ভালবেদে হিন্দুর সন্তানে,
সিংহ যেন মুগ কোলে অর্গের উপ্রানে!।
লাখি কিল পটাপট, জুতো চড় চটাচট্
লিভর্"পীলে ফটাফট আপনি যেতো ফেটে
আমবার করুণায় মলম মাধায়ে গায়
বাবিতাম কোলে করে স্কিনুর সন্তানে।

সি'হ যেন মৃগ রাথে স্বর্গের বাগানে ! ছরেহিপ্—ছরে হো—শিঙে বাজে ভোঁণ ভোঁণ ভোঁণ— রুটন স্বাধীন সদা "ক্রীডম্—এভার"। (৫)

ছঁ সিয়ার ইলবার্ট দেখো হে বিপণ্ লাট—
সাহেব-রক্ষণী সভা সংগঠিত হয়েছে।
ছপোচ তেপোঁচ মিলে লক্ষ টাকা দেছে ভূলে
চাম্ডা কটা কতগুণা এ"ক্ষিবিয়ন্" যুটেছে।—
হিপ্ হিপ্ —হিপ্ হরে ফাট কোট বুট পরে,
তাদের বিচার করে এ জগতে কেটা
থ
আয় রে কিবিন্ধি ভাই সবরঙা ডাকে সবাই—
সিন্ধু পারে দেখে আসি ইংরেজের সভা।
পালে ঢুকে মিশেযার, আব্দু পিব্দু, নাহি বব
সিংহদলে হান পাব বেছে নেবে কেবা!
ছবে হিপ্—হবে হো শিঙে বাজে

• मिनी "वृष्ठेन" (मोवां शोवांदमव गाणें !!

(b)

अग्र ज्य वृष्टेस्तव জগ্ৰ-পেধেছে টের— ভারত উদার হবে আমাদের "মিদনে।" পূৰ্ণ নহে, ডভ কাল সে বাসনা ষতকাল আমরা থাকিব তেথা কি করিবে রিপণে !-ভারত ভীমার হবে, আমাদেরই"মিদনে "" हिश हिश-हिश हत, कांवे कांवे वृष्टे भर-বেডাব শিকার ধরে ষেথা পাব ভুবনে-কি করিবে অ'ম'দের "টেবেটর" রিপণে !! भक्त यपि करत शोग. ধরিব বুষ্ড বে'ল্, উচ্চতানে শুনাইব নিচক থে উছ। সাবাস ইংব্ৰেক কাতি দাবাদ বুকের ছাতি, লাজনে বেঁখেছ ভাল সভাতা নেযুত্ !! छत्त विश हत्त्व दश-शिद्ध वाद्य त्वं। त्वं। त्वं।-

বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম্—এভার।" হুরে হিপ—হিপ—হুরে, হুটে কোট বুট শরে সরা ভাবে জগতেরে তাদের বিচার নোটবের কাছে হবে ?—"নেভার্ নেভার!"

(9)

কলববে কুত্হলী নেটিবের দল।
জনবুলে দেখাইল শিংওছাঙা কল।
দেখাইল বাড়ি গাড়ি সুড়ি বাছা বাছা।
"ম্যালো ফিশ" মনোহর আনন্দের খাঁচা.॥
ছড়া হড়া পরিপক তাজা মর্তমান।
দেখিলে ইংবেজ ঘাহে দলা মুগ্ধ প্রাণ।
দেখাইল বন্ধগর্ডা বাজালার প্রবা।
মাক্রাজ বোড়াই দেশ চকুমনোলোভা॥
বন্ধমঞ্চ "বেসিডেন্সি" দেখাইল কড,
জলিছে ভারত জুড়ে মুর্মণিক পর্বাত ?
চলেছে তাহার তলে এদেশী বাজারা,
পৃষ্ঠপতে খেতকায় বাণীর প্রজারা!!
ছবে হিপ—ছবে হো নিঙে বাজে

वृत्तेन चांधीन मना "खीडम्-**এडा**त ॥"

(b)

হঠাৎ পড়িল ডাক সামাল সামাল।
বলি লোন্ প্ৰৱে জাই ইংৱেজ ছাবাল।
এ বাজৰ হেড়ে আব কোবা হাসি বল
চিব শিকা বৃটনের পৃথিবীর দুট—
ভাবত ছাড়িয়া বাবো — টুট টুট টুট !
ধুপ্ছায়া জাযারা সবে শোন তবে বলি,
আবমেনিয়া যাও হে কেছ—কেছ চুনাগলি।
শেলই কথা বলা জাল দিয় বড় জাবি—
মিলচ্ কাউ" ইভিয়াবে ছেড়ে বেডে নাবি!
সবাই মিলে "আয়া হেম্" বলে পড়েট

পানে চার,

উচ্চতানে ধীরে ধীরে হাম্বা করে গায়---ছবে হিপ-ছবে হো-শিঙে বাজে ভৌ ভো ভো

বুটন স্বাধীন সদা—"হেথা ফরেভার॥ हिल हिल-हिल् हत्त्र, दश्या एहर यात फिरत ? "ড্যাম দি নেটিব বিল "নেভার নেভার ! ?"

বাজিমাৎ।

(बैंटि शोटका मुथ्रात्र (भा, (भट्न जान टिटि । ভোমার পেলায় রাং রূপো হয়, গোবোরে भाजक (कार्ड ॥

"ফিব্ৰু" দানে, এক তাড়াতে,কল্পে বাজি মাং। মাছ, ৰাত্তরে ভেকো হলো-কেয়াবাং

ক্যোবাং ॥

সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায় ! দেখালে ঋত্ত কীণ্ডি বকুলতলায়! পুণা দিন বিশে পৌৰ বাঞ্চালার মাঝে। भक्ष श्रात कृत्रवानां मञ्जारव हे:वारक ॥ काथाय केनवी नम ? विशामागव काथा ? মুখুৰ্বোৰ কাৰচুপিতে মুখ হৈল ভোঁতো। रदिक नरशक रशांधी ठाकूद शिवानि, ठेकाट्य वांकुड़ावांनी टेकन ठाकुवानि ॥ थक मुश्राब दविंग विनवादि गारे ! नुखा नृद्ध मन्त्र मन्त्र मन्त्र कित्न निर्म छोडे ! e श्टीम . क्रक्शांम ! अकवांत्र (मथ CECA ৰকুণ্ডলার পথের থারে কড শত মেযে---कारना, फिरक, लोब, त्माना शंट ख्यां भान **রূপের ডালি খুলে ব**সি পেতেছে দোকান ৷ चाम्रत्व ताका ताक्मातिकत्, गाँउ मार्ट्द्व प्रस्य- মারবেল মারা গিলটা হলে, একবার **(मर्थ ८५८३ ॥**

বেলগেছেতে খানা দিয়ে খেটে হলে খন। বিষ্ণুপুরে মিন্সের দেখ ব'ড়ে টেপার গুণ । हि तांद्यक्त, कान कांग्रेटन शृथि एपंटि एपंटि। শেষে, আইনপেদার পেকারিতে মানটা গেল ঘেটে।

ধন্ত হে মুখ্যো ভাষা বলিহারি ঘাই। বড় সাপ্টা দরে সাং করিলে থেতাব "দি. এদ. আই"॥

হেদে ও সহরবাসি, আর কি হাসি হাসবি রেড়ো বলে ?

দেখনা চেয়ে বকুলতশায় গাঁডিয়ে রাণীর ছেলে ॥ চৌঘুড়িতে সংগ করে নাদা মোনাহেব— নাডীটেপা ফেগ্লার সাহেব, বার্টেন নাল্লব॥ আরু কেন গো ঘোমটা খোল, কবির क्षा वार्था।

"লাইট" পেয়ে "ৱাইট" হয়ে, পার इन्हरना में राजा।

ভয় কি ভাতে, লজ্জা কি ভায়, কাল বদনধানি দেখ বে থালি চক্ষে চেয়ে যুৱা নূপমণি । क्ला जूल त्मर्द वाक्, तमर्द कार्णव क्न, দেগুবে ক্লী, কণ্ঠহার পিঠের ঝাপাছুল। আয় এয়োগণ কর্বি বরণ পরে, চরণচাপ-শিবের বিয়ে নয়লো ইহা, ধরবে নাকো সাপ ॥ এগিয়ে এদো বড় ঠাকুরণ, সাত

পোয়াতির মা। তব্ধ পাবেন ভোষার তিনি তাও কি জান না ? **দোণার থালে হীরের মালা তাতে** ঢাকাই ধৃতি,

নজৰ দিয়ে, দেখাও খুলে বউ বিননো পুতি।।

বাহবা বুক, বুড় বয়সে গলায় কাপড় দিয়ে, রাজু পুজাটী কল্লে ভাল, ফুলের মালা নিয়ে! কোন শাস্ত্রে লেখে বল বামনের মেয়ে হয়ে। বাজাব ছেলের পা পুজিবে ফুলের সাজি লয়ে॥ এখন - শাড়াও সরে বুড় দিদি, হাসিল

দেখুবো আমি ভাগ করে আর এয়োদের সাজ। আয় না লো সব, একে একে, গোলাপী কাঞ্চন। **দে**পি তোদের রূপের ছটা ঘটুকালি কেমন।। ভয় করোনা একনা আমি দেখতে নাহি চাই: রাজার ছেলে আন্তালেতে উকি মারবো ভাই। আমি —স্বদেশবাদী আমায় দেখে লক্ষ্য

বিদেশবাসী বাজার ছেলে লজ্জা কি লো তারে ? বলতে কথা বাছা বাছা কদম ফুলের ঝাড়। যেলে আদি রাজকুমারে, ভারলো কবির ঘাড়।

হীরার ঝলদ, সোণার কলদ, হাত

बुमकात (वान ! हन हन खेनुद स्त्रि, मार्थद शंकरशान, বারাণদীর খদখদানি, উঠলো মহা ধুমে; মাৰবেলেং মলের ঠমক ৰাজ্লো

কৰি হৈল হতভোষা হিছৰ পদা ফাঁক। পালিয়ে ষেতে পথ পায়না ঘোরে কলুর চাক॥ বাঙ্গালায় বিশে পৌষ বড় পুণ্য দিন। বাঙ্গালী-কুলক।মিনী হইল স্বাধীন।

সে নিশিতে কি সহরে কিবা পল্লাগ্রামে। নিলা ন।তি যায় কেত স্থাথের আরামে । গৃহিণী ঘাহার ঘরে ভারি কালাহাটি। সার্বানিশি গঞ্জনার চোটে ফাটে মাটি। कट्ट कान वाजनावी विनास विनास । **শহন গ্ৰে**ছ পাশে প্তিকে শুনায়ে।

"থালি সাটিনের সাজ, ফেটিন হাঁকান। কেবল সেলাম বাজি, লেবিতে বেড়ান্ ॥ দিন রাত ঘরে ঘরে মরেন কেবল। व्याष्ट्र क्लेर्ड हो डेन इल, मुख्या मक्मन !! ক্লাইব লাটের আমল হতে পেদা পোদামুদি। তাতেও গলদ এত-কি কব লো দিদি। এমন স্বামীর নারী বিভম্বনা থালি। চাঁদা দিতে চাঁদি ফাটে মানের গুড়ে বালি ॥" ভনিয়া নারীর কথা মনে অভিমান। কর্তাটী জানালা খুলে স্বিগ্ধ বায়ু খান ॥

মন্ত কোন অট্রালিকা ভিতরে আবার। পতি পাশে কোন রামা করেন ঝন্ধার ॥ "পৰ্বটো কি. শুনেছ তো, শুজ্জা নাই মুখে। পোষাক খুলে চূপে চূপে শুতে এলে স্থা। রাণীর ভেলে দেখে গেল হল্দ মাথা হাত। সাত পুরুষে সভ্য মোরা হলেম গুলামজাং। পড়তে পারি, বলতে পারি, ইংরাজী ভাষায়। পিয়োনা বাজাতে পারি ইংরাজী প্রথায়।। "এনুলাইটেন, স্বার আগে, কর্ম্বা

বিলেভ যান:

তোমার গুণে, গুণমণি, হারালে সে মান: পাত্তে বুট, জোকা গাতে, গলায় সোণা জন। তক্ষা প্রয়ালা আড়দালিতে হয় না

७४ "(सम्म" । বাপ পিতামোর নামে থালি হয়নাকো রা**জ**ভেট।

^{*}টাইম পেয়ে রাইট নেলে হিট চাই ট্রেট ॥" ধিক্ ভোমারে ধিক্ সে ভোমার হিরাল্ডরিবুক এক মিনিটে বাগিয়ে কেমন লাগিয়ে मिला छक्

র্থোটা থেয়ে অদােমুগে পতি ভার চায় এইরূপ গঞ্জনায় সারানিশি যায়॥

বলে কোন ধনাটোর অভিমানী নারী।

"বড় নাম, বড় জাঁক, বোঝা গেছে জারি।

দূর করে টেনে ফেল—টাকা দিও শরে।

এ হিড়িকে দাড়ালে না একটা কিছু হ'বে॥

"বাধা বোসনাই আলো সব কি গেল টেসে।

রাম্ব বাহাতর নামটাও ছি, না পাইলে শেষে।

স্থােগ ব্যে হজুকে বামুন্নাম করে ভারি।
ভোমার কেবল আভস বাজি, মক ভূমি ভারি।

জজের গৃথিনী কন্ "ভাগা জজিয়ত।
নামে শুরু সনাবেবল্, পদ বিলায়তি ।
ছোট লাটে আজাকারী তোমা হতে দেখি,
নক্ষ ওণ বড় লোক, বল দেখি এ কি পু
কুঠি নিলে বাড়ি ছেড়ে সাংহর পাড়ায়—
ভোমার কোটের উকীল তোমাকে হারায়!
ছিছি, ছিছি, ছেড়ে দাও এমন চকের।
শুরু বালি মাকা মারা পেয়ানার "লিবরি"
ভারতেম্ বুলি কেই বেই তুমি একজন—
জরাসন্ধ বাজা কিয়া লকার বাবণ!
ধুমা ওমা পড়া ভাগা, উকিলের ওঁটা।
হাড় জালাতে পারেন থানি এনে নথিব গোচা।
বলে, সোন্কা মেরে জজমহিলা বারাওার যান।
মিত্র ভায়ার বারা শেষ ভাগতে টার মান।।

পোনা, পুঁট, খযবা, কোন, গিলি মার যত।
পাড়ায় পাড়ায় কেঁলে বেড়ান যে কত।
কেহ বলে সামার সে কপ্তাটি মুংহুদি।
ক্যাটা বেঁবে যান থালি এই বিভা বৃতি।
বাপের কামানো টাকা বিলাতি চাটকে।
দিয়া, নিজে ভুকু হযে চেকেন ফটেকে।
ভার টাকা ভার কড়ি ভারি লোক জন।
মান্ধে থেকে পুটে বায় কুঠেল যবন।।
বে.ম ব্বে ব্রেমেণ যায় হু বছর পরে।
বাসার বাদনায় ইনি চোকেন জীবরে।

এই তো বল্লেম্ তার বিছার ওজন। তা হ'তে আমার আর কি হইবে, বোন ?

বলে বাবালের মাগুদাখালি ব্যাপারে আনে বটে টের কড়ি নিঙ্গ বোজগারে॥ প্রেটতে কড়িট ভোব্ কাল আড়ি নাই। দে কেমনে রাজপুত্র আনে বল ভাই ?

কাগছের অভিটারি করে মরে যারা।
তাহাদের কামিনীরা কেঁদে কেঁদে সারা।।
রাত্রি দিন এত গাটে হায়লো স্কাঙাং।
হণ্ডায় মিনিট পাচ হয় না সাক্ষাং।।
এত লেগে নাত পড়ে এত ছাপা ছাপে!
তবু পদ নাহি পায় মঙাণীর পাপে!
কাব বলে কামিনীরা ক্ষানাম কর।
ফিরিবে তোদের ভাগা শুন মতাপর।।

ভেপুটির ভাষা। কন আমাদের তিনি। নৌকিদাবী কাজে গটু, মফস্বলে "গিনি"॥ সহরে টাকার দরে চলা দেখি ভার। বল্বো 'কলো ওলো দিন্দ অনুষ্ঠ আমার---ঘুরে ঘুরে দেশে দেশে শরীর হলো কালি। সতে শ টাকা মাইনে হলে হন্দ ঠাকুরালি॥ মন্দ্ৰ বহু তবু এতে সোধ ৱাঙানি কত !--র্যটের চিপে ভাবে দিদি দেখিলে পর্বত। হ'তাম যতিপ কোন উকীলের মাগ। বাড়িত আমার আজ কত অনুৱার ॥ দে এমনা বলে "বোন। এপিট ওপিট। একি ভাঠে ঢালা ছই সমান টিকিট । যে টাকারী মানে মানে করে উপাক্ষন। চৌৰ ভতে পড়ে করে একেক ভোঙ্গন ॥ ক্পালে প্রতাহ ঝাটা এছ্লাদে এছ্লাদে। তিন তেরোটি লাখি খেমে ঘরে ফিরে আসে।। বেশ্যার বেহন পেশা কথা বেটে খায়। পদের আবার মান সম্বম কোথায় ॥ आमि छेकौरनद मार्ग् कथ्री (मान् दर्गन्। মুখুধ্যের সঙ্গে করে করোনা ওছন॥"

वटि दवान वटि वटि मानि दशक कथा। न. वीद्य वीद्य कर नांदी आदम रम्या i মার কর্ত্তাট দেখ সরকারি উকীল। रपात्र "मि.नेयद" डिकीन मिरिन ॥ াস **ও হ**য়েছে কিছু, বৃদ্ধিও পেকেছে। টি বড় কর্ম কাজ অনেক করেছে।। । হিন্দু, প্রতিদিন ছগা নাম করে। ও বাণীর ভেলে চকলো না লো ঘরে । ডাকারের নারী কহে ভারিত মলানি। গী টাপে জারি কত, ঘরেতে শাসানি॥ ারন কেবল পাড়ার পড়ার পিটতে ধন্বল. ণক লে শ্রণ "চিবর" "পাটিজ" সম্বল চ নে যুৱে পথে পথে রেটনে ধুকে ধুকে।---া**ভতে এলে** এবার খেসরা দেব ঠকে : কেরাণীর নাত্রী যত পাদাতে কোপায়। রবের "নিবটেলগ" লোকা ঘরে যায় ।। বর ফিরিতে মধ্যে হৈল বন্ধ দায়। বক ভাবিয়া শেনে প্রবেশে সেথায় i য়া আদি হান্ত মূথে বলে "কই নেথি। পাইলে ক বা লিখে, সোণা কিন্তা মেকি।।। জ্বলোভন কর ছেগে সারা র:তি। গা কেলে, কালছ ছিছে, পুছিয়ে নোমের বাতি ।

নে সোরান্তি নাই, বিরাম নিজার।

চ রাকাড়ে সাড়া নাই রাজি বহে যার।

চ রাকাড়ে সাড়া নাই রাজি বহে যার।

চ দেখি গুণমণি কি পেলে নিরোপা।

বিবন, চাকি-চাক্তি, কিলা জরির বোপা।

চকবে পার কিবা, চি দেখাবে ধনি १—

বলিতে রাজা ঠোঁট ফুলাহে তথনি ।

দিবে গরবিনা গর গবিহে যায়।

বের পভিষা কবি ক্যাল ক্যাল চায়॥

রেলগাড়ী।

এনো কে বেড়াতে যা'বে—শীঘ্ৰ করে সাজ্। ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংহাজ!

শীঘ উঠ — বরা করি
বান্ধ, ব্যাগ্, তর্ন্ধি ধরি;
এগনি বান্ধিবে বাঁশী,
ঠং—ঠং—ঠং—কাঁমী
বান্ধিবে ইস্পাং-বোলে,
ছংড়িবে নিশান-দোলে,
শীঘ উঠ —পড়ে পাক্ ছড়ি, ঘড়ি তান্ধ;—
ধরাতে প্রপাক্রথ এনেছে ইংবা্ড ।

থাতে বুপান্ধৰ আন্তেভ সংগ্ৰাজ !

অই শুন টিকিটেন ঘৰে কিবা গোল !—

য'হুমেন গ'দি যেন—ঠেকাঠে কি কেলে !

টকস্ টকস্ নাদে
বাব্ব টিকিট ছাঁদে,
হাপায়ে হাপায়ে ছোটে,
সাড়ী, বৃতী, হ'ট, কোটে
ঠেকা ঠেকি—ছুটে য'য
কেহ কারে না স্থায়,
গাংলো গাংলো মুগে বোল,
মাম, নে রে, গোল, ভোল্
তের চলে কাণাকাণি
কিবা লাট, রাজা, রাণী!
অই ফুকারিল বাংশী,

গাড়ীতে পড়িব চাবি—মাব নাছি গোল, ছলিল মুবুজ-বাঙা পভাকার দোল।

চলিল পুষ্পকরথ ফু'কাবে ফু'কারে, এখন নিধাস ছাড়ি দেখ ছে ছু'ধারে— হরিত বরণ মাঠ, ধান্ত, নীল, ইক্ষু, পাট, আকাশ চেবেছে যেণা
দিগন্তে বিস্তৃত সেণা !
দেগ হে হ'ধাবে চেয়ে
পশ্চাতে চলিছে বেয়ে
সারি সারি নাবিকেল,
ভাল, বট, আম, বেল,
জাঙাল, পগার, বাঁধ,
বেড, বাড়ী, নানা ছাল,
সৌদামিনী-বাঁধা হার
ছুটেছে ভামার ভার,
উড়িয়া চলেছে বথ
বেগেতে কাঁপিছে পথ—
প্রাণী মুগ দূরে পড়ি মানিতেছে লাজ—
ধরতে শুন্দাকর্ম এনেছে ইংরাছ !

চৰুক্ চলুক্ বথ—যে যাব ভাৰনা
ভাবো বংগ নিৰুদ্ধেগে ছুটায়ে কল্পনা;
ভাবো বংগ নিৰুদ্ধেগ থাবা
হেল গিনি বানিগানা,
নিনিজ্ ভূপন গাম
হেল খেলা কুমাসায়,
নিশিতে নক্ষ্মা গাড

দেখ হে অনন্ত দৃশ্য ছড়ান মাধায—
দেখ দিগন্তের কোলে কি শোচা থেলায়।
হের হের তীর্থ মনে চলেছে যাহারা
প্রের ছ'বারে তীর্থ—শীব্র নামে। তারা,

হের চন্দ্রমার ভাতি,

গোলা চলে—গেলা রথ,
আই বৈত্তনাথ পথ,
আহাতে সবে না দেরি,
কাজ নাই সদী হৈবি,
দেখিতে দেখিতে যাবে
সীতাকুণ্ড আগে পাবে,
কিছু দুব আগে তার

বাহিপ্র গ্রাহা হার. দও কত যাক যান পাবে কাশীতীর্থ স্থান. প্রয়াগ, অযোধ্যা ছাডি পাবে অগ্রবন-মথুরা তাহার পরে হের বৃন্ধাবন ! মানব জনম, হায়, সার্থক হে আজ-সাবাস বাস্পীয় রথ—সাবাস ইংরাজ! আরো দুরে যাবে যারা শীঘ্র হথে উঠ তারা হরিদার, গঞ্চাঝরি, পুন্ধর, দারক পুরী, ন্যাল, কাবেরী নদু, কুষণ গোদাবরী পদ. केटलावा द्योक-शस्त्रव. সেতৃবন্ধ-রামেশ্ব, ভুমিবে নক্ত-গতি, পৰ্বত শঙ্কেতে পথি তেরিকে বিমানে চডি—ত্রেভায় যেমন সীতারামে ইক্সরণে সিজু-দর্শন!

এসে হে কে য'বে, ১ল ভারত-ভ্রমণে হয়বে পুপ্পক বর্থ ছাড়িছে নিস্কনে !—

আর কেন বন্ধনাসী
পায়ে বেধে রাথ কানী,—
বান্ধানীর যে জ্নাম
বৃচায়ে, সাধ তে কাম,
আর মেন বৈন্ধান বাহি বলে,
এবে পরিকার পথ,
যাও যথা মনোরথ,
বোষাই কিয়া কলিদ্ধ
সিনা প্রতিষ্ঠানীর,
বান্ধারীর, মারহান্তা ঘাট,

থেখানে করে, গমন, সাধিতে পার হে পণ পেক বিমানে চ'ড়ে সেইগানে যাও— স্পানীর লজ্জাকর তুর্নাম ঘুড়াও : ারত-ভ্রমণে চলো শীষ্ম কর সাজ্ঞ্

ছ্বাবে পুশ্পক বৰ্ণ বেংনছে ইংবাজ !
ধ্যা বে বিমান ধ্যা !
ধ্যা হে ইংবাজ ধ্যা !—
কলা জিনিয়াছে কাল,
অলাবে জালায়ে জাল,
বিহ্নৱে বেংগছ বলে,
প্ৰনেৱ মনোৱণে
ভূছ্ছ কবি, কব বেংলা
কি নিশি মধ্যাহ্ন বেলা,
বেংগছ ভারত অল
লোই জালো, কবি বন্ধ,
বৈ অসাধ্য কাজ সাধিতেও জগতে !—
ছ প্রাণ দিতে পার দেবের নপেতে,
ধ না কি বাচাইতে নিজ্জীব ভারতে ?

বাঙ্গালীর মেয়ে।

্ষায় কে ষায় অই উঁকি কুঁকি তেয়ে পূ
ত বালা, পায়ে মল, কাঁকালেতে গোট,
্লে তানকু বস—বাঙা বাঙা ঠোঁই,
এলে টিপের লোটা, থোপা বাঁধা চুল,
এতে রসনা ভরা ভরা ভর্লে বাহার,
লিপেতে শাস্থিপুনে কল্মে চুড়িদার,
কাবে কেটে পড়ে, চলে বেন নেয়ে—
হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে
হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—

মুখের সাপটে দড়, বিপদে অজ্ঞান কোদলে ঝড়ের আগে, কথায় তুফান, বেহদ স্থেবে সাধ—পা ছড়ায়ে বসা, আঁচলের খুঁটি তুলে অমঙ্গলা হবা!

নমস্কার তাঁর পায় —পাড়ায় বেড়ানী পেটিভবা কুঁজ ড়ো কথা, পরনিলা গ্লানি। কথায় আকাশে তোলে, হাতে দেয় চাঁদ, যার পায়, যার পরে, তারি নিলাবাদ, রসনা কলের গাড়ি চলে রাজি দিন, ঘাড়েতে পড়েন যার—বিপদ দলীন, থেয়ে যান নিয়ে যান, আর যান চেয়ে— হায় হায় অই যায় বাছালীব মেয়ে!

হার হার অই যার বাঙ্গালীর মেয়ে—
ধারাপাতে মৃর্জিমান, চারুপাঠ পড়া,
পেটের ভিতরে গছে দাস্থবারী ছড়া !
চিত্রকাজে চিত্রগুল —পী ডিতে আল্পনা !
হল বাহাছরি—" গুরি", বিচিত্র কারখানা !
অঙ্কশাস্ত্রে —বরক্ষচি, গ্যালিলো নিউটান,
গণ্ডা কড়ি গুলু হ'লে জানের বাড়ি যান;
পাত্রাছে পড়োর মত অক্ষরের ছাঁদ,
কলাপোতে না এগুতে গ্রন্থ লেগা সাধা !
কারপুলি, পারেম, পীঠা মিইালের সীমা
বলিহারি বঙ্গনাবী তোমাব মহিমা !
জলো এবে পুইনেহ তেলে জলে নেয়ে—
হার হার অই যার বাঙালীর মেয়ে!

হার হার মই বার বাঙালীর মেয়ে—
প্রস্থে ছধের কড়া—কাটীতে ঘোটন,
থোলা চুলে চুলো জেলে গেঁ যোতে জ্লেন!
তপ্ত ভাতে ভরা ইংড়া বেড়া ধরে ভোলা,
মন্গুর মংজ্যের মোলে ধনে বাটা গোলা,
বাড়া বাড়া শাক্ পাডাড়ে বিশক্ষণ টান,

কালিয়ে কাৰাৰ বেঁধে নেমাকে অজ্ঞান!
শাঁপেতে পাড়িতে কুঁক চূড়ান্ত নিপুণ,
ছলুবানি কোলাহলে চতুৰ্মুণ খুন!
বান্নাঘরে হণ্ডমা পাওয়া, গাড়ি মুদে যাওয়া
দেশভান লোকের মান্নে গলাঘাটে নাওয়া!
বাস্ব-ঘরে কুম্ব কবি চন্থের মাথা পেত্যে,
প্রভাত হ'লে পিম্পাভানী ঘোন্টা মুদে চেয়ে,

সাবাদ্ সাবাদ্ তেতে বাঙালীর মেয়ে :
ব্রক্থা, উপকথা, সেঁজুতি পালন,
কালীঘাটে বেতে পেলে স্বর্গে মারোহণ :
মেয়ে ছেলের বিয়ে পর্কে গাছনের পোল,
যাত্রা সঙ্গে নিজাত্যাগ—ছেলে ভগ কোল,
ভূত পেরেতে দিনে ভয় মন্ধকারে কাঠ,
শক্ত বোগে বোলা ডাকা স্বস্তায়ন পাঠ,
তীর্যহানে পা পড়িলে মাজন দে পুঁতুল,
ভাট বাজাবে লক্ত হানা, ঘণে কুঁড়ি ছল :
গুঁড়িকাট, বুড়িলিলা ভক্তিপথে নেয়ে—
হায় হায় এই গ্য় বঙোলীর মেয়ে !

হায় ২ ০ এই ধ্যে বি.৪ বার নেয়ে —
রমের মরাল বেন জবটুছ হেছেছ
ছপটুছ টেটন ক্রনে মালে পিয়া তেছে,
চিনের প্রুলে নাদ, বারা টনে পেটা !
"র্যাকেল" বাধা ছারগুলি খবে কোবে সাটা !
বেলায় দিগুরজ কেঁটে, সোরের সলার,
ল্কোচুর খনের বাছি — শাই করে সার !
আম্মেন থালি বোলা বান, নম বিননো কারা,
হল হলো কচি হেলে টেটন এনে মারা !
কার্পেটে কার্চুলি কাজ কারু নবা চাল,
মাক্রাম জলাজনি ভাত বাঁগতে ভাল !
নিজে ঘাটে, অল্কে লোবে, মুগসাপটে বড়,
হজুতে হারিলে কেঁকে পাড়া করে জড়;
বাঙালী মেয়ের গুলকে জ্বান্য সেয়ে —
হায় হায় জই যাত বাছালী সেয়ে !

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
মৃহ মৃছ হাসিটুকু মধরে রঞ্জন,
দাবাস্ বাবাস্ নাক চোবের গড়ন;
কালো চুলে কিবা ঘটা, চোবে কাল তারা,
নেবে নাই যারা করু নেবে যাক্ তারা!
ত দা ভাসা খনো গোব তুলি দিয়ে আঁকা,
তা উপরি কিবা সক ভুকরুগ বাকা!
থমকে থমকে থির গাত কি স্কলর,
হাসি থাসি মুগবানি কিবা মনোহর!
আহা আহা লজ্জা যেন গায়ে কুটে আছে—
কোপা লজ্জার গী তুই এ লতার কাছে ?
চকু যদি থাকে কারো তবে নেব চেয়ে—
হায় হায় আই য়ায় বাঙালীর মেয়ে!

দেশলায়ের স্তব।

নমামি ু বিল তি মলি । বেশেল ইক্সী,, বেহধানি চঁ চা হে লা, শিবে বাধা টুপি । যেমন ডেপ্টা বাবু এ চহারা চেহারা, মাথায় শাবের বেড়—লাগে বেহভবা।

নম্মি , গদ্ধকগদ্ধ ; মুওটা গোল লো, দ্বজাতি প্রিয় দেব গৃহ কর আলো, শান্ত সভা অতি ধীর—চালে মৃতক্ষণ, ধাণে উঠে চটে লাল- ভারিক বেমন !

নমামি সর্ব্বগামী [দার অবভার, j টোর্যা বিদ্ধ-বিনাশন কুটুম্ব টীকার ! . নিভিত্তের গুপ্তাতর, পাতিকার প্রাণ, লম্বাদাড়ি কাবুলীর শিবে যার স্থান !

समाभि [शटकारिनशा] समस्यक्षम, बारलराट सीरलय कांडा निया नवसम् ! পোয়াতির প্রিয়দগা ধালকের অবি. বিরাজ হে কাষ্টনের কভরূপ ধরি। হাণমামি (জালামুখ) গুলু দেশলাই. দাহেৰ গোলাম তৰ কি কৰ বাদদাই ! নাণা টিন ৰূপা তামা গায়ে বাধা ফিতে. শাটের পকেটে ওঠো লেডীর ঝাঁপিতে। मामि मङ्बताश उत्रतानम्य. गैं। इट्ड किंत्र ध्व | मृद्ध बन् !] "পো জলে বিনা ফুয়ে বিনা চক্ষে জল, দিয়া কাটে। তোর গুণে মাগীরা পাগল মামি কলির কীর্ত্তি কার্ষ্টের চরুমকি. তামার চমকে বিশ্বকর্মা গেছে ঠকি । ान, थान, वन, जन, स्वशादन्हे याहे. बद्द छ हो। माना भना दन्ति (महे बेहि । ্যামি ন্মামি দেব : "প্রেন্" নন্দন,] হামার প্রদাদে হয় দাগরে রক্ষনী ভা জগতের তমি সোহাগের বাতি.

ামি (ফফ বিশক) নাসিকা পীড়ন,

টীর নিকটে ভূঞ, কাওলের দন !

কারে সোণার কাটি, জোছনার ছবি,

কার পঞ্চম মুখ, (ব্রাইমণেট রবি !)

নামি (কিরণনও) কোপন-স্বভাব,

ভূজাই চালাঘরে সমান প্রভাব !

কুজালে, পথে, মাঠে, গাড়ি, ঘোড়া, রেলে

কলে ভোমায় পূজে হগ্য শশী ফেবে !

াধারী কুটীরে স্কান, গুটারা ঘোড়নী !

্টি ভজের : মোক : প্রার্থ বিলাতি।

বাঞ্চাকল্লতক তুমি সাহস-তারণ, দীনবন্ধু তবগুণ কে করে কীর্ত্তন ॥

প্রশামি গর্জদেহ অন্ধকারহারি !
নথামি অশেষরূপ অবনি-বিহারি !
নথামি মোমের উাটি "ফক্ষেগ্লেতে মলা !
উন্ধিংশ শতাকীর অনলের শলা !
তব গুণে, গুপু তাপ, তৃপ্ত জগজন ।
প্রণমামি দেশলাই দেবের ইফন !

রীপণ উৎসব—ভারতের নিজাভঙ্গ।

ভাঙ্গিল কি তবে---এতদিন পরে---ভাঙ্গিল কি মুম ভারতমাতা ? कवाकीर्व नीर्व শরীরে তোমার किरत कि कीवन मिन विभाज। १ छेत्र - छेत्र माउः ডাকিছে ভোমার তোমার সম্ভান যে যেখা আৰু, কিবা বন্ধ শিশু কিবা " প্রন কি দরিদ্র আর কিবা অধিবাঞ্জ।। মহ'বাইবাসী--क्षक्टिक द्वाभाग ডাকিছে পার্মী —পঞ্জাবী—শিখ, ডাকিছে তোমার বীরপুরাগণ-বাজে। য়াবাময় যত নিজীক।। তোমার নশ্দন মহস্পনীগণ,---वाक्रवरन यात्र धत्री हेरन. ভাকিছে তোমায় সবে একস্বর জাগো মা ভারত —জাগো মা ব'লে। একা বঙ্গ নয় হিমাপয় হ'তে कुमावीत आह रमशास्त (भव,

ণাঞ্জি এক প্রাণ	হিন্দু মুদলমান—	এ ধীর হিলোলে,	যে বায়ু উঠিছে
জাগাতে তোমায় ে			ব'ৱে তারে,
আর ঘুমাইওনা''	ব'লে কতদিন	অগ্রস্র পতি	কেবা বোধে তার—
	কত দে আর,		
গাজি জনভূমি	জীবন দার্থক	ন্ব শিখাম্য	নব প্রভারাশি
ভোমার কঠে এ মিলন হার॥		ভারত ভন্মেতে মিশেছে ফেব,	
ণ্তবার মাতঃ	উদাসীর মত	যে অস্তি কোলেতে	कॅमिटन डोतर
দেগেছি তোমায় সু		সঙ্গীৰ হ'বে সে বি	
হাবর জ্ঞ্ম	কত দিকে কত	জীবন দায়িনী	এ দুহন শিপা
সর্ণা ধেমন ছ ড়া	য় বায় ।	ভারত অথরে ধরে	ছে ধীরে,
দপেছি ভোমার	গিরি উপত্যকা,—	नावांगम मूर्य	
শস্তকেত্র ভূমি, নগ	র, দেশ, আংগিরন্দ যত	ভারতের বৃকে গ	ধাকিবে স্থিরে॥
হায়ামতে ভাষ	अ । शितृन यः	জনিবে সাবো এ	য'বে শত কলি,
कारला के लीर व	୍ରିଲେ ସେଖଣ 🕒 🔻	জন্ত নাৰ স্থানিল	কবিসংখ্যাটা
জীবনে র বি লু	না হৈরি কোথাই,	्रिष्ट्य ना नगरन,	দমিলে বিগুণ
স্ব শৃত্যময় —স্ক্রি	ৰ থালি,	ধরে ২৫ছর ৫	ংকের ঘটা॥
চারিদিকে যত	নৱাস্থি ক্ষাল,		
চারিদিকে ধু ধু ক	হৈছে বংলি ।	ছিড়ো না যে	ডোৱে মি লেছ আজ ,
উঠ গো জননি	নেখে চক্ষু মেলি	এক বাণী ধর	ভারত-সম্ভান
দেই অস্থিগুলি না			—পরো যে সাজ
মূচ্ৰ হিলোলে	নেখো কি নিখাস		নিভতে—ঊৎসনে
সে শব-পঞ্জনে ব	इर्छ किरत ॥	"तीशन-तिमाय" स	
একমাত্র খাস	মিলিত ভারত	সম্আশাভয়	ভারত-অস্তে
নাদিকারক্ষেতে ছ	फ़िल ८य हे,	এ মিলন তার প্র	
কি মহা উৎসব	বহিল উদ্ধাদে—	নহে আকস্থিক	দৈব স্থ্যটনা-
ভারতে যাহার তু	লনা নেই ল	বহুদিন হ'তে	
" আর থুমাইও না"	ডাকি মা আবার		ভারত- অস্ত ে
ভাবী আশাফৰ ভ	লবিয়া দেখো,	শিকড়ে শিকড়ে (
	সোণ্য অক্ষ রে	মাজি প্রফ্রি	र्'ट्य मिट्ड टम था
হৃদয়ের মাঝে লি		ভক্ষল যেন গ	প্রাকেম্ছ.
শুক্তল হ'তে	নেমেছে প্ৰন	ধরণীর গ্রেছ	नीदतः भौदद दवदङ्
	ह्रासम्	ফলে ফুলে শেষে	সাজিয়াবয়॥
ন্ব-প্লবিভ	ক্রিতে তেঃমারে	ভারতের আশা	ভারত-প্রত্যাশা-
		্ জীবন উন্নতি ই	

	. 1			
্ব স্থবারি-সেচক	সে সব তলা য়			
় "ৱীপণ" কেবলি লক্ষ্য বে তার।				
হবো অগ্রসর	সেই আশাপথে			
তিলেক তাহাতে নাহি সংশয়,				
विषयां एक दिन्यां द्य	যে পথ উহারা			
< হ'বে পরিসর ধ্রব নিশ্চয়॥				
मिय्रोटक यथन	নেখায়ে সে আলো			
ৰ দিয়াছে যখন দেখায়ে	পণ,			
! মাজি আর কালি	তাহাতে পশিব			
সাধনে প্রাবো স্ব-ম	নোর্থ			
শ্লাজি আর কালি	পাবো রে সকলি—			
" আৰু এ ভাৰত নিজিত নয়,				
াম তৃষ্ণাত্র	সব প্ত্র তার			
। এক(ই) প্ৰপানে চাহিয়া বয়॥				
মক(ই) পথ পানে	চাহে মহারাই			
ে চাতে দে পারদী —পঞ্জাবী —শিখ,				
াহে ভারতের	বীরপুত্রগণ—			
ণু রা জে ায়ারাম্য যত নি	ৰ্ভীক॥			
1				

ভারতনন্দন	মহন্দাদীগণ			
তাহারাও আজি—গ	নাগো মা-বলে ;			
সেই পথপানে	একদৃষ্টে চাহে			
সাধনা সাধিতে সে প	ात्व हत्न ।			
উঠ উঠ মাত:	ডাকিছে ভোমায			
তোমার সন্তান যে ৫	যথা আন্ত্ৰ,			
কিবা বৃদ্ধ শিশু	কিবা যুবাদল			
কি দবিদ্র আর কিবা				
একা বঙ্গ নয়—	হিমালয় হ'তে			
কুমারীর প্রান্ত যেগানে শেষ,				
আজি এক প্রাণ	हिन् मूनवर्गान			
জাগাতে তোমারে জেগেছে দেশ ॥				
উঠ উঠ মাতঃ	ছাজো নিদ্রা ঘোর			
পূরিয়া নিশ্বাস ফেল				
দেখি কি না হয়	অৰুণ উদয়			
তৰুণ ছটাতে প্ৰভাত প্ৰতি:॥				

রোমিও-জলিয়েত।

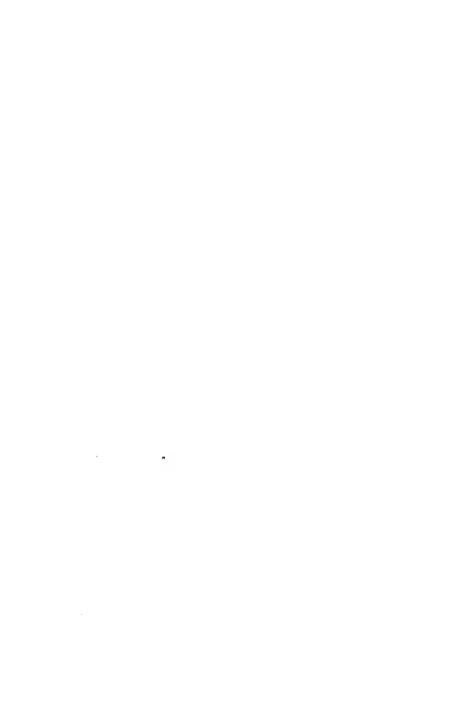
[ছায়া]

ৰাণী বৰ-পূত্ৰ ভূমি, দেব অবভাৱ । জন অপ্ৰাৰ্থ, পদ পুত্ৰশি ভোমাৰ ॥

শ্রীংমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশীত।

কলিকাতা,

নং কল্টোলা খ্রাট, হিত্যাদীর কার্যালয় ইইতে
 শীঅশ্বিনীকুমার হালদার হারা
 মৃদ্ধিত।



ভূমিকা।

এই পুত্তক থানি, সেজপিয়বের "রোমিও জুলিয়েট" নামক নাটকের ছায়ামাত্র, তাহার অভ্যাদ নতে। বাদালা ও ইংবাজী ভাষায় প্রকৃতি-গত এত প্রভেদ যে, কোনও একথানি ইংবাজী নাটজের কেবল অমুবাদ ক্রিলে, তাহাতে কাবোর রদ কি মার্গ্য কিছুই থাকে না. এবং দেশানার, লো দাতার ও ধর্মভাবাদির বিভিন্নতা-প্রযুক্ত, এরূপ স্পতিকটোর ও দুশুক্টোর हत दा. जाहा बाकाली भार्र के अनुनिक्तिराध्य भाष्य अरुक्वाद्य अक्टिक्य इहेबा छेट्छ। ट्रम्हे च्छ আমি রোমিও-জুলিয়েটের কেবল ছায়।মার মা। ধেন করিছা। এই নাটকথানি প্রকাশ করি-লাম। মূলের কোন কোনও স্থান পরিতাগে গা প রবার্ত্ত করিয়া লইয়াছি, কোথাও ত একটা নতন প্রস্তারত সন্ধিবেশিত করিতে হইয়াছে। 🐒 পুরুবনিগের নাম ও কথাবার্তা নেশীয় করিয়া **লইয়াছি, কিন্তু প্রধান প্রধান নায়ক** নায়িকালা ও ভাষাদের চিত্ত বা চরিত্রগত ভাব, মূলে যেখানে যেরূপ আছে, সেইরূপই রাখিতে যত্ত্ব সাধ্য, তেষ্টা করিয়াছি। ফলতঃ সেক্সপিয়ারের নাটকের গ্রের, ও তাহার প্রধান প্রধান নামক নামিকাদিগের চরিত্রের সারাংশ লইমা. তাহা দেশীর ষ্টাচে ঢালিয়া, খনেশীয় পাঠকের ক্রচিদ্রত ক্রিবার প্রয়াদ পাইয়াছি। কতদুর ক্রতকার্ব্য ছইছাচি, বলিতে পারি না। তবে আমার ধরণা এই যে, এইরপ কোনও প্রণালী অবলম্বন না করিলে, কোনও বিদেশীয় নাটক, বাঙ্গাল সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারিবে না, এবং ভাষা না হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পুষ্টবাত ও প্রস্তৃতিরত ভগতি হইবে না : এইরপ করিতে করিতে, জ্রমশ: বিদেশীর নাটক কবিতানির অবিকল অভানে বাসলো সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযোগী হইতে পারে, কিছু আপাততঃ কিছুকাল এই প্রণালী অনুসরণ করা অপরি-হার্যা বলিয়াই আমার ধারণা।

উপাধ্যানাংশে মূলের গ্রাট এইকণ । ইতালি নেশের অন্তণত "ভেবেনা" নামক নগরে, ধনাচ্য ও মহা প্রতাপশালী এই সন্ধান্ত বংশ বাস কবিত। এক গোষ্টার নাম "ক্যাশিউলেড," আর এক গোষ্টার নাম "মন্তাগিউ"। ইহাদের মধ্যে পুরুষ-পরস্পরা বৈরভাব চলিয়া আসিতেছিল। এমন কি, উভয় পরিবারের কোনও ব্যক্তি বা ভূত্যের পরস্পরের সহিত পথে ঘাটে দেখা সাক্ষাৎ হইলেই, একটা দাসা হাসামা উপস্থিত হইত। উহাদের দোরাজ্যে সহত্তক লোক তাক্ত বিরক্ত হইয়া উন্তিয়াছিল। যে সময়ের কথা নাটকে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সময়ে "ক্যাশিউলেডে" গোষ্টার কর্তা, বুল "ক্যাশিউলেডের" জুলিয়েট নামে এক ক্লা, ও "মন্ত্যাগিউলেডে গান্টার কর্তা, বুল "মন্ত্যাগিউলেডের প্রামিত নামে এক প্রাম্বাগিউদ্যের লাতুস্ত্র বেনভোলিও তাহার সহিত একত্র থাকিত। বেনভোগিও বীর প্রকৃতির লাতুস্ত্র বৈনভালিও তাহার সহিত একত্র থাকিত। বেনভোগিও বীর প্রকৃতির

লোক এবং রোমিওর বড় বরু। মাকুশিও নামে রাজার একজন জ্ঞাতিও বোমিওর পরম স্থান্দ ছিল। তৈবলত অতিশয় উত্ধৃত্যতাব এবং রোমিওর মহাশক্ত। ঐ জেরোনা নগরে সাধুদিগের একটি প্রসিদ্ধ আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমের অধিকারী বা মে হাস্তের নাম "ফ্রাই—রায় লরেক্স"। তিনি রোমিওর আশৈশব পরম হিতাকাক্ষণী ও উপদেশদাতা। ইনি এক-জন বছদশী, বিজ্ঞাও ভ্রেষজাভিজ্ঞ ছিলেন। ইহার নানাবিধ ওয়ধ সংগ্রহ করা ছিল।

দৈববশতঃ, রোমিও ও জুলিয়েতের মধ্যে প্রাগাঢ় প্রাণ্ সন্মে। তাঁহাদের পিতামাতা এ প্রণায় কথনও সমুমোদন করিবেন না জানিয়া, তাঁহারা গোপনে বিবাহ করা স্থির করেন, এবং ফ্রাইয়ার লব্যেনের দারা বিবাহ সম্পানন করিয়া লয়েন। ঐ সময়ে তৈবলত কিশে রোমিওর সহিত বিবাদ বাধে, তাহারই অন্ধ্রসন্ধান করিয়া বেডাইতেছিল, এবং ঐ গোপন বিবাহের অনতিবিলক্ষেই তাহার উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ মন্ত্রবান হয়: প্রথমে রোমিওকোনা পাওয়ায়, তাহার বন্ধু মার্কুশিওর সহিত "ডুয়েল" যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে আঘাত করে, এবং তাহাতেই মারকুশিওর মৃত্যু হয়। তাহার কিছুক্ষণ পরেই রোমিও। সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তংক্ষণাৎ ছইজনের মধ্যে হন্দ্রযুদ্ধ হইল্লা রোমিওর অন্তরেটতে তৈবলতের প্রাণবিয়োগ হয়। এই অপরাধে, রাজা রোমিওকে মাঞ্চয়া নগরে নির্বাধিত করিবার আদেশ প্রদান করেন, এবং রোমিওকে অগত্যা নির্বাসনে যাইতে হয়। এদিকে, জুলিয়েতের পিতা মাতা জুলিয়েতের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সংঘণ্ড ঐ ভেরোনানিবাসী প্যারিস নামক জনৈক আটা যুবকের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া অতি সত্তর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করেন। জুলিয়েতের একবার বিবাহ হইয়াছে, দে আবার কিরূপে বিশ্বীয় পতি গ্রহণ করিবে ভাবিয়া, উন্মন্তার ভাষ শাধু ফ্রাইয়ার শরেন্সের কাছে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে বলেন যে, তিনি যদি এ বিপদে রক্ষা না করেন, তবে দে সাম্বাতিনী হইবে। জুলিয়েতের নিতান্ত জেলে, ফ্রাইরার লবেন্দ এক প্রকার আরোকের শিশি দিয়া, বিবাহের পুর্ব রাত্রে ঐ অংরোক পান করিতে বলিরা দেন, এবং আরও বলিয়া तिन दय, ঐ আবোকের গুলে ভাহার গাঢ় মুছ। হটবে, দেড় দিন ছট দিন কাল ঐ মু**র্কা** পার্কিবে, এবং মৃত্যুর লক্ষণ সর্বাদে প্রকাশ পাইবে। তত্ত্তে প্রিজনের। তাহাকে মৃত ভাবিয়া, তাহার গোর দিয়া যাইবে ৷ ইতিমধ্যে ক্রাইরার লরেন্দ গুপ্ততর পাঠাইয়া রোমিওকে মাঞ্চুয়া হইতে আনাইয়া, তাহার দরে জুলিয়েডকে দেইগানে পাঠাইয়া দিবেন। পরে, কৌশগক্রমে, ভাচাদের পিতা মাতা বন্ধু বান্ধবগণকে পূৰ্ম বিবাহের কথা অবগত করাইয়া সে বিবাহে ভাহাদিপকে সম্মত করাইবেন। শেষে, রাজার আদেশ লইয়া তাহাদিগকে দেশে ফিরাইয়া আনিবেন। জুলিয়েত সেই উপদেশ অনুষারে কার্য্য করে। কিন্তু দৈব গতিকে ফ্রাইয়ার লরেন্দের পত্র বোমিওর হস্তগত না হওয়ায়, এবং বোমিওর চাকর তাহাকে জুলিয়েতের মৃত্যু সংবাদ দেওয়ায়, তিনি মাঞ্চুয়া হইতে অতি দহর আসিয়া দেখেন যে, সভাই জুলিয়েত মৃত ও কবরত। দেখিবা মাত্র ব্যোমিও তংক্ষণাং বিষ ভক্ষণে প্রাণত্যাগ করেন। এদিকে মুর্চ্ছাভনে জ্বলিয়েতও ব্যোমিওকে মৃত দেখিয়া আত্মণাতিনী হুইঘা প্রাণত্যাগ করে। বুদ্ধ ক্যাপিউলেত ও মন্তাগিউ, ক্সা ও পুরের, ভয়ানক শোকাবহ মৃত্যু দুখে স্বস্থিত, পরে চৈততা প্রাপ্ত হইয়া, আপুনাপুন

কুলপরম্পরাগত বৈর্মিট্যাতন ও ছেম হিংসাদি একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া, পরম্পত্রে সৌহান্দ্যে মিলিত হইয়া জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করেন।

ইহাই এই উপাধ্যানের স্থূল কথা। বলা বাছন্য খে, লোরস্থানের দৃগুটের পরিবর্ত্তে শাশানের দৃগু সন্নিবেশিত করিতে হইরাছে। আর আর ঘারা কিছু মদন বদন করা হইরাছে, তাহা পুত্তক পার্কেই প্রকাশ পাইবে, সবিভাবে বলিধার প্রয়োজন নাই।

এই পুঞ্জক কিন্তুদ্ধ ছাপা ইইতে না ইইতে, আমি বিষম রোগে আক্রান্ত ইইয়া পড়ি, এখনো তৃত্ব ইইতে পারি নাই। স্থতবাং প্রফ অনেকাংশই বেখিতে পারি নাই, তজ্জ্জ্জ অনেক স্থানই ভূল ভ্রান্তি রহিয়া গোল। প্রফ বেখিবার সময় যাহ। পরিবর্তন করিবার ইজ্ঞা ছিল, ভাষাও করিতে পারিলাম না।

থিদিরপুর

বাং ১৮ই ফাল্লন ১৩০১ সাল।

শ্রীহেনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণের নাম।

পুরুষ ।

বাজা ৷--বর্ণানগরের বাজা ৷ প্রেশ।— উক্ত সম্রান্ত বংশীয় যুবক, রাম্লার মনৈ হুতের ভাই। ক্ষপত্ত ও মন্তাগো।—ভিনশক্তভাবা বে হুই সম্বাস্ত্র পরিবারের কর্জাবর । কপলত।—বয়স্তা। মণ্টাগো।--বয়স্ত। বোমিও।--মস্তাগোর পত্ত। মরকেশ। —রোমিওর বন এবং রাজ'র জাতি। বেমুবল।--ব্যামিওর বন্ধু এবং মন্তাের আভুপুত্র। তৈবল।--কপলত-পত্নীব ভ্ৰাতৃপুত্ৰ : मधवाननः । - मर्कत अधिकाती र्गाताई वा स्माहा । গুহাবাসী।-মঠের জনৈক বাবাজী। বল্লভ।—ব্যোমিওর ভূত্য। শস্ত্রে ও গিরে।—কপশতের হইজন পাইক। ভতোর বাপ--বাত্রী-অমুচর। অভিরাম ও রাঘব।--মন্তাগোর গুই ভূতা। (विनिनी, वाशका अवाष्ट्रेलव मन्। পারশের ছইজন ভতা। বরণাবাসিগ্ণ। অক্তান্ত ব্যক্তি ও দাসদাসীগণ। নগ্রবক্ষক। একঃভানবাদক। প্রাস্থান। বরণা ও মাঞ্চমা নগর।

हो ।

মন্থাগো-পত্নী।
কপ্লত-পত্নী।
কপ্লতের মাতা।
সোহাগা, স্তাগা, স্থভাগা প্রভৃতি কপ্লতের স্বদম্পানীয় স্ত্রীলোকগণ।
জুলিয়েত।—কপ্লতের ক্যা।
জলিয়েতের ধাত্রী।

হ্বচার স্থলর, বরণা নগর, এ দৃশ্য ঘটনা যেখানে হয়;
বহু ধন মান, সন্ধান্ত সমান, ছই ঘর ধনী ছিল সেথায়।
বেষ হিংসা তরে, ছিল পরস্পরে, বছনিন হ'তে মনোবিরাগ।
সময়ে সময়ে, অস্থা উনয়ে, করেতে রঞ্জিত কবির রাগ।
মানুষ্টের বরণে, ছই ঘরে শেষে, জনমিল ছই প্রণমী প্রাণী,
সহিমা কত না, প্রণম যাতনা, ম'রে ঘুরাইল কলের প্রানি।
পিতৃ ক্ষনিতল—নিহিত অনল, কহু না কিছুতে নিবিত যাহা,
মপত্য-হনন—যক্ত স্মাপন, নিগনে অপতা, নিবিল তাহা!
কেই ভ্রদ্ধর, কর্মা-প্রানির, দেই নিদাকণ প্রথম কথা,
মণ্ড ছই ধরি, এই মঞ্চোপরি, দেগাইন মাজি, ঘটিল মথা।
মানুষ্ট করি, কর দরশন, করহ প্রথণ আদরে তাহা;
মাতনে শোধন, করিব পশ্চাং, আজি মনোমত নাহনে যাহা।

রোমিও-জ্লিয়েত।

-

প্রথম অস্ক। প্রথম দৃশ্য।

(বরণা নগর সাধারণের গ্রনাগ্রনের স্থান।)

চাল তলওয়ার প্রস্তৃতিতে সক্ষিত্র শস্তো ও গিরের প্রবেশ।

। দেও গিবে ! ফেব্বল্চি, এবার আর সইব না—রাগের জ্বালা বড় জালা !

। ए- ठिक् (यन ठाकारे जाना।

। নাহে না, আমি তাবল্চি না; বল্চি ্কি যে, এবার রেগেচি কি—আর হেতের नि। होन्दर ?--ना निष्क हन्दर ?

শ। দেখিদ্ দেখিদ্— তেভেচি কি, মেরে বংসজি।

নি। বদেচো, বটে,—বস্তেই ত দেখি, ভাত্তে তবড় দেখিনে।

শ। মন্তাগোর গুলীগ এক্টা বেড়লে দেগ লেও আমার গাটা রগ্রগ্ক'রে ওঠে, থির হয়ে আর শাড়াতে পারি নি।

जि। তবে कि मोड़ मिम् ना कि ?—थित इस्य

দাঁডিয়ে থাকাই ত মরদের কাজ। -বড় বড় জাদরেল টাদরেলদের কাজই ত থির হয়ে সকলের পেছনে নাকে দুরবীণ লাগিয়ে দাঁডিয়ে থাকা।—তারা কি হেতের চোঁয় ৪

- শ। যা যা শালা,—তুই কোনো কাজেরই त्नाम, दक्वन उद्यंशे भविम्।
- গি। বলি, ঝকডা ত আমাদের মনিবে মনিবে, —তা আমাদের কি এতো মাথাবাথা ? আমরাচাকর বই তনই।
- भ। ५ किरब्र-- ५ कि कथा १ प्रिम अतांब, থামি কেমন ধডিবাজ —মেয়ে মদ ছেলে, এবার স্মার কারো মাথা থাকবে না।— হেতের খোল, ঐ দেখ মন্তাগোর দলের হু'জন লোক আসচে।
- গি। আমার হেতের তো খোলাই আছে, আগুরাডিয়ে যা না-ঝকড়া অভি। তার চেয়েত বড নয়। বাধাগে না—আমি তোর দোসর হব 9701
- শ। ও গিরে,—পালাচ্চিদ না কি-কিরে कांडानि (य १
- গি। ভয় কি ? কোনো ভয় নেই বাবা,-আমার জন্মে তোকে ভাবতে হবে 711
- শ। ভাবনা তো তোরই জন্মে রে।
- গি। আমি বলি কি, ওরাই আগে স্থক করুক : এগনকার দিনে আইন আদালত বাচিয়ে চলা ভালো।
- শ। কাছে এলেই কিন্তু আমি ভেংচোৰ,— শালারা যা কর্ত্তে হয় করুক।
- গি। ও বেটারা আবার করবে কি ? –হেক্-মং তো ভারি! কাছে এলেই আমি বের। থাম্পাজিরা—থাম্বল্চি। সমু, তো সেটারা বড়ই বেহায়া।

অভিরাম ও রাঘবের প্রবেশ।

অভি। তই কি আমাদিকে বড়ো আঙ্কুৰ দেগাচিচদ ?

म। हाँ, का तमशीकिहै छ।

অতি। জবাব দেনা--আমাদিকে ?

গি। (চুপে চুপে শক্তোর কাণে) হাঁ ব'ল্লে আইন আদালত বাঁচবে ত ?

শক্তো। (গিবের প্রতি অমুচ্চস্বরে)—উ র্ভ ৷— (প্রকাশ্রে) তোদের দেগাচিত কে ব'লে ?--দেখাচিচই ত বটে। কি একট ঝকড়া বাধানি না কি ?

অভি। ঝকড়া কেন বাধাবো १— আমি তেম্ন ঝক্ডাটে নই।

শ। শোন বলি,—চাস্ত আমি তোর সঙ্গে এক হাত্ত আছি। তুইও যত বড়মনিবের চাকর, আমিও তাই—তা জানিস গ

শ। কি বল্লি গ

গি। (চুপে চুপে শক্তোর কাবে) -- বল্না, তার চেইতেও বড়।—ই দেখ আমাদের মনিব গুষীর একজন সন্দার আত্তি।

भ। वर्फ मा एका कि १ प्रशासित भनिरवत CECप्र व्यामोतन्त्र मनिव व—्र न्ड । অভি। বুট্ৰাং।

শ। কি বন্ধি ? খোল হেতের—মনদ গোদং এখনি খোল। গিরে দেখিদ —খুব্ ছ সিয়ার গি। শস্তো, তোর সেই প্রস্থাদি চালটে ছাড়িস নে।

(গ্রইজনের হেতের চালান।)

বেমুবলের প্রবেশ।

বুড়ো আঙ্গুলটা দেখাব।—দে অমালি यদি । নিজের তলোয়ার দিয়া তুইজনের হাত থো ভলোয়ার ছটকাইয়া কেপ্সা ৷)

তৈবলের প্রবেশ।

t

বৈশ্—বেশ্; এই ষে চাষা ভূষোদের
সঙ্গে ওলায়ার থেলা হ'ছে ? বেশ্—বেশ্
বেশ্বল, সাহস থাকে ভ আমার দিকে
কের্।—দেখ, ভোর যম এসেছে।
আমি এদের থামান্তি - শি রক্ষা
কল্পি। অল গাপে ভোলো, আর না হয় ভ
আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে এদের থামান্ত।
শাতিরকা ?—কচু রক্ষা! আতে লালা
হয়েযোর, আবার শান্তিরকা! তোর্ভ
কর্প থু: ভোর মুগে থু! ভোর মন্তাল

। গুইজনে অন্ত চালনা।

ক্রমে উভয় লোটার আরো অনেকানেক বাক্তিকে দারুল্য যোগ দিতে দেখিয়া, কুডাল ; কোদাল, লাঠি, সড়্কি লইয়া নগ্রবাসিগণ সেই-খানে উপস্থিত)

ব্যাসিগণ। মার্ বেটাদের—মার্ মার্!—

গই সব এগো—মোস্তাগো, আর কপ
লতের ছই দলকেই ঠেঞা—মার—মার্—

গড় পিষে দে।

রিক কপলত ও তার বয়স্তের প্রবেশ।

কিসের গোল হা ?—কে মাছিদ্ বে,

লেগ্রে—আমার তলায়ার ধানা দেতো।

কিয়ে এই—মাই—মাই—মড়ের মাই!

কলায়ার কেন ?

কে আভিদ্— তলোয়ার—গলায়ার

মান—কেউ ভান্চিদ্নে, ঐ যে দেধ্চি

পাচীন মন্তাগে আমাকে দেখিয়ে তলো-

াপালো ও তার বয়ভোর প্রাবেশ।

यात पुरु रहा ।

মস্তাগো। হা ছুরাঝা কপলত !— (বয়স্তের প্রতি) স্থানাকে ছাড়্বল্চি—দে ছেড়ে। কপ-বয়ন্ত। তুমি আর শক্রব কাছে এক পা এওতে পাবে না।

মন্ত্রসগণ সঙ্গে স্বধং রাজার প্রবেশ। রাজা। এ বিদ্রোহী প্রাজারন শান্তিক্ষয়-কারী, প্রতিবেশি-রক্তে অসি রঞ্জিত এদের—

> শুনিবে না-কভ কি ইহারা রাজাদেশ ? হাঁ৷ বে. ও পশুস্বভাব নৱ-অব্যুব, হানয় উৎসেৱ বক্তে প্রবাহ ছুটায়ে নিগাইতে ক্রোধবহ্নি সদা তপ্ত যারা — শোন বলি-এ আজ্ঞা লঙ্খিলে রক্ষা নাই। আজ হ'তে তোদের—ও কৃষির-বৃঞ্জিত— অন্ন যত, হস্ত হ'তে ফেল নিক্ষেপিয়া দরে ধরাত্সবংক্ষ।—শোন বলি আর এ আজা লঙ্খনে দণ্ড যেবা। তিন বার এইরূপে মুগের কথায়-মশরীরী ভাষার সংযোগে—ভোমাদের ছ'জনার দলভক্ত জনগণ হয়ে উত্তেজিত হরিলা এ নগরের শান্তিময় স্কর্থ-রাজনথ জনাকীন প্রাচীন স্থবিরে, পরিহরি বয়োচিত বেশ পরিচ্ছদ, माजि निक जोर्न अहतरन -जीर्न गया নিজ দেহ---আসি দেখা দিখা যুদ্ধ বেশে। নাজনত্যে সেরূপে আবার অগ্রসর হও যদি পুনঃ কেই কগই বিবাদে ভাঙ্গিতে শান্তির প্রথ,—নিশ্চিত তা হ'লে হবে প্রাণদণ্ড তার। এবার নির্ভয়ে করো সবে নিজ নিজ আলয়ে প্রস্থান। কপনত, এস তুমি আমার সহিত ; তুমিও মন্তাগো আজি অপরাছে আসি হৈও উপস্থিত –শ্রীমণ্ডপে –ধর্মাসনে ক মাদের অধিষ্ঠান যেথা.—সেই থানে

শুনাইব আরো কিছু আদেশ আমার। অন্ত সবে যাও নিজ নিজ নিকেতন. প্রাণদণ্ড দণ্ডে যদি ভয় থাকে মনে। মস্তাগো, তহা বয়হা এবং বেমুবল ভিন্ন আর সকলে নিক্রান্ত 1 মস্তাগো! বেরুবল, জানো যদি বলো, পুনরায় কে জাগায়ে দিল এই দ্বন্ধ প্রবাতন গ ছিলে কি নিকটে এর স্থান। যথন १ বেম। হে আর্ঘা। তই পকের ছাই ভতাগণ, আদিবার আজে মম, কলহেতে মাতি মন্ত্র চালাইতেছিল: দেখিয়া যেমনি খলি নিজ তরবারি দ্বন্থ নিবারিতে অগ্রসর হই আমি, সহসা তথনি মহাক্রোধী তৈবল আসিয়া দেখা দিল । ক্ষণমাত্রে তরবারি নিচ্চাসি ভাহার. চর্বাকা ভংশনে মোর ধিকারি শ্রবণ, স্থন স্থন শব্দে বায় বিদীর্ণ করিয়া, অস্ত্র ঘ্রাইল ঘন মস্তক উপরে য়ন্দ্রে সম্ভাষণ কৈলা মোরে। অচিবাৎ অগতা৷ আমিও অস্ত চালাই তথন. পার্থ-নিম্পর:- গুপ্ত প্রহার কড়ই---বেলাই চ'জনে ক্ষণ মুহুর্ক ভিতরে. ঘাত প্রতিঘাতে শব—সংস্কর ঝনঝনা; কত লোক ক্রমশঃ ত'নলে দিল যোগ: হেনকালে স্বয়া ভপতি আসি সেণা নিব।রিয়া দিল দ্বন্দী ত'ভাগে ভাঙ্গিয়া। ম-বয়স্ত। রোমিও কোথায় '---তারে ত দেখিনে হেথা डाम्हे करत्रक एम अ वतन्य नाहि थाकि। বের। হে আর্য্য, জগতদেব্য দ্বিতা যগন: অতীব প্রত্যুবে আজ, পূর্ব সার কোলে, স্থবর্গের বাভায়ন খুলি আপনার আড়ে নির্থিতেছিলা জগতের পানে. দও ছই তারো আগে, মনের অস্তরে,

উঠে গিয়াছিত্ব আজ ভ্রমিতে বাহিরে. নগরের উপপ্রান্তে পশ্চিম প্রসরে. যেথা উভূষর বৃক্ষরাজি মনোলোভা বিরাক্তিত কঞ্জরপে। ভ্রমিতে ভ্রমিতে হেরি অকন্মাৎ দেখা একা রোমিওরে। দেপে তার নিকটে চলিন্ত। অমনি সে.-সতক গাছিল যেন, অতি ক্রতগতি লুকাইল গুলা মন্তরালে। হেরি তাহা, অনুসার আবে তার নাকরি তথন ৷ নিজ মনোভাবে ব্যাধ চিত্তগতি তার. নিভতে ব্যাপত ছিল প্রাণের চিম্বায়। চলিলাম অন্তাদিকে, তিনিও তথন গেলা চলি অন্ত কোনো পথে মন্ত্রাগো। আরো অন্য বচদিন এরপে প্রভা অনেকে দেখেছে তাবে ভ্রমিতে সেথায় মিশাইয়া নেতাদার প্রভাত নীহারে. স্তদীর্ঘ নিশাসধমে কবি গাড়তর প্রভাতী নীরদমালা: কিন্তু সূর্যা যেই জ্ঞাং প্রকল্পকর কর প্রসাবিঘা উষার পালক হ'তে সরাইয়া দেন চারুশ্যা প্রাবরণ তার, তগনি সে গ্ৰুমুগ হয় পুন: ত্যক্তিয় আলোক; ধীরগিত প্রবেশে মলি । আপনার: ক্ষত্তার থাকে সারা দিন: বাভায়ন-দার ক্র: গবাক সকলি ক্রদ্পথ, বজনীর ভমসায় আঁখারি দিবস। ইথে বঝি জনি তার আচ্ছন তিমিনে ছশ্চিন্তা ছতাশে কোনে: হিত ^ট এখন না পাৰি যদি নিবাৰিতে ভা বিষময় ফল হবে শেষে। (12) कारनन कि किছ १

कानि गाई. अ

পারি নাই কেন সে এমন

गळाटमा ।---

আপনি কি করেছেন চেষ্টা জানিবার ? নিজে আমি করেছি কতই ডেষ্টা, করেছে স্বন্ধদে কত যত্ন অক্লযোগ, কিন্তু সে আপনি মধুরতো সাপনার, হদযের কথা খোলে না কাহাবো কাছে. গোপনে আপন মনে বাথে লুকাইয়া, থাকে মৌনভাবে। যথা কীটদষ্ট হ'লে কম্বম কলিকা টে না--পোলে না পাতা, না ছাড়ে সোঁবভ मगौतन दकारम आंत्र, ना छेरमर्ल ছার তার দৌজন্তমাধুরী স্থা-করে। পারো যদি জানিবারে কেন সে এমন. কি ছ:গে হানয় তার এত জবজর, যত্রে তবে দেখি প্রতিকার। অই যে সে 7 1----অনকো কিঞ্চিং এবে দাড়ান সকলে। নিশ্চয় জানিব আজ কেন মনভার. মহিলে সে মতে মোর--আমি নহি তার। –পারো তো বছই ভাল ৷—এসো হে এখন. হেথা আর থাকা নয়, চল, সরে' যাই। নিজান্ত

বোমিওর প্রবেশ।

! প্রতিঃ নমসার।

! দে কি, এখনও সকাল ?

! এই তো নটা।

! ইবে ! দিন, ছংগীর ত যায় না।—

কে গেলো হে, অত তাড়াতাড়ি, বাবা বুঝি?

! ই্যা বোমিও, কিসে ছংগ এতোই

ভোনার, দিন যে আর যায় না ?

! তা না পেয়ে, যায় দিন শীঘ্র যেতো !

!— প্রীরিতের একা নাকি ?

- ঠিক্রে গেছে ভাই !

কেব কেন আন না টোনে,

রো। সে যে রাজী নয় । বেছ৷ সে কি. তাও কখনো হয় গ দেগ তে কোমল প্রণয়,স্মাতো ভেতর কড়া তাম ! তবে কি কাঠে : পুঁতুল ? রো। আর ভাই, সে ঠাকুরটা একে কাশা, তায় মনস, তাতে বব্রুগতি, তবু ইচ্ছা বে পথে ভাতেই নিয়ে ষায়। মধ্যাহ্ন কোথায় হবে?—একি কাণ্ড হেথা! কিসের এরজুপাত্র কি বিগ্রহ হেন গ না না, আর হবে না বলিতে ভায়-জানি সে সকলি। হায়, এ কি প্রেমের উতান ? হিংদার মশান এ যে প্রেতের শ্বশান : অহো ! প্রেম হিংদাময়, তুইই কি আরাধ্য ? कमशे अनव, उदत, अनवी कनश তইই হন্দের বন ৪ তুই যে অসাধ্য १ অয়ি পুঞ্চ চিত্রবের আকাশ-উদ্ভাত অ্বি, ভিত্ত লগুর স্থাকভারয়ত ! অধি, মনোমরীচিকা সভোর স্বরূপ ! তরাম তরাম মাত্র-প্রাণের বিজ্ঞপ । অগঠিত খাবজ্জনা স্থাতি দর্শন ! দীদার লঘু কার্পাদ, ব্যের জন্ম ! শীতারি, স্বস্থাস্থা কগ্ন, নিদ্রাজাগরণ ! নহে তাহা দুখ্য যাহা অঘট-ঘটন ! ্ৰই প্ৰেমে নজে আমি প্ৰেমিক ইয়েছি ? না চাহি দে ছন্ম ছল কহিলু সঠিক :--शंभड़ ना (य वड़ा (वञ्रा—्हाम्व कि ८६, काञ्चा शांदकः। বো। - কালা কেন ? বেম্ব।—দেগে ভোর প্রাণের যাতনা। বো ৷ বেমুবল' প্রণয়ের দোষই এই জেনো নিজ প্রাণে যতক্ষণ লকাইয়ে রয়, ততক্ষণ ভারগ্রন্ত নিজেএই সদয়: (म जः ११त जांगी यनि अश दक्ष इस , s পের উপরে চাপে--সে পেদ ছড়ায়!

আমার ব্যথায় তুমি ব্যথিত যে হ'লে,
শতগুণ হংগ মমানাড় ইয়া দিলে।
প্রেণয়-পূঁথার সমালোকের নিঝানে
আবো গাড়তর হয়,—বুলাও দে খানে—
তপন প্রণয় ধ'রে উজ্জ্বল বরণ
প্রণয়ী নয়নে জলে দীপ্ত-ছতাশন।
কিছা যদি অবরোধে উজ্পুলিত হয়,
প্রেণীর নয়ননীরে পারাবার বয় !
ধীরের ক্ষিপ্ততা প্রেম, বিষদ্ধরোধী,
অথবা জীবনপের মধুর উষ্ধি।
প্রণয় ইংারি নামা—সালি হে তপন।
বেয় ! ধীরে হে, আমিও সঙ্গেক করিব গমন,

রোমিন্ত, যে ফেলে যাও, কি নোমে এমন ? রো। রোমিন্ত কে ? কোথায় সে ?—

দেখো গে কোথা সে এবে করে হই হই। বে।—বল ভাই, এ খেদ কেন? কারে

আমি তো দেনই।

বে।—বল ভাই, এ থেদ কেন্? কা ভাল বাসো।

বো। —কাবে ভালবাসি ? তবে বলি বসো রসো। বল্তে তপারি না ভাই, কালা পায় থালি, —হা হতাশ ভন্তে চাও— বলো, ভই বলি।

বেয়। হা ছেটোশ কেন ভাই, বলোনা দে কে ?
বো। উইল্ কার বল নথা মুমুর্যে সহসা—
যেমন কঠোন ভাব কাণে সেই ভাষা—
আমাকেও তেমনি হে, দে নাম জিজাসা।
ভন্বে তবে,—দে একটা কামিনী।

বেস্থ।— আগেই এ চেছি ভাঙো—বলেছি—প্রেম যথনি।

রো। বেসুবল, সাবাস তোকে বলিহারি ব.ই। তীরন্দার বটে তুই। জিজাসি এখন ব্যতে কি পেরেছ—সে ক্নারী কেমন ? বে। সে আর কঠিন কিছে?—আমার রোমিঞ্চ

स्मद (यमन, त्मश्र सम्मदी (७मन)

এ কি আর বুঝতে বাকি, পড়েই ও আছে বো। এতাগু লাগেনা ভাই, তীর হ'ঠে গেছে অভ্যের সমান তারে ভেবোনা কগনো . মন্মথ-বাণের লক্ষ্য নহে সে রমণা, হার মানে তার কাছে কন্দর্প আপনি। গাগীর স্মান বুরি, শকুন্তলা স্মা, মধুরভাবিণী বামা সাধবী ওদমতি, সতীত্ব-কবচে ঢাকা সে চাক্স-মূবতি ! অনঙ্গের ফুলশরে অক্ষত সে দেই, শ্রবণে না দেয় স্থান প্রোম নার্ম দেহ. প্রণয়-কটাক্ষে প্রতি-কটাক্ষ না হানে. मुनियदमादनाङा अर्ग ८५ दन दना है ज्ञादन ক্সপে ধনী বড় ধনী—দরিন্ত বিচারি, মরিলে সে ধনে কেই নহে অধিকারী। বেছ। তবে কি চিবকৌমার্গ্য প্রতিজ্ঞা ৬৩% রো। সে পণ করেছে সভা, কিন্তু ফল ভাব-বথায় হইবে নষ্ট এ সৌন্দর্য্য ভার। कोन्मर्य। यदनव यनि ना थादक नाग्रल ক্লপণের দীনতা সে সঞ্চারে বিয়াদ। যেমন সল্বী ধনী তেমনি প্রবীণা--বুঝিতে পারিবে পরে রুথা এ কল্পনা ! বঝিবে তথন – মোরে এ নরাঞ্ছে ফে স্থা সে হবে না কং ্থামে পায়ে সে कि मोक्रम अग् ! आजन मिटन नो ८२ ४ প্রণয়ের মোহত্ব !—তাই, মৃত্যুবাণ সেই পণ হৃদয়ে আমার ! শুন্লে ভো আমার সে প্রণয় আখ্যান ১

বেহ্ন।— ভোগো গ্র কথা রাথো মোর।

রো।— ভাই, ভূলিব কেম পদ্ম দেখাইয়া দাও—স্মৃতি প্রাকাং শব্জি নাই :

বেহু ৷—হেরো আরো স্করণা লগনা, রূপে তার তুগনা করিয়া তুলা ধরি ' া সে তলনা হ'লে পরে সেই জয়ী হবে। গ্ৰুট থ জিব, হায়,। ষতই দেশিব, নিক্ৰমা ব'লে মনে তাৱেই মানিব कि अभी जम्बीम्थ अव अर्थ घड. প্রশি চাক লগাট স্থাপ ভাঞ্জে কত। হত্তে দেভিতে কালো অবগ্ৰপ্ত চয়, লক ইয়া রাথে কিন্তু চল্লের ছটায়। প্রকাঞ্চে যে দেখে তার দৃষ্টি হয় হারা. ভুলিতে কি পারে সে -যে হয় দৃষ্টিহারা প প्रमा क्रभंभी नावी स्वित्न नग्न, গোজে কি সে তা হ'তে রূপদী কোন জন ? (मोक्सी मर्नेदन, श्राय । এडे यनि कल. থাকক গুঠনে ঢাকা সে চাৰুকম্ব ! এখন বিদায় হট : তুমি পারিবে না শিখাইতে ভূলিবাবে সদয়্যাতনা। প্রণঃ পাঠের গুরু আমি তব হব, সে শিক্ষা শিখাবো --নম ভিরপ্তাী বব। (উভয়ের প্রস্থান)

১ম অস্ক।—২য় দৃশ্য

(वंद्रणा नगद्र)

গণাত-বয়স্ত ও পাণ্ডশের প্রারেশ।)

দি মহাশ্ব, কি আনেশ করিলেন তিনি—

দার্য্য কপলত মহোদ্যে—আমাণ সে

প্রথিনায় ? তিনি কি সম্মত কন্তালানে ?

দে প্রদক্ষে কোনো কথাই হয়েছিল কি ?

দৈনক অনেকবাব, পারশ, সে কথা

ক্ষেছিল তার সন্দে, শেষ উক্তি তার

পলি গুনো অবিকল তাহারই কথায় —

শৈলিকা এগনও কন্তা, জানে না সে কিছু

রীতি নীতি সংসাবের; হয় নি বয়স আজো পূৰ্ণ তৰ্দ্ধ; যাউ ৰ আসুক ফের শরতের কাল আবো চুইবার দেশায়ে-গৌরব তার প্রবক্তস্থাম. ভগন বিশাহযোগা। হবে কলা মম— সম্পূৰ্ণ যৌধন লভি—তথ্য সে কথা।" শা। তাৰ চেয়ে ছোট ছোট কত যে বালিকা হুইতেছে ঘরে ঘরে পুত্রপ্রস্থিনী। ক-ব : সে ৬ৰ্ক কৰিতে কি হে ছেড়েছিম্ব আমি: তাহার উত্তর তাঁর—"সে সব বালিকা তেমতি শুকামে গেছে—নথা শুদলতা একমাত্র লাভে সেই, গেছে আর স্ব আশার আশ্রয় মন, সেই ক্লাধন খাছে মার ধরাতলে। পারশেবে ব'লো. প্রেমভিকা করে তার কাছে, পারে যদি সন্মতি লভিতে তার, আমি**ও সন্মত**: আমার সমতে তার কচির**ই কিন্ত**র। সে যদি সন্মত হয় জেনো সে সন্মতি আমার স্বীকার বাকা স্থির স্থনিশ্চয়।" পার#: - যথা আজা ঠার। ক-বয়স্থা ৷— আর এক অনুরোধ আছে হে তাঁহার শোনো—আজ নিশাকালে হবে নিকেতনে তাঁর, চিরপ্রথা মত বদত্ত-উৎদব-ক্রী না: বছজন তার. প্রিয়ত্ম তাঁহার বান্ধব বন্ধ যত, হবে নিম্নিত সবে :-- তাঁর অন্ধরোধ একান্ত আগ্রহ সহ বলেন আমায়---ভোমাকে নিশিতে আন্ধ আসিতে হইবে। আনন্দরাজার তাঁর তবে পূর্ণ হবে। এসো ভাই, ইহাতে আমারও অমুরোধ, टिंग ना व निमन्न द्वरश दमात कथा। দে সুহর্ম্যে আজু নিশি দেখো কত নব নক্ষত্র উদয় হবে নিশি-তমংহর, ক্ষিতি স্পূৰ্ণ কবি চাক চলপ্লবে,

পালাবে তখন তমোৱাশি, যথা থঞ্জ

হেমস্ত পালায় দুৱে বসস্তে নির্থি।
তখন, যেমন স্থাী ঘৌবন প্রমোদি
যুবকযুবতীগণ, আজ নিশি সেথা
তেমতি আনন্দ তুমি ভুঞ্জিবে অবাধে
উৎজ্ল-কামিনীকুল—কুলদল মাঝে।
দেখো সবে,—ভুনো সবে—এক্ এক্ করি,
সকল হইতে যেবা গুণে গরীয়সী
হৃদয় আকাশে তুলি লৈও সেই শশী।
অনেক অনেক রূপ গুণ নেহারিবে,
হৃদয়ে ধরিতে গুধু একটাই পাবে।
এসো ভাই একাডই অনুবোধ মম।

একথানা কাগজ হাতে একজন হংকেরার প্রবেশ।

পারশ ও কপরত-বয়স্থ নিজ্ঞাস্ত ৷

হব। না, দিবিব, যার যার নাম লেগা তাকে
থুঁজে বের কলো।—সকলের কাজেরই
এক্টা ধরাবানা আছে,—মুচির কাজ,
গজকাটী নিয়ে, দর্জির কাজ কাঠের ছাঁচে,
জেলের কাল্প কুলিতে—আর পটোর কাজ
ফ্যাটা জালে;—কিল্প আমার কাজ, তাদের
থুঁজে বের করা, যাদের নাম এইতে
লেখা।—তা আক্কাটা আকুরে বেটা কি
যে আঁচড়েচে মাথামুগু কিছুই তার ঠিক
কর্পে পাচিচনে। দেখি, একজন লিখিয়ে
পড়িয়েকে জিগ্গুস্তে হলো।

্র দিক ও দিক পরিক্রমণ) রোমিও ও বেমুবলের প্রবেশ।

বেষু। ক্ষেপলে নাকি ?
বোমি। ক্ষেপিনি কিন্তু হেরাহেরি।—পাগলা
গারদে পূরে সপাসপ বেত লাগালে যে
জ্বলা, সে এর কাছে কোথা লাগে ? এই
বেলা সরি।—বেষ্থবল নমস্কার।

হর। বাবুজি, তুমি লেখাটেকা প্র পারো?

বো। হাঁ, আমার ছঃবের দশা বিক্রেচনাং কপালকৃষ্টি কতক্ মতক্ ব্যুত্তে পারি।

হর। হ'তে পারে সেটা মুখস্থ আছে। লেখা পড়া শিখেছ ?—হাতের ৫ পড়তে পারো ?

রো। হ্যা খুব পারি— যদি সে ভাষাট আর অক্ষর ক'টা জানা থাকে।

হর। স্থাথে থাকো বাবু—বেঁচে বত্তে থাব ঠিক কথাই বলেচ।

নাবে না-দাড়া, দে কাগজগন (কাগজ লইয়া পাঠ) মহামহিম মা পালক ভার মহারাজ মুলুক্ফকা, জবর সবলোট বাহাছর, মহামাভ গোট গাধ্ধা, রাজাবাহাত্ব চাঁদা দেহেন্দা, বাহাছর জয়জয়কার, রায় বাছ চালাকচোত, মীরমুদ্দা ভজুরসাতা, বাহাছর থপরদেহেনা, মহামহোপাধাায় চাট হাজিরবনা, যথাযোগ্য কপালমন্দ ও মহিমাবর মধু নন্দ গোস্বামী, মান্তবর ৈ গুরাজ কল্যা পারশ চিরজাবী তৈক আরো আ (কাগজ ফিরাইয়া নিয়া) এ তো অনে গুলি ভদ্ৰ ভদ্ৰ লোকের নাম দেখ্চি-বাড়ি নিমন্ত্রণ হে १

হর। আমাদের বাড়ি।

রো। ভোমাদের ত বটে, তবু কে সে !

হর। আমার মনিব মো**শ**য়।

রো। তাইতো, আগেই সেটা **দ্বি** করা উচিত ছিল।

হর। তা নাই ক'নে জিজ্ঞাসা, আমিই বল আমার মনিব মহা ধনাট্য কপলত মহা — ভূমি মন্তাগো দলের কেণ্ট ধনি না ত যেইও, লুচি মোণ্ডা একপেট গেয়ে যেতে পার্বে – ঢালাও জিনিব—দেদাব –দেদার দে—পেয়ে কুরোয় কে ? বাবুজী এগন আদি, স্থপে থাকো।

[হরকরা নিজান্ত]

া রোমিও, আজ যে'ও হে, ভারি পকা সেগা।

বসম্ভ উৎসব পর্বা বছদিন হ'তে হয় কপলত গৃহে মহা আড়ম্বরে-আনন্দ বাজার আজ বদিবে দেগানে। আসিবে কতই দেখা প্ররূপা প্রন্দরী. বরণার স্থবিখ্যাত মহিলা মণ্ডলী বিবাজিবে সেগা আজ বেশভূষা পরি। অবঞ্জিত চক্ষে চেয়ে দেখে। সে স্বারে। দেগার যাদের আমি-দেখে মোহ যাবে। ভার পর মনে মনে করিও বিসার তাদের তুলনা ধরি প্রেয়সী তোমার কোথা দুৱে পড়ে রবে বুঝিবে তথন। রাজহংসী সম তব চিত্ত সর্বোবরে (थंगाय Cu-क्रिनिटक Cम Chaica वांयमी । া সত্যের আকর মম এই নেত্র তারা. হেন মিখ্যা তাহে যদি কভু বাজ হয়, তবে অক্রধারা-—এতদিনে বহে যাহা ধারার আকারে, অগ্নিরূপে যেন শেষে প্রবৈশে হৃদয়ে মন চিত্ত মনঃ দৃহি। অশ্রেতে এত কাল ডোবে নাই যাহা. সে তারা অনল তাপে দগ্ধ যেন হয়। প্রিয়া হ'তে নারীকলে গরীয়সী কেহ থাকে যদি এ ব্রন্ধাণ্ডে স্থলিতের মাঝে: কিছা সর্মদর্শী সূর্যা না দেখেছে যাহা -তা হ'লে এ নেত্র ভারা যেন গদে' যায়।

🕛 মিছা ও বড়াই !--কাছে ছিলনা ত কেহ

প্রমা স্থন্দ্রী, তাই, মনে করো তারে
তাহারি তুলনা নিজে সেই; কিন্তু আজি
নিশাকালে দেগারো তোনায় যে ক'জন,
তাঁদের তুলনা করে' তুলা যদি ধরো,
নিক্রপমা মনে ক'রে ভাবিছ যাহায়,
তথন ভাবিবে কেন ভাল বলি তায়;
রো। চলো, সঙ্গে যাব তব—মিছা এ বড়াই—
আমার প্রিয়ার সমা নারী আর নাই;
যেরূপ দেগিয়া সদা পোড়ে এ নয়ন।
সেইরূপই দেথে কিরে ভুড়াবে এখন।
ত্তিভ্রেম নিজান্ত।

প্রথম অঙ্ক ৷--৩য় দৃশ্য ৷

্ কপলতের বাটীর একগণ্ড। কপলত-জননী ও ধাত্রীর প্রবেশ।

ধাই। আমার মাথার দিবিব, কর্ত্তামা, এমন
মেধ্যে আর হবে না। কেমন ঠাণ্ডা—
কেমন ধীর—যেন পোষা পাথিটা। তৌদ্দ বজ্জর বয়েস হ'তে গেলো, এথনো যেন আমার ভ্রুমে চলে।—তাই ত, কোথা গেলো ?—আহা ঠাকুর দেবতারা বাঁচিয়ে রেখো।—ওমা জুলিরে, কোথা গেলি গা ?

| জুগিয়েতের প্রবেশ]

জু। কেও ডাকে?

ধা। তোমার ঠাকুর মা ভাকচেন

জু। কেনো ঠানদিদি, এই ধে আমি এগানে। কি বলচো?

ক-জননী। বলচি কি, --দাই একবার ভূ**ই স**র তো, আমরা আড়ালে গোটা **ভূই কথা**

करे।--ना शहे. आह फिर्दि आहा। এ কথা ভৌরো শেনা দর্কার। — জানিস তো, নাতনীর আমার বরেদ ইরেচে। ধাই। ওর বয়েদ আমি আর জানিনে ? আমি চুল চিরে হিসের ক'রে দিন ক্যাণ পল বিপল পর্যান্ত বলে দিতে কাব্রি ওর নাড়ী নক্ষরোর কি না জানি। ক-জননী । চৌদ্দ পেরইয়েচে কি १ ধাই। ওমা। সে কি গো-কোথা যাবো গো--চোন্ধ পেরইয়েচে কি १--সে আবাব কি কথা—আমার আরও চোন্দটা দাঁত কেন পড়ে ধাক না -- (স্বগত --চাট্টে বই আর নেই কিন্তু) — আহা জ্বির আবার বয়েস-শিবচতুদ্শী কবে ? ক-জননী। এই পোনের দিনের ওপর আব ক'দিন নাকি বাকি আছে। ধাই। বাট-ষাট-বেঁচে থাক, সেই শিব-চতুর্দশীর দিন ওর চে.দ পুরবে।--আহা, আমার স্থানোর বেঁচে থাকলে দেও ওর বয়স পেতো!—পোডা মধো যম কি তা রেখেচে? আমার প্রদোর আর ও একদিনের ছোট বড়ো গো।—সে দিন কি ভোলবার গা। ওগো এই শিবচতু-र्फगीत पित्न अत्र क्षांक त्रव शृत्रता আহা, ভূঁইকম্প গ্ৰেছে আৰু বছোর হলো, জুলিয়েত তখন সবে এই माई छाउँ। - त्म कि छानवात मिन গা—কত্তা মা আমার বেশ মনে হতেত্ব, আমি মেইয়ের বোটায় নিমের পেলেপ দিয়ে পুকুর পাড়ে বদে রোদ পুউচ্চি-কত্তা তথন বিদেশে হাপ্যা থাজেন-আমার কি তেমনি ভোলা মন ? তা-ভা कि वन हिन्न-हैं। वटि वटि, शुक्त शाए বসে বোদ পোয়াচ্ছিম্ম, এমন সময় জুলি

থেই কাছে এসে মাইটা পূরেচে, অমনি থু থু করে হ'হাও দি মাইটা ঠেলে ফেলে দে মুগটী এম বিকট সিকট কত্তে লাগলো যে, দে यांगि दश्सरे थन। अपन तम्ब हो। কাছের সেই পায়রার টোংটা ছল ছদ্ধাত করে নড়ে উঠলো, তার নীয়ে বদে আমি—কার স্ববাই প্রাও প্রত কত্তে কত্তে কে কোথায় ছুটলো, জা ঠিকানা নাই।—বেন, হলো অভ বা মক্তর। জুলি তথন একনাট ছুটোছুট करंड भारता। मा मा, वालाडे-भरहा পড়ো হয়ে হপা চারপা হাঁটতে পাছো আহা, বাছা তার আনোর দিন এগনি মং থুবড়ে পড়ে গিছ্লো যে, কলাগটা একে বাবে থেঁতো মেতো—হয়ে গিছ.লো। অহা ষণ্ট ষাট—বাছা আমার কর ক্ষেই কাঁদলে গো: কিন্তু তথ্নই আমার বুড়ো কম্ভাটী —লোকটা বছ বুসিক ছিলে গো-বুকে না তুলে নিয়ে কত অদের কল্লে। কত ব্যাসকভাই কৰে লাগলো-আর মাঝে মাঝে "বিবিদ্ধ আমাথে মনে ধরে কি" বলে জিগ্নতে লাগলো —কি অভাগাি মা মেয়েটা ভাতে বা কি না-" "।

ক-জননী। ও ধাই একটু পাম্ না—চেং বিক্চিদ্মা।

ধাই। গিলি মা থাম্চি—থাম্চি, হানি বাগতে পাজিনে যে। ওজো সে কথাটা থৈই, মনে পড়ে, অমনি যেন হাসিতে পেট্টা ফুলে ওটে। হা গা কি লজ্জার কথা— মেনেটা আনো আনো করে কেবল স্টু। আনকতে পাত্তো—তা সেই বুলিভেই বলে কি না—"উ"। ওমা কোথা যাবো।

ক-জননী। একটীবার থান্, ধাই, -- একটি-বার থাম্।

ধূর্ছ। এই নেও—মামি থামলুম !—এথন
ঠাকুর দেবতার আশীর্কাদে বেঁচে বত্তে
থাকু। কিন্তু বাবু মনেক হেলে মানুষ
করেছি, এমনটি আর চবে পড়েনি—
এমন ফুটুকুটে চালের কণাটি আর কথন
দেখতে আসেনি।—ষাট্ বাট্,—মা ষ্টা
বাচিষে রাথো !—এথন ওর বেটা বেটা
দেথে মত্তে পাল্লেই আমার সকল সাধ

ক-জননী। ও ধাই, খামি সেই কথাই বলতে এসেছি। জুলি! —এগন ভোর মনের ভাবটা ভেন্সে বলু দেখি।

ছু। ঠান্দিনি, এ তো ভারি সন্ধানের কথা ! কিন্তু এ কথা একদিনও ও আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

ধা। ওমা, বলে কি !—সম্মানের কথা
কিলো ? ও জুলিয়ে। তুই আমার মাই
থেমেই মামুষ হমেছিদ্—তুই এ বুজুমি
শিখুলি কোথা ?

ক-জননী। তা, যাই হোক্ দিদি, এখন জো
সেকথাই ভাব তে হবে। এই বরণা
সহবে কত বছ বছ দরে ভোমার চেমেও
কত ছোটো ছোটো মেয়েদের কবে বে
হয়ে গেছে—এখন তারা সব খোকার মা,
আর দিদি ভূমি এখনও আইবুড়ো।—
তা সে সব যাক্, এখন সাদাসিধে একটা
কথার জবাব দেও দেখি,—এক কথাতেই
বিল—পারশ ভোমাকে বিবাহ কতে চাম,
ভূমি ভাতে কি বলো—ভাকে মনে ধরে
কি ৪—পারশ ছেলে অভি ভাল, সর্মশুণের আধার বল্লেই হয়।

ধা। পারশ।--পারশ বে কত্তে চায় ? এবে

বড় ভাগ্গির কথা! সমস্ত পির্থিবীটা খুঁজনেও তার যে খেড়া মেলা ভার। ও মেয়ে! তোর বড় ভাগুলি—বড় বাগুলি গো! হা দেখ, দেখতে যেন ঠিক একটা মোমের পুতৃল-মোমের পুতৃল গো। ক-জ। বরণার বসত্তে ফোটেনা হেন ফুল। ধা। তা দুল্ই ভাগ !--আহা যেন একটী ফোটা ফুল। ক-জ। কি বলো, তারে কি তোর মন নিতে চায় १ मिथिम, कि अधुक्रम, আंজ, निर्माकांत्न। अहमर्याचन (नरक्षण एन एएन ; সে দেহ—তুলিতে যেন আঁকিয়া তুলেছে ! नाक् भूय ट्राक् इक भटि त्यन लाया, প্রতি অবয়বে তার লাবণ্যের রেখা। বৰন বেখায় ভাব যা না ফোটে ভাল. নয়ন ছটায় তায় করেছে উজ্জন। স্থন্দর পুস্তক থানি সোণার মলাটে বাঁদলে, অধিক আরো শোভা তায় ঘটে; সেইরূপ তারে যদি তুমি পতি করো, শোভাতে শোভা মিশিলে শোভা হবে আরো তাহার গুণের ছটা তোমাতে ভাতিবে, ভোমার যে শোভা, তাহা ভোমারই থাকিবে.

তাই বলি পারশেরে করে। আপনার। চুপক'রে যে,—বলনা কি—পারবে দিতে হা

ছু। পারি কি না দেখি আগে —দেখে, ভালবাসা

হয় যদি হলো তবে। কিন্তু তাও বলি--স্থ ইচ্ছায় সে দিকে না কটাক্ষেও হেলি।
চাৰুৱাণী। ও নিম্নি মা ঠাক্দ্ৰণ--একবার
হেথা এসো, নিযন্তনে মেন্বো সবাই এসে
পেত্রে; স্থাসন পাতা পাত, পাতা সক্ৰি

হয়েছে; মা ঠাক্কণ তোমার তবে ছট্ফট্ কভেছে। আর ভাঁড়ারী মিন্সে
ধাইকে গাল মন্দ পেড়ে বাড়ি ফাটিয়ে
দিচ্চে। ওগো বড্ড তাড়াতাড়ি— দাড়াতে
পাচ্চিনে মার এসো শীগ্নির করে।
ক-জ। যা বলগে যা, আমরা এলুমব'লে।
(চাকরাণীর প্রস্থান)
ও নাত্নি সেই জরি আঁটা কাঁচুলিটা
পরে নেনা।
ধা। যা মা, যা, প'রে আয়।—আহা স্থেবে
নিশি স্থেবই পোহায় যেন।
(সকলে।নিক্ষান্ত)

প্রথম অন্ধ--- ৪র্থ দৃশ্য।

**

বরণা নগরের রাজপথ

নাচ্তে নাচ্তে ও গাইতে গাইতে একদল বাউল্ভ সেই সঙ্গে

[বোমিও মরকেশ ও বেমুবলের প্রবেশ।]

রো। ভাই, একটা মশাল দেও, তাই নিয়ে যাই

মন্টা বড় বিগ্ড়ে আছে নাচ্ গাও-নায় নাই।

য। তাই তো বটে, সেঙ্গাৎ আমার। সেট্টা হবে নাই,

ঘুজ্যুর নূপুর পায়ে দিয়ে নাচন গাওন চাই, এই দাড়ি গোঁপ মুখোন্ পরো একতারা বাজাও।

রো: না, ভাই, সত্যবল্চি--- নুকে পাথর থেন চাপা। হাত পা ষেন বাঁধা সব —এক পাও সভে না।

ম। প্রেমমন্ত্র সিদ্ধ তুমি কামের কর সাধনা,

মন্ত্র পড়ে ভানা নেড়ে উড়ে কেন যাওনা ?
বো। প্রেমে অল জরজর থরথর কাঁপে—

ভানায় ভর দিতে সেলে পড়ে যাব পাকে।

কাণে কাণে ভূবে আছি আবো দিলে চাণ,

তল্ইয়ে যাবো রসাভলে বন্দ হবে ইংগ্।

ম। প্রেম কি এতো ভারি নাকি ? আমার চিল

.. জানা, খুবু হাল্কা পাত**া। প্রেম যেন পরা**গ পানা।

রো। প্রেম কি কোমল ভাই ? ঠেকে শিথে জানি।

> থেমন কঠিন প্রেম নীরস তেমনি। সেই জ্বানে প্রণয়ের কণ্টক কেমন।

ম। প্রেম যদি কড়া হয়—তুমিও কড়া হও, কণ্টক ফুটায় প্রেম—তুমিও ফুটাও, তা হলেই প্রেম জোনো হবে পরাক্ষয়।— দেও তো মুখোদ্ এক্টা মুখটা ঢেকে নি। (মুখোদ্ পরণ)

আর কারে বা ভয়—মূপে মূপ দি'ছি ঢাকা, লজ্জা সরম্ ভরম্ যত এতেই *াতকা। যে যতো পারিস্ এখন্ তাকা আঁবকাবাকা।

ব। এই যে ফটক্—ওংহ শীগ্গির চুকে পড়ো,

ভিতরে চুকিয়ে পরে সবে হৈ**ও জড়।** কাম ওকে আমায় কেনে কেও কে

রো। ওহে, আমায় ছেড়ে দেও, কেনো গোবধ করো ?

না হয়—এ বেশ ছেড়ে জন্তুলাকের মত যাচ্চি চলো এক্সা আমি—কিন্তু বাউলে সাজে

এমন্করে পার্ব নাকো ভিতরে সেঁধুতে।
(বল্ডে বল্ডে ভিড়ের ঠেলায় ফটক পার)

ভার।

দ্ধস্! এ যে ভারী ভিড়—এই বেলা যাই সবে। ম। মাঝনবিয়া—বেগোন পাড়ি—বাডাস জারে চলে,

মাজির পোলা হাল্ ছেড়েদে আলা আলাবলে।

প্রেম করেছো, ডুবজল দেখে এখন কেন ভর ১

পাতাল কত দূরে দেগো—বলো প্রেমের

আবামশোষা, কি কজে সং— জুড়ে দেব নাকেন ?

রো। ভাই, মন কিছুতেই সরচে না আমার।

ম। কেন, শুনি বলো, দেখি, কারণটা কি ভার প্রা। রেতে একটা অপন দেখে। মনটা আছে

মর। স্বপন্তো আমিও দেখেছি। রো। কি স্বপন্তোমার?

ম। খণন আবার কি ? খণন তো ঝুটোই সব। রো। নাহে না মিছে নয় যদি নিশি ভোরে খগ্র দেখো নাক্ডাকিয়ে আধা বুনের

থোরে। ম। কাল রাত্ত্বে তোমায় "থুলেগিলি ধরে। রো। যাও যাও, আর কাজ নি অতো রস

ম ৷ **না রোমিও,** সন্ত্যি বল্চি—আমার শোনা আচে

ৰড় ৰড় দাড়িওয়ালা মোলা কাজির কাছে। বালিখিলা পরি একজাত থাকে মধ্যাকালে, রাজি দিন থেলা করে থাতালে বাতানে। সন্ধ্যাকালে—ভোর-থেতে শিশির-ভেজা মাঠে।

কচি কচি ঘানের উপর ডোরা ডোরা

शंख शंख श्वांश्वि मतन मतन मितन

খুরে খুরে নুতা করা বডই ভাল বাসে। আঙ্গলের পর্ব মত ক্ষদে ক্ষদে তারা. কৌতৃক করিতে ধরে কতই চেহারা। কথনও বা কুঁড়ী ফুলের পোকাটী যেমন ছল ক'রে দেখা দেয় তাহারি মতন. কিম্বা ভূঁড়ে জমীদারের আংটা শোভাকর চলের মতন ক্ষদে খেমন নামের অক্ষর তেমনি ধারা হয় কথনো '---কিন্ধা এখনকার নঙ্গ বিবির সাঁ থির যথা টিপের বাহার। তাদের বাণী "থদেগিলি" চড়ে দিবা যান. মশকের চৌ-ঘড়িতে চলে সে বিমান. **हैं। एक्ट्र किन्नर्ग** जोरनन क्कान रवहेंन. র্থের কাটামো তাঁর আসফলের পোদা. মাক্ডসার স্থাঞ্চোকার পুর্টে গুলি খাসা গঙ্গাফডিঙ্গের ডানা রণের ছাপ্পোর. মাকডমাজালের স্থতো ঘোডা যোতা ডোর. উইচিংড়ীর স্থ যো তার ঘোড়ার চাবুক :---কেমন বিমান গানি ভাবো হে ভাবুক! "খদেগিরি" হাসি খুসি বড় ভালকানে, রাত্রিকালে বুমস্ত লোকের কাছে আদে, রুথে চভে ঘরে বেডায় নাকের ভগায় নিজিত অমনি কত স্বপ্ন দেখে তায়। কখনো বা কুতৃহলে ঘোর নিশি হ'লে প্রেম পাগলালপুক্ষ মেয়ে ভুলায় কত ছলে ! মগজে স্থদস্থতি দিয়ে অঙ্গুলি বুলায় অমি তাদের প্রেমের স্বপ্নে তৃফান্ বয়ে

থুমস্ক যুবতী কাছে কগনো বা গিয়ে
দক্লে চুমকুজি দেয় অধর ছুঁ যায়ে,
সোহাগে তাদের মুখে আর কি ধরে হাঙ্গি,
সারা রাতই চুমুকুজির স্বল্প রাশি রাশি!
বোসামুদে বাবুদের ইটিতে কথন
উঠিয়ে স্পৃস্জি দিয়ে দেখায় স্থপন,
তথনি দাঁজায়ে উঠে নমাক প্রজাপারা

দেশাম্ কুর্ণীস্ কন্ত যুড়ে দেয় তারা।
কখনো আবার উকিল কৌনস্থলির হাতে,
খীরে ধীরে উঠে গিয়ে কুতু দেয় তাতে,
অমি তাদের পড়ে যায় তোড়া গোণার বৃম্
দীত কপাটী থানিক্ পরে বেম্নি ভাঙে
ঘুম্!

কখনও বা উদেদাবের নাকের ভগ'য় উঠে গিয়ে গীরে গীরে গাঞ্জাত কলায়, ঘুমের ঘোরে অমি তাদের স্বল্লে লাগে গাদি—

জাইনীর গেলাং প্-সনন্ উপাধি!
আবার কথনো গিয়ে মতি সাবধানে
গুরু পুকং পূজ্বির টিকি ধরে টানে,
মমি তারা ধড়ফড়িয়ে কাছা দিয়ে উঠে
কেউবা প্'থি করে হাতে, কেউবা বন্দে

কেউবা ক'নে ঘণ্টা নাড়ে, নৈবিদ্দি সাজায় কেউ ফগারে বসে যায়, কেউ বসে পূজাঃ

কথনও বা চুপি চুপি সেপাই সাস্ত্রী কাছে ঘাছে উঠে কুতু দিয়ে কাণের কাছে ই ics। অন্নি তারা স্বপ্নে তাথে ফউজ নস্কর দমকুহ, ছাউনি হল্লা ঘোড়ার দ ড্বড়

কাণে শেনে জয়ঢাক্ বাজে, বন্ধুকে কাওয়াজ,

কেলাফতে গুড়ুম্ গুড়ুম্ কামানে আপুয়াজ,

ভাড়াভাড়ি উঠে বদে ঘাড়ে বুলোয় হাত
ভাবে মুণ্ড আছে কিনা হ'লেছে নিপাত;
"দীভাৱাম" করে করে আবার চিত্রাং।—
হবে বৃশ্বি সেই পরিটা ভোমায় ধরে ছিল।
রো। আর্ কান্ধ্নি চুপ কর্ ভাই, ঢেব
জ্যাটামি হলো

য। কেনো ভাই ৰপ্লেরই ত টীকে কচ্চি আমি
শোনো বলি স্বপ্লগুলো অদার চিন্তা থালি,
অলদ ডিন্তের শুধু ধূলি আবর্জ্জনা,
ব'তাদ হ'তেও শৃক্ত,—চঞ্চল—মন্থির,
এই যা বহিছে দেগ উত্তর কেন্দ্রেকে
হিমানী মাগিয়া অন্তেপ, তগনি আবার
কোনে অন্ধ, গোটা কত ফুৎকার ছাড়িয়া
আদি উপস্থিত হয় কুমেক হেখানে
মাগিয়া শিশির বিন্দু বহিতে হিল্লোলে।
বে। ভাইত হে—যে বাতাদ, আমবাই বা
উড়ি।—

ওদিকে যে আহারাদি শেষ হয়ে গেলো; শেষটা কি শুধু পেটেই যাবে ? রো। সে কি হে,

এরি মধ্যে কি १ — না,ভাই, মন সচেচ নাক।
মনে হচ্চে কি এক্টা ছবিটনা যেন
ঘটুতেই ঘটুনেই আজ। তিথি লগ্ধ জাল
দেখে মনে হয় মম, এ বসজোৎসব
হবে সাল জীবনের সদেশতে আমার।
এ হৃদয় তলে থেলে যে আয়ু তরল
কুরাবে মকালে তাহ।— মপমূহ্য শেষে
ঘণাকর। কিন্তু যিনি আমার এ দেই—
তরণীর কর্ণধার, তিনিই আপনি
চালাবেন স্থবাতাসে সে তরণী সদা।
ম। চলো হে মন্দেরা—মন্দিরেগু লাগাও ঘা,—
বাজাও একতারা।

(মুখে তদমুকরণ এবং ঘুজ্যুর নূপুর পায়ে দিয়ে সকলের নৃত্য ও গান) (পরে সকলেই নিজ্ঞান্ত।)

১ম অঙ্ক ৫ম দৃশ্য।

কপলতের অন্তর মহল। (কপলত-পত্নী ও দাসীর প্রবেশ।)

ক-পত্নী।—ও-বামা, গাওয়া দাওয়া ত শেষ হলো, এখন যেখানে বচে মেহেরা গান বাজনা শুনবেন, সে জায়গাটা সাজানো গ্রোজানো হ'তে কত দেবি, একবার দেপে আয় না।

দাসী।—বিছানা টিছানা পেতে, মথমলের জাজিম্ বিচিয়ে, সব গোচ গোচ করে, এই আমি আদ্চি। কোনো কিছুতে কেউ যে খুঁত ধর্বে, তার যোনট নেই। কারো ছেলেপিলে কান্ত্র মায় তাদের শোবার জায়গা পর্যান্ত কোরে এসেছি।

ক-পত্নী — আর, ফুলের মালা ঝারাটারা গুলো ঝোলানো হয়েছে তো ?

দাদী।—এগো, সব ঠিক্ ঠাক্ হয়েছে,— দেখানে গেলে কুলের বাদে গা-টা যেন এলিয়ে পজে।

ক-পত্নী।—মাত্রদান, গোলাপ-পাদ, সেণ্ট-বোতল্ ও পার্কুমের আদ্বাবগুলো কেতামত সব রাখা হয়েছে তো ?

দাসী।—মা ঠাক্রণ, কিছু ভাবতে হবে না— ধার্ যা দরকার, কোনো জিনিদ্টাই কাক্ পডেনি।

ক-পত্নী। পান জল্ থাবার আদ্বাব, রূপোর বাটাবাটী গেলান্ সর্পোন্, ডিপে, ডাবর্ গুলো ভূলিন্ন ডো। সহরের বড় বড় ঘরের মেহেরা আন্তে কেউ আর বাকি নেই,—দেখিন্কেউ যেন নিলেবালা করেনা। দাসী — মা সাক্ষণ, কিছু ভেবোনা; বামী
কগনো হিজিপিজি গোকের বাড়িতে
চাক্রাণীগিরি করে নি,— মার এই বাড়িতেই আমি যে বুড়ইয়ে গেল্ল— মামাকে
কি আর ও সব শিগুতে হবে, না বল্তে
হবে ?— ওগো আমি গোড়কে গাছটী
প্র্যান্ত ভূসিনি; দেখানকার যিটি সব
ঠিক্ ঠাক্ আহে, ভ্রপা কা'কেও নড়তে
হবে না

ক-পত্নী। কোনো কিছুতে যদি একচ্**লের**তক্ষাং হয়, তো টের্পানি।—ও **স্থান্,**স্থার, স্থভাব—তোরা সব কোথা গো,
গান্ বাজনা কি জন্বিনে,— থার্ ওগানে
কেন ?—যাও না মা, স্বাইকে সঙ্গে
করে নিয়ে তোমাদের জায়গায় যাওনা।—
বাহিবের চকের পূবের বারাভায় মেয়ে—
দের বৈঠক্ হয়েছে।

নেপণ্ডো। যাই—গো—ঘাই। (স্থাস, স্থতার, স্থভাষ প্রভৃতি পুরস্ত্রী ও দাসীগণের প্রবেশ।)

স্তার — মা, এই চলি,ুম।— সাম **লো আম** সব্আয়ে।

(অভ্যাগত মহিশাগণের প্রতি)

এসো বোন এসো, এসো মা এসো, এসো এসো ন-পাড়ার বৌ এসো;—রাঙ্গা খুড়ী কোথায় গো—এসো না; এই যে এ দিকে পথ।

(ক্রমে সকলে নিজ্ঞান্ত।)

ক্পনত-জননীর প্রবেশ।

ক-পত্নী। মা, তুমি জুলিকে নিম্নে মেন্তেবৈঠকে বাও, আমার হাতে এখনো তের

কাজ, আমি বেতে পাচ্চিনে— তুমি গিম্বে

সব দেখাশোনা আদর অপেকা করে।

--- ८४ ८४मन, ८५८था, मा, कांद्रा ८४न यटञ्ज कृति इस ना।

(নিজ্ৰান্ত)

একটা পর্দা পতন ও সেই সঙ্গে অন্ত একটা উত্তোলন। স্বীলোকদেব বৈঠক তড়িদ্ধামিনী, নিশি-যামিনী, স্থতাব, সোহাগ, স্থভাষ প্রস্তৃতি।)

ভড়িকামিনী। ও সোহাগ, বলি, বজ বাহার যে—বসন্তী বঙ্গের ওড়না বড় উড়িয়েছ ! সো। বটে বটে, আমার ত আর অমন নিটোল চোল্ড ফিট্কট, (Fitcut) জ্যাকেট নেই,—আর তার বয়েসই বা কই ? আমাদের এখন ওড়না চাদর ঢাকাচুকিই ভালো।

কাঞ্চনমালা। আর অমন পকেট ঘড়ি, ঘড়ির চেনের বাহারই বা কার ?—সোহাগ্ সে কথাটাও বলিস্।

তড়িদামিনী। সভিয়ই তো, তোরা এ ফ্যাসন্ পাবি কোথা, এ হালি আম্বানি, হঠাৎ বাবু হতুন্হাদা বাবুদের ফ্যাসন।

কাঞ্চন। তবে আর সাম্পা গাম্পাটা
বাকি থাকে কেনো? দেইটে হলেই তো
ঠিক্ উকীল্ এটণাদের সাজ্ হয়।—আর
দশটাকা কামাতেও পারো, মিন্সেগুলোকে অতো নাকানি চুবুনি থেতে হয়
না, ঘরে বসেই হুটী হুটী থেতে পায়।

সোহাগ। আর তার সঙ্গে চোগা চন্মা—তা হলেই চুড়ন্ত হয়,—মজ্লিস দর্বার্ পর্যান্ত ফেরা ঘোরা চলে—

জড়িদামিনী। তামিছে কি ? তাহ'লে তোজাব তোদের মতন হ'বুড়ি চারবুড়ি গ্রনাগাঁটী পরে বসে থাক্তে হয় না। ছ'পা চল্বার যো নেই, পা ফেলিই ঝমর ঝমর ঝম্—পাড়া শুদ্দ চম্কে উঠে।

কাঞ্চন। তা গমনা যদি না পর্বে — জ্ঞাক্টে শেমিজ্ গায়ে দেবে, ঘড়ির চেন্ পকেটে ঝোলাবে, তবে এগানে কেন? ঐ মিলেদের মজলিনে মিশলেইতো হয়।— নিশি, তুই কি বলিস্; তুই যে একটী কথাও কচিচদ্নে।

নিশিষামিনী। আমি আর কি কথা কবো ? আমার জ্যাকেট, শেমিজও নাই, আর গয়না গাঁটীও নাই।

সোহাগ ৷ ক্যান্লো—তোর ভাতার্কে বল্তে
পারিস্নে; সে মিন্সেরই বা কি আকেল,
একালে কতো রকম্ রকম্ হয়েছে, তার
দশথানা তোকে দিতে পারে না !

নিশি। দিদি, তোমার ঐ ছাখনবাহার হার-ছড়াতে কত পড়েছে ?

সোহাগ। কি এমন্ পড়েছে, হাজার নেড়েক্ কি হু হাজারই হবে।

নিশি। (দীর্ঘ নিশাস)।—ভা বোন, আমার তিনি কোথা পাবেন।

হুভাষ। ঐ জুলি আস্চে।

(मकरनय मिट मिर्ट ाष्ट्री ।)

কপলত-জননী ও জুলিয়েতের প্রবেশ।
তড়িন্দা মিনী।—ও ঠান্দিদি, তুমি যে এখানে
রাত জাগ্তে এয়েছ ? ছটো গান শিথ্বে
না কি ?

ক-জননী। আর বোন, গান শেথবার স্থি আর দিন আছে।—না ভাই, আর্মি জুলির পাহারা, ওর মা আস্তে পালে না, তাই আমি এসেছি।

তড়ি। জুলি কি কচি থুকি, মে কেউ ধব কোমৰপাটা কেটে নেবে, না ওর োনো বাইটাই হয়েছে, ছট্কে পালাবে ? তা ঠান্দিদি, তাই যদি হয়, তুমি কি ওকে আটকাতে পার্বে ?

ক্ট-স্থননী। আট্কাবো আর কি ? আজ্কাল্ বে দিন পড়েচে।—কে লো—তজ্জিমিনী না কি ?—না ভাই, বেশ সাজ্ হয়েছে।— এখন্ ঘোড়ায় ওঠো।

ভড়ি। ঠান্দিদি, তা ভেবেচো কি ঘোড়াম উঠবো না।

ক-জ্বননী। উঠবে বই কি দিদি, ঘোড়ায় কি, বেদেদের দড়ায় উঠবে, বাশবাজি কর্বে, ডিগ্বাঞ্চি থাবে, আরো কত কি কর্বে।

সকলে। ঠান্দিদি বেশ বলেচে—বেশ বলেচে। নিশি। (জনান্তিকে) দেখলি ভাই, সেকেলে লোক্।

ক-জননী। ওমা, বলে কি !— ঘোড়ায়
চড়বে ? যে নেশের ব্যাটাছেলেরাই
ঘোড়ায় চড়তে গলন্ধর্ম হয়, সে দেশের
মেয়েরা ঘোড়ায় চড়বে ? ধনি লেশের
মেয়েতা। আমানের আর নেথতে হবে না।
তড়ি। ঠান্দিদিগো, যাই ভাবোনা, মন্কে

দেখবে মেয়ে চড়বে গোড়ায —কন্দিন সে আর:

(ধবনিকা পতন অন্ত দিকে ধবনিকা উথিত।)
নিমন্ত্ৰিত, অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের প্রবেশ।
কপ্লত। আদৃতে আজ্ঞা হয়-—আজুন;

এই যে এদিকে হান আছে। আহ্বন্
সকলে, ভাল হয়ে বহুন।—উ: কি গ্রীমই
আজ।—ওবে বাগগরা তোরা কি কচ্চিদ্,
এদিক্কার এই দেয়ালগিরি ওলো জেলে
দেনা।—টানো—জোবে টানো, বাগগরা
দড়িতে হাত দিয়েটে কি অমনি মরেটে।
টান জোবে টান্।

ক্রকাতান বাদক ও বাউলের দলের প্রবেশ।

সরো—সরো, পথ ছাড়ো—এ দের

আদৃতে দেও;—আসর যোড়া ক'রো

না।—(স্বগত)—হায় এক্কালে আমিও

বাউল সেজে কত নেচেছি, এখন আর

সে নিন কোথা!—গেছে—গেছে—সব

ফ্রিয়েচে। (প্রকাঞে)—এসো এসো

দাদা এসো। (জনৈক আগন্তকের

প্রতি।)—ক্যামন্দাদা মনে পড়ে কি
থককালে কত আমোনই করা গ্যাছে।

সেই শেষবারের কথাটা মনে আছে কি?

বলো দেখি—দে কদ্দিন হলো ?

আগন্তক। হরি হরি, সে আজ কি—৩• বছরের কম তোনয়।

কপ। আবে বলো কি,—না না—আডে। হবে না। সেতো সেই কমলকিলোবের বের বছর, হন্দ পচিশ হবে।

আগন্তক। পঁচিশ কিহে—বেশী—বেশী এই তার ছেলেরই বে পঁচিশ পেরিয়ে পেছে, তিরিশের কমুনয়।

কপ। কি বল্চো হে ?—এই ছবছর্বই ত নয় তার ছেলের ওছিয়তি আমাদের হাত থেকে গেছে।

(ঐক্যতান বাদন ও বা**উ**লের মৃত্যগীত) (পরে সক**লে** নি**ক্রান্ত**।

১ম অন্ধ— ৬ষ্ঠ দৃশ্য।

(বৈঠকখানার পার্শ্বের কাষরা।) রোমিও ও একঙ্কন পরিচারকের প্রবেশ। রো। ওহে, এ বাড়িটি কত দিনের— ভারী ও জম্কালো বাড়ি! পরিচারক।—তা আমি বলতে পার্ব্যে না, মোশায়।

রো। (স্বগত)—গাহা কি স্থন্দর!—কিবা গঠনপ্রণালী

উন্নত প্রশস্ত কিবা গৃহ-পরিমাণ!
ব্যক্তগুলি সারি সারি উঠেছে কেমন!
সরল সালের প্রায়; চিত্রিত বিচিত্র
কারুকার্য্যে রুদ্ধদেশ কিবা মনোহর!
প্রানীর শরীরে আঁকা মাণিক হীরকে
লতা পাতা ফল পূপ্প স্লুক্ষচি স্থপদ।
বাহিরে অন্তর হ'তে কি শোভা দেখিতে—
শৃন্তে যেন চিত্রপট ভাসিছে কিরণে!
বিভাবরী কালে চল্লক্রিণে যথন
ভাসে অট্টালিকা দেহ, মনে হয় যেন
কোনো যক্ষালয় কিয়া পরি-নিকেতন!
তৈরলের প্রবেশ।

তৈ। এ কি। এ কাব গলা ? কণ্ঠস্বর শুনে মনে হেন হয় কোনো মন্তাগো-সন্তান। কে আছিম্ রে, তরবারি এনে

দেতো মোর।

এতা প্র্পন্ন এতো তেজ এতই সাংস ছন্ন বেশে এ পুরীতে করেছে প্রবেশ, আমাদের রীতিনীতি প্রতি ঠেলিয়া ! বাক্ছল বিজপ কোতুক পরিহাস বাসনা মানসে ধরি ।—মন্তাগোর বংশ যদি কেউ ভোগ তুই, তোর রক্ত

দেগিবই আজ,

নিন্দা নাহি তায়,—নাহি পাতকের লেশ। কে আছিদ্ রে—তোর মৃত্যু মোর হন্তে লেখা।

(ভূত্য কর্তৃক তরবারি আনম্বন ও হত্তে প্রদান। কপলতের প্রবেশ।

কপ। কি হে এত রাগ কেন ? তৈ। দেখুন, মহাশয়, কি আস্পন্ধি! ব্যাটা এক্ জ্বয় অন্তাজ মন্তাগো বংশজ হেয়,—ব্যাটা কি নাহেখা চিরশক্রপুরে দত্তে করেছে প্রবেশ বিজপিতে আজিকার নিশির উৎসব।

ক। এ গুৱা রোমিও না ?

তৈ। এ সেই ছুঁচেই ত।

ক। ওহে, ও তৈবল্, ক্ষান্ত হও—যাক্ যেতে

দেও।

ওর চাল্চলন তো দেখচি মন্দ নম।
সভ্যকথা বল্তেই কি—বরণা ভিতরে,
ওণের বাগান ওর শুনি সর্ব্ব ঠাই!
এ হেন গুবায় (পাইলেও বরণার
সমূহ বৈভব অর্থ) নারিব হিংসিতে।
সাবধান, কেহ এর অনিষ্ট ক'রোনা।
আনন্দ উংসব দিনে পালন উচিত
সাধু আচরণ সদা।

তৈ। এরি যোগা বটে সে ভদ্রতা !—আমার হবেনা সহ তাহা।

ক। তুই ত ভারী বে-আদব্।

তৈ। যাই বলুন, আমি কথনও তা পাৰৰ না—কথনই না

ক। তৈবল, আবার—ফের ? চুপ্ কি: — ছাথ আমি বল্চি আমার ছকুম্ মাণ্ডেই সে হবে এ বাড়ি আমার জানিস্—

আমি কর্ত্তা এর।

বরদান্ত কর্ত্তেই হবে,—কি ?

তুই তা পার্বি না ?

তবে কি হাতাহাতি কর্বি না **কি** ?— হতভাগা !

বরদান্ত হরে না !—-বটেই তো বক্তারক্তি হোক,

তা হ'লে আর্ পায় কে তোকে ?—

তৈ খুড়ো! হ'লে কি গো! এ ডারী লজ্জার কথা। ক। কেব্ দেল্লিক্—কেব্!
তুই ত বড় বেহামা ?—আঁট তুই
হলি কিরে ?
এ নয় স্থারা তোর—অবাগ্য জুর্মতি,
পাবি কল হাতে হাতে জানিদ্ নিশ্চর!
আমার কথায় চোপ্রা—সল্থে দাড়ায়ে ?
কাল্ধর্ম বটে তা এ,—তোর দোষই কি!
ভাল চাদ্ তো এখনো বা —চুপ্ করে থাক্।

(Farts 1)

তৈবল। পরতর বহে মম ক্রোধের সরিং, ইচ্ছা বিপরীত তায়—বৈগ্য অববোধ! ছই বিকে গুই স্লোতে শরীর কাপোন, এ স্থান ছাড়াই ভাল;—কিন্তু বিনম্ম হবে এই অনাহত শক্ষর উদয়!

(কিন্ত্ৰান্ত)

যবনিকা পতন, অফ দিকে ধ্যনিকা উত্তোলিত। নৃত্যগীতের স্থান। প্রিচারকদ্বের প্রবেশ।

১ম প্রিচারক। ওরে, সে ফুলেপ্টো শালা কোথা পেল ব্যা ? সবই কি এক্লা আমাকে কল্তে হবে না কি ?—ইয়া! সে আবাব এক্টা কাজে হাত দেবে। শালা,— ফফর্ দালালিতে গুব।

২য় পরি। ওকি হে, ভদর কথা কও,— ভদরনোকের চাকোর, নোকে শুন্তে বস্তবে কি ?

১ম পরি। ঐ ম্যাজ কেদেরাগুলো ওধান থেকে সরাতো ভাই, বাওলেরা নাচবে, একটু জায়গা ফাঁক রাগা চাই।—ভাগ তোর জন্তে আমি হুগানা পাতের হুটো মাছের মুড়ো সরিয়ে বেখেছি। আর মাঝ্যধান থেকে অম্নি আর এক্টাকাজ

সেবে আসিস। দর্যানজীকে বলিস যে স্থাকি আর বিছ এলে যেন পথছেছে দেয়।-ও রামা, ও জগা, ও মানকে, কোথা গেলিরে-সব, একবার হেথা আয় না। ২য় পরি। ওহে তোমাকে কে একজন গ্রন্থচেত ঐ ওদিকার বারাপ্রায়। লোকটা ভদ্দর লোক গোচ.--অনেকক্ষণ ধরে লাভিয়ে আছে। ১ম পরি। এখন কোন দিক রাখি বল।--হেখা একবার--সেখা একবার করে করে দম্ বেৰুলো যে। — জালা মন্দ সৰ এই ত হয়েছে, এইবার পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'দে গুড়ুক কোঁকো আর কি। কপলতের প্রবেশ। কপ। (মন্ত্রবলিথের প্রতি।)—ভাগো মোর ভাই সব, —হাত চলিয়ে নে। (নিক্রান্ত।) (ঐক্যতান বাদন ও বাউলের দলের দকলকার স্ব স্ব স্থান গ্রহণ)

(ঐক্যতান বাদন ও বাউনের দলের সকলকার স্ব স্থান গ্রহণ) (প্রথম ঐক্যতান বাদন,—তার পর বাউসদের নাড গান ; পরে সকলে নিক্রান্ত :)

১ম অঙ্গ- ৭ম দৃশ্য।

(বাহির ও অন্যর বাটার সংযোজক বারাওা—লর্গনে ক্ষীণ আলোক) রো। আহা কিবা দেখিলান্, রূপ্ত দে নয়। রূপে যেন দে মওল আলো করে আছে!। নিশির শ্রুবণে যথা কিরণের জুল কিয়া গ্রামান্সীর কর্ণে রূপ্তেল শোভাকর—তেমতি দে রমণী ও ব্যমণীমওলে শোভা করো! আহা সেই ধ্রণী-হুলভ রূপ নরভোগ্য নয়! তুষারধবল দেহ কপোর্তী ঘেমন
দেখা দিলে কাকীদলে, তেমতি সে নারী
শোভা ধ'বে সঙ্গিনী কামিনীদল মাঝে!
থাকি এই থানে আমি আরো ক্ষণকাল
চেয়ে আশাপথ পানে—দৈবে সে যগপি
আসে এই পথ দিয়া, লভিব সাক্ষাৎ।
হবে কি সোভাগ্য হেন,—দেখি কিবা ঘটে।
প্রেম যে এমন আগে জানিনি ত তাহা ।
ক্ষদহ! কথনো আগে চিনেছ কি প্রেম ?
হে নেত্র করিয়া সত্য বল সত্য করি
সৌন্দর্য্য কথনো প্রের্ম দেখে ছিলে কভূ!
(কিঞ্চিং পরিক্রমণ ও স্থাসর হওন।)

জ্বিষ্ণেতির প্রবেশ। (রোমিও কটুক তীহার হন্ত বারণ।)

রো। ধনি,
রূপের মন্দির এই ইহ'রে ছুইতে নেই
ছুরে যদি অকস্মাই হয়ে থাকি পাপী।
ক্ষম অধ্যের দেখি দেখি বি বি অধ্যান করে পাতকের ভাগ করে করো অপ্যান,
করে অব্য পুশাঞ্জলি ধরে।
করে প্রে পুঁতে নিয়ে করে গ্রেপাক দিয়ে

দেবের মন্দির শুচি করে ॥ রো: কর স্পর্নে শুচি করে ভাল নিথিলাম,পরে

বলো তবে কি দোগ অধ্যে ? জু। নরনারী ওষ্ঠাবতে দোগ গুণ ছই-ই ধ্রে নির্দ্ধোগ অধ্যক্ত স্ততি যবে করে।

রো। দেবী রূপা ভূমি ধনী ভূমি ব্যণীর মণি হেরোএ অধ্ব মুম তব স্থাতি করে।

জু। এতো মোর কথা নয়, এ স্তবে কলুণ হয়; পথ ছাড়ো—-সরো সরো—সরো ধাই সরে।

রো। থাকো ধনী ক্ষণ আর দেখিরে ওরূপু সার হৃদয় ভরিয়া লই পুরিয়া অন্তরে।

जु। कि जानि कि इदव मात्र ना कदबा ना कदबा এখনি আসিবে কেই পালাবো কি ক'রে। পথ ছাড়ো-সরো সরো-সরো যাই সরে। রো। একান্তই রূপনদী অস্তরে সরিতে যদি ছোয়াইয়া যাও তবে অধরে অধরে। (অধরক্ষার্শ।) জ। ধর্মাকী—হ'লে নাথ। সতা সতা তাই. (31 t যত দিন নহে মম এ দেহ নিপাত। ধাইয়ের প্রবেশ : ধাই। জুলিয়ে, তোমার মা ডাক্চে। বো + কে ডাক্চে ? ধাই। 'ওঁর মা;—এ বাড়ীর গিন্নি — কেও পারশ? – ভাল ভাল! অহে এথনো একটা জলপাত্র যোটাতে পাল্লে না ৷--ভাগো একে যদি হাত কত্তে পারো। আমি কে তা জানো ?—আমি এই জুলিমের ধাই-- ওকে মান্ত্ৰ করেছি। মজ্বাদে ওরই কথা বলাবলি হচ্ছিল ! একটা কথা কাণে কাণে বলি (কাণের কাছে) -এর মাবাপের ডের টাকাকত্বি-এয়ো যার-সেও তার।

রো। ইনি কপণত কল্পা !—(স্বগত) শেতে হলো শেষ শক্র হত্তে জীবনের হিসেব নিকেশ !

বেন্থবলোর প্রবেশ।
বৈন্থ। এই থে—সরে পড়ো, সময় হয়েছে।
রো। আমিও জেনেছি গনে সময় হয়েছে,
আমারও ধ্বায়ে তাই এ বেগ ছুটেছে।
(জুলিয়েত এবং ধাত্রী ছাড়া
আর সকলে নিক্রান্ত।)
জু। ধাই মা, এ দিকে এসো,—কে উনি গা?
ধা। উনিত পারশ—মান্ধার মান্তুতো জাই।

कृषि ? এ আলোতে ভালো বুঝি চিনতে পারো নাই। ।। ওমা কি বলে গা, পারশকে কি চিনি না. চোথেৰ মাণা গেয়েছি কি. বলিস কি ङ्गिए। १ क्रिका ना. धार्टमा -- नागारे नागारे।---আমি কি তা বলচি, তবে কি না এ আলোটা তত ভাগ নয়---शङ ওগো বেশ করে দেখেছি আমি—বেশ ক'রে। 👣: বেশ তো, ধাই, একটীবার জিগগুসে আয় না । ধাই। বাপরে বাপ-কি মেয়ে গা ? সন্দ আর এঁর যায় না। (থেতে খেতে স্বগত) না হয় একট ঝাপ্দা দেখি--জনই না হয় সরে, এ বয়দে কার চংই বাহীরে ঝক ব্যক্করে গ ওঁদের যেখন-(নিজান্ত) ছ। কি সংবাদই জানে ধাই !--স্থির হ'ন। मन । धाळीत श्रमः अररम । ধা। না, বাছা, তোর।কথাই ঠিক-পারশ रेनि नन. বোমিও ইহার নাম মন্তাগো নন্দন--চির শত্রু তোমাদের। এ কি হলো, হায়! 7

প্রথম আমার এই প্রণয় সঞ্চার.

সে প্রেম সঁপিত্ব কি না শক্রবে আমার! চিনিবার আগে আঁথি হরিল অন্তর,

আগে গলে প'রে কাঁসি পরে চিনি তায়

একি বিপরীত প্রেম অনুষ্টের ফেরে !

😦। ४ दिन भारे वर्त-कि वस्ता भारे था। अ व्यावाद कि- अ व्यावाद कि ? क। ना भारे, ७ किছ ना ।--পথে যেতে কারো কাচে শোলোক শিখিছি. পড়ে পড়ে তাই সেটা মুখস্ত কব্ৰিচি। নেপথো ।—ভূলিয়ে ভূলিয়ে গো। ধাই : याय (जा याय।-(গুলিয়েতের প্রতি) বিষয় গোমা আয় याई। (উভয়ে নিজার।)

২য় অন্ত—১ম দৃশ্য।

(কপলতের উভান—প্রাচীরের ধারে এক হৃ ড়ি পথ।) রোমিওর প্রবেশ।

রো। ফেরো দেহ, পারিবে না ছেডে থেতে 219-

এই থানে, থোঁজ সেই স্নয়-পুত্রলি। (প্রাচীর কজ্মন)

বেহারল এবং মরকেশের প্রবেশ। নেন্ত। ও রোমিও!—কোথা হে?

কোনদিকে পালালো মর। সেবড সেয়ানা ছেলে—ঘরে গেছে

1 1030 বেম। আমি কিন্তু দেখেছি সে এ দিকে

इरिष्ड् । পাচীল উপকে গেলো নাকি—বাগানে বা ভবে?

মরকেশ, ডাক না ভাই। मत्रक्थ। तथ जरत, अभि हरत मा, মন্তর পড়ে ডাকি।—ও রোমিও হতভাগা ও খেপা উন্নাদ, ওবে বায়ুপিত্তি কক,
কোথা মতে গেলি—আর এক্বার দেখা দে
নয় একটা দীর্ঘধাস কেলে জানান দে।
একবারটা না হয় বল্—ভ: উ: প্রাণ যায়,
না হয় বল্—হা পিরীতি স্থার বোতল!
না হয় সেই কাণা-চকো ঠাকুরটীর কুছ
হটো গা;
যিনি খুঁজে খুঁজে আর কাকেও না পেয়ে
জেলের মেয়েটাকে নিলেন পরাশর ঋ্বিটা
কই হে কিছু হছে না যে, নড়েও না
ত কেউ ?
তবে দেটা ম'লো না কি ক'রে—"গেউ
থেউ" ?
এবার রুসো আর একটা মন্ত্রতবে ঝাডি.

বাজ়ি। হা ছাক্ তোকে তার দিনিব—সেই যার মাধায় চূড়ো

ফিরবে এতে গিয়েও যদি থাকে যমের

সেই উচকপালী, ভাঁটাচোগী, গায়ে শাদা গুঁড়ো

সেই বেগনি রঙ্গা ঠোটের দিব্বি এক্বার দেখা দে,

না দিশ্ভো তোর শেটাকে যম্কে ডেকেলে। বেক্স। অতো কড়া নয় হে—শুন্তে পায় ত ভারী চটবে।

মর। এতে দে চট্বে না হে — চট্টো তবে বাঁটা ধদি দেউ গণ্ডী কেটে হাত করে। তায়। মদও তো এমন কিছু বলিনে তাকে, তার ভালই তো বল্চি আবো — ওহে, রোম্যো সমজনার ?

বেন্থ। ছাথো — নিশ্চলই সে আছে এই বাগানে লুকিয়ে তা দিবিব মিলে গেছে, — কাণা বেমন কাম, তেমনিই ভিণ্ডিদে রাত—ছাংকোঁতে বাগান

মর। কাম যদি কাণা তার মিছে ধন্থক টানা,
তার্ তাগ্ তো ঠিক হয় না—
ও বোমিও, আজু বাতটে বিদেয় তবে হই,
মেঠো মড়া হয়ে কেনো হেথা পড়ে রই,
ঘরে গে গর্ম হইগে;—বেলু, তোরও
ঢাারা সই.

না থাক্বি হেখা १—

বেন্ন। চলো যাই,—আমিই কেন রই;— সেতো দেখা দেবে না—মিছে তার সাধনা। (নিলাস্ত)

২য় অঙ্ক ২য় দৃশ্য।

কপলতের উচ্চান। রোমিওর প্রবেশ।

রো। অঙ্গে যার অস্নাঘাত হয় নি কথন, হাসে সেই, ক্ষত চিহ্ন করি দরশন। বাগানবাটীর উপরের ওলের এক বাতায়নপথে ভূলিয়ে: র প্রবেশ। কিসের ও আলো—মই বাতায়ন পথে! মহো! পূর্ব্বাসার অই, ভূলিয়ে তাহায় জলে দিক আলো করি—ক্রপের মিহির।

মহো! পূজাসার অহ, জুলিয়ে তাহায়
জলে দিক্ আলো করি—রূপের মিহির।
ওঠো অংশুমালী মম, নাশো নিশানাথে।
এগনি সে পাত্বর্গ করেছে ধারণ
রূপের হিংসায় তব—রিষ্ট শোভাহীন।
ও শশী কি লাবণ্যের উপমা তোমার,
শরতের জ্যোৎয়া ছটা নথে মরে যার ?
আমার ক্রমরাজ্যে তুমিই ঈর্মরী!
হায়, প্রিয়ে জানিতে তা যদি!—কি
বল্চে না?

কই কিছুই ত না !—নাই হোক যেন. চবে চথে কথনো তো কথা কওৱা যায়. আমিও উত্তর দিব নেত্রের ভাষায়। বড় ছঃসাহ্দী আমি, আমায় সন্তাবি বলে না তো কোনো কথা নয়ন ভাহার। আহা, কিবা চক্ষু ছটী, মরি কি উজ্জ্বল ! আকাশের তারা মেন যাবে অন্ত স্থানে তাই ও ছটিরে ডাকে--হেথা এদে বসো, ধরো জ্যোতিঃ কিছক্ষণ আমাদের হ'য়ে যে স্বাধি না ফিরি আমরা! কিন্তু তারা त्तरम अरम तरम यनि यहे शख्नात्न, দেখায়—শেমতি দীপ দিবার আলোকে! এ নক্ষত্র চ'টা যদি অন্তরীক্ষে উঠি জ্যোতিঃ প্রকাশিয়া বদে আকাশের মাঝে. এ তেন উজ্জন আলো ধরে নভোদেশ সমহ জগতময় বিহল সকল काकिन कित्रमा छिर्छ- निम इ'ला छिरव। অহো : হেলিয়াছে কিবা করতলে রাথি স্থানার কপোলগানি, হেরে ইচ্ছা হয় অঞ্চল হইয়া থাকি করে জড়াইয়া স্থাও পরশে হই স্থা।

कृणि !--

रा क्लाम !

বো। অই যে কি বলতে না? হে অমরি, বলো ফিরে, শুনি অই বাণী, জুড়াক্ ভাৰণত্বধা-বৰ্ষণে আবাৰ! অনকাবাসিনী তুমি উদ্ধেও তেমনি বিরাজিছ এবে মম শির্দি উপরে। এ বজনী শোভাম্মী ইয়েছে তেম্ভি टमाङा धरत पथा यात कारना विश्वासालाती. हत्न म त्य धनश्रकं भन विष्क्रभिया, ছিধা করি বায়-জর, মন্তাবাদিগণ বিশ্বয়ে প্লাবিত চিত্ত চাহে শৃত্যপথে! জু। হা, রোমিও!—রোমিও ভোমার নাম ८कन १

বলো হে, ও নাম নয় তব,--নহ ভূমি বিপক্ষ-তন্ম '-তাও যদি নাহি বলো. বলো হে আমার তুমি—আর কারো নও। তা হ'লে এগনি আমি করি প্রত্যাখ্যান পিতা, পিতকল আর আমারো এ নাম। (স্বগত) আর কি শুনবো, না, এখনই কথা কথো,

- জ। নাম (ই) তোমার ভা বিরোধী আমার: ত্মি যা তুমিই আছ--তুমি কিছু আর মস্তাগোকলের কিন্তা অন্ত কারো নও। হলো বা রোমিও নাম ক্ষতি কিবা তায় ? নাম কিছু হাত নয়, নয় নেত্র মুখ, মানুদ মানুদ যাতে কিছু তার নয়; যে নাম সে নামে কেন ডাকোনা গোলাপে গোলাপের মিষ্ট গন্ধ গোলাপেই থাকে। তেমতি রোমিও যা, তা থাকিবে রোমিও যে নামেই ডাকো তারে: তাঁহার গরিমা ধারে না দে কোনো ধার নামের তাঁহার। হা, রোমিও : ও নামটা শুধু পরিহর তার বিনিময়ে মোরে আপনার কর।
- রো। তাই সই, অই বাক্য শিরোধার্যা মম, এগন হইতে আমি রোমিও সে নই, প্রিয় ব'লে ডাকো গুরু-দেই নামই রাগো!
- জু। কে হে তুমি, রঙ্গনীর তিমিরে লুকায়ে, আমার প্রাণের কথা করিছ শ্রবণ ?
- রো। নাম ধরে পরিচয় দিতে ত পারি না। যে নাম আমার, ধনি, শক্র সে তোমার, তখন ছিঁ ড়িব ভাষ, কভু যদি লিখি।
- জ। মতা বলো কোন পথে এসেছ এখানে १। এদেছ বা কি মানসে ? উত্তান প্রাচীর খতি উচ্চ, তুচ্ছ নহে, কিরূপে ল'গেলে ? এ স্থান সন্ধটপূর্ণ একাস্ত ভোমার, হেথা কেন এলে ? জ্ঞাতি মম কেহ (मृद्य यपि, मुर्सनाम इहेदव अथनि।

রো। প্রণয় পাধার ভবে লভ্যেতি প্রাচীর. পাষাণ প্রাচীরে প্রেম রোধিতে কি পারে গ অসাধ্য প্রেমের নাই, সংকল্প সাধনে বিপদে না করে ভয়, না ভরে শমনে,---তোমার স্বজনে বাধা কি দিবে আমায়। জু। কেনো হেথা এলে, হায়, তারা যদি কেহ দেখে তবে এখনি যে পরাণে বধিবে। রো। তার চেয়ে শত গুণ বিপদ, ফ্রন্দরি, অপাঙ্গলহুৱে তব: বিংশতি কুপাণ তাহাদের করে নহে তত বিমন্তর. যে অনিষ্ট ধনি, তব কটাফের বিষে। এক বিন্দু স্থপা, হায়, ক্ষরে যদি তায়, তাহাদের মে শক্রতা মনেও না গণি। जू। दर जगवीन यम अर्थातन छ शदक কেহই না নেখে তারা—না আসে নিকটে। বো। বজনীর অন্ধকার চেকেছে আমায় শে সবার দৃষ্টি হতে। কিন্তু ভাহাদের হাতেও মাণ ভাল, তবু ইন্ছা নয বিহনে প্রণয় তব পরাণে বাহিতে। ্জু। এখানে আসিতে পথ কে দেখায়ে দিল ? রো। প্রণয়ই মন্ত্রণা দিয়ে এনেছে হেথায়। নহি আমি স্থনাবিক, কিন্তু স্থলোচনে, बाका यनि পृथियीय (भरवद भीमाध সেখানেও ষেতে পারি এ রম্ব লভিতে। জা যামিনীর অঞ্চলের ডেকেছে বদন. না পাও ৰেখিতে তাই—লজ্জার লাঞ্ছন পড়েছে কডই কর্ণ কপোল গ্রীবায়, অনলের দাহে যেন গণ্ড প্রডে যায়। পোড়ামুখে কত না বলেছি কত কথা-নিবদে জিহবার অগ্রে আনিলে দে সব द्रमद्भ द्रम्भा कांहि विश्व छात्र-मा मा। ক্ষম অপকাধ মম, অবলা হদয় বলহীন ! আর না-পারি না আর এই মিথ্যা ভণ্ড আচরণ ৷ অলীক ভদ্রতা

হও দুর !—বলো হে আমায় ভালবাস ?
ভূলাইও না—ছলিও না— মিথ্যা বঞ্চনায়।
ভনেছ যথন মম প্রোণের কথন
কি হবে তথন আর করিলে গোপন ?
সত্য যদি ভালবাদো,বলো সত্য করি,—
আমরণ তবে আমি হ'লেম ভোমারি।
রো। এই ইন্দু—যার কর বিন্দু বিন্দু পড়ি
পল্লব নিচয় প্রোডের, রজতের টিপ
পরাইছে সাধ ক'রে, ওরি নাম ধরি
শপ্য করিয়। বলি—
জু।
না না, তা ক'রো না,
ভ শশী বিভিন্নকপ ধ্রে মাদে মাদে,
কল্লানিধি নাম কাই প্রের

ও শশী বিভিন্নকপ ধবে মাদে মাদে, কলানিধি নাম তাই ওঁর— বোমিও। কি শপথ বলো ৬বে, করি তা এখন।

জু। কিছুই না
কিষা যদি কর দিব্য-কর আপনার,
আমার আরাধ্য দেব তুমিই সাকার;
তোমাতেই পূর্ণজ্পে প্রতাম আমার।
রো। যদি মম জনমের প্রাণপুত্তলিজু। থাক থাক,

জু।

মনে বিধা অকস্বাং হতেছে আমাব বজনীর এ ব্যাপারে প্রথ নাহি পাই;

আচ্মিতে অকস্বাং মুহর্র ভিতরে
ঘটিতেছে এ ঘটনা, গাবী না ভাবিয়া,
দামিনীলহরী যথা চমকে আকাশে
আলো দেখিবার আগে ফ্রাইয়া য়ায়!
তাই মনে ভয় হয়, কি জানি কি ঘটে!
স্থামন, আমায় বিদায় দাও এবে;
আগামী গ্রীয়েতে এই প্রণম-কলিকা
প্রস্টুট কুম্ম হবে, তথন ছ'জনে
আবার হইবে দেখা—বিদায় এখন।
বো! ধনি, হেন ভ্রাভুরে ছাড়িয়ে কি ঘাবে ?

ছু। বলো ভুষা মিটে কিসে—কিস্কণে—কি ছ'লে রো। প্রেমবিনিময়ে প্রেম ডোরেতে বাঁধিলে। ছ। না বলিতে বেঁধেছি তো আগে ইচ্ছা ক'রে তবু সাধ ফিবে নিয়ে বাঁগিতে আবার। (वा। फिटवे न्यान १ किन श्रिय फिया

ফিরে চাও গ

ছ। অকপটে ফিরে তাহা, অর্পিতে তোমায়--यछ एमरे, रेव्हा रुग्न आंद्रा कति मान। সাধ করে—দিয়ে যেন ফিরাতে না পারি। অগাধ বারিধি সম দানশক্তি প্রেমে · इ.इ.इ., चटनव नाटन-- इ.इ. हे ना कूताय !---কে ডাকচে যেন ?--প্রিয়ত্ত্য আসি

(নেপথ্যে ধাত্রী কর্ত্তক উচ্চে সম্বোধন)

ধাই। কোথা গো— ও জ্বলিয়ে ? জলিয়েত। এই যাই ধাই। (রোমিওর প্রতি) একটু দাড়াও। (নেপথো প্রনরায়।)

ধাই। ও মেয়ে, কেথা গো তুই ? याहे. याहे. याहे !---দাড়াও নিমেষ আর-এই এর বলে। (জুলিয়েত নিক্ষান্ত)

বে।কি স্থপ যামিনী, আহা, কি স্থপামধুর! কিন্তু নিশাকাল ভাই এ আশ্বয়া হয়---স্থাত নহেক ইহা ৭ আাতো স্বথোদয় সতা সতা ঘটেছে কি-না প্রপঞ্চময় ! গবাকে জুলিয়েতের পুনঃ প্রবেশ।

ছ। তিনটি কথা প্রিয়তম—তবে হই বিদায়— সাধু অভিসাব যদি হয় এ তোমার, সাধু যদি হয় তব প্রণয়ের গতি, বিবাহে বাসনা থাকে আর—কাল প্রাতে পাঠাবো জনেক লোক বলিও তাহায় কোন স্থানে কোন দিনে বিবাহ কামনা সিদ্ধ হবে: তথনি চরণ তলে, নাথ,

সর্বাধ আমার দিয়ে হটব সঙ্গিনী যেথা যাবে ধরামাঝে সেই থানে আমি। (নেপথো) ও মেয়ে, কোথা গো ভই---गांहे. लां. गांहे।-35 ক্ষণকলি আর থাকে। এই এম বলে। (नीटब धीटब भविकरन)

রো। পাঠার্থী ছাড়িতে পুর্থী তৎপর যেমন প্রণয়ী প্রণয়ী পাশে আসিতে তেমন. অনিচ্চা তেমতি ফের ছাডিবার বেলা পোড়ো বথা পাঠশালে যাত্ৰ ছেড়ে থেলা। (জুলিয়েত নিজ্ঞান।)

গ্ৰাকে জুলিয়েতের পুনঃ প্রবেশ। জু। শোনো—শোনো—প্রিয়ত্য—রোমিও— বোমিও।

হায় ৷ বাছ-ক্রীড়কের স্বরের তীব্রতা থ কিত আমান প্রবে যদি, সেই স্বরে ফিরাভাম পক্ষীরাজে মম। কিন্তু নারী. চিব্ৰবাদীনা ভগ্নস্বৰ !—তা না হলে. বোমিও-বোমিও-বলে উচ্চে উচ্চারিয়া ফাটাতাম গিবি-গুহা, যেগানে নিবদে প্রতিধানি, ভগ্নর করিতাম তায়---ভাকি **উ**টিচ্চ:স্বরে।

অবাহা ! প্রোণেশ্বরী মম রোমিও। ডাকিছে আমার নাম ধরি! আহা কিবা ক্রতিমোত্তরধ্বনি প্রণয়িনী-কণ্ঠস্বর, যামিনী সংযোগে মনোহর যেন গীত শ্রোতার শ্রণ।

বোমিও! জলিয়েত। এই যে প্রিয়ে। রোমিও। ক'টায় পাঠাবো লোক গ জলি ৷ ন'টায় পাঠালো-দেখো যেন ভুলিও না ! জ। পাঠাবোই পাঠবো। -কেনো ডাকলুম १ মনে ও পড়ে না কিছু!

রো। প্রিয়ে ! যতক্ষণে
প্রক্রে মনে, আমি হেথা আছি ততক্ষণ ।
ছু। তা হ'লে ত কিছুতেই মনে তা হবে না;
তোমাকে পেলেই কাছে, সব যাই ভূলে।
রো। ভালই ত,ভোলো যত। তত আরো কাছে
থাকিতে পাইব আমি।

জু। একি ! ভোর নাকি ?— যাও যাও—থেকো না আর্।—হায়, বলি বটে.

কিন্তু এ তেমনি বলা যথা বৃষ্ট কোনো
শিশু বলে পাপিটীরে, পায়ে বাঁধি স্থতা,
"পাথি তুমি উড়ে যাও,"—কিন্তু সেটা যেই
চায় যেতে স্থতার বাহিরে, অমনি যে
স্থতা ধরি টেনে তায় পুনঃ আনে কাছে,
লাফায়ে লাফায়ে পাখী গুরিয়া বেড়ায়।—
এমনি হিংসাই তার প্রেমে।

বো।

সাধ, প্রিয়ে, তেমনি পাথিটী হই তব।

ছু। সে সাধ আমারও প্রিগ্রুতমা; কিন্তু পাছে

অতি যতে বিপদ ঘটাই—পাই ভয়।

প্রিগ্রুতম, বিদায় এখন, প্রন্ত্রার,

আধার বিদায়!—তবে, নাথ,আসি এবে।
অন্তব্য যামিনী যাবে প্রভাত অববি।

(নিজ্জান্ত্র)

রো। নিজা যাও প্রাণেশবী, স্থপির কোলে, হভাবনা ফ্লয়ের দূর্ হোক্সব।

হার যদি আনারও স্থনিল। হ'তো আছ !-
যাই মঠে,—জানাইলে গুরুকে আনার।

(নিজান্ত)

২য় অঙ্গ—৩য় দৃশ্য।

গোঁপাই মধুবানন্দের আশ্রম। সাজি হতে গোঁসায়ের প্রবেশ। গোঁ। প্রভাত হাদিছে পুবে, পলাইছে নিশি বিরক্ত-বদন ঢাকি; ঘনদলে মিশি ঝরিছে স্থাের রশ্বি শত রক্ষরং! চলে ধীরে ভাস্করের অগ্নিবর্ণ রথ: পণ ছাড়ি ভার-দুৱে করিছে গমন অন্ধকার, গায়ে মাথি অৰুণকিরণ, চলিতে চলিতে যথা মাতোয়ারাগণ। এগনি প্রচণ্ড নেত্র প্রকাশি মিহির দিবাবে কবিবে স্থা ও দিয়ে শিশির: তার আগে ভুলে ভুলে মহৌষ্ধি ওলি সাজি পূর্ণ ক'বে রাথি। ধরণী মণ্ডলী ধরে যে কতই হেন ভেষজ স্থানর জীব জগতের হিত-কি অহিত-কর! ধরণী উদ্ভাষত ভরুপতাগণ, ধরণীর নানা রস করিয়া হরণ. ধরে নিজ দেহে তারা, দেই রস প্রে বছ অল পরিমাণ কত গুণ ধরে, উংকৃষ্ট ওণবিশিষ্ট, অধিকৃষ্ট ভাহার। একবারে গুণহীন ক্রেছ নছে ভার। আহা, শক্তিময় হেন কতই ধরায় লতা গুলা প্রস্তর গণনে নাহি যায়। গুণহীন হেন কিছু নাহি ভূমগুলে কোনো উপকাৰে নাহি আসে কোনোবালে এমন উত্তমও কিছু নাহি বস্তুধায় অপবাবহারে মন্দ্র যাহে না ঘটায়। অন্থা সংযোগে পুণ্য পাপে পরিণত, কার্য্যের গতিকে পাপ করু পুণা মত। এই যে চর্কাল লতা, বললে ইহার

C31 1

বিষ্ আহৈ গুণ্ও আছে বোগনাশকর, এট থানে ভাগ এর করিলে গ্রহণ শ্রীর প্রকল্প হয়—হেথা আস্থাদন করো যদি : ইন্দ্রিয়াদি বিলপ্ত তথন ! মহাশ্বীরই হোক—অথবা ওষ্ধি ছুই শক্তি দরে তায়-এ ওর বিরোধী। খভাশুভ চুই শক্তি জগতী মওলে. कड़े बन्धकांती नल. यथां यक्छाल । যেথানে অন্তভ ভাগ অধিক প্রমাণ মতাকীট ততো শীঘ্র নাশে তার প্রাণ ! বোমিওর প্রবেশ। রোমিও। ঠাকর, প্রাত:প্রণাম। জয়েস্থ কলাণ। গোঁসাই। কে হে প্রাতে এ স্থানিই ভাষায় আমায় করে ছেন সম্ভাষণ। হবে বঝি তবে কোনো ঘৰা-পুৰুষ বা ছশ্চিন্তা প্ৰভাবে কাটায়েছে নিশাকাল কষ্টের নিদ্রায় ! চিন্তাজরা, বুদ্ধের নিকটে নাহি যায় স্থানিদা---চিন্তায় হেবে অস্তবে পলায়: অক্ষত প্রাণ পেলে তরুণ যুবায় কোলে ক'রে সোণার পালত্বে রাথে তায়। ভাই ভাবি দগ্ধচিত্র যবা কেই এই ত্যজিয়াছে শধ্যা ভোর ফুটিয়াছে যেই, তা যদি না হয় তবে বোমিও নিশ্চয় জেগে কাটায়েছে নিশি না ছোঁয় শ্যায়। রো। শেষ অনুমানই সতা, সতাও ইহাই--গত নিশি জাগরণে আরো তপ্তি পাই। র্গো। নারায়ণ।—নারাংণ ঘুলান তোমার বজনীর সে পাতক --ছিলে কার কাছে ? পাপীয়দী রঙ্গিণীর ?--विश्वी १-ना शीमाई, বো ৷ দে নাম ভূলেছি আমি, ছঃখ খালি ভায়। গো। উত্তম করেছ বাপু—তবে ছিলে কোথা ?

রো। জিজাসিতে হবে নাক বল্চি সব কথা।

विशक खत्त काल श्रामानडां बन. গিয়াছিত্ৰ সেইখানে, সেথা কোনো জন আঘাত করেছে মোরে, আমিও তাহারে করিয়াতি প্রতিঘাত, কিন্তু স্তপায় --ঠাকুর ভোমার হাতে, নিস্তারো আমায়! খুনা হিংসা নাহি চিত্তে ক্ষমিয়াছি তায়। শক্ষর ভালোর তবে কবি এ গোঁয়ারি করি অন্তন্য, প্রভ, ভালো করো তারি। গোঁ। সাদাসিদে বলো, বাপু! শুনে তার পরে ইম্বনি বিচার হবে। শোনো বলি তবে

ভেঙ্গে চুৱে সৰ কথা।—জুলিয়েত নামে আছে কণৰত-বালা, তাহাতে আমার প্রেমের সঞ্চার গাঢ়, সেও মম প্রতি তেমনি প্রণয়ে মুগ্ধ, প্রস্তুত আমরা প্রস্পরে বিবাহ কবিতে শাস্ত্রমত । আপনি প্রস্তুত হয়ে করুন স্মাধা দেই কাজ-মন্ত কটা পড়াইয়া দিয়ে। কথন কোথায় হবে করন আদেশ। ফেন ভাবে সাধিতে হটবে, যেন কেহ ঘণাক্ষরে জানিতে না পারে সে বারতা। কেননে কিরূপে কোণা প্রেমপরিচয় প্রস্পারে আমালের —কিরাপে কেথিয়ি হয় সূতা বিনিময়-পরে নিবেদিব बीडवर्ण ममुनाय ; तकवन अथन সম্মত হউন লোহে বান্ধিতে বিবাহে। গো। একি-একি-ও বোমিও একি বিপর্যায় ! তবে কি সে মনোরমা আর তব নগ এত দিন যার প্রেমে ছিলে ক্ষিপ্ত প্রায়! মধকের ভালবাসা নয়নের দেখা ! নহে তাহা হৃদয়ের মর্মাতলে লেখা। হবি হবি ৷ কত মণ লবণাক্ত জল. जामादा नियादक यात के शखडन,-এখনো লবণাস্থাদ নাহি ঘুচে যায়-

এতো বৰুণের বারি রুখা পেল, হায়!
বায়তে ছড়ায়েছিলে-"হা-হতোল" যত
তপন পারেনি আজো করিতে নির্গত।
সে নিশাসগুমে পড়ে আকালে যে কালী,
আজো মুহাইতে নারে দেব অংশুমালী!
কালে মাজো "ঝা ঝাঁ" করে "ঝিঁ ঝিঁ"
কালা ঘটা!

আজা গণ্ডতলে গ্রাপা—গোটাক ত কোটা

শেই যদি তুমি হও—এ হৃঃথ বিলাপ
"প্রাণের রিন্নণী" তরে করেছিলে বাপ;
তবে কি সে তুমি নও—বলো হে নিশ্চয়—
এবি মধ্যে ভকালো সে গভীর প্রণয়!
পুরুষ এতই যদি হীনবল সবে,
খিসিলে নারীর পদ আাতো কেনো তবে!
বো। সেই প্রণয়ের তবে কত তিরস্কার
করেছো তো আগে তুমি কত শতবার।
গোঁ। প্রণয়ের তবে নয়—কামে দিয়ে ঝাপ
হাব্ ভুরু পেতেছিলে তাই রে সে বাপ।
বো। তথন বলিতে প্রেম উদ্যাপন করে।
গোঁ। বলি নাই—এক্ ছেড়ে আবে গিয়ে ধরো
বো। তথ সনা ক'রোনা আর, এ প্রেম

প্রেম বিনিময়ে প্রেম সে দেছে আমারে। তার ভ ছিল না তাহা—

গোঁ। সেই বুঝেছিল ঠিক্
মুগন্ধ ভোমার প্রেম বানানে সেঠিক।—
ঘাই হোক্ সঙ্গে এসো, না করো ভাবনা,
প্রাণয় পথের পথী— যুবক ছিমনা।
হইব সহায় তব, ইহার উদ্দেশ—
কুল-প্রম্পারা-গত চির হিংসাহেম।
ইথে নিবারিত হয়ে হয় যদি শেষ।
বো। একটু তৎপর্যুহও—গোঁসাই ঠাকুর,—
আমার বড় হরা।

গোঁ। কিঞ্চিৎ সব্ব ! ধীরে---ভেবে যাওয়া ভাল, ত্রন্ত ভাল নয়, উর্দ্ধানে ছুটে গেলে হোঁচট্ থেতে হয়। ... (নিক্রাস্ত:)

২য় অঙ্ক-- ৪র্থ দৃশ্য।

রাজপথ।

বেত্বল এবং মরকেশের প্রবেশ।

মর। রোমিওটা কোথা গালো হা ?
রাত্রে কাল্ বাড়ি মাড়ায় নি।
বৈহা। সে যে ভিটে ছাড়া—সে কথা আমামি
তার বাড়ীর একজন চাকরের কাছে
ভনেছি।

মর। সেই কছিপ্রাণ—পে**ও**টে ন**ছ**।মী পেথচি ভাকে পাগল্ কর্বে।

বেছ। কপদতের ভাইপো তৈবল, রোমিওদের বাডীতে একথানা চিঠি পার্টিয়েছে।

মর। আমি নিশ্চর বল্টি—"ভুরেল" লড়তে। বেমু। বোমিও সে চিটির জবাব দেবে কি ? মর। যে কেনো হোক্—আঁকর পড়ুতে জানলেই তেমন চিটির জবাব দেয়।

বেন্ধ। আমি তা বল্চি না,—শড়বে কি ?— চিটিতে যে জয়ে তলব, তার জবাব দেবে কি ?

মব। হায়, রোমিও, ভূই মরেই আচিদ্
একটা ক্যাদ্ কেন্দ্র কটা ছুঁড়ীর কালো

কালো ডবডবে চোথ ছটোই তোর বৃকে
হোৱা বদিয়েছে—ভার ছটো পিরীতের গান

• গুনেই কাণে তীরাববৈ গ্যাছে—ভার দেই
বৃকের কল্জেটা পর্যান্ত দেই বা শাসাড়া
ছোড়ার একটা ভোঁতা বাণেই হ'গানা হতে
গেছে—ভা, তুই আবার তৈবলের সঙ্গে

• ডুয়েল" লড়বি কি ব

বেছ। কেনো-তৈবদ কি ?

তৈবল একজন তলোৱারবাজ-• "पूरारणद" अञ्चात्। जुडे रयमन এकछ। টপ্লা গাদ, সেও তেমনি তলোয়ার খেলে। কত দুৱে—কখন কি ভঙ্গিতে দাঁড়াতে হবে, ক্থন আপনাকে বাঁচাতে হবে, কথন শক্রকে তাগতে হবে-সব যেন न्यमर्भग। — वीद्या, — वह —এই চুই—এই তিন"—সার অমনি ভার আধ্যানা হেতের বুকের ভেতর ভাঁাদ করে সেঁধোনো। রমো আবার তৈবলের সঙ্গে "ডুয়েল" (भन्दर । **८**थिला वटि टेडवन ! "इ.यन" विशास শিক্ক-ক্তো ঝোটোন-টুনটুনেদের সাটিন কিন্ থাবের যে ছান্দ করেচে, তার আর विकास नाई। जावाम शिका ! मावाम्। রোমিওর প্রবেশ।

বোমগুর প্রবেশ।
বৈষ্ । এই ধে — রোমো — সাস্চে ।

মর । স্থাবোনা — ধেন শুকিরে একটা শুট্কি

মাছের মত হয়ে গেছে ! — কোথা সে

মাংসপেশী — সে হাতের গুল্ — যেন শুকিরে

মাম্সি হয়ে গেছে । ভাষার এগন বুঝি
বিস্থাপতির ভাব— বিরহ্গাপা আওড়াতেন । ভাবতেন বুঝি বিঞ্গতির সেই

সন্থাবাণী ওঁর সেই প্রেথমী — ইট্ — তার

কাট্কুড়োনিবও যোগা নয় । যদিও

পর তেয়ে ভার নাগবের প্রেমের ভাস্টা

ঢের চ্যাটালো, তাই তার নামে "প্রেমের শ্লোক বেঁধে গেছে। " কিন্তু ভাষা আমার ভাবেন যে, ও ব বসবতী যেন পদ্মিনী-ना-नकशीरव-ना विद्य-ना स्वत्य-होन ।-होष जेंदनत कोट्ड तम जेंदिरे। कुड़ नीवं अद्योगा नय। - अट्ट. मोटीव রোমিও, ধে হতিংবট পিনেটো গুডমরিং —না নমস্বার করবো। আমাদের আচ্ছা নাকাল করেছিলে। রো। নমকার নমকার,—হজনকেই আমার সাদর নমকার। কি, নাকাল আবার কি ? কেন কি করেছিলুম ? यव। तम्हे तम व्यागनिदक्दि—तम हम्भरे। —কথাটা কি মশুৱের ভাল বোধগম্য क्टा ना ? রো। ভাই আর লজ্জা দিশ্নি-মাপু কর । একটা ভারী জরুরী কান ছিল। তা সে কালের থাতিরে ভদ্রতার যদি একটু কিছু নড়চড় হয়ে থাকে, ত ভাই মাপু করু। মর। হাঁ—তার থাতিরে হাঁটু ছটো ধহুকের মত করে দাড়ান ও!চলে, -ক্যামন ? রো। হাঁ, শিষ্টাচারের খাতিরে বটে । यद । क्रिक व ८५८६।— आमि मिष्टोबादवव আটির শাস্। ना, नाटिव दांड़ीव फवाम् । না না, আমি শিষ্টাচারের শাস। त्वा। ना इष्ट वकुन क्रनव वान्। মর। ভাল, নাহয় বাদ্। রো। তবেই তুমি "র্ল" হলে। বা, রোমিও,-সাবাস্। তা আমি

यनि कृत् रहे, कृतित्वा क्लाव वड़ माना

বো! কই আমার তো এখনও দাড়ি ওঠে

नि. शना वरन नि, कान त्यांतनि,-

व्यर्थाः (४८५ व्यक्ति।

আর পাঁটীও ষোটেনি; তবে আমি কিসে হলুম বোকা,—বরং থোকা বল্লেও চলে।

মর। ও বেম্বল, তুমি একট্ মধ্যস্তি করো না হে—এর বদিকতার চোটে ত আর টেঁকতে পাজিনে!

রো। লাগাও চাবুক্—রদিকতাকে ছুটিয়ে দেও, নইলে এথনি বলবোঁ বাজিমাৎ।

মর। আমি না হয় হারই মান্লুম্, তব্ বলো দেবি এ কেমন্! আর সেই— "ঝাহাহা উহ্হ—ওহোহো"—সেই বা ক্যামোন্? ক্যামোন্ হাসিখুদি, লোকের সঙ্গে মেশাঘোশা,—এই ত মন্ত্যার!

বের। অতে থামো থামো।

রো। তাই তো, যোগাড় মন্দ নয়। ধাত্রী এবং ধাত্রী-সহস্কের প্রবেশ। মর। এ কিরে বাবা,—এ যে এক থানা ভড়।

८वछ । এकथाना नग्र मात्र कारारवा हे मानिमना ।

ধাই। ও ভূতোর বাপ,—গতরণেকো

ভূ: বাপ। র না গো—যাফি যাচিচ। ধাই। আমার পাণা থানা।

মর। ক্যান্রে—পাল তুল্বি না কি ? ধাত্রী।—(ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করবার চেষ্টা।—

না পারায় ইাগাতে ইংগাতে আঁচল দিয়ে মুগের থাম প্রোচা।

মর। ও বং কি আর মৃতলে যাবে ?— ও যে ধান্সিজোনো হাঁড়ির তলা !

ধাই। (হাত তুলে—মূগে মূগে)—বাবুজী, পেশ্লম।

মর। পেলাম্ কি ?—দশুবৎ- না হয়— লশুড়বৎ বলো!

ধাই। তবে কি "লগুড়বং" বলে—তো, ভাল—"লগুড়বং" বাবুদ্ধী।

भव। अदत हुशूद नात्म तय - वे त्य के पिष्ट

কাঁটার ছল্টা ছ'পুরের ঘর্রের কোন্দে গিয়ে চুকেচে।

ধাই। ভাগ্রা চ্যামন্ মিন্সে তো বড়-বেহায়া!—ভূমি কি জন্ধ নোক ?

বো। আহা, ভালমান্সের মেয়ের কি কষ্ট।

ধাই। ভাবেশ দেখি ক্যামোন ভদর আনা কথা ! ই্যাগা, তুমি বল্তে পারো গা, রোমিও বাবুর কোথা দেখা পাবো
ভাষান মদ।

বো। কোথা দেখা পাবে বল্তে পারি না।
তোমাকে উাকে গাঁজে বের্কত্তে হ'লে
তদ্দিনে দে আর "জোয়ান মদ্দ" থাক্বে
না।—কিন্ত আমিও সেই গুষ্টির মধ্যে
সর্বাক্তিতি একজন বটে।

বাই। আহা, তোমার কণাগুলি তো বড় ভাল।
মর। ও কি আর ভাল বলেচে—ও তো মন্দই
বলেচে—ভাগো দেটা ধত্তে পারে নি।—
ভোকরা থুব ভান্তামি থেলেচে।

ধাই। তুমিই যদি তিনি হও, তো তোমাকে আড়ালে গোটা ছই কথা বলুবো।

বের। মাগী ওকে নেমন্তর কত্তে এদেচেই এদেচে।

मत्र। हा।, छाई बढि।

বো। কি হে আবার কি ভাগ্চো ?

মর। না, এমন কিছু নয়। বলি বাড়ি যাবে ? আম্বা আজ তোমাদের বাড়ীতেই মধ্যাক কর্বো।

রো। এগোও—আমি পেচু পেচু যাচিচ।

মর। ভূঁড়ে গিরি—এখন তবে আসি। (নাকি হুরে গান কত্তে কত্তে ভূঁড়ে গিরি এখোন্ তবে আসি ইত্যাদি।)

(মরকেশ ও বেমুবল উভয়ে নিক্ষান্ত:)

ধাই। যাও, যমের বাড়ি যাও।—এ ড্যাগ্রা কে গাঁও মিন্সে তো বড় ফচ,কে। রো। ওগোঁ উনি একজন বড সদাগরের ছেলে।—ওঁর নিজের গলার স্থর উনি নিঙ্গে গুনতে এতো ভালবাদেন—যে উনি থাকতে আর কাকেও কথা হইতে হয় না। ধাই। ও লোকটা যদি আমার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলভো ভো দেখতে পেতো-আমি কি নাকাল ক'রে ওকে ছেড়েদিতুম --পোডার মুগো. নচ্চার---আটকডো--আগাকে একজন বাস্তার পেলে কিনা ?—আমার সজে ওর কিসের সম্পক বলোতো। (ভূতোর প্রতি) আর ভূতোর বাপ, তোইই বা কি আকেল, মিনদে আমাকে যা ইচ্ছে তাই ব'লে গেলো, আর ভুই কাপড়ে হেগোর মতন চপটা ক'বে দাড়িয়ে বইলি ?

ভুং বা। কই —ভোমাকে কি ক'রে গ্যালো,
ভাত আমি কিছু দেখিনি।—ভা যদি
দেখতুম, তবে কি আর হেতের খানা
খাপ্থেকে বেকতোনা ? যখন ঘেমন
দেখবো, তখন ভেমন কর্বো আর্ আইন
আদালতে কোনও দোধ না পৌচয়
ভো কড়া মিঠে গোচ লাট্টোম্বি করে
ভেডে দি।

ধাই। রাগে আমার স্থাক থবথৰ ক'চ্ছে—
পোড়ার মুগো বিটলে হাড়পেকো মিন্সে
কোথাকার ! ওগো বাবুলী, তোমাকেই
থুজতেই আমার মনিবক্সা আমাকে
পাঠিয়েনেন। তিনি যা বল্তে বলেচে, এবন্
সে কথা বল্বো না, আগে আমার থাস্
কথাটা বলে নি।—মদি তোমার ফাফি
দেবার ইচ্ছে থাকে, তবে সেটা ভদ্দরনোকের কাক্ষ হবে না, ঐ নোকে গেমন
বলে, মেয়েটা ভদ্দরের ঘরানা—নিভান্ত

কচি মেয়ে, সেই জন্তেই বলি, যদি তার সঙ্গে ছল কপট্ করো তো সেটা ভদ্দর-নোকের হলে বড় নজার কথা, ঐ নোকে যেমন বলে—ভদ্দরের কান্ধ নয়।

রো। ঝি, কোনো ভয় ক'বো না,—তোমার ' মনিবকস্তাকে আমার প্রিয় সাদর সম্ভাষণ জানাইও,আমি এই দিবিব দ্বিবান্তব কচ্চি—

ধাই। আহা বড় ভালো—ছেলেটা বড় ভালো। আমি ভার কাছে সব বল্বো, আহা, দোহাই ঠাকুর দেবতার—সে ভন্লে বড় খুসী হবে!

রো। ঝি, তাঁকে ভূমি কি বল্বে ?— আমার কথায় মন দিচ্চো ?

ধাই। আমি তাঁকে বল্বো—ভূমি দিবিব দিববান্তর পেয়ে বলোচো—ভদর নোকের কাছই তো তাই—আমি যদ্ধ বুবুঝ।

রো। তাঁকে ও সব্ কিছু বলতে হবে
না—ঐ দিবিব দিববাস্তবের কথা গুলো।
তবে তাঁকে বলো যে, আরতি দেথবার
নাম ক'রে আজ সজের সময় তিনি লক্ষী—
জনাদ্দনের মন্দিরে যেন আসেন—নিশ্চয়
যেন আসেন।—দেগো, ভুলো না—এই
কিঞ্ছিৎ পারিশ্রমিক ধরো।

ধাই।ছি —ছি —ও কিও —মা, ঘেরার কথা (দাতে জিব্ কাটা)—ছি—ছি—মাধ কড়া কড়িও না।

রো (হাতে মুদ্রা গুঁজিয়া দিয়া) আছ্ আরতির সময়—দেশো, ভুলোনা:

ধাই। আর বল্ডে ২বে না।—সঞ্চের স্ময় তিনি সেগানে থাবেনই যাবেন্। এগন্ আসি,—বাবুজী, পেলাম হই।

রো। এক্টুরও।—ভাবো আর এক ঘটার মণ্যেই আমার একজন লোক ঘাবে, গিয়ে মাঠের পেছন্দিকের দেওয়ালের কানাচে

দাড়িয়ে থাকবে।—তার হাত্র দিয়ে আমি এক্টা দড়ির সিঁড়ি পাঠিয়ে দেবো-टमकेटि यादिना—थूव् नावधादन त्रांशा इस । —সেইটেই আজু আমার আনন্দগিরির कृष्णाय अध्यात मिष्डि !-- (मर्था धार्डे. অতি সাবধানে।—এখন এসো কলাণ হোক। ভোমার আমি মেহনোং পৃষিয়ে দেবো।—এসো এসো।—আর তোমার মনিবক্সাকে আমার সংবর্জনা জানাইও। थाई। दौर5 थारका—दौर5 थार का ठाकुत्ररमय-তারা তোমার ভাল করুন। শোনো বলি। রো। কি ঝি-- কি বলচো গা? ধাই। তোমার মে লোকটার পেটে কথা থাকে তো ? জানতো, কথায় বলে,— ছকাণে হয় শলা মন্তরা, চারকাণা হ'লেগোল তার ওপরে পাড়া পড়শে হাটবাজারে ঢোল

রো। সে খুব মজবং-ধাই। তবে, শোন বলি:--আমার মনিব-ক্সাটীর মত মিষ্ট মেয়ে আর দেখতে षात्म ना ;-- मा मही छ। तक वैं। विष्यु वरख রাখো। সে যখন এমিন্টী। হত্ত দ্বারা দেখানো]—মাদো আদো কথা বলে. তথন তার কথাগুলি কি মিষ্টই ছিল। স্থাথো এই সহরে পার্শ নামে একজন মস্ত বড় ঘরের ছেলে আছে. সে এ থেয়ে-**जि**रक दव करब भारत बरख यांग, किश्व মেয়েটার আমার সে ক্রকের বিষ। তাকে সে এতো ঘেরা করে যে, লোকে শেয়াল कुकुद्रावश्व एडमन करद ना ।--कश्रता यपि থেপাবার জভ্যে তার হয়ে ছটে। কথা বলি তো মেয়ের আমার মুখ্টী একবারে চপ্সে যায়—আর সাদা ফ্যাক্ কেকে হয়ে গিয়ে আমার মুগের দিকে কেবল क्यान क्यान क'रव एहरत थारक।

বো। আমাব হয়ে হটো কথা ব'লো।
ধাই। তোমাব কথাইত অষ্টপোর বলি
—হুঁ! তাব নাম আবোব মূবে আন্বো
ভূতোর বাপ পাথা ধানা ভূলিদ্নে।
(ধাই ও ভূতোর বাপ নিক্ষান্ত।)

২য় অঙ্ক-ধেম দৃশ্য।

কপসতের উত্থান। জুলিয়েতের প্রবেশ।

জু। ন'টা বাজে ঘড়িতে তখন গেছে ধাই, অর্দ্ধরণ্টা না ফুরাতে ফিরিবে আবার। थू एक वृक्षि भाष नाहे, ना, वृक्षि छ। नष । বটে বটে, খোঁড়া যে সে, তাহাতে প্রাচীনা একি ভার কাজ! হবে মনোরথগতি প্রেমপুতী যারা, জিনি কিপ্র রবিকর শতগুণ আরো দ্রু তগতি ধার সদা, यथन त्म दविकदत छाम्राम्टल छिनि क्तिनाय अठन श्रष्ट ।-- मत्नांडव नाम ভাই ধরে ফুল্বম্ম ৷ এবে স্থ্যরথ অতি উক্ত ধরাধর শিগর উপরে, মধাক এখন দিন্মানে হয় গভ अहत अधिक अकान-- उत् नां कि दिन ! হায়। সে ভাপিত যদি প্রণয়ের ভাপে, কিন্তা নবযৌবনের উত্তপ্ত ক্লবির দেহেতে বহিত তার, তা হ'লে হইত ঘাত প্রতিঘাত প্রাপ্ত বর্ত্তর গতি; মধ্র সংবাদ লয়ে ছুটিত ফিরিত যথা ঘাত প্রতিঘাতে ক্রীড়ার বর্ত্তলি। অনেক প্রাচীনে, কিন্তু করে হেন ভাগ

বেন জড়বৎ তহু অলস শিবিল
গুরুজার পাতুবর্ণ শীশক সমান !
জীয়স্তে মৃতের প্রায় !— হা জগদীশ ! —
[ধাত্রী এবং ভূতোর বাপের প্রবেশ।]
ঐ আসে ধাই মা!— প্রগো কি বপর গা ?
বল্ শীদ্র বল্ ধাই— দেখা হয়েছিল ?
গুরুজ সরিয়ে দে!

वहि।

मा, जूरे कटलाटक ।

(ভূতোর বাপ নিজ্ঞান্ত।)

জু। ধাই মা, লক্ষী মা— বল্ শীজ বল্।
হা হরি ! অমন্তর মুখটো ভার কেনো ?
হোক্ নল পণর— তুই হেনে হেনে বল্;
আর যদি ভাল হয়— হয় সুখপর
কেনো বল, আপ্সামুগে সব ভিক্ত ক্যো?

ধা। একটু দেবি করোনা গো,—জঃ বাপরে বাপ। হাড়গুঃরা। সব ভেনে যাজে—কি চলাই চলেচি। জঃ—গেন্ত গেরু।

জু। অতি আহলাদের সহ দিতেছি তোমাকে আমার দেহের অদ্বিগুলি,—শুধু—গালি দে খপুরু বল !—তোর অস্থি দে আমায়।

ধা। আবে ৰাপবে কি দিন্দি মেয়ে ?—পারিস নে কি। একটু আর সন্র কত্তে ?— হাঁপিয়ে মচ্চি আমি।

জু। ইাপিয়ে মজে। কই । ঐ থে অত কথা
ব'লে এতজন—কই ইাপাওনিত তায়।
বিলম্বের বাহানায় ঘাতে যে সময়
আসল বেওরাটা আগো কবে বলা হ'তো!
ভাল কি মল, নিদেন কথা একটা বল্।
তাতেই সম্ভই হব, পশ্চাং না হয়
বাধান ভানিব তাব—এপন আমায়
থালি বল্ মলা কিছা ভাল সে পপর।
ধা। তবে বলি—তোমার পছল ভাল নয়,—

পুরুষ প্রুক্ত করে জানো তুমি ?

রোমিও —ও: —কি(ই) বা সে রূপ! কি(ই) বা চেহারা!

মুগটি সবার চেয়ে ভাল বটে মানি;
পা ছথানি তেমনি আবার মন্ত সবার চেয়ে! .
হাতত্টো পা'ষচেটো কারো কাছে লাগে না .
শিষ্টাহার তাও ত সেরা সবার চেয়ে নয়।
কোনগানটা প্রশংসার ঘোগ্য আছে তার!
তবে দীর-নম্ একটি গো বেহারা বটে।
আমার যদি কথা,শোনো,ওস্ব ছেড়ে দিয়ে
ধ্যাক্ষেয়ে মতি দেও;—পেটে কিছু দিয়েছ?

क्लिया । ना, शह नि।

তা এ সব ত জানা কথা—নতন আর কি ?
বিষেৱ কথা কিব'লেন—সেইটে বল্ দেখি।
ধা। বাবাবে বাবা। মাথা কি ব্যথাই ক'চ্চে!
হুগান হয়ে পড়চে যেন—উপ্টপুনিই কি ?
বাপরে বাপ—গেল্ল বাবা—উ হুহুছ উ!
মা, তোর প্রাণে কি দুয়া মায়া কিছু নেই,
এতোটা দৌড় ধাপে পাঠালি আমায় ?
হায়। ছুটে ছুটে প্রাণ্টা হারাছ!

জুলি। ধাই মা, তোর গুংগু দেখে বড় গুংগু হ'চ্চে, বাছা; লক্ষী মা, ষাগু মা,বাছা শীগ্গির করে বলু, বলু, মা, তিনি কি বন্ধেন ?

ধাই। ভনরে যা বলে, তোমার প্রিয় তাই বল্লেন – পল জুর নয়। মিষ্টভাষী শিষ্টাচারী দেখতেও স্থরূপ, আর ধর্মনিষ্ঠা(ও)আছে তার—ইক্ বল্চি; তোর মা কোথা গা ?

জু। মা, আর কোণা ধাই ?

মা ঘরেই আছেন।—ধাই ও কি উত্তর,

হলো "ভোমার প্রিয় বলেন" ভন্নরে ঘা

বলে, ভোর মা কোথা গা ?"

ধা। আ আমার কপাল।আমি সব বুঝি গোসব।।

জামার ভাষা হাড়ের প্রালেপ রুমি এই ?

এগন্থেকে নিজের গণর নিজে গিয়ে এনো।
জু। একি গণ্ডগোল! বল্, দাই মা কি বলেন ?
ধা। আত্ম আারতি দেখতে যেতে হকুম পেয়েছ?
ছু। পেয়েছি।

ধা। তবে শীগ্গির মঠে ধা,কেউ একজন্ সেথা পত্নীবরণ করবে বলে আছে পতির কেতা। ঐ যে ঐ এগন্ দেগি রক্ত ছুটে গাল্ দেখতে দেখতে রাঙ্গিয়ে তুলে

কল্লে লালে লাল।

যাও শীগ্গির মঠে যাও।—অক্সদিকে আমি

যাই খুঁজিগে মই একটা,

উঠবে তোমার স্বামী পাণীর ছ্যানা পড়বে বেতে অন্ধকার হলে, ছু। কেউ মরবে মজুর থেটে—

কেউ বা চতুর্দ্ধোলে।— যা, শীগ্রির মঠে যা।—

क्। यादे भीग्णित छेतिरा गादे—

ভাগ্য চূড়ায় মোর !—

ধাই মা তোর ব্যথা সার্থ্য

वर्ग (व-अध्यात।

ধা। কাজেই তাই—ফের থাটুনি হলেই পরে তোর।

২য় অঙ্ক—৩ষ্ঠ দৃশ্য।

(মঠ— মধুরাননের কুটার।)

গোদাই ও রোমিওর প্রবেশ।
গোঁ। ক্রঞের কুপায় যেন এ মঙ্গল কাজে
হয় ওডোদ্য পরে, না হয় পশ্চাৎ
তুংগ অন্তাপ কিছু।

রো। ক্লখা কর, হরি

কিন্তু প্রভূত, সহিব সকল হংগ, পরে
মূহর্ত্তেক ভরে যদি তাহারে এথন
দেখিয়া হইতে পারি স্থগী, ভূগনায়
এ স্থগের অতি ভূচ্ছ হংগ সে সকল।
এখন আগনি শুধু মন্ত্র উচ্চারণে
নিবদ্ধ করুন পাণিদয়; শমনেও
না ভবি তা হ'লে—সেই প্রণায়ি-বাদক ম্যে
পাই যদি প্রিয়ারে বলিতে আপনার!

গোঁ। এই সব প্রথব আনন্দ ক্ষম হয়, বন্দুকে বারুদ ষথা বজি প্রশনে!
অতি মিষ্ট মধ্ও স্তৃত্তিকর নম
উংকট মিষ্টেতে ক্ষতি ক্ষা করে নাশ!
প্রণয়ে দৈব্য চাই, প্রণয় তবে সে
হয় স্থায়ী, কালব্যাণী—প্রণয় তাহাই।

(জুলিয়েতের প্রবেশ)

ঐ আসে বর্বাননা ! আহা লঘুণদ
চলিছে কি লঘুগতি ! ও পদ চালনে,
ক্ষমিনে না পাবাণের অক্ষয় শরীর !
প্রেমিকে চলিতে পারে উর্বাভ-জালে
অথবা তাহার মত সূজাজাল যত
গ্রীল্ম সমীরণে শুন্তে উড়ে উড়ে যায়
না হয়ে ধরায় চাত ; অবস্তু তেমনি
বৃধা—প্রেমের উল্লাস।

ন্ত্। প্রভু! প্রণিপাত! গো। জ্যোস্থ — মঙ্গল! নো। প্রেন্ধসি, আমার চিত্তে আনন্দলহনী

রো। প্রের্গদি, আমার চিত্তে আনন্দলহরী
বহিছে পেলায়ে চেউ, তোমার (ও) হৃদয়ে
তেমতি উচ্ছাস যদি বহে এ মিলনে,
এসো তবে হুইজনে বসি এইগানে;
করো ব্যক্ত সে আনন্দ সন্দীত-লাগ্ডনবাকো তব, স্থমধুর খাসে পূর্ণ করি
সমীরণ।—শুনি আমি প্রাণের অ ফ্লাদে।
ছু। সারবস্তু পূর্ণ যার ক্জানা ভাতার

দে কভ্ করে না দন্ত র্থা আভরণে;
নিজ ধন গণিতে সমর্থ হধ মারা
কাঙ্গাল তাহারা স্থানিশ্চিত। প্রেমধন
মম প্রোণে এতই প্রচ্ব, শক্তি নাই
সংখ্যা করি অর্কভাগ তার।

গাঁ। এবো সঙ্গে,

যত শীঘ্ৰ পাবি কাৰ্য্য কৰি সমাধান।
তোনবা ছজনে একা থেকোনা এখন,
নহে তা উচিত এবে—নহ যতক্ষণ
একাঙ্গ, মিলিত হয়ে শাস্ত্ৰের বিধানে।
(নিক্ষাস্থা)

৩য় অস্ক।—১ম দৃশ্য।

সাধারণের প্রবেশ। মরকেশ ও বেন্ধবলের প্রবেশ।

বৈন্ত। মরকেশ, আমি ভৌমার হাতে দর্চ্চি,
চলো আমরা এপন পেকে যাই। আজকের
দিনটা বড় গরম, আর কপলতের
দলের লোকেরাও বার্ হলেছে; দেখা
হলেই এখনি একটা দালা ফেদাদ্
হবে। এ গরম দিনে সবারই রক্ত সহজে
আবো গরম হয়ে উঠেছে।

মর। তুমি দেগতি তাদে ই এক দন, মারা
শৃত্তির দোকানে সেঁপিয়েই তলওয়ার ধানা
কোমন থেকে গুলে নেজের ওপর রেথে
বলে, আদ্ধ দেন তোকে আর ছুতে না হয়,
আর ছ গোলাদ টান্তে না টান্তেই ইঠাং
একজনকে মেরে বদে!

বেন্ধ। আমি কি তেম্নি ছোট লোক ? মর। যাও, যাও, তুমি দেগচি তাল পাডার

व्याखन, त्रानत्म व्यात हम शांदक ना। তাত্ত্বেও যেমন, আর তাতলেও তেমনি। বের। তাতলেও তেম্নি কি ? মর। তোমার মত আর একটা থাকলে শীঘুই ছটোর একটাকেও থাকতে হতো না-ছন্ত্ৰে। - তুমি কি কম্ ঝগুড়াটে ? তোমার দাড়ির চেয়ে আর কারো দাড়িতে যদি একগাছি চুল কম কি বেশী থাকে-তুমি তার সঙ্গে ঝগ্ড়া কর্বে—স্থপুরী কাটতে কেউ আঙ্গুল কেটে ফেলে, তুমি তার সঙ্গে ঝগ্ড়া কর্বে—কেন না তোমার চথের তারা কটা। কেউ রাস্তায় কেশেচে তো তার দঙ্গে ঝগড়া—কেন না তোমার কুকুরটা বোদ পোয়াচ্ছিল তার গুম ভেঙ্গে গেচে। গালো বছর মহরমের আগে একজন দৰ্জ্জি একটা নুতন কোরতা গায়ে দিয়েছিল, তাইতে তার সঙ্গে ঝগ্ড়া ক্রে। আর কার্ সঙ্গে না করোচো। আর একজনের সঙ্গে, সে এক যোড়া জবি-বদানো জুতো পরেছিল বলে। ঝগ্ড়া খুঁজে বের কত্তে তোমার মত আর একটা নেই। উনি আবার আমাকে উপদেশ मिट्छन कि ना ७८६ सग्ड़ा दिवान ক'রো না।

বেন্দ্র। আমি তোমার মতন ঝগুড়াটে হলে আমার "লাইফ ইন্সিওলেন" থানা কেউ এককডা কাণাকড়ি দিয়েও কিনত না।

মর। ত্ট, ওঁর আবার জীবনস্বদের ইনসিওরেন্স!—তার কি আবার কিছু মূল্য আছে!—কি নির্কোধ!

বেন্ধ। ঐ ভাবো কপলতের দলের গোক আন্তো

মর। কচু আস্তে, সামি কি ওম্বে গ্রাহ করি? তৈবল প্রভৃতির প্রবেশ। ত। (নিজ অন্তচরের প্রতি) তুই আমার পেছুপেছু আয়, আমি গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা কচ্চি।—(মরকেশের প্রতি) বলি ওহে শোনো, তোমাদের এক জনের সঙ্গে এক্টা কথা আছে—একবার এদিকে আসবে প

মর। এক্টা কথা খালি ?—ভার সঙ্গে আর কিছু না ?—এক্টা কথা আর এক হাত তলোয়ার হোক না।

তৈ। আমি তৈয়েরি। একবার ঘাঁটিয়ে জাগো না।—কে ও, মরকেশ ? তুমিই একজন রোমিওর সেথো না ?

মর। সেথো—সেথো আবার কি ? আমি কি
তবে তীর্থের পাণ্ডা না কি ?—যাত্রী ধরে
বেড়াই ?—এই আমার পাণ্ডাগিরির
ছড়ি আগো,—গাঁহে একবার ছোঁয়ালেই
সেই বৈতরণীর পারে গে দাগিল হবে।—
অাঁয়া, সেথো—আমি সেথো ?

বের। দেখো, এখানটায় সকলে যাওয়া আসা ক'চ্চে,একটু আড়ালে যাই চলো। আর না হয় তো ভোমাদের ছলনের কারো ওপর কারো আলাস্ থাকে তো ঠাওা হয়ে বলা কওয়া করো।—সকলে আমাদের দিকোভাকাচেড।

মর। তাকাবার জন্তেই তো চোগ্।
তাকাচে ? তাকাক্ না কেন। আমি
কিন্তু এগান্থেকে নজ্চি না;—কারো
গাতিরে না।

রোমিওর প্রবেশ।

তৈ। ভাল, একটু স্থির হও, আমার যে জনকে দরকার, আমি তাকে পেয়েচি। মর। উনি কি তোমার জোন্— কুমেণ

কুমেণ ক'রে ডাকো না,—এথনি মাঠে গিয়ে খাড়া হবে এখন,—েস হিসেবে উন্ এক জন বটেন।

তৈ। রোমিও CHIA. তোকে এ वे नी व प्रत्न कति. এ वह प्रशांत कत्क দেখি, তা আর কি বলবো! তুই পান্ধী--इंट्रा-इंट्रांत शाबी-यक शाबामकाना । রো। ভৈবন, আমার প্রতি এ ভাষা তোমার সাজেনা তোমার মুখে! -বরং আমি আরো। ভালবাদা সৌজন্মের পাত্র সে তোমার; হেত তার জাননা খেন। তাই বলি ক্রোধ দম্বরণ কর এবে ! আমি তোমা ক্ষমিলাম, তোমার এ অসদসন্তাম:--পাজী ছু তো নই আমি—জানিবে পশ্চাৎ। তৈ। অবে ছেঁ ড়া, মিছে কেনো এ সব ওন্ধর: পারিবি না এড়াতে আমায় বাকছলে। ফের বল্ডি-ফের পাজী-পোল হেতিয়ার।

ক্ষেব্ৰল্ডি--কেব্পাজী--পোল্ হৈতিয়ার।
রো। শে নো বলি,তৈবল এগনো কথা রাগো।
কথনো অহিত কোনো করিনে তোমার।
যত নিন হেতৃ তার না পারো জানিতে
ক্ষান্ত হও তত দিন। নিশ্চয় জানিও,
কপলত-বংশধর, ও নাম তোমার
আাদরের যতনের সামগ্রী আমার
স্বাং আমার নাম যথা।

মর। কি হীনতা!

কলক্ষের কথা, ধিক্—কি ঘূণার কথা!

ফাল্লানিকর বৈধ্যা একি ভয়ক্ষর!

ফারে ও ম্নিকংছা, তৈবল—এদিকে ফের্।

তৈ। আমার সঙ্গে ভুই কি চাদ ৪

মর। 'আর কিছু না,
থালি ভোর তলোয়ার থানার কাণমুচড়ে দে
থাপ থেকে বার্ কর একবার—নে জ্বলদিনে।
দেরি হলে আমার থানা লাফিয়ে ঘাড়ে প'ড়ে
তোর গুটো কাণ্ট কেটে দেবে—বঝলি ও ৪

(5)

আয় তবে—আয়

(অসি নিকাষণ)।

রা। ভাই মরকেশ, তলোয়ার তোলো থাপে। বর। আয় তবে—দেখি তুই ক্যামন্লড়াক্।

(উভরের অন্ত্র চালনা।)

রো। বেথুবল, কচ্চো কি হাঁ করে ? শীল্প গুলে
তলোম্বার,তৃজনেরই হেতের ছট্কে দে।—
কান্ত হও —কান্ত হও —কান্ত হও দ্বন
তৈবল, মরকেশ—রাজপথে অন্ত থোলা
রাজার নিষেধ।—কান্ত হও হে তৈলব
কান্ত হও মহকেশ।

(তৈবল, হোমিওর বাহর নীচে দিয়া মর-কেশকে আঘাত করিলা সন্থিগণ সহিত প্রস্থান করিলা!)

মর। ৩:—চোট্ লেগেছে ! ওদের ছটো গুট্টই অবংপ তে শাক্।— বোগ হচেচ চোটটা বুঝি সংঘ তিকট হবে; বিনি চোটে সে গাালো হা। ?

বেশ্ব:

মর। সামান্ত দামান্ত চোট্ তামন কিছু নয়;
আঁচোড় লাগা থালি—জ্ব:
চাকরটা গ্যালো কোথা পূ-শাগ্রি ডাব্ছার ডাক্।
বো।

ভয় কি;-চোট্ ত বড় বেশী নয়
(চাকর নিক্ষান্ত।)

মর। তা কি আর ?
ইদেরার মতোও না—চ্যাটালো গভীব,
সিংদরোজার মতো—আড়ে দীযেও চৌড়া নয়;
কিন্তু, এতেই বাবা, বস্! হা গ্লাথ ভোদের
ছটো গুইই জাহানমে যাক্—ছি-ছি-ছি-ছি!

মান্দের মত মাত্মৰ একটা মাটি করে গ্যালো এক্টা কিনা জেকো ছোঁড়া

আঁণ্ক্-কাটা-গেলুড়ে, ব্যাটা আর্জিধরে তলোঘার থেলে ভঙ্করের মত। (রো: প্রতি) ভূই কেন আমানের মাঝ্যানে সেঁধুলি ? তোর হাতের নীতে পড়েই ত চোটটা থেতে হলো।

বো। ভাগো ভেবেই গেছলুম।

মর। বেকুবল, আমার ধরে বাড়ি নিয়ে চলো।
নয় তো হেভাই মূর্ছা হবে।—যা নিববংশ
তোরা ছটো ধরই ধা!

(বেমুবলও মরকেশ নিজান্ত।)

রো। এই ভদ্র লোক, ইনি কুট্র রাজার,
আমারও প্রাণের বন্ধু হারালেন প্রাণ
আমারই সহায় হয়ে। ওদিকেও, হ'য়,
তৈবলের মুখে ছউহ'দনা,—যে তৈবল
(সম্বন্ধে প্রালক) আপ্তম্মুক্ত আমার।
হার প্রিয়ে, সে: ন্দর্য্য-মদিরা-পানে তব
হয়ে আহি বলহীন তেজোহীন আমি
জীবস্ত সাহস্যার ছিল আবে ক্রেন।
বেল্পবলের পুনঃ প্রবেশ।

বের। হে বোমিও, হার হায়, গতার্ এখন মহাপ্রাণ মরকেশ, অভ্রম্পনী যার ছিল হন্দেরে আশা, গ্যালো সে অকালে ছাড়ি কুদ্র ধরাধাম—চির তুক্ত তার!

বো। এ অশুভ ঘটনা হে কাল মেঘবং ছলিবে গগন-বংক্ষ আবো ২ছ দিন, ছংখের প্রনা মাত্র এই,—নহে শেষ। হবে জন্ম দিনে পূর্ণ পূর্ণমাত্রা তার।

বেম্ব। তৈবল আকোশে ফের এদিকে আসিছে। তৈবন্ধের পুনঃ প্রবেশ।

বো । জয় মত বিজয়ী এ এগনও জীবিত !

মরকেশ গত আয়ু ! ধৈর্য্য সম্বন্ধ

যাবে দ্বে, আয় হলে ক্রোধায়ি ফুর্জ্জয়—

হও পথ প্রনর্শক মম !—বে তৈবল !

শে হুর্কাক্য বলিলি জামায় কিছু জাগে,
প্রাক্যন্তর এবে তার শোন—ভুই পাজী

নরাধম মানবকুলের কুলাঙ্গার। অহাে! দেখ প্রেতরূপী মন্তক উপরে ফিরে মরকেশ অই. সঙ্গে লয়ে যেতে তোর কি আমার আত্মা, কিম্না হ'জনার! তৈ। তুই-ই ছিলি দলী তার--তুই-ই দলে যা। রো। আয় তবে,—কে যাবে এথনি হ'বে ঠিক। (উভয়ের অন্তর্চালনা; তৈবল আহত এবং ভূপতিত।) বেল্প। পালাও রোমিও—শীঘ্র পালাও—পালাও আসিছে নগরবাসী, ভূতলে তৈবল। হতবৃদ্ধি হয়ে হেন দাড়ায়ে কি হেতু, হ'লে ধৃত, জন্ধাদের হাতে যাবে প্রাণ नुशामित्य !-- এখনি সরিয়া যাও দুরে। রো। অনুষ্টের বিভূমনা! হায়, এখনো দাঁড়ায়ে ! বেন্থ । (বোমিও নিক্রান্ত।) নগরবাসিগণের প্রবেশ। ১ম নগরবাসী! মরকেশকে খুন্ করে খুনে दकानिएक भानात्ना शा ? বের। ঐ যে—হোথা পড়ে। ১ম ন-বা। ওঠো হে—ওঠো,—চলো আমার সঙ্গে। দোহাই মহারাজের,তুমি খুন করেছ, - **এ**मा मान बामा ; अर्टा भीगणित । (পারিষদবর্গের সহিত রাজা এবং মন্তাগো কপলত প্রভৃতি) রাজা। এ দাঙ্গাহাঙ্গামা পুনঃ কে করে আবার ? কোথা গেল তারা ? বেমু। মহারাজ, আজা হয় আমি বলি দব।--ঐ যে পড়ে ওথানে, আঘাতিত উনি তরুণবয়ন্ধ গুৱা রোমিওর হাতে, কিন্তু অত্যে ভায় ভার হাতে গ্ত-জীব মহাতেজী মরকেশ নূপতি-আগ্রীয় ! ক। কি-তৈবল ! আমার সেই খ্রালক-আয়ুক্ত আমার জায়ার ভাতৃ-স্বত !-- মহারাজ

প্রিয় কৃট্মুরে মোর করেছে হনন্ মস্থাগো-প্রভাগ রক্ত করান দর্শন। রাজা। বেম্ববল, খুলিয়া বলত কা হ'তে স্চনা। বেল । বোমিও স্থমিষ্ট বাকো বঝায়ে বিস্তব করেছিল বহুচেষ্টা দৃদ্ধ নিবারিতে: বলেছিল রাজনের বিদেষ কতই এ সৰ অস্থা প্রতি, আগ্রহ করিয়া। আরো বলেছিল, স্থির নেত্রে মুগুভাবে কুতাঞ্জলিপুটে কতই অনিচ্ছা তার দ্বন্দে প্রবেশিতে। কিছতেই তৈবলের অনুমা আক্রোশ নিবারিত নহে তরু, ভুচ্ছ করি সব, স্তিররুষ্টে মরকেশ বক্ষ লক্ষ্য করি থেলিতে লাগিল নিজ স্থতীক রূপাণ। অতি ক্রোধে মরকেশও উত্তেজিত এবে. শাহ্দী পুরুষ্চিত্ত প্রকৃতি-স্থলভ তেজে, মৃত্যু তুচ্ছ করি, বাঁচায়ে কৌশলে আপনারে এক হস্তে, অন্ত হস্তে ধরি চালাইয়া নিজ অসি অতি তীর বেগে. আক্রমিলা তৈবলেরে। রোমিও তথ্ম-"থামো ভাই--থামো থামো' বলে **उ**टेः श्रद

আপনি ছুটিয়া গিয়া তুজনার মান্যে
অসিণাতে জুজনার অসি নোয় ইল।
তথন তৈবল বাহুতলে রোমিওর
অন্ত হেলাইয়া ঘাতি বিপক্ষের কুক্ষি
ছুটে পলাইয়া গেলা।—অকস্বাৎ পুন:
অবিলবে আইলা কিরে রোমিওর কাছে।
রোমিও তথন প্রতিহিংসা উর্ত্তেজিত,
বিলম্ব না করি মার, ক্ষণপ্রভাবৎ
থেলিতে লাগিল অসি তৈবলের সহ।
আমি পল্ না পাই খুলিতে তববারি,
নিমেষ ভিতরে হেরি তৈবল আহত;
তথনি রোমিও ছুটে পলাইলা দুরে।

এ যদি না, মহারাজ, সত্য কথা হয় क्षण्यात करून आकां, करत नितरफ्ल। া। মহারাজ, সত্য নহে এর কথা, শক্র-দলভুক্ত এই জন, পক্ষপাতী হ'য়ে मर्स्बर रामा भिथा।-मक्ति वनीक। একা তৈবলেরে গেরেছিল বিশন্তন-বিংশতি বধিবে একে বিচিত্র কি ভাগ। স্থবিচার-প্রার্থী আমি, আপনি ভূপতি স্বীয় ধর্মাণ্ডণে করিবেন সভারক্ষা: ব্যোমিও করেছে খুন তৈবলে নিশ্চয়, ইথে যেন বোমিওর প্রাণদণ্ড হয়। াজা। রোমিও করেছে সভা তৈবলে হনন, তৈবল করেছে হত্যা মরকেশে আগে ---তার প্রাণনাশ হেতু অপরাণী কে १ মন্তাগো। মহারাজ, অপরাধ রোমিওর নহে, মরকেশ রোমিওর বয়স্ত প্রিয় অতি. বয়স্থে করেছে বধ প্রতিদণ্ড দেছে— এতে অপরাধ কিবা তার গ রাজা। সেই অপরাধ জন্ম — আমার আদেশে— হবে নির্দ্ধাসন তার দেশাস্তরে কোনো। তোমাদের চন্ধ্রের এ অস্থা দ্বেষ সদা দ্বন্ধ বিসম্বাদে আমাকেও শেব করেছে পাতকগ্রস্ত: অর্থনপ্ত তার এতাধিক পরিমাণে করিব এবার, বহিতে সে দণ্ডভার ভারগ্রস্ত হবে অমুদিন অমুতাপ যুৱুণা সহিবে। স্তব স্তৃতি আপত্তি ওজর অশ্রুনীর মানিব না কোনো কিছু কহিলাম স্থির, নিশ্বল সে সব চেষ্টা নাহি প্রয়োজন, নির্বাসন অজ্ঞা মম করো গে পালন। মুহূর্ত্ত বিলম্ব যদি শুনি তাতে হয় প্রাণ দণ্ড সেই দণ্ডে জানিহ নিশ্চয়।-শবদেহ ল'য়ে যাও। আইন সত্তর অবশিষ্ট আদেশ শুনাব অতঃপর।

হ গ্রাকারী জন নহে ক্ষমার ভাজন, প্রশ্রহে হত্যার হয় হুরাশা বর্জন। (নিজ্ঞান্ত।)

৩য় অঙ্গ—২য় দৃশ্য।

(কপলতের উচ্চান।) জুলিয়েতের প্রবেশ।।

छ। यो ७---यो ७---यो ७ नीच र्या दश्याही তুরস তরস-গতি, অগ্নিম ক্রা घां चिमनन पर्छ -या अ अर्डाटन : কি হেতু বিশ্বস্থ করো এত গ স্বরা করি শ্রান্তি হরো, দিবসনাথেরে লয়ে গৃহে। স্তুসার্থী সুর্বা-রথে আপনি অঙ্গুন, ক্ষাঘাতে কেন না চালায় ভুরঞ্মে, আনি দেয় তমসাবদনা তমস্বিনী व्याय (मा याभिनी मगी,- खिन महहत्री. ছড়াইয়া দেলো তোর ঘন প্রাবরণ, দেশত্যাগী প্রবাসীরা যেন শীঘ তায় হয় তদ্রা অভিভূত,—প্রাণেশ আমার প্রবেশে সহস্য আসি এ ভূজ-লভায়-অন্সিত অন্তের—অন্তের অবিদিত। আয়, স্থি, স্থ-ক্লম্ভ বসন পরি তোর. চেকে দে আমার এই কপোলযুগলে মত্ত ক্ষধিরের ক্রীড়া—অঞ্চলে লো ভোর। এসো, প্রিয়তম, এসো-বন্ধনীর দিবা-তাগদী নিশিতে তুমি প্রকাশো তেমতি দ্রোণপর্চে হিমানী থেমতি ! এসে৷ নিশি. প্রিয় স্থি, দেখায়ে খ্রামন ভুক-শোভা, দে আমারে, দে স্বজনি, প্রাণেশ্ব মম।

গত-আয়ু যখন হবে লো প্রাণেশ্ব রাথিদ তাঁহার দেহ থণ্ড খণ্ড করি তারকার রূপে কবি দেহের ভূষণ ! তখন লো প্রিয়তম হবি এ ভূতলে, করিবেনা কেহ আর স্থেয়ের অর্চনা এত সাধে প্রেম-অট্রালিকা করি ক্রয় এখনও হলো না ভোগ, কি বিবক্তিকর। এ দিবা কি ফুরাবে না !--বালকের ঘথা পর্মাহের পূর্ব্ব নিশি তুরায় না আব-আছে যার পরিবার নব বাস ভ্যা (পরিধান করুক বা'না) এ দিবসও তেমতি আমার !— কই আদতে গাই মা! मश्रान व्याटक्ट्रे किছू; अधू यनि कांत নাম করে উচ্চারণ, ত্বিত শ্রবণে দে বাণীও অতুখনা দেবের ভ্রনে! [म़ ज़ीव जिंज़ी महेश भाकीव व्यटन ।] জু। ধাই মা খপর কিগা—ওকি তোর হাতে १ আনিতে যে রজ্জু আরোহণ আজা দিলা, তাই বুঝি ? ধাত্ৰী। হ্যা-হ্যা তাই। (ভূমিতে নিকেপ) জু। ওগো, কি খপর,—হাঁ। গা ? অমন করে তুই বদে পড়লি যে ? ধাই। হায় হায় কি সর্কনাশ !—বেঁচে নেই আর (मूट्य क्यांटन हायुक्ता) বেঁতে নেই--বেঁতে নেই--বেঁতে নেই--আর ওমা, আমাদের কি হ'লো মা-কিহতে মা-दकांथा योदना ना ? হা কপাল্—হা অদেষ্ট—প্রাণে মারা গেল ! জু। ভগবান, নিদারণ হবেন কি এত १ হায়, কি ঈশ্বর জীবের হিংস্কুক এমন ! (क आश्र ७ (ङर्विष्ट्रण?—इं। द्यापिछ इं।। ধাই। ঈশ্বর না হোন্—হ'তে পাবে অক্সজন।— হা রোমিও! রোমিও! এ কে আগে ভেবেছে।

त्त्र निगांति, नत्रक राष्ट्रभा तक्त मिन्। দয়া মায়া প্রাণে তোর কিছুই কি নাই ? রোমিও কি আয়ুষাতী হয়েছে বে তবে • वन ७५- है। कि ना ।- हैं। यनि विनम-কঠোর পরাণে তোর দয়া বিন্দু নাই। ও হাঁ-তে এতই বিষ—জক্ষকেরও বিষ অতি ছার তার কাছে, আনিদ্নে মুখে-জিহব। জলে যাবে তোর সে বিষ-দাহনে। হতা৷ ক'রে থাকে উাঁকে কোনো আতভায়ী তাতেও বলিস হা কি না-এছা" না"-তে মরা বাচা আমার নিশিত। ধাই। নিজের চোথে দেখেছি গো কি চোটই ব সে ! আহা-সে দিকে কি চাপয়া যায়,-পগো এতো খানি গো! ঠিক পাজোবের নীচে-কি গছেরা বাপ ! বীর পুরুষের বৃক—রক্ত ক্ষত-মুখে ছোটে যেন পিচকারিতে—মাঝে মাঝে তার। গাঁচ ঘন কালিবর্ণ রক্ত পিণ্ডাকার! দৰ্বাঙ্গ ধদর, আহা পাশের মতন ! দেখে হায় আমারই যেন বা মৃচ্ছা হয় !— क्रमध विमीर्ग र-विमीर्ग ह त्व जूरे কেটে যা শতধা হয়ে! হত ভাগা আৰু নি:স্ব হলি একেবারে সর্বস্থ কোয়ায়ে ! বে তুচ্ছ মৃত্তিকা তুই মাটীতে মিশে যা! চলচ্ছক্তি এইপানে যারে শেষ হয়ে;— যা দেহ, হ'গে যা তাঁর এক চিতাশায়ী! ধাই। তেমন সহায় আর কে ছিল আমার, অমন ভদ্দর কেউ আছে কি গো আর প হা তৈবল--হা তৈবল! তোমার মরণ আমাকেও দেখতে হ'লো! একি ? ঝড় এক্বারে উল্টে গেলো যে ? তবে কি রোমিও নম ?তৈবল গেছে মারা— প্রিয়তম ভাই দে আমার্?—না হই-ই হত—

প্রাণ তুলা প্রিয় ভাই, গতি প্রাণাধিক। এ জড় জগৎ তবে রথা কেন আর. কেননা নিনাদে ঘোর প্রশন্ত বিবাণ বিচূর্ণ করিতে বিশ্ব ভূম ওল। কেবা আর আছে তায়—নাই খদি তাঁরা প্রাণাধিক পতি প্রিয়, প্রাণ-তুলা ভাই! ট। তৈবল মরেছে—আর মেরে তৈবলেরে রোমিও-ও দেশান্তরী। । হাঈশর। রোমিও তৈবল হত্যাকারী ! ই। সেই তারে মেরেছে গো! কি ছঃখ কি হায় ! । কে জানে এ কাল সর্প ছিল সে ক্সমে দে বদন যাব—তার হৃদি কি এমন গ কে জানে রাক্ষদ-বাদ দে রমা গুহায়। ছবারা স্থরূপ হেন। প্রেত দেবরূপী। দ্রোণকাক কপোতের পক্ষ আজ্ঞাদিত! তরক্ষ দেখিতে মেষ শিশু। অতি হেয় বস্তু, তায় স্বর্গোপম শেক্তা। বাহনুগু বিপরীত---হদম পরাণ ঘূণাকর ! ওদাপান ওদজাবী, অথবা সভ্ত নরাধ্য ! হায়, বিশ্ব-প্রস্থতা প্রকৃতি গঠিলে যথন সেই স্বর্গের দেউল মানব সৌন্দর্য্যরূপে, নরকে তথন কি কাজে যাপতা ছিলি তুই! নহে কেন শঠতার বাস-গৃহ হেন অট্টালিকা! াই। ক'রোনা কাহারো আর কথাটা প্রত্যয়. है। श्रुक्ष कि स्पर्ध, स्वरना कि छैटे जान नय, অবিখাসী মিথাক স্বাই গঙ্গাজ'লে তামা তুল্সি হাতে ক'রে মিথা কথা কয়! मव अर्थ मव मन्त थाँ। दिक्षे हैं नग्र। এই সব ভেবে ভেবে এ দশা আমার-সাধে বুড়িয়ে গেছি এতো—এতো কি বয়স! ধিকু সে রোমকে—তার মুখে কালীচুণ !-

ভতোর বাপ আমার সে শিশিটা কোথা রাা গ জু। ও কথা বলিদনে তোর জিহ্বা দগ্ধ হবে. इरेट कनक्षडाशी जना नम डीत। সে ললাট সিংহাসনে প্রকৃতি আপনি অভিষেক করেছে স্বয়ং মর্যাদায় সম্রাট করিয়া মহীতলে ! আমি তাঁর ভৎ সনা করিত্ব। ধাই। ওগো করো কি—যে, ভাইকে তোমার প্রোণে মেরে কল্লে খুন তারই গাচ্চো গুণ ? জু। গা'বনা পতির গুণ,--গা'ব তবে কার ? করিব কি পতিনিন্দা ?—হা জীবিতেশ্বর. কে এবে তোমার নাম উক্তারিবে মুথে মধুমাথা বুসনায়, আমিই যুখন এতো নিন্দা করি-তব, পরেনি এখন (ও) পূর্ণ তিন ঘণ্টা কাল, ব্যৱস্থিত তোমায় ! হৰ্দ্ধ ত্ত আমার ভাই ম'রিতে উখত তাই সে মারিলে তুমি তারে নিঙ্গ হাতে। যারে ও নির্বোধ অশ্র নেত্র হ'তে ফিরে আদি উৎস ভোদের যেথানে। এসেছিল ভূলে কর দিতে আনন্দেরে, সে এখন নহে রে তোনের বাজা—তোদের ভূপতি রবে খেদ ! জীবিত আমার যিনি পতি. তৈবল বধিত থাঁৱে নিহত তৈবল পতি-হন্তা হ'তো ঘেই ; স্থপের এ বটে ! কিছ হায় শব্দ এক পশিল প্রবংগ সেই ক্ষণে প্রাণে ব্যথা এত পাই তায় মৃত্যু বার্ত্তী হতে (ও) মধিক। কত ইচ্ছা করি ভলিবারে, হাম, কিন্তু পারি কই ? যোছে না সে প্রাণ হ'তে, মোছে না রে যথা পাপীর সদয় হ'তে ছম্বতির শ্বতি! *তৈবল মরেছে আর রোমিও নির্বাদে।" অই শব্দ অই "নিৰ্কাসন" শব্দ, হায়. বাজিল এতই প্রাণে—সহস্র তৈবল মরিলেও, সে বেদনা হ'তো না মরমে।

তৈবলের মৃত্যু বার্তা ঋধুই প্রচুর, অত বাৰ্তা সঙ্গে নাহি ছিল প্ৰয়োজন; অথবা হরম্ভ হ:থ ভালবাদে সনা আসিতে লইয়া সঙ্গী; নতুবা কি হেতু পিতা কিম্বা মাতা, কিম্বা পিতা মাতা হুই, মৃত্যুর কবশগ্রস্ত কেন না শুনিহ; সে হ:খও, হায়, যুচিত আক্ষেপ খেদে না শুনিতাম যদি ঐ নিদারুণ কথা---অই বাক্য "নিৰ্দ্বাসন"—একাই উহাতে পিতা মাতা—তৈবল—রোমিও জুলিয়েত সবারই মবৰ, হায়, এক স্তত্তে গাঁথা কতই যে শোক তায়, পরিমাণ তার-গভীৱতা—বিস্তীৰ্তা—দৈৰ্ঘ্য —ব্যাপকতা উপজে না মনে মাপ সংখ্যা কি ওজনে ! धारे, वांवा दकांशा-मा दकांशा ? ধাই তৈবলের শব যেথা— কাছে বদে আহা উহু কচ্চে গো কতই ! সেখানে যাবে কি—চলো ।— ছু। চক্ষ-জলে প্রকালন করিছেন তাঁরা टेडराम कड-एमर, थानित यगन অশকল তাঁহাদের, আমার তথন প্রবাহিত হবে অশ্র-ধারা, কেহ আর ফোঁটা মাত্র ফেলিবে না রোমিওর তরে। রজ্জুগুলি তুলে রাখো। হা, মন্দ-কপাল, আমারও মতন তোরা বঞ্চিত হলি বে, এনেছিল বাজ পথ গঠিতে তো সবে মিলন-স্থথের আশে কত ! কিন্তু হায় অদৃষ্টে আমার বাল-বিধবার দশা ! ধাই। শোনো বলি যাও এবে নিজের কুটারে: সাম্বনা করিতে তোমা—যাই আনিবারে প্রিয় রোমিও রে তোর, জানি কোথা তিনি— লুকায়ে আছেন সেই গোঁদাই-কুটারে। যা ধাই যা-আন্গে খুঁজে, আমার

মাথা থাদ।

এ অঙ্গুরী দিস্ ভাঁকে, বর্নিস্ একবার শেষ দেখা দিয়ে যেতে। (উভয়ে নিজ্ঞান্ত:),

৩য় অঙ্ক—৩য় দৃশ্য।

মধুরানন গোঁসাইয়ের মঠ।
গোঁঃ বোমিন, বাহিরে এসো। এত ভদ্ম কেন গু
ভোনার গুণে কি ছংখ মুখ্ম হ'লো এতো না ভূমিই ছংগেতে এতো আসক হয়েছ।
বো। গুরুবেন, কি আদেশ ক্রিলেন ভূপ,
কি দণ্ড আমার ? শীল বলুন সংবাদ।
নূতন ছণ্ডাগ্য হেন কিবা আছে আর প্রিচয় তার সহ হইবে আবার।
গোঁ। সতা, বাপু, পরিচয় হয়েছে অনেক ছণ্ডাগ্য সহিত তব; গুনো এবে বলি

ক্রিলেনে থে আদিশে নূপ তব প্রতি। রো। আর কি আদেশে হবে--প্রাণদণ্ড বিনা! গোঁ।না হেনা, সে দণ্ড নম, মৃহত্ব আরো দিলা আজ্ঞানবপ্তি। দণ্ড অধু এই — দেশাস্তরে নির্বাসন।

বো ৷ নির্বাসন ? হায় প্রভূ, করুণা করিয়া বলুন নূপতি-আজ্ঞা—প্রাণকণ্ড মম ; নির্বাসনে ভর যত, মরণে তা নয়, বলো বলো কুণা ক'রে—নহে "নির্বাসন"

গোঁ। বরণা হইতে শুধু নির্ম্বাদিত হ'লে পৃথিবী আছেত পু'ড়ে বিপুল—বিশাল।

রো। বরণার প্রাচীরের বাহিবে, সোঁসাই
পৃথিবী ত নাই আর ; যা আছে কেবল
নরক—নরককুও—যন্ত্রণার দাই!
এথান হইতে হওয়া নির্বাসিত ঘাহা—
পৃথিবী হইতে হওয়া নির্বাসিত তাই!

অতএব নিৰ্ম্বাসন নাম নহে ঠিক. মৃত্যুই স্বরূপ নাম,-পৃথিবী দে এই। নির্বাসন নাম দিয়ে সোণার কুঠারে হাসিতে হাসিতে যেন শিরছেদ করা! গা। মহাপাপ—মহাপাপ অকতজ্ঞ হওয়া: দেশের বিধির মতে অপরাধ তব বিচারে বধের যোগ্য: নুপতি কুপাল তব পক্ষপাতী হ'য়ে, তাহে অবহেলি নিদারুণ "মৃত্যু" পরিবর্তে "নির্ম্বাসন" বাক্য ধরিলেন মুখে; —এ নহে করুণা তবে করুণা কি আরু গ রা। করণা এ নহে প্রভু – পীড়ন নিষ্ঠর – মৃত্যুর হতেও এতে অধিক যন্ত্রণা: স্বৰ্গ এই, এই স্বৰ্গে জুলিয়ে আমার: কুৰুব বিভাল ক্ষুদ্ৰ ম্বিক প্ৰভৃতি অপরুষ্ট যত জন্তু এখানে থাকিয়া নির্থিবে জুলিয়ার বদুন মহিমা. রোমিও একাই ভাতে বঞ্চিত থাকিবে। অতি ভুক্ত মঞ্চিকা (ও) পাইবে যে স্থ্য বোমিও মনুষ্যদেহে না পাইবে তাহা! স্বাধীন উহারা—ভধু আমি নিকাসিত! বলিছেন আপনি প্রবাস মৃত্যু নয়; ছিল না কি আপনার কোনো বিষৌষ্ধি. ছিল না কি আপনার ছুরিকা শাণিত, কোনো কিছু উপায় যতই হেয় হোক্ অপঘাত মৃত্যু মম করিতে দাধন, কেবল নিষ্ঠুর অই বাক্য এক মুখে "নিৰ্দ্ধাসন"—হে গোঁসাই অপবাকা উহা স্বৰ্গ বিবৃহিত শুধু অস্থবেবই দাজে ! , গোঁসাই, বৈরাগাভাবে চিত্তে কি তোমার নাহি করণার বিন্দু, জিতেন্দ্রিয় হ'য়ে, নির্ম্ম-পাষাণ-প্রাণ পাপক্ষয়কারী, স্থলং আমার হয়ে—কোন্ প্রাণে তুমি ছিড়ে কুটি কুটি কর এদেহ আমার

নির্বাসন--- নির্বাসন বলে বার্থার। গোঁ। ওরে ও-নির্কোধ,ক্ষেপা,এক্টা কথা শোন্-রো। তুমিতো আবার সেই ঘুরায়ে কিরায়ে আনিবে দে কথা মুখে—সেই "নিৰ্বাসন" গোঁ। বক্ষা-মন্ত্রে কবচ লিখিয়া দেব তোরে না যাবে নিকটে সেই কথা:--দিবে তোরে তত্বাজ্ঞান—ছণ্ডাগ্য প্রাণীর স্থধামত— যাবি ভুলে নির্শ্বাসন-যাতনা তাহাতে। রো। ফের "নির্কাসন"—দুর হোক তত্ত্তান! একটা জুলিয়ে তায় হয় কি গঠন ? পারে কি সরাতে তায় একটা নগর ৪ পারে কি সে পানটিতে দণ্ডাছা রাজার ? এ যদি না পাবে সে কিসের তত্বজ্ঞান ! বেগে দেও---রেগে দেও, ও-কথা তোমার (भी। यटि वटि-किशाब (भारत ना वटिकार्ग । রো। শুনবে কিসে—বিজ্ঞে যখন চথেও দেখেনা গো। ভালো,ভোর অবস্থারই বিচার করাহোক। রো। বোঝো না যা তার বিচার কি করবে তুমি? আমার মত হতে ববা নব বিবাহিত; জুলিয়ে প্রেয়দী হ'ত, বধিতে তৈবলে, মজিয়ে এ হেন প্রেমে হ'তে নির্বাসিত. ত্ত্বে কথা বলিবার অধিকার হ'ত-অধিকার হ'ত কেশ ছিঁডিয়ে মাথার লু ঠিত হ'তে ভূতলে—মথা আমি দেখো ! (त्निपर्था क्षां ठिकाव भन्।) গোঁ। ওঠো ওঠো ওঠো বাবা, রোমিও, লুকাও হা দেখো কে আসে বুঝি! রো। আমি উঠ ছিনে, পারো লুকাইতে যদি নিশাদের ধুমে-লুকাও আমায়! (নেপথ্যে ফের শব্দ।) রো। অই শোনো। (উটেড:স্বরে)—কে ওখানে ?--ওঠোনা রোমিও। ধরা গেলে আন্ন কি।—(উচ্চৈ:স্বরে)

011

একটু থামো—যাই —খাই।—
যাও শীশ্ব আমার শবন গৃহে।—
(উক্তেম্বরে) যাজি
কি বিপদ! নারায়ণ-তোমারই ইক্তাহে!
কি বোকামি হায়। ওঠো বাপ(উক্তেম্বরে)
আদৃচি আদৃচি—
কে ভূমি হে।—কোথা থেকে?
কি জন্তে এসছো?
ধাই। আগে সেঁবুভেই দেও, বলচি তার পর
কে আমি,কি জন্ত আসি,কার কাছ থেকে।
(খার থোলন।
আসৃচি আমি জুলিয়ের কাছে থেকে।

ধাত্রীর প্রবেশ।

তবে এসে।

ধাই। গোঁলাই ঠাকুর,ওগো শীগ্গির করে বলো
আনার মনিব সেই রোমিও কোথায়?।
গোঁ। অই যে ধ্লায় পড়ে কাঁদছে দেখ না।
ধাই। ঠিক যে ঠাকুরুপের দশা, ওাঁরো এই ভাব
গোঁ। কি কঠ, কি কঠ, হায়!
ধাই। নেয়েটাও ঠিক অমনি দিন রাঠ ধরে
কোঁথ কোথ কচেত আর ফেল্চে চথের জল;
মুখ-চোকু কুলে গেছো—ওঠোওঠো ওকিগো
পুরুষ হয়ে কচেতা কি-ও। উঠে দাঁড়াও-ওঠো
রো। কে-ও, ধাই?
ধাই। আজে হাা।—ম'লেই তো সর কুরুলা।
রো। তুমি কি বল্ছিলে, হাাগা, সেই জুলিয়ের
কথা?
কি বল্ছিলে ধাই? তিনি তেবেছেন কিগা

কি বল্ছিলে ধাই ? তিনি ভেবেছেন কিগা হত্যা-ব্যবসায়ী আমি — জুর আততায়ী ? আমাদের আনন্দের শৈশবেই বটে হয়েছে আনন্দাব্যোত কবিরে মিপ্রিত ! দে কৃধিরও অন্তরন্ধ জনের আবার ! কি বল্লে? ক্যামন্ আছেন্—কি কচ্চেন হ্যাগা?

ধাই। কথনও শ্যাদ্ম পড়ে—কখনও ধরাম,
কথনও শিহরি উঠি করেন বিলাপ
"তৈবল—তৈবল ব'লে," কথনও চীৎকার
"রোমিও কোথায় গেলে" ব'লে ভূমে পড়ে
রো। আমারই এ নাম তবে অমি-অস্ত্র-রূপে
নির্গত হইয়া তার বক্ষ করে চুর!
গোঁসাই, আমান্ন বলে'দিন কোথা এই
শরীরে আমার—কোন বা জ্বস্ত ভাগে
ছিতি সে নামের, আমি এখনি তাহা
মাণিত ছুরিকা ঘাতে ধণ্ড ধণ্ড করি।
(অসি নিকাষণ।)

গোঁ। থামো থামো, কর কি ? নিবারো অর্বাচীন নৈরাগ্র-উথিত হস্ত।-পুরুষ কি নও १ আকারে নেহারি বটে, কিন্তু নেত্রনীরে নারী হইতে হেয়। ক্রোধের অধৈর্য্যে অরণ্যের প্রসম। সত্য বলি, আগে ভাবিতাম ধীর শাস্ত প্রকৃতি তোমার। ভালো যেন বধেছ তৈবলে, তা ব'লে কি আপনারে বধিবে আপনি ? বধিবেও ভারে তুমি যার দেহমন প্রাণের পরাণ ? হিংসি নিজ প্রাণে হবে ঘোর পাপভাগী : देवच-जन्म- अ मः मात्र- मकि मनग् তোমা প্রতি: চাও কি হারাতে একবারে এ ওড় সংযোগ এ তিনের ! ধিক তোমা---ধিৰ ও গঠনে—প্রেমে—বৃদ্ধিতে তোমার! মোমের পুতলি মাত্র ভোমার ও দেহ. প্রক্ষের সাহস বিহীন। সতাবদ্ধ প্রেম—সেও হবে মিথ্যা বাণী ! হায়! হায় ! হ'তে চাও হস্তারক সে প্রেমের তুমি শপথ করিয়া যায় করেছ গ্রহণ, ততাশন সাক্ষী করি সত্য কর যায় আজীবন পালন করিবে প্রাণপণে। বুদ্ধি—যাহা স্থরূপের প্রেমের ভূষণ তোমাতে বিকৃতি প্রাপ্ত হর্ক্ দি সে আছ।

वृथा नहीं द्य. यथा नहीं द्य वृथा মুর্থ দৈনিকের হত্তে, অজ্ঞতাম তার. বারুদ অনল কণা পরশে হঠাৎ i তুমিও তেমতি নিজে প্রজ্ঞাত হয়ে অঞ্চতায় আপনার ভন্নীভত হও আপন দেহ-বক্ষণ প্রহরণ ঘাতে ! কি হয়েছে. কি কারণ নিরুৎসাহ এত ? হও পুরুষের যোগ্য: জুলিয়ে তোমার---যাহার কারণ এই ক্ষণকাদ আগে হয়েছিলে মৃতবং—এখনও জীবিত। স্থাের কারণ এক এই। তৈবলের অভিলাষ বধিতে তোমায় তুমি করিয়াছ সেই বিপক্তে নিধন। স্থাবে কারণ সেও এক। বিধির বিধানে দও মৃত্যুই তোমার. অমুকুল সেই বিধি তুষ্ট নির্ম্মাননে। স্থাধের কারণ সেও বটে। সৌভাগোর ধারা বর্ষে তোমার উপর। স্থসজ্জ হইয়া স্থপ ডাকিছে তোমায় ক্রীড়া করিবার সাধে, তুমি কি না তাম অসম্ভই নারী সমা ওঠ বক্ত কবি সৌভাগ্য-প্রেয়দী-সবই ঠেলিছ চর্ণ সাবধান-সাবধান, এই সব লোক মরে অতি কষ্ট ভগি। যাও এবে ছরা প্রিয়ার! নিকটে- যথা ভাগ্যের লিখন। গিয়া কাছে করগে সাম্বনা স্থা দান, বিলম্ব ক'বো না আর শীঘ্র যাও দেখা ! দেখো, কিন্তু এসো চলে না ফুটিতে আলো, প্রহরায় প্রহরীরা বসিবার আগে, নতবা নারিবে যেতে মাঞ্যা নগরে! সেই খানে কিছুদিন থাকো গে এখন, সময় বৃথিয়া পরে করিব প্রানার তব পরিণয়তথ্য, ক্রমে বন্ধুগণে শাস্ত করি সকলেরে স্বমতে আনিব.

ভূপতি প্রসাদে শেষে মার্জ্জনা লভিয়া ফিরায়ে আনিব দেশে। দেখিবে তথন ছাড়িবার কালে পেদ হয় এবে যত ফিরিবার কালে স্থুথ শত গুণ তার!— যাও ধাই, আগে তুমি; মেরেকে তোমার জানাইও মম আশীর্মাদ। ব'লো আব্যো বাটীর স্বাবে শীত্র শহনে পাঠান,— শোকভার-গ্রস্ত স্বে শীত্র রাজী হবে। রোমিও এগনি যা'বে সেধা।

ধাই। উ:! কি বিজেই গো।—বে কথক ঠাকুর এমন জ্ঞানের কথা—সারা রাত ধরে কাড়িয়ে শুন্দেও তায় পা ব্যথা করে না কি হছুর, আসি তবে,বলি গে ঠাকুক্দকে ঠাকুরটা আদ্চেন তোমার।—

রো। হাঁা, যাও বলে। গে ;—ভাগো স্মারো বলো তাঁরে

আমায় গঞ্জনা দিতে থাকেন প্রস্তুত ! ধাই। এই অঙ্গুরিটা নিন্—সঙ্কেত-স্বরূপ দিতে দিয়াছেন তিনি।—আঙ্গন্ সম্বর, সন্ধা। হয়ে এলো।

(নিক্সান্ত।)

রো। (অঙ্গুরী হত্তে লইয়া) কডই আখন্ত হলাম। গোঁ। এমো বাপু, আর হেথা থেকোনা।— জয়োন্ত—

যাও শীঘ্র।—এই হেথা জব্যাদি তোমার।
হয় ছেড়ো রাত্রি শেষে চৌকি না বসিতে,
নয় কল্য প্রাতে ছেড়ো ছল্পনেশে কোনো।
কিছু কাল মাঞ্যাতে থাকলে এখন;
ভূতাকে তোমার আমি পরে, গুজে নেব।
তার হাতে সমাচার পাঠাব পশ্চাৎ
ঘটনা যেমন হেথা ঘটিবে ষখনা।
এনো বাপু একবার কর আলিক্ষা;
ক্রমোস্ক-কলাণ হোক্। এনো-এ)সা তবে।

রাজি হয়, শীল্ল যাও ;-স্বস্তি স্বস্তি —এদোন (প্রবৃলি লইয়া—বোমিও নিক্ষান্ত)।

৩য় অঙ্ক।—৪র্থ দৃশ্য।

কপলতের বাটীর একটা কুঠারি
কপলত, তাঁহার স্ত্রী এবং পারশের প্ররেশ।
কপ। ছাগো বাপু, নানাখানা বিপদ আপদে
এতই ছিলাম এন্ত, এ কদিন আর
কোন দিকে পারি নাই কিছুই করিতে।
তৈরলের মৃত্যু-শোক এতই লেগেছে
মেয়েটাকে, এ সময়ে তারে পারি নাই
বল্তে কিছু সাহস করে।—তবে কিনা
জন্মলেই মৃত্যু আছে—সবাই মরিবে
এ শোক তাহার কিছু নিয়ত রগে না।
রাত্রি আজ, হয়েছে অনেক, আজ্ আর্
বলাই হবে না কোনো কথা। বল্তে কি
তুমি আছ তাই; তা না হলে কোন্ কালে
ধ্যামা ভাই; তা না হলে কোন্ কালে

পা। এ ঘোর ছংগের দিন
আমিও বল্ব না কিছু তায়; কিয়া হেন
স্থযোগও দেখিনা কিছু। আসি তবে আজ
ক-পত্নী। আজ ভোবে বলবই নিশ্চয়ই,তবে কি না
তার ইঞ্ছা দেই জানে মনে। দিন রাত
দাব কর্ম রুয়েছেই ঘরে; শোকে তাপে
আহা যেন মরারই দাগিল।

ক। কপালে যা থাকে কাল্বলবই সে কথা, আম/র কথা কি আর পার্বে সে ঠেলিতে ॰ যা বুল্বো করতেই হবে,—সে কথা নিশ্চয় ' ্রাগো নি র, শুইতে যাবার আন্তা আছে, একবার বলে যেতে চাও তার কাছে পারশের বিষের কথাটা।

ক-পত্ৰী দেখবো চেষ্টা। ক। হাঃ হাঃ, আজ দোমবার; বুধবার তবে, वड को सकाउँ इस्छ। डाम. उदद दश'क বহস্প: ভবার দিন। --পারশ, কি বল' १ পারবে ভ উল্লোগ করতে এরি মধ্যে সব ? তত কিছু আড়ম্বর হ'তে ত পাচ্চে না --হচ্চে বহু ভাড়াভাড়ি, আগু অন্তর্গ গুট কত নিয়ে কান্স দেবে নিতে হবে। নইলে লোক-নিন্দা হবে, বল্বে গত-আয়ু তৈবল সে দিন এই — এরি মাণ্য এতো ধুমধাম। তাই—ভাল,বুহস্পতিবার্ই তবে। পারশ, ইহাতে কি বল' তুমি ? ভালই তো: পারশ। আপনার আজা তার আর কি অন্তথা ? (স্বগত)

আমি বলি কাল হ'লে আবো ভাল হ'ত।
ক। এসো, বাপু, বৃহস্পতিবারই তবে ঠিক।
গিনি তাকে শোবার আগে বলে মেতে চাও
দে বেন প্রস্তুত থাকে। তাকেও ত বটে
কেন্তে চিন্তে নিতে হবে।—এসো তবে বাপ্
কে আছিন্বে, আগো ধর—ভাই ত অকি
কতরাতিই হয়েছে,—এ কি ভোর না কি?
[নিজ্ঞান্তঃ।

তয় অঙ্ক।—৫ম দৃশ্য।

জুলিয়েতের ঘর । বোমিও ও জুলিয়েতের প্রবৈশ। চু। এগনি যাবে কি নাথ, এগনও রঙ্গনী, ক্ষই যে ডাকিছে খ্রামা —পাণিয়া ও নয়!

ওরি স্বর ভয়াতুর শ্রবণে তোমার বিন্ধিছে স্থতীক্ষতর। প্রতাহ নিশিতে দাভিম্বের ডালে বসি ডাকে ও অমনি। সত্য বলি প্রাণনাথ—খ্যামা ডাকে অই। রা। ও ত শ্রামাপাগী নয়, পাপিয়া ডাকিছে প্রভাতের দৃত ও যে প্রভাতী গায়িছে.— দেখো প্রিয়ে, আকাশের পর্ম্ব দিকে চেয়ে হের দেখো আহা। ভাঙা ভাঙা মেঘগুলি পাশে পাশে কিবা জরি দিয়ে সাজায়েছে সুর্যাকর রেখা ! হিংসা করি আমাদিগে যামিনীর দীপ সব নিবিয়া গিয়াছে। দেখো কি সহাত্য মুগ, কুল্লাট আরুত অচল-মালার শুন্দে দাড়ায়েছে দিবা त्रकाश्रुष्टं कवि छत । - गाँहे, श्रिया गाँहे, বাচাই জীবন—হেথা মরণ নিশ্চয়। ছ। ও নহে দিবার আলো জানি আমি জানি. কোনো উল্লা-পিও হবে, প্র্যাপান্য, স্গ্রিথ সংক্র শূক্তে ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে পড়িছে খনে পথ হারাইয়া, দীপ্রিধারী হয়ে এবে নামিছে ধরায় পথ দেখাইয়া তোমা সঙ্গে নিয়ে যেতে মাঞ্চরাতে-থাকো নাথ, আরো কিছুকাল, যাইবার সময় এখনো হয় নাই। রো। প্রিয়ে ইচ্ছে তব থাকি হেথা,ভাগ থাকিলাম भटत खत्रा सकक -- भवादन मारत-महे-প্রিরার বাসনা যাহা আমারও তাহাই। বলিছেন উনি "নহে ও অরুণ মাঁগি" আমি(ও) বলি তাই,—পাংশুবর্ণ শনী-মাভা মেঘের আড়ালে। কিম্বা নহে শুনি উহা-পাপিয়ার স্বর, উচ্চে উঠি যাহা

ঠেকিছে গগন-বক্ষে অল্ল-ভেদ করি।

চিস্তাভাৱে নত আমি, আমিও চাহি না

ছাড়িতে এহান—সাধ থাকিতেই হেখা !

এনো মুত্রা স্বাগত সন্তাষ করি তোরে,

প্রিয়ার বাসনা এবে তাই। প্রাণেশ্বরি, এদো করি প্রবালাপ — দিবা এ তো নয়! क् । निवा बढ़ी--- मिवा बढ़ि । यां व नाथ यां व. যাও ভারা করি কাণ বিলম্ব ক'রো না। পাপিয়ারই সার অই। -- হায় : আজি মম তান লয় স্তব্য জ্ঞান সকলি গিয়াছে ! সকলি ঠেকিছে আজু বিৱস কর্কশ শ্রুতিমূল-বিদারক। আহা কি মধুর প্রভাতে পাপিয়া স্বর---দে স্বরও আমার শ্রবণ-কুহরে বাজে কুঠার সমান ! কেহ বলে ভেক আৰু পাপিয়া পাখীতে 5ক্ষু বিনিময়ে করে, স্বরও বিনিময় করিত ব্যাপি আবো ছিলাভাল তায় বাহুর বন্ধন ছিন্ন হ'ত না এরপে আমানের ৷- এবো নাথ, এবো ক্রেছালো বাডিতে চলিল।

রো। বাড়িতে চ**লিল জন্মে** আমাদেরও বিপদ আখার। ধাত্রীর প্রবেশ।

ধাই। ত মেয়ে। জুলি। কে গো,—ধাই? ধাইতে মা,দেখা নেহে জালো,মান্ছেন্এ **নিকে**

গিলি মা ঠাক্কণ, দেখো সাংধান হৈও।
(ধাত্তী নিজ্ঞান্তা।)
জু। বে গৰাফ, আন্বে দিধার আলো মতে,
দে নিবাবে জীধনের আলো চিরতরে।

রো। প্রাণেগরি :—বিনায় এখন হই তবে, এক্টা বার অধরে অধর স্পর্ণ কর, ভাহ'লে এখনি নামি অধি। (চুথন দান ও রোমিওর অবরোহণ।)

জু। গাল কি,—হে প্রাণেশ্ব স্থান্য বন্ধত ! হে আর্যা, হে প্রাণণ্ডি, স্থ-স্থান্থ ম ! প্রতিদিন প্রতিবটা লিপি লিখো, নাণ, প্রতোক মূহর্ত্ত আমি দিবস গুণিব।—

এ গুণনে কডই বর্ষ হবে গত আবার ধ্ধন পুনঃ পাইব সাক্ষাৎ ? রো। বিদায়, জনয়েশ্বরী। ছাড়িব না আমি কখনো কোনো স্বযোগে জানাতে তোমায় প্রণয় উচ্চাস আর প্রিয় সম্ভাষণ। জু। एकत प्रथा इक्टर कि, नाथ ? সংশয় কি তায় ? C31 1 তিলার্দ্ধ করে। না খিবা। সে পুনঃ মিলনে কত্ই না হবে স্থা এ সৰ শ্ববিদ্যা। জ। কি মন্দ ভবিষাভাবী হলয় আমার, তোমায় নির্থি, নাথ, যেন শব-দেহ— পাংশুল বিবৰ্ণ জীৰ্ণ শ্বশানে শায়িত। হয় দষ্টিহারা আমি—নয় তোমা হেরি পাণ্ডর নিশ্চয় অতিশয়। হায়, প্রিয়ে. CAT আনিও তোমায় ঠিক দেখি সেই মত। किছ्डे ७ नग्न, ७४ अटन आंगारनव क्रमय-त्नां निष्ठ, एक रुखर्छ व छारे।-विषाय, अन्द्रायंत्री, विषाय-विषाय ! (রোমিও নিক্রাম্ত) क-भन्ने। (दनभरथा) জুলিয়ে, জুলিয়ে ? শ্যা ত্যাগ করেছে কি ? জু। কে ভাগে গা, মা, না কিও ওমা এত ভোৱে এখনো শোওনি হাঁ৷ গাঁগ না কি এতো ভোৱে উঠিয়ে এসেছো হেথা।-একি ভাগ্য মম. হাঁা মা হেথা পদাৰ্পণ তব १—কেন মা এ ব্ৰীতি বিপৰীত গতি তব গ কপদত-পদ্ধীর প্রবেশ। ওনা একি ৪ ক-পত্নী। कि इश्रर्ष्ट,-अभन् रकन १ জ। অহুগবড়, মা। क-পত्नी। তা হবে না, থালি কালা, থালি দীর্ঘধাস, তা কাদ্লে কি আর ভাইকে পাবি ফিরে ?

তाई विन, मा, कांख मि। क्शना ना वर्षे

অতি শোক হয় অতি মেহের লক্ষ্ণ। কখনো বা অভি শোক অজ্ঞান লক্ষণ। জ। তা হোক মা.আমায় কাঁদতে দেও মা এ হ:বে. না কেঁদে এছেন শোকে কেমনে থাকিব p ক-পত্নী লাভ কি বল ক্ষতিই শুধু তাতে। হায়. হার'া-বন্ধরে কিরে ফিরে পাওয়া যায় প क । किन्न भारत शतांहरय श्रीन काँग करता. না কেঁ.ল ভাহার তরে, থাকা কিলো যায় ? क-शृष्ट्री। वृक्षिना तम नवाध्य दौटा चाट्ड तत्न. প্রাণে তোর এত শোক, নহে সে কেবল ভারের মৃত্যুতে তোর। ছ। কে নরাধম হা। মা ? ক-পত্নী। আর কে-রোমিও নরাধম। জু। (স্বগতঃ) তাঁতে আর নরাধমে **অনেক অন্তর** (প্রকাঞ্জে)নারায়ণ, অপরাধ ক্ষমা কর তার! আমি ক্ষমা করি তাঁয় প্র'পের সহিত। অথ্য তাহার জন্ম এত তঃথ প্রাণে তত আর কারো তরে নয়। क-भन्नी। ত্বাচার। আজো মরে নাই তাই বঝি। हैंगा, या, ए हैं इ 1 না পাই ছুঁইতে তাবে এছ জ প্রেদ্ তাই এ দারুণ হঃশ হার্যে আমার-এত ইঞা নিজ হাতে দও দিতে তায়। ক-পত্নী। সে দণ্ড আমরা দিব প্রতিহিংসা শোধ मियरे—मियरे—जांदत, **डायना** कि छोष ? দে জ্বত্তে কেঁলোনা তুমি। ছুরাত্মা পামর পলাইয়া আছে এবে মাঞ্যা নগরে, অতি শীঘ্ৰ সেগানে পাঠায়ে কোন লোক ব্যবস্থা করিব হেন, কোন স্থাওঁষ্ধি সেবন করায়ে তায় পাঠাবো সেখানে তৈবল গিয়াছে যথা।—তা হলে তো হবে! জু। মা, আমার হবে না তায়; যভক্ষণ আমি

না হৈবি সে বোমিওবে—মৃত—ততক্ষণ
এ স্থলয় শোকতপ্ত ব'বে সর্বাক্ষণ।
দেও, আমায় হেন কোন লোক তুমি
দিব হলাহল আমি মিশ্রিত করিয়া
পান মাত্র তথনি দে বুমায়ে পড়িবে।
যে নাম শুনিয়ে হায় ভাবিয়ে অন্থির
পারি না নিকটে গিয়া হুদিমথি তার
ভাতার মেহের শোধ দিতে।
ভিতা নাই,

দিব সোক একজন অতি শীব্র আমি,
প্রস্তুত্ত করিয়া রাখো জনগদি তোমার।—
এখন শোন গো এক হংসর সংবাদ

হু। এ হুংবের সন্মে মা হংসর সংবাদ
একাস্তই প্রয়োজন, সংগা মা, কি বলো,
কি এমন আইলাদের কথা ?

ক-পন্নী। শোন বলি,
তোমার কারণ সদা সতত চিত্তিত
পিতা তব, তাই তিনি গুচাকে তোমার
কারণ এ মনস্তাপ, আনন্দের দিন ই
এক করেছেন স্থিব, যা তুমি কগনও
আশাও করোনি, আর আমিও ভারিনি।
ছু। এমন্ হর্ধের দিন কি, যা, তা বলো না ;
মা তোমার পায়ে পড়ি, বলো না কি দিন?

ক-পশ্লী। ওগো এই বৃপ্পতিবারে বিশ্ব তোর ?
সঞ্জয় সংকুলজাত দর্নজণবর,
রাজার আত্মীয় আর সাহগা ত্রীমান্
পারশ পুক্ষর ধীর মহা ধনবান্
পরিশেতা হবে তোর হয়েছে স্থান্ধির ;
বড় স্থানী হবি মা তুই!

জু। হা কৃষ্ণ, হা দেব!

এই আহ্লাদেৱ দিন! কগনো তো এতে

হব না গো স্থবী আমি। এতো তড়াতাড়ি

কথাবার্তা হ'ল না,—হ'ল না দেখাদেখি

মন্ত্রনীয় আমাদেব, হঠাৎ অমনি

বিবাহের দিন স্থির—এ কি কথা হাঁ। মা ?

মা তুমি বাবাকে বলো এ বিষ্ণে কর্বো না,
কোনো বে-ই এখন কর্ব না' মা আমি।
পরে ধদি কথনও ইহার পরে করি,
বরং সে বোমিগুকে বিবাহ করিব,
(জানো ত মা আমি তাবে কত লুণা করি)
তবু পারশেরে আমি বরিব না কতু।
বড় আহলাদেরই কথা বটে!
ক-পত্নী। অই আসচেন তিনি.

নিজেই ভূমি বলো ভাবে,শোনো কি বলেন। কপলত ও ধাতীর প্রবেশ।

ক। ত্র্য্য ধণন অন্তে নায় তথন্ শিশির ঝারে, ভাইপো রূপ ত্র্য্য অন্তে রাড় বৃষ্টি করে। কি কচ্চে দে,এখনে কি তেন্দি জনের কল দিবা রাত্রি কাল্লান্টি চক্ষে করে তল; কুল দেহে বেশ করেচে তিনটিরই নক্স, একটি সাগর,একটি জাহাজ,একটি ঝড় বাদ্লা চক্ত্টি সাগর—ভাতে জোয়ার ভাটা পেলে, দেহটি তার জাহাজ—যেন পালে উড়ে চলে, খাস্ নিখাস নেত্র-জলে ঝড়ঝাপটের বল, হঠাৎ বন্দা না হয় যদি— শাবে রসাতল।— ভনিয়েচ কি, ওগিলি, আমাদের সে কথা ? ডিক্রি করে বসেছি তা হবে না অন্তথা। ক্সপ্লী। বলেছি তা,ওকিছুতেই শোনেনা সেক্থা হতভাগী, হাড় হাবাতি, চ্লোল সঙ্গে ওর বে হয় ত বাচি আমি।

ক। বেগো না বেগোনা,
একটু স্থির হও, গিন্ধি,একটু সামাই করো;
আমার সঙ্গে এমো দেখি,শুনি ও কি বলো
সে কি কথা—চামনা ভাকে, গানিশ ষ্মাপি
বিবাহ করে উহাকে, গুরি ত সে শ্লাঘা।
সৌভাগ্যের পরাকাঠা ওর;—রপগুণ
কি পুর এতে 'ক্রিয়েগাণানী ইবে না ও জীর

छत्व किमा ध घरेना कड व्योशांत्यात्व আমরা ঘটরেচি তাই। আমাদের প্রতি ক্তজ্ঞ না হয়ে অ'বো অমত তাহাতে ? জু। ना शाता, इंशेटड विक्रु भाषा उ अधि मी, ন্থপা যান্ত হয়, ভান্ত লাখা কি আবার ? किन्द्र ज्ञानदक्षम गाँजा अभाव(७) मामधी দিতেন ত, ক্লন্তজ্ঞ ভালের কাছে আমি। ক। কি বলি, পান্ধী পেটী ভণ্ড-কুভাকিক! "শ্লাঘা" নাই—"কুডজ্ঞতা ?" বটে, আর "ক্লভজ্ঞতাও"নয়। শোন বলি আমি তোকে "শ্লামা, ক্রজ্জতা তোর" শিকের তুলে বাথ, প্রস্তুত হ'লে যা এখন, ভাল খনি চাম, ভাল মালুবের মত বথাটা না কয়ে **धीर**व धीरव त्याम् जिर्व मान्यः यामस्न না যদি তা করবি তবে হিচছে নিম্নে যাবো। দ্ব হ এ বাড়ি খেলে শুটকি প্যাচামুগী। জ্ব। বাবা ভোমার পারে ধরি,একটা চ্থা শোনো, একট স্থির হও বাবা---ক। দুর হ লক্ষীছাড়ী--বেরো আমার বাড়ি থেকে, নইলে এথনি

বেরো আমার বাজি থেকে, নইলে এগনি
মুণ্ডটা না ধরে ভোব দ্যালে দেবো ছেঁচে।
তবে আমার পায়ের এ জালা দূর হবে।
শোন্ বল্চি, রুহপেতিবার ঘলি না তুই
স্বাহ্নদে বে করে তাঁর ধর্মপারী হোদ,
তবে তোর মুখ আয় কথন দেখুবো না।
চূপ করে রইলি খেণু জ্বাব দিশ্নে ক্যানো?
তঃ হাত্টা নিশ্পিদ্ ক্ছে, কি বল্বো আর
হুংহাত্টা বিশ্বিদ্ বামা গিলি ক্যানে
হুবান্ একটা বই দেন্নি আনাদিকে,
একটাই এখন্ দেখ্ছি একশ্হতে বাড়া।
হার কেনো এ পাপিষ্ঠা আমানের ঘরে!—
দূর হু প্যাচামুণী—দূর হু মর।

ধাত্রী। ভাগান ওর ভাগ কঞ্ক। আহা এমন করে গালমন পাড়তে আছে शा । मनिवरे १७ आत , त्यरे १७-তোমারিতো দোষ। कार्राता. विक ठांकक्रणी. বলো দেখি, চুপ কলে হয় না ভাল : না হয় বক্ৰক কৰ্লে যা তেৰে ইয়াৰ্নীদের কাছে।-থাম বলচি। ধাই। ওবা, আমি কি এমন মাথাকাটনা কথা বংগছি, এতো রাগ কেন ? क ! या या -या मद्र या, मार्थ । ঘাই। ও বাবা, হা পাত্তে পাবে না কেউ। क। थूर्भी रूप्नी थाम रल्हि—नय এখান গেকে যা। কাদ্দানি দেখাগে তোর कला नीरमंत्र काट्ड, या ट्राट्यरक —शामी। ক-পত্নী। বড়চ বেশী বেগেলো। क। जागदर्वा ना १ व ६४ ८४८४ योवांत्र कथा। দিন নেই, বাত নেই, সন্ধ্যে কি সকাল অষ্টপোর অহনিশি ঘুমন্ত জাগ্রত স্ত্রা চিন্তা কিলে ওকে স্থপাত্রকে দি. এত চাল পরে পাই স্থপাত্র একটা-উक्र वः म, मझाउ, कुशीन, **উ**क्र श्रम, धन वर्ष, क्रिमाबी, बांशान वातीः ঘর বাড়ী গাড়ী ঘোড়া অঠেল অগাধ. স্থপুরুষ সাহসী স্থন্দর বুদ্ধিমান, নানা গুণে বিভূষিত, সমাজে স্থগাত, এ পাত্রকে নদ্মীছাড়ী আবাগী নির্ব্বোধ. भानित्यत्न कें।इत्न हुड़ी, वल कि ना" हाई ना." "ও বিষে কর্বো না, আমি" "প্রণয় হবে না" "আমি কচি থুকি আমায় অব্যাহতি দেও"।— ভালো, नां कित्र विषय आहेवरड़ा थाक. তা হ'লে না হয় আমি করি সে মার্জ্জনা। কিন্তু এ বাড়ীতে আর পাবিনে থাকিতে: या श्रीन-- त्यथांटन रेक्श-- क्टब दथरन या।

এই আমার সার কথা জানিস নিজ্জা,---বার পরিহানে নাই আমার অভ্যাস। এখন দেখাগে ভেবে বঝগে ভালো করে. বৃহস্পতিবাৰ ভাষ অতি ,সন্নিকট. ঠিক ঠিক ভেবে, ব্ৰকে হাত দিয়ে ৰন্মে বলিস আমাকে, আমি তাতেই হ'ব রাজি। এই পাত্রে দেব বিয়ে, আমার যদি হোদ; তা যদি না হোস, তবে প্রতিজ্ঞা আমার ভিক্ষা কর-শুকিয়ে মর -পথে থাক মরে--চেয়েও দেখ'ব না। পিতৃকুল নৱক্ছ--এই দিবা করিলাম স্বার সাক্ষাং তারপর যদি আর মেয়ে বলি তেকে। আমারো বা কিছু ভার কড়া কপদান কোন উপকারে তোর কখনো আন্তর না সত্য বঙ্গি এ কথায় করিদ প্রভায় --**ट्याम श्रुक्तम नवकन्छ भिंथा।**—यनि उप (নিজ্ঞান্ত)

জু। হায়, স্বৰ্গবাদী দেব, কেং কি ভোনৱা পাওনা দেখিতে মম হাদি মন্ম তল. कि इ.८१ आभि त्य इ:शी त्नर कि तिर्धा ना ? হে জননী, ভূমি গো মা, ভ্যেজোনা আমাহ, পথের ভিথারী করে দিও না তাড়ারে। একটি মাদ--সাতটি দিন--বিলম্ করে। মা এ বিবাহ করিতে সমাধা, তা না ২ং সাজাও বিবাহ স্থান তৈবল-শ্বশানে। क-भन्नी। कथांने विनिम्दा आदा विनिम्दा भाषात्र, যা ইচ্ছা করণে যা তুই,চাইনা তোকে আর্ (নিজান্ত)

কপতক-জননীর প্রবেশ। ক-জ। হ্যা নাতনি একি কথা গুনতে পাছি সৰ প্ৰ ধাই। আছে বই কি,এই গোনো,বোমিও প্ৰবাসী পারশকে বিয়ে কত্তে চাদনে নাকি ভুই ? একি বুদ্ধি হোল তোর, ও পোড়া কপালী, क्राप खरन धन स्मीनटक द्याड़ा यात्र दनहे তাকে যদি মনে ধরে না.তবে তোমার বন্ত,

পৃথিবীটে খুঁজেঁও আর নিল্বে না কোথাও मदनत क्यों है। टार्ज वन दनिय कि, शूटन ? कू। यदनद कथा आवाद कि?-दंव कद्रदर्वाना आंबि ক-জ্বাবে করবে না বটোতোর যে বডদেখচি তেজ তোর কথাতেই হবে নাকি ? তাই বুঝি . ভেবেছ ?

চেন্ন দেখেছি কলির মেন্ত্রে-তুই সবার সেরা, বাংগর কথা, মায়ের কথা, পিতামহীর কথা, এমন করে ঠেলে ফেলতে কোথাও ত ङ्गिनि।

কি মে ব্ৰহমেছিল ভুই, বিক্ বিক্ **ভোকে।** বলে োল বাবা ভোগ্ৰ-৪৭৫ করিস যদি ম্বাইকে ম্যোত্র স্বাটা, নিজে হবে থন। নিছে ব্যালা কবিদনে আৰ, থাকৰে না ওছর। পারশকে বে কত্তে হবে, বেটা জানিয় ঠিক। ভাগ যদি চাল ভবে বুলে স্থবে। চল্। কর্তনি না হাড়িদ যদি, যা ইচ্ছে কর। कि जनमी निकांख।

कृ। कार विकास देश निवादिक इस्त ? ভগৰান —ভগৰান রাংখা হে আমায়, ভূমিই সহায় দেব ! তুমি স্বৰ্গবামে একাকী রম্যা আমি পৃথিবীতে পড়ে। কি হবে কি হবে ধাই, বলো কি উপায় ! হা দেব জ্বাহপতি ছবিতে কি আর। ছিল না ভোমার কেই, বালিকারে তাই বেড়িয়াছ, হে ড্লিন, বিভূমনা জালে ? কি উপায় বল ধাই। স্থা গা ভোৱ মুখে একটাও কি সাম্বন্য মিষ্ট কথা নাই গ হায় কি হবে আমার!

প্রকান্তে এখানে আর পাবে না আসিতে: দাবি দাওল করিবে যে তোমার উপর— সে পথ নাহিক আর তার। জ্বাহ্নে, क्टाइड वित त्न दिथा, शाक्ति न्नकारम !

অতএব আমি বলি, বিভাবে আমাব তোমার উচিত হয় এ বিশ্লেই করা— এই ধনী পাত্রটীকে। আহা, কি স্কল্পর! বাজপক্ষী সম চক্ষ্ কিবা তেছ (ই) তায়। এ ব কাছে রোমিও ত ছড়াইাড়ীর স্থাতা! দেখো মেয়ে বড়ই মৌভাগ্য এ তোমার; দ্বিতীর পতিকে নিয়ে গুব স্থাইবি, কেন না, এ তার চেয়ে স্ববিংশেই ভাল। আবো দেখো প্রথম্টা— দে মরারই দাবিল বেচেও যখন তাকে প্রেন্ক ভার এবে তার মরা বাঁচা ছইই সমান!

জু। ধাই, তোর, এ সব্কি মনোগত কথা ? । ধা। "মনোগত" কি গো-এ যে প্রাণগত কথা । । না হয় তো ছয়ের মাথাই থাই।

জু তথান্ত ৷

ধাই। কি- কি বলে?

ছু। বল্টি যে সাখনা ভূমি উত্বয় দিয়েছ,
অতি পরিপাটি, এটি, সাখনা ও তোর,
বনোগে গিনিকে, এবে আমি মঠে থাই।
নাবার আমার প্রতি বড়ই বিরাণ,
ভাই আমি ঘাই সেলা ঠাকুর দর্শনে;
অন্তর হৃদ্ধির কিছু হয় যদি ভাষ,
আর যদি মাথা গুঁড়ে ঠাকুর দেবভায়
বানার বিনাগ কিছু কমাইতে পারি।
ধা। উত্তর ঠাওবেচ, এত বড় ভাদ কথা।

ৰা। ভভ্ৰ ঠাত্ত্বত, — এগন আমি বাই।

গানী নিশান্ত,

জ্। কি পিশার্চী মাগী এ গা, পাপিন্ট চণ্ডাল।
কিন্তু এর পাতকের কোন্টা গুরুতর,—
এরণে আমায় ধর্মানুত হ'তে বলা,
না, যে মুথে প্রিয়তমের শত শত বার
প্রভিষ্ঠা করেছে কত, দেই মুথে ফের্
হেন কুৎসা নিন্দা তার।
যা কুটিলা কুন্মন্তিগী—ছুষ্টা গাপীয়দী,

আজু হ'তে তো আমার প্রাণ হুই ছুই। যাই গোঁসায়ের কাছে--জিনি কি বলেন; সব বার্থ হ'লে শেষ মৃত্যু নিজ হাতে। [নিজাস্তা ।]

৪র্থ অঙ্ক। ১ম দৃশ্য।

র্গোদায়ের মঠ।--কুটীর।

(গৌদাই উপবিষ্ট।—ছলিয়েতের প্রবেশ। জু। ঠাকুর, সময় হবে কি, না আস্বো পরে। গো। না তেম্ন কাজ হাতে নাই,কেনো গা মা। জু ৷ কখাটটা ভেজিয়ে দিন,—ঠাকুর আমার বিপদে উদ্ধার করে বাঁচান বাঁচান। এক। আমি বিপদ সাগরে মরি ডুবে। কি উপায় বল' প্রান্ত, নিরুপায় আমি। মক্ত ভবদা আশা কুরায়ে গিয়াছে আপনি চরণে যদি রাথেন এখন। গোঁ। ছহিতে, তোমার ছংগ আগেই জেনেছি. ভাবিয়ে না পাই গুঁজে বুদ্ধিতে আমার প্রতিকার কিছু তার।—শুনিয়াছি নাকি এই বহস্পতিবারে বিবাহ ভোমার ধনাত্য পারশ সঙ্গে স্থান্তির হয়েছে. তার আর কিছতেই হবেনা অক্তথা। जू। अत्नर्छन वटन दनव, वनून कि कन, না পাবেন যগপি দে অন্তত বারিতে 💡 উপায় তাহার যদি বলেন আপনি আপনার বছদুশী জানের বাহির. বলেন যাগপি আৰো মম প্ৰতিজ্ঞায় কল্ম নাহিক কিছু, তা-হ'লে এখনি

উপায় করিব নিজে এই অক্সাঘাতে।

জগতের পতি যিনি তিনিই আপনি

আমানের ছই সদি করিলা সংযোগ
আপনি করেন যোগ কর দোঁহাকার;
সে কর আবার যদি অন্ত কারো করে
হয় বদ্ধ পুনরায়, কিম্বা এ সদয়
হয় সম্ভাজনগামী—হেন অবিধাসী,—
তা হ'লে করিব ছইই ছিন্ন এ আঘাতে।
বহুদশী বহুজানী আপনি গোঁগাই
উপদেশ হেন কোন কন্ধন আমায়
যাতে রক্ষা পাই এই বিপদসাধরে।
বলুন সংক্ষেপে—মার চাহিনা বাচিতে
গোঁ। মা তুমি স্কন্থির হও;—এক ব্রক্তি আছে,
পারো মদি অবল্ধ করিতে তাহায়।

এ বিবাহ নিবাবণ উদ্দেশে যথন মরিতে উত্তত তুমি, তখন বা বুঝি সে উপায়ও অবলয় করিতে পারিবে. মৃত্যু অন্তর্নপই ভাষা, পারো যদি বলো সাহদে বাদ্ধিতে বক্ষ, বৃদ্ধি সে উপায়। হ। এ কুকার্য্য অপেকা বলেন যদি প্রভু, প্রিয়া মরিতে অই ফুর্গচ্চা হতে,--তাও পারি: পারি তা-- ও বলেন ঘঞ্চি--ভুমিতে দস্তার সাথে: অহি সঙ্গে বাস এক গ্ৰহে: ক্ৰোদিত ঋণ্টেৰ সহ এক-ই শৃঙ্গলে থাকি বাঁধা; কিন্তা থাকি একা শবদেহ সঙ্গে বাঁধা অন্তিশ্যা পরে শ্বশানেতে। সংকম্প হতো আগে ভাবি ষে সকল, পারি সবি এবে অকাতরে,---নারি কিন্তু কুপত্নীর কলন্ধ সহিতে। বোঁ। ধরো ভবে যাও গ্রে এ আরক ল'যে. ছওগে সম্মত এ বিবাহে। কালনিশি --কাল ব্ধবার-বিবাহ পূর্বাহ্নকাল থাকিবে একাকী, ধাইও যেন নাহি থাকে নিকটে তোমার, কিন্তা সে শ্যন-গৃহে। ল'য়ে এই শিশি সঙ্গে উঠিবে শ্যায়,

উঠিয়াই, এই যে দেখিছ এতে জ্বল করিও তথনি পান; পানমাত্র ইহা সর্ব্বান্ধ শরীরে তব শিরাও শিরায় বোধ হবে ছুটিতেছে যেন কোন রস স্থানিত্র, স্থানিদ্রাল্ অভি; ক্রডামী হইবে ধমনী —দেহে না রবে উফতা, রুদ্ধ হ'রে যাবে খাস; সজীবতা চিক্ কিছু দেহ অব্যবে না র'রে তথন। শুকাইবে ওচাবর, গুডের গোলাপ হটবে পাতুর বর্গ, নয়ন গ্রাক্ষ নিমীলিত,—নিমীলিত যথা অক্ষি, যবে

যুদ্ধান্ত মূদেন জীবনরপ দিবা। বিশিপিল, আড্ট, অমুফ্য, হিম্বং, হবে দেহ গ্রন্থি সর্বা, সর্বাঞ্জ শরীর. এহেন নিজীবভাবে থাকি দেও দিন উঠিবে জাভিয়া পরে স্কপ্নোপিত যেন। বিবাহ-বাহর প্রাতে আমিরে যথন গৃহ প্রিজ্ন সুবে নিকটে ভোমার. দেখিবে নিভাঁৰ তুমি, তখন ভোমার দেহ নিক্ষেপের আগে (আগ্র্যাতী দেহে নতে বিহিত সংকার) মঠে আনি শ্ব লগ্ৰীনাৱায়ণজীৱ মন্দির সমুখে অৰ্দ্ধদিন কাল বাখি যাইবে চলিয়া.— যথা চিব্ৰ কলপ্ৰথা তব। ইতিমধ্যে মাঞ্যা নগবে লোক পাঠাইব আমি বোমি হবে এগানে আনিতে অতি বরা পূৰ্ব্য হ'তে সাবধানে থাকিব শ্বশানে इ**ेष्ट्रा** अ**ौका** कतिया स्माइटाइन । জাগ্ৰত হইবা মাত্ৰ সেই নিশিযোগে তোমা লয়ে বোমিও ফিরিবে মাঞ্চয়াতে। জীপভাব-খুল্ভ ভয়েতে যদি নহ ভীত, কিম্বা লুৱচিত্ত (নানা বাসনায়---চঞ্চল বমণী চিত্ত সদা) তবে এই

সছপায় একমাত্র রিপদে তরিতে। জ। দেও ঠাকুর, এখনি দেও.—ভর পাবো— সে ভয় ক'রো না: --এবে নির্ভয় পরাণ

গোঁ৷ তবে ধর লও, শীঘ্র যাও। দূঢ়মনে এ সন্ধর কর গো দাধন; আশীর্ম্বাদ করি, হও সিদ্ধ নবোরথ। অবিলয়ে দিব বার্তা ভর্তারে ভোমার দত পাঠাইয়ে তাঁর কাছে--এদো ভবে। (জুলিয়েত কর্ত্তক শিশি ও গৌসাইয়ের পদ্যুলি

জয়োস্ত-কল্যাণ হোক।-স্বস্তি স্বস্থি। (জুলিয়ে নিজ্ঞান্তা) '

२श मुन्या।

কণগত-ভবন।

কপলত,কপলত-পত্নী ও ধাই ইত্যাদির প্রবেশ। ক। কে কোথা কি ক'চ্চে,একবার দেখে আদি: निष्कृत कार्य मा (मय्रम दिन्न कार्क्ड इग्रमा ও গিন্দি, বেটাতো ঠাকুর বাড়ি গিমেছিল শোঁসাই তাঁকে ছটো চাটে বুঝিয়ে বলে গাকে মনটা তার নরম কিছু হলেও হতে পারে। নচ্ছার বেটী--পাজি বেটী-একগুঁরের শেষ। জুলিয়েতের প্রবেশ। এই যে আমার আপ্তগজি মেয়েটি আস্ছেন। তারপর পপর কি ? কোথা গিছ লি হাাগা গ ছু। বাবা, আমি গিছলুম গোঁসাত্ত্বের মঠে; गांजरम व्यय शांत वड़ याया पहि. তাই গিয়াছিত্ব সেখা। দেব আশীর্নাদে

পারি যদি কিছু শান্তি করিবার তার, সেই সঙ্গে তোমারও ক্রোধের কিছু,শাস্তি।

- ক। তার পর—তার পর। জু। গোঁদারের উপদেশে মনটা এখন হয়েছে অনেক স্কুস্থ, এখন বুঝেছি মহাপাপ অবাধ্যতা কথায় ভোমার। অরুতজ্ঞ হওয়া ঘোরপাপ: উপদেশ তাঁর---পদানত হয়ে, পিতঃ, তোমার চরণে কৰিতে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা—হইতে সন্মত এ বিবাহে। পিতঃ, ক্ষম অপরাধ মম। এ মিনতি আমার তোমার শ্রীচরণে। (চরণে-প্রণিপাত)
- ক। (মহা উল্লাসে জুলিয়েতকে উঠাইয়া এবং তাহার শিরঃভ্রাণ ও মন্তক চুম্বন করিয়া) ও:ঠা ওঠো; ও কি করিদ কেনো ও আবার ওবে—কে গাছিল যা-যা এখনি—এই দত্তে আন গিয়ে পারশেরে, কাল্ই গোধুলিতে थ इट्डोन गाँउइड़ा दॉटम मिट्य वाहि। কি জানি কথন কিসে আবার ফদকাবে।
- कू। ना, वांता,--वांत कम्कांटव ना।
- ক। ভাল—ভাল, বেশ বেশ,— এমিইত চাই। मूथ जूल कथा कन, (यरमा (य रना (हरम ওরে,কে গেলিরে আন্তে তাঁকে,শীগ্লির যা जान (गाँमाई-जान-जान बाहाइकि वटहे, तमञ्ज लाक्डोटक क्या कटक **मर**हा।
- জু। ধাই মা আমার সঙ্গে তুমি বাবে কিগা ঘরে टकान् गयना (कांथा हाई, कि मञ्जा कविरम श्नद्द जीवा त्रदेश अत्न,त्रदह अटह त्रद्द! কালই হ'ল' দিন।

ক-পত্ৰী। কলি নয়গো—পরত কাল দৰে বুধবার, কাল্ কি হ'তে পারে।

ক। বেখো দেও ও কথা, চের সময় আছে। সব দিক আমি দেখ'ব, একা কর্ব সব। ভূমি ঘরে বদে থেকো, একপাও ন'ড়োনা। যাও পাই থাও, যা বলে, করোলে ভাই। আঃ—ভবু যুবে ফিরে, শেষ এক প্র ডেটা ঠিক পথে দাঁড়িয়েছে এদে। কি ক বিই হচ্চে প্রাণে! বুক পেকে যেন কি একটা বোঝা নেমে গেল।

(কপণ্ড নিক্ষান্ত)

৪র্থ অঙ্ক—৩য় দৃশ্য।

জুগিয়েতের কন্স। (জুগিয়েত ৬ ধারী।)

জু। ঝি-মা, তবে এসো এখন চের রাত হয়েছে বাছা গোছা এক দ্বন্য ত শেষ করা গেছে, এক্টু এখন শোও গে যাও আবার গাটুনি আছে কাল্ সারা দিন, আমারও চোথ ছটো ধ্যে জড়িয়ে আগতে খুমে। কপ্ৰত-পত্নীর প্রবেশ। ক-পদ্মী। তোরা কি এখনো কেগে? আমিও যাব না কি ?--দরকার থাকে বল ছু। না, মা, না, তুমি শেওগে কোনেও কাজই নেই। ছ'জনেই আমরা সব প্রায় শেষ করেছি। ধাইমাকেও শুতে যেতে বলেছিত্ব এগন। ক-পত্নী। যো-ওকি থাকবে না কাছে १--ও থাক না কেন গ ্থাকণই বা সারা রাড, ডায় ক্ষতি কি ৪ জু। কাজত বিছু নেই,তবে মিছে কেন থাকা: ঘুম ধরেছে বড় আমি এগনি ঘু:মাবো, কাছে থাক্লে কেউ, ভাতে ঘুমের ব্যাঘাৎ হ'বে হ'জনেরই আরো—গর গুজুব ক'রে

না, মা, না,—হজনেই ভোষৱা যাও। না ২ন্ন ধাই পাকুক্গে ভোমার কাছে, চেঃ কাজ হাত্তু আছে ত ভোমার ওকে ভোমার(ই) দরকার। ক-পত্নী। তবে গুমো তুই, গুমে ভোর প্রয়োজন

वरहें। কদিন ঘুমুদ নে—আহা, ঘুমো। (ক-পদ্দী ও ধাত্রী নিজ্ঞান্তা।) জু। **ঈ**ধর(ই) জানেন কবে দেগা হ'বে ফের— এ কি হ'লো ! শীতে যেন বিবি করে দেহ, বৰ্ণদেৱ কণা ছোটে শিৱায় শিৱায়. গ্ৰদন্ন যত অন্ন, হ্লংকম্প খন, হৃদ্ধের রক্ত যেন জমিয়া যেতেছে। मा मा मा. तकन वा छांकि, कि कदार दम धरम ! मिन्न कोक इत्र अकारे माधिक।— আয় তবে. (শিশি গ্ৰহণ) এ ভবৰ না ফলে বছপি তবে কি আমার কাল বিবাহ নিশ্চয় ! না ;-- তুমি থাকো হেথা, (কোমর হইতে ছোরা খুলিয়া নিকটে স্থাপন) তথন আছে এই। यमि अ विवाक रुप, लीमारे आमाप विषट कोनल यान भित्य थादक हैश, আপনার অপ্যশ করিতে গোপন ? আমার ও ব্যোমিওর গোপন বিবাহ তিনিই ইহার আলে করেন সাধন.

বোধ হয় ইচ্ছা তাই বধিতে আমায়।

না, তা কদাচ নয়, তিনি শুদ্ধম তি

विविधिन, भक्ता विभिन्न भर्तकारण।

তाই य्यन नाई इत्ना, किन्न भव ज़्या

चनाष् अ (मह दनदव दकदन, श्रिष यमि

পূর্বে তার না হন সেখানে উপস্থিত.

কি হবে আমার দশা হায়, নিশাকালে সে গুশানে একা আমি থাকিব কেমনে! ভয়ন্ধর স্থান সেই, শুনেছি সেখানে ্ত্রিয়াম নিশীয় ঘোরে প্রেত্তযোনি যুক্ত নর-মন্তি নকপাল লয়ে ক্রীড়া করে: হাদি ঘোর আইহাদ বিকট চীৎকার জীবিত পাইলে করে কত বিভীবিকা. কেই যদি বাধা দেয় তাদের ক্রীড়ায় জীবস্ত ধরিয়া তারে দশনে চিবায়। কেমনে গুনিব একা সেখানে পড়িয়া. (म अप्रे विकरे शिम, जन्मद्भव द्वान শ্রবণ মাত্রেতে নরে ধ্বংকম্প যায়. কিমা মূৰ্জাপাত কিমা মৃত্যু অকক্ষাৎ!--তিন দিন মাত্র হ'ল মরেছে তৈবল, প্রেত্ত্ব ঘোচেনি আজো তার, সে যদি আসিয়া কাছে সম্মুখে দাড়ায় ক্ষিরাক্ত ক্ষত-স্থানে অমূলি ছোঁয়ায়ে, কিখা অন্তিগও তুলি জোধে হানে শিরে প্রচন্ত মুলার ভুলা, কে বাঁচাবে ভবে ! অই যে নেহারি অই প্রচণ্ড আভায় জ্বলে তার আঁথিদয়। -করে অধ্যেশ ছটে ছটে চারি দিকে বিপক্ষেরে ভার।-माइ। अ रेज्वन, डाइ, माइ। ४ माइ। ४ দাড়াও বোমিও, আমি এই এর বলে,— ভোমারই-উদ্দেশে পান করি এ গরল ! (আরক পান এবং শব্যায় পতন।)

8र्थ अह। -3र्थ नृग्र।

কপনতের ভবন।

[কপনত-পত্নী ও ধাত্রীর প্র:বশ ক পত্নী। ধাই ধর এই নে চাবি গুলো,

বান্নাঘবে কিসের জত্যে চেঁচাটেচি ক'ডেচ. যা একবার দেখে আছ। ধাই। বালাঘরে নয় গো ভেন্ ঘরে। গ্রম মদলা আর জাফ্রান এশাচ বাদাম্ কিদ্যিদ আর কি কি চাচ্চে। क-भन्नी। जा याई हांक, मिरा या वांब् क'रत्र। ্ধাই নিজ্ঞান্ত 🕽

্কপলত স্বয়ং ভেন্শালের দিকে কিছু অগ্রসর হইয়া

কি হে তোমাদের ক্লুর ;—নেও হাত চাল্যে নেও –কলুর এগিয়েচে – মতিচুর, নিখতি, সিতেভোগ, রসগোলা, কীরমোহন ছানাবড়া, পান্তরা, পরেটা, পাপোর, भित्रका, यानूब मम, भटिगालन भूत, हभ, ক্টলেট, কোফ্তা, কাবাব, কোরমা, লুচি, কটা, মালপো আরো যে কি কি, এসব কন্ধর হয়েছে ? আর বাকি কি কি ? ধাই। তুমি যাওনা, শেভিগে যাও, অত দপোরদালালী কেনো, রাত জেগে কাল একটা ব্যামো করে বস্বে দেখ্ চি। কপ। আরে না এতে আমার কিছু হবে না : রাত জাগা আমার অভ্যাস আছে, দরকাং ক্যনো দারারাতই জেগেছি তাতেও কিছু হয় নি ৷ আমাকে আবার ব্যামের ভয় (मर्था ७ कि १ अक्षी त्रश्र भत्र मा। (একটা বস্তা ধরাধরি করে তিনজন চাকরের প্রবেশ)

कि ग्रां ७?

১ম চা কর। একে ভেন্শালের স্বত্তে এক বস্তা विकाउन हिनि ।

क्ष । या या, नीश्तित्र नित्य या !

[ভূত্যগণ নিক্ৰাস্ত] ওরে ও তুই যাতো,খুব ওক্নো ওক্নো দেখে কাঠ বোঝা কত,ভেন্শালে দিয়ে আয়। তুই পার্বি বাচাই করে নিতে, না হয় ভূতোর বাপকে ডাক্, চিনিয়ে দেবে এপোন। চাকর। ভুজুর, আমাকে আর কাট্ চেনাতে হবে না।

[কিঞ্চিৎ অনুচচস্বরে] আমার মত কাট্চোটাকে আর কাট্ চেনাতে হবে না, কাট কেটে' আমি

আকাট চিনি।

কপ। মন্দ বলে নি, এ বাটোর দেখচি
বিদিক্তা বৌধ আছে:

া নেপথে বাজধননি ।

সিম্—বাত প্ইয়েছে— ভোর যে !—
ও ধাই, ও িনি, এখনো কি কড, উঠে
ভোমানে কি কি নেয়েলি শাস্তের কাজটাল্ল কত্তে হয়, করে কানলো না। জল
সভ্যা—ছিরি সাজানো চালগোমা আদ
যা কিছু থাকে । আজো সব মেয়েদের
ভাকো না। ভাড়াভাড়িতে ভলাড়ীর মেয়েছেলেনের কাকেও তো আনা হয় নি।
ছটো চাট্টে পাড়াপড়াশর মেয়ে তেয়ে
আনো না। চাওয়া চাউই বড় কতেও
হবে না, শুন্লিই এখন লাফিয়ে আম্বে—
বের নামে বড়ীরা প্রান্ত ডুঁড়ী মাজে।
ওঠা, শীগ্রির ওঠো।

[[] [] [] []

8ৰ্থ আক্ষ ।— দৈ দৃশ্য।

জুকিয়েতের শয়ন-গৃহ। ধান্ত্রীর প্রবেশ। ধাই। ও মেয়ে ওঠনা গো,কি ক্ষগাধ ঘুমই বাব ও বাছা জুলিয়ে, হুই এগনও শুয়ে কেন, দেখ দেখি এদিকে কত বোদ্ধুর দেখা দেছে
ও মা লগ্ধী ভূমি যে মা, আজ বের কলে,
ওঠো মা, ওঠো শীগ্রি, ওঠো সোণার টাদ্শী
সাড়া শব্ধ নাই—একি, ঠেলে ভূলতে হলো;
ও খদে মা, মাঠাক্রণ, ওমা কাঁচা সোণা,
তর্প্ত ওঠে না, এ যে,—দেখি কি হয়েছে।
[ম্যাবির কোন্ ভূলিয়া]]

এক, এযে সাজগোজ ক'রে শুয়ে আছে!
বুনের থোরে দেশতি ফের শুয়ে পড়েছে!
ঠেলে হলতে হ'ল । (গালে হাতদিয়
ঠেল্ডে ঠেল্ডে।) খনা বাজগুলী,— ওঠো;
লক্ষ্মী না আমার প্রস্টো না গো-ওঠো-ওঠো।
একি সন্ধানা ! পুলো কে কোপা তোরা সেলি
মেয়ে যে আড়ুই কাঁ, নিবেস পড়েনা,
হা কপাল, হার হার! এলো একি হ'ল
আম্বনা পো একজন কেউ—ছবট আয় হেপা
চোলে মুগে দেনা জল; –হা অভাগ্নি হার!
হা, গুলিয়ে ভোর মৃত্যু চপ্রে দেগতে হ'ল?
হা কপাল, হা কথাল,—হায়, হায়, হয়!
ড় করা— ও গিয়ি,শীগুনির হেপা এসো, হসো
দেগ এন কি হুগেছে। (শিরে করাখাত।)
গ্লেড্ডান্ত্রীর প্রবেশ।

্ৰতো কিন্দের গোল **?** ধাই। মোগা চাপ্ডাতে ২) হা কপাল হা কপাল ক-পত্নী। ওগো কি হয়েছে বল ? ধাই। আন কি হবে গিন্নি ক্ষুক্ত কপাল

ওংগা বাছা জুলিয়েকে যমে কেড়ে নেচে। । উদ্ধিধ সে গ্রামিয়া। ।

পুড়েছে ।

ক-পত্নী। কি ২ংগছে ?—কি হগ্নেছে ? ধাই। আৰু কি ২ংগ, গিন্নিসাককণ-কণাল ভেডেছে।

হার হায় ! জুলিরেকে ঘমে কেজে নেছে। কু-পুত্রী । ও জুলিয়ে, প্রমা তুই অমূন করে কেন ?

একবার খানি চেত্রে দেখ ! আমি যে তোর মা. তুই যে চথের মণি, ও মা, পরাণ পুতলি! তি রাজারধন মাণিক ভূই যে-কে হরিণ ভোৱে! ' তুই বিহনে ফ্ৰিৱ হ'ব-ওমা একটা কথা ক ধড়ে প্রাণ আম্বক কিরে-একটাবার চা। আমি যে ছথিনী মা তোর-কোথা যাবি ছেডে ! একবার কোলে আয় যা আমার, ডাক মা या या द'रल । ও কত্তা, কোথা গেলে একবার হেথা এসো। ও গো ভোৱা কে কোথা-গো একবার ডেকে দে হায় হায় কি হ'ব গো--প্রাণ ফেটে খায়। কপলভের প্রেমা। ক। ঘর ে'কে বার কতে ভোগে এখনো

পালি লে 1 চল'ত কোধা সে, দেখি— আমি সঙ্গে যাই। গোঁ। কৌলিক প্রথান্থ্যত কন্তা তো প্রস্তুত ধাই। আন কোপা সে-ব্যা কেন্ডে নেছে। i-পত্নী। দাভিয়ে কেন আব-হ'ব কপাল ভেকেছে: अत्य-मर्शक धन यस इस्त स्नर्छ ! হা বে দগ্ধবিধি, তোর ছই ছিল মনে ! ক। আঁগ বলোকি ? চনতো ঘাই আমি; दमिश्दर्भ कि । ্বিহে প্রবেশ ক্রিয়া গায়ে হাত দিয়া 📑 তাই তো এ যে নাড়ী নেই,হাত পা ঠাণ্ডা সব স্ক্রীঙ্গে বর্জ যেন--দেহ ক্রিণ্ড प्छंछ छो के कि तम तम्हे भव मिल्ली নিৰ্মত হতেছে শ্বাসবায় হ'ল নথা— অকালে ভূষার রাশি ২ইলে পতন সকল মাঠের শোভা পুশ্জী যেমন হইয়ে তুষারময় হয় শোভাহীন, এ দেহ-কুম্বন পরে ছড়ায়ে তেমতি শয়ন হয়েছে শোভা এর। क्षन्त्र-अवनीय छाटरम् । কঃ-ছ। কৈ কোথা ছলিয়ে স্ব-দর দেখি দব, (मिश्र)

এই যে আমার মা জননী-সোণার প্রতিমে মা আমার তুমি চল্লে আমি থাক্বো পড়ে। পারবো না তা পারবো না তা.সঙ্গে নিয়েচল ্জলিয়ের বক্ষে পতন্

পোড়া দিন হায় হায় কোথা থেকে এলো। **क-**9 ी। কি ছদিন. কি ছদিন হায়। হারে, নিদারুণ কাল, এরে চুরি করে নিলি আমাকে কাঁদাতে শুধু, তবে কেন এবে না দিস কাঁদাতে জিফা বাধিয়ে নিগতে ৪ মধুরানক গোস্বামীর প্রবেশ। যাইবারে বিগ্রহ দর্শনে ৪ ক। ঘাইতে প্রস্তাত, কিন্তু ফিরিবারে নয়! বিবাহ করেছে যম ক্রাকে আমার গতনিশি। এবে যম জামাতা আমার। ভই নেগে কোলে ক'রে কাল আছে বদে-আহা, কি কুত্রম নষ্ট করেছে পাষ্ও ছবাচার।--এখন মরিব আমি, যমে जिन धन व्यर्थ मणी मर्दिश व्यामाद. ত্রপন সে যুগই ত্রকা সে ধনে দায়াদ ! ্গৌসামী ও কুপলতের বহির্বাটীতে গমন। क-अजी। हा नक्ष, इक्ष्माशूर्व इःशमव मिन, অনাদি অনন্তগতি কাল(ও) কণনো जन्न कारी युगा अध्य कू-फिन দেশে নাই চক্ষে তার; হা, নিৰ্দ্ধ্য, একাকী--দোসন-শৃত্য-সবে মাত্র এই ডিল কন্তাপন মম এ জগত মাঝে হৰ্ষ প্ৰবোধের ভৱে, ভাৱেও শমন চ্বি ক্রি নিয়ে গেলি দৃষ্টির বাহিত্রে িজন জ।

। পোড়াদিন, আট্কুড়ো, লল্গীহাড়া দিন পোড়ামুগো, ভাল গেকো, সর্বনেশে দিন, ও দিন—কুদিন তুই —বোর মল দিন, কালামুগো হেন দিন কগনো দেখিনি। হায় হায়, কি ছঃথের—কি ছঃগের দিন। (বোক্তমানা কপলত-জননীকে লইয়া নিক্ষাণ্ডা।)

8থ অঙ্ক।—ষষ্ঠ দৃশ্য।

কপ্লতের বাটীর সদর মহল।
কপ্লতে ও গোঁসারের প্রবেশ।
পোরশের বাটী হইতে দ্রবাদি গইয়া
কতিপয় গোকের প্রবেশ।

গিস্কক। (জনৈক লোকের প্রতি) বাড়ীতে কাম গোল এত কিসের গু কি হয়েছে গা গু তা। হবে আর কি—এতো জাঁক, এতো ধুম্, এতো বাজ্না, এতো বাজী, এতো রোগ্নাই—সব্ মাটা কলো হাছ, কনেটা মারা গেছে।

াগিং। কি বলে, কি বলে,—কি সর্লন। শ !

মারা গেছে ? কি ব্যামো হয়েছিল ?

কিপলতের নিকটবর্তী হইরা !

ছন্তুব, এই সব জব্যানি আগনকার জামাতার বাটী থেকে উপটোকন এসেছে।

ক। আর কেন ৪ আর কেন ? কি জন্তে এ সব

াকরে নিমে বাও ঘরে; ছহিতাকে ম্য

দীপিয়া দিয়াছি তুলে ক্লভান্তের কোলে;

যুম ভাঁরে নিয়ে গেছে আপন আল্যে।

আগি:। হজুর, কিনে এমন হলাঁ ? হঠাৎ এমন কিনে হলোঁ ?

ক। মাগামুণ্ণ দিজাস কি ?—বিষণান ক'রে প্র'ণ-ভাগ করেছে সে আপনা আপনি। কোথা বিব পেলে,ভাবে কেই বা দিলেএনে অনুষ্টের ক্ষের স্বা। কি হবে ভাবিলে। এ সব এখানে আর কেন ? নিয়ে মাও নিয়ে মাও --মিত্র হাইর বাহির! নিয়ে বাও--নিত্র হাই এখনি তক্ষাই করো সব।

া আগন্তক ভণ্ডোৱা দ্ৰব্যাদি লইৱা নিক্ষান্ত 1 গোঁ। তি তি এতো অধীততা কেন ? স্থির হও এই কলাটাকে লাগে, ঈপর--ভোমার ছ'জনেরই অংশ ভিল: এখন ঈশ্ব -একাই নিলেন ভাবে --সৌভাগা সে তার। ভোমার যা ভিল অংশ-না পারিতে তায় হৃষ্ণিতে কানের হন্ত হ'তে, এবে ভগ্<mark>বান</mark> রাগিবেন চিত্রক ল নিজ্যামে তারে। ভোমার আকাজন সীফা পার্থিক বৈভৱে বিভাৰিত কবিবাধার গুলিভাবে ভব,— সেই স্বৰ্গ ভৌমান তা জামো **অন্য আর।** কি চেত্ৰ জ্বৰ হবে, নিমাতে সে গৰে যে মৰ্গ আন্তৰ্শন্তিছে সেই স্বৰ্গবাদে ? এ যদি য়ে গ্লেহ হল ভন্ম ল প্রতি, খ্যাহে ভবে কি আন ৪ ক্লম্ভ হেরি তারে চটিতেচ ভাত্রত উত্থানের প্রায়। বিভাছিতা নাত্ৰী শেষা জীয়ে বছদিন বিবাহে অন্তবী সেই; স্বৰী মানি তারে যৌবনে বিবাহ ক'ত্রে অল্ল দিনে মরে! মেজি হল, মুক্তানতা বৰহ স্থাপন মতার হৃদয়োপরে; যথা-কুলপ্রথা, স্থপতিত কৰি শবে সজা শভিবণে, ১) গভান্তরে ল'য়ে, মঠের প্রাঙ্গণে বা'থ সাজ দিন্যান, গুলি কামনায়:

পরে তা (আত্মদাতী দেহীর সংকার নিষিক শাস্ত্রের মতে) ল'য়ে শবদেহ প্রেতভূমে করিহ বর্জন ! সত্য নটে স্বজন মূত্যুতে বীতি, স্বভাবের (ও)গতি, ক্রন্সন বিলাপ করা, বিস্তু জেনো সার স্বভাবের অঞ্বারা জ্ঞানিহাস্তকর। পারশের প্রবেশ।

পায়। নিদারণ, নিদারণ, নিদারণ কাল, ঈর্বা ছল শঠতা— এই আমা প্রতি, একেবাবে, আমাবে করিলি ধরাশায়ী! হা প্রিয়ে! হা প্রাণিধন! হা জীবন মম মৃত্যুই কামনা মোর শেয়।

গোঁ। আপনি অন্ধরে যান, শান্ত হোন গিয়া
সাল্পনা বাক্যেতে সবে দিন্গে প্রবোধ।
পারশ, আমার সম্পে তুমি এসো মঠে।
নতের মঞ্চল কার্য্য সাধ্য যত দূর
সকলে প্রস্তুত হও সমাধা কারতে।
নার্য্যণ তোমাদের দিলেন এ হুণ
অবশ্য পাপেতে কোন, করো না বিমুণ
আরো তাঁয়।-জরোল্ব :-এগন আমি আমি
(সকলের স্ব স্বাধান প্রধান।)

৫ম অস্ত ।—১ম দৃশ্য।

-- **: ---

মাঞ্যানগর।-- বাজ পথ। বোমিওর প্রবেশ।

রো। স্বর্থ যদি সত্য হয়, এ শুভ স্বপনে, মনে হেন হয়, ভাগ্যা স্কুপ্রসন্ধ মন ; অতি শীল্প পাব এবে হর্দের সংবাদ। স্বচ্ছন্দ পুরাণ আজি, সুদি সিংহাসনে ক্ষান্থ অধিপতি হইয়া বদেছে,
ছর্লভ আনন্দে চিত্র হেন প্রকৃলিভ
ক্রিতে শনীর যেন শৃত্তে ভাসিতেছে।
অপন দেশিল্প যেন প্রিয়তমা মম
কাছে আসি দেশিল আমার মৃত্রং,
(আশ্চর্যা স্থপন, মৃতে (ও) ভাবিতে পারে)
দেশিয়া, চৃষিয়া প্রন্থ, নিশাস প্রবাহে
প্রোণনার দিয়া দেহে, দিল প্রোণ দান।
বেঁচে উঠে দেশি, দেন হ্যেছি স্মাটি !
আই কি মৃধুঃ প্রেম স্ক্রেড ইইলে,—
ছায়াতে যথন ভার এ স্কুথ আসাদ!
বঙ্গান্তের প্রবেশ।

কি বল্পভ, সংবাদ কি, বরণা হ'তে একে ? ভালো তো সব ? চিঠিপত্র আছে কিছু দিয়াতেন গোঁস,ই ? যা আছেন কুশলে ? বাবা ভাল ? প্রিয়ত্যা আছেন কেমন ? আবার জিঞাসি জুলিয়ে ত ভাল আছে ? সে ভাল থাকিলে ভাল সকলি আমার।

বল্ল। তবে আব ভাল বই কি মন্দ হ'তে পারে ভালই আছে সে তবে। দেহ থানি তাঁর ঘুমাথে বয়েছে মঠে, আত্মা পোন্চ তলে স্বর্গবামে পুণ্যাত্মা সাধুর নিকেতনে। কুলপ্রথা মতে তাঁকে মঠে নিয়ে পেলে পরে আমি এনেছি এ কুসংবাদ লয়ে। এ মন্দ বারতা দিল্ল ক্ষম, প্রভূ মোরে কুসংবাদ আনিবার হেতুই ত দাসে দেলে এসেছিলে সেথা।

বো। সভা কি,বল্লভ,প্ৰিয়ে প্ৰাণে বেঁচে নাই ?
তবে বে গগনচাৰী গ্ৰহতাবা যত
অভি ভুচ্ছ হেয়, আমি, ভাবি তো সবায
আৱ ভয় কৰি না তোদের। বলভ্ শোন,
প্ৰবাস আবাস মোৱ জানিদ্ ত ভুই,
আন শীঘ কাগজ কলম কালী হেথা,
আজি ভাৱে ভুকো হইব আমি ভাবিধা।

বন্দবস্ত করে আয় ডাবের ঘোটক,
সকলি প্রস্তুত্ত যেন থাকে।—ছাড়িবই
এ মাঞ্চ্যা আদ্মি নিশাভাগে হ্রনিশ্চিও।
ব। আমার বাগগ্যপ্তা আপনি একটু স্থির হও।
ছই চোক্ ফ্যাকাদে হয়েছে যেন খড়ি,
চেহারা দেগিলে হয় ভয়।—কি জ্বানি কি
কাপ্ত একটা হয়ে পড়ে শেবে!—
ব্রো। আবে নানা;

তোর ভ্রম হয়েছে, যা, কাছ থেকে সরে। যা বলেছি করগে যা তাই, চিঠি পত্র কিছু র্গোসাইজী কি দেহে তোকে ?

ব। আজে না। বো। ভাল নাই দিন কিছু, দ্বকার নেই যা।

দেখিদ্যেন ভাকের ঘোঁড়া রাখিদ্ ঠিক্ করে, এলুম বলে, যা।

আজি নিশি, প্রিয়তমে,
ফিলাব আমার তন্ত্ব তন্ত্বতে তোমার।
দেখি কি উপায় তার; মহো, কু কদনে
কত ক্রতগামী তুই পশিতে হতাশ
চিত্তমাঝে। মনে হয় খেন এই থানে,
ইহারি নিকটে কোণা ওমধ বিক্রেতা—
ভিল এক—

হঠাৎ এক বেনিনীর পানেশ।
বেদিনী। (উজেঃপ্রেন)
বাৎ ভালো কবি-দাতের পোকা বের করি
—কাণকুটারে ভালো করি।—হেঁটে বাং—
গেঁটে বাং—কুম্বে বাং--ভালো কোরি।শোঁং ভাগো কোরি—ঘা ভালো কোরি—
আকুগহারা—চোয়াল গরা-ঘাড় ফোড়া—
হাড় যোড়া--কোত্তে পারি।পো।—বাং,
হেঁটে—বাং গেঁটে বাং—মিনি মৃজ্ছো
ভালো কোরি গো—বাং ভালো কোরি।
বো। এতো দেখি আবো ভাল, দিনিব মুটে গেছে

দোকানদানে কেনা বেচা বহু বিশ্ব তায়,
এবেৰ কাহে না পাওয়া যায়, হেন দ্বিনিদ্ নাই,
হয় ত, ব্ঁ দ্ব্চি আমি গা তা এগনি পাইব।
ওগো বাছা তোমার কাছে কি কি দ্বব্য আছে ?
বেদিনী। আমার কাছে নাই আবার
কি ? গাছগাছড়া বলো,—লতাপাতা—
শেকোড় বাকে!ব্-মাকোড় আঙ্গরা—
পাথরকু চি—বাবের দাঁড,—প্যাচার পালক্
—ছুঁচোর নাক্—বাদরের নোগ্—সবই
আছে।—চাও কি তুমি ?

রো। ওগো আমি ওদৰ কিছুই চাই না,
পারো দিতে কাঁজোটাক হেন ক্রব্য কিছু
ঝাইলে, তগনি রদ তীব্রত্র যার
ছড়াইয়া পড়ে দর্ম শিরায় শিরায়
অগ্রিবং ;—জীবনের ভারপ্রত প্রাণী
মৃক্তি পায় সংসার কারার ক্ষেত্র হ'তে—
এক্টা নিধাদে আয়ু মিশার আকাশে;
বারুলে অনল ফিন্কি প্রশিলে যথা
কামান জঠর হ'তে শৃত্তে উড়ে যায়;
পারো দিতে হেন কিছু ৫ এই ধরে। লও—
স্থবর্ণের দশ মুদ্রা দিতেছি তোমায়।
বেদিনী। শ্বেবর্ণের দশমুদ্রা"। কেনো তা

এই ঝুলিটাতে রক্ষ্ রক্ষ্ আছে কত-—
ভাগমাত্ত জীবনের প্রদীপ নিবায় :
কি করে বা রাজারাজড়া কঠোর শাসনে,
আইনের কড়াকড় বিষ বেচা কেনা,
কোন কালে আমাদের ছুঁতেও পারে না। '
বেদেব বেটারে ধরে সে বড় চতুর
মানি মনে।-বলো-তা কি চাও তুমি — কেটো
না পাথ্রে—না জহুরে বিষ-বলো কি তা চাও
ভারোক্—জারোক্—নাকি নিবেট কঠিন
রো। যাই হোক্, চাই গুরু ক্ষ্পিকে যাহাছ
জাবন বন্ধন গুরে যায়, দেও শীভ।

(विमिनी।

এই ধর।

(ঔষধি দান ও জুলি কীলে ভুলিয়া নিয়া) বাং ভালো করি--বাং গেন্তে--বাং কুমরে —বাং কর্মে বাং ভালো কোরি—বাতের পোকা বাব কোরি গো।

(নিজান্ত)

বো। বিষ বেচে গেলো মোবে,ভাবচে মনে মনে,
পেয়ে সোণার চাক্তি কটি :-হাম বিষ যাহা
উহাকে দিলাম আনি ইহাব বদলে
তার তুল্য হলাইল আছে কি জগতে ?
কত হত্যা মহাপান উহার প্রলোভে
কতই জীবন কাও ঘটে তুমওলে,
তুলনাম তার এ গরণ তুফ্ত অতি।
হে ঔষধি, জীবনবায়ক তুমি মম,
নহ হলাইল বিষ। চলো বলে মোব
সেধানে, বেধানে মম প্রাণাধিকে প্রিয়ে!
(নিজান্ত)

৫ম অস্ক ।—ংয় দৃশ্য।

भक्षे । भन्नतानद्रकत क्रीता

মধু। জ্ঞানাননের গরা না ও —রে ওগানে ? আরে এবো এবো এবো এবে,কগন এবেছ মাঞ্যা নগরী হ'তে ? ি বলে বোমিও ? চিঠি পত্র থাকে কিছুবেও।—

গুহাবাসী।

দদে করে

কাহাকেও যাবো ভেবে মনে,গেগাম থু জিতে আমানের দগড়ক লোক কোন(ও) জন ; ভার দকে এক ঘর পীড়িত গৃহীকে— (জানেন সহবে মহামারী উপস্থিত)— দেখিতে বেলাম ধোহে বার্ডা জানিবারে। দাবের বাহিরে তার আসিয়াছি যেই
অমনি কজন স্বাস্থ্যবক্ষকে রোধিল।
ভাবিল আমরা বুঝি কোন সংক্রামিত
নগরবাসীর গৃহে কবেছি প্রবেশ।
আট্কাইল আমাদিকে; দরজায় দিল
সীল মোহরের চিহ্না—গতিকে আমরা
নারি যেতে মাঞুঘাতে।

গোঁ। কার হাতে তবে
আমার সে পত্রপানা পাঠাইয়া দিলে ?
গুহা-বা। কারোহাতে পাঠাইতে পারি নাই তাম,
না পারি পাঠাতে ফিবে প্রভূর(ও) নিকটে
সংক্রাণন ভয়ে সবে ভীত অতিশয়,
নারাজ গুহের বার হ'তে।

(চিঠি ফিরিয়া দেওয়া) এই নিন !—

মধু। কি ছভীগ্য ! পত্ৰথানা গেলো না হে,
জক্ষৰি সংবাদ ছিল। ভাগ কাৰো নাই,
পাঠাতে তাজিলা কৰে—অশেষ অনিষ্ট
শেষে পাৰে সংঘটতে।—এসোগে এখন।
গুহা-বা। নমদাৰ। (নিজ্ঞান্ত)
মধু। একাই আমাকে এবে সেথা মেতে হ'লো।
তিন ঘণ্টা পৰে আৰু উঠিবে জাগিয়
সেই বালা। ভয়দ্ধৰ কথা—এনানা সে
শ্বান-ভিতৰে নিশিঘোৰে! বোমিওকে

[নিজান্ত]

৫ম অঙ্ক। – ৩য় দৃশ্য।

আবার নিথিবো।

মঠ। গুহাবাসী ও রোমিও! রো। মহাস্তরেলেন কোথা, দেখাটা হ'লো না, কোন পথে পেলেন, ছাই তাই নয় বলো ৪

গুহা-বা। ওহেএকে বাত্রিকাল,ভাপে মেঠো পথ ঠিক বলা যে কথা কঠিন, তবে বোধ হয় (यन चरे कड़ी भर्य यान नहीं जैदा। শ্বশানের পথ ওটা, ভয় হয়, পাছে ভূতেটুতে ছোঁয় রেতে; তবে কিনা তিনি ভন্নচারী সাধ ব্যক্তি; রাম রাম-রাম] রো। ভালো, এনগরে কোনো প্রধান ঘরানা মরিলে কথনো কেহ, সংকার্য্যে তাঁহার যোগ দিতে যেতেন কথন কি গ আছে কি তেমন কোনো যোগাযোগ আজ ? গুহা-বা। বটে বটে, কপণত ছহিতার শব প্রেরিত হয়েছে বটে মঠ হ'তে আজ সন্ধ্যার কিঞ্চিৎপূর্ব্বে শ্বশান-ক্ষেত্রেতে, সুমার্জিত স্বভূষিত সজ্জ। অগদারে, চির-কল-প্রথা যথা তার।-রো। স্বিগত আর দেরি করা নয়,প্রিয়ে মম গেছে প্রেত্তমে, সম্বর চলো বে পদ সেখা। পাবো না দেখিতে আর ফেই নিরুপমা

মহাতত তবে সেই দলে গিয়াছেন শ্বশানে নিশ্চঃ ;— আসি তবে বাবাঙ্গী এগন, পাও লাগে (যাইতে উঞ্চত)

শ্বহা-বা। আরে করো কিছে?কোথা যাবে এতরেতে

এ ধরণী মাঝে কভ। (প্রকাশ্যে)

আবে না—না নানা তা কগনো হবে না,
প্রাণটা শেষে পেটো দক্ষির হাতে কি গোয়াবে!
প্রাতঃকালে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'বো কাল,
আন্ধ্র বাতটা মঠেই কাটাও, আহারাদি করো
তার যোগাড় করে দেই।
বো। না, বাবান্ধী, দেখা কতে হবেই এখুনি,
তিকেক লহমা কাল বিলম্ব সবে না
এতই জন্ধরী কাল,—দোহাই বাবা
(হাত ছাড়াইয়া লয়ে।)
পাও লাগে পায়। ওবে গেলি কোথা,

আয় সঙ্গে পিছু পিছু ।
বল্লভা উনি কি মলই বল্চেন রাতটে আজ হেথা
খাওৱা দাওৱা করে শুয়ে পাক্লেই ভো হ'তো
সকালেই গোঁসায়ের সঙ্গে হ'তো দেগা।
সন্ধের পর মড়া শ্বনান মাড়িয়ে যেতে হবে '
ও বাবা: তা আমার কর্ম্ম নম্মামি পারবো না
রো। কেনো, কি হয়েছে সন্ধোর পর ?
বল্ল। সে হ'লো পবিত্তির ঠাই উপদেবতার বাসসেগানে সন্ধের পর কাউকে যেতে নাই।
পেবেত্ গোনি ভূত যোনি—যোনি বেন্মোদ্তি
শাক্তিনি কক্ষকাটা কতো কি সেগানে—
রেতের বেলা বাপরে বাপ সেগানে কেউ যায়
দিনের বেলা যেতেই যার পেরাণ বেবিয়ে যায়
না মণাই—আমি পার্বো না।
রো। তবে তোর, মন্ত মন্ত ছটো পা—মন্ত

ছটো হাত।
ধড়টা যেন গাছের গুঁড়ি বুক্থানা আগোড়,
কি জন্মে এ সব তোর ! থাকেন তাঁরা
থাক্লেন্ বা।
ভর কি ভাতে এতো ভানের হাত পাও নেই
ধড়টাও নেই; ফুঁষের মত গা, চথেও দেখা
যায় না।

যেতে হয় তো যা**ও** গে তুমি। একেই আর কি বলে।

স্থংগ থাক্তে ভূতে কিলোনো ! জো। বস্—সার কথানা।

দ্যাথ তোকে বল্চি আমি, বাঁচই আর মর্ তোকে দেখা যেতেই হবে, ভাল

চাম তো চন।

না যান্ তো—(অসি নিকাসন) আধ্থানা তোৱ বৃকে পূবে দিয়ে। এ ফেৰ্নড় ও ফেৰ্নড় করে তোকে সেইগানে পাঠাবো।

চশ বলচি আগে আগে।—
পাও লাগে বাবাজী।
গাও-বা। আমি ভালোর জন্মে বলছিলুম তা
ভান্বে কেনো নেহাত মতিছের কিনা ?
বো। (বল্লভের প্রতি) চল এগো।
বল্ল। যেতে হয়তো পেছু পেছু যাবো, এওতে
পারবো না।

(বোমিও পশ্চাতে গিয়ে দাড়নে) বো। ভাল, পেছু পেছুই আয়। (উভয়ে নিজ্ঞান্ত।)

> শ্বশান ও তৎসংগগ রাজার মৃগয়াটবী রোমিও ও বল্লভ।

বল্লভ। (অটবীর বাহির হইগ্রাই।)
আমি আর এগুছি নি, এই থানেই
দাড়াব। ভয় কি মশাই, মশাই এওলা।
কাছে ত আছি; আমি চান্দিকে তাকাবো,
ধেই দেখবো তামন কিছু অমি জানান দেবো, ভয় কি এওন্না।

রো। ভালো, তুই এইখানেই থাক্; জার এপ্ততে হবেনা,

আর অক্স প্রপরাধপর কিছুই দিতে হবে না। কেবল, দেখুবি যগন সাহ্বদ আদতে দেও অন্নি এই বাঁশীটায় সিদ্দিবি কোনে। (অগ্রসর হইয়া)

(স্বগত) এ কি এ বিষম স্থান নির্মুশ্ চারিদিক্
সাঁ সাঁ করিছে শুধু দিগন্ত আকাশ;
আকাশ উপরে শৃন্ত বিশাল বিস্তার
বিশাল বিস্তার নিম্নে ঘোর মরু দেশ।
ভগ্নকুন্ত পর্পর মিফ্রিভ বালুরাশি
তক্ষ ভূণ হীন দেশ চণ্ড বিভীষণ;
ঘোর ভগ্নকর দৃশ্ত চৌদিকে কেবল
বিকট ধবল আভা নরান্থি কঞ্কাল
শমনের উপযুক্ত সামাজ্য এ বাটে।

একা শ্বশানে প্রবেশ!) প্রবেশ করিবা মাত্র রোমাঞ্চ শরীর. হৃৎপিও ঘন ঘন সহসা কম্পিত, কি বিচিত্র, বল্লভ চকিত প্রাণ ভীত পশিতে এহেন স্থানে, আমিই যুগন সশ্ভিত মাঝে মাঝে ভ্রম্থ মন। কগনো প্রনশ্বন প্রথর উচ্ছাদে নাডিয়া কন্ধান বাশি, কঠি অন্ধানার ঘটিতে শ্রশান্ময় নানা শব্দ করি. ২য় এন মনে তায়, ক্ষণে ক্ষণে কভু যেন কথা কহে কত অমান্ত্রদী স্ববে व्यभवीवी आंशिशन मृत्त कि निकटि । কগনো বা পত্ৰহীন পাদপের ছায়া মাটীতে পভিগ্ন হালে, হেরে মনে হয় বাহু ছলাইছে যেন ছায়ারূপী কত, ক্পনো বা শুক্ত কুন্ত, ছিল বল্লে ঢাকা, ভিতরে প্রবেশে বায়ু বিকট চীংকারি, শুনিয়া শিহরে প্রাণ,—সন্মুখে নেহারি যেন কোনো মান্ত্ৰণী বিশুষ্ক শীৰ্ণ কায়া উপুড় হইয়া শুয়ে চিতার উপরে ক্রন্দন করিছে থেদ স্বরে ভয়ঙ্কর। क्थरना वा वृर्ग वाधू, युद्रांत्य भूदांत्य তুলিছে চিতার ভত্ম বুলি শুকা পরে,

ভ্ৰমে তাম হেরি যেন কত মর্ত্তিধারী বায়র শরীর প্রাণী নত্য করি করি নিকটে আসিয়া চক্ষে মারিয়া চপেট বলে, "ই্যারে প্রেত্যোনি তবে মেন নাই ?" वित' शंति थिनि थिनि भनाईशा यांग्र ।--পারশ। কত সাধে ক্সমে সাজার কতো ক'রে তোমার বিবাহ-নিশি পালম্ব-শ্যায় তার চলাতপ আজি এ শৃত্য আকাশ। হায়, বিধি নিদাৰুণ, কি যাতনা দিলে ! অলজনে প্রতিনিশি এখন ভিজাবো সাজাইব পুষ্পহাবে তব চিতান্তান ! এখন নিশিথে খালি শোক অঞ্জন সমাধি-মন্দিরে তব কাদিয়ে ছড়াবো। বলভ। ঐ তো মারুষের গলা, বাঁণীতে এখন আবিয়াজ তো দিতে ২ম, তাঁর কথা মত। (বাশীতে সিদ দেওন।) (वा । के वझटडव वांनी नय । तम्परत करला কে আদতে।

েক আন্তান

(কিঞ্চিং কিরিয়া আদিয়া।)
রো। কে হে হেথা ? কে এগানে, নিনীথে এজপ
লমে এশ্বনান ভূমে, ঘেগানে শ্বান
শ্বামার হুদয় মণি—অভুলা জুলিয়ে ?
পা। রোমিওর গলা না এ—হুরায়া নাস্তিক
বধে সেই প্রেমনীর পিড়া তন্য
তৈবল স্থনীরবঙ্গেলেক বলে, শোকে যার
এ ছর্দনা আন্ত প্রয়মীর ! হা নির্নিজ্ঞ।
লজিয়া রাজার আজা অনিষ্ট সাবিতে
বুঝিরা এসেছে দেশে ফিরে, এতো স্পর্কা!
এখনি উহাকে আমি করিব প্রেক্তার।
(অগ্রসর ইইয়া।)
ছুরায়া এখানে কেন ভূই ? এত হিংসা
সেধে সাধ্ তুর্ কি মিটেনা অক্তাজ্ঞ পামর

রো। এসেছি ভো সেই হেতু—মতোই এসেছি

মবিয়া এখন আমি।—তাই বলি শোনো,

কিশোর বালক ওহে, স্থিব হও কিছু,
মরিয়া জনেরে ক্ষিপ্ত কবিও না আর,
পালাও এছান হ'তে,গ টিটেইও না মোরে।
পালাও এাগিত প্রাণে, ভাবিয়া তাদের
ম্বারা মোরে প'ড়ে হেথা। পালাও এখনো
কাছ থেকে; আর পাপ চাপাইও না শিরে
মিনতি আমার এই—মাও—সরে যাও।
আমারি বিপক সেজে আমিয়াছি আমি,—
ভাল চাও—প্লাও—পলাও।

আমারি বিপক্ষ সেজে আসিয়াছি আমি.-পা। খারে পাজি. তোকে ভ্ৰা?—এই দ্যাথ করিছু গ্রেফ তার। রো। তবও বাগাবি १ তবে বাঁচা আপনাকে। (ছন্ত্রের অস্ত্রালন।) পাঃ ভতা। কি সর্বনাশ ।-হেতের চালায় যে ! পারশ। উ:-মনুম (ভূপতিত।) —হা ঈশ্বর! রো। অনুষ্টের ফের :--ফের হত্যা পাপ ভার প্রিল মন্তকে আর একটা ! না জানি হুৰ্গতি কতই আৰু আছে ভাগ্যে মম! কিন্ত হেথা কই দেই প্রিয়তমা মম. পূর্ণচন্দ্র-রূপিণী দে লাবণ্য-প্রতিমা! গুঁজিলাম কতো-কট পাই না ত তারে. কিয়া মহান্তর (ও) কোনো চিহ্ন বা উদ্দেশ ছলিন তবে কি মোৱে দে ভণ্ড চেলাটা ? তাই বুঝি নিষেধিলা এতো সে আমায় আদিবারে এইম্বানে ;--সর্ম মিথ্যা তার, ভণ্ড প্রভারক সেটা—বলিন্স সে কিনা স্তুসন্থিত শ্বনেহ পালম্ব-শায়িত বিবাহ-বাসেরে ধথা কুমারী সজ্জিত! কোথা খটা--কোথা সজ্জা--কোথা শবদেহ मा-मा मानि निथा। भवनि यनीक। व्यथनां तम कारता अन्त, भारमानी निर्कृत, শুগাল, কুঞ্জু, কিম্বা শ্বশান-বিহারী জগন্ত শকুনিকুল, পেয়ে একা তায় প্রহরী বক্ষক শৃত্য এ ভীষণ স্থানে.

করাল কবলগ্রস্ত করেছে বৃঝিবা। किशा नर्थ, कृत्रभात, थंख थंख कति কমনীয় কোমল স্থানর দেহথানি. করেছে উদ্বস্থ। হায়। প্রিয়ে, হায় সেই কমনীয় মৃৰ্ত্তি—দে কান্তি উজ্জল, এই পরিণাম তার !—না পাই দেখিতে আইলাম এতো যে দ্ৰুত মাঞুয়া হইতে মিশাতে শরীরে তব এ মম শরীর---চক্ষেত্র বাবেক তাম না পাই দেখিতে ! (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া এবং ইভঃস্তত ঘুরিয়া) এই যে আমার সেই মূর্ত্তি অতুলনা ! অয়ি প্রাণাধিকে প্রিয়ে। অয়ি কান্তা মম। শমন হরেছে তব নিশাস-পীয়ন হরিতে তো পারে নাই সে শোভা ভোমার কতান্ত তোমারে প্রিয়ে নারে পরাজিতে। এখন(ও) উড়িছে দেই দৌন্দর্য্য-পতাকা. তব গও ওষ্ঠাধরে—প্রবাল-রক্তিমা, कारतत भीतिया-भव श्रा भाष्टि छेट्ठे (प्रथा। হা জ্বলিয়ে, এতো রূপ কেনো হলো তোর, অতমু মৃত্যুও কিরে ইন্দ্রিয়ের বশ-- ? সেই শীর্ণ রাক্ষম(ও) কি লাবণ্যে ভূলিয়া ম্পূৰ্ণ কৰে নাই ভোৱে সম্ভোগ লালদে। একা তোৱে রাখি হেথা--জীবিতে--কখনো याद्यांना दर्भाषां । बाद-पाद्यां ना पोद्यां ना থাকিবো শ্বশানে এই—এই প্রেতভূমে (যেখানে আজিবে তোর প্রেতিনী সঙ্গিনী) 5িরন্তন থাকিবো এ ভ্রমে ভোর সহ অনন্ত নিজায় ওয়ে ধরা ক্রান্ত আমি। এ দেহের প্রভাগ হ'তে গুলে ফেলি অপ্রদায় গ্রহ-বজ্জ-ক্রিস--দেখে নেবে CMA Cमर्था, च्यादा दत नग्नन ! दत युशन । বাহু, দিয়ে নে বে শেষ আলিম্বন তোর। अद्भ अ अध्य अहे, निश्चान-इदाव. পবিত্র চুম্বনে তৃপ্ত হও চিরতবে।

এসো, তিব্রু বিস্থাদ শরণী প্রদর্শক এসো, ছঃগ সাগবের নিরাশ কাঞারী, চালায়ে এ পরিশান্ত তন্ত্র তরণী একেবাবে ফেলো তাবে পাহাড়ে আছড়ি! প্রিয়ে, তোমার উদ্দেশে করি পান।— (পান করণ।)

ঠিক্

এ ক্তিম নহে,—খর জনন্ত ওবিধি। মৃত্যু কালে অধ্য-অমৃত পিয়ে মরি। (চুম্বন ও মৃত্যু ।)

भौगारम्ब अरवभ।

গোঁ। ঐ যে কাণ্ডার সেই ঐ দেশ যায়;
এতক্ষণ পরে, হায়, পাইলাম কুল।
অক্লে ভাষিতে ছিন্ত। একে বন
তায় বাবি, তাতেও ক্ষাবার, দেখি ক্ম,
এতক্ষণ কডই খুবির —ও কার্ গলা?
বোমিওর মত যেন—সেই বুঝি হবে।
আবি ঐ বা কে, ঐ যে ওলানে কাড়িয়ে?
কে বলা তুই ?

গোঁ৷ কল্যাণ হোক্—কল্যাণ হোক্— ভগে ৰাপু ভূমি এগানে যে! এগানে গাড়িয়ে কেন ?

ৱাম ৱাম ৱাম ।

ব। আর নোশাই, সে কণা বল্চ কেনো ?

এক্টা শূওর ভূষের হাতে পড়ে প্রাণটা

গেলো। এই দেখুন, এখানে দাঁড়িয়ে

ণাড়িয়ে ঘেনে তিখুভি হয়েছি—তা
পেটের দায়ে যব্ই বাজে হয়।

্রা। কার সঙ্গে এখানে এসেছ, তিনি কোথায়!

হ। তিনি আমার মূনিব্। এতো দেশ্
থাক্তে, এই রাত্তির কালে এই মড়াখাশানের ভেডোর সেঁপিয়েচে। মাথামুও
ওগানে তার কি যে কাজ্তা তিনিই
জানেন।

গোঁ। তোমার মনিবের নাম কি १

ব। শ্লেমিও।

গোঁ৷ রোমিও ? র্জা! রোমিও ? তিনি এখানে ? তিনি কতকণ এনেছেন ?

ব। অনেক্ষণ — একঘটার তপর হবে, তবু
 কম্নয়।

গোঁ। এসো, তবে তুমি আমার সঙ্গে এগো।
ব। এজৈ, সেটা আমি পারবো নাকো।
আমার মুনিব বড় বনরাগী; আমাকে বলে
গেছে, এক পা সর্বিনি, ঠিকু এইবানে
দাভিয়ে পাক্রি। এক পা সল্লেই, আমার
ঘাড় পেয়ে ফেল্বে। নইবো আমি ভো
তার সঙ্গেই যেতে 65য়েছিলুম।

গোঁ। আছো বাগু, তবে তুমি ঐগানেই
থাকো, আমিই না হয় একটু আগিছে
দেশ্চি। (স্বগত) ঐ যে দেই কাণ্ডাবটী;
উহারই ভিতর গটায় শারিত জুলিয়ের শববেহ।—এক্টা সাড়া-শন্ধও নাই, এগনো
দেশ্চি ঘুন্ছে, এখনো মুক্ছা ভাঙ্গে নে—।
(আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া) ভাগ ভাগ
ভাগ, এগনো পোয়া ঘটা সময় আছে।
(শানিক অগ্রসর ইইয়া, কাণ্ডাবের
পদ্মা উত্তোলন।)

এ জ্বানার কি ? এ কার্দেই ? এ কোপেকে ? এ যে মান্তবের দেই। কি আশ্চর্যা !—এ কি ! এ কি ! এ যে রোমিওর মুখের চেহারা !

(হেঁট হইয়া আলোতে নিরীক্ষ্ণ করিয়া দেখিয়া) স্ক্রাশ ! হায় হায় ! ঘে ভয় করিছি. অহো তাহাই ঘটেছে। (দীৰ্ঘনিশ্বাস তাগে।) হে ভবকাণ্ডারী প্রভু, যা ইজ্ঞা তোমার কে নিবাবে ইঞ্ছা তব ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ? মন্নবোর সভকতা মন্তবা কৌশল সকলি নিজল বার্থ তোমার ইচ্ছায়। एक पाकित्न (इशा. चात्ता तम विभन्त, मुर्क् । ज्ञास्त्र जुलिएयत्र कन नृष्टि यनि হয় এ শবের পরে—অচিরাৎ সেই কণে জীবন তাজিবে সে নিশ্চিত! पूर्वन नदीय यम, जीर्ग नीर्ग एक्ट কেমনে একাকী এবে কবি স্থানাম্ভর; কিজপে বাঁচাই মেয়েটারে ?—জগদীশ. কি তৃত্ব সামান্ত কীট আমি, কেনো গিয়াছিছ ঝাপ দিতে তোমার অনন্ত কার্য্য মাঝে! নাবারণ, জগদীশ, ক্ষম অপরাধ। (কাণ্ডাবের বাহিবে কিছু দুরে আদিয়া।) বন্ধভ, একবার আয় হেথা, আয় শীঘ্ৰ আয় বল্পভ। কেনো ঠাকুর কি হয়েছে !

(স্থগত।)

বুড়ো ভন্ন পেয়েছে দেখচি, নিজ্জদ্ভয় পেয়েছে। গো। বাপু, একটীবার এসো। আমার কথা রাগো বাপু।

ব। কে ডাক্তে ৭ আপ্নি না মুনিব **१** গোঁ। প্ৰহে, আমিই ডাক্তি, কি ডাকাচ্চেন ভোমান মনিব। এসো, বাপ শীঘ্ৰ এসো, বিলম্ব ক'লো না। আব এক **লহ্মাকাল** বিলম্ব হলে বিপদে গড়তে **হবে**।

ব। বেতে হ'লো, কপাল ঠুকে। মুনিবটা বড় গোলার বাগী। ওরাছজন আছে, ভয় কি ?—বাম বাম—বাম বাম] (নিকটে আসিয়া) কি হয়েচে, মোশাই,
এত ডাকের ^{বি}ওপর ডাক্ কেনো ?
গোঁ। আর কি হয়েছে ? বিপদ্ যা হবার,
তা হয়েছে। এই দেখো তোমার মনিবের
মৃত দেহ, উনি—
(বক্লভের পালাবার চেষ্টা এবং গোঁসায়ের
তাহাকে ধরিয়া রাখা)
আরে দাড়াও, যাও কোথা ?

ব। আগেই, তো মানা করেছ্যার ওধানে

যেও না মোশয়, ঠাকুর দেবতার জাগগা,

রান্তির কালে ওধানে যেতে নেই। যেমন
গোগান্তমি, তেম্নি হয়েছে। এখন আপনাকে রক্ষে কত্তে পালেন না। ক্যামোন

ঘান্তী মুচ ড়ে দেচে।

গোঁ। ওহে বাপু, ঘাড় মচ্কানো টচ্কানো
কিছু নয়। উনি ওঁব পদ্ধীকে এই অবস্থায়
দেগে মৃক্টা গেছেন। দাগেগা, আমার
কথা শোনো; আমি রদ্ধ, চর্লান, আমাকে
এক্সা কেলে যেও-না। বোধ করি,
চেন্তা কলে এগনো বাচতে পারেন।
ওঁকে এ কাওার থেকে অতি সাবধানে
চুপে চুপে বার্করে, এইগানে নিয়ে এসো।
আমার কাছে এক বক্ম্ আরকের শিশি
আছে, নাকের কাছে ধলে, মৃক্টা ভারতে
পারে। চলো সেই চেন্টা করা যাক্গে;
শীঘ্যকাওার থেকে বার্করে আনো।

ব। অতো শতো কে করে, মোশ্য।
এই থানে, এই বান্তির কালে, শিশিরে
থানিককণ পড়ে থাক্সে, আপনা আপনি
মুজ্জো ভারতে এগন্।—আমি চরুন।
ব্যো। আজ্যা, যাও। কিন্তু দেখো,
এর ফল পেতে হতে। আমি মহারাজের

এর ফল পেতে হবে। আমি মহারাজের নিকট জানাবো গে, ভুমি তোমার মনিবকে খন করেছ।

ব। সেকি মোশাই, আমি খুন করেছি ?
ঠাকুর, এ দিকে ধলো দলো দলো করে বেড়াও,
লোক্কে মিথো কইতে মানা করো, আরো
কতো কি ছবুড় ধলোপদেশ দেও; আর
আপনি নিজে গিয়ে রাজার কাছে আমার
মিথো অপবাদটা কর্বে যে,আমি মুনিবলে
থুন করেছি ?

গোঁ। ভোমার খুনু করাই তো হবে;
এগনো চেষ্টা কল্লে উনি বাঁচতে পারেন,
আর তুমি যদি সে সব কিছু না ক'রে চলে
যাপ, আর তাঁর প্রাণত্যাগ হয়, সেতো
ভোমারই খুন করা হ'লো।—এই বুজ়ো
বঙ্গেসে এক্লা আমি কত পার্বো।
(বল্লভ কর্লক বোমিওর দেহ কোলে তুলিয়া
কাণ্ডারের বাহিরে আনয়ন।—সঙ্গে

সঙ্গে গৌসাই।) আহা, মুগ দেখলে চথে জল আচে ; পেনো আমার কথা ভনলে না। (নামহিবার উপক্রম।)

গোঁ। ওগানে না, ওগানে না। আবো কিছু দূরে। ঐ স্থানটা কি ভাল । বল্লভ। আর ঠাকুর, এখন আ'্র খান্টা ও খান্টা ভাল মন্দ কি ? মোলেই চৌদ্ধো পো। এখানটাও বেমন,ওখানটাওতেমন। (মাটাতে দেহ স্থাপন।)

পোঁ। আলোটা কাছে নিয়ে এসভো, দেখি ভাল করে, ব্যাপাইটা কি চ (গালো নিকটে আনয়ন।) [দীর্ঘ নিধাস।]

র্থা আকিঞ্চন! এ মহা-নিদা-ঘোর,
মৃষ্টা-মোহ নহে ইহা। জগদীশ বিনা
এ নিদ্রা বিমৃক্ত করা কারো সাধ্য নয়।
দণ্ড ছই চারি আরো আলে হেণা এলে
ঘটিত না এ ঘটনা। তব ইজ্জা, প্রভু!

এ শিশিটা কি ? (হাতে লইয়া)
এই তবে অনিষ্টের মূল,
ইয়ে, এতেই হরেছে সর্বনাশ !
এ যে মহাবিষ।
বল্লভ। তবে ঠাকুর, আর সন্দ টন্দ নাই;
মরাই তবে ঠিকু।
(জুলিয়েতের মূঞ্ছিভস ।)

কে ওধানে —কম্ব গোঁসাই প্রভু কি ?

জু। (কাণ্ডারের ভিতর হইতে)

হে চির আশ্বাসদাতা, বলুন আমায় প্রাণপতি প্রাণেশ্ব কোথায় আমার। থাকিবার কথা গেথা, আমি সেথা আছি,-সে কথা স্বরণ আছে বেশ-কিন্তু তিনি কোথা, শাঘ বলুন আগায়; কোথা নাথ, কোথা হৃদয়ের দেব ম্ম ! গো।। কাঞারের ভিতর গিয়া ওমা, নাম চলো ঘাই এ স্থান ছাড়িয়া, এ অতি কদ্যান্থান-দাৰুণ কশান। দৈৰবৰ কাছে কোথা মানবের বলু! নিদ্দল যদিও এবে সকল কৌশন. চলো মা আশ্রমে ঘাই; অবশ্র উপায় হুইবে, এখনো কিছু, চলো শীঘ ঘাই। চিরকুমারীর মত থাকিলে সেখানে কিছুকাল। চলো মা,আর হেখা গালা নয়। জু। কোথা তিনি,হে গোঁদাই তিনি কোথাবলো গো। যে উপায় ভেবেছিল, দৈববিভ্নন সফল নহে ত তাহা—তাঁরে সমাচার দিতে পাঠালাম যায় মাঞ্যা নগরে,

(সকলে গমনোগড়ত।) ব। ও ঠাকুর, তবে তাঁর কি হবে ? মূড়েছাই

পারে নাই ধাইতে দে দেখা অতি জ্বরা।

লোক পাঠাই পুনঃ আনিতে ভাহারে।

এগন চলো या मटि याई।

হোক্ ষাই হোক্, সে কি সেই থানেই পড়ে থাক্বে। গোঁ। [মবনত মস্তকে গাঢ় চিন্তা] তাহিত, উভয় সঞ্চ যে। জু। ঠাকুর ভাবতেন ক্যান, কি হয়েছে ? [কোন উত্তর না পেয়ে।]

ভাল, उड़ेडे वन् कि वन्छिति। कि मृष्टा ?

না মরা প কাকে কেলে বেতে হবে প বল। ওগো আমার মুনিবকে। আমার কথ কেটে, গা-জুরিতে এগানে বেমন এদে-ছিলেন, তেম্নি তার কল হয়েচে হাতে হাতে। তা উনি বল্চে মৃচ্ছো, আমি বল্চি কাঠমড়া। তার আর কি প্রমাই আছে পুর্বাটি মড়া-কাঠমড়া—তার বাাত্তম নাই; পাাত্য করো, আর নাই করো।

ছু। কে তোমার মনিব, জাহার নাম কি ? তাঁর জন্মে উনি অতো ভাব্চেন কেনো ? বল্ল। ঠাককণ, আমার মনিবের নাম রোমিও। ছু। কি বল্লে,রোমিও হেগাঃ? রোমিওবেঁচেনাই? কোথায় োমিও,চলো, আমি যাবো দেখা-কোণা পতি, কোণা মম ধ্বন্য দেবতা ? একা যাবো কাছে তার, থাকি। একাকী, কারেও না চাই আর—থাকিতে হবে না কাহাকেও আর—এসো এসো।

(বল্লভের বাছ ধরিষা টানিয়া লইয়া, কা**ভার** হইতে বাহির হওন।)

বস্তু । ঐ ধে, ওখানে প'ড়ে।
জু। হা নাথ ! হা প্রাণনাগ ! হা প্রাণনস্তু !

একাকী এখানে তুমি শ্বশান-শ্যায় !
হা প্রিয় ! হা প্রেমস্য ! হা ঈশ্ব ! প্রভু !
আমার জন্তই হেন দশা তব এবে—
আমি মবিষাছি তেবে ! পাবে না আমায়

আর কভু ছেড়ে থেতে, স্কচির সঙ্গিনী আমি তব !

(মৃতদেহের উপর পড়িয়া ক্রন্দন।)

গোঁ। তাপ্ দেখি, কি সর্বনাশ কলি ?
কেনো তুই। ও কথা শুনাতে গেলি ওঁকে? কেন না বলিলি গোপনে আমায়; কেনই বা বল, দেখাইলি ওরে এ মৃত শরীর ? বল্ল। তুমি কেনো ওর কথায় উত্তর দিলে না, তাইতো আমাকে জিল্লাসা কলে, আর আমি জবাব দিয়েছি, তা এতো শতো কে জানে মোশাই ?

গোঁ। হে ব্রহ্মন তোমার এ কি যে লীলা থেলা কে পারে বুঝিতে দেব, কেই বা বুঝিল ব্ৰহ্মাণ্ড-স্ক্রনাবধি। কেই বা বঝিবে কবে আর । কি হবে কাঁদিলে হে কল্যাণি? অদৃষ্ট-লিখন খণ্ডে তোর, হেন শক্তি কিবা মানবের ! ওঠো মা এগন, এসো भभ कुनित-आनत्य. हतना चटा याहे । मिट्यां **ञ्च**ेविध. (मट्यां ट्रिष्टे। कृति यमि। পারো বাঁচাইতে ওরে আদ্রাণে তাহার। कुन्तन विकत्त, छार्था छार्था ८५ छ। कवि। ছু। হা নাথ, জীবিতেশ্ব, প্রেসময় দেব! এই শেষ অভাগীর দশা ! সকলই হারান্ত-পিতা, মাতা, গৃহ, বন্ধু' ধন, মান, পদ-তোমার কারণ সদয়েশ : দেখিতে কি তোমার এ দশা ? হা অন্ত ! জুনারু কি এরি তরে ? প্রেম, তোর এই কি অমৃত ? দেপি দেখি হাতে কিও আমাকে দিবে কি वरन अत्निष्ट्रिल निष्ट्र, भीर्ष व्यवादमव পরে,-একি শিশি পএযে এতে বিব ছিল। ছায় নাথ, দকলই করেছো শেষ, কিছু-শেষ বাথো নাই, বাথে তো সবাই কিছু ভদ্রতার অমুরোধে, তাও কি এড়ালে ? ওঠাধরে আছে কিছু স্পর্শ-শেষ তার.—

ের গরণ ! আয়ুসঞ্জীবনী হও মোর ।— (অধ্বাধাদন ।)

এগন(ও) উত্তপ্ত গে!

কোঁ। জুলিয়ে, এসো সা, শুন্চো না কি ?
জু। যাও, গোঁসাই, তুমি যাও, আমি
যাবো কোথা ?
এই তো আমার স্থান। হে পিতঃ, তুমি গো
পিতারো অধিক মম, কত কট হায়,
দিয়াছি তোমায় দেব, ক্ষমো অপরাধ।
এই মম স্থান পিতঃ, কোথা যাবো আমি
যেখানে রোমিও, দেখা জুলিয়ে সঙ্গিনী।
(নাথ), নারিলে তো করিতে আমায়

(রোমিওর দেহের উপর চুলিয়া পতন ও মৃত্যু)

ফশান-সমিহিত রাজার মৃগয়াটবী
তদভিম্বী রাজপথ—রাজা, কপলত, মন্তাগো।
নগররক্ষক, পারিষদ, অন্তর এবং ভূতাবর্গ ।
নগররক্ষক। নরনাথ, গতনিশি এ মহানগরে
ভয়ন্তর ঘটনা হরেছে সমাপিত;
একেবারে মৃত্যু-মুগে কর্বলিত তিন
মহাপ্রালী—সন্ত্যান্ত, ঐর্ব্যাবান, ধনী
তিন জনাই, প্রক্লে গৌবনে প্রান্তিত।
রাজা। কি—কি, কে তোর

ক্রেরে
প্রক্রের
প্রক্রের
প্রক্রের
প্রক্রির
প্রক্রের
প্রক্রির
প্রক্রের
প্রক্রির
প্রক্র
প্রক্রির
প্রক্রির
প্রক্রির
প্রক্রির
প্রক্রির
প্রক্র
প্রক্রির
প্রক্রির
প্রক্রির
প্রক্রির
প্রক্র
প

নঃ রক্ষক। মৃগয়া ক্রী ছা-কানন,প্রাভু, আপনার,
বিকট শ্বশান কাছে তার; সেই খানে,
অনতি অন্তর পরস্পর—ক-টা দেই।
কেব কেব কেব ব'লে ইত্যা—গুনের ব্যাপার।
অবস্থায়, আমার, কিন্তু মনে তা মানে না।
মনে হয়, কোন গৃঢ় বহস্ত ভিতরে
থাকিতে পারে ইহার। তাঁর একজন
নিকট আন্মীয় অতি,—স্বনীনাধের।
রাজা। আমার আন্মীয়—কেহে । চল তো

দেখিগে: কত দুর হবে ?

ন: রক্ষক। প্রভু, নিকটেই অতি। রাজা। চলো সকলেই চলো।

একি এঘটনা অতি বিশ্বয়ন্থনক— ঘোর রহস্ত পুরিত।—তবে না গাইয়া বিষ, কপলত কন্তা ভাজে প্রাণ—একি কপলত গ

ক। মহারাজ আমার (৩) বিলম্ব নাই।—
আহো বেঁচেছে গৃহিণী মম,দেখিতে হ'লো না
চক্ষে তায়, একাই দেখিত্ব আমি এই
নিদারকণ বিষম ঘটনা। গত মিশি
গিয়াছে দে পৃথিনী ছাড়িয়া। কন্ত হায়!
এ জার্থ পরাণে কভু, কতো সবে আর!
রাজা। মন্তাগো। ভূমি কিহে

এই দেখিবারে
উঠেছ প্রভ্যুবে এতো আজ ? দেখো অই
একমাত্র পুত্র গার বংশধর তব
উদয় না হ'তে হ'তে হলো অন্তগত।
মন্তাগো। মহারাজ, নির্দাসিত পুত্রশাকে, গত
রজনীতে গৃহিণী আমার (৪) ত্যুক্তে প্রাণ
আবার প্রভাতে এই দৃশ্য দেখি, পুনঃ!
বার্দ্ধক্যের তাপ শোক, বুঝি আর বাকি
না বহিল কিছু ম্য —এ বুরু ব্যুদে।

কি এ বে বাপ, পুত্র !
পুত্র আচবণ গেলি ভূলে, বুদ্ধ বালে রেথে
আপনি চলিয়া গেলি আগে ?
বা:। ক্ষণকাল আর্ত্তনাদে দবে ক্ষান্ত ২ও,
যে অবধি আমি না এ গুতু বহুন্তের

করি অন্তঃস্থল ভেদ, না করি ইহার

হা রোমিও,কালের রীতি

বীজ, মৃল, শাখা, দল, সকলি উদ্ভেদ—
ততক্ষণ সকলে নীবৰ থাকো; পৰে
আমিই সে তোমাদেৰ ছঃথেৰ নামক
হয়ে, লয়ে যাবো সৰে মৃত্যুৱ ভবন।—
কা হ'তে হবে এ গৃঢ় বহস্ত উদ্ভেদ—
হও সন্মুখীন;—অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ
ভাগ্ৰহ্ব হও।

গোঁ। মহাবাজ, অভিযক্তগণ মধ্যে আমিই প্রধান, সকল হ'তে দোষাপ্রিত আমি। কিন্তু সর্বাপেক। আমি অশব্দ তেমতি। দেশ কাল সংযোগে সন্দেহ মম প্রতি সংশয় নাহিক তাম; অতএব আমি ফালন করিতে নিজ দোখ, নিজ দোষ--বিবরণ কহিব সকলি,—অভিযুক্ত হয়ে নিজে, অপরাধে বিমুক্ত হইব, কিলা দত্তে হইব দণ্ডিত।—মহারাজ সম্মথে হাজির আমি-কি আজা করুন। রাঃ। আমূল বুত্রাস্ত এর বিদিত তোমার যত দুর, অনিলম্বে ব্যক্ত কর। গো। মথা আত্রা।—যতই সংক্ষেপে পারি. করি নিবেদন: বিস্তার বর্ণনে তিব্রু করি উপাথানি, এ ব্রুব্যুদে শাসশক্তি নাহি প্রভূ।—গতায়ু রোমিও অই, প্রভূ, ত্রই মৃত জুলিয়ের ধর্মপরি**ণেতা**। অই মৃত জুলিয়ে ও, যোমিও বনিতা। আমিই সে সংস্থার করি সমাধান। পরে তার, দুক্ত্রে রোমিওর হাতে তৈবলের মৃত্যু হয়; অকাল মরণে যার, নববিবাহিত পতি নির্বাসিত হয় দেশান্তবে। বোমিওর নির্মাসন জুলিয়ার অতি গাঢ় শোকের কারণ, নহে তৈবলের মৃত্য। কপাশত, তুমি দেই শোক নির্মন বাসনায় ধরি

বাগদান করিলে পুন: ছহিতা অপিতে বছধনশালী পারশেরে। দে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে ছিলে সচেষ্টত তুমি ৰল নিয়োজনে। তাই সে ছহিডা তব উন্মকার ক্লায় আদি আমার নিকট বলিশ দিতীয়বার বিবাহ তাহার নিবারিত যাতে হয়, করিতে উপায়, নহিলে, হইবে আল্বাহাতিনী তথনি। তখন উহাকে এক নিদা-আকৰ্ণী ভষ্য দিলাম আমি. (বহু দরশনে অঞ্জিত আমার যাহা.) ঔষধির গুণে মৃত্যুর শক্ষণ বাজ্ঞ সর্বা অবয়বে: डेयिन ७. इय कनश्रत यथांकातन. দেখি ধাহা, মৃত্যুই ঠিক হয় অনুভব ! ইতি মধ্যে, ছিল যথা পূর্নের স্থিৱীকত, বোমিও নিকটে পত্র করিছ প্রেরণ-গত বাত্রেশেষ হবে উদ্ধির মোহ, তিনি যেন গত বাত্রে আসিয়া এপানে (পাতির সিখন এইরূপ) লয়ে যান নিজ পত্নী ছন্ত্ৰকণী মৃত্যুগ্ৰাস হ'তে কে নো দূর দেশান্তরে, নহিলে বিপদ। रेमरवद विशादक दमरे भटावत वाहक. গুহবাসী, বাবাজী না পারি বাহিরিতে এ নগরী বহিন্দেশে, মহামারী হেতু, নগর প্রাচীর মধ্যে অবরুক তিনি— দেন ফিরে সে পত্রী আমারে গত নিশি। তখন বিপদ গণি মনে, একাকী-(किंग श्रित कक्रानरे व्यानिवात कथा-) আসিশাম গত নিশিযোগে, এই থানে, জাগরণ প্রতীক্ষায় ওর; অভিলাস क्रिम मत्न. यह मिन ना शांति शाठाटक বোমিও নিকটে তাঁবে, তত নিন তাঁকে ক্যাভাবে স্বক্টীরে রাথিয়া পালিব অভি সংগোপন ভাবে। ছভাগ্য বশতঃ

বিলয় অধিক কিছু হইল আমার আসিয়া পৌছিতে হেথা, আমার অত্তেতে বোমিও আসিয়া, হেরি মৃত্যুর লক্ষণ, -ভাবিল মৃত্যই ঠিক—কোনো ছব্বিপাকে. কাশ কবলিত ভার্যা তাঁর : হেন মনে করি স্থির, আত্মঘাতী হয়ে তাজে প্রাণ। তথাপি চৌশলে, আর বঝায়ে বিনয়ে জুলিয়ারে, বঝি পারিতাম ফিরাইতে, কিন্তু এ বে'মিও-ভতা, নিন্ধু বন্ধিদোধে ব্যক্ত করি মনিবের মৃত্যু-বিবরণ . সহসা, আমার চেষ্টা বার্থ কৈল সব। উন্মত্তা, ব্যোমিও শোকে, পানাবশিষ্ট তাঁর বিষ পা'ন করি, তথনি করিলা প্রাণভাগে। ওঁ হাদের আগেকার বিবাহের কণা জানে জ্বলিয়ের গাত্রী।—নিবেদিয় সব ব্রাপ্ত যা আছি অবগ্র, নর্নাগ অপরাধ উহাতে আমার হয়ে থাকে. ঘটনা ঘটনে কোন, কিন্তা গুৰ্ঘটনে: কিম্বা সদসংজ্ঞানে, আছি উপস্থিত আর্যোরই, নিকট আমি, দণ্ড দিয়ে তার---আমার(ও) জীবন কাল পরিমাণ শেষ. অবশিষ্ঠ অল্ল কিছ, যথা বিধিন -করুন বিনাশ সেই অবশিষ্ট জন জীবনের, সে দোষের প্রায়শ্চিত্ত হেতু।— মহাবাজ, কি খাজা কুরুন। রা। এ অবদি, গোঁসাই, আমরা আপনাকে জানি সাধু ধর্মপরায়ণ।--সে কোথায়, রোমিও ভূত্য १- -বল তুই কি জানিস। বল্লভ। মহারাজ, আমি জানি, এই জুলিয়ের মরিবার থপর গিয়ে বলি রোমিওকে: ভাতে তিনি, ডাকে ডাকে আসিলেন ছেথা, হেথা আসি, এই পত্র পিতাকে তাঁহার দিতে ব'লে, আমাকে মঠেতে নিয়ে যান। लीं मांडे जीटन दमशास्त्र ना दलता. मदम कल

আমাকে শ্বশীনে যেতে চায়। আগে আমি চাই না সেখানে থেতে,ভুত পেরেতের ভযে নাছোড় বন্দা হয়ে শেষে টেনে নিয়ে গেলো আমি কিন্ত ভতের ভয়ে শশানে চুকিনি-মহারাজ, মাপ করো, সে সব কথা বলতে আঘার গা কাঁপচে-তার কিনা-লা। থাক আর বলতে হবে না। পত্রথানা দে । পত্র পাঠ করিয়া।। 511 এ পত্র, গৌসায়ের বাকোর পোষক। ক্রমান্ত্রে, প্রণ্য আরম্ভাব্দি, শেষ জলিয়ের মতা, দ্বই বিব্রিত আছে : আরো আছে দেখা,কোনো বেদিনী হইতে ক্রম করিয়া বিষ, সঙ্গে এনে ছিল, মৃতভাষ্যা! দেহে দেহ মিশাইতে, শেষ আত্মহাতী হয় দেই বিষ পান কবি। এরা কোথা ছইজন, ছই বিষধর, চিবশক্ত কপলত মন্ত্রাগ্যে। নির্দ্বোধ ।---ভাপো, তোমাদের চিবলৈর নিয়াতন --মহাপাতকের প্রায়াশ্চন্ত কি কণ্যের ন ছুটের দুমন ভগবান, করিলেন তোমা দোঁহাকার সম্ম স্কথের উচ্চেন প্রণয়ের অন্তাঘাতে, আর যে আমিও করি নাই এত দিন তীক্ত দাষ্টপাত তোমানের এ কলতে আমাকেও তিনি করেন দণ্ডিত সেই পাতকের হেত।— হারালাম আমারও কুটুর একজন সকলের(ই) শান্তি দান করেছেন তিনি। ে। ভাই মন্তাগো, এসো এখন ছইজনে

কোলাকুলি কবি একবার। দ্বণা, দ্বেষ,
প্রতিহিংসা, অস্থ্যা, যা কিছু ছিল মনে,
প্রকালন কবেছি, সে সব চিত্ত হ'তে।
লপ্ত হে যৌতুকপত্র কন্তার তোমার।
ম। ভ্রত্তিঃ কপলত, আমারও গ্রানি মুছিয়াছি

দিব হে, ভোমায় আরো ম্লাবান কিছু,— নির্মাণ স্থবর্গে মৃত্তি করায়ে নির্মাণ পুলবদ জুলিয়ের, রাখিবো বরণা-মধান্তলে । তেরিবে সকলে, যত দিন বরণার নাম মর্কো ববে।—সভীমতি তনয়ের নয়ন জ্বভাবে চিরদিন। ম। তারিটে) মন, রোমিওরও আমি, মতি এক করায়ে নির্মাণ, পার্ম্বে তার স্থাপন করিব। কিন্তু বলে: দেখি, ভাই, আমাদের বৈবভাব-জনিত যে সব শনিষ্ট বিভাট —একি প্রতিকার তার 🕈 র্গো। নরনাথ। আমারও একটা নিবেদন, জুলিয়ে অস্থিমে তার কাক্তি বিনয়ে ঐ কান্তিক অনুবোধ করেছে আমায়, একত্রে দাহিত হ'রে হুংপিওছয় এক সমাদিতে যেন সংব্রক্ষিত হয়। বাজা। সর্বাদ্যকরণে তাহে সম্মতি আমার।--বাজকীয় বায়ে হ'বে মর্মারে নির্দ্মিত ঘচিত মণি প্রাালে স্থলার দেউল, তাহার ভিতরে রবে স্তবর্ণ প্রটেতে ছই স্বাদি-চিতা ভন্ম এক্ত্রে মিশ্রিত :---जीक्ष थ्रगदाव वीजजात्य विवस्त ।

निनी-रमछ।

नाडिका।

মহাকবি মেক্সপিয়র কৃত

টেম্পেন্ট্ নামক নাটক অবলম্বনে

বির্বিচত ৷

"Sweetest Shakespeare, Fancy's child, Warbling his native wood-notes wild."

"ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।"

জ্রীপুরুষদিগের নাম।

চিত্ৰধ্ব জ	• • •	•••		•••	গুজ্বাটের রা জা
ৰূপ 👵	• • •		•••	•••	ওহা ভাতা।
বৈজয়ন্ত			***		ক্ষনের রাজা।
অনন্ত				•••	তন্ত ভাতা এবং কঞ্চনরাজ্যাপহারক।
বসস্ত	•••	***	• • •		গুজ্বাটের যুবরাজ।
প্রচেতা	•••	• • •	• • •	•••	গুজ্রাটরাজের রুদ্দসন্তী।
ভরত } বিজয়	•••	•••			গুজ্বাটভূপতির হুইজন সভাসদ।
छे न य					গুড্রাটের রাজভাগুরী।
তিলক	• • •	•••	• • •	•••	গুজ্বাট ভূপতির জনৈক ভূতা।
<u> নলিনী</u>					বৈজয়স্তের কথা।
স্থমালী	• • •	***			প্রধান পরি।
বৰ্কট		***			বৈজয়ন্তের ভূত্য।
नहीं, नक्ती,	, চপলা ই	'लामि, छ	দাবেশধা	নী অস্থান্ত	পরিগণ।

প্রস্তাবনা।

নট। বৈজয়ন্ত নামে রাজা কক্ষনভূপতি
নিরবধি বাছবিতা করি আলোচনা,
হারাইল রাজ্যদেশ, আতার কাপট্যে;
ভাসিয়া সাগর-নারে, অরণ্য পুলিনে,
বালিকা কন্তার সহ দ্বাদশ বৎসর,
করিল অজ্ঞাত বাস, পড়িয়া বিপাকে,
পরে কুহকের শক্তি প্রকাশি অসীম
বিপক্ষ দমন করি ফিরিল স্বদেশে।
এ আখ্যান চমৎকার শুন মন দিরা
শুনিলে কৌতুক হবে চিত্ত বিনোদিরা।

প্রস্থান।

निनौ-तमछ।



প্রথম তাম ।

->-<-

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সমূদ্রে ঝড় বুট, সেই ক**ড়ে একগানি জাহাজ ভগ্নও মগ হইতেছে।** (দ্বীপের **উ**বরিভাগে সমূদ্রের কিনাবায় বৈজ্ঞস্ত এবং নগিনীর প্রবেশ।)

নলি ৷ দেখ পিতা,চেয়ে দেখ, অশান্ত সাংগতে, ভবন্ধ ছটেছে কত বেগে হৈরব নিনাদ করি:-শৃত অন্ধকার, দেখ গো মেখের ঘটা অবনী নাশিতে. জলদ উগারে খেন জলত অসার। ক্রোধেতে অদীর যেন গভীর জলধি উপদি উঠিছে তাই পাতাল তাৰিয়া. নিবাইতে মেঘানল তরঙ্গ আঘাতে। পিতা গো. নিবার মাঘা—মাঘা যন্তে যদি তুলে থাক এ ঝটকা, কর শাস্ত তবে-কর শাস্ত, কর দেব--'অশান্ত দাগরে। আহা। সে তরণী খানি কিবা মনোহর! তার গর্ভে মনোহর কতই পরাণী অবশ্য ছিল গো পিতা :--সকলি সংহার হলো কি সাগর-গর্ভে পলক-ভিতরে ৷ মরি মরি অভাগারা কতই চীৎকার করিল গো মৃত্যুকালে—বিদারিল হিয়া!

হায় ! তারা মরিল কি দাগরের জ্বলে ? হায় রে ! আমার যদি দেবতার বল থাকিত, তা হলে আমি গণ্ডুবে শুষিষ্ণা, জলধিজঠরে তারা পশিবার আগে, শুবিতাম জলধিরে—অথবা পাতালে পাঠাইয়া বাঁধিতাম হুরস্ক দাগরে।

বৈজ। স্থির হ মা—স্থির হ;—অনিষ্ট ঘটে নি নিল। কি ছফিন !—হায়! বৈজ। কেন বাছা, হতেছিদ্ এতই উতলা ? ঘটে নাই অমঞ্চল অনিষ্ট কাহার ;— প্রাণাধিকা ছহিতা বে তোরই জ্বয়ে সব। হা সরলে! জান না মা— কে আমি, কে তুমি,

> এসেছি কোথায় হোতে;—ভাবিদ্ গো স্বধ্ আমি ক্ষুদ্ৰ বৈজয়ন্ত তোমার জনক, এই ক্ষুদ্ৰ গিবিগুহা, কুটার নিবাসী।

নলি। অন্ত কিছু জানিতেও, পিতা গো কথন হয় নাই অভিলাষ। বৈজ্ঞ। এবে ভোৱে আথে কিছু হবে গো জানিতে খলে রাখি আগে এই মায়া-পরিচ্ছদ:--(নে ত মা. খলে দেত।) (প্ৰিছ্ৰদ বাথিয়া) ---থাক অই খানে থাকরে কুহকী তই।--মুছাও নমুন মা তোমার হও শাস্ত, কর চিন্তা দুর :--বাাকুল হয়েছে চিত্ত যে চর্যোগ দেখে. সংযোগ করেছি তার হেন স্ককৌশলে. হয় নাই কারু দেহে লোমান্ত নিপাত। জনমগ্র তবিমাঝে যাদের চীৎকার শুনিয়া, অন্তরে তোর লাগিল আঘাত. প্রাণে বেঁচে, প্রাণাধিকে আছে গো সকলে বলো মা কিঞ্চিৎ এবে শুনাব তোমায়। নলি। কতবার, পিতা তুমি, বলিবে বলিলে . বলিতে আরম্ভ করি বলিলে না আর. ব্যিংবার অন্তন্ম ক্রিলাম কত, সময় হয় নি বলে নিরস্ত হইলে। বৈজ। সে সময়, ওরে বাছা, হয়েছে এখন, এখনি শুনাব তেরে শ্রুণ ভরিয়া:-হা। নলিন, হাা গা তোর পড়ে কি গা মনে এ গুহাতে আসিবার বিবরণ বিছ ? কোন কথা আগেকার আছে কি আলে ৪ বঝি তা মনে নাই—তথন শৈশবে ছिलि जुड़े, जिनवर्ष भूर्व इय नाई। নলি। হাঁ। পিতা, পড়ে মনে। বৈজ। বল মা. প্রকাশি বল, কি আছে স্মরণ কিবা অবয়ব তাব--গৃহ কি মানব গ नि । चारतक निर्मात, भिजा, कथा रम मकन, দেপি যেন স্বপ্তৰ আঁধার আঁধার. দীপ্রাকার নহে তত :--বোগ হয় যেন

দাসী ছিল চারি পাঁচ সেবিত আমায় :---ছিল নাকি ? হাাগা? বৈজ। ছিল গো মা,ছিল তোর অনেক কিন্ধরী: চারি পাঁচ নয় ভধ: কিন্তু বল দেখি এসৰ ব্য়েছে চিতে অন্ধিত কিরূপে ? নিবিড ভিমিত্র্যায় কালের জঠরে আরো কি দেখিছ বলো ৷-তেথা আসিবার আগেকার কথা যদি হতেতে স্মরণ. স্মারণ থাকিবে তবে কিন্তপে এখানে আসিলে বা কত দিন প নলি। সে কথাটা মনে নাই। নলিনী বে হলো আজ দাদশ বংসর. নরপতিকলে তোর জনক প্রমতি ছিল স্থবিখ্যাত রাজা কম্পন প্রদেশে। নল। হাাগা-তমি না আমার পিতা। বৈজ। তোমার জননী বাছা, পতিরতা সতী: তিনি কহিতেন তুমি ছহিতা আমার; ত্ব পিতা কল্পনের সিংহাসন পতি. বংশের প্রদীপ তুমি এক মাত্র তাঁর:— তুমি বাছা রাজার নদিনী। নলি। হা বিধাতঃ-হা বিধাতঃ ! কুচক্রে কি তবে স্বদেশ হারায়ে মোরা এসেছি এখান :--অথবা সে আমাদেরই সৌ গারে **গুণে।** কৈজ। এই বটে-মরে বাছা বলিলি থা তাই;— ক্রচক্রে স্বনেশহারা —ভাসিয়া সাগরে. অনুক্র ভাগ্যংলে এসেছি এথানে। নলি। হায়। পিতা-মনে নাই-না জেনে সন্তাপ দিয়াছি তোমায় কত :-জাবিতে সে কঞ্চ ও গো, হৃদয় বিদরে।—পিতা, তার পর १ বৈজ। তোর গুলতাত, স্বতে, মোর সংহাদর— অনস্ত ভাহার নাম-হা রে নরাধম !--ভাই হয়ে, শোন শোন ভাই হয়ে কত বিশাস্থাতক হলো:--এ জগতে যাৱে প্রিরতম ভাবিভাম তুমি ছাড়া, স্বতে!

তারি হাতে সঁপিলাম রাজত্বের ভার
স্থবিখ্যাত যে রাজত্ব জনপন মাঝে,
বৈজ্ঞয়ন্ত নরপাল শাস্ত্রে মহিতীয়,
গৌরবে সন্ত্রেম যথা ভূপতি-সমাজে।—
নিরবিধি বিরলেতে বিদ্যার চালনে,
থাকিতাম ভাতৃকরে রাজ্যভার দিয়া;—;
অবশেষে বিরধর বিধাস্থাতক—।
তোর সেই খুরতাত—শুন্য কি?
নলি। শুন্তি গো।
বৈদ্ধ। স্থনিপ্র ক্রমে হলো শাসন কৌশলে;—
কারে অনুগ্রহ কারে নিগ্রহ করিতে,
কার পদোরতি আর কার অধ্যেগতি,

কার পদোরতি আর কার অধাগতি,
কি ভাবে করিতে হয় সকলি শিগিল;
তপন কুটিল ভাব ধরিল হর্মতি;
ছিল যারা অন্থনত ভুলায়ে তাদের
হস্তগত করিল সে গড়ে পিটে নিয়ে,
অমাত্য আয়ীয়গণে কুমন্ত্রণা দিয়ে।
আপনার হাতে পেয়ে রাজার ভাণ্ডার,
দান বিতরণ করে রাজার প্রসাদ,
স্বইজ্যায় সকলের চিত্র নোয়াইল;
ভক্ত হলো রাজ্যস্ক উপাসক তার।
আপ্রিত থাকিয়া লতা তক্তনেহে যথা
আজ্য়ে করিয়া শেষে শুকায় সে তক্ত,
সেইরূপে রাজ্যেহ চাকিয়া আনার,
হরিল নেহের তেজ—করিল নীরস "—
শুন্ত গা।

নলি। শুন্চি পিতা।
বৈজ্ঞ। শোন্গো, অনক্স মনে শোন্গো এ কথা
জ্ঞানতক চিত্তক্ষেত্রে বোপণ করিতে,
বিভারপ কিবণেতে হান্য মণ্ডিতে,
পাকিতাম এইরূপে নির্জ্জনে একাকী;
যশংশুভা সে বিভার কত দেশাস্তবে
উজ্জ্লা হতো পো আজ নির্জ্জনে না হলো।সেই অবসব পেয়ে তুর্মতি চণ্ডাণ

অনন্তের ফ্রন্থেতে খলতা জনিল;—
তার প্রতি বিধাদের ইয়ন্তা ছিল না,
তারো এবে না বহিল ধলতার সীমা,—
ভাণ্ডারেতে ছিল যত সঞ্চিত বিভব,
লুটারা দৌতায়া করি উপার্জিল যত,
মুক্ত হতে, অকাতরে ছড়াতে লাগিল;
হয়ে রাজপ্রতিনিধি, পেয়ে রাজপুজা,
অমে আপনারে ছলে ভাবিতে লাগিল
কলন-ভূপতি দেন সতাই হয়েছে।
যথা আপনার ছলে ভূপিয়া আপনি
অসতাকে সতা ভাবে নিগাল যে জন;—
বাহাকারে ছিল রাজা—রাজপ্রতিনিধি,
রাজবেশে আড়ম্বরে ক্রিত ভ্রম্ন,
আশা বৃদ্ধি হলো তাই আকাশ ধ্রিতে।—
তন্ত না।

নি। যে জন ববির সেও শোনে গো এ কথা। বৈজ। অবশেষে আমারে দে ভাবিল অসার,— (হায় বে অভাগা আমি) মম গ্রন্থাগার ভাবিল আমার পক্ষে রাজ্য বিপুল। রাজন্ব শাসনে আমি নিতান্ত অপট. বুথা তবে ছন্মবেশে কি কারণে থাকা. ভাবি, কণটতা দুর করিল চুর্মতি. হরিল দে দিংহাসন ছরাত্মা অধম। করিল গুজ রাট দনে সন্ধির বন্ধন হোতে তার পদানত—দিতে উপহার অঙ্গীকার করিল দে অনভিক্ত চোর:--তার কিবীটের তলে কিরীট নোমাতে. লুটাতে কন্ধন বাদ্য - (হা পোড়া কন্ধন. ভাগো যাহা ঘটে নাই কথন বে তোর)-লুটায়ে ফেলিতে তোর শত্র-পদতলে। नि । श ष्युष्टे ! रेवज। এই मिक्कः - भद्र এই मिक्क अनुमाद्र

ঘটাইল যে ঘটনা, শুনে বল বাছা.

নরাধম দে চণ্ডাল ভাই কি আমার প

नि। भिजामही शक्त बन, कू जीविटन नाई; কিছ পিতা কুলাঙ্গার, কুপুত্র কথন জনমে সোণার গর্ভে ? বৈছা। ভন স্থতে তার পর। হেন সন্ধি পেরে, চিরশক্র আমার সে গুজ্রাট-ভূপতি তথনি সম্মতি দিল: -- দলির নিয়ম--বাজপুজা, বাজকর (মনে নাই কত) खंड वांग्रेथिकित मित्र गम मार्शनिव, তার বিনিময়ে সেই গুজুরাটভূপতি, নির্বাসিত করে দিয়ে তোমায় আমায়. আমার ভাতার হস্তে করিবে অর্পণ. मन्भन. क्रेयर्ग मर कहन-अतम । অতঃপর এক দিন গুরু রাটের দেনা. নিবিড তিমিরাচ্ছন গভীর নিশীথে. বেডিল নগর সীমা: --খলিল আপনি শ্বহন্তে নগর ছার অনত পামর। সেই অন্ধকার রাজি ভোমায় আমায়. নিয়োজিত ছিল যারা সে কার্য্য সাধিতে, थविशा निभिष्ठ गर्था निक्टेंक ने इर्टना কত কালা, তুমি বাছা, কাঁদিলে তখন। নলি। হা অনষ্ট !--মনে নাই-পিতা গো মাণার कैं। मिटल वांमनां द्य वांद्रिक आवांत : হায় হায় কেন না কালে —হায় এ কথায়! বৈশ্ব। আরো কিছু গুন ভবে বুঝিতে পারিবে উপস্থিত এ ঘটনা, নতুবা নিক্ষণ कहिनाम यक किছ। नि । त्यरे मट्ड, हैं। शा भिडा, शाल ना विद्व Cकन छाता क. छ रुला ? বৈষ্যা ক্ষরে বাছা, তত দুর সাহদ ধরিতে পারে নাই পাদভেরা.-ক্সনে আমায় এত ভাগ বাসিত গো প্রভারা সকলে। অথবা সে অভিসন্ধি হিল না তাদেব কিয়া লোক-অপবাদ এডাবার ভবে গোপনে সাধিতে কার্য্য মনস্থ করিল.

(সংক্ষেণেডে বলি শুন); — দে ছুৱাছুগ্ৰ আসিয়ে সাগরতটে, ভাসাইরে ডিঙ্কি, क्यांटन के करकान शब बाहिएय हानि . পরে এক তবিকার অতি জীপকায়া জীবন শঙ্কায় যাহা মৃষিকেও ত্যজেতে. তাহে ফেলি চণ্ডালেরা স্বনেশে ফিরিল। চতুদ্দিকে হুছকারে তর্গ ছটিগ शामित्र दम ज्याजी - ज्याप्त वालित বাবিধির পানে চেয়ে কাঁদিলাম কত। প্রন্দেবের কাছে কতই মিন্তি ক্রিলাম গ্রবস্তে:-মামার ছঃখেতে कैनिट नाशिन वायु नियान छाड़िया: হায় বে অনষ্ট গুণে দে শ্বেহ আমার অনিষ্টের হেড় হলো। নলি। তখন কি গলগ্ৰহ হয়েছিছ, পিতা। মা তুমি তগন-

দেবকন্যা তৃশ্য হছে বীচালে আমায়।
আমার চক্ষের জল সাগরের জলে
পড়িতে লাগিল যত—ঘন ঘন কোটো,
তৃমি বাছা, নেবদত সাহদে নির্ভিদ,
হালিয়ে মধুর হাসি, নিধালে আমাফ
সাহসী হইয়া চিত্তে ধৈরম ধরিতে
নলি। হাঁা গা পিতা,কি উপায়ে এখানে উঠিন ও
বৈজ্ঞা অরে বাছা,

ন্ধাত ঈশার খিনি তাহারই ক্লায়;

নকে ছিল থাত জব্য মিট জল কিছু
নয়াভেবে তরি মধ্যে সঙ্গে নিয়াছিল
অঙ্গ্রাটের রাজমন্ত্রী, প্রচেতা নয়ালু,
আমানিগে নেশাস্তর করিবার ভার
আছিল যাহার প্রতি;—পরিণাম ভেবে
পরিধেয় বল্প কিছু সংল নিয়াছিল,
এতনিন তাহাতেই হ্যেছে স্থার;
রাজর হইতে আমি গ্রন্থ ভালবাদি
গ্রহাগার হ'তে তাই বাছি ক্তিপ্র

পূথি সংক দিয়াছিল।"
নিল। কগনো তাঁহার সংক দেখা যদি হয়।
বৈশ্ব। [য়মালীর প্রতি]
হয়েছে বিশ্ব নাই—[নলিনীর প্রতি]
বলো গো মা তুমি;

শোন এর পরিশাম: আসি এই স্থানে গ্রহণ করিত্ব তোর শিক্ষকের ভার: রাজার নব্দিনীগণ পায় না অনেকে পেষ্টেত যে উপকার শিক্ষায় আমার : **८इन खक घट**छे नांक डाटगाटड डाटमत. বুথামোদে করে তারা বুথা কালক্ষ্য। নলি: মঙ্গল করুন, পিতা, ঈর্থর তোমার: এবে দেব কহ শুনি কি হেতু এ ঝড় छेठेविस घटेवित व दहन इत्यांश : সে কথা জাগিছে চিত্তে এখনও আমার। বৈজ। থাক আজ এই অবধি :-এবে ওভগ্ৰহ হয়েছে আমার, বাছা,-পড়েছে গর্পরে ছবন্ত বিপক্ষাণ, এসেছে এ দেশে; এ ভাগতের ফল এখন যুনাপি না লভি.তা হলে আর এ জন্মে পাব না ;-व्यात स्थाइँ अ ना. वाष्ट्रा, श्रायक निमान . निषा यां अ क्नकान, -- निषाय विशाय मदशेषप औरदनद ।—(निननी निधि)

—— সাধ্য কি এড়াতে, আগেই তা জানি আনি।-স্থনালি-স্থনালি! অ'ম বাপ, কাছে আমু—নিশ্চিন্ত হয়েছি। (স্থানীর শ্রবেশ।)

শ্বমা। জয়, প্রাকৃ, — জয়নাথ — জয় দেব, জয়; —
জাকালে উড়িতে কিবা পাতালে ডুবিডে
অনলে পশিতে কিবা মেখেতে চড়িতে
কুগুলী বাধিয়া যবে ওঠে সে আকালে, —
কি আজা করুন; প্রাভূ।

বৈজ্ঞ : স্থালি !—প্রণাগীমত বলেছির যথা অর্প্তান করেছ ত ? হুমা। প্রভু, তার বর্ণ বিন্দু অন্তথা করিনে:--উঠিগাম বাজপোতে জ্বিতে জ্বিতে : ক্ধন গ্ৰহীমুখে ক্ধন পিছাডে. কথন চাতালে আর কখন বা খোলে. ক্ষন বা মাস্তলের ডগায় ডগায়. परे बनि **ब**क ठें.रे-बरे कम ठेंरि. এই আছি এইনাই, আবার মিশাই, হঠাং একত্র হয়ে:—অবাক সবাই চাহিয়া বহিল যেন ভেঙ্কী ভেকা হয়ে। ভীমনাদ ভয়ন্ধর বজের আবেত ছোটে যে বিহাত-শতা দেও ফ্রন্ডারি নহে তত ক্ষণস্থায়ী, চকিতা চপলা:-গৰু হ পোড়ার গৰু বুনো পোড়া. স্ত্রপাকার ধ্মরাশি, ছর্গন্ধ বাতাস, किं किंग, कैं। कि किंग, ने क्या कर, इनारक इनारक वर्ष्टि अन्धि दिष्टिन : অভয় সমুদ্র চেউ অস্থির ভয়েতে. পাতালে বৰুণ হতে ত্রেশ্ব কাঁপিল। देव । नावान, स्रमानि !-- नावान ।--এ বিপদে স্থির বুদ্ধি স্থিরচিত্ত হয়ে ধৈৰ্য্য ধরে তার মধ্যে ছিল কি রে কেই १ স্থা। কেউই না:--ভয়াকুল হতবৃদ্ধি উন্মত্তের প্রায়. হতাশ হইয়া ত্যজি অগ্নিমন পোত. দাভি মাঝি ভিন্ন দবে সমূত্রে পড়িল,— সাগরের ফেনামাথা তরকের মাঝে। ভয়ে কদম্বের ফুল মস্তকের চুল বসত, বাজার পুত্র, রোমাঞ্চ শরীর,---

পড়িল সাগর-গর্চে সকলের আগে। বৈজ্ঞ। বাপ্ আমার বেশ ? কিন্তু বাপ্ এ হুর্য্যোগ কিনারার কাঞ্ছে করেছ ও সক্ষটনা ?

"প্রেতরাজ্য শুন্ত আজ, প্রেতরুক্ষ যত

ममागण এই স্থানে" वनि डेक्ट सद्व

সুম। প্রভু, অতি কাছে। বৈজ। ওরে, পরি, তারা দনে নির্ন্ধিন্নত আছে? বৈজ। এখনি কি ? স্থা। প্রভ গো,— কাহারই মন্তকের চলটি থলে নি, वज भविष्कान कार्या मांगि नार्म नि, বৰং অধিক ভাৰো উত্তন ক্রেছে : দলে দলে সকলেরে ফেলেছি ছভারে এ দীপের চতুর্দিকে,—দথা আজ্ঞাতব; আপনি তুলিয়া আমি গুজুরাট তন্যে শীতল ছায়াতে একা বদায়ে এদেছি: বসিয়া জলের ধারে শীতল বাতাদে. বাঁধি বকে এইরপে এই ব'হলতা. क्वितिरङ्ख्या धन सन सनीयं निशाम। বৈজ। বাজপোত, দাভি মাঝি, অতা অতা আর বহরের যত গোত কোণায় রেগেছা? স্থা। এ দ্বীপের প্রান্তভাগে বাছার জাহাজ লুকায়ে থুয়েছি সেই গভীব দাঁ,ভিতে, এক দিন, প্রভু যথা, ডাকিয়ে আমায়, কহিলা আনিতে বারি বক্ষঃরুদ হ'তে যে হদের ভীরবারি তপ্ত অতিশয় চক্রাকারে ঘুরিতেছে যুগযুগান্তর; অন্ত অন্ত ঘত পোত অতি ক্ষতাবে চলেছে গুজুরাট মুথে একতা জুটিয়া,-ভারত সমুদ্রে ভাগি ধীরে। বৈজ। দকলি প্রণাগীমত করেছ, স্বমালি। কিন্তু বাপ, কিছু বাকি আছে, বেলা কত ? স্থা। ছই প্রহর অতীত হয়েছে। दिख। চারদও বেশী इ छेक, -- এর বেশী নয়; সন্ধার প্রাক্তকালে কিন্তু সাম করা চাই. অবশিষ্ট এখনো যা আছে। স্থ্যা। আঃ—আবার খাটুনি ? কষ্ট দিচ্চ এত ; কিন্তু মনে যেন থাকে করেছ কি অঙ্গীকার।---देवल। कि १-(यन अवांधा १-कि नाम १

স্থা। দাসত্ব মোচন। निव्योग ठ कांत्र पूर्व इव नि এখन. अति मत्या १-इश्। ত্রমা! প্রভূ আমি কত কাজ করেছি ভোয়ার: প্রতারণা করি নাই মিথা। কথা বোলে : यथामांमा शानभाग मिता वाळि शाहि. কথার অবাধ্য নহি তিলাদ্ধ কথন। ভোমারি গো শ্রীমুখের এই আজা ছিল. নিয়মিত সময়ের একবর্ষ আছে আমাবে নিন্দতি দিবে। বৈজ! উদ্ধার করেছি তোরে কি যমণা হতে, সে সৰ ভণিলি ৰঝি ৪ স্থা। ভুলি নাই, প্রভ। বৈজ। নিঃসন্দেহ ভুলেছিদ; -এখন তোমার সাগরের ফেনামাপা তরঙ্গে ছাউতে, বায়ুর পশ্চাতে শুন্মে গগনে উড়িতে, হিমাজ্য পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে. আমি আজা করি তাই—বড় কট্ট হয়। ख्या। ना, अडू। বৈজ। পাপাত্মা-অসত্যবাদিং মিথা। কথা তোঃ **এशन (म जिक्रोटिक जुटन दिन १ ५ १** পাপিष्ठा छाकिनौ (महो, (नश्रत द्वा श्रत). অতি বুলা- প্রহিংদা, প্রদেষ করে. इराष्ट्रिम नी-रिन्ध मन्ति-भागातः চল্তে গেলে মাজাভাকা ধনুকের মৃত মাটিতে আসিয়ে তার কপাল ঠেকিত. मखशीन याष्ट्रे शांट पृष्टि भिष्टि, বিষম ডাকিনী সেটা-তারে ভুলে গেলি १ द्यभा। ना,। अञ्, जुनि नाई। বৈজ। তুলিদ্নে १-বল্ তনি,বল কোথা তবে জন্মছিল সে ডাকিনী। সুমা। উনমপুরেতে। বৈজ। বটে १-হা পাষ্ড! মাদে মাদে তোঁ

চেতাইতে হবে দেখি—স্ব ভূলে গেলি: থাকিত উদয়প্রে বিকটা ত্রিজটা, জানিত সে ছিটেফোটা, মন্তন্ত কত, সম্ভে জোয়ার ভাটা চক্র সূর্যোদয করাইতে পারিত সে—দাধা ছিল এত। অভ্যাহার অপকার লোকের অভিত করেভিল কতই যে--সে দ্রব ভ্রিলে শ্রবণ বোধিতে হয়।—তাই সে ছট্টারে দর করে দিয়াভিল দেশ ছাড়া করে. • উন্মপ্রের লোক – প্রাণে না ব্রিল शर्डरही द्वांटन द्वाही:-- गामन द्व. ঠিক কি না গ

ঠিক প্রেড । 371 বৈজ। এই থানে লাভিম বি বিজ্ঞানে আনি রাথিয়া চলিয়া গেল .- তেই বে সমালি-আমার কিন্তুর এবে. – তের্তির মণে গুনি ত্তিপি তার কেনা নাম: —খতি প্রকলার ८कामन अवीत ८७१त-- क्तर्गः, कठेन পালিতে তাহার আছে৷ কবিভিদ হেলা: ভাই ভোৱে দে ডাকিনী-ক্রোবে অফ হয়ে বাজিয়া বাখিল এক ভালবক্ষ ভিবে. অক্ত যত বলবান ভূতা সহকারে। -ছিলি সেই বক্ষে গাঁথা ছাদ্ৰ বংগ্ৰ. ইতোমধ্যে ত্রিছটার প্রাণভাগে হলো, তই বন্ধ ৱহিলি সে ব্রকের ভিতরে: জাতার শবেদর নায় ঘর্ষ নির্যোষ করিতিস কণ্ঠশানে বৃক্ষ মধ্য ২তে: জনপ্রাণী কেই—ছিল না তখন হে. একটা স্থপ পশুবৎ কিছত আকার মহুবা আকৃতি মাত্র—অরণো ভূমিত। ত্রিষ্কটার বেটা সেটা---स्था। वटि वटि.—(महे वर्षि.

হেগা এদে কি ছফিশা দেখিলাম তোর. কি নরকভোগ ওরে মনে কি তাপড়ে ? তোর দে চীংকারে-ডাকিত বনের বাঘ. 5ির-বোষণরবশ ভর্কও কাদিত। দে হুৰ্গ ত হোতে কতু পাবি যে নিস্তাৱ ভাষা ছিল না তাব (গতারু বিজ্ঞা); আমি মন্ত্ৰলৈ তোৱে কবিল্ল উভার: ভাগরুক পুনর্নার ছই খণ্ড করি মেতন ক্রিড তোর বলনের দশা। प्रमा। अ इ. म ७३२, बाहारप्रज्ञ अलकान किस्स्य । বৈজ। বিবজ ক্রিবি ধনি পুনর্রার তুই ধৰজা কৰিয়ে প্ৰজোনাৰ সুক্ চিবে ব্যক্তির প্রথমের সেরে: - স্থানশ বংসর মরিটি টাংকর করে। দেশ সান্ধান। ज्या। अत्। क्या का बात वापि वतात स्त्री. প্রিব ভেনার বাজ-বোল্ল ক্রিবে। देवक । ७। इदम इति । भद्रत नामक पुराव । ম্বনা। ভাই ভ বাটে –এবা হলে মানৰ কি হয়: পৰ, পাত, ীৰ বল, চি আছে: তোমার। বৈজ। দা এগন-নাগক্স। রাণ ধরে আবি: অন্ত কাক নাহি হবি দুষ্ট্ৰ গোচৰ ৩ই থার খাম ছালা।--মা শীল ধা ! [ख्यानीय अञ्चल ।] है। का अन्य किया मिलि आमाव ঘ্যায়েছ বহুদ্ধ। নলি। পিতা গো, তোমার শুনিয়া অন্তত কথা নিদ্রা আক্ষিণ। অবসর নিজাভাবে এগনও অল্সে এশায়ে পড়িছে এর ভূমিতে লুটায়ে। বৈজ। এনো মা আমার দঙ্গে, আনস্ত ত্যঞ্জিয়ে, वाराजेत कांट्ड यारे :--वाणि कि वड्डार. করিছে দাসম, ৩৫ ছলেও কথন বৈজ্ঞা আঁরে মুর্থ-আমিও তাই বল্চি সেই সে मिष्ठे कथा गूट्य नाई। ट्रम्डे वर्क्के — व्यामांत्र त्य किन्नत्र अर्थन ; — | निला । भिला । दमले व्यक्ति भागी ।

মুখ দরশনে তার মহাপাপ হয়।

বৈজ্ঞ। কি করিবে বল মা, সে না হলে ত নয়;
বারি আনে, কান্ঠ ভাঙে, অগ্নি জেলে দেয়
কতদিকে আমাদের করে সে স্কলার।
প্রের প্রঃ—প্র বর্মিট; —পাত্তাবাহক
বেটা মৃত্তিকার ডিপি—কথা নেই যে ?
বর্মিট। (ভিতর হাইত)ডের কাঠ ভোলা ম ছে।
বৈজ্ঞ।বেরো বল্ডি-পাজি ব্যাটা ডের কাছ মাছে
বেক্লি ?——

(পরির পুনঃ প্রবেশ।) বাঃ—স্থমানি বাঃ—উত্তর সেজেছ। শোন বলি—(কানে কানে কথা।) স্থমা। যে আজা

প্রেছান ৷

বৈষ্ণ। ওরে ও প্রাণিত —ওরে ভূতের জন্মিত — বেরো বল্চি।

(বর্লটের প্রবেশ :)

বর্ম । কচু পাতা চল্ চল্, শিশিবের জগ'
তাতে মাকড়ের নাল, সাপের গরল,
উঠিয়ে কাকের ডাকে মা বেট আ্যার
ক্রিত যে মন্ত্রপড়ে উনুধ ধোগাড়,
উহাদের জ্জনার মাধায় পড়্ক
চোক্ কাণ নাক মৃক পুড়্ক পুড়্ক।
বৈদ্ধা দেবিদ্ এর শান্তি আছি বাত্র পাবি তুই,

জে। দেখিস্ এর শাস্তি অ'জ রাজে পাবি তুই,
হাতে, পারে বৃকে, পিঠে বাতের কান্ডে
কাণামাছী বোলতা ডাঁদ দারা বাত্রি ধরে
দংশিবে বে আজ তোরে-বিদ্ধিতে থাকিবে।
ভিম্কলের চাক যথা —তেম্নি হবে কুলে
দর্মান্ধ —শরীর তোর।

বর্ষ। ঈশ্-ভাই বলে আমি বৃদ্ধি ভাত থাব না জিঙ্গার বেটা আমি-আমাবই এ দ্বীপ — আমাবই ত বাজাদেশ অধিকার এই। এদেছিলি এই দেশে প্রথমে ধ্বন মন্ত্র করে সমাদ্র ক্রিভিস্কত;

গায়ে বৃগাভিদ হাত ;—শাওঘাতিদ ক্র ভि:त्र छेन्छे:न फन :-- श्राकाटनव श्राटना नित्न द्वार प्र इटि य यु त युद्ध खर्ड. ভোট বছ সে হটোর নাম শিগতিদ: তথ্য তুহারে আমি বাসিতাম ভাল: কি আছে চোৰাম হেবা নেগামেছি তাই बिटरे बिटरे वांति यता পाहांट्ड পाहांट्ड. কোথাৰ উৰ্ব্যা মাট কোথা মঞ্চ ছবি — গু খেরেছি দেখায়েছি।---ত্রিস্কট। মায়ের ছিল ছিটে ফে টো যত -মাক্ত শেক্ত ব্যাপ্ত বিবের আধার-প্রক তোলের ঘাড়ে, ধরুক মছক ! আগে বান্ধা ভিন্ন হেথা, এখন ভোলের এচনার প্রদা আমি হয়েছি এ দেশে: ভোৱাই কবিৰ ছে'গ বিপুল এ মীপ, আয়ারে রাখিদ ফেলে শুকরের মত ক্সিন গহৰ। এই প্ৰতিভিত্রে। देवका घटा वाले. भिथावानी डांटनाव यवित्र. প্রহারের বশ ভূই-পড়ে না কি মনে কত সেহ করৈতাম রাগিতাম কাছে থাকিভিদ এক সঙ্গে কুটারেতে শুয়ে : কিন্তু ভূট, নৱাধ্য ইচ্ছিলি হরিতে কন্ত ব কৌমার পর্য অপর্য আচাতা :--তাই ভোৱে দূর করে দিয়াছি এগানে। वर्त । छ ,- इ -- कि नन्त ! कि खर्या गई तरह তুই যুদি দে স্মুৱে বাদী না হতিস. এত ৰিলে এ বাজ্যতে আমার মতন द्यां द्यांचे वर्षद्ये इस्ट वटम द्य: छा । বৈষ। পাপিন্ন, পাতকী, - তুই অতি নরাধম।-কত যত্ত্বে দিয়াছি যে কত উপদেশ. पटछ पटछ घरतर पर भिथा। रूटना ;→ অবে প্রু, আরে তুই প্রতুগ্য ছিলি,

क्रा, गुरान, छांग, त्यत्वत मन्य.

ছিল তোর কণ্ঠন্বর তাৎপর্য্য বিহীন,

আমি তোবে মহযোর ভাষা শিধায়েছি. কিন্তু ভোর জাতিধর্ম এমনি কুংসিত. ভৱের স্থপাধ্য নহে তোর সঙ্গে থাকা : না বধে,পরাণে তোরে রেখেছি যে হেগা এই তোর চের ভাগা।

বর্ম। ভাষা শিথিয়েছ ! বড়ই কাছ করেছ । निट्ड मज्यु इट्यूडि—उई ওলাউটোয় মর—তোকে মডকে ধরুক। বৈজ্ঞ। দুর হ ব্যাটা পাজি নজহার—দুর হ: কাঠ আন্গে যা ;—ভাগ চাদ ত শীগ্রির या।- भिडेदव डिंग्रेनि (य ?- (नग. यनि আলিখ্রি করিস ত এগনি এমনি বাত ধরিয়ে দেব যে পাঁজরের এক এক থানা হার থোরা যাবে — আর এননি চীংকার করবি যে বনের পশুগুলো স্কুর কাঁপতে थाक्रव।

বর্ক। না লোহাই তোমার, আমায় মাপ কর। (স্বগত) কি করি, যা বলে করতে হয়:---বাটার এমনি দাণ্ট যে আমার মায়ের अक्टब विशित्ति (छानां हर अध्वरक अक পাষের তেশায় ফেলে পেঁপলে মারতে भारत ।

देवन ! या शाही-छद्य या ;

। वर्सटिव शक्षान ।] (গান বাত করিতে করিতে অদুগভাবে স্থালীর

श्चमांनीय शान।) বাগিণী গলিত — ভাগ আড়াঠেকা। मिवा इत्ना व्यवमान पुविष्ठ मिहित ; यायिनी व्यानिटक भीटत हटलटक मधीत । **ट्याच्य ब्या व्या**. সাগরেতে শতদগ, একি কামিনীর ছল প্রাদে করিবর। পত্ত পরে চারি ধারে. कराजीन मिरा करत. छेज़ार समत्।

ছডায়ে ক্তল পাশ. অধবে মধুর হাস প্রনে উভায় বাদ, ভুগাতে অমর। এসো কে দেখিতে যাবে, এ মান্তা ফুরায়ে ঘাবে. এখনি ভাস্ক ডবিবে, আসিবে তিমিব। यामिनी आनिएक शीरत हरलाह समीत। বস। হেন গীও বাজধানি কোথা হৈতে হয়-আকাশে না মহীতলে ? বাজিছে না আর হবে ব্ৰি এলীপেৱই কোন দেবালয়ে বসিয়া জিলাম পেলে সাগবের তটে, ভাবি জনকের কথা অশ্রম্ম আঁথি, হেনকালে যেন গীত সাগর হইতে শ্রেতে ভাসি, কুলে উঠি, প্রবণে পশিল: অমনি হইল শান্ত স্থমপুরস্বরে আমার চিত্রের আর তরঙ্গের বেগ: আইলাম সঙ্গে সঙ্গে গুনিতে গুনিতে किश्वा (यम আকর্ষণ করিয়া আনিল। যাই হোক —নাই আর, নীরব হয়েছে, मां मां - व्यातात वाहे - वाहे त्य तालिए । स्थानीय शान । রাগিণী আলেগা-তাৰ আভাঠেকা। কি হবে কাঁদিলে ভবে কেই চিরজীবী নয়: ভূপতি শক্তিহীন করিতে শমন জয়। গভীর গভীর জলে. उद भिजा देवचत्म, সৌরত গৌরব ভবে, হয়ে আছে শবকায়। অই শুন শভাধানি. পাতালে নাগকামিনী. প্রবেশ, ঐ শবেষর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বসম্ভের প্রবেশ। সে দেহ তুলিয়ে আনি, অস্ত্রেষ্ট করিতে বায়। যাও হে ধরণীনাথ. যোজন যোজন পথ, পুরাইতে মনোরথ, দেখিতে পাইবে তায়। বস। আমারই যে জলমগ্ন পিতার বারতা क्रमाइट्ड এर नी 5 !-- (मवकी हिं रेरा ;--হেন স্বযধুর ধানি ভূমগুলে কোথা !--আবার বাজিছে অই ! স্থীগণে নৃত্য করে, বিজ্ঞ । দেখ্ নলিন্-দেখ্ এদিকে-বাড়ায়ে ওপানে-

है। श वन् तिथिम कि १

নিল। তাই ত গা।-কি গা ও-পরি বুঝি হবে ? আহা মরি। অপরূপ কিবা মনোহর। দেখিছে কি চারিদিকে, চেয়ে চেয়ে দেখ,-পরিই ও বটে, পিতা। বৈজ। অৱে বাছা পরি নয়,-আমাদেরই মত নিডাহার অভিলাষী -- আমাদেরই মত আছে দৰ্ব জ্ঞানেলিয় :- ওই মুপুৰুণ ছিল সেই জলমগ্ন তবণী ভিতরে: হয়েছে মলিন কিছ শোকের উত্তাপে। (ठिखाई भोनामाज्ञल कन्नमात की । তা না হলে বাখানিতে পারিতে উহারে স্থানর পরুষ বলি ৷—সঙ্গী হারা হয়ে. তাহাদের অবেদণে ফিরিছে একাকী। মলি। দেবতা বলিলে বঝি বলিতে বা পারি: পৃথিবীর কোন বস্তু এমন স্থল্র চক্ষেকভ দেখি নাই: বৈজ। (স্বগত) এই যে,যা ভেবেছিত্ব;-স্থমালি বে আর ছটি দিন পরে তোর দাসহ বুগার। বস। বৃদ্ধিলাম এতক্ষণে, এরি সুরিধানে, গীত বাত হয় নিতা—দেবক্তা ইন: कत्राधारण. ८२ श्रमवि । कवि ८२ मिन्छि. নিবাস কি এই দেশে —কহ কুণা কবি ? কুপা কবি মোরে কিছ শিবাইরা দেও এ দেশের রীতি নীতি প্রথা ব্যবহার: শেষে করি নিবেলন-একান্ত স্থানিতে মনের বাসনা ঘিট -ক্ছ বিনোদিনি. হয়েছে কি পরিণয় – মাজ বা কুমারী গ रिव । क्यांबी व नरहे. - डांट का कांग्रेहे। कि श বস। একি। আঁ। -আমাএই যে স্বদেশীয় ভাষা হায় যদি থাকিতাম স্বদেশে এখন. হোতাম সৰ্দাংশে শ্ৰেষ্ঠ, আমিই সে দেশে। रेक । कि विशि-मधीश्रम (अर्थ दश जिन्दम्दम्दम. এ আম্পর্কা শোনে যদি গুলু রাট ভূপতি কি হবে বল দেখি তবে ৪

বস। শুনায়ে গুজুরাট নাম, তুমি হে যাহারে করিলে বিশ্বয়াপর হয়েছে এগন সে অভাগা পিত্হীন-পিতাও আমার স্বর্গে বিদি শুনিছেন আমার এ কথা---স্বর্গে গিয়াছেন তিনি তাই কাঁনিতেছি। আমিই গুজুরাটপতি হয়েছি এখন: জনধি জীবনে পিকা মগ্র যে অবধি করিতেতি অক্রপত—বিগলিত ধারা দেশ ভিক্ত এখনো বয়েছে। নলি। হায় ! হায় ! কি বেদনা ! বস ৷ সত্য কহি ডুবেছেন জনধি জীবনে; সঙ্গে যত পারিষদ তারাও ডুবেছে; অপূর্ম তনয় সঙ্গে কন্ধনভূপতি পি গাপুত্র এক সংশে মরেছে ভূবিয়া i বৈজ। (বগত) অরে মৃত্, কন্ধনের প্রকৃত ভূপতি অপুর্ব সহস্র গুণ তন্মা তাহার— এই দত্তে পারে তোরে যথা শাস্তি দিতে। पर्यत्वे ७ जन्हे रखाइ क्लंबाव : স্তমালি বে, ভৌবে এর পুরস্কার দিব দাসক গলায়ে তোর। (বদন্তের প্রতি) আরে ধর্ত্ত শঠ, শোন বলি - হেগা আয়। নলি। কেন পিতা, এঁব প্রতি কঠিন এখন ৪ মানৰ জাতিতে আমি ফেবিজ নয়নে डेनिडे छ होत्र वाकि: - हेनिडे अथम. কঁ নিল ঘাঁচার জন্ম জনম আমার ---করুণা উন্ম হোক পিতার জনয়ে অমির মনের মত হোক জাঁর মন। इ.९ यति, ८१ असति, ज्ञि ८१ कुमावी. घटना यनि बदनावांधा नाष्टि निया शांक. বসাৰ ভোমায় ভবে কবিয়া বরণ গুজ বাটের সিংহা**সনে**) देवज । थाम - थाम -(সগত) হুদ্দার প্রেমে বাঁধা পড়েছে হুদ্ধ অ্যতন করে পাছে ভাবিয়া প্রলভ,
প্রলভ না ভাবে যায় তাহাই ঘটাব।
(প্রকান্ডে) শোন বলি; সাবধানে, যা বলি তা শোন
স্থানাম গোপন করে মিথা পরিচয়
দিয়াছিদ হেথা এসে গুপ্তর হয়ে,
ছত্মবেশে এসেছিদ ছাসতে আমারে,
রাজ্য হরে লতে মোর—
বদ। ধর্মান্ধী কহিতেছি—কপনই নয়।
নলি। এ হেন মন্দিরে আহা, মন্দ কি কথন
ল্কামে পাকিতে পাবে; কিলা এ ভবনে
মন্দ এসে পাকে যদি উৎক্রও সমূহ
করিবে সদাই ছন্দ্র সে মন্দে তাড়াতে,
এ মন্দির হোতে দূরে।
বৈজ্য। (বসন্তের প্রতি) আয় ভূই সন্তে আয়া—
ভূমিও নলিনী।

ŧ

এর জন্ত অনুবোধ করে। না আনায়,
বাজদ্রোহী এই ব্যক্তি।— মায় সঙ্গে আয়;
হস্ত পদে দিব তোর নৌহেব শুলান,
অবণ সলিল পানে পিপাস। সূড়াবি,
শুক তৃণ ফল মূল বৰুল নীবেদ
অসার ধান্তোর গোসা, চপক, মটব,
জলশুক্তি আদি তোর স্থাগ হইবে;—
আয়—১লে আয়।

বস। নজিব না এক পদ—শক্ষ্য প্রতাপ না বুঝিব যতক্ষণ—পাব পরিচয় আমা হোতে বলবান বিপক্ষ আমার। [অসি নিকোষিত করিগ এবং তৎক্ষণাং যাহময়ে তত্তিত ইইল]

নলি। পিতা, ইনি বীর্যাপালী সহাবংশোদ্ধ নিদারুণ এ পরীক্ষা এর যোগ্য নয়। বৈজ্ঞ। কি ?—কি ?—কি আম্পন্ধি!— পাছকা হইতে তুই অধ্য হইতে জ্ঞামারে শিখাতে চাদ ?— (বদস্কের প্রতি) ওরে রাজ্জোহি!

ভূবে রাথ-ভূবে রাথ-বোঝা গ্রেছ তেম র্থা আছমাই দার তলবার ব্যোলা, চলিতে দাম্ব্য নাই-বিক থাক তেত্তির: কুৰাণ লু চাৱে বাগ পিৰান ভিডৱে: मागा या अहे यह है है होति आवाट এই দত্তে পারি ভোরে নিরস্ত্র করিতে। নলি। ক্ল**ু**জনি, করি পিতা, ক্ষম গো উ হারে। देवजा या-वा-वश्व कांका নলি। হও গোসন্ম, পিতা-প্রতিত্ ইহাঁর অ মিট থাকিত আধা। देवज । इन का -- इन यमि क्यां के कहिति, ভংস্থাকবিব তোবে: রুণা ক্রে. ভিছি Cold तात्रकोत (न.१४:-- 45 अश्रुति। এই শক্ষেত্ৰ প্ৰভাৱত : ভোৰেছিল বন্ধি — এটা আন কর্মটেরে হেরিয়ে নয়নে— হেন স্থানৰ আৰু ত্ৰিলুবনে নাই। হা বে নির্ফোর মেয়ে —মনেকের কাছে বর্মটোর ভুনা এটা অতি করাকার, এর তুলনাম ভারা দেবতা বিশেষ। নলি। পিতা,আমার এই ভাল এর তেয়ে আর শ্ৰেষ্ঠতৰ দেখিবাৰ নাহিক বাসনা ; হেন নীচগতি –প্রথম আমার বেন

বল বীধ্য শ্বীবেরতে বিদ্যান্ত নাই,
হস্ত পর দেখি যোন হয়েছে অবশ।
বস। সভাই ইয়েছে ভাই;—শ্বীর জ্বাব
হয়েছে অবশ নো নিশার স্বাবন।
কিন্ত প্রতিদিন যদি গাই এদবার
বেগিতে ও বিধুম্ব ক্ষোলার হোতে
ভূলিব সকল হংল, সর্ব্ব নিজ্ফোন,
এ দেহেব জ্বলিতা, হ্রাকা উহার।

বৈদ্ধ। (বস্তুর প্রতি) খাম চলে মায়,— পুনঃ তোর বংলাবে হারেশি বে মাগত,

চিব্রদিনই থাকে।

স্মাগরা পৃথিবীর অক্ত যত ভাগ; থাকু লয়ে অন্ত দবে স্বাতন্ত্রা স্থাতে, বিশ্বভূম ওল সেই কারাই আমার। বৈজ। (স্বগত) **धटत्रदङ् विदयद एउक-**धटतरङ् धटतरङ् ; বড় কাজ হ্রমালিরে করেছিদ বাপ। (প্রকাষ্টে) আয় চলে আয় দোহে প্ৰচাতে প্ৰচাতে-(জনান্তিকে) প্রমানি শোন বলি। নি। (বদন্তের প্রতি) মহাশ্য় ! স্থিত ইউন-জনক আমার. এখন যেরাপ তুমি দেখিছ উ'হারে. श्व । दिर देशकार छिन नन । বৈজ। (জনান্তিকে স্থখালীর প্রতি) স্বাধীন হরি বে তুই-দাসত ঘুচিবে: পর্বত-শিখরে যথা বায়র হিল্লোল অবাবে ভ্রমণ করে — তুইও ভ্রমিবি, আমার কথার বাধা থাকিস হলপি। স্থমা। অবাধ্য তিলেক মাত্র হর না তোমার। বৈজ। (স্থাগাঁর প্রতি) এসো তবে: (বসম্ভ এবং নলিনীর প্রতি) তোরা নোহে পেছু পেছু আর। সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথা গভান্ধ।

খীপের অন্ত এক ভাগ।
(চিত্রপ্রজ, মন্ত্রী প্রচেতা, অনুত্র, রূপ, ভরত এবং বিজয় প্রভৃতির প্রবেশ।)
মন্ত্রী। মহারাজে প্রভুল হউন; মহারাজের আহল দেব বিষয়, আর আমাদেরও বর্টে যে, রক্ষা পাওয়া গিয়াছে;—তার চেয়ে ক্ষতিটা যংসামান্ত বলতে হবে।—এমন শোক তাপ ত সকলেরই হয়;—মাঝীমালা বাণক ব্যাপারিদের ঘরে প্রত্যহই ত একপ এ চটা না এ হটা অ র্থের কারণ ঘটে; কিন্তু আশুরুণ্টা এই যে, আমরা বক্ষা প্রেছি;—সহপ্রে ক্রনের ভাগ্যে এমন্টি ঘটনা হয় १ মহারাজ তাই বলি বিবেচনা করে দেখুন, অন্ত্থের চেয়ে আমাদের আহলাদের বিষয় বল্তে হবে।

চিত্র। অহে, ক্ষান্ত হও।
কুপ। গা জুড়ায়ে দিচ্ছেন আর কি!
অন। ও ছাড়বে না।
মন্ত্রী। মহারাজ !—
অন। অই শোনো।
মন্ত্রী। মহারাজ, শোকার্ক্ত হইলে কি
একেবারে অভিত্ত হয়ে পড়তে হয়।

চিত্র। অংক ক্ষমান্ত।
মন্ত্রী। ভাগ আর বল্ব না;—কিও
মহারাক, তর্—
অনা ওথান্বে না।
রুপা আর —ওর জিব্টাও সঙ্গ সড় কর্ছে,
হরে ধলে বলো।

ভর। যদিও দৃশুত এ দেশটা মক্সভূমির তুশ্য—
ক্লপ। কিন্তু তনুও—তারপর
ভর। তবুও জলবায়ু অতি উত্তম;—
অতি বিশ্ব, শীতল।
অন। বটে বটে —ঠিক এঁচেছ, দিলীর লাডডুর

মতন। — তার পর ? তর।ক্যামন পরিকার স্থানি বায়ুব হিলোল বজে! কপ: আহা! যেন বারাণদীর স্থানি পথ:-প্রণালীর দৌরত নির্গত হচেচ। অন। কিম্বা যেন স্থল্পরবনের স্থবাসিত কর্দ্দমের পরিমল ছুট্ছে।

মন্ত্রী। জীবনের সমস্ত উপাদের সামগ্রীই এখানে স্থলত।

অন। কেবল অগ্নজনের কিঞ্চিং অভাব।— তারপর P

মন্ত্রী। আহা! ভূগগুলি কেমন রসাল এবং ক্লমর শ্যামবর্ণ।

কুশ। আহা! যেন **উ**ল্থাকড়ার সম্জ হয়ে রয়েছে।

আন। আর মাটির রংটাও দিবি-পাগুরে কয়লার মত কালো, কাঁকর কুট্রই আর কোথাও নেই বল্লেই হয়।

ক্কপ। না তা পুর ভূলে ঠিক আছে— এক চুণ তকাং হ্রার যোকি।

মন্ত্রী। কিন্তু আশ্চর্ণ্য এই (কগ^{্চা}) বিধা-দের বহিভূতি বঙ্গেই হয়) যে——

ক্কণ। তর সব কথাই প্রায় সত্তোর বহিভূ'ত।
মন্ত্রী। আশ্চর্গ্য এই যে, আমাদের পরিধেয়
বন্ধ গুলি সমুদ্রের জলে আন হয়েও ঠিক
তেমনি আছে, লবণ সলিলে নিমজ্জিত
হয়ে কলন্ধিত হওয়া দূরে থাকুক্ বোধ হয়,
যেন আন্কোরা নৃত্ন বং করা, এখনি
পাট ভাঙা হয়েছে। সিবাহের দিবস
সিংহলে যুগন পরিধান করা গিছল—ঠিক
যেন তেমনই আছে।

ক্কপ। মরি আর কি, বিবাহটা কি শুভ-ক্ষণেই হয়েছিল, আর পুন্ধানাটা ক্যামন নির্কিন্দে সমাপ হলো।

মন্ত্ৰী। এম্নি ধারা যদি গুটকত দ্বীপ পেতৃম। জন। কি হে মন্ত্ৰি—কি বল্চ ?

মন্ত্রী। আক্সা—বল্চি কি-নাজক্তা— শ্রীবিষ্ণু - সংহলের বর্ত্তমান রাজমতিদীর বিবাহের দিবস পরিধেয় বস্তুগুলি যেমন পবিপাটি ছিল এখনও ঠিক ভেম্নি আছে।—মহাশয়! আমার উত্তরীয়গানি ঠিক্ ভেম্নিই আছে না?—মহারাজ আধনার ক্লার বিবাহের দিবস এইখানি পরিধান করেছিলাম।

চিত্র। একে অঙ্গ জলে মন্ত্রি, কেন দগ্ধ কর ?
তোমার এ বাকা যেন কটক বিবিছে
আমার এবণ—পথে,—হাল্ল রে কপাল !
কেন দেশে অভাগিনী কলার বিবাহ
না হওয়াই ছিল ভাল ;—পড়ে এ জঞ্জালে,
ফিরিতে সিংহল হোতে প্রাণের তনতে
হারালান, হা অনুষ্ঠ ! জলবি সলিলে ;
কলাকেও চলে আর পাবনা বেণিতে;
গুল্বাট হইতে এত দ্বেতে সিংহল ;
হা পুত্র ! গুলু রাট কম্বন অধিকারী !
কোন জলক্ত্র ভোবে করেছে রে প্রাস !
মধ্যী ৷ মহাবাল ! ক্নাবের বারাভ সম্ভব ৷—
চলেছেন বেণিলাম তবঙ্গ বাহনে,

চলেছেন দেখিলাম তবস বাহনে,
তুরসমে দাদী যেন অবলীলা ক্রমে;
বৈবিতা করিতে যত আদিছে ছুটিয়া
তরস হলার করি—দুরেতে নিক্ষেপ
করেছেন ছই গারে, বহু প্রসারিয়া।
অটল উন্নত শির তরস উপরে,
চলেছেন মহাবেগে হান্ত গাহি
যথায় সমুদ্রতট তরস্পানিত,
টেট হয়ে আছে তীরে ক্রোড়েতে তুলিতে।

চিত্র। না, মন্ত্রী—নাই আর বসন্ত আমার !
কপ: তুমিই তাএ সকল বিপদের মূল,—
আহা। সে তাকলা নমা-ভারত উজ্জ্বলা!
ভারে কি না দিলে এক অসভ্যের হাতে,
বর্মর সিংহলবাসী;—ভোগো তারি ফল;

ইহ জন্মে কন্তাকেও পাবে না দেখিতে ! চিত্র। ক্ষমা দেও ভাই।

ক্ল: আমরা ভ সকলেই, গ্ললগ বাসে,

ক্ষতাঞ্জলি পুটে, কত করিছ নিবেধ, মেয়েটারও তাতে আহা, অনিজাই কত এবে তার প্রতিচল মথেষ্ট হলেছে— জন্মের মতন-হারাইলে গ্রেপনে, করিলে বিধবা কত পতি-প্রাণা সতী গুরুরটি কন্ধনে।—

চিত্র। ততোপিক মনস্থাপ আমার ও হে তাই।
মন্ত্রী। মহাভাগ, ক্লপ সতাই গল্ছেন, কিন্তু
বাকাগুলি কিছু কঠোল প্রয়োগ করা
হক্তে, এ সমস্ত অধিনীত বাকা এ সময়ের
যোগ্য নয়। দগ্ধ স্থানে নধনী না নিয়ে এ
যেন শবণ নিক্ষেপ কলা হক্তে।

ক্কপ। ভাগো হকে ত হোকে—তোমার কি ?

আন। কেন, আজকালের চিকিৎসাই ত ঐকপ।

মন্ত্রী। আপনাদের বধন একপ বৈধ্যাভাব

তপন সমন্ত্রী নিতাপ সংগ্রমন্ত্রই দ্বেগ্ছি;

কপ। ভাসমন্ত্রী

অন। তার ও কথাই নাই।

মন্ত্রী। মহাব্র। এ খীপ্ট দেশে আমার মনে বছ আফলাদ হচেত।

क्रभ : (कन मही, वन (नि)।

ক্ষপা কেন মহান, বন দোৰ।

মন্ত্রী: মহাশ্র! বালাক নাবৰি আনার
বাসনা আছে যে, এক হার রাজত্ব করি;
কিন্তু প্রতীন দেশ মাত্রেই, রালা রাজত্বদের এত ভিড় যে, তার ভেতর মাথা
প্রতিক্তে প্রবেশ করাই ভার; জাই চির
কালটা মনে মনে ভারতুম যে ওরি মধ্যে
একটা ভ্রোটগাটো নিবেরা দেশ পাই ত
সেই থানে একবার রাজত্ব করে নি,
আার কেমন করে রাজত্ব করে বি,
আার কেমন করে রাজত্ব করে হয়,
একবার দেখাই। এই লীপটি দেখ চি তার
সমাক্ উপবৃক্ত স্থান। এই থানে কতক—
প্রতি প্রজার বসতি কর্মে তালের উত্তম—
রূপ ভবিবত দিতে পাল্লে একটি আধ্রুম্বা

कनभरतय रहे इह । जीहीन तम नियामी-দিগের যে সমস্ত কুদংস্কার আছে, তার किष्ट्रमांव अर्थारन अरवन करल निष्टे ना। আমারাদে রাজ্যে বিবাহরূপ কুপ্রথা থাকে না, ধন সম্পত্তিতে স্বস্তাস্থ্যের প্রভেদ थांक ना, व्यञ्हाधीन मकत औह मकत श्करवद ८ । शा - मकन श्रुक्त मकन স্ত্রীর কামা: আবাল নুজ বনিতা সকলেই চৌষ্ট্ৰ কলায় ব্যংগন্ধ.—হিংশা দ্বেষ বিবাদ विमयान एक विश्वह विश्विम्याम्या अकवाद्व. বিলুপ ২৪; -প্রতারণ শ্র সত্যবানী জন্মণ পর্তিতৈশী পরোপকারী হয় :--স্বতঃসিদ্ধ ধর্মজ্যাতিতে সকলেই নিক্ষেগ শান্ধচিত্ত থাকে। বোগ, শোক, তাপ, চিত্তা, দাবিদ্যা সমলে নিঅল হয় এবং স্কৰ্য স্বভন্দে দৰ্মত্ৰ বিধাজিত হয়ে প্ৰীতি সম্পাদন করে

ক্কপ। নথী, যা বলেহ মিছে নয়—এই স্থান-টিই তার উপযুক্ত — মার হুমিই এখনিকার ভূপালের উপযুক্ত পাত্র। এই দেশেই গাধা পিটলে খোডা হয়।

অন। আর ওঁর রাজ্যে বাদ কলেই শাস্ত মান্তৰ গাধা হয়।

চিত্র। আ:—কি আপেন ! এ গে বিসম ময়পা নেগ্ডি; এক দওকাল কি চুপ্ করে পাক্তে পার না।

(অনুখ্যভাবে স্থানীর প্রবেশ এবং গভীর বাগপ্যনি। চিত্রদান্ত ক্রপ এবং অনস্ত ব্যক্তি-রেকে দকলেই নিজিত হইস।)

চিত্র। প্রায়-এরি মধ্যে নিলাগত হলো এরাস্বে!

অনিধার চক্ষেতেত কেন নিলানা আইল;

বিধ্য চিতার দাহ হইতে তা হলে

বাহিতাম ক্ষণকাশ—হতেন স্থান্থির—

আঃ! চকু হুটো মুদ্দে আসচে।

ক্লণ। মহারাজ ! নিজা যান ;—এনেছেন যদি
বিরামদায়িনী নিজা করুণা করিছে,
অবহেলা করে, দেব, ঠেলনা উ'হারে।
অন। নিজা যান মহারাজ ! আমরা জ্জান
জাগিব প্রহরী হয়ে।
চিত্র। বাধিত করিলে বড়—নিজার আবেশে

হয়েছে অবশ অস—

[নিজিত এবং স্থালীর প্রস্থান :]

কুপ। দেখি নাই কড়ত অস্কৃত এমন !

বলা কওয়া ছিল বেন সেই ভাবে এলা
একত্র নিজিত হলো :

অন্য এ দেশের বাবি আর বাতাসের গুলে

হয় বৃদ্ধি এইকপ।
কুপ। আমাদের চক্ষে তবে নিলা নাই কেন ?
অন। আমাদের তিক্ষ তবে নিলা নাই কেন ?
অন। আমাদের তি নিলা ইচ্ছা হতেছে না কিছু;
স্ব্যাহ্য পড়িল এবা ঐক্য হয়ে যেন;
কিয়া যেন বজ্ঞাখাতে একর মরিল;
অহে রূপ মহোলয়, ভূমি তে এখন,—
থাক্ থাক, সে কথায় কাছ নাই আর—
তব্যেন লক্ষ্য হয় তব স্বস্থীতে
অত্ন মহস্কটা— দেখিতেছি যেন
পড়িতেছে তব শিরে আকাশ হইতে
স্বর্থ মুকুট খনে।

কপ। কি হে, তৃমি জাগত কি ?

অন। শুনচ না, কি কথা ?

কপ। শুনচ বটে; কিন্তু এ যে স্বপ্নের প্রকাপ—

নিজিতের অসপত বাক্য এ তোনার।

কি বল্ছিলেত্মি?—কি আন্চর্যা নিজা ইহা,

ছই চক্ষু জ্বনীশিত জাগতের প্রায়,

কথা কয়, চলে যায়, দাড়ায়ে রয়েছে;

গভীব নিজাব খোরে তব্ অভিতৃত!

অন। আমি হে নিজিত নই, অহে মহাভাগ,

ভোমারি সৌভাগা আছে অপাধ নিলাব।

এর চেয়ে মৃত্যু ভাল—জেগে নিদ্রা যাও ? হুপ। এত নয় নিদ্রিতের নাসিকার ধবনি, দে শব্দ এরপ নয়—অর্থ আছে এতে। यन। यदर कुन, को कृतकत ममय अ नय : তাজেছি এখন আমি স্বভাব চঞ্চল. व्यवसान कत यनि व्यामात कलाय, আমারি মতন হবে উৎসাহে উৎসাহী: বিশুণ কবিব স্বোত বহিবে **অকে**তে হি গুণ বাজিবে পদ নিমেগ মধ্যেতে। ক্ষণ। স্রোত্হীন বারিতে কি স্রোত বহে কভ মন। বহে যদি পারে কেই --অামি বহাইন স্বোত ভোমার শরীরে। ক্ল। দেখ তবে পার যদি ভাটা ফিরাইতে: একটানা চিরকাল আমার এ দেহে: আল্ডই কুলগত স্বদৰ্ম আমার। অন। অহে রুপ, তেমার ব্যক্ত উপহাদে, ক্রমে মারো সে বাসনা হতেছে প্রবল:--"জড়ানে কাঁদের গিরো, যত খোল তায়, ভত অংরা কালে কালে গিরো বদে যায়" জাননা ত এ প্রাাদ — স্থানিতে যগপি াজিতে এ বাঙ্গভাব, হইতে উত্তোগী। অসাহসী পুরুষেরা এইরূপে বটে ভয় কিম্বা আলম্মেতে অধংপাতে যায়। কুপ। বলে যাও—বলে যাও; দেশিয়া তোমার মধ্যের ভঙ্গিমা আর চথের ইঙ্গিত,

মুখের ভঙ্গিমা আর চলের ইঙ্গিত,
বোধ হয় থেন কোন হৰ্জন্ব বাদনা
প্রজাতি হয়ে তব অন্তর দহিছে।
অন। শোন তবে, শোন বলি, ভাতুপ্ত তব
মারেছে অগার ধলে—মরেছে নিশ্চর;

মানেছে অগাব জলে —মনেছে নিশ্চয়;

যতই বনুক অই চতুর প্রচেতা,

ভূলাইতে ভূপতিরে উপন্যাস কথা
নাবে বৃত্ত ব্যবসাধী, মিথ্যা কথা কয়ে

কাটাইলি চিনকাল জঠনের দায়ে,
আল মনে কলি ভোৱে কেই না খুঁজিবে;

মুমায়ে সাঁতার দেওয়া তোমারো যেমন. বাজপুত্র বেচে থাকা নিশ্চয়ই তেমন। অনম্ভ হে আখাস নাহিক আমার। ষ্মন। সে আখাদ না থাকাই তোমার আখাদ; সে আশা নিশ্ব'ল কিন্তু এত উচ্চ আশা উদয় হয়েছে সেই নিরাশা অপরে অতি উচ্চ বাসনাও সে আশা শিগরে আবোহিতে নাহি পারে অনেক আয়াদে রাজপুত্র বেঁচে নাই—তোমারো ত মত ? हुए। मा-एन कीविक नाई। ष्मन। ভাল তবে বল দেখি, রাজসিংহাসনে, শে অভাবে অধীপর কে হবে গুজুরাটে ? ৰূপ। বান্ধকন্তা কলাবতী। ष्मन । कि वटल-बंगिश्कना वर्जी १-निःश्टनट यिनिश কুমেরুকেক্সেতে এবে অবস্থিতি বাঁব গ भारत ना त्य अ मरवान, मरवान ना नितन স্থ্যদের বার্দ্ধাবহ হইয়ে আপনি. কিন্তা সজোজাত শিশু শাশ্রণারী হয়ে ? যার জ্বন্থে সাগরের জঠবে ভূবিয়া वैाठियां हि एक एक टेनव निवस्तरन :--অহে ৰূপ, বিধাতার কৌশল এ সব, তোমা আমা হৰনার গৌরব বাড়াতে। রূপ। এ আবার কি १-- কি বলচ হে १ সভাই ত কলাবতী দিংহল-মহিমী গুজ্বাটের অধীশ্বী বসম্ব অভাবে: সিংহলো গুজ্বাট হোতে দুব কিছু বটে। অন। এত দুর-ভাবিলে ত, মানেনা বিশ্বাস श्रनकाव चानित्व तम्, अञ्च वार्वे नगरव : থাক দে সিংহলে পড়ে; –কুণ হে জাগ্ৰত হও তুমি;—বল এরা কাল নিদ্রাগত;— ष्य है त्य निष्कित त्मन, छ हादछ मनुष বাজকার্য্যে স্থনিপুণ সম্রাপ্ত কুলীন আছে ত অপর আরো গুজুরাটণামেত্তে नना निवर्धक ভाषी यह य প্রচেতা,

আছে ত অনেক লোক উহাবো মতন;
কান্ত কি অন্তেৱ কথা—আমিই ত আছি;
আহে ক্লণ মহাভাগ, মদি হে তোমার
হইত আমার মত হৰ্জ্জন্ম বাদনা,
ইহাদের এ নিজান্ন কতই উন্তেতে
উঠিতে পারিতে তবে—ব্যেছ কি ?

क्रभ। वृत्यि-वृत्य।

অন। বোঝ তবে দে ঐর্থা, অতুস সম্পন তোমারই এ বাসনার অন্থগামী কি না ?

ক্লপ। ভূমিই না হরেছিলে ভোমার ভ্রাতার কন্ধনের সিংহাদন ?

অন। হরেছিত্ব বটে; — তাই দেখ না এখন কেমন সেজেছে সংশ রাজ-পরিজ্ঞপ; পূর্দের ভূত্যগণ যত ভাতার আমার আমারই সনৃশ ছিল — একণে আমার তাহারাই হধেছে হে আমার কিঙ্কর।

क्रम । किन्न अट्ट पर्याक्षांन करत त्य नित्यम । अन । धर्मकान - नटर.क्रभ अ त्मरहत्र मात्स কোন পানে সে বিচিত্র জ্ঞানের নিবাদ ? এগানে ? না এগানে? না অন্ত কোন ছাত্ৰ আমি কিন্তু ভাল জানি আমার জদতে নাহি সে দেবের বাস:--সহস্র তেমন ধর্ম্মজ্ঞান এদে যদি করিত নিষেধ লভিতে কন্ধনবাদ্য-চূর্ণ করে তায় ফেলিতাম পদতদে।—পড়িয়া ভূতলে অই যে তোমার ভাই-কি ভের উহাতে-বলো হে কি ভেন ওতে মৃত্তিকাতে আর 🕈 নিদ্রা আর মরণেতে প্রভেদই বা কি ? তপনও ত শাস্ত হয়ে থাকিবে ঘুমাযে।-এই কুদ্র ছুরিকার আঘাতে উহাবে এ জন্মের মত পারি নিদ্রিত করিতে। তুমিও নিমেষ মধ্যে অই প্রাচীনেরে, চির-নিদ্রা-অভিভূত করিতে হে পার।

• তা হলে ও মুংপিও, লোকালয় মাঝে পাবেনাকো আমানের নিন্দা বটাইতে অক ওরা যত —বোঝে ওরা কালাকাল. তুদ্ধ ইদিতের বশ কুকুরের মত, অন্নমৃষ্টি পেলে সবে হবে পদানত। कृत । चटर वक् श्रिका । मुहे दिखत दन করিব তোমায় আমি -তুমি হে বেরূপে শভিশে কম্বন রাজ্য, আমিও তেমতি লভিব গুজ্বাট দেশ;—গোল তরবার— अक ट्रांटि अझिंट्रे क्वटनव नाय: জীয়ে রবে যত দিন অমাত্য প্রধান আমি রাজা, তুমি মন্ত্রী, হবে হে আমার। অন। এক দঙ্গে খোল তবে: - আমিও যথন উঠাইব তীক্ষ অদি—তুমিও উঠাইও প্রচেতার বক্ষঃস্থল দুঢ় লক্ষা করি। कुल। अट्ट, (मान-((ग)ल्यन कथ्यानकथन)। (अतु डांटव स्मानी व अदवन ।) স্মা। তুমি আমার প্রভুর পরম হিতেষী বন্ধ; তোমার আসম বিপদ, আমার প্রভূ যাত্রবিস্থার প্রভাবে সমস্ত অধগত হয়ে তোমা (मद मकरनद औरन दक्षाद जल जामारक পাঠায়েছেন ;—নতুবা তার সক্ষম নিক্ল হয়। (প্রতেতার কর্ণমূলে।) তুমি নিদ্রাগত, ছুরামারা যুত यहरात्र कड कद्य क्रमत्रना ; বাচিতে বাসনা থাকে ঘুনাইও না ভ্যঞ্জ নিদ্রা ঘোর শিরবেতে ভোর, के के बाद निमा (पनना : অন। এদো,-- মার কেন, বিশবে কি কাম ? মন্ত্রী। (জাগরিত হইয়া) **८ रिक्यो स्वर्**क वक्ता कर ज्ला। हिवा। जात-1-1-७ कि १-मटर छ-छटी मकरन ওঠো: ভোমাদের তলবার খোলা কেন? আর मूर्गभीरे वा अधन পांडामनग तकन १

মন্ত্রী। কেন ? কি ?-কি ?-ব্যাপারটা कि ? রূপ। মহারাজ : আপ্রার বিশ্ব বিনাশন क्विट इन्नान स्थात हिनाय अहती : হেন কালে বুষধ্বনি অভি ভয়ঙ্কর, কিয়া যেন যোৱতর কেশরী গর্জন পশিল প্রবণ পথে: দে ভৈরব নাদ এই মাত্র শুনিলাম এখনো ভয়েতে হতেছে হ্ৰয় কম্প ---মহারাজ! খোনেন নি কি ? ठिख। करे-श्रीय उ अनिनि । অন। অহো!-কি ভৈবৰ নাদ!-রাক্ষদেরও হৎকম্প হয় সে হস্কারে :---বাস্থুকি অন্তির হন: --বোধ হলো যেন সহস্র মাত্রস-অবি একর হইয়া করিতেছে হুহুস্কার। রাজা। মন্ত্রি!-তুমি ওনেছিলে? मही। मठा करि, महावांक, अन् अप अप ভনিলাম কর্নিলে,—সপুর্ব তেমন পূর্নের করু জনি নাই--সেই শব্দ গুনে ভাঙিশ নিদ্রার যোর, উঠিয় জাগিয়া; পর্নিত্র তব অং বিকট চীংকার. দেশিশাম অসিহত্তে বাড়ায়ে উহারা শব্দ হয়েছিণ সভ্য-কিন্তু মহারাজ সতৰ্ক হট্যা এবে থাকাই উচিত. অথবা কুন্থান এই পরিত্যাগ করা। রাজা। এলো তবে এ কুত্বান করি পরিহার, অভাগার অবেষণে স্থানান্তরে ঘাই : মন্ত্রী। মহারাজ ! যুবরাজ আছেন নিশ্চর अर्बी: भड़े (कांन इ'रन ; - a नकड़े इटड ক্রিকাট দেবতা তাঁবে করুন উদ্ধার। রাজা। হও তবে মগ্রাসর। স্মা। (স্বগত) প্রভুব নিকটে গিয়ে বল্তে হবে স্ব শকলের প্রস্থান!]

দ্বিতীয় গৰ্ভাক্ত।

দ্বীপের অন্ত এক ভাগ।

(কার্ছের বোঝা মাথায় বর্বটের প্রবেশ।) (মেঘের গর্জন।)

বর্ম। মরুক ব্যাটা বৈজনো মরুক :-- স্কাঞ্চে কুড়ি কুঞ্জী হয়ে মরুক-ব্যাটা আমায় একদণ্ড আলিভি রাখতে দেয় না—খাটুতে খাটতে মন্ত্র। গাল নিচ্চি তার পরিগুলো मव ७ न ८५ — ७ यूक ; — गांन ना मिरा दय থাকতে পারিনে।—সে গুলো এখনি এসে व्यानाजन कत्रदव अथन। कान होन्दिन, इन छोन्दर, विम्छे कछिदन, कानांत्र दकदन দেবে—ভয় দেখাবে,—না হয় ত আলেয়া সেকে অন্ধকারে পথ ভলয়ে দেবে। কথায় কথায় ব্যাটা দেই গুলোকে আমার উপর **८नलरम् ८**एम ; — कथन वानत इत्य अतम মুথ ভেঙ্ডায়, কামড়াঁঘ,—আলাপালা कदत्र भारत :-- ना इय त्य वर्थ नित्य याक्रि সেই পথের মাঝগানে স্কারুর মত হয়ে পড়ে থাকে-মার মাড় যে ধলেই-উ: भाषि भाषि करव काला कुछेप (महा:-আবার নাত্য ত সাপের মত জিব লক লক করে টোন কোন করে সেটাতে থাকে। ব্যাটারা আমায় কেপ্য়ে তুলে।--অই রে—ঐ—আসচে।

(তিলকের প্রবেশ—মাথার বোঝা ফেলে কর্ম-টের ভূতলে শয়ন।)

তিল। আবার মেঘ ডাক্তে-ঝড় ওঠবার উজ্জ্ব इटक-याडे काशा !- এशास त्याभ्याभ কিছুই দেখ্চি নে; কোথায় লুকুই।—বাপ হাঠগোলাতে তোমায় আম'য় খাব পাকা পান— ব্র-মেঘের যে ক্রিজনি,বোধ হতে মুদ্রলের

ধারে বৃষ্টি হবে।—আবার মৃদি তেমনি ধারা বজাঘাত হয়-মাথা গোঁজবার এক-টক স্থান নেই—আ—গ্যাল—এটা কি ?- • কি এটা পড়ে রয়েছে ? মাত্মৰ না কচ্ছপ ? জ্যান্ত না মরা ? — উ: — কি ছর্গন্ধ — মরা বটে—বিস্ত বড় নু তনতর দেগ ভি ।-- আমি যদি এই সময় একবার কলকাতার যেতে পাত্র, আর এই কচ্ছপটাকে বংচঙে করে মাত্রধের স্তাজ বেরয়েচে বলে মাঠের ধারে একটা তাঁরু কেলে কাতে পান্তম ত কত প্ৰসাই লাভ হতো:-- দেখানকার বাবুরা আজ কাল ভারী হুজুকে হয়ে উঠেছে: ঘোড়ার নাচ, বিবির নাচ, ভূত নাবান, সং নাচান নিয়ে বড পড়েচে —কিন্তু এ দিকে একজন ভিকিরি এলে এক মুটো চাল যোটে না ৷--টোলচৌপাড়ি গুলো একবাবে লোপ পাৰার যো হয়েছে, তবুও ব্রান্ধণ গণ্ডিত-দের এক প্রদা দিয়ে সাহায্য করে না।-সভাই ত এটা জ্ঞাত যে ! এ কছেপ নয় এই দেশেইে মাতুষ, বজাঘাতে এমনি হয়ে পডেচে। (মেঘের গর্জন।) হায় হায় সাবার ঝড় উঠল—ঘাই এ২টের তলাগু লুকুই গে—এখানে ভ অন্ত কোন আশ্রম দেখচি নে। -- বিপদে কত রক্ষ লোকের সঙ্গেই মিত্রতা হয়--মডটা যত-ক্ষণ থাকৈ এএই পীঠের নীচে পড়ে থাকি। (মদের বোভল হাতে গান করতে করতে উদয়ের অবেশ।)

উদয়। (체취) ও আমার আদরিণী প্রাণ চলো যাবে গঙ্গানান

5टना आमितिनी उटान

উ'হ' — এ স্বর্টই হচে না।
(পুনর্ম্বার গান।)
বরুল গাছে শিমুল ফুল
চাদের কাণে হীবের জল্
বছর বোলো বয়দ হলো চামর চোঁচা চুল।
পায়ে তার যোড়া মল
হাতে বাছু পলার ফল
তাইরে নারে তাইরে নারে না।
দুর হোক্ —এই আমার ধনস্তরি—

(মতপান।)

বর্ব্ধ। উ—উ;—মবে আর টিপিস নে ভোর পায়ে পড়ি।

উদ। মা্যা—এ আবার কি ? এ কি ভূতের দেশ না কি ? ভূই কি আমায় কচিছেলে পেযেছিদ, যে চার্টে পা দেগ্যে ভয় দেগাবি—সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে, ভূতের ভয়ে কি আঁতকে পড়তে হবে না কি ?—
বাবা আমি উদয়টাদ—

বর্ধ। উ—উ—আমার সালে-চিম্টে মালে।
উদ। এটা এই দেশেরই চারপেরে মানুস,
বাতিকের জ্বর হয়েছে।—কিন্ত আমাদের দেশের বৃলি শিখলে কোপেকে ?—
যাই হোক ব্যাটাকে এর একটুকু গাইয়ে
দিয়ে বাচাতে হলো:—গুজুরাটে নিয়ে
যেতে পালে বিশক্ষণ দশ টাকা লাভ হবে।
বর্ধ। তোর পায়ে পড়ি—আমাকে আর
পেড়াপাড়ি করিস্ নে-আমি এগনি কাট
নিয়ে যাচিচ।

উদ। এইবার জ্ববের ধমক্টা এদেছে তাই
এলো মেলো বক্তে; বোভদ থেকে
কোটা কত দিতে হলো; পেটে যদি
কগন না পড়ে থাকে ত গলা থেকে নাম্তে
না নাম্ভেই দেবে যাবে;—এটাকে
বাচাতে পায়ে হয়।

পর্মি। বুঝেছি, তোর কাঁপুনিতেই বুঝেছি, আর বেশিক্ষণ থাক্বি নি-বৈজনো তোকে ডাকছে।

উদ। ওরে ও – বর, ইা কর; মা থেতে
দিক্তি এমন আর পাবিনে – তোর জরের
কাঁপুনিকে এখনি কাঁপুরে তুগবে – হাঁ কর
ব্যাটা, হাঁ কর – আপনার পর জানিস
নে; – ফের হাঁ কর।

ভিল। কঃ।মন্হলো। তেনা লোকের মতন্ গণাটাযে! বোধ হজে যেন—কিন্ত সেযে ডুবে মবেচে। রাম বাম এপ্তলো সকলি ভূত। প্রকলেব রক্ষাক য়ে—

উদ। আ সর্বনাশ,; চারটা পা, ছরকম কথা
এ যে বছ আশ্চর্য্য জানোয়ার দেখ চি—

সাননের মুগে ভাল বলে, আবার পেছ
নের মুগে গাল দেয়। যদি বোতলের

সবটুকু দিলে ভাল হয় তবে তাও কর্ব।

আয়-তোর ও মুগে একটুকু তেলে দি আয়।

তিলা। কেও—উদয়।

উদ। অংমার নাম ধরে ডাকে যে, ছুর্গা ছুর্গা — এটা জানোয়ার নম-ভূত-পড়ে থাক — ওটাকে ঘাঁটয়ে কাজ নি।

তিল। উদয় কি ? বলি অহে যদি উদয় হও তবে একবার আমায় ছোঁও দেবি আমার সঙ্গে কথা কও দেবি। আমি তিলক-তোমার প্রস্বাক্তিলক।

উদ। যদি সভা হও ত বেরথে এসো;
ছোট ছটো পা ধরে টানি—দেপি যদি
ভিগক ২য়, ৬বে এই ছটোই ভার পা!—
আর ভাই ত সেই ত বটে। আরে ভূই
এগানে কোথেকে এ কচ্ছপটার পিটের
নীতে সেঁবুলি কিসে ?

তিল। আমি ভেবেছিত্ব ওটা মরা-বাজ—পোড়া;
—কিন্তু ভাই—উদয় তুমি মরেছিলে নয় ?

এখন মনে হচ্চে যেন ফরোনি ঝড়টা গেছে কি? আমি ঝড়ের ভবেই এটার নীতে দোঁধিয়ে ছিন্থ। সন্দিটা বল ভাই,জান্ত আছিল। না মরেছিল।—উনয়! দেশের লোক ছজন বেঁচেছে—উদয়! ভিজন বেঁচেছে—মাগ-ছেলেকে খপর দেবার লোক ছেল না— আ-বাঁচলম।

জীব। আহে সমন্ করে নাড়া চাড়া দিও না

—পেট্টা বড় সহজ অবস্থা নহে।—
বর্কা। ভেদধারী পরি যদি না হয় ত এরা
বড় সরেস লোক;—ইনি ত দেবতা বিশেষ
আার সঙ্গে যে টুকু ছিল, সেই টুকুও মধু।
আমি ওঁর কাছে এগবার ভূমিষ্ঠ হই—

উন। তিলক তৃই ক্যামন্ করে পার হয়েছিল সত্যি বল-এই বোতল ছুঁয়ে বল্। আমি একটা। মদের কুণোয় বদে ভাসতে ভাসতে এসেছি।

বর্ধ। আমাকে দেও-আমি ছুঁয়ে দিবিক চিত-যে আন্ধ থেকে ভোমারচরণের গোলাম আমি ভিল। আমি সাঁতারে এস্ছি—জানত আমি জলের পোকা।

উদ। তবে ধর-এইতে মুগ দিয়ে দিবি। কর। তিল। অহে উদয়, আবো আছে—না এই ? উদ। এই কি ? গোটা পিপেটাই রয়েছে, কিনারার ওপর্ একটা পাহাড়ের ভেতর

কিনারার ওপর একটা পাহাড়ের ভেতর লুক্ষে রেগে এপেছি: যত চাস্থাস, জল-ছত্তব্ কল্লেও পুরাবে না—ক্যামন রে জানোয়ার তোর বাতিক শ্লেমাটা ক্যামন ?

বর্বা। হাাগা—ভূমি আক্ষণ থেকে নেমে এসেছ বৃঝি।

উদ। নাবে না — চাঁদের ভেতর থেকে এসেছি — দেখিদ্ নে চাঁদের ভেতর একটা মাক্স বদে থাকে — আমিই দে।

वर्ष। श, श-७८व छोमारक त्मरथि देविक।

আমার মনিবের একটি মের্ছে আছে সেই তো আমাকে চাঁদের ভেতর তোমাকে দেখ্য়ে ছেলো;—সেই একটা হরিং কোলে করে তুমি বৃঝি বদে থাক ?

উদ। বেস্বলেচ বাবা, বেস্বলেছ— আর একটুকু খাও।

তিল। কি জালা এটা ত ভাবী গৰ্মন্ত দেখ ছি। বৰ্ম। এথানকার যত ভাল ভাল ঘায়গা দেখাব, তুমি আমায় চাকর রাধ্বে বলো ?

তিল। হা—হা—হা;—দম্ফেটে গেল—আব কত হাণ্বো—ব্যাটাকে ঠেঙাতে ইচ্ছা কর্তে—কিন্ত জানোঘারটা মাতাল হয়ে পড়েছে—পাপিষ্ঠ—কদাকার।

বর্ষ। কোন্ শালা আর তার চাকরি করবে—
ব্যাটা বেধড়ক বজ্জাথ —ব্যে গেচে কাট
ব্যে মর্তে—মামি এই ঠাকুরের তরিদার হবো;—ও গো তোমাকে এখানকার
সব সন্ধান বলে দেব—কাঠ ব্যে দেব—
মাছ ধরে দেব—ভাল মিঠেন কল এনে
দেব—আ,মি ভোমারই পারের কুতো—

হাড় জুড়োল—খাটুনি গেল,
ক্লা দেখুয়ে বুনো পালাল—
আর ত যাব না।
থাক্গে পড়ে মনিব ব্যাটা,
খুজে নিগুগে পারে ঘটা,
ভার কপালে মুড়ো ঝ্যাটা
হা—হা-হা:

তিল। বাপ রে—কি চাংকার;—এটা কি
কানোয়ার হা। ?
বর্ষ। পেয়েছি নৃতন মনিব, সুখে থাকুক
আরত যাব না,
আমি আর—আরত ধাব নাঃ

আৰি আর—আরত বাব না ;
মাছ ধর্তে, বুনি পাত্তে ধে**উড় কাঁধে করে**আমি ত আর্ ত যাব না।

খুঁজে নিগ্গে—অন্তকে সে

কঃ—কঃ—কঃ—কলাটি আমার—
আমি আব ত যাব না।
উদ। বেদ্ বাবা—চলো আগে আগে চলো।
[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাক্ষ।

বৈজয়জ্ঞের কুটিরের সম্প্রভাগ। (বৃহৎ এক গণ্ড কাষ্ট্র ক্ষাক্র করিয়া বসজ্ঞের প্রবেশ।)

বস। অনেক আমেদিহলান আছে এ সংসাবে বছ কট ব্যতিরেকে সম্ভোগ না হয়;— कि ह तम करहेत कहे आंतरन पुराय। कार्य। अञ्चरवार्ध क इ छेक्ष्रु कि करव অসম্ভব ফললাভ অক্সাং হয়-ষে কাজে প্রবৃত্ত এবে, আমা হেন জনে ইহা কি সম্ভবে কভ ৪--কিব ভতা থার. u मानव गांत करल -- (मह मिमूशी मुठ (मट्ट श्र'नमान, निवानत्म स्थ, করিছেন বিভরণ-আনন্দর্রপিণী। আহা ! কি দয়ার দেহ, কোমল ছদয়া ! যেমন কঠন হিছা পিতার তাঁহার তার শত গুণ দহা প্রিয়ার আমার। এইরপে কার্ত্তপত সহস্র গণিয়া বহিল্ল রাখিতে হবে স্ত,পেতে সাজায়ে— হায় কি নিষ্ঠুর আজা !-- যখনি প্রোয়সী क्रम (मर्भ क इक्मा, नय्तत क्रम

বক্ষঃস্থা ভাগে - আর কেনে কেনে বলে। "হেন ভাগ্যে হেন দশা ঘটাইল বিধি।" কর্ম্বিক ভ্রমেতে ভুলে প্রেমের প্রনাপে ! কিন্ত এই স্থবোধ চিন্তাই আমার कीरत्नत स्थागुक,--मध घडकन থাকি আমি এ চিস্তার, প্রান্তি ভুলি দব। (निनोत প্রবেশ; - এবং কিঞ্চিং দূরে यालाहे जादव देवजबदाखा अदिम ।) नि । कि बड़ाशि । हा बद्धे :- अशी क्रिकेश তিষ্ঠ তুমি এই স্থানে—কর ক্রান্তি দুর। ঘন ঘন ঘর্মবিলু ছুটছে লগাটে-হায় রে কি পরিতাপ।—বজ্ঞানলে কেন नक्ष रूट्य छात्र शांत ना रुव क मुत्र দিতেছে যেমন কষ্ট, আগুনে জলিয়া পুড়ে ভার খার হোক।—পাঠে মগ্ন পিতা ওগো এই অবসর দণ্ড তই কাল তুমি নিক্তবেলে থাক। वम । हाय । शिर्ध - अर्थान (य स्था करा इरव, আসিবে তিমিব নিশি, সন্ধা না হইতে শ্ৰম সাঞ্চ কথা ভাল। নলি ৷ ক্ষণেক তিইগো তুমি — মামি লয়ে যাই, থ্যে আসি কাৰ্ছভাৱ ভোমার হইয়ে;— দেও, ও বোঝাটি দেও, আমার মাথায়। वम । मां मां, कानरमंत्र ! टांड कि मछरव ? নবনী অধিক অই কোমল অঙ্গেতে তুলি বাাথা পাবে, আর আমি রব বদে। তার চেয়ে পৃষ্ঠদণ্ড গণ্ড হোক মোর— भिजा. यदि माः भटभा हुई इत्य यं क् । নলি। এ কাছ করিতে যদি তে'মাকেই সাজে. কি লাজ আমার তবে—আমায় সাজিবে, ভোমা হোতে শীঘ আমো পারিব করিতে:

আমার সাধের কট সহজে সহিব,—

বৈজ ৷ (স্বরত) বোঝা গেছে, বোঝা গেছে—

ভোমার অনিচ্ছা এতে-কষ্ট হবে কত।

বিহন্দ আমার পড়েছে ব্যাধের জালে।
নিল। আহা ভূমি নিতান্তই কাতর হয়েছ।
বস। না, ধনি। না সীমস্তিনি ! ভূমি হেন শশি
উদয় হয়েছ যবে হুগের নিশিতে,
এ নিশি প্রকুলতম উহাই আমার।
প্রিয়ে ! নামার কি !-অন্ত ইল্ডা নাই ওহে
তব নাম সয়ে ধেয়াব পরমেধ্রে,
তাই এ জিজ্ঞাসা;—প্রিয়ে ! নামার কি !
নিলি। নিলিনী—
ওমা, আমি কি কল্লেম—পিতার নিষেধ

বিশ্বত হলেম হায় !

সব। ধন্ত ধনি হে নলিনী ! এ জগতে তুমি
অম্ন্য বস্তুর সার—আশ্চর্যোর চূড়া,—
হে স্কলরি ! এবয়নে শুনেছি অনেক
কামিনীর কঠস্বর পীর্ব লহরী,
অংশকুহর ভরে পিপাসা ভূড়ায়ে;
দেগেছি নিমেন শুন্ত নয়নে অনেক
রমণীর অপরূপ রূপের মাধুরী;
কিন্তু আহা নিজ্ঞাল নির্মান এমন
এক্ষাধারে সর্মগুণ চক্ষে দেখি নাই;
রূপে গুণে সকলেবি ক্লক্ষের লেশ

আছে কিছু-তুমি প্রিয়ে স্বর্গের প্রতিমা।

প্রাণেশবি ! প্রজাপতি গঠিলা তোমায় বন্ধাতের কাপ গুণ একর করিয়া ! নলি । ব্যন্ত্রীর কাপ নয়নে হেরি নে ; আপনার প্রতিবিদ্ধ হেরেছি দর্পণে ; পুরুষও দেখেছি যাহা অদিক তা নয়— পিতা আর ভূমি ভিন্ন—তুমি হে স্কাহ্ম-অত্যে কভু দেখি নাই ;—অত্যত্র কিরূপ মানবের অব্যব তাহাও জানিনে ; কিন্তু কহিতেছি সত্যা কোম বের নামে— যে কোমার সবে মাত্র সম্প্রানার— তোমার সঙ্গিনী ভিন্ন পৃথিৱী ভিত্তবে অত্যানার সঙ্গিনী ভিন্ন ইত্যা নাই,

ভেবেও পাইনা ধ্যানে তুলনা তোমার। কিন্তু বুথা কেন এত প্রগলভা হতেছি. বারংবার ভুগিতেতি পিতার নিষেধ। বদ। প্রাণের নলিনি!—মামি রাজার তনয়: অথবা নুপতি বুঝি হয়েছি এখন-আমি কি হে করিতাম দাসৰ স্বীকার, জ্বস্ত এমন বুত্তি ?—নিকটে আসিতে পারিত কি এইরপে মঞ্চিকা সকল ? শুন বলি মন খুলে, কি হেড় হে ভবে. এ দাগৰ করি আমি —কি হেতু মন্তকে विह, এ करहेत डांत- 8 हज्जवनन-কি স্থা যে আছে হোতা বুঝিতে না পারি দেপিলাম যে মুহুর্তে অমনি পরাণ ছুটল তোমার অই চরণ সেবিতে: তোমারি জন্মেতে প্রিয়ে দাসত্ব আমার। নলি। আমারে কি ভাল বাস ? वन। इ.स. व्या, वश्वता - माभी इ. मत्व. সত্য যদি বলি তবে বাঞ্চাসিদ্ধি করে। প্রভারণা মিথা। যদি থাকে এ কথায়, তবে যেন আশা ভুঞা সৰু মিথ্যা হয়.---এ বিশ ব্রকাণ্ড মাঝে স্বার উপরি. ভালবাসি, ভক্তি করি, ভোগায় স্কুলার। নলি। হার বে অর্বোধ মন — মানন্দ সংবাদে কাঁদিতেছি কেন আমি। বৈজ। আজি এ দোহার প্রেম জগতে হল ১ একত্র মিলন হলো!—হে ত্রিদিববাসী. थमन रहे ७ ८ एव, *५ ८ एव*-मञ्जात ! वम। कैंकिड त्कन १ নলি। কাঁদি, নাথ, আপনারি হীনতা ভাবিছে; মনে করি দিয়ে যাহা পুরাই বাসনা. भटन कति निख यादा जुड़ाई जीवन, দিতে নারি, নিতে নারি, সাহস করিয়া দূর হোক এ কথায়-বুখা এ সকল। গোপন করিতে চাই যুত্তই ইহাতে

তত্ত প্রকাশে আরো মনের বেদনা যাবে লক্ষা, কপটতা, দূর হয়ে যা, এমো সর্পতা দেবি, বুসো রস্নায়, মনের বাদনা গাহা প্রাকাশিয়া দেও।--ছদ্য-বল্লভ তুমি আমি ভার্য্যা তব যদি হে সম্মত ২ও —নতুবা ভোমার, मानी इव यहकान भवारन वैक्तिन. সন্মত না হোতে পার, সন্মিনী করিতে কিন্ধরী করিতে কিন্তু নারিবে এছাতে। স। প্রিয়ত্তনে প্রাণপ্রিয়ে !-তোমারি হে আমি থাকিলাম প্রাশ্রিত জন্ম জন্মকাল। নলি। তবে তুমি পতি হলে? বস। কারাবন্দী ব্যগ্র হথা বন্ধন তাজিতে. তেমতি আগ্রহ দহ, হলাম তোনারি. এই ধর কঃশাগা দিলাম, প্রেঃসি ! নলি। মামারো পরাণ, মানি, মহে প্রাণনাথ। निवाम हेशांवि मानः - विनाय अवन. अके न ७ भटत अटम कतिय मध्यार। বস। বিদায় -জাবেতেগরি। (আলিখন)। । উভয়ের প্রস্থান।

বৈজ। (স্বগত)

আফলাদ বিশ্বয়ে এবা মোহিত হয়েছে;
না সন্তবে এ থানল আমাবে কগনো,
কিন্তু মন অনুষ্টেতে হবে নাক আব এমন প্ৰেব দিন !—এখন পাঠেতে বিদিয়া কবিগে পুন: অন্ত আঘোছন; হবে শীঘ সমাপিতে, সন্ধানা হইতে।

(গ্ৰন্থান।)

দি তীয় গৰ্ভাঙ্ক।

(বর্মট, উরয় এবং তিলকের প্রবেশ।)

বৰ্ম। কৰ্ত্তী, আজ্ঞাহয় ত আমার সেই কথাটা বলি।

উদ। শুন্বো বই কি, বল্; হাঁটু পেতে বোস, বসে, যোজহাত করে বল্— গুনরাও সাহেবদের কাছে গোসামুদে গুনেনগুলার বাবুলা বেমন্ করে বলে, তেমনি করে বল্,—ধর, আলে একটুকু বেধর নে।

তিল। অহে ! ওটাকে আর দিও না; ব্যাটা মর্বে যে—চোক হুটো বলে গেছে।

উদ। ধ্বং । ও কি তেন্নি জানোয়ার্—মাজকাল ভাগ মান্তবের ছেলেনের ছুলার
বোচল ওল্ডটনেই কিছু হয় না, তা এই
আন্ মানুৰ আন জানোয়ারটার এতে
কি হবে !—অঁটা, তার পর ?

তিল। ও কি।—ও হলো না,—ওনরাও সাহেব স্থবোরা ওনেসওয়ার বাবুদের দেমন করে ছ এক ঘা জুতোর ওাঁতো দিয়ে আলাপ-কুশন করে, তেম্নি ধারা ছ এক ঘা দেও, তবে ত হবে।

বৰ্ষ। তোকে জ্ এক ঘা দিগ;—এই দেখ, আনিই না হয় ছ এক ঘা দি।

তিন। পাঞ্জি—বজ্জাং —যত বড় মুগ্তত বড়কথা।

বর্ধ। দেখ্লে—দেখ্লে-আমায় গালাগালি দিচ্চে—কর্তামশায় ওকে ত্মি কিছু বল্বে না?

উদ। ওংহ তিবক থেনে যাও, সাববানে কথা-বান্তা কও। ও সামার ভূত্য, অপমানের कथा महेरक भारत ना।---रन् जूहे कि वन्हिमि वन्।

(অনুখ্যভাবে স্মানীর প্রবেশ।)

বর্ধ। বলেছিই ত, আমি একজন নিষ্ঠুর পাষ-ওের হাতে পড়েছি;—সে বেটা ভেক্কী জানে আমাকে যাহ করে ফাঁকি দিয়ে আমার হাত থেকে এই রাজ্যটা কেড়ে নিয়েছে।

इसा। पूत-मिथ्राक्।

বর্ম। তুই মিথাক্—তোর বাপ্ মিথাক—

দাতকেলানে বাদর।

উদ। তিশাক। কের যদি ওর কথায় বাগ্ডা দেও ত এক কিলে ছপাটী লাত উপড়ে ফেল্ব। তিল। আমি ত কিছুই বলি নি।

छैन । उटव हुश् कत ;-- वन् जुड़े वन् ।

বর্ধ। সেই হাড়পেকে বাজীকর ভেন্ধী করে
আমার হাত,পেকে রাজ্যটা ফাঁকি দিয়ে
নিয়েছে;—তাকে যদি জব্দ কব্তে পার;—
আমি জানি ছুমি পারবেই—ও পোড়ার
মুকো হয়মানের মতন্ত নয়—ভয়েই
অস্থিব।

छेन। ठिक्, ठिक् जा वह कि।

বৰ্ধ। তা হলে ভূমিই এগ'ন্ কাব বাজা আব আমি তোমার মোড়ল হবো।

উদ। তাইত বে—ক্যামন্ করে দেটা হয় বল্ দেখি—একবার তাকে দেখাতে পারিদ্ ? বর্ম্ব। মশাই গো এক্ষ্বি, এক্ষ্বি;—সে ঘুন্ধে থাকবে, আর আমি তোমাকে তার কাছে ছেড়ে দেব-কাছে না গিয়ে মাধায় এক ঘা গুলবদান লাঠি আছো করে বদ্য়ে দিলেই—

স্থমা। তোর বাপের সাধ্যি—ব্যাটা মিথ্যক। বর্ম্ম। আ মলো—এটা কি নচ্ছার। দূর কচু-থেকো—কলা পোড়াটী গাণ্ড,—মশায় একে ঘা কত দেও ত, আর ঐ বোডলটা কেড়ে নেও ত। ব্যাটা বোদা জন থেরে মরবে এখন—কোন শালা ওকে পাহাড়ের মরণ দেখ যে দেবে।

উদ। তিলক শার বাড়াবাড়ি না;—ফের যদি আধ থানি কথা মূপে আনে ত মাইরি বল্চি, মাথটো কি লিমে আট থানা করে ফেলব্।

তিল। কই আমি কি বল্চি—কিছুই ত ব্লি নি—কাজ নেই বাবু সবে দাড়াই।

উদ। কান বল্লিনে যে ও মিছে কণা বল্চে। স্বমা। তুই মিছে কথা বল ছিদ।

উদ। অামি ? হাারা শালা, আমি ?—তবে এই দ্যাপ (মৃষ্টি প্রহার)—ক্যামন, আর একবার বলে দেগ না, আমি মিছে কথা বল্চি ?

তিল। কই এমন কপা ত আমি বলিন। কাণের
মাথা থেয়েছ-বোতলটার মুখে আভিন;
মদ গেলে এমনিই হয় বটে—বাপ ভাই
জ্ঞান থাকে না; তোমার হাতে কুজিকুষ্টি
হয় না; মার এই পান্ধি নজ্ঞার কাণ্যতী।
টাকে যমে ধরে না ?

वर्ष । श-श-श !

छम । रन् जूरे रन्, या जूरे मदा शिषा।

বর্ষ। বেদ্ বেদ্ ভাল করে ঘা কন্ত দেও তার পর আমিও একবার উত্তম মধ্যম কর্ব। উদ। যাও সরে দাড়াও।—নল্ ভূই বল্ —তার পর।

বৰ্জ। সে প্ৰত্যহ জ্পৰ বেলা দুমোয়; সেই
সময় না গিয়ে, পুঁথি গুলো সর্য়ে ফেলে,
মাথায় ঘা কত লাঠি, না হয় পেটে একটা
বান্দের ডগালি, না হয় ত তোমায় ঐ
ছোৱাথানা দিয়ে গলাটা ছচির কল্লেই
অক্কাপাবে। কিন্তু সাবধান আথাগে ভাব

সেই পুথি গুলো সাত করতে হবে, সে। তিল। তাই ত—কেও-কেউ কোখাও জলোনা থাকলে আমিও যেমন মন. সেও তেমনি। সে ব্যাটা স্বাহ্যবহী জচোধের বিষ-কিন্তু সাবধান পুঁথি ওলো আগে পুড়িয়ে ফেলো; সেই গুলোতেই বাটোর বেতালদিন্ধি: তাই থেকে কি বিড বিভ করে পড়ে, আর একবারে ছ শ, চার শ ভূত, প্রেত, দানা, দক্ষি এসে উপ-স্থিত হয়-আর যা বলে তাই করে।-আবার ·ভাৰ বলি, ভার যে একটি মেয়ে আছে ষেন টকটকে মাকাল ফল।—আমি ত মেয়ে মানুষ কথন দেখিনি-কেবল ত্রিজটা মাকেই দেখেছি—তা মনে হয় যেন আকাশ পাতাল ভফাং।

छन। अँग वित्र कि ? आमन स्निन्ती। বর্ম। মাইরি বলছি: -- সে তোমারই উপ-যুক্ত-বিজ্ঞানা আলো করে থাকরে-জার Cमानांत कांत मव Cकटन विद्यादन ।

উন। অবে কচ্ছপদাস, আমি সে বাটাকে मातवह मातव: बांब ८महे अम्बोटक (হরি হরি) রাণী করে, এগানকার রাজা হব। ভূই মার তিলক ছঞ্জন মামার स्रायकात इति ; क्यांगन् जिनक अन्त यत আছে ত!

তিন। তুমি যা বল্ছ, তার কি আর অস্থা! উদ। ভাইত বটে এসো একবার কোলাকুল করি: -ভোমার গায়ে হাত তুলে কাঙ্গটা ভাব করিনি: অমন ধারা এলো মেলো আৰু কথন বকো না।

বর্মা তবে আর দেরি ক্যান – দে এগনি युम्दर- ज्ल याहै।

(অম্বরীকে গান বান্ত)

छन्। अकि १

নেই — এ যে — উর্বা কেরে ভূই গ্রাভ পাথাকে ত এখনি ৰেখা দে, আর না হয় ত এই য**ে**মর বাভি যা (শুক্তে অস্ত্রাঘাত)

তিব। গুরুদেব, রক্ষা কর। উন। মলে ত আর কোন শালার কর্জ ওধুতে হবে না ; - তা ভর কি - তুগা তুগা। বর্ম। তোমরা ভয় পেয়েছ না কি ? উব। নারে বর্মট, আমি না---বর্ম। ভর কি লো: এ কেশেতে শব্দ মনোহর হয় নিতা দিবানিশি গাঁত বাঞ্জনে. কখন কঠোর, কভু মধুর ঝঙ্কার, অনিষ্ট ঘটে না তাতে. ম্বার্ট হয়: কুতু বাজে শত শত বেহালা দেতার मृद् मृद् मृद् ष्ट्र ;-क् कृ शीद्र शीद्र ললিত কভের সার প্রবণ জুলায়। জাগি যদি নিদ্রাভঙ্গে, নিদ্রালু করিয়া করে দেহ অবসর নিদ্রায় আবার। স্বানে কতই দেখি আশ্চর্য্য অন্তত — গগন ফাটিয়া যেন হীরক কাঞ্চন ঢ়ালে পিরে রাশি রাশি—যেন বা কথন অমরাবতীর স্বার দেখায় খুলিয়া। নিদ্রাভন হলে আর কিছুই থাকে না। ক।দি কত সেই স্বপ্ন দেখিতে আবার।

উদ। বাহবা, বড় মজার রাজ্য পাব---নিথ বচায় গান বাজ্না গুন্ব -- বহুত আছো। বর্ম। বৈশ্বনোকে মালে তার পর ত। खेत। (म ७ इटवरें : ब्रह्म, ब्रह्म-तम कथा

इनिनि, यत्न आंट्र তিল। অহে ঐ শব্টা চলে যাচেচ, চলো

আমরাও ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘাই—তার পর (मशा यांदव।

🖫। চল্যে বর্বট, চল্—এগো। আমি

এই বাজ্যেকে একবার দেখতে পাই, বাহবা ক্যামন বাজাচে। তিল। উদয় যাবে ত এগও, আমি ভোমার পেছ পেছ যাই।

[সকলের প্রস্থান ।]

তৃ গ্রীয় গর্ভাঙ্ক।

দ্বীপের অস্ত এক ভাগ।
(চিত্রধ্বক, মন্ত্রী প্রচেতা, রূপ এবং অনস্ত প্রাকৃতির প্রবেশ।)

মন্ত্রী। (উপবেশন করিয়া)
মহারাজ। অপরাধ মার্জনা কর্বেন—আমি
আব পাবিনে; আমার জীপ অন্থিতলো জর
জর হয়েছে; হাত,পা, কেশের, যেন ভেঙে
পড়তে; আমি এক টুকু না বদলে আর
চল্তে পাবি নে।

চিত্র। বৃদ্ধস্থি, ভোমাকে দোব দেব কি,
উৎসাহভঙ্গ হয়ে আমিই প্রান্ত হয়ে পড়েছি
বসো একটুকু বিপ্রাম কর। এই গানেই
আশা ভরসা পরিত্যাগ কল্লেম ; মিছে স্থার
কেন খুরে বেড়ান ; যার জল্মে এত কষ্ট, সে
সমূদ্রে ভূবেছে, পৃথিবীতে অন্তেবণ কল্লে

জন। (জনান্তিকে) যত হতার্যাস হয়
তত্ত ভাল;—জহে ক্লপ, একবার বার্থ
হয়েছে বলে সম্মন্ত। ছেড়ো না।

ক্বপ। কের একবার স্থগোগ পেলে হয়, এবার আর এড়াবে না।

খন। তবে আৰু বাত্ৰেই;—কেন না, ওবা পথশান্তিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—আৰু তত সঞ্জাগ থাকুবে না। রূপ। ভাল,তবে আজই।—থাক্ আর ও ক্থার কাজ নাই।

(গন্তীর অভ্ত বাদাধ্বনি; এবং অদৃশুন্তাবে শৃন্থে বৈজয়ত্তের প্রবেশ।—অন্নবাঞ্জনের পাত্র হত্তে নানাবিধ অভ্তাকার লোকের প্রবেশ। অন্নব্যঞ্জনের পাত্রাদি রাখিয়া তাহার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নৃত্য এবং নমভাবে আকারেসিতে রাজকে ভোজনে আহ্বান করিয়া সকলের প্রভান।)

চিত্র। অহে অমাত্য, শোনো—এ আবার কিরূপ বাত্ত।

মন্ত্রী। অংশ — অতি আশ্চর্য্য — চমংকার!
কপ। এমন তামাসাত কগন দেগি নাই —
এ কি অসম্ভব। কারো মুগে ভন্লে, এ সব
কি বিশাস হতো? কিন্তু এখন আর কিছুতেই
অপ্রতায় কর্ব না, — বুকে মাথা, কন্ধনাট
প্রস্থতির যে সব গল্প শোনা গিয়েছে, তা
এখন ত সকলিই সত্য মনে হল। বোঝা
গেছে, দেশ বিদেশ না বেভি্যে, সোণারবেণেদের মত মাগনুগো হলে বংসে
থাক্সেই, কুঁজড়ো হলে গেতে হল।

মন্ত্রী। কি আশ্চর্না। গুজুবাটে নিমে এ কথা বল্লে কি কেন্ট প্রভায় যাবে যে, অমুক দেশে এরপ কিন্তু চকিমাকার মান্ত্রম দেখে এসেছি ? কথা ত নিথা নয়—এরা ত এই দেশের 'লোক বটে। যাই হউক, আকার অবয়বে যতই কেন বিক্তাক হউক না, সভ্য জাতি বলে যত জাতি গর্কা করেন, তাদের্ অনেকের তেয়ে এরা সহস্য গুণে ভ্রদ।

বৈজ। (জনান্তিকে) সাধুপুরুষ—যা বল্চ সত্যই বটে;—কেন না উপস্থিত যে কন্ধনের মধ্যে তুমি বঙ্গে রয়েছ, এরা সকলেই নরাধ্য ছুম্মতি।

চিত্র ৷ তাই ত আমি কিছুই ভেবে উঠ্তে

.
পার্চি নে; এমন্ আইতি এমন্ অঞ্জঞ্জি
এমন্ খ্লা—কথা না কয়ে একপ সদালাপ
ত কোথাও দেখি নি!

বৈজ। (জনান্তিকে) এপন না হে—এপন না —যাবার সময় যত পার স্পণ্যাতি করো। অন। ক্যানন আ-5গ্য রূপে মিল্যে গেল! রূপ। যাক না কেন—মাহার সামগ্রী গুলো ত রেপে পেছে, স্মার সামাদের ক্ষুণা নেই, তাও ত নয়। মহারাজ যংকিঞ্চিং আস্থাদ গ্রহণ কর্তে আজ্ঞাহয়।

চিত্র। না—আমিতনা।

কপ। ভয়ের কারণ নাই;— মণন আমাদের
কৌপনাজি ওঠেনি, তথন কত কথাই
অঙ্গীক, অসন্তব,গালগর মনে কর্তুম;এথন
ত্সতক্ষেই সব দেখুলেন। রাক্ষস পিশাচ
দানা দত্যিদের যে সব কথা শোনা খেতো
সে সব পাহাড়ী বুনো ব্যতিবেকে আর
কিছই নয়।

চিত্র। কপালে যাই পাক্—মাহার করি:—
না হয় এই আমার শেষ আহার হরে।
স্থপের দিন যা, তা ত জুরায়ে গেছে!-ভাই
ক্রপ —কন্ধন ভূপতি স্থনত্ত-এগো তোমারাও
এগো।

(বন্ধান এবং বিছাং। রাক্ষস বেশে স্থমালী পরির প্রবেশ, এবং অক্সাং অরব্যস্ক্রম অদৃহ্য ইইল।)

স্থমা। স্বজাতি হিংশ্রক, অবে পাপী তিন জন!
ইংকালে স্থাভোগ নাহিবে তোদের;—
অনুষ্টই মূলাধার, এ মহীমগুলে;
বেমন ছক্ষিয়া তার উপযুক্ত ফল
পেয়েছিদ এত দিনে।—দর্শ্বগ্রাসী দেব
সাগরও তোদের নিজ উদরে না ধরে,
উপাবি ফেলেছ এই জনশৃত্ত দ্বীপে,
লোকালয়ে থাকিবার অযোগ্য ভাবিয়ে।

(রাজা, রূপ প্রভৃতি কর্ত্তক অসি নিম্নোবিত করা এবং তদ্ধপ্তৈ স্বমালীর উক্তি।) অমা। হতভাগাজন যত এইরপে বটে আপনার মূতাবাঞ্চা আপনিই করে: আত্মদাতী হয় কেহ বজ্জতো ঝুলিয়া. কেহ বা, সলিলে ডোবে; অরে ও নির্কোধ নিয়তির কর লয়ে, রন্ধাণ্ড ভিতরে ভ্রমণ করি আমরা;—এ দেহে কি হয় অব্রাঘাতে বক্তপাত; —বে ধাতুনির্দ্মিত তোলের এ করবাল ; উহাতে যেমন বায়তে আঘাত করা, কিয়া জলদেহে, আমারো বেহেতে ওর প্রহার তেমতি; পকটিও থসিবে না উহার আঘাতে-অন্তরগণও মম অভেদ্য সকলি: আঘাতের সম্ভাবনা যদিও থাকিত. দেখতা ক্রায়ে গেছে—নিস্তেজ শরীর অস্ব উঠাইতে এবে সাম্প্রবিহীন। শোন বলি—(এই কথা কহিতেই আসা) বৈজ্যন্ত সাধু ছিল কম্বন ভূপতি, তোৱা তিন ছনে মিলি তাড়াইলি তায়, অকল সাগ্রজনে করিলি নিক্ষেপ, বালিকা ক্যার সহ তারে ভাসাইলি; তারি পুরস্কার ইহা, স্বর্গবাদী যত (ভুলিবার নয় তাঁরা) এত দিন পরে, বৈষুণ ভোলের প্রতি ; ঠানেরি আজ্ঞায় ক্ষিতি তেজ, বায়ু আদি জ।বজন্ত যত সক্ষে ক্রিছে এবে ভোলের বৈরিতা। (महे लात्न, ठिब्रास क्र, निर्माल इहेनि, হারালি প্রাণের পুত্র; আরো মনস্তাপ। পাবি তুই যতদিন থাকিবি সংসারে; নিন দিন যাতনায় হবে আয়ুঃক্ষয়— অক্সাং মরণের স্থাও না ভুঞ্জিব। তাঁদের আজ্ঞায় আমি দিলাম এ শাপ। সে পাপের প্রায়শ্চিত করিয়া তাঁদের

ক্রোধানল নিবাবণ কবিবার হেডু
অক্ত্রিম অনুতাপে হলয় শুবিয়া
পাপ পথ পরিত্যাগ কর ভবিষ্যতে,
ইহা ভিন্ন নাহি আর—না করিবি যদি
অনস্ত যাতনা তবে পাবি পদে পদে।
(বজ্ঞানিনাদ এবং পরির অদুগু হওন,পরে মুহ্
বাঞ্চ্মানি সহকাবে নৃত্য কবিতে করিতে
পূর্বোক্ত বিক্লত শরীরীদের প্রবেশ এবং
ভোক্তন পারাদি লইয়া প্রস্থান)

বৈজ। বেদ্ বাবা স্থমালি বেদ্—এই রাক্ষসের আচরণটা অতি পরিপাটি হয়েছে, তোমার অন্থ5রেরাও যার যে কর্ম অতি স্কাররতে নির্মাই করেছে। এত দিনে আমার কুহকশিকা সার্থক হলো, শক্রপক্ষ সকলেই হস্তগত এবং উন্মত্ত প্রায় হয়েছে।—হর্মাতিরা কিছুকাল এই যন্ত্রণা ভোগ করুক;—মামি এক্ষণে বাজকুমার বসন্ত এবং প্রাণাধিকা নলিনীর নিকট গমন করি।

(বৈজয়ন্তের শূক্ত হইতে প্রস্থান।)

মন্ত্রী। কি স্কানাশ! মহারাজ কি হলো! অমন্করে উর্জনেত হয়ে দাড়'য়ে ক্যান ? হাজসদীখর!

চিত্র। ভয়স্কর! ভয়স্কর!—শুনিলাম কাণে,
সাগর-তরঙ্গ-বেন হকারি কহিল,—
সমীরণ সেই কথা নিনাদিল বেন,
বক্সনাদ গভীর ভৈরব ভীমনাদ
ভনাইল বৈজয়স্ক ভূপতির নাম;
তাই বলি প্রাণাধিক বদস্ক আমার
ভূবেছে সমুজলেল, এ জন্মের মত;—
যাই তবে আমিও দে অতল দলিলে,
কর্দ্ধম শ্যায় পুল্ল পড়িয়া বেখানে।
(ক্ষতবেগে প্রস্থান!)

ক্লপ। আসে বদি একে একে, সহস্র রাক্ষণে একা পারি বিনাশিতে ! অন। আমি হই সহকারী তবে সে যুদ্ধেতে। (উভয়ের প্রস্থান।)

মন্ত্রী। হতাখাস, উনাত্ত হয়েছে,
মনোগত পাপ এবে জালিছে অস্তরে;
কালব্যাপী বিষ যথা কাল বিশাষিতে।—
ক্রতগামী যত জন আছু হে তোমরা;
যাও ক্রত পাছে —নিবারগে বরা
না জানি কি কোবে বলে উন্নত প্রমাদে
প্রচে। এসো হে সকলে এসো।
(সকলের প্রস্তান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৈজয়তের কুটীরের সন্মুথ ভান। (বৈজয়ত এবং বসত্তের প্রবেশ।)

বৈজ। কঠিন যাতনা বাপু নিয়াছি তোমায়;
কিন্তু তার বিনিময়ে তেমতি ছর্লজ
দিয়াছি অমূল্য ধন প্রাণের ছহিতা;
সংসাবের সার বস্তু জীবন আমার;'
এই ধন পুনর্কার করি সম্প্রদান।
বুঝিতে তোমার প্রেম, এত বে মাতনা
দিশাম অপেন কেশ, সহিলে যে সব,
দেগাইলে প্রাণয়ের অভুত ক্ষমতা।
সাক্ষী হও স্বর্ল করি সপ্রাদান।
অম্লা ছহিতা-রহ্ন ছর্ল জ্লগতে।

হেসো না হে যুবরাজ পশ্চাতে জানিবে শত মুগে বাধানিয়া কুরাতে নারিবে। বস। অপ্রতায় এ কথায় হবে না আমার. আকাশবাণীতে যদি বিপরীত কয়। বৈজ। দিলাম হে ধর তবে মম উপহার, আমার ছহিতা-রত্ব—মহা বত্বে ভূমি করেছ যা উপার্জন ধর সেই ধন কিন্তু যদি হোম যাগ বিধানের আগে কৌমার-কলিকা চূর্ণ করহ উহার, ক্রিলাম অভিশাপ, তবে এ বিবাহে ফুটিবে না প্রণয়ের স্থরতি কুন্তম, ফলিবে না প্রেম হক্ষ, ক্রমে শুকাইবে; वक्ता ब्रद्ध ठिव्रकान कन्छ विवादम. বিষদৃষ্টি দোঁহাকার লোহারে পুড়াবে: জনিবে কটকরূপ ঘূণা, মনান্তর, এ বিবাহে পরিণামে গরল উঠিবে: বস। ঘোর অন্ধলার পুরী নিবিভ কানন, मित्र, तक्ती, किता मगर श्रूरशाला. এ ভাবের ভাবাস্তর-ভ্রমে যদি কতু जुनि এ পবিত প্রেথ মননের মদে, তবে যেন যত আশা কামনা করেছি ज्ञात्क व्यवप्र- श्र्या मीर्व श्री वी १८४, क्षप्राय (अ)। ५ वा क्षा मा अवादन (क्षिट्ड-সব যেন ভক্ষ হয় দাবদগ্ধ প্রায় ৷ বৈজ। সাধু, পুত্র, সাধু, সাধু—একত্রে ছজনে বসো বাপু এই স্থানে কর স্দালাণ: তোমারি এখন এই ছহিও। আমাগ্।-স্থমালি !--কোথ'রে, তুই,আয় বাপ আয় স্থালি!-- (পরির প্রবেশ।) स्मा। अहे य अप्ति छ अ है। বৈজ। বেস, বাপ, বেস; রাক্ষদের কৌতুকটা অতি পরিপাট **(मशासह अब्**ड्य পরিগণ সহ, ভাহারাও দেখায়েছে অত্তুত কৌশল।

সেইরূপ আর এক আশ্চর্য্য কৌতুক দেশাইতে হবে পুন:, আছি প্রতিশ্রত ক্যা জামাতার কাছে যাও শীম্ম যাও. मनदन मदन नदय नीच अदम। किद्र : यां अभीष यां अ।--হ্বমা : যাব ভড়িতের স্থায় আদিব চকিতে : বৈজ। বাপ আমার যাও শীঘ্র এসো শীঘ্র ফিরে দেখো আমি না ভাকিলে, এদো না নিকটে স্থা ব্ৰেছি বুঝেছি, আর বলিতে হবে না [প্রস্থান।] বৈছ। সাবধান দেখো যেন স্তারক্ষা হয়। প্রমত্ত বিলাদে অত অধৈষ্য হইও না: হ্রনয়ে জলিলে শিখা, সহস্র শপথ তৃণতুপ্য দগ্ধ হয় ভিলার ভিতরে; ধৈশা ধর, নতুবা যে সঙ্গল করেছ ব্রাহ্মণায় নম বলি কর উন্যাপন। বদ। ভয় নাই মহাশয়, শোণিত উত্তাপ শাতৰ করিতে মিগ্ধ প্রণয়ের বারি হ্লায়ে ব্রেগেছি ভ্রেশ-সতীম্ব ধেমন পতিহীনা রমণীর হ্রম্ম মাঝারে ! देवज । माधु-माधु !--স্থমালিরে আয় তবে বেশ ভূষা করে। কথাটি কইও না কেহ দেখ স্থির হয়ে। (नमा े वरः हरानांत दर्दम इहे जन পরির প্রবেশ।)

লক্ষী। ও গো চপনা, ভাল আছিম ত ?
স্বৰ্গের সকলে ভাল আছেন ত ?—
ভোলের বাণী শচী কোথায় ? বভি এবং
কামদেব এখন কি তাঁর কাছেই থাকে,
না সেই বিবাদ উপলক্ষ করে অমরাবতী
প্রিত্যাগ করেছে?

চপ। আপনি ভাল আছেন ?— বৈকুঠনাথের প্রসন্ধভাব ? আম দেব সক্তা ম্বল বটে, অমবনাথের সঙ্গে মন্নথের হে মনাস্তর হয়েছিল,ভালয় ভালয় মিটে গিয়েছে— এখন রতির সঙ্গে তিনি অমরাবতীতেই আচেন।

লক্ষী। ওরে চপলে শচীর সঙ্গে একবার দেখা করতে ইচ্ছা হয়েছে, অনেক দিন দেখা হয় নি, তুই একবার তাঁরে স্মাচার দিয়ে আয় না; -- তুই ত পলকে জ্বাৎ ব্রাহ্ম ও ত্রমণ করতে পারিস। ইন্দ্রবন্ধরপ ছটা মাথায় দিয়ে মেঘের কোলে কত পেলাই পেলাস-যা না একবার। কিন্তু দেখিস বিলম্ব করিস নে—মেঘের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তোর ত আর কিছুই মনে থাকে না। শতীবৃতি, যা একবার ধা

চপলা আর যেতে হবে না,অই তিনি আদছেন লক্ষী। তাই ত. শচীই যে। চলনেই টের পেরেছি। স্বর্গের রাণীনা হলে, অমন সদর্গ পদবিত্যাস আর কার ৪

(भहीत व्यटनम ।)

শরী। কেও নারাঘণী।—শ্রীকান্তের কুশল ? আজ আমার স্বপ্রভাত, কতদিনের পর সাক্ষাৎ হলো। অমরনাথ সে দিনও তোমাদের কথা বল্ছিলেন—আমাদের একবারে ভলে গেছেন। অনবার গীতে ত আর পদার্পণ হয় না। তবে এগানে কি মনে করে ?

লক্ষ্মী। এই নগবিবাহিতা দম্পতীকে আশীর্ষাদ করতে এসেছি। চঙ্গ হজনে গিয়া আশী-র্বাদ করে আদি।-এ চটী অতি পুণায়ো।

मही। हल, हल।

(ধান দুর্বালইয়া) नकी।

কবি আমি আশীর্মাদ, থাক দোঁতে নিরাপদ, অচলা ভাপাবে থাক ধন।

হুবুষ্ট পালিত ধরা, তক্লতা ফলে ভরা, শস্ত ভার কর্মক বহন।।

বসন্ত নিয়ত বাস. পৰিয়া কুমুমৰাস. আদিয়া থাকুক ধরাতলে দেখ সন্তানের মুখ যুচ্চ স্চল হুণ, • পাল অন্নে দ্বিদ্র কাঙাল। এই আশীর্মাদ লও জनामना स्री ३७. নারায়ণে ভেবো ইচকালে। শচী। অনন্ত যৌবন, লভ গুইজন, ব্ৰাজ্য স্থশাসন প্ৰস্কাৱ পালন मनानन मन. कद मर्तकन নিবাপদে কাল হব : বিপ্লের কাল, স্বপ্লের বল

প্রভাপে প্রবল, কেশমুগোড্রন্ সপ্রতি কুশ্র, প্রাণয়ে সরল ঐশ্র্যা কিবীট পর: कारे गामोत्रीत कति नितालन **ब** इत मन्त्र , बाइलात धारमात लए। शाक माठी मद्र ।

दम । अदु ७ (को इक ईश्री पृथ्य महनाश्व, স্থাব্য মার ভাষ গুনিতে কোমল; বুঝিবা হহারা মনে হবে কেবযোনি! বৈজ। দেবখোনি বটে এরা--- মনকুৰ । তে

বস। ইচ্ছা হয় এই স্থানে থাকি চিবকাল। এ হেন খড়ত জায়া, প্রবল খড়ার---হবে এ কৈনাসবান কিমা স্বৰ্গপুৰ !

মন্ত্র বলে আনিয়াতি রহন্ত দেখা ।

देवज्ञ। थारमा वान, कारन कारन मनी आव मंत्री পরামর্শ করিতেতে অতি মুচ্ছবে. আলো বুঝি হবে কিছ :--প্রায় বিশ্বরণ (37 13) হরেছিত্র ছষ্টমতি বর্মটের কথা; ষভ্যন্ত্র করেছে সে বধিতে আমারে. সহকারী দন্তাসহ, ছরালা পামর: এডফন বুঝি ভারা এদেন্তে কুটীরে !

্ পরিদিগের প্রতি) ।
পরিদিগের প্রতি) ।
পরিশাটা বহস্তাট হয়েছে হে বাপু,
এখন গমন কর সকলে স্বস্থানে ।
বস । হঠাৎ এরূপ কেন হলেন উত্তলা ।
দেখ প্রিয়ে, পিতা তব ক্রোধেতে অধীর
হয়েছেন অক্সাং !

নিল। তাই ত গা, কেন হেন ? কখন ত আগে দেখি নাই ক্রোধানলে জলিতে এমন। বৈশ্ব। অহে বাপ্ত ভয় নাই, স্থিচিত হও; লীলা হলো সমাপন '—এ বঙ্গভানিতে সেজেছিল যত পরি করি নটবেশ. বায়ুর পুতুলি তারা মিশিল বায়তে---মিশিয়া ইইল লীন তবল আকাশে ! इत्त नीत बहेलाल. डेडाला गर. মাটীর পুত্তলি যত মান্য এ ভবে; পারাপের অট্টালিকা অন্নভেনী চড়া, (मडिन, मनिव, मर्ठ, खेबड मटीव, বাজ-নিকেতন কিমা দেব-মটালিকা ष्याङामग्री, इज्जमग्री—हर्ग रुख यहत । **এই** इं गरीग ७७ फ्लीन कामत्न. পয়োধি, পর্বত, রুক্ষ; প্রাণিরন্দ সহ, এও ধ্বংস হবে শেষে—চিহ্নটিনা বুবে ! অসার স্বপ্নের হ্রায় নিজায় বেইড অনিতা আমধা সবে অনিতা জগতে।--বিরক্ত হইও না বাপু, অপর্ম হয়েছি. সদা তিক্ত হয় চিত্ত জরাজীর্ণ দেহে।— ইচ্ছা যদি হয় তবে প্রবেশি গুহায় বিশ্রাম করতো দৌহে—আমি ক্ষণকাল এই ভানে বেড়াইয়া শীতল বাতাদে, জুড়াই উত্তপ্ত হয়।

নলি ও বস। শান্তিলাত অচিৱাৎ হউক তোমার (উভয়ের প্রস্থান।) বৈজ্ঞ। স্কুমালি নিকটে আয়, বিহাতের গতি।

यां ७. श्रंटर यां ७ त्मारर ।----

(স্থালীর প্রবেশ)

স্থা। প্রভুর কি ইচ্ছা ? স্বরণ মাত্রে ভৃত্য উপস্থিত।

বৈজ। হে স্থমালি। ছাই বর্জটোর ষড়বন্ধ-ব্যর্থ ক্রিবার কি ?

স্থমা। আপনি যথন কন্সা জামাতাকে রহস্ত দেখাচ্ছিলেন সে কথা আমারও মনে হয়ে ছিল; কিন্ত পাছে বিরক্ত হন ভেবে আপনাকে বলতে সাহস করি নাই।

বৈজ। সেই পাজি নচ্ছারদের কোথায় ফেলে এসেছ বল্ছিলে ?

স্তমা। আপনাকে ত বলেছি স্কুহা**পানে সকলেই** মেন মত্ত হয়ে উঠেছে; ভারি ঝাঝ,কাছে এগোর কার সাধা: বাতাস মুখে লাগচে. মাটি পাচে ঠেকচে,ভাতেই আক্ষালনের ধুম নেখে কে ৪ হয় তো বাতাদকেই ঠেঙাচে. নয় তো ঘাটতেই লাথি মাচে। ক্তই বাহাত্তর হয়েছে। কিন্তু তবুও বজ্জা-তেরা আসল মতলবটা ভোলে নি। তাই দেখে আমি শেহলা বাল্ল আরম্ভ কল্লেম। বাজনা ভনেই একবারে মোহিত হয়ে ভেল। ঘোটক শাবকেরা ঘেমন নাসিকা. কৰ্ণ. চক্ষ বিস্তাৱ ক'ৱে স্তব্ধ হয়ে শোনে. তারাও তেমনি করে তনতে লাগলো। বাজনা ভনে এমনি মোহিত হলো যে. গাভী-বংসদকল যেমন হামা বব ভানে গাভীঃ পশ্চাং পশ্চাং ছোটে. তাহারাও তেমনি কণ্টকাকীৰ্ণ কুশাঞ্চন বনের ভেতর দিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটতে লাগ**ে**গা। প্রিশেষে আপনকার কুটারের বাহিরে পচা পানা পুষ্কবিণীর ভিতর প্রবেশ করিয়ে ছেডে দিলুম; সেই পুষ্করিণীর গাঢ় পঙ্কে বন্ধ হয়ে, এক গলা জলে দাঁড়ায়ে সকলে ছট क्छे कब्राइ।

বৈজ্ঞ। উত্তম করেছ; ঐরূপ অনুগুভাবেই আমার কুটীর হতে মন্ত্র-পরিচ্ছদটা নিয়ে এসো—দস্থাদের ধর্তে হবে।

স্থমা। যে অজ্ঞা— [প্রস্থান।]
বৈজ্ঞ। নারকী—পিশাচ—করায়ার এমনি
অসং প্রকৃতি যে, কতই যক্ত্র পরিশ্রম
কল্পম—কত উপদেশট দিলুম, সকলই বার্থসকলই নিজল হলো। বয়োবুদ্ধির সঙ্গে
ক্রমে যত কুশ্রী আর কদাকার হচ্চে, অস্তঃকরণটাও তেম্নি কুর হচ্চে। সব ব্যাটাকে
উত্তমন্ত্রপ শাস্তি দিতে হবে—ধেন চীংকার
করতে করতে নিশ্বাস রোধ হয়ে প্রাণত্যাগ
করে।

(স্থমালীর পরিজ্ঞান লইয়াপুনঃ প্রবেশ।) (দেও—পরায়ে দেও। উভয়ের অনুখ্যভাবে অবস্থিত।)

(আদ্রদেহ বর্ধট, উদয় এবং তিলকের প্রবেশ)
বর্ধ। দোহাই তোমাদের, একটুকু আন্তে আন্তে
পা কেল। ই ভুর বেড়ালটি পর্যান্ত যেন টের
না পায়। যথন আমঠা তার কুটীরের
মধ্যে প্রবেশ করেছি।

উদ। ওরে বাটা কছণ—ছুই না বলে ছিলি
ভোদের পরি কাক্ষর অনিষ্ট কর্তে জানে না
ভবে আমাদের এ গুর্দিশ হলো কানি ?
ব্যাটা আলেয়ার মত পুরিয়ে নেরেছে—
বাপ্।

তিক। অবে ও! আমার সর্কাকে যেন যোড়ার প্রসাবের মতন হর্গদ্ধ বেক্চেড-উ: কি হর্গদ্ধ; খুঃ—

উদ। তাইত, আমারও ত দেশছি—অরে ও, আমার সঙ্গে ভণ্ডামি ? দেশ—

বর্ধ। মশাই গো, রাগ করবেন না, এ কট এখনি ঘুলবে—কত আশ্চর্গা অম্পা সামগ্রী পাৰে তার আর কি বল্ব। একটুক্ ধীরে ধীরে কথা কও—হপুর রাত্রের ম**ড দে**ধ সব নিষাড় হ**ই**য়েছে।

তিল। যাই হউক বোতলটা দেই পুকুরে. রইন।

উন। কি লজ্জার কথা,— **এমন সর্বান** কি মান্তবের হয়।

ভিন। ভিজে চোল হংছে—তাতেও কিছু

এসে যায় না, কিন্তু বোভলটা—অবে

বাটা কুলুকুমাও—এই কি তোর পরি

কাক মন্দ কংতে জানে না।

উদ। যাই বোতলটা নিয়ে আসিগে না হয় মাথা ভিজ্বে।

বর্কা। মশাই—স্থির হউন;—এই যে দেখ-ছেন, এটি তার গুহা প্রবেশ দ্বার,নিঃশক্ষে ইহাতে প্রবেশ করন। একবার যদি তাকে মার্তে পারেন—তবে আর এ রাজ্জ কোথা যায়—প্রভু গো, আমি তোমার গোলাম।

উদ। আয় তবে আয়;—আমার গায়ের রক্তটা তেতে উঠছে, হাতটা নিদ্ পিদ্ কচ্ছে—ব্যাটার মাথাটা গুড়ো কবে ফেল্ব।

তিল। ওবে উদয়-াজচক্রবর্তী উদয়-সম্ভান্ত কুল প্রদীপ উদয়--দ্যাধ--- হেথা কি বহু-মূল্য রাজ-পরিচ্ছদ ভাথ---

উদ। তিলক—থোল বলচি—**আমাকে দে—** নৈলে এগনই তোৱ মুগুপাত কর্ব।

তিল। না না—এ তোমারইত—এই নেও
বর্ম। চুলোয় যাও ! ও গুলো এবন পড়ে
থাক না—হুমি কাপড় চোপর নিয়ে এত
ব্যন্ত ক্যান ?-ভাকে স্মানে খুন করে, তার
পর যা ইচ্ছে হয় করো। একবার যদি
স্থেগে ওঠে ভ ভুপরাম পেলমে দেবে এখন
—যাড়মোড় মুচ্ডে বাতের ব্যাথায় ছট্-

ফ্ট্রে দেবে--গালো আর কি--সর্বনাশ হলো।

উদ। অবে কচ্ছণ—থাম্—থাম্;—তুই এই গুলো নিয়ে বা— আমাদের মদের পিগেট। যেগানে আছে সেই থানে রেবে আয়।

ভিল। নে—হাতে একটুকু থড়িমাটি মাথ্— ব্যাটার হাত ত নয়(বন ধানসিলনো ইাড়ির তলা।

বৃৰ্ধ। আমি ওতে :এই ;—মরণ আর কি— মিছেমিছি সমষটা যাজে ;—এব্যাটা হাবা-তের হাতে পড়ে প্রাণটা গেলো।

উদ্। ধর—ধর্—আল্গা করে ধরিদ্;—নৈলে এখনি ভোকে এ দীপ হোতে বহিদ্বত করে দেব;—ধর—এটাও নিয়ে যা—

जिन। उदर करें। व दन।

जेन। बढों व त्न यां-

(রাক্ষসমৃত্তি কতিপয় পরি সঙ্গে লইলা স্থমালীর প্রবেশ এবং উহাদিগকে বেষ্টন)

বৈশ্ব। বাঁধ-হাতে পাথে গলায় লোহার শৃঞ্জাল দিয়ে
বাঁধ অন্ধকূপের ভিতর নিয়ে যা;—পিছমোড়া করে বাঁধ, বুকে পীঠে কোঁকে বাত
ধরিয়ে দে—আর সাপের ফলা ধরে চাদ্দিক
থেকে চোটাতে আরম্ভ কর।—পাঞ্জি—
নেমোথারাম—চোর—ভাকাত ব্যাটারা—
নে যা বেটালের অন্ধক্পে নে যা!—
[উহাদিগকে লইয়া পরিদিগের প্রস্থান।]

स्या। के-त्नान-हीश्कात त्नान-

বৈজ্ঞ। আছো করে শান্তি দেবে, যেন চিরকালের জন্ম শ্বরণ থাকে।—ভূমি আর
থানিক ক্ষণ জামার কাছে থাকো; এখন
শক্ষ সকল হস্তগত হয়েছে—অনারও
প্রিশ্রমের শেষ হয়ে এসেছে—আর,
দত্তেক হু দত্ত পরেই তোমার দাসভ
মোচন কর্ব। [সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৈজয়ন্তের কুটারের সম্প্র ভাগ। (বৈজয়ন্ত এবং জ্যালীর প্রবেশ)

বৈজ। অব্যৰ্থ কুহকমন্ত্ৰ ফলিছে অবাধে ;—
আজ্ঞাবহ পৰিগণ খাটিতেছে দৰে ;
সময় সৱলভাবে কৰিছে গমন ;—
হলো বৃদ্ধি এত দিনে ব্ৰত উদ্যোপন ;—
বেলা কৃত ?

স্থা। দিবাকর অন্তপ্রায় অপরাষ্ট্র শেষ, যে সময়ে আমাদের শ্রম অবশান হবে কহেছিলা, প্রস্তু!

বৈজ্ঞ । বলেছিল্ল বটে যবে উঠাইল ঝড়;
সে কথা নিজন, পরি, হবে না আমার;
কিন্তু বাপ বল দেখি কোথায় এখন,
কি ভাবে গুজু বাটপতি সমীগণসহ
ক্রিছে সমহক্ষেপ ?

মা। কুটারের চতুর্দিক করিয়া বেষ্টন, বজ্ঞাঘাত ঝঞ্জাবাত বেগ নিবারিতে, আছে যে শালের বন, তাহারি ভিতরে গতিশক্তি হীন সবে আছে বন্দী হয়ে। হস্তপদে রজ্জুবাধা বাধিয়া যে রূপে দিয়াছিল। মোর ঠাই আছে সেই ভাবে। তথায় ভ্রাতার সহ গুজুরাট ভূপতি সঙ্গে তব সহোদর—উন্মাদ হয়েছে। অন্তর্গণ যত, কুটিত সকলে, সশক্ষিত হয়ে সবে করিছে আক্ষেপ। নিতান্ত অধীর শোকে সেই বুন্ধন ব্র

থাঁবে, প্রভু সাধুধন্ত প্রচেতা নামেতে ক্রেছিলা স্থোধন.—হেমস্ত থাতুতে শিশিরের নীরধারা, শরবনে যথা। শীর্ষ বয়ে পড়ে ধীরে. শাশ বয়ে তাঁর পড়িতেছে ধীরে ধীরে মশু বিলু কণা। বৈজ। সত্য কি ব্যা, প্রিরাজ १ হুমা। মানব শ্রীর হলে, আমারো হন্য বিদীর্ণ হইত সেই যাতনা দেখিয়া। বৈজ। বায়ুর শরীর তোর, স্থমালি রে, তুই তাদের হঃথেতে এত আদ্রচিত হলি: আমার স্বজাতি তারা—তাদেরি মতন শোকে তাপে জলে অস--- আমি কাঁদিব না ? আমার মাংসের দেহ বিদীর্ণ হবে না ? বিস্তৱ অহিত আর বিস্তর যাতনা দিয়াছে করেছে তারা অসংখ্য প্রকারে, जुनिव तम ममुनाय, कविव मार्ज्जना। এ হরস্ত ভূমগুলে, মানব জাতিতে ক্ষমাই পরম ধর্ম-পরম তপ্ত। অনুতাপে তাপিত যে তারে দণ্ড দেওয়া ভ্রান্তমতি মানবের কভু বিধি নয়।— দেওগে বন্ধন খলে যাও হে স্থমালি. কুহক বন্ধন আমি কবিল মোচন. হবে পুনঃ সত্তেন এখনি তাহারা। স্থম। যাই তবে, এইপানে আনিগে তাদের। বৈজ। অহে ও পর্যতবাদী পরি মত জন. ভ্রম যারা পর্রতের নিঝ'রের ধারে. कानत्न, कन्नद्र किश्वा नम नमी जीदन-অহে পরি যত জন, সমূদ-বিলাগী, मना यक कव यांवा मभूष-श्रुलिटन, তরঙ্গের পাছে পাছে ছুটে ছুটে যাও, ভাটিয়া তরঙ্গ যবে সাগরে লুকায, আবার যথন ছুটে উঠে দে পুলিনে তরকের আগে আগে ছুটয়ে পালাও !-গগনবিহারী পরি, নৃত্য কর যারা

মাঠেং জ্যোৎসা বেতে, তুলে বেখা দিয়ে,* প্রভাতে হরিণী যত আসে সে মার্ক্ততে ছাণ পেয়ে সে তুণেতে মুখ না পরশে। তোমরাও, অহে যত, দশ দণ্ড পরে বন্ধনীতে ভেকছন কর প্রস্ফুটিত।— তোমাদেরি সকলের সাহাযোতে আমি. আমি:যে তৰ্মন জীব সামান্ত মানব.--তুলেছি প্রায় ঝ হ দিবা দিপ্রহরে প্রতিও মার্ভিও রশ্বি ধুমাচ্ছন করে;— নীলাম্বর, নীল-অমু সাগরের শনে বাধায়েছি ঘোর রণ;—ইন্দ্রের বজেতে জালায়েছি হুতাশন :--দিগও করেছি প্রকাও শালের কাও সেই বন্ধাঘাতে:--অস্থির করেছি ধরা বাস্থকির শিবে। উঠায়েছি প্রেত্রন্দ প্রেতরাক্ষ্য হোতে মহাশক্তি যাতমন্ত্রে করে আজ্ঞাবছ। কিন্তু দে চবস্ত বিদ্যা তাজিলাম আজ. তাজিলাম এই দণ্ডে—মুহূর্ত্ত মাত্রেক আনিতে অমর বাল জপিব ইহারে: তেতাইতে পুনর্দ্বার মন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছি যত জনে';-এগনি তা হবে-পরে গণ্ড করি এই যাই শতভাগে গভীব মেদিনী গর্ভে বাধিব পুঁতিয়া: কুহকের গ্রন্থমালা করিব নিক্ষেপ অগাধ সাগ্র জ্বলে।

(গভীর বাঞ্চনি; —উন্নত্ত প্রায় চিত্র ধবদ্বের সঙ্গে প্রচেতা, এবং তদবস্থ রূপ ও ও অনস্তের সঙ্গে ভরত এবং বিজয়কে লইয়া স্থ্যালির পুনং প্রবেশ। বৈজয়ক

^{*} পূর্ফকালে ইংলণ্ডের সাধারণ লোকের বিশাস ছিল বে, একপ রেখা সকল পরিদিগের দারা আছিত "হইড; এবং রঞ্জনীযোগে উহারা দলবদ্ধ ইইয়া সেই সেই রেখা সকলের মধ্যে নৃত্য করিত! এই রেখা মধ্যান্তিত তথা স্পর্শ করিতে কেহ সাহসী হইত না

.কর্ত্ত মন্ধিত যাহ রেথার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলের স্তস্তিত ভাবে অবন্থিতি;— তদ্ধ্যে বৈক্ষয়ন্তের উক্তি।)

বৈজ। গম্ভীর বাজের স্ববে চিত্তের উদ্বেগ হয় শাস্ত অচিরাং — অস্তত তোমরা কর শাস্ত চিত্তবেগ সে গত্মীর স্বরে। কুহক নিগড়ে বন্ধ করেছি অচল. থাক দবে. এই স্থানে—থাক দাভাইয়া। সাধুত্তম প্রতেতা হে, নির্থি তোমায় আমারো নয়নে ধারা বহে অনুর্গল !--প্রভাত কিরণে যথা ভাঙে নিশা ঘোর ভাঙিছে যাত্র ঘোর তেমতি এদের. চেতনার জোতি: ক্রমে পশিছে অন্তরে। ভ্রমে ধাহা অন্ধবার ছিল এতকণ। অহে বন্ধু, রাজভক্ত প্রচেতা প্রবীণ, দিব শোধ যত ধার ধারি হে তোমার. কথায়, কাৰ্ণ্যেতে পারি-মত্ চিত্রালছ; তুমি হে নিৰ্দ্য হয়ে বিবিধ যাতনা দিয়াছ আমায়, আর কলারে আমার; ছিলে তাতে সহযোগী তুমিও হে রুপ. তাই হেন মনস্তাপ পাও হে এগন। অনস্তবে তুই, সহোদর ভাই হয়ে, यात्रा प्रशा अटकवाटव मक्ति जनित. ছাই ছরাশার বশ হয়ে ছরাঅন। এখানে আসিয়া পুন: কুপের সংহতি (এ অসহ চিন্তানলৈ চিত্ত দহে তাই) মন্ত্রণা করিলি তোর সম্রাটে ব্ধিতে— ভোৱেও করিত্র ক্ষমা। এখনো আমায় চিনিতে নারিছে এরা, একবৃত্তে আছে ! স্মালি হে, নিমে এসো শাণিত কুপাণ, নিয়ে এসো গুহা হোতে মাথার মুকুট, দেখা দিব কন্ধনের ভুপতির বেশে; শীঘ্র আনো শীঘ্র তব দাস্থ পুচাব।

(গান করিতে করিতে স্থমানীর পুনঃ প্রবেশ) स्मा। दर कुस्रदम मधु शांन कदत मधुमाही. আমিও সে কুন্তমের মধুপানে আছি: ধুকুরা ফুলেতে ভয়ে স্বথেতে ঘুমাই :1 ডाকে यद किता अस ख्रुताः अद भारे : বাতুলির প্রে চড়ি বেডাই আকাশে शीयकाटन विश्वमाद्य मदनव खेलादन : এবে পুন: উড়ে উড়ে কত গীত গাব. ফুলে ভুৱা তক্তশাথা আনন্দে নাচাব। देवक । द्वम, वांभ, द्वम-किन्छ अन द्व स्मानि অন্তবে বেদনা পাব বিহনে তোমার. তবু সতা করিলাম—দাসত্ব ঘুগার। ক্ষণকাল থাক বাপ, অনুখ্য অম্নি. অই বেশে যাও এবে বাজপোত যথা. দেখিবে কাণ্ডারী যত গুলা মাজাদিত. আনো গে তাদের হেথা জাগ্রত করিয়া: দেখো শীঘ ফিরে এসো-স্ক্রমা। না পড়িতে হুইবার নিখাস তোমার,! আনিব তাদের হেথা---[প্রাহান] মন্ত্রী। ভয়ন্ধর দেশ ইহা—অনস্ত যাতনা, অদু গ, আৰ্ক্যা যত-স্কৃত্তি এখানে !--হে বিধাতঃ, কর ত্রাণ এ কুম্বান হোতে। रेक । करह, विकास बांक ! तिथ वक्क स्पिन. বৈলয়ন্ত নৱপতি সম্মত্যে দাঁড়ায়ে; কঙ্কনের অধিকারী সেই ছঃগী আমি যারে ছ:খ দিলে এত -এখনো জীবিত:-পরিচয় দিতে তার, করি আলিঞ্বন।-করি আবাহন, আসি কুটীরে আমার আতিথা সংকার লহ স্থীগণ সহ। চিত্র। বৈজয়ন্ত হও, কিম্বা, হও অন্ত কিছ মায়ার পুত্রী মাত্র প্রপঞ্চ অলীক, দেখিলাম হেথা যত-না পারি বৃঝিতে কিন্ত শোণিতের স্রোত শরীরীর ক্সায় বহিছে শরীরে তব;—দেপিয়া তোমায়.

তাও বলি--চিন্তদাহ কমেছে অনেক. কিপ্তপ্রায় এতকণ ছিলাম যাহাতে:-এ यनि यथार्थ इत्र ऋडू उ এ कथा। দিলাম তোমার রাজা ফিরিয়া তোমারে ক্ষম দোষ এ মিনতি এখন আমার। किन यमि यथार्थ है दिक्श कु जिन, किक्राप अथात अला ? वैक्रिल किक्राप বৈশ্ব। আহে বন্ধু নৱোত্তম, এদো হে অগ্রেতে করি অই বুদ্ধদেহে স্বেহ আলিখন-এ জগতে সাধু নাই তুলনা তোমার। মন্ত্ৰী। কি আশ্চৰ্যা। সত্য কি প্রপঞ্চ ইহা বুঝিতে না পারি। বৈজ। এখনো এ মায়াময় দীপের প্রভাবে ভ্ৰমে অন্ধ আছ দবে,—অপ্ৰত্যয় তাই করিতেছ অসংশয়ে সংশয় ভাঙ্গিয়া।---এসো হে বান্ধবরণ প্রবেশ কুটারে। (জনাস্তিকে কুপ ও অনস্থের প্রতি) তোমবাৰ এসো-অতে তোমা দোহাকার डेक्डा इत्न এहे मए भावि मध मिए ; वाकत्यांही अभवाद्य अगु अमादन, ভূপতির কোপানলে পারি নিক্ষেপিতে!— মিথ্যা কথা চাতুরীর সময় এ নয়, ক্যামন হে সভা কি না ? कुल। (अग्रंड) अ वाहि। मनिव नय-मायावी রাক্ষস! নতুবা মনের কথা জানিল কিরুপে? বৈজ। মিথা নয়, বুঝেছি তা; অবে ও চণ্ডাল সোদর বলিতে তোরে জ্বিলা দগ্ধ হয়. তোরও গুরু অপরাধ করিত্ব মার্ক্জনা ;--এপন আমার রাজ্য ফিরে দে আমায় **एडरव रमथ मिरा इरव. এरव. निक्र**भाष । চিত্র। বৈজয়ন্ত যদি তুমি কহ বিবরণ কিরূপে বাঁভিলে প্রাণে ? ভেটিলে কিরূপে আমাদের সঙ্গে হেথা কহ বিস্তারিয়া: হবেনাকো দণ্ড ছয় তরি ভগ হয়ে

পড়িছি এ দেশে যোৱা-হারায়েছি হায়! (শ্বিতে বিদরে বুক সে দারুণ কথা) প্রিয়তম প্রাণাধিক বসম্ভ কুমারে ! বৈজ্ঞ। হায় ! কি ছঃখের কথা ! চিত্র। বৈজয়ন্ত। জন্মশোধ গিয়াছে ফুরায়ে জীবনের যত সাধ—ফিবিবার নয়। সে জালা জুড়াতে স্থান নাহি ভূমগুলে! বৈজ! চিত্ৰধ্বজ! আমিও হে তোমার মতন হয়েছি জীবনশৃত্য তন্মা হারায়ে ! কিন্তু করে আরাধনা, শান্তির প্রসাদে শীতল করেছি দগ্ধ তাপিত হৃদয়ে:-বুঝি তুমি করো নাই আরাধনা তাঁর! চিত্র। কি বলিলে, বৈজয়ন্ত ? কন্তা হারায়েছ? হায় বে বিধাতঃ, হায় !—কি নিষ্ঠুর তুই ! আমি কেন না ডুবিমু ? বাঁচিল না তারা ? বাজা বাণী হতো আজ গুজু বাট নগবে থাকিত যত্তপি দোহে। - কবে হারায়েছ অহে ছহিতা তোমার ? বৈজ। এই ঝডে।--দেখিতেছি এরা দবে হতচিত্ত হয় করিছে বিস্ময়জ্ঞান সহসা মিলনে. ভাবিছে নয়নে যাহা করিছে দর্শন নয়নের ভ্রম তাহা! বদনের স্বর আপনার বাক্য কি না, ভাবিত্রে অন্থির ! অহে মতিভ্ৰান্তগণ, বৈজয়ন্ত আমি, সেই কঙ্কনের পতি, তোমরা যাহারে করেছিলে দেশত্যাগী কঞ্চন হইতে: आंक्डां देमदवत अंकि, त्यदय शतिकांन ছবন্ত সাগর হতে, এসেছি এদেশে রাজত্ব করিতে এই জনশৃক্ত দীপে। পশ্চাতে বলিব সব, সময় এ নয়, এক দিনে সে আখ্যানো হবে নাকো শেষ এখন প্রবেশ সবে কুটীর ভিতরে-

রাজ-অটালিকা এই এখন আমার.

काम कामी नाहि दश्था. প্রজাও বিবল।---যথাসাধ্য সমাপিব অতিথি সংকার:---গুজুরাই-ভূপতি ভূমি বাজা ফিবে দিলে. ' আমিও কিঞ্চিৎ দিব বিনিময়ে তার ; অথবা যেরপ তৃপ্ত করিলে আমায়. রাজ্য দিয়ে পুনর্কার—মামিও তেমতি. করিব তোমায় তুপ্ত আশ্চর্গ্য দেখায়ে। (গুহার ঘারোদঘাটন এবং দাবাক্রীড়ারত নলিনী ७ वमस्टक मनार्गन।) नि । व्यानमाथ । कं कि किल ? दम।'ना, ध्यम्भि, ना-उन्नां ७ (भरन् ७ नम्। নলি। ব্রহ্মাণ্ড ত দূরে থাক, দশটি রাজ্য পেলে, যুদ্ধ-বিগ্রহেতে, নাথ, নিরস্ত হবে না.--চিত্র। এ যদি অপত্য হয়, পুনগায় তবে পাব আমি পুল্লণোক—মরিবে তা হলে

এক পুদ্র ছুই বার !

ক্লপ।(স্বগত) কি আশ্চর্যা-অসম্ভব কগনো সে নয় বস। মিথা। তবে জলদিবে শাপান্ত করিত্ব, বিভীষিকা দেখাইনা সমুদ্র আমায়। স্বাহা শান্ত বারিনিধি প্রশান্ত জনয়। (পিতার চরণে প্রণত।)

চত্তা। ওঠো পুত্র, ওঠো বাপ করি আশীর্মান **वित्रस्टाय स्वरी इछ**!

বলি। ওমা. ওমা-একি দেখি। - অপরপরপ এত প্রাণী কোথা থেকে আইন এগানে ! আহা, কি লাবণ্য ছটা !--মানব এমন স্থার আকৃতি, তা তো স্বগ্নেও জানিনে! **ধক্ত** ভাগ্যবতী ধরা, নিবাসে যেগানে এ হেন স্থশার জীব !--অতি রমাস্থান **मिर्ड नवीना श्रविवी**!

वक। इंदि भागनिनौ स्पर्य । नवीना शृथिवी তোমারি নিকটে স্বধু।

ब। ই। বসন্ত। থার সঙ্গে ক্রীড়াগত ছিলে, **४** त्रभगे (कान अन-भानवी ना त्नवी १

ওঁরি আশীর্কাদে পুন: হলো কি সাক্ষাৎ ? হবেনাকো প্রাহরেক পড়েছ এ দেখে. এরি মধ্যে এত গাঁচ জ্বনেছে প্রণয় ? वम । प्रती नम्र मानवी (शा.-- हैशदि निमनी--ইনিই কম্কনপতি, স্থাপাতি থাঁহার শুনিতাম জনববে, চক্ষে দেখি নাই। দৈব গুণে এ রমণী আমারি এখন :--করিয়াছি মনোনীত না করে জিজ্ঞাসা. জিজ্ঞাসা করিতে আশা ছিল না যখন, ভেবেছিত্ব যে সময়ে হারায়েছি পিতা।--প্রাণদান দিয়াছেন ইনিই আমার. ক্সাদানে হয়েছেন পিতার সমান। মন্ত্রী। এতক্ষণে মনে মনে আছলাদে রোদন করিতে ছিলাম তাই বাকা নাই মুখে. নতবা কল্যাণ আমি করিতাম আগে। হে ত্রিদিববাসিগণ, কটাক্ষ করিয়া রাথ স্থথে এ দোহারে——কর চিরজীবী। তোমাদেরি নিয়োজিত ভবিতবা বলে একত্রেতে সমাগত হয়েছি সকলে।

চিক্ত। তাথাস্ত্রতথাস্ত্রমন্ত্রি! মন্ত্রী। কম্বন ভূপতি ত্যক্ত কম্বন হইতে হলো কি ইহাবি জন্তে ?—গুজু বাট নগবে. হবে বলে অধিকারী বংশাবলী তাঁর ? কি আনন্দ।—কি আনন্দ। হীরার অক্ষরে লেখা থাক এ আখানন পাষাণে গ্রথিত-'বে যাত্রায় কলাবতী সিংহলে মহিষী, বসস্ত তাহার ভ্রাতা হয়ে নিরুদ্দেশ কবিল রমণীলাভ কষ্টের প্রবাদে: জনশৃত্য দীপমাঝে, দৈবশক্তি বলে বৈজয়ত মহারাজা পাইন আবার।"-আমরাও যত জন প্রাণে প্রাণে বেঁচে হইলাম যে যেমন ছিলাম পুর্বেতে। চিত্র।এলো মা,এ দিকে এলো—এলো পুল এলো व्यामीक्षान कवि (माट्स, विवकीवे इख:-

এ আনন্দে আনন্দিত যে না হবে আঞ্চ, জন্ম,জন্ম নিবানন্দ থাকে যেন তার। মন্ত্রী। তথাস্ব—তথাস!

(দাঁড়ি মাঝিদের লইয়া স্থমালীর পুনঃ প্রবেশ।)

দেখন মহারাজ, ওদিকে দেখন, এরা কোখেকে
অবে ব্যাটা পাজি, জাহাজের উপর যে বড়
পলাবাজী কাচ্ছিলি— মাটাতে পা দিয়ে যে
এখন আর মুবে কথাট নেই।—খপর্
কি বল ?

মাঝী। প্রথম স্থ-পণর এই যে মহারাজ এবং
তাঁহার সঙ্গীগণকে নিরাপদে দেপছি;—
তার পর এই যে, জাহাজখানি—যাহা ঘটা
ছই পূর্ব্বে মনে করেছিলুম যে ভেন্দে চ্রমার্
হয়েতে, এখনও নিট্ট অ ছে—একগাছি
দড়াও আল্গা হয়নি-দেশ থেকে ছাড় বার
সময় যেমনটি ছিল,ঠিক ভেননিটিই আছে।
স্লা। (জানান্তিকে) প্রভু দেখন—আমি
গিয়ে কত কাজ করেছি।

रेवज । त्वम वावा-- त्वम ।

চিত্র। এ সকল ভৌতিক ব্যাপাব,স্বভাবিক নয়,
ক্রমশং দেখ চি আণ্চর্যোর উপর আণ্চর্যা
বাড়্চে। তার পর এখানে কিরপে এলি ?
সং দাঁ। আমি স্পষ্ট সঞ্চাগ ছিলুম, এমন যদি
বুমতে পাতুম, তা হলে মহারাজকে সব
ভেঙে বল্তুম; কিন্তু আমরা যেন ঘুমের
ঘোরে মছার মতন হয়ে কত গুলা খড়
চাপা পড়েছিলুম (ক্যামন করে যে তার
ভেতর সেম্পুর্ম বলতে পারিনে;) কিন্তু
থানিককণ হলো চাদিক থেকে একবারে
চীংকার, কারা, শিক্লির ঝন্ঝিনি, আর
ন্তনতর কত যে ভ্যানক শব্দ হতে লাগ্ল,
ভাতেই ঘুম ভেঙে দেখি যে, হাতের পায়ের

বাদন গুলে গেছে, এবং তার সঙ্গে সংশংষ্ট আমাদের টাটাছোলা চকচকে জাহাজধানি দেখতে পেলুম; মাজির শ্রে, তাই নাদেখতে পাতুলে নাচতে আরম্ভ কলে। তার পর চকের পাতা ফেল্তে নাফেল্তে যেন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখতে দেখতে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি।

হুমা। (জনান্তিকে) প্রস্থ পো ভাল হয় নি। বৈজ। বেস্ হয়েছে, অতি পরিপাটী হয়েছে; অতি সম্বরই তোমার দাসত্ব মোচন কর্ব। চিত্র। এমন আশ্চর্যাত কথন দেখিও না; শুনিও না; এত স্বাভাবিক ব্যাপার বলে

বোধ হয় না। **আকাশবাণী না হলে ভ এ**র নিগৃঢ় তত্ত্ব কিছুই বোঝা ঘাবে না।

বৈজ। মহাবাজ, এই সব আশ্চর্য্য ব্যাপার
ভেবে ভেবে বিরত হবেন না; অবকাশ
মতে অতি শীঘই আজোপাস্ত সমস্ত বিবরণ
বিরতি করব, তথন বুঝুতে পার্বেন যে এ
সকলি সম্ভব—কিছুই অসম্ভব নয়। একণে
নিক্ষেগ, প্রফুল্লচিত্ত হউন, এবং যে কিছু
ঘটনা হয়েছে ইইসাধনের জন্তই হয়েছে
জ্ঞান,ককন। (জনান্তিকে) স্মালি। গদিকে
এসো;—বর্ষটি এবং তার স্ক্রীলের কেন
মোচন করে দেওগে।—মহারাজের কোন
অস্থ্য হচেনা ত ? আপনকার অমুচরদের
মধ্যে এগনন্ত ছ এক জন বাকি আছে,
স্মরণ হচেনা কি ?

(বর্মট, উদয়, এবং তিশককে শইয়া স্কুমালীর পুনঃ প্রবেশ।)

উদ। লোকে আমার আমার ক'রে কেনই মরে; স্বাই থেন পরের জ্বজ্ঞেই ভাবে— আপনার জল্ঞে ভাব্বার কোন প্রয়োজন নেই—কপালই মূল। বাবা জ্বানোয়ার— ভূই কি বলিস্। তিল। এই যদি আমার ঘাড়, আর এই আমার গদান হয়; তবে গা দেখ্ছি তা ত মন্দ নয়।

বর্কা। ও আমার মায়ের বাপ্। বাদ্রে বাদ্—
উ:! কি বড় বড় পরি—কামন স্ক্রী,
আমার মনিবও ত কন্নয়। কিন্তু ভয়
হচ্চে, পাছে আবার বাত ধরিয়ে দেয়।

উদ। কি গো অনন্তদেব —বলেন কি—এদিকে দেগেছেন—এমন্ জিনিস কি কড়িতে কিনতে মেলে।

জন। তাই ত—এটা কচ্ছপত নয়, মান্তব্ৰ নয়; বাজাবে নিয়ে গেলে বেচ তে পারা যায়— তার ভল নাই।

বৈজ্ঞ । এদের চাপটাপ, ওলো ভালো করে দেপুন,, তা হলেই বৃষ্ঠে পারবেন।—
কিন্তু এই বাটা—এই কিন্তুত্রকিমাকার ভূতটা—আমার লোক-পুর মা বেটা ঘোর ভাইনী ছিল, জোয়ারভাটা এবং চল্লের উদয় অক্তুদয়, আপনার আজাধীন করে ভূলেছিল। এই ক ব্যাটায় মিলে আমার বিস্তুর দ্রবাদি অপহর্ণ করেছে, এবং এই মন্তার পাজিটা আমায় মারবার জন্তে পদের সঙ্গে এক গটা হয়ে ক্টারের মধ্যে এবেশ করেছিল।

বর্ম। (স্বগত) যা, এইবার প্রাণটা গেলো।—

যত ব্যাটা পরিকে দিয়ে আমার হাড়্ওলো
পুরুবে দেখ্ছি।

চিত্র। একে-আমার ভাগুারী উদয় মাতাগ না ? অন। এখনও মদে চুরচুরে রয়েছে—মদ পেলে কোথায় ? আর ভোদের এদশা কোথেকে দট্লা।

তিল। আর কোখেকে মাথাটা ঘে মাথায় আছে এই ঢের!

कुण। व्यद्य जेनय-टार्जिय कि १

উদ। আর কি ! গায়ের মাস গায়েই যে
আছে এই আমার বাপের ভাগ্যি।
বৈজ। তুই এই দেশের রাজা হবিনে ?
উদ। আর কাজ নেই মশাই, যা হয়েছি তারই ।
যা স্থপ্ততে এখন কলিন যাবে। তোমার প্রটো পায়ে চারটে গড়—বাপ্।
বৈজ্ঞান বার্টার বাইবেও গেয়ন ভিত্তবেপ

বৈজ। বাটার বাইরেও শেষন, ভেতরেও তেমনি,— যা বাটা যা, এই **ছজনকে নিয়ে** কুটারটী ভালো করে কেড়েঝুড়ে **শাজায়ে** রাগ্লে—ভাল চাসুতো যা।

বন্ধ। একণি যাচ্চি-এমন কর্ম আর কর্মনা।
ঘাট ভাগেছে, দোহাই তোমার—আমায়
মাপ্ করো। আমার মতন গাধা কি
ভাব ছতী আছে, এই মাতাল্টাকে দেবতা
ভোবে ছিলাম —আর এই ভাঁড়টাকে পূজো
কর্বার উক্পু করেছিলুম।—ছি ছি-ধিক্
থাক্-আমাকে ধিক্ থাক্।

देवज । या भौग्वित या।

চিত্র। যা, তোরতে যা, জবাসামগ্রী যেথান-কার য' এনেছিদ্ রেখে দিলে যা।

উন। আনিনি বড়—সাতই করেছি।

্বল্য, তিলক এবং উন্ধের প্রস্থান ।
বৈদ্যান স্থান প্রত্যাহ করে সহচরবর্গের
সঙ্গে একবার আমার ক্রীরে পদার্পণ
করুন; অন্তরাত্রি তথায় বিশ্রাম করে
প্রান্তিপুর করুন। আমি দেশত্যাগী হবার
পর এই ছীপে আশা অবধি যে সকল
ঘটনা ক্রেছে, সমুন্য বিবৃত্তি করে কৌতুকে
কালতিপ্তি করাব। কলা প্রাত্তে আপনকার জাহাজের নিকট লয়ে যাবো; পরে
আপনাকে গুজ্বাটে অবতরণ করে দিয়ে
কল্পনে প্রত্যাগ্যন করব—এগন আমার
আর অন্ত বাসনা নাই, কেবল গুজ্বাটে
এলের ত্লনের বিবাহে। শ্ব্য স্মাধানাত্ত্ব

কন্ধনে গিয়ে পরকালের চিস্তাম কালাতি-পাত করি, এই আমার বাসনা। চিত্র। তোমার জীবনবুত্তান্ত অভি কৌতুকাবহ হবে, তার সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞ। আমি আলোপান্ত সমুদ্য প্রবণ করাব এবং নির্শ্বিমে সকলকে স্বদেশে প্রভ্যান্যন কর্ব—দেখ্বেন সমুদ্র স্কৃত্তির থাক্বে— স্করায়ু সঞ্চালিত হবে—জাহাজ থানি বায়ুমুধে নির্বিন্নে অতি ক্রত গমন করতে থাক্বে! (জনান্তিকে) স্থমালি! বাপ্ আমার! দেখো বাপ্ ভোমার এই ভার; এই কাজটা শেষ করে, তার পর আকাশ পাতাল বেখানে গুলি উড়ে বেইও-তোমার দাসহ মোচন কলাম-আশীর্নাদ করি স্থগে থাক।—আস্থন, আপনারা আস্লন।

যবনিকা প্রন।

দশমহাবিদ্যা।

[গীতিকাব্য]]



ত্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

"Where shall I grasp thee, infinite Nature, where

How all thing? live and work, and ever blending

Weave one vast whole from Being's ample rauge!"

Goethe's Faust.

কলিকাতা,

৭০ নং কলুটোলা খ্রীট, হিতবাদীর কার্য্যালয় হইতে শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার দ্বারা মুদ্রিত।

গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন।

ইহাতে গুটিকত নৃত্তন ছন্দ বিশুন্ত হইয়াছে। সেগুলি কোনও সংস্কৃত, অথবা প্রাপ্তিক বাঙ্গালা ছন্দের অবিকল অনুকরণ নহে। আপাততঃ ছই একটাকে কোন কোন সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের গঠনপ্রণালী এবং লক্ষণ অন্তর্জাপ।

সেই সকল ছলের অক্ষরযোজনা এবং আর্ত্তিয় নিয়মদম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার আবশুকতা নাই; কিঞ্চিং মনোনিবেশ করিলেই তাহা সহজে বুঝা যাইবে। অপিচ, কতিপর্ম ছলের নিম্নভাগে সে বিষয়ে কিছু কিছু আন্তাস দেওয়া ইইয়াছে এবং ছলোবিশেষে দীর্ঘ উচ্চারণের স্থান নির্থা জন্ম মাত্রার উপরিভাগে ওক্ষতাজ্ঞাপক(—) এইরূপ চিচ্চ প্রদর্শিত ইইয়াছে। তাহাতে অন্তা নোবের সংশোধন না হউক, দেই সকল ছলের গঠন বুঝিবার এবং পাঠ করিবার স্থাবিধা হইবে, মনে করিয়াছি। ওক্ষ উচ্চারণমূলক ছল ওলিসম্বন্ধে এই ক্ষটী স্থল কথা মনে রাখা আবশুক,—সংস্কৃত ব্যাকরণনিন্ধিই সকল গুলুনপ্রেই সর্ব্ধি গুলু উচ্চারণ না করিয়া কেবল চিচ্চিত স্থানগুলিতে স্বর এবং রাজনরর্বের গুকু উচ্চারণ করিলেই চলিবে। চিহ্নগুলিও সেই ভাবে প্রয়োগ করা ইইয়াছে। সংযুক্তরণের সর্ব্ধি যথায়থ উচ্চারণ হইবে। আর এক্টী বিশেষ নিয়ম, অকারান্ত প্রের কর্ম গুরু উচ্চারণ ক্রিছার্পনিষ্

দশমহাবিতা কইলা এই গ্রন্থ বিব্রতিত হওয়াতে পাসকগণ ভাবিবেন নাংগ, তালসম্বদ্ধে পুরাণাদির আখ্যান, সকল স্থানে ঠিক্ ঠিক্ অন্তসরণ করিয়াছি। বস্ততঃ আমি কবিতা রচনার প্রাধাস পাইলাছি, আসিকতা, অথবা চলিতমতের প্রভারতার মীমাংসায় প্রাবৃত্ত হই নাই।

থিদিরপ্র
অপ্রহায়ণ ১২৮৯ সাল।

দশমহাবিদ্যা।

मञीगृना—रेकलाम।

मीर्घ जिशमी।

ছिन्न इडेन मजीत्मर, * मृज देशन भिवटगर, वांभटमव विद्रभवमन। চাহ্নে কৈলাসময়, দেখেন কৈলাস নয়, অন্ধকার বিঘোর ভবন। সতীমুথ বিভাসিত, যে আলোক শোভা দিত, পুলকিত কুমুম ক্নিন ৷ স্থানৰ্গ মৃথি উজলা, পেয়ে যে কিঃণমালা. সে আলোক নহে দরশন। শুক করতক সারি. শুক মন্দাকিনী বারি, শুগুকোল সভীসিংহাসন। নিস্তব্ধ জগত-প্রাণ, নিরুদ্ধ সৌরভন্নাণ, ক: ঠ বন বিহুপ্রকৃত্বন । नमी ७८६ ८४९'भव कान्मिष्ट व्यञ्चव, প্রাণশতা সুগেক্র বাহন। ্দুৱে বাথি বাগাধ্ব, হেরিয়া ত্রপুরহর, विमालन मूपि खिनश्न॥ আজি চিন্তাময় তিনি, আনন আলয় যিনি. शास्त्र भित्र मठौरमङ् छ।या। ছুড়ে ফেলি হাড়মাল, করে দলি ভশ্মজাল, বিভৃতিবিহীন কৈলা কায়া। মুখে "সভি"—"সভি"স্বর বিনির্গত নিরন্তর, क्रिज्यत वाश्यकान शैन।

करत ज्ञाना हता, मूर्श "तवतम्" वरन, খন্ত শব্দ সকলি মলিন॥ জটালগ ফ্ৰিমালা, মিলাইয়ে ভিহৰ জালা. লুকাইন স্বটার ভিতর। নিম্পন্দ প্রনম্বন, नियानम भूष्णत्रव. অপ্রফুট করে রেণ্'পর ॥ থানিল গঞ্চার রব, নিৰ্বাক প্ৰমথ সব, কৈশাস জগ ২ অটেতন। कर्ताहर "या या" गारम, अमिश्य नन्मी काँरम "दम्" भक् मक् मिन्न।। কৈলাস অসবময়, ভারা ক্র্য্য অকুদয়, ক্ষণকালে নিবিল সকল। কেবলি করে উল্লাস, তম্ভন বিসাক্তৰ, भौगक्छं करछत्र श्वम ॥ ন্ধনে কতু তুলি হাত, ধ্যানমগ্ন ভোলানাথ, भजौदा कद्यन घटवर्ग, প্রশিতে পুনকার, স্কুমার তমু জাঁর মমতার অভ্যাদ যেমন। তথন নয়ন করে, পূর্বি কথা মনে সরে, मृद्य यथा नभी श्रेष्ट्रपर्ग। বিশ্বনাথ শোক্ষ্য, নিমীলিত নেত্ৰত্তম্ব প্রক্রিয়া করেন জন্দন। হারায়ে অদ্ধান সতী, কাঁদেন কৈলাসপতি. বুগযুগাস্তের কথা মনে। জগতের জড়জীব, কান্দিছেন ছেরি শিব,

কান্দিতে লাগিলা তাঁর সনে।

মহাদে বের	विनांश।	ভশ্ম ভকত হ্র,	হ্রষ্টিত অন্তর,
*:		— — — গ্রাদিল গরুল প্রবাহে।	
দীৰ্ঘ ভঙ্গতি — —		— — "ৱে সতি ৱে সন্দি,"	কাদিল পশুপতি,
"রে সতি রে সতি," কাদিন পশুপতি — —		— — বিকলিত ক্ষুৰ পরাণে।	
পাগল শিব 🗷	নিবেশ। ——	— ভিক্ষুক বিষধর	হুর্মিত অন্তর ,
যোগ-মগন হর	তাপস যতদিন , —	— সংসাররতি নি	
ততদিন না ছি —	ল কেশো —	— কারণবারি'পরে	হরি কমলাসন
শবহৃদি আসন	শ্বশান বিচরণ, —	দুণা করি যে ^ক	— কণ হেলে।
জগত-নির পণ	छ्वादन ।	নিয়ণ তিন্যন,	— আহলাদে সেই কণ,
ভিক্ষুক বিষধর,	তিরপিত অ ন্ত র,	— শ্ব'পরি আগদন মে লে ॥	
অ/শ্ৰয়	-निववादगः॥	প্রীত কমলাপতি	রতনব ং- শ েএ,
"বে সন্তি বে সতি,"	কা নি াল পশুপতি,	নর-ভা লে প্রীত গি রী শ।	
বিকশিত ক্ষুদ্ধ পরাণে।		পুলাকবাহন,	বাসব স্থ্য পতি,
ভিকুক বিষধর,	ভিরপিত অস্তর, —	রুষবর-বাহন	क्रेन ॥
আশ্রমর্ভি-নি	विवादग	— "বে সতি অবে সতি,"	কান্দিল পশুপতি,
कर्गनिधि मद्दरन,	অমৃত উছালিল,	পাগল শিব	श्रमत्थन ।
যত হ্বর বাটিলি ভাহে।		যোগ-মগন হর	— ভাপদ যতমিন,
 (—) চিহ্নিত বর্ণ অবলালিক আন উচ্চারিত হইবে 	দীর্ঘ এবং অকারান্ত পদের ।	তত্দিন না ছি	ল কেশ ।।

	- 1		
ভিক্ক আঁছবুম,	ঘূচিল অতঃপর,	কুশা কেশিনীরূপে,	वाकिना (यह मिन,
তবস হ মেলন শে দ।		— চারি হাতে বাদন ধরি।	
क्टोध्य भक्षत्,	নবস্থু পাগুর,	— শহ্ম ডমক বীণা	— निर्नाहरन नोविटन,
পরিশেষ সংসারি-বেশ।। —		— — ত্রিভুবন চেতন হরি ॥	
হ্রন স্থাসম,	ঙ্গনয় উচাটিত, —	দ্ৰব হ'ল বাস্ব,	त्नवी व्ययत्र मव,
দম্পতী প রণয় বাদে।		আদ্রব বিধি	श्वीदक्ष ।
ক্ত স্থে যাপন,	অহর হ ব ৎদর,	বিসরিতে নারিব —	সেই দিন কাহিনী,
দক্ষ- হহিতা ছিল পাশে।		যে কাল ব্ববে চিতলেশ।	
— যোগ ধরমপর	গৃহস্থ ধরমে	— *রে শতি অরে সতি,"	কাদিল প ত্তপতি,
নিমগন এখন শম্ভু;		পাগল শিব প্রমথেশঃ	
পান পিয়াসারত,	সবহি আ গম	সেহ যোগ সাধন	কি হেতু ঘুচাইলি
চারিবেদ সাগর অস্		ভিক্তক বসাই	नि घटत ।
— "রে সতি অবে সতি," —	কাঁদিল পশুপতি	— কি হেতু ভেয়াগিলি,	— কেনই সমাপিলি,
পাগল প্ৰামধেশ শম্ভু ॥		— সে সাধ এতদিন পরে ⊪	
কতবিধ ধেলন,	ম্রতি প্রকটন, —	*রে সতি রে সতি''	কাদিল পশুপতি,
ভূলাইতে শন্বর ডোলা । ————————————————————————————————————		পাগল শিব প্রেম্থেশ।	
थोक्टर हित्रमिन.	হৃদিপটে অন্ধন,	হোগ মগন হর	ভাপস যতদিন, —
्य पत्र जिल्लिक जीता ॥		ভ ভদিন ন	। ছিল ক্লেশ।।

নারদের গান।

- # ----

ধীবেলিতত্তিপদী।

আনন্ধবনি করি. मृत्थ विन इति इति. নারদ ঋষি রত স্থলালত নটনে। প্রবেশিলা হেনকালে, ত্রিতন্ত্রী বাজে তালে, বিচেত বিভুগানে ত্রিভুবন ভ্রমণে ॥ "কেবা হেন মতিমান, কে ধরে সেই জ্ঞান, জানিবে স্থগভীর জগনীশ মর্যে। অনন্ত প্রমাণ্. বিক্ট বিহাদভাম. উদ্ভৱ কোথা হ'তে, কি হইবে চরমে গ হরহরি ব্রহ্মন मरहरून जीवनन. আদিতে ছিল কিবা জনমিল কারণে গ মানব কিরূপ ধন. कटडे कि विद्नार्थ. জড সনে সঞ্চারে কিবা বিধিমননে প স্থুপ কি জীবিত্যানে ৪ কিবা অধ নির্দাণে ৪ কা হ'তে জনমিদ জগতের যাতনা ? নির্মিল বিধানার অভাভ স্কান করি? মানস হ'তে কি এ মলিন হা বচনা গ ক্ষিতি অপ তেজ: নভঃ, ভিন্ন কি. একি দৰ ? পঞ্চ, কি আদিভূত অগণন গণনা ? সেই তত্ত-নিরূপণ ক্রিবারে গোন জন. সমর্থ দেবঋষি মানবের ভাষনা গ গাও বীণা হরিলান, জলত শেষ্ট জ্ঞান. নিক্তল মানি ভাবে পরিহর মানদে। इतिगाम लिथि तरक. প্রকাশ মন স্তথে যে জ্ঞানে জীবগোকে প্রকটত হয়যে। মধুর কি বিভুনাম, জগত কি স্থখধাম, গাওৱে প্রেমভরে মনোহর বাদনে। डेलांटम यम आहे. ঝহার ঝহার. व्याञ्चान मना किया मायुष्टन-शौरान ! আপন ক্রিয়া কর. ধরম ধরমপর সংযত করি মন ভাঁহাদেরি নিয়মে।

মোক্ষদ সার বাণী তনা বে জাগাছে প্রাণী, স্থাবর নাদ করি রঞ্জিয়া প্রমে॥

বিপ্তবে হে গুণময় থা হ'তে এ সমুদ্য

উচ্ছাসে ডাক্ বীণা অবিরত তাঁহারে।

দিবানিশি নাহি আন, সপ্তমে তুলি তান;
নারদ মনোমত ধ্বনি বীণা, বাজারে॥"

नांतरमञ वीशावामन।

--:#:--

डक्रभमी भग्नात *

আনন্গদগদ নারদ খাতিল। তথ্রী তুলিয়া, তার মার্জিত করিল। মৃত্যুত গুঞ্জন অঙ্গুলি ক্রেণে॥ সরিং প্রবাহিল স্থন্দর বাদনে॥ কণ্ কণ্ নিৰূপ কোনলে। যিলিয়া। ক্রমে গুরু গর্জন সপ্তমে ছুটিয়া॥ মিশ্রিত নানাম্বরে কভ উতরোল। স্বর-দ্বিতে যেন পেলিছে হিল্লোল।। চেতন আদ্ধি যেন ঋণিবর হাতে। বীণা ভাগিল ধ্বনি মধুর ভাষাতে॥ রাগরাগিণী মত ক্ষাগ্রত হ**ইল**। রূপ প্রকাশিয়া ত্রিভ্বন রাজিল। গ্রহ আদি ভাস্কর ছিল মত ভবনে। বোধিল নিজগতি সঙ্গীত ভাবণে।। স্ত্রবোক মোহিত মোহন কুহকে। স্তম্ভিত বীণাপাণি স্থরতান পুলকে॥ কৈশাসভামস বিরহিত নিমিষে। মধুখাতু ভাতিল মনের হরিষে॥

 [ঃ] লক্ষ্য চিহ্ন না থাকিলে আকারার পদের অক্তেন
 প্রত্তিক ক্রিক্ত ক্রেক্ত ক্রিক্ত ক্রিক ক্রিক্ত ক্রেক্ত ক্রিক্ত ক্রিক্ত ক্রেক্ত ক্রিক্ত ক্রিক্ত ক্রিক ক্রিক্ত ক্রিক্ত ক

আনক্ষে তরুকুল মঞ্জবি হাসিল।
আনক্ষে তরুকুল মঞ্জবি হাসিল।
শিবশিবাবাহন বৃষত্ত কেশরী।
চঞ্চল চিত উঠে হরনেতে শিহরি।
সে ধরনি পশিল শিবহুদি ভেদিয়া।
জাগিল পশুপতি ঈশং চেতিয়া।
"বববম্" শব্দ নিনাদি সদানক।
মেশিলা ত্রিলোচন মুত্ মুত্ব মক্ষা।
নির্বিলা নারদে প্রমন্ত বাদনে।
বিহরণ শব্দ ভক্তের সাধনে।
সাদ্রে তুবি তারে কাছে দিলা হান।
ভোর হইলা ভোলা শুনে বীণ্ডান।

निवनातन मःवान।

লভিকাপদী।

চেতন পাইয়া চেতনানক

নারদ-সঙ্গীত শ্রবণে।

ষ্ট্রামতে অধ্য-মণ্ডিত

কহেন স্থবীর বচনে॥—

"অহে ভক্তিমান, লাম্বিনিগাসে

শিবেরো প্রমাদঘটনা।

অনাভারপিণা ভবপ্রস্বিনী

সতীরে মানবী ভাবনা!

আমারি এ ভ্রম স্নেহেতে যুগন

না জানি তথন ভুবনে,

ভালবাসাময় জগতনিখিলে

যমব্যথা কত জীবনে!

মম্তা নায়াতে জগতের শীলা

খেলিছে আপনা আপনি।

মমতা মায়াতে সকলি স্থন্দর,

পত পক্ষী নর অবনী॥

भौरत भौरन এ छात्रदक्षन,

যদি না থাকিত জগতে।

বিধু বিভাকর সকলি আঁধার

হইত অসার মরতে॥

বুঝে তথ্য সাব কুহকের হার

नावायन की वनभानतन,

রচেন কৌশলে সোণার শিকলে

পরাণী বাঁধিতে বন্ধনে॥

শুন হে নারদ, সে প্রমাদ নাই

তোমার গভীর বাদনে।

চৈতন্তরপণী সতীরে আবার

নির্থিতে পাই নয়নে॥

প্রমাপ্রকৃতি প্রমাণু-মূল

कादनकनाभभानिमौ।

চেত্ৰা গ্ৰনা ম্মতা কামনা

নিংল অন্নুরুরূপিণী 🛭

নির্বাথ আবার লীগাবিলাসিনী

ব্ৰহ্মাণ্ড জড়ায়ে বপুতে।

জীড়াবদে রত প্রমন্ত মহিলা

নিবিড় রহস্ত **মধুতে** ॥"

বলি বিশ্বনাথ জ্বাহ্নবী-প্ৰপাত

জটা হ'তে দিলা খুলিয়া।

ববৰম্-পৰ্নি উঠিল তথনি

কৈলাস-আকা**শ পুরিয়া**॥

হেরি মহাদেবে এ হেন প্রকৃতি

নাবদ চকিত মানদে।

জিজ্ঞাসিলা হবে কি মুরতি ধরে'

দক্ষত্বতা এবে নিবসে॥

"হে শিব শঙ্কর মম ছঃগ হর

কপাতে কহ গো তনয়ে।

দ্যাম্মী শিবা প্রকাশিলা দিবা

উদিয়া কিবা সে আলয়ে॥

জননীর ক্ষেহ না জানি ভবেশ. না পশি কথনও জঠবে। ব্রহার মানসে জন্মে নারদ. জননী কভ না আদরে॥ শে কোভ আমার ছিল না, দেবেশ দাক্ষায়ণীম্বেহ-স্কুধাতে। জননী পেয়েছি যুখনি কেঁদেছি প্রাণের পিপাসা ক্ষধাতে ! কহ, ত্রিপুরারি, কোথা গেলে তাঁরি দরশন পুন: লভিব। দে বাঙা চরণ, মনের মতন, সাধনে আবার পুঞ্জিব॥'. নারদে কাতর হেরি কন হর "অধীর হইও না ঋষি। দেখিবে এপনি মহামায়াকায়া-ছায়া আছে বিশ্বে মিশি। বিশ্ব-আবরণ হবে নিবাহণ मिशिरव अथिन निरमस्य १ বিশ্বরূপধরা বিশ্বরূপহরা থেলেন আপন হরিবে॥ দেখিবে এখনি অগ্রন্থায় অপার আনন্দে মাতিয়া! বিভারপ দশ ভুবন পরশ করেছে আকাশ গুড়িয়া॥ মহাযোগী যায় দেখিতে না পায় Cम जान (मिश्रिक नश्राम । এই ভবলীলা যেবা বির্ভিলা (मिरिटर (म चानि कांत्रण॥"

শিবকর্ত্ত্বক সৃষ্টি-আচ্ছাদন অপুসারিত।

্ত্রিপদী প্রার *।

মহাদেব মহাবেশ ক্ষণকালে ধরিল। ভীমরূপ ব্যোমকেশ পরকা**শ করিল** ॥ বিদারিত রসাতল পদযুগে ঠে**কিল**। ঘোর ঘটা ভীম জটা আকাশেতে উঠিন। ছডাইল জটাজাল দিকে দিকে ছটিয়া। দীপ্র যেন তামশলা ভারকরে ফুটিয়া। গিবি যেন উঠেছে। তিমুম্য ধবলের শূক্তপুরী শিরে করি বিশ্ব'পরে **ধরেছে** ॥ মৌলিদেশে কলকল ভবঞ্চিণী জ্বাহ্নবী। ঝরিতেছে ঝরমর শতধারা প্রসবি॥ শশিগণ্ড ধ্বক ধ্বক জলিতেছে কপালে। তিনয়নে তিন দার জলে যেন সকালে # ব্ৰন্ধ-অন্ত যেন গণ্ড মেরুদণ্ড পরিয়া। বিশ্বনাথ উৰ্জ্ঞাত কৌত্হলে প্ৰিয়া! ওঁকার তিন বার উচ্চারিয়া হরষে। ব্যোমকেশ বিশ্বতক্র ধীরে ধীরে পরতে " খাসবোধ করি ভীম গুবিলেন অচিরে। বিশ-অন লুকাইল মহাকাল শরীরে ॥ তকে একে জগতের আবরণ ধসিল। চন্দ্র তারা রশ্বি মেঘ অভ্রসনে ডুবিল। গিবি নদ পারাবার ছিল ফত ভুবনে। অনুক্ৰণ আদৰ্শন মহাদেব শোষণে ॥ স্বৰ্গপুৰী বুসাতল হিমালয় ছুটিল। ধারাহারা বহুরুরা শিব অকে মিশিল ।

[#] প্রত্যেক প'ভিতে তিন তিন পদ; প্রথম ছুই পদের আট অক্ষরের পর মধা যতি এবং শেষ পদের সর্ব্বশেষ পূর্ব যতি। শেষ পদ কিছু ক্রত উচ্চারিত।

	বৈশকায়া ধায় রে। জেবেতে ছায় রে॥
জগতের আবরণ	নিবারণ পলকে।
দাঁড়াইলা মহাদেব	বিভাসিত পুলকে॥
বিশ্বময় ঘোরতর	অন্ধকার ঢাকি ল।
শিবভা লে প্রজ লিত	ছতাশন জলিল।
দাঁড়াইলা মহেশ্বর	করপুট পাতিয়া।
়ধরিলেন বিশ্ববীজ	পরমাণু তুলিয়া॥
গ্রাদিলা বীজ্যালা	গঙুষেতেঁ ওবিয়া।
দাড়াইলা মহেশ্বর	হুহুফার ছাজিয়া॥
মহাকাশ প্রকাশ	বিশ্যুত ভ্রনে !
শৃত্যময় ব্যোমগার্ভ	নীল অভ্রবণে !
অ তি স্বচ্ছ পরিষ্ণত	পারদের মণ্ডলী !
ছড়াইয়া আছে যেন	দিক্চক্র উ জলি !
ख रत्नव विश्वकांचा	আবরণ খুলিয়া হৈর দেখ চাহিয়া॥''
ব্যোমকেশরপ তাজি	भश्यमय विमिन्।
মহাঝ্যি চমকিত	পুনকেতে পূবিল।।
——	—

নারদের মহাকাশ দর্শন।

ক্র**তললি**ত পদার। *

মহাঋষি নারদ পুল্কিত হর্ষে

অনিমেষ কোচনে নির্বিছে অবশে॥

^{*} প্রত্যেক পংক্তিতে ছুই চরণ ; প্রত্যেক চরণ ক্রন্ত পঠিয় (—) চিহ্নিত স্থানে দীর্ঘ উচ্চারণ এবং আকারাস্ত শক্ষের অন্তে স্থিত (অ) উচ্চারিত হুইবে :

চক্রবেগাতে ঘুরি —	সারিসা রি সাজিয়া —
দশদিকে শোভিছে —	দশপুরি হাসিয়া। ——
পরতেক মণ্ডলে	মহারূপ ধারিণী।
— লীলনিবত সতী	ক্ষ ঃহর-ভামিনী ॥
— 5ক্ৰন্সঠৱ-ভাগে	নীলবৰ্ণ আ কাশে।
— শতশ্ভ স্কুল্র	— ব্যোমর থ বিকাশে।
- পেলিছে কতদিকে	— কতমত জী ড়নে ।
দামিনীলতা যেন	चनघ টা মিলনে ॥
চক্রগতিতে রেখা	গগনেতে পড়িছে।
— বক্র কিরণ ঋজু	— কিব্ৰণেতে কা টিছে।
— পূৰ্ণ বৰ্জুলাকার	— কভু ডি ম্বশোভনা।
স্থল র নানাগতি	— নানাৱেখা চা লনা ।
कर्त कर्त खड़न	— র্থগিত খননে।
— কোটি নক্ষত্ৰ যেন	- विक्तदि रक्ट खमर्रा ॥
অনস্ত পথে গতি	অনন্ত গণনা।
মঞ্জুল মনোহর	ব্যোম্যান খেলনা ॥
— নির্বিশা নারদ	— বি ক লিভ মা নগে

করা আলো উজন সের পরনে ॥ বশনিকে স্থন্নর দ্বি করা আলো উজন সেই দল ভ্রনে । নির্মাণ হেলাফ দে আলো নাহি জানে স্থপনে ॥ বিশেষ শ্বিরর জনিমের্থ নয়নে । নির্মাণ হেলাফ সেরাল নাহি জানে স্থপনে ॥ বিশেষ শ্বিরর জনিমের্থ নয়নে । নারাল হেলাফ সেরাল নাহি জানে স্থপনে ॥ মুরতি অপক্রপ সেই দল ভূরনে ॥ নারাল কতই থেলে দলপুরি ভিতরে মাধুর কতই ধ্বনি স্বীবকণ্ডে বিহরে ॥ মহাশূন্তে দশব্রহ্মাণ্ডের স্থান নির্দেশ । নারাল পরির প্রাণিগণ-ভাষাতে । নারাল পরিরর শক্ষের কালা মন্তর্ক করা বিলিগ্র করা করার ধরি বালিস্কাল ফিলিড । নারাল পরিরর শক্ষের কলা । শহে শির, নাসান্থলে কুপা যদি করিলা ॥ বিশাল জ্বনতীতল সে গগনে ভাসিছে । নারাল করিব মহানের বলনে । ক্রিমুন্থলগতি কৈলাস স্থা মুহ চলনে ॥ বিন্দুর্গনিত কৈলাস ভিতর ক্রারাল করিব লোভিতর । ক্রারালি কোলে এবে ভ্রশোভা লোভিতর । ক্রারালি কোলে এবে ভ্রশোভা লোভিতর । ভাস্ব হয়েছে শ্ন্তে লিক্চক্র শোভিত ! ক্রারালি কোলে এবে ভ্রশোভা লোভিতর । ভাস্ব হয়েছে শ্ন্তে লিক্চক্র শোভিত ! ক্রারালি কোলে এবে ভ্রশোভা লোভিতর । ভাস্ব হয়েছে শ্ন্তে লিক্চক্র শোভিত ! ক্রারালি কোলে এবে ভ্রশোভা লোভিতর । ভাস্ব হয়েছে শ্ন্তে লিক্চক্র শোভিত ! তারা-ক্রিপিণী বামা সে ভ্রন শাসিছে ॥ ভারা-ক্রিপিণী বামা সে ভ্রন শাসিছে ॥ ভারা-ক্রিপিণী বামা সে ভ্রন শাসিছে ॥				
নবলোক দে আলো নাহি জানে স্বপনে ॥ বিনমণি হেথা যায় সেথা ভায় রজনী । বাজিছে দশপুরি নিন্দিয়া অবনী ॥ পরাণী কতই গেলে দশপুরি ভিডরে মধুর কতই গরনি জীবকণ্ডে বিহরে ॥ বায়ুপথে শিক্তিত প্রাণিগণ-ভাষাতে । ভাসিত তারা শণী মর্ম্ভ-ধারাতে ॥ নারদ ক্ষবিবর শহরে কহিলা ॥ নারদ ক্ষবিবর শহরে কহিলা ॥ নারদ ক্ষবিবর কপা যদি করিলা ॥ বাশ্দরে কলা কর্মা নির্দেশ আভিকত তারকায় বাসনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি । বাসনা মম, দেব ক্রমা আছে বিথারি ॥ বাসনা মম, দেব ক্রমা আছি ক্রমা আছি ক্রমা আছি ক্রমা আছি ক্রমা আছি ক্রমা আছিছে । বাসনা মম, দেব ক্রমা নাম্বর্দী কর্মা নাম্বর্দী ক্রমা আছিছে । বাসনা মম, দেব ক্রমা নাম্বর্দী কর্মা নাম্বর্দী ক্রমা আছিছে । বাসনা মম, দেব ক্রমা নাম্বর্দী নাম্বর্দী কর্মা নাম্বর্দী ক্রমা নাম্বর্দী ক্রমা নাম্বর্দী ক্রমা নাম্বর্দী ক্রমা করে বাসনাম নাম্বর্দী কর্মা নাম্বর্দী করে আছিল ক্রমা নাম্বর্দী করে আছিল করে আছিল ক্রমা নাম্বর্দী করি আছিল করে আছিল করে আছিল করে আছিল করে আছিল আছিল আছিল করি বাসনাম নাম্বর্দী করি করে আছিল করে আছিল করে আছিল বির্বার্দী করি নাম্বর্দী করি করে বামান্দি করি করে বির্বার্দী করি করে বির্বার্দী করি করে নাম্বর্দী করি করে নাম্বর্দী করি করি করে নাম্বর্দী করি করে নাম্বর্দী করি করে নাম্বর্দী করি করে	অক্ত স্থ্য তারা	— সে গগন পরশো	म शमिटक श्रम्मद	দশপুরী রাজিত।
বিনমণি হেপা যায় সেথা ভাষ রজনী। বাজিছে দশপুরি নিন্দিয়া অবনী॥ পরাণী কতই পেলে দশপুরি ভিডরে মধুর কতই ধর্মি জীবকণ্ডে বিহরে॥ বাষুণথে শিক্তিভ প্রাণিগণ-ভাষাতে। আগিগণ-ভাষাতে। মবুক্ত-ধারাতে॥ মহুব্ন কার্মার বির্মাণিসক্রে ফরিত; সেইগানে মনোহর, অভিনব্দেশাভাধর মবীন তুবন এক প্রভাজালে জড়িত ! মবীন তুবন বান মনোহর আননার অভিনত ভারকায় মানবকজার রূপে যেইখানে থাকিত, মে ভুবন বামলেশেশ (ব্রন্ধান্ত নবীন বেশে উদয় হয়েছে শ্রেজ দিক্তক শোভিত ! কল্পারাশি কোলে এবে ভবশোভা শোভিছে। বির্মাণ ব্যালি কোলে এবে ভবশোভা শোভিছে।	কিবা আলো উজ্জন	— ८गई मण ज्वरन	কেন্দ্র নিম্জ্রিত	— কৈদান থাপিত।
বাজিছে দশপুরি নিন্দিয়া অবনী ॥ পরাণী কতই থেলে দশপুরি ভিডরে মধুর কতই ধ্বনি জীবকণ্ডে বিহরে ॥ দাঘ ।ললিত ত্রিপদী । বায়ুলথে শিক্ষিত প্রাণিগণ-ভাষাতে । কার্ম কার কার্ম	নরলোক সে আলে	— নাহি জানে স্থপনে॥		 व्यनिदम्थं नग्रःन ।
পরাণী কতই থেলে দশপুরি ভিতরে । মধুর কতই ধর্মি জীবকণ্ডে বিহরে ॥ দাখালিত বিপদী । বাষুপথে শিক্ষিত প্রাণিগণ-ভাগতে । আদিলত তারা শশী মবুক্ত-ধারাতে ॥ নির্পে নারদ ঋবি কতই আনন্দে রে নবীন তুবন এক প্রভাজালে জড়িত ! রজনীতে তারকায় যেগানে গগনগায় দিংতের আকার ধরি রাশিসক্রে ফিরিত; সেইগানে মনোহর, অভিনবংশোভাধর নবীন তুবন এক প্রভাজালে জড়িত !— "হে শিব, দাসাহজে কপা যদি করিলা ॥ বিশাল জগতীতল সে গগনে ভাসিছে । বাসনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি । কালকপিণী কালী সে ভূবনে হাসিছে ॥ বাসনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি । কালকপিণী কালী সে ভূবনে হাসিছে ॥ বাসনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি । কালকপিণী কালী সে ভূবনে হাসিছে ॥ বাসনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি । কালকপিণী কালী সে ভূবনে হাসিছে ॥ বাসনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি । কালকপিণী কালী সে ভূবনে হাসিছে ॥ বিলয়ে বাসনে ঋবি আনন্দে বিভার বে ! উদয় গণনগায় গুটিকত তারকায় নানবক্জার রূপে যেইখানে থাকিত, সে ভূবন বামদেশে বিলোজ নবীন বেশে ক্রায় হয়েছে শুন্তে দিক্তক্র শোভিত !— ক্রায়ালি কোলে এবে ভ্রশোভা শোভিছে ।	— বিনমণি হে থা যায়	— সেথা তায় রজনী।	— মূরতি অপরূপ	— সেহ দশ জুবনে॥
পরাণী কতই নেলে মধুর কতই পরনি জীবকণে বিহরে ॥ বায়ুপথে শিঞ্জিত প্রাণী কতই পরনি জীবকণে বিহরে ॥ বায়ুপথে শিঞ্জিত প্রাণীপথে শিঞ্জিত প্রাণিগণ-ভাগাতে । মর্কণ্ঠ-ধারাতে ॥ নারদ ঋষিবর শঙ্করে কহিলা । নারদ ঋষিবর শঙ্করে কহিলা । বাসনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি । বাসনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি । কাল্যুপণি কালী সে ভূবনে হাসিছে ॥ বাসনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি । কাল্যুপণিগ কালী সে ভূবনে হাসিছে ॥ বামনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি । কাল্যুপণিগ কালী সে ভূবনে হাসিছে ॥ বামনা মম, দেব, কাল্যুপণিগ কালী সে ভূবনে হাসিছে ॥ বামনকন্সার ক্রেপ যেইপানে থাকিত, সে ভূবন বামদেশে বিভারে বে ! উদয় হয়েছে শুন্তে দিক্তক্র শোভিত ! কন্যারাণি কোলে এবে ভ্রশোভা শোভিছে ।	— ৰাজিছে দশপুরি	— নিশিয়া অবনী॥		4
বায়ুপথে শিঞ্জিত প্রাণিগণ-ভাগাতে। জাসিত তারা শশী মনুক্ঠ-ধারাতে। নারদ ঋষিবর শঙ্করে কহিলা। নারদ ঋষিবর শঙ্করে কহিলা। নারদ ঋষিবর শঙ্করে কহিলা। বিশাল জগতীতল সে গগনে ভাসিছে। বাসনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি। বাসনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি। বাসনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি। কালজপিণা কালী সে ভুবনে হাসিছে। নারদে মায়া ইহ কেবা আছে বিথারি।। বিশাল জগতীতল সে গগনে ভাসিছে। নারদে নারদ ঋষি কতই আনন্দে বে নারদ গালি প্রকায় বিধানি গালি তার বাদি সক্রে ফিরিভ; কেইগানে মনোইর, অভিনর্গণভাষর নবীন ভুবন এক প্রভাজালে জড়িত ! কালজপিণা কালী সে ভুবনে হাসিছে। বিলয়ে নারদ ঋষি আনন্দে বিভোর রে! উদয় হাসেলে বাদেশে বিচলিত কৈলাদ ক্রান বাদেশে বিজ্ঞান কালি বিভার শোভিত; কলারাশি কোলে এবে ভবশোভা শোভিছে।	— পরাণী কতই খেলে	দশপুরি ভি ড রে	মহাশূতো দশবক্ষাণ্ডের	স্থান নিৰ্দেশ।
বায়ুপথে শিঞ্জিত প্রাণিগণ-ভাগাতে। জাসিত তারা শশী মনুক্ঠ-ধারাতে। নারদ ঋষিবর শঙ্করে কহিলা। নারদ ঋষিবর শঙ্করে কহিলা। নারদ ঋষিবর শঙ্করে কহিলা। বিশাল জগতীতল সে গগনে ভাসিছে। বাসনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি। বাসনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি। বাসনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি। কালজপিণা কালী সে ভুবনে হাসিছে। নারদে মায়া ইহ কেবা আছে বিথারি।। বিশাল জগতীতল সে গগনে ভাসিছে। নারদে নারদ ঋষি কতই আনন্দে বে নারদ গালি প্রকায় বিধানি গালি তার বাদি সক্রে ফিরিভ; কেইগানে মনোইর, অভিনর্গণভাষর নবীন ভুবন এক প্রভাজালে জড়িত ! কালজপিণা কালী সে ভুবনে হাসিছে। বিলয়ে নারদ ঋষি আনন্দে বিভোর রে! উদয় হাসেলে বাদেশে বিচলিত কৈলাদ ক্রান বাদেশে বিজ্ঞান কালি বিভার শোভিত; কলারাশি কোলে এবে ভবশোভা শোভিছে।	मध्य कार्य ध्वा			9
ভাসিত তারা শশী মর্কণ্ঠ-ধারাতে ॥ নারদ ঋষিবর শঙ্করে কহিলা । নারদ ঋষিবর শঙ্করে কহিলা । বিশাল জগতীতল সে গগনে ভাসিছে । বাসনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি । কালরপণী কালী সে ভ্রনে হাসিছে ॥ বোহন মায়া ইহ কেবা আছে বিথারি ।। মহাদেব বদনে । বিচলিত কৈলাস মৃত্ব মুত্ব চলনে ॥ বিস্কৃত্বপতি আবে অবিজ্ঞান প্রক্রিক শোভিত ! কিলাস চলিল । বিস্কৃত্বপতি আবে অবিজ্ঞান প্রক্রিক শোভিত ! ক্রামুত্বপতি আবে ভ্রমোভ নবীন বেশে ক্রামুত্বপতি বিস্কৃত্বপতি বিস্কৃত্বপতি আবে ভ্রমোভ নবীন বেশে ক্রামুত্বপতি বিস্কৃত্বপতি বিস্ক		_		
সারদ ঋষিবর শহরে কহিলা। নারদ ঋষিবর শহরে কহিলা। শহরে কহিলা। বিশাল জগভীতল সে গগনে ভাসিছে। বাসনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি। কালরপণী কালী সে ভুবনে হাসিছে॥ বামনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি। কালরপণী কালী সে ভুবনে হাসিছে॥ বিশাল জগভীতল সে গগনে ভাসিছে। বামনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি। কালরপণী কালী সে ভুবনে হাসিছে॥ বামনা মম হৈ কেবা আছে বিপারি॥ নিরণে নারদ ঋষি আননেদ বিভাের রে! উদয় গগনগায় ওাটকত তারকায় নানবক্সার রূপে যেইখানে থাকিত, সে ভুবন বামদেশে (ব্রহ্মাণ্ড নবীন বেশে ক্রার্মান্ত কিলাদ চলিল। ক্রার্মাণি কোলে এবে ভবশোভা শোভিছে।				
নারদ ঋষিবর শঙ্করে কাহলা। নবীন সুবন এক প্রভাজালে জড়িত !— "হে শিব, দাসামূজে কপা যদি কবিলা॥ বিশাল জগতীতল সে গগনে ভাসিছে। বাসনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি। কালরূপিণা কালী সে ভূবনে হাসিছে॥ ২ মোহন মায়া ইহ কেবা আছে বিথারি।। নিরগে নারদ ঋষি আনন্দে বিভোর বে ! উদয় গগনগায় গুটকত তারকায় নানবকস্তার রূপে যেইখানে থাকিত, সে ভূবন বামদেশে বিদ্যাল বিশেভ !— বিচলিত কৈলাস শ্ব মুহ্ মুহ্ চলনে॥ উদয় হয়েছে শুন্তে দিক্তক শোভিত !— কন্তারাশি কোলে এবে ভবশোভা শোভিছে।	ভাসিত তারা শশী —	মরুক্ঠ-ধারাতে ॥ —	সিংহের আকার ধরি রা	শিচকে ফিরিভ;
বাসনা মম, দেব, কাছে গিয়া নেহারি। কালকপিণা কালী সে ভুবনে হাসিছে। মোহন মায়া ইহ কেবা আছে বিথারি।। নিরগে নারদ ঋষি আনন্দে বিভোর বে! উদয় গগনগায গুটকত তারকায় নানবকস্তার কপে ষেইখানে থাকিত, সে ভুবন বামদেশে বিলাধ নবীন বেশে বিচলিত কৈলাস মৃহ মৃহ চলনে। উদয় হয়েছে শৃত্যে দিক্তক শোভিত! কন্তারাশি কোলে এবে ভবশোভা শোভিছে।	नांत्रम श्विवत	শদ্ধরে কহিলা।		_
ব্যাহন মায়া ইহ কেবা আছে বিথারি।। নিরণে নারদ ঋষি আনন্দে বিভোর রে! উদয় গগনগায় গুটকত তারকায় নানবকস্তার রূপে যেইখানে থাকিত, শে ভ্বন বামদেশে (ব্রহ্মাণ্ড নবীন বেশে বিচলিত কৈলাদ শ্রমুহ্পগতি কৈলাদ চলিল। কন্তারাশি কোলে এবে ভবশোভা শোভিছে।	"হে শিব, দাসাহুজে	রূপা যদি করিলা॥	— বিশাল জগতীত ল সে গগ	ানে ভাসিছে
ষুত্ব হাসি বঞ্জিব মহাদেব বদনে। নানবকন্তার রূপে যেইখানে থাকিড, সে ভুবন বামদেশে 'ব্রহ্মাণ্ড নবীন বেশে বিচলিত কৈলাস স্থা মৃত্ব মৃত্ব চলনে !! ভীলয় হয়েছে শৃত্তে নিক্তক্র শোভিড !— কন্তারাশি কোলে এবে ভবশোভা শোভিছে।	বাসনা মম, দেব,	কাছে গিয়া নেহারি। —	কালরূপিণী কালী সে ভূব ১	নে হাসিছে॥
মুত্ব হাসি বঞ্জিব মহানেব বদনে। নানবকভার রূপে যেইখানে থাকিত, সে ভ্বন বামদেশে বিদ্যাল নবীন বেশে বিচলিত কৈলাদ ভব্ন হয়েছে শ্রে দিক্তক শোভিত !— কন্তারাণি কোলে এবে ভবশোভা শোভিছে।	মোহন মায়া ইহ —	কেবা আছে বিথারি॥		-
বিচলিত কৈলাস মৃত্ব মৃত্ব চলনে ॥ — উদয় হয়েছে শৃত্যে দিক্তক্র শোভিত !— শীরমুত্বগতি কৈলাস চলিল। কন্তারাশি কোলে এবে ভবশোভা শোভিছে। ————————————————————————————————————	মুত্ত হাসি ব্য ঞ্ ব	भश्रात्तव वनदन।	নানবক্সার রূপে যেইখা	নে থাকিত,
ধীরমুক্তলগতি কৈলাদ চলিক। কন্তারাশি কোলে এবে ভবশোভা শোভিছে। ————————————————————————————————————	— বিচলিত কৈলাস	মৃত্ মৃত্ চলনে ॥		
মধ্য গগনভাগে শিবপুরী বদিল। ভারা-কপিণা বামা সে ভূবন শাসিছে।	— শীরমূহশগতি	े देकनाम ठिल न ।	ভদম হয়েছে শৃত্যে দিক্ট কন্তারাশি কোলে এবে ভব	ক্র শোভত !— শাভা শোভিছে।
	মধ্য গ্ৰনভাগে	শিবপুরী বদিল।	ভারা-কপিণী ৰামা সে স্কৃ	ৰন শাসিছে॥

•

নেহারি নারদ ঋষি কুতৃহলে মাতিল !
মনোহর নভপটে আকাশের সেই তটে
আগে যেথা দল্লপে তারারাজি আছিল,
সেইবানে মহাঋষি কুতৃহলে দেখিল !—
ভীম ব্রহ্মাণ্ডকায়া এবে সেথা ভাসিছে।
—
বোড়নী রূপে বামা সে ভূবন হাসিছে।
৪

পুলকিত মহাঋষি পুন: হেংবে প্রমোদে !
বারিকুস্ত কাঁথে করি যেখানে গগনোপরি
তারকার পিণী যত স্বীগণে গেলিত;
স্পোনে সে রাশি নাই, ঘেবেছে তাহার ঠাই
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এক কিরণেতে ভাসিত!—

অপরূপ প্রভামন্ব বিশ্ব দেখা কুটেছে। নামা ভ্রনেখরী রূপ তাহে সেজেছে। ৫

নেহারে নিকটে তার নারদ উল্লান বে ! বিচিত্র জগতকামা, অনস্ত ধরেছে ছামা, কুটেছে অনস্ত শোভা, কিবা তার তুলনা, নেহারে স্তিমিত হয়ে, নারদ উন্মনা !—

বাশি চক্রেতে যেগা মকর ভাসিত। ভীমা ভৈরবী বিশ্ব দেগানে উদিত॥

মহাঋষি নির্বিশ উঠাটিত পরাণে—

স্বন্ধুর গগনকোলে বিপুণ ব্রহ্মান্ত দোলে

মহাকায়া বিথাবিয়া সেই মত বিধানে।

মহাঋষি নেহারিল উঠাটিত পরাণে!—

মিথুন ডুবেছে শৃত্তে সে ভ্বন ছায়াতে।
জগৎ ছলিছে বেগে ছিন্নজা মায়াতে।

٩

স্তম্ভিত মহাঋষি মহামায়া-নটনে !
নিরথে জুবন আর
ভারার কর্কট শোভা ছিল যেথা গগনে,
সেথানে সে রাশি নাই মহাম্যোনটনে !──

সেহ ঠাই এক্ষণে সেহ বাশি ছুগ্ৰ**ছে।** — গুমাৰতী-ৰূপিণা সে ভুৰনে ৰসেছে॥

মহাৰ্নি নিৰ্ধিলা সে ভ্ৰন-পাৰশে, নেহাবিতে মনোহৰ, সে মহা গগন'পথ ভ্ৰন্ব শোভাযুত মণ্ডল ঝলসে, মহামুনি নিৰ্ধিলা সে ভ্ৰন পাৰশে!—-

রাশি চক্রেতে বৃষ যেই থানে থাকিত !

ভীমা বল্লাবিশ্ব এবে সেগা উদিত॥

5

বিমোহিত অন্তরে মহাঋষি নেহারে,
বিপ্রা একাপ্তিকায়া কাছে তার বিহারে !
কিবা মনোহর বেশ ধরেছে গগনদেশ,
মহাশূল বিভাগিত সে ভ্রন আক'রে !

মহাঋগি নির্থিলা বিমোহিত অন্তরে !!—

মাতঙ্গী ভ্রন এবে সে আকাশে গৃতিছে :

মীনরাশি মজ্জিত কোন থানে ভূবেছে ?

>0

नात्रम नित्रशिका घन घन नग्रदः

মণ্ডিত কির থির মঞ্জ গগনে —

निवर्शिला नांबन,

বৌতুক গদগদ,

त्रभाष्ट्वी बिङ्काङ इन्तव ववतन,

नांत्रम निविधिनां घर घर ने घटन !--

শেত বারণ বারি চারি কুন্তে ঢালিছে।

কমলায়িক বিশ মহাশূতে শোভিছে।।

শিব্যারদ্ব ভী

লাহিত প্রায়।

नांत्रम !--

নারদ কাতর হেবি আলাশজি বলিয়া।
শিবে কান, একি দেব, কিবা দেপি মহিমা
তত্মচন্তা করি দিবি ভবপ্রী ভিতরে।
না দেখির হেনলগ কোনও ঠাই বিহরে।
একি মায়া মহামায়া জড়াইলা জগতে।
একে ভুবন মানে লহ দেব ভকতে।
কুতুহলে বিকলিত প্রাণ উত্গা।
হেবিব নিকটে গিয়া শ্নাহা মধ্যা।

শিব ।--

শুনি শিব কান্ ঋষি, নি নটে না মাও রে।
কৌতুক বিলাল বেগ এখনে জ্জাও রে।
ব্রিতে নিগৃত্ত জ শিব বার্থ-বাসনা
সে বহুত বুঝিবারে কেন ভিত্তে কামনা।
নারিবে হোরিতে সর্ব হেরিলে যা সেখানে
মনোব্যথা পাবে বুখা ও ভুবন সন্ধানে।
ভাক্ষী মায়ালীবা অন্ত দে সহনে।
বিধি বিশ্ব প্রাজিত নাহি সহে কলনে।

সে বহস্ত নির্বিতে নিকটে না ষাও। এপানে যা পাও তাহে বাদনা **বিটাও**॥ নারদ।—

পাব না কি সতীনাথ, সংস্কলপা হেরিতে ?
ভক্তিমালা পামে দিয়ে জলদায়া প্রিভিতে ?
হে হর শহ্যা, প্রিল না বাসনা।
নারকের রথা জন্ম র্থা ধর্ম যাপনা!
শিব।—

হবে না হবে না, ঋষি বুথা তব সাধনা।
ভক্তে কি বে ভক্তাখীন পাবে দিতে বেদনা ?
ভবকেন্দ্র এই স্থান জানিওরে গেয়ানা।
দিবাসক্যা এইবানে সদা প্রাণী মেগানি॥
মহাবিলা দশপুনী না কবিং প্রবেশ।
জগতের জ্টিলতা বুকুহ বিশেষ॥

ললিত দীর্ঘত্রিপদী।

নারদে আনন্দ ভায়. দেখিল গগনগায় আকাশ উজন করি প্রাপিগণ চলেছে ! বসন ভ্ৰণ ছাঁলে মান্ব নয়ন ধাথে. বরণে অন্তের আভা জোৎসা যেন ধরেছে আকাশ উত্তল কবি প্রাণিগণ চলেতে গ প্রনে উভিছে বাস, কঠোর মধুর ভাষ, কঠোর মধুর রুদে রুদনাতে ভরেছে. জন্ম দৰ্শণ ভাষা বননেতে পডেছে !--আকাশ উজন করি প্রাণিগণ চলেছে। नानावरक वै। धा हल. (यन वा भितीय कुन কিরণে কাহারও কেশ বিথারিয়া পড়িছে বিবিধ বরণ প্রাণী শৃত্তপথে চলেছে। নির্বিলা তপোধন তার মধ্যে অগণন বিমানেতে প্রাণিগণ বায়ুপথে চলেছে, 1 अमय मर्थन छात्रा यमरमरू कृरहेरछ । প্রতি জনে জনে তার हैरिन हैरिन अक्षांत. নানাপাশ নানাফাঁশে গলদেশে পরেছে !

বিরিধ শৃঙ্খলহার করপদ বেনিদছে—
কত প্রাণী হেন রূপে বায়ু-পথে চলেছে !

मात्रम ।---

শ্বমি ক'ন্, মহাদেব, একি দেখি যোজনা কারা এরা, কহ হেন সহে, এত গাতনা।। এরপে শৃঞ্চালে বাঁধা, কে ইহারা কহ গো। • ভবনাথ, তব দাসে ভবগোরে রাথ গো।।

শিব ।---

জ্ঞানময় যত জীব সদান কন।
সকল হইতে তংগী এই প্রাণিগণ ॥
মাটির শরীরে দরে দেবের বাসনা।
মিটে না মনের সাধ । সদযে বেদনা।
আধভাঙ্গা সাধ যত প্রাণে জড়ায়
অপ্রণে কতই ত্রণে জীবন পেলায়!
দেবজুলা বাসনায় উদ্ধিদিকে গতি।
পশুজুলা পিপাদায় সনা দগ্ধযি।
মানবের নাম এবা জীবলোকে দরে বে,
অস্ক্রপী প্রাণী যত জগতী ভিতরে বে!

नांत्रम !---

দ্যাময় ! হর তবে সেই সব বজনী ।
মানবের পীড়া যায় সদা দিবা বজনী ।
হর তবে তাহাদেব নেইজপ পিজবে,
মন-শিখা বঁণা খাহে ধরা হেন বিবরে !
ফো তবে ষড় রিপু রজ্মালা হিড়িয়া ।
আশানল লহ, দেব, কদি হ'তে তুলিয়া ।
হর তবে অন্ধকার জীবনের যামিনী,
হর গো কুহক্জাল আলো কর অবনী ।
মানবের চিত্তমাঝে হেম্ম্য মন্দিরে
ফটিকের মৃর্ত্তি যত চূর্ণ হয় অচিবে,
নিবার কালেবে, দেব, ভালিতে সে স্ব—ধ্রাতে তবে গো স্থ্পী হইবে মানব ॥

শিব !----

শিব কন হের ঋষি অই সব ভূবনে। যেগানে গুলে রে জীব জীবদেহ-বন্ধনে॥ মহাবিতা দশপুরী হের অই আকাদেশ। আগ্রাশব্দি কপে সতী গীবা যাহে প্রকাশে॥

নারদের মহাকালীর ব্রহ্মাও দর্শন।

লঘুন লিভত্তিপদী। শিব-বাক্যে ঋণি নারদ তপন (इहिला समस्तिन। হেবিকা গগনে. ८न नम जूरन, অপূর্ব নবীন-বেশ।--জলে দশপুরী. যুজি দশদিক অভুত আভা ভাষ। অন্ত উজ্ল সে আলো ছটাতে অনল নিবিহা যায় ! আলাশকিনীলা, নেবখা ধিবর দেখিতে ভূগিলা আখি। পলক না পড়ে স্থিব নেত্রতারা ক্ৰমাত্ৰ শুলো দেখি॥ . দেখে তথোধন বিশ্ব অন্তক্ত্র **দষ্টি**হারা চক্ষ নতে। ছবাছ কিবণে কাত্র নারদ. শন্ধের হ'তনা সংখ্ ইঙ্গিতে তপন, বৃঞ্জি মুহেশ্বর লগাট বিক্ষার করি। বাখিলেন নিজ সে বিষয় তেজ লগাট লোচনে ধরি॥ সে ঘোর কিরণ निरञ्ज यथन. मांबर्ण करहन रहा।

শক্তিলীলা নিবস্তব ।"

অনাদি ভুবনে

"গ্ৰই দেগ ঋষি

ष्य ङब् क्षर्य	হেরিলা নারদ	ना कारन नवाभा	ত্রিলোক ভিতৰ
শব-বরে চকু ল	51	নাহি কি এম	ন ঠাই ৭
দেখিলা শুন্তেতে	ছলিছে সঘনে	তুমি আওতোষ,	তব ভক্ত আমি
ভীষণ বন্ধাওছবি	1	গৃঢ় তৰ নাবি	र जानि।
ভান্তবৰ্ ৰথা	দিবাকর-কায়া	জीव इःथ्, स्मत,	বোগ কিম্বা শোকে
ভুবিলে রাহর গ্রা	দ]	নিম্বত কাঁদে	পরাণী॥
ভূবিশে বাহুর গ্রা দেখিতে তেমতি	দে ভীম বন্ধাণ্ড	নারদের ঠাই	ত্রিভূবনে তাই,
অঙ্গে আভা পরক	दिन :	কোনও পানে	নাহি মিলে
ৰূধিবের ধারা	চারি ধারে বংহ,	বেড়াই পুরিয়া	देवदनांका युष्धि।
বস্থারা যেন গায়	1	বিভনাম করি নিবিবে ॥	
সে ঘোর জগং	कौरव नौतशिरम		সতী গুভৰ্বী
স্দয় শুকারে যায়		তুমি দেব, বি	
বহিছে উক্ষ্প,	দে জগত প্রি		व भीन পदारंग
অম্বর বিদার করি		এরপে আহ	াতে যম !"
श्रनद ग्रद सं इ	বহে ধেন দূরে		দেব ঋণীশর
অরণা নিখাদে ভ	त्र !	মতে্ গ র কু'ন	
কিশ্বা যেন ২য়	লক্ষ তুৱীনাদ		না কাঁদে পরাণে
পূরিয়া শোকের ও	5/7-	্ৰন সে । নাহিক এম	
তেমতি প্রচণ্ড	দাকণ উচ্চাস		
নিনাদে ঋষির ক	रिव !	किया (एवं नव, जीय(एड धर	ব্ৰহ্মাণ্ড ভিতৰ
मयागय अवि	নিদারণ ধ্বান	Stuths de	ঃ (৭২ । কিপ্র সংভ⊲।
শ্রবণে বিবাদ প্র	[6]	ামের ভাড়না,	রিপুর য ালন।
মৃচ্ছগিত হয়ে	পড়ে !শবপনে	इत्तरम् भरत	বে শেই ?
জীবরূল শোকগা	A !	कीरतत कीरत	(म पृष् नक्तन
চেতন পাইয়া	८५ इन- व्यानवा	দেখিতে বা	
শিববরে পুনর্কার	। मृत्र व्यक्तिमात्री,	अमग्र-८१मन्।,	সম্হ যাতনা,
144 1		প্রাণে জ।।	গবে তার ৷
হ্নয়ে বেদনাভার নিরানন্দ চিতে	।। मनोनम धारि		८१ निग्रम हटन,
1.14111111		5141W 41	হার মৃশ,
কহেন কাতর মন "হে শিবশঙ্কর	ণ। জীবে দয়া কর	নিরপিবে যদি	হেন দশরূপ
ংহোলবলক্ষ নিবার ভবক্রনক		ভবাৰ্থৰে প	ादि क्न॥
वातरम्ह भति	া। জীবের ক্রন্সনে	-	mayor to some
2014 Q C 0 2 1 1 3 1	Ala.4 .4 .4 .4	1	

-মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ড।

ল্বভঙ্গপথার।

কালিকার জগতী, চাৰাষি নিব্ৰশিলা ভয়ন্তব মুব্তি ॥ াশুন্তে পুরিতেছে আপনার ভ্রমণে। नम्न देनदेन অতি জত গমনে॥ লে ধেন চক্রনেমি নাহি ধবে কল্পনা। ন বেগে শিশ্ব ঘুরে নহে তার তুলনা।! াকে ভ ভীমগতি মেক্রও উপরি। পেনার বেগে স্থির বেগদারা লহবী॥ গ্রাভক্তের থেলে ভাতে মত আছে নিশিলে।। হেত্র সহেত্র कार्य (भ कर्सिट्स ! वि-कीं । शानिकाया क्रा यह दमरादन । विक्ष श्री कड গ্রাদে মুগবাদি। না संबक्त सं यहांक तो বেখনারা বিহাবে ৷ । इ. इ. १८ छ। द्वाल श्रुसः নতা করে হয়ারে॥ खान तनमा कानी বিশ্বকায়া ফিবিল। हिंद पुरत मृज्ञानातम নেত্রপথে ধরিল ii — वेडी । विज भार किंगाच बाकादा, बक्र हो । किया । लि वृष् कदव जुमादव ! 17:71 55 CTT বিথাবিত নয়নে । নির্খিশা মহাধাবি हिम नट्ट नट्टन ॥ প্রদয়ের ঘোর বঞ্চ **ह अ**मंडि ध्विशी, গণ্ড হয়ে হিমরাশি মহাশত্যে থসিয়া। ভীম শব্দে পড়িতেছে कानाटस्य निर्नाटन । বন্ধাত্রের লয় যেন भूती केरिल भरता। বিশ্বকেন্দ্রে বিশ্বনাথ মহাকাশে ছুটিল। প্রতিশ্বনি ঘনঘোর ঘন ঘন ছলিল। मण मिटक मण निश्

फ ७ घन अमी छ म ।

नांत्रम श्रवित्त्र

কম্পিত ধরধর

বিশ্ব-বিদারণ হস্কার প্রবণে।

মানসবিচলিত

নেত্ৰ বিকাশিত

সংযুত শ্রুতিপথ নির্থিলা গগনে॥

নির্গিলা অম্ববে

অন্ত ম্রতি ধ'রে

চণ্ডিকা-মহাপুরী পুনরপি ফিরিল।

পুনবুপি তঃস্হ

দৃশ্য ভয়াবহ

শক্তি কেলি**ক্রম প্র**কটিত**, করি**ল।

দেপিল স্লোভম্য,

খেলিছে বীচিচয়,

শোণিত অধি কলকল ডাকিছে।

শক্তি শশুক শাঁগ

মুখবাাদান কাঁক্

ব্ৰক্তজনধিনেহ লেহি লেহি চলিছে॥

পরগ স্কভীষণ

ফটা-প্রসারণ

উৎকট গৰ্জন তরঙ্গে ছলিছে।

কুৰ্ম কমঠীকৃট

উৰ্শ্বিতে লটপট

লোহিত তৃষাতুর, সংপুট খুলিছে॥

শ্বাপন কৃদি ক্রু

भाक म कूक्व

 (一) এইরূপ চিহ্নিত স্থানে দীর্ঘ উচ্চারণ এবং পদের অন্তেম্বিত 'অ' শাই উচ্চারিত হইবে! লোলবদুনা তুলি দিক্তে ভাসিছে।

উদ্ভিজগণও তাহে স্বদেহ অবগাহে,

ব্ৰক্ত পিপাস্থ হয়ে শোণিত শুষিছে।

ष्यिष्ठ नीमा (मर, ना वृत्य मानव (कर,

আতা প্রকৃতিরূপ দে জগতে দুটছে।

'সহার্'—'সংহার্' ভিন্ন নাহিক আর,

রক্ষিতে নিজ নিজ এ উহারে গ্রাসিছে॥

লালিত পয়ার।

নারদ।-- দয়ার্দ্র চিত ঋষি মহাদেবে কহিলা।--"একি দেব ঈশর. মা আমার মহিলা॥ खेरकार डेड लीला ভাঁহারে কি সম্ভবে १ সতী কি অশিব, শিব, আছিলেন এ ভবে গ জীব দ্বংখ তবে কিগো অনালারি রচনা ? অদমা তবে কি. দেব. পরাণীর ধাতনা ৪ खन श्रम्भ नीनां ছ:খ দিতে প্রাণীরে । না জানি কি ধর্ম তবে भन्न (ननननीदन। প্রেচণ্ড বিছাত-ছাতি কেন দিয়ে প্রাণে. कैं। मारेड की रामांक মায়াডোর বন্ধনে। তত্ত্বাতত্ত্ব নাহি বঝি তব ভক্ত, ঈশার, কি কঠোর অন্তর॥ না বঝি তোমার, দেব, ভক্তগণে দিয়ে কেশ নিজে কর ভঙ্গিমা. একি তব মহিমা !" না জানি জগদ্ধ. কহিলেন নারদে-শিব।—শ্বরহর শঙ্কর যক্তি আছে বিপদে॥ "সর্বত: থ দমনীয় জানিবি রে নির্পিবি যবে অগ্র ভবনে। বিরাজিতা সতী যাহে की बहुःश इतर्ग ॥

ननिष्ठ जिभनी।

হেনকালে স্থবিচন মহাধাষি নির্থিত । কালরপেণী চণ্ডী কালিকার ভূবনে-বিখণ্ডিত ন্রদেহ পড়ে পচা শ্ব সহ. क्षित्व मुक्नभावा, भावा त्यन खावत् ! পণ্ড পক্ষী নরকাম. জনমিছে পুনঃ, তায় সংগ্রামে পুনরায় এ উহারে ব্রিছে। জীবন ধারণ হেত্ ভাবের কাককে তৃত্ কাহারও নাদিকা নাই, কারও মুগু ঝুলিছে.! जीरव भूनःवक ठाटि. কেহ নিজমুণ্ডকাটে. শাঁকিনীরপিণী ঘোরা কালিকারে ঘেরিয়া। অস্থি ঝরিছে অঙ্গে, মাংস ঝবিছে **সঙ্গে.** কাঁনে জীব উক্ত নাদে তারা নাম ডাকিয়া॥ কালীর সঙ্গিনী রঙ্গে ছাউছে তাদের সঙ্গে থিলি থিলি হাসি মুখে, কি বিকট ভিশ্নিমা ! মুখে মুণ্ড চিবাইয়া করে ক তালি দিয়া. ডাকিনী ধাইছে কত -- স্কাণী ব্যক্তিমা। **চলেছে** ডाकिनौतून, জগতে যতেক মন্দ লগতে ঘোর ঝটা উংকট ছুটিছে, ক্ষধিরবলনা বামা ত্রিনয়না ঘোর খ্রামা, বিজি বঞ্গ বায়ু সঙ্গে সংস্থারিছে; জত প্রকৃতির তলে भवरमञ् श्रम्सः — न्य अमालिनी क नौ छङ्कावि नां िएछ।

লভিকাপদী ৷

শিশুকর কড়মডি চর্ম্নাণে গিলিছে।

নারদ। -- স্দানন্দ খাবি নিরানন্দ্ম্ম

সংহার নিরূপণ

কহেন তখন **শক্ষরে।**

বদনেতে বিদারণ

দেব আগুতোৰ, নিবার এ লীলা,

ব্য 11 বড় বা**জে অন্তরে ॥**

এ ঘোর রহস্ত পারি না সহিতে,

দেখাও আমারে জননী।

নি সভীরপে সংসারপালিকা সর্বজীব ছঃখ হারিণী॥ नेत्र।-- "না হও নিরাশ, অবে ভক্তিমান" ভতেশ কহেন নারদে। ঃধেরি কারণ নহে জীবলীলা. মোচন আছেরে আপদে। কলামাত্র ভার হেরিলা নয়নে. অনাভার আদি জগতে। পুর্ণ সুখ ইহ জগতভা ভারে, **८**मिश्ट भादित भग्डाट ॥ অছেত বন্ধনে বাঁধা দশপুরী ? ক্রমে জীব পূর্ণ কামনা। শোক জঃগ তাপ সকলি দমন. অমনি বিধানে যেজিলা।। পর পর পর এ দশ জগতে জীবের উন্নতি কেবলি। অনন্ত অদীম কাল আছে আগে. অনত জীবিতম ওলী।। নারদ।— শুনিয়া নারদ কহিলা শন্ধরে. নারিব হেরিতে নয়নে। প্রচণ্ড প্রেডাপ আতাশকিলীলা নিগুড় ও সব ভুবনে॥ কহ ক্ষেমন্বর, দাবে ক্ষমা করি, বচনে জুড়ায়ে পরাণী। কোন বিখ মাঝে কিবা রূপ গরি ক্ৰীড়াতে নিৱতা ভবানী॥ শিব।— দেব আশুতোয় কহিলা ঋষিরে অম্বরে দেগরে নেহারি। পরে পরে পরে জগতীমণ্ডল রয়েছে গগনে বিথারি॥ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরি শক্তিরূপা

जीदगर निस्तात कात्ररा ।

উজলিছে কিবা গগনে॥

হের ঋষি অই তারার ভুবন

(২) তারাসূর্ত্তি। ধীরঘনপদীছন। । ভীমা লম্বে!দরা বাছি চর্ম পরা: থৰ্ক আকৃতিবামা नुष्ण्यानिनी। জটা বিভূষণা জটাত্রে উন্নত প্রগধারিণী॥ ২জা কর্ত্তনী করে কপাল উৎপল ধরে. রক্তিন রবিচ্ছবি দুগু জিনমনে। জনস্ক চিতামাঝে পদ্মে দ্বিপদ সাজে. লোল বসনা বামা ঘোর হাসি বদনে।।--জ্ঞানের মন্ত্র ধরি জীবসন্ত ব্র বিরাজের শন্ধাী সতী অই ভবনে : (৩) যোড়শী। নেহার তাঁর পাশে, কি জ্যোতিঃ দেহে ভামে. শ্বেতবরণা বামা পূর্ণকলা কামিনী। প্রেমসকারি হনে कौवशरन ट्यांट्य द्वेरप

ঐগানে বাজিছে ষোড়শী রূপিণী॥

(৪) ভুবনেশ্বরী।

তা জিনি স্থন্দর উন্নত শোভাধর

ভবনেশ্বরী ঋষি, হের তাঁর নিকটে।

भीनछनी वामा

প্রকুলা ত্রিনয়না

প্রভাত আভা দেহে, ইন্দু-ভাতি কি রীটে ॥

অঙ্কুশভিয়বর পাশ সজ্জিত কর

সর্ব্বমঙ্গলা সতী জীব হংগ বিনাশে।

সনা সুহাস্ত্যতা ঐথানে বিগাজিতা

মেহ জাগায়ে ভবে সতী মম বিকাশে॥

(৫) ভৈরবীমৃতি।

তার উপর আর

নেহার ঋষিবর

কিবা শোভা স্থন্দর ভৈরবী ভুবনে।

মাল্যে স্থগেভিত

মস্তক বিভূষিত,

রক্ত লেপিত গুন, বুতা রক্তবদনে।

জ্ঞান অভয়-পাত্ৰী জীব উদাৰ কৰ্ত্ৰী-

সহত্র মিহির তুল্য শোভা দেহে ধারিণী।

রত্ন কিরীটময়

ভক্তি বিধায়িনী ভৈববী ক্রপিণী ॥

(৬)মাতঙ্গামৰ্ত্তি।

স্কুচাক মনোহর, হের নিকটে তার

অন্ত ভবন কিবা দোছল্য গগনে—

বীশা বাজিছে করে বাদনে থরে থরে

कुछन मन्मन सुनात रहता॥

কলহংদ শোভা সম খেত মাল্য নিরূপম,

শ্রামান্দী শভোর বালা হই করে পরেছে।

প্রীতি তুলি ভবতলে সর্ব্ব জাব হঃথ দলে

মাতন্দীর রূপে সতী প্রানলে বসেছে !

(৭) ধুমাবতী।

কহিছ তার্দলমল যে ভূমন উজ্জল

আরও স্থনির্দ্মল জিনি অন্ত ভুবনে।—

नीर्च। वित्रनत्रम, **अ**ञ्चवत्रण क्रम,

कू जिनम्बना वामा प्रावछी धवरण ।

লম্বিত পয়োধরা কুংপিপাসাতুরা

বিষ্ণুক্তকেশী বামা জীব ছঃথ বিনাশে।

য় ক্লান্ত প্রাণি ক্লেশ থুচাইতে কক্ষ বেশ
বিধবার রূপে নিত্য সতী হোথা বিকাশে
বর্ণা, অতি চঞ্চলা হত্তে স্থাপিত কূলা,
ব্যক্ষকোপরি কাক্চিক্ত প্রকাশে।
(৮।৯) বগলা ও চ্নিমস্তা।

জীব নিস্তাবে সতী ঐ হের চিস্তাবতী

দাবিদ্যাদননীরূপ বগলার শরীরে।

হের আব উর্জদেশে মদনোক্সার বেশ

ছিল্লমস্তা ভয়ন্ধরী স্লাত নিস্ক ক্রিবে।।

আপনার গুণাকর নগ্রবেশ ঘোরতর — — — — বিশ্বায় দেগাইছে নিজ রক্ত শুবিঘা।।

_____ (১০) মহালক্ষী।

নেহার তারপরি, শোভে কমলার পুরী,
— — — — —
বোগ শোক তাপ হবি, জীবিতের জীবন।

কিবা বেশ স্থমোহন, লীলারসে নিমগন;
পরমাপ্রকৃতি সভী সর্কা শেষ ভূবনে ॥
কটিতে পিন্ধন ক্ষোম,
স্বর্ণ ঘটে চারি করী শিরে নীর ঢালিছে।
পর্মাসনা, করে পর্ম, সভী সর্কা স্থথসন্ম
দয়াতে ভ্রায়ে ভব জীব হুঃথ হরিছে॥

ললিত দীর্ঘত্রিপদী।

व्यानत्म हात्य ভति, त्नव अपि वौना धति, তারে তার মিলাইয়া ঝন্ধার তুলিল। নিবিড বহস্ত স্থধা পানে জুড়াইয়া কুণা, মধুর সঙ্গীতত্রোতে মহাঋষি ভুবিল।। ছুটিল বীণার স্বর, ছুটে যেন নিঝ'র, হৃদয় প্রাবন কবি স্থগভীর বাদনে। "প্রকৃতির আদি লীলা ভবে কেবা নির্থিলা **?**" মহাঋষি গাইলেন বিকলিত বচনে॥ "জ্বাং অ উভ নয়, কালেতে হইবে লয়, জীবছঃখ সমুদয় ত্রিগুণার ভদ্তনে। এই কথা বঝে সার আনন্দে নিনাদ তার সতা পথে রাথি মন অনাছের স্থরণে। লিখি বুকে মোক্ষ নাম পুরা, জীব, মনস্বাম, "নিখিল নিস্তার পাবে" শিব কৈলা আপনি। লক্ষা করি তারি পথ চালা নিতা মনোরথ জীবজন্মে ভয় কিরে ? জগদম্বা জননী ! ডাক বীণা উচ্চৈ:স্বরে ডাক্রে আনন্ভরে নারদ ভূলেনা যেন সে তত্ত্ব এ জীবনে।

সকলের ম্লাধার সকল মঞ্চল সার,
নারদের চিত্ত থেন থাকে সেই চরণে।
জড় জীব দেহ মন যা হইতে প্রকটন,
অনুক্ষণ সেইরূপ হৃদিমাঝে জাগা রে।
পাই যেন প্রনরায় পুজিতে সে রাঙা পায়
জগং মধুর করি তারা নাম শুনারে ॥

ভঙ্গপদীপয়ার।

নারদের গানে শিব শঙ্কর মোহিল।
বিদীর্ণ রসাতলে পদতল পশিল।
খীরে বিপুল দেহ ক্রমে বাড়ে সঘনে।
ধূর্জ্জাট জটাজুট পুন: ছুটে গগনে।
চণ্ড প্রাকৃতি লীলা মিলাইল চকিতে।
অস্বরে বায়ু মেঘ ছড়াইল ত্বরিতে।
উজ্জ্বল দিনমণি পুন: পেয়ে কিবণে।
দেখা দিল স্কল্ব জগতের নয়নে।

পুন: দে বাদশরাশি নিজ নিজ আলছে।
মনোহর বেশ ধরে জগতের উদয়ে!
ধীরে মলয় বায়ু প্রবাহিল স্থাননে।
ধরণী ধরিল শোভা সহাস্থা বদনে॥
কুঞ্জে ফুটিল লভা তরুকুল হরয়ে।
ছুটিতে লাগিল পুন: স্রোভোধারা তরসে॥
পভঙ্গ কীট পশু পুন: পেয়ে চেতনে।
গুঞ্জিল চিত স্থানে প্রবাভিত জীবনে॥
মিলাইল দশ রূপ, উমারূপ ধরিল।
হরগোরী রূপে সভী হিমালয়ে উদিল॥
হাসিল কৈলাসপুরী উমা হেরি নয়নে।
কেশরী হুগভ ছুটি লুটাইল চরণে।
'ব্রবম্ ব্রবম্,' ধ্রনি শিব ধরিল।
মহাশ্বিস পুল্কিত শিবশিবা পুজিল॥

সম্পূৰ্ণ (

পরিশিষ্ট ।

__;;<u>__</u>

নশ মহাবিজার সমালোচনা।

(বান্ধণ হইতে উদ্ভ)

আহার এক বালা-দণা সমালোচনার অতি সহজ ও স্থানর উপায় উদ্বাবন করিয়া-ছিলেন। তিনি বলিতেন—'মাইকেল নব্ম-শ্রেণীর কবি.' ভারতচন্দ্র চতুর্য, শ্রেণীর কবি,' 'বায়ুর্ণ ষষ্ঠ শ্রেণীর কবি.' 'নটগমরি সপ্তম শ্রেণীর কবি।' এইরপে যথনই আমার বালা বন্ধকে কোন কবিও কথা ক্ষিজ্ঞাসা করিতাম, তথনই আমার বন্ধ ভাষ্গল ঈবং আকৃঞ্চিত করিয়া, নয়নদ্বয় কিঞ্চিং বিস্ফা-বিত কবিয়া নাসার্জ কিঞ্চিং বিস্তারিত করিয়া, বদনমগুলে পাণ্ডিতোর ও গান্ধীর্ঘ্যের **অলোকি**ক চিহ্ন প্রকটিত করিবা তেন, 'ঐ কবি দাদশ শ্রেণীর বা ত্র্যোদশ শ্রেণীর।' এইরূপ সমালোচনায পক্ষেই বিশেষ স্থাবিধা হইত। 'সমালোচক এক কথায়, ভাঁহার কার্য্য সম্পাদিত করি-তেন, কবিদম্বন্ধে আমারও বিশেষ জ্ঞানলাভ **হইত এবং** কবির**্ব** প্রতিও কিছুমাত্র অন্তায়

প্রদর্শন করা হইত না। ইয়ুরোপে ইহা অপেকাও সমালোচনার আর এক স্থলর ও সহজ উপায় আবিদ্ধত **হইয়াছিল। সমা**-লোচক বলিতেন—"কবির বিভা ৫. **কবির** কল্লনা ৪, কবির ভাষা ৩, কবির বর্ণনা শক্তি ৫"। এক কথায় পাঠক, সমালোচক, ও গ্রন্থকার সকলেই পর্য্যাপ্তরূপে তপ্তিশাভ করিতেন। গুর্ভাগ্য বশতঃ আম্বা এরপ কবি-সমালোচনায় নিতান্ত অক্ষম। হেম বাব কোন শ্ৰেণাৱ কবি, তিনি মাইকেল অপেকা কতট্টু নীঠ, বা নবনীচন্দ্ৰ অপেক্ষা কভট্টুকু উচ, এই সমন্ত তুরুহ প্রশেব উত্তর প্রদান করা আমাদের সাধ্যাতীত, স্কুতরাং আমরা क्वि-मगाला । ना क्विमा. এই প্রবন্ধে যথাসাধ্য কাব্য-সমালোচনা করিব। আমরা হেম বাবর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তৎপ্রণীত 'দশমহাবিজারই, যথাশক্তি স্মালোচনা করিব।

দশমহাবিভাৱ আগ্যায়িকাটির সর্বারো বর্ণনা করা যাউক। "একনা মহাদেব সতী-শোকে বিলাপ ও বোদন করিতেছেন, এমত সময়ে মহর্ষি নারদ বীণাবাদন করিতে করিতে **শিবসকাশে সমু**পস্থিত হইলেন। মহাদেব সতীবিবহে আত্মবিশ্বত হইয়া প্রাকৃত জনের স্থায় বিশাপ করিতেছিলেন, নারদের স্থাসিজ সঙ্গীতে ভাঁহার চৈত্য হইল। তিনি আপ-নাকে ধিকার দিতে দিতে বলিলেন 'বৎস নারদ। আমার বিজবিত্রম উপস্থিত হইথাছিল, এজন এতকণ স্টে-ন্তিতি-প্রলয়রপা জগনায়ী সতীকে দেখিতে পাই নাই। কিন্তু তোমার সঙ্গীত প্রবণে আমি প্রকৃতিত্ব ইইয়াছি এবং পুনরায় সতীকে আমার সলুথে বিরাজমানা দেখিতেছি।" নাবদ এই সংবাদে অতান্ত পুল্কিত হইয়া বলিল 'প্রভা। আমিও মাত-রূপা শ্লেহময়ী সভীকে দর্শন করিব'। সতীদর্শনাশায় জষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন। 'কছ ত্রিপুরারি কোথা গেলে তারি দরশন পুন: লভিব। সে রাঙা চরণ মনের মতন সাধনে আবার পুজিব ॥' **"**তথ্ন ভক্তবংস্থ মহাদেব সতী-প্রদর্শন षांबा नांबरम्ब मनञ्जूष्ट मण्यामनार्थ सृष्टिव আচ্ছাদ্ন অপুসারিত করিলেন। অমনি **'মহাদেব মহাবেশ ক্ষণ**কালে ধরিল। ভীমরূপ ব্যোমকেশ পরকাশ করিল ॥ বিদারিত রসাতল পদয়গে ঠেকিল। ঘোর ঘটা ভীমজটা আকাশেতে উঠিন'।

দেখিতে দেখিতে বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু একে

একে মহাদেবের শরীরে প্রবেশ করিল।

দেখিতে দেখিতে গিরি, নদী, রক্ষ, লতা

ममखरे একে একে अनुश रहेन । धर, नक्य,

সমস্ত বস্ত এই রূপে भिवामा প্রতিষ্ট হইলে. মহাদেব, মায়াবলে সম্মথে এক মহাকাশ স্থান করিলেন। এই নীলবর্ণ মহাকাশের উপর দেখিতে দেখিতে এক রাশিচক্র স্থাপিত হইল। দেখিতে দেখিতে ঐ রাশিচক্র দশ-কক্ষে বিভক্ত হইল। এবং তথন দেখা গেল ষে, ঐ রাশিচক্রের কক্ষে কক্ষে সতী ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন।

নারদ দূর হইতে দেবীর দশমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু দুৱ হইতে দেখাতে তাঁহার ভৃপ্তিবোধ হইল না। তিনি বলিলেন, 'দৈব। যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে নিকটে গিয়া দশমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করি।' বলিলেন,---

কুতললে বিকলিত পরাণ উতলা। দেখিব নিকটে গিয়া অনাগা মঙ্গলা ॥

^{*}ভথন ভক্তবংসল মহাদেব কৈলাস প্রত সহিত নারদকে পর্কোক্ত রাশিচক্রের কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত করাইলেন। বালক-স্বভাব নারদ ইহা-তেও সম্ভষ্ট না হইয়া বলিল, 'আমি আরও নিকটে যাইয়া দেখিব'। মহাদেব এবার নারদের ক্তহল চরিতার্থ করিলেন না । তিনি বলিলেন, 'আমি ভোমাকে দিব্য চক্ষু '২তেছি, তুমি এখান হইতেই সমস্ত দেখিতে পাইবে'। তথন নারদ রাশিচক্রের কেন্দ্রন্থলে দুখায়মান হইয়া, দশ কক্ষে দশ মহাবিজার লীলা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। কালী, ভারা, ষোড়শী, পুৰনেশ্বী, পুমাৰতী,বগলা, ছিল্লমস্তা, মাতঙ্গী, ভৈরবী, কমলা প্রভৃতি দশ প্রকার দশ মহা-বিভার দশ লীলা দেখিয়া নারদ আনন্দে বিভোর হইয়া পুনরায় বীণাবাদন আরম্ভ করিলেন। মহাদেবও সেই গীত শ্রবণ করিয়া আনন্দে বিমোহিত হইলেন ৷ দেখিতে দেখিতে জাঁহার **धाष्ट्रिक ममञ्जरे** जित्राहिक रहेग । विश्वस् । भदीत शूनत्रिश त्रहमाकांत थात्र कृतिन । तिथिए

দেখিতে তাঁহার শরীর হইতে বিশ্বস্থ যাবতীয়
বস্তু পুনরায় বিশ্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।
দেখিতে দেখিতে বিশ্বচক্রস্থ দেবীর দশটী মূর্ত্তি
একজ সন্মিলিত হইয়া গৌরীরূপ ধারণ করিল।
তথন হরগৌরী, একাস্প হইয়া,কৈলাদে প্রত্যাবর্ত্তন করত পরম স্থাথে বাস করিতে লাগিলেন"। ৫৪ পৃষ্ঠার একগানি ক্ষুদ্র পৃত্তকে
এতগুলি বর্ণনাব্ছল ঘটনার সমাবেশ হেম
বাবর অসাধারণ লিপিকশলতার প্রক্ষর্ত প্রমাণ।

কিন্তু পুর্বোক্ত আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া আমরা কি শিক্ষালাভ করিব ৪ এই উপাথ্যান দারা আমাদের জ্ঞান, নীতি বা স্থুণ কিছুমাত্র উন্নত হইবে কি না ? কেহ হয়ত বলিবেন. কবিতা হইতে এরপ লাভের প্রত্যাশা করা বিভন্ন। কবিতা কবিজনয়ের ভাবোদগার.— **ইহাতে লাভা**লাভ বিবেচনা করা অবিধেয়। বুক্ষে পুষ্প প্রক্ষাটিত হয়। অকিশে চক্ৰ উদিত হয়, দেখিয়া স্থা হই, এই পর্যান্ত.-ইহাতে আবার লাভালাভ বিবেচনা করিব কি? কিন্তুলাভালাভ বিবেচনা করি বা না ক্রি, লাভালাভ দর্মনাই সর্মান্টো সজ্যাটত **হইতেছে।** যিনি বিবেচক, তিনি কতটক শাভ, কভট়কু অলাভ, পরিমাণ করিয়া নির্দ্ধা-বিত করেন। আর যিনি স্থাদশী তিনি লাভালাভের পরিমাণ নির্দ্ধারণে অক্ষম। ফলতঃ অন্ত অন্ত বিষয়ে লাভালাভের প্রশ্ন উত্থাপন র্করা যেমন যুক্তিদঙ্গত, কবিতাতেও দেইরূপ প্রাণ্ড উত্থাপিত করা তেমনই বিজ্ঞানসমত। লাভালাভ বিবেচনায় কবিতাকে প্রধানত: তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে: যথা व्यथम, मधाम, ও উत्तम । द्य कविजीय मञ्जा-সমাজের জ্ঞান, নীতি বা স্থ্য ব্যাহত হয়, ভাছাকে অধম কবিতা বলা যাইতে পারে: যে কবিতায় মহুস্যের জ্ঞান, নীতি বা সুখ, এ তিনের একটারও কিছুমাত্র ফ্লাস্ক্র না
হয়, তাহাকে মধ্যম কবিতা বলা যাইতে
পাবে। আর যে কবিতায় মহন্যের জ্ঞান,
নীতি বা হ্রথ পরিপুট, পরিমার্জ্জিত বা পরিবর্জিত হয়, তাহাকে উত্তম কবিতা এই আখ্যা
দেওয়া যাইতে পাবে। যদি কবিতার এইরূপ
শ্রেণী বিভাগ করা যায়, তাহা হইলে হেমবাবুর কবিতা কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইতে পাবে ?

হেম বাব একস্থলে **প্রশ্ন জিজ্ঞাসা** করিতে**ছে**ন,—

শ্বিথ কি জীবিতমানে ? কিবা অর্থ নির্বাণে ?
কা হতে জনমিল জগতের যাতনা ?
অক্টভ স্থজন কার ?
নিরমল বিধাতার
মানদ হতে কি এ মলিনতা বচনা ?"
এই প্রশ্নত অন্ত এক স্থলে স্বতন্ত্র ভাষায়
জিজ্ঞানিত ইইডেছে,—

"উ২কট ইহনীগা, ঠাহাবে কি সম্ভবে ? সতী কি অশিব, শিব! আসিছেন এ ভবে ? জীব হঃগ ভবে কি গো! অনাগারি বচনা ? অদম্য ভবে কি দেব! প্রাণীর যাভনা ? জগংস্জনগীলা হংগ দিতে প্রাণীবে ? না জানি কি ধর্ম ভবে ধর দেবশুরীবে!"

'অন্তভ স্কান কাব ?' এই প্রশানীকে দশমহাবিভার মূলভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই প্রশানীর উপর নির্ভার করিয়াই সমত্ত "দশমহাবিভা" দভাষমান রহিয়াছে। অত্যে প্রশানী কিরপ গুরুতর তাহার মীমাংসা করা যাউক, পরে ইহার উত্তর কি তাহারও নির্দ্ধারণ করা যাইবে।

'অন্তভ স্থলন কার ?' তৃমি আমি দকলেই, কেহ বা জুল ও বিরক্ত হইয়া, কেহ বা দীর্ঘধাস ত্যাগ করিতে করিতে, আপনাকে আপনি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই প্রশ্ন জিলাসা করিতেছি। উত্তমনীদ সাহ্নী

কটালস্রোতে এক একটা ব্রক সংসারের সংপ্রবৃত্তি, এক একটা সদাশা বিস্কৃত্তিন দেয়, व्यात कैं। मिर्क कैं। मिरक विद्याना करत. "অভ্ৰভ ক্ৰেন কাৰে ?" সদক্ষণীয়ী সদক্ত-ষ্ঠানের চারিদিকে সহস্র সহস্র বিগত্তি দেখিয়া হতাগাস হইয়া কাদিতে কাদিতে জিজ্ঞাসা করে 'অগ্রভ স্থান কার ?' ধার্ম্মিক সহস্র সহস্র চেষ্টাতেও ইলিয়েদমন করিতে না পারিয়া উল্লে হস্তে!ত্রোলন করত: ক.দিয়া কানিয়া জিজ দা करत. "অশুভ স্থান কার ?" বিধবা মাতা প্রাণ-প্রের মৃত্যুতে অধীয়া হইয়া কাঁদিতে কাদিতে জিজাসা করে- 'অভ্ড কার ?' আব ঘিনি জানী, তিনিও পরছঃথে বিগণিত-দিও ইট্যা কাঁদিতে কাঁদিতে জিলাসা করেন--- 'অঙ্কভ স্থজন কার গ'

আমরা সকলে যে গুল আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন জিজানা করিতেছি, তাহা নহে। আনরা সকলেই এই প্রগ্নের নকলপ না একরপ উত্তরও দিতেছি। কেহ বলিতেছি—'অগুভ সংলাবনিয়ম।'' কেহ বলিতেছি—'অগুভ শ্বভানের বা যাণ্ড্রমাণের ছইতার কল।'' কেহ বলিতেছি—'অগুভ গ্রভানের বা যাণ্ড্রমাণের ছইতার কল।'' কেহ বলিতেছি—'অগুভ গ্রহ্টিতার কল।' কা প্রায়ম্বার্টিতা' এ প্রায়ের কি উত্তর দেয়।

কবি বলিতেছেন--

"না হও নিবাশ, অবে জ্জিমান

ভূতেশ কংহন নাবদে।

হংগেরি কারণ, নহে জীবলীলা

মোচন আছে বে আপদে।

পূর্ণ মুখ ইহ

দেখিতে পারিবে প্শাতে।

অহেত বন্ধনে, বাধা দশপ্রী।
ক্রমে জীব পূর্ণ কামনা।
শোক ছঃগ তাপ, সকলি দমন .
এমনি বিধানে যোজনা।
পর পর পর প

জীবের উন্নতি কে**বলি।** অনন্ত অসীম কাল আ**ছে আপে** অনন্ত জীবিত মণ্ডলী॥"

অনত জ্বাবিত মন্ত্রণা ।।

অর্থাং — "এই ঘে ছংগরাশি অনন্ত সমুদ্রের

ন্তায় চারিদিকে বিস্তারিত রহিয়াছে, দেবিতেছ

এ অন্তভ চিরদিন পাকিবে না। এক একটী
করিয়া বিগর্ভের (Evolution) স্বাভাবিক

নিয়নে এই অন্তভমালার নিরাকরণ হইতে
থাকিবে। শোক, ছংগ, তাপ প্রভৃতি নানাবিধ
মনংশীড়া এফ একটা করিয়া সংগার হইতে
বিদায় লইবে। এবং সর্প্রশেশে এই ছংপ্রময়
জগতেই মনুষ্য "পূর্ণস্থপ" দেখিতে পারিবে।"
যে কবি আশার এই মোহনস্ববে পাঠকদিগকে
বিন্যোহিত করেন, তিনি আমাদের বিশেষ
গল্যবাদের পাত্র। আর আমাদের মধ্যে
যাহারা শোক-পাঁড়িত, ছংথাইত বা তাপদিশ্ব
ভাহারাও এই সাত্তনাম্য কাব্যের গ্রন্থকাবেক
একাস্তচিত্র আদ্ব করিবেন, সন্দেহ নাই।

কাব যে শুদ্ধ আমাদিগকে স^ব্ৰা দিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি আমাদের গন্তব্যপথেরও নিন্ধারণ করিয়াছেন। কবি বলতেজন—

"লক্ষ্য করি তারি (চরম শুভের) পথ, চালা নিজ মনোর্থ, জীবজনো তয় কিবে ? জগদখা জননী।"

তর্থাৎ "না ভৈঃ! মা । ভৈঃ! আকাশে বিহাৎ কুর হাস্ত করিতেছে; করুক; ভীত হইও না। শরীরে অগণিত বৃষ্টিধারা নিপত্তিত হইতেছে; হউক, তাহাতেও বিচলিত

ন। যাহাদিগকে লইয়া ভোমার সংসার-বিপণি সাজাইয়াছিলে তাহারা কোথায় গেল, আর ফিরিল না: হউক_ তাহাতেও বিষয় হইও না। সেই চরুম উত্তের পথ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও। ক্রগ-দ্বা এক্ষণে তোমাকে বিবিধ তাজনা দিতে-ছেন: দিউন, তাহার জন্ম বিলাপ করিও না। কারণ ইহা নিশ্চিত জানিও জগল্মী জগন্মতা অন্তিবিগণে ভোমাকে ক্রোডে তুলিয়া শইয়া তোমার সর্ব্ব ছঃখহরণ করিবেন।' ষে ব্যক্তি সর্ব্ধপ্রকার ছাবে শোকে এই জপ-মালা স্বরণ করিতে পারিবে, ছঃগ শোকে তাহার কিছুই কট ইইবে না। ক্রিও এক-স্থলে ইহার আভাস দিয়াছেন, —তিনি বলিয়া-ছেন-

"হের দশকণ (দশকণা দশমহানি না) ভবার্গতের পাবে কুল।" আমাদের কর্ত্তিনা সম্বদ্ধে কবি আরও এক স্থাব্দে বলিয়াছেন।

"ধরম ধরম পর, আপন ক্রিয়া কর,
সংঘত করি মন, তাহাদেরি নিয়নে"
অর্থাৎ "যে যে কর্মে প্রান্ত আছে, সে
সেই কর্মা অন্ধারে আবিনার কর্ত্তির জগতের
ছংগরাশি দেখিয়া হতাশ বা নিরাধাস হইও
না। সদা "সত্যপথে রাখি মন" নিজ নিজ
কর্ত্তর কর্মা কর্মা করা কর্মা করা

পূর্ব্বোক্ত সকল কথাগুলি একত্রিত করিলে, হেম বাবুর 'দশমহাবিভায়' কি শিক্ষা করা যায় ? হেম বাবু বলেন, "মন্ত্রন্ত্র' হংথে শৌকে অভিভূত হইও না। বর্ত্তমান অন্তক্ত চিরস্থায়ী নহে। ঈরবক্রপায় এ অন্তক্ত নিরাক্তত হইয়া, ইহারই স্থলে শুভ আসিবে। যাহাতে চরম শুভ জগতে

আসিতে পারে, তাহার চেষ্টা কর। বর্তমান সময়ে, সভাপথে থাকিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য অনুসারে আপন আপন জীবে নিয়-মিত কর।'' ভগবদ্গীতা হইতেও এই শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে। ভগবান্ শ্রীক্ষণ বলতেছেন—

"স্থপতঃথে সমে কলা লাভালাভৌ **জয়াজয়ো।** ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্থ নৈবং পাপমবাপ্যাসি।"

"অর্থি সুখ, চু:খ, লভি, অলভি, জায়, পরাজয় প্রভতির বিচার এক্ষণে করিও না 1 যত্র এফণে তোমার কর্ত্তর কর্ম। অতএব যদ্ধ কর। যদ করিলে তোমায় প্রভাবায়-গ্রস্থ হটতে হটবে না। হেম বাবর **শিক্ষা** বর্ত্তমান বঙ্গবাসী ও ভারতবাসীদের পকে বিশেষ উপ্যোগী। প্রাধীন দেশে মহুষ্যের মন স্বভাৰত:ই নৈবাভোৰ অৰকুপে ধীরে ধীরে ভবিতে থাকে। ক্ষরবেগা নদীর স্থায় পরাধীন ব্যক্তির জনগত, যাবতীয় আশা. সদয়েই পর্যবেসিত হয়। নৈরাগ্র**প্রবণ পরা-**ধীন দেশে বিনি হেম বাবুর স্থায় আশার সঞ্জীবন স্থীত প্রাবণ করান. তিনি নীতি ও সুধ উভ্যেবই পথ পরিষ্কৃত এ স্থলে আইও বলা ঘাইতে যে যে কবি ভারতবিলাপ ও ভারতসঙ্গীত निधिया आधारन र निवासकारय आसात जेली-পনা করিয়াছিলেন, সেই কবিই 'দশমহাবিতা' লিখিয়া আমাদের নৈরাজ্যের দমন করিতে-চেন। সংক্ষেপতঃ লভালভ আমরা হেম বাবুর দশহাবিল্লাকে উত্তম শ্রেণী ভক্ত করিতে কিছুমাত্র সম্বৃচিত নহি। আমা-, দের বিশাস যে দশমহাবিলা পাঠে ভারতবাসীর নীতি ও সুণ উভয়ই পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত इंडेरव ।

কবি বহিতেছেন, অশুভ ক্রমে ক্রমে নিরা-

ক্বত হইগা অগুভ হলে গুভ আদিবে। কিন্তু একথার প্রমাণ কি ? প্রমাণ ইতিহাস। পৃথি-বীতে কিরূপে অল্লে অল্লে সভাতার বিকাশ হই-তেছে,তাহা কবি বিশেষ দক্ষতার সহিত আমা-मिगटक प्रथिशाह्य । कवित्र वर्गना इहेट उहे न्मेंडे दिशिटा भा अप्रा यात्र. किस्तान बाह्य बहु অখ্ত হলে শুভ আনীত হইতেছে। কবি বলিতেছেন যে, সংসার-পটের প্রথম অঙ্গে দেখিতে পাইবে, মনুষ্য মনুষাকে আত্মরকার্থ করিতেছে। সে অক্টের মূলমন্ত্র সংহার সেখানে প্রকৃতিররূপা (मर्थी. বিভূষিত হইয়া অহরহঃ নর নরমুগুমালে বিনাশ করিতেছেন। দেখানে যাহা কিছ শিব, যাহা কিছু শাস্ত, তাহাই भनमभिक इन्टेंट्ट দেগানে প্রকৃতিরূপা বিভাষণা, বক্তাক্তবদনা; উলঙ্গা, লোহিত-नम्ना, क्रुक्ष रद्र्या।

আবার সংসার-পটের দিতীয় অঙ্কে দৃষ্ট-পাত কর, দেখিবে, তথায় অভ্নত ক্রিঞ্চিং নিরা-কুত হইয়াছে। দেখিবে, তথায় সভাতার এই প্রথম উলোব হইতেছে। প্রকৃতিরূপ। (मरी त्मशांत्म डोमा, नुम् खमानिनी, लान-রসনা, অট্রাসিনী। কিন্তু এ অঙ্কে দেবী উলঙ্গিনী নহেন। তিনি ব্যাঘ্রর্ঘা পরিধান করিয়াছেন। পূর্বের ন্যায় সংসারের চতুদ্দিকে এখনও চিতা জনিতেছে। কিন্তু ঐ চিতাব मर्पाई श्रम् हैं अन्तर भारत स्था यहित्रह । দেবী অসভ্য মন্থগ্যের মনে এই প্রথম জ্ঞানের অন্ধর প্ররোপিত করিতেছেন। অসভা মনুষ্য পুর্বে পর্বতগছারে, বৃক্ষকোটরে বা ভূগর্ভে বাস করিত। এক্ষণে তাহারা জ্ঞানবলে খড়া কর্ত্তরী লইয়া স্বীয় স্বীয় আবাসভূমি প্রস্তৈত করিতেছে।

সংসার-পটের ভূতীয় অঙ্কে দেবী মন্ত্র্যকে

সভ্যতার পথে আরও অগ্রসর করাইতেছেন। সেগানে দেবী নরনারীর মধ্যে দাম্প্রাপ্তেম সঞ্চারিত করিতেছেন। অস্ভ্য মন্ত্রোর মধ্যে পরিণয়-প্রথা প্রথম প্রবর্তিত ইইতেছে।

কবি দেশাইতেছেন সংসার-পটের চতুর্থ আরু দেশীর আর সে ভয়ঙ্করী মৃত্তি নাই।
তিনি দেশানে মনুনোর মনে অপতামেহ
সঞ্চারিত করিতেছেন। যতদিন পরিশ্ব
প্রথা প্রচালিত ছিল না, ততদিন অপতামেহের প্রাবল্য অন্নত্ত হইত না। কিছু
এপন নরনারী সন্তান সন্ততির প্রতি প্রচুরমেহ
প্রাহাশ করিতেছে।

সংসারপটের প্রথম অক্ষে মহুদোর মনে প্রথম ভক্তি, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি উদিত হই-তেছে। সংশার-পটের ষষ্ঠ অঙ্গে মনুরা মনুরাকে প্রীতি করিতে শিথিতেছে। অর্থাৎ পর্ব্ব আঙ্কে মনুষা প্রতাঃপকার স্বরূপ পিতা মাতাকে ভক্তি করিতে শিথিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে মতুষ্য মনুষ্য মাত্রকেই প্রীতি করিতে শিখিতেছে। সংসার-পটের সপ্রম অঙ্কে মহন্যা প্রস্পার প্রস্পারকে সাহায়া কবিয়া পরম্পার পরস্পারের করিতেতে। সংসারপটের অস্ট্রম অঙ্কে দারিদ্রা মম্বরকে নিহত করিতেছে। অলভা অবস্থায় মন্ত্রা দারিদ্রের সহিত যুদ্ধ ক্ষেত্তে সক্ষম হয় না। কিন্তু যতই সভাতার বিকাশ হয়, তত্তই মন্ত্ৰা দাবিদ্ৰকে প্ৰাভত কবিতে শিক্ষা করে। সকলেই জানেন, যে, সভাদেশে ছৰ্ভিক হয় না।

সংসাব-পটের নবম অক্টে মন্ত্র্য পাপকে পাপ বলিয়া দ্বণা করিতে শিথিয়াছে, এবং পাপের জন্ম অন্তর্গপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সর্ব্বশেষে কবি দেখাইতেছেন যে, সংসার-পটের দশম অঞ্চে মন্ত্র্যা হঃগ শোক তাপ সমন্ত পরাভর করিয়া সর্ব্বমঙ্গার গ্রনে পর**পা, দয়ার অমৃ চসিঞ্চনে সর্ব**-স্প্রভাগ করিতেছে।

বি যে সভাতার এই দশ মর্ত্তির বর্ণনা ছেন, ইহা কি কেবল কবিকল্লনা ? র এই চিত্র যে কলনা-বছল, ভাহা অশ্বীকার করিতেছি না। আমরা हेशहें बनिएं ठाई (य. कन्ना-न इना এট বর্ণনার মৃণভিত্তি ঐতিহাসিক । ঐতিহাসিক ঘটনা। যিনি বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করেন, তিনি া যে, সভ্যতার পুরেষ্ঠেক অধিকাংশ লই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন করেপ 3 বিরাজ করিতেছে। ফিজি দ্বীপের নর-অবিবাদী যে সভাভার সংহারময়ীর धनीत्न वाम कदबन, हेश एक अन्नीकांत ৪ মার বাইট. মাডটোন, কনগ্রীভ রাজনৈতিকগণ যে সভাতার কম্নাগ্রিকা ঘণীনে বাস করেন, ইহাই বা কে না করিবে ৪ হেম বাব দেবীর দশমূর্ত্তির সভাতবিদশ অবস্থার সংযোজনা করিয়া । সহিত বৈজ্ঞানিক সভোৱ স্থন্ত বিমি-পাদন করিয়াছেন।

দ্ব হেম বাবু দেনীর দেশম্ভির সহিত রদশ অবস্থার সংযোজনা বিদয়ে কত্রুর টা ইইরাছেন, একলে তাহারও আলো-রা কর্ত্তব্য বোধ ইইতেছে। নহা-লা, দক্তরা, নৃমুগুমালিনী কালীর সভ্যতার সংহারময়ী মৃত্তির সংগোজনা রে বিবেচনার বড়ই পরিপাটী ই। দেবীর তারামৃত্তির সহিত সভ্য-জানময়ী অবস্থার সংযোজনা মন্দ হয় কারণ জ্ঞানই মহব্যের প্রধান গাঁয়। দেবীর বোড়নী মৃত্তির সভ্যতার প্রেমমনী মূর্ত্তির অবস্থার সংযোজনা বড়ই মধুর হটয়াছে। কারণ বয়সের • প্রথম উন্মেনেই প্রীতির প্রথম উচ্চাদ। ভূবনে-খরীর সহিত স্লেহের সংযোগ মন্দ হয় নাই। কারণ ভুবনেশ্বরী জগনাতার প্রী। ভৈরবীকে কেন ভজিবিধায়িনী বলিয়া বর্ণনা করা হইল গ ধুমাবতী কেন শ্রম-হারিণা ? মাতঙ্গী কেন প্রীতিদায়িনী ? বগলা কেন দারিদ্রাদলনী ? ছিল্লমস্তাতে পাপহারিণী মৃত্তির কলনা স্থানর হইয়াছে। পাপায়শতাড়নায় আপনার আপনি বলি দিতে পারে। সহিত মহালক্ষার সংযোজনা স্থলর ইইনাছে; कति वनस्या इहेट खेंबान आहे ना इहेटन দ্যাপতা অঙ্গুৱিত হয় না। ইহা দাৱা দেশ গেল, ছই তিন্টা মূর্ত্তি ভিন্ন প্রায় আরু সকল গুলিতেই দেবীর ভিন্ন ভিন্ন মৃর্জির সহিত সভাতার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সংযোজনা স্থান্দর इन्द्र एक ।

দশমহাবিভার রূপ বর্ণনা সম্বন্ধে হেম বারুর সহিত আমাদের একটু বিবাদ আছে। তিনি ক্ষেক্টী মূৰ্ত্তি পুৱাণোক্ত প্ৰণালীতে বর্ণন করিয়াছেন। আবার আর কয়েকটা মৃত্তি নিজ কলনা হইতে আঁকিয়া লইয়াছেন। এতদ্বির তিনি আর ক্ষেক্টী মৃত্তিতে পুরাণ ও স্বকপোলকল্পনা উভয়ই বিমিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন। 'ছিন্নমস্তার' 79 পুরাণাম-মোদিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। हेशाउड . পুরাণের পরিত্যাদ্য অংশও পরিতাক্ত হয় নাই। কিন্তু 'বগলা' ও ষোড়শী' কবি নিজ করান্ত্রদারে সজ্জিত করিয়াছেন। 'মাতসী' 'ভৈরবী' মূর্ত্তি কলনা ও পুরাণ উভয়ই সন্মিলিত মাছে। একণে আমাদের বক্তব্য **এই যে,** यथन कवि अहेक्राल सांधीनजा

আমোগ করিতে কুটিত হন নাই, তখন মূর্তি গুলির রূপের সহিত তাহাদের সম্পূর্ণ শামজন্ত থাকা উচিত ছিল। কয়েক সলে মুর্ভিগুলির রূপের সৃহিত, তাহাদের চরিত্র-গত সম্পূৰ্ণ স'মঞ্জু আছে। ধ্যাৰতীকে শ্রমাত্রা, কুংপিপাদাপীতিতা, বনা বিষ্বার क्रांट्रिया कर्ता कर्त्र प्रमात इहेगाड़ि । अह রূপে ভিন্নমস্তাতে মদনোনাদের বর্ণনা বড উপযোগী হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানমন্ত্ৰী ভারাকে লম্বোদরা বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। জ্ঞানের সহিত লম্বোদরতার কি সম্পর্ক? কিংবা জানের সহিত পিঙ্গলবর্ণের কি সম্বন্ধ ? যিনি ক্ষেত্ৰময়ী তাঁহার হল্তে অন্তুপ, অভয়, বর প্রভৃতি কেন্ ৪ জ্জিবিধায়িনী ভৈর্থীর মন্তকে মালা বড স্থানর দেখাইতে পারে। কিন্তু ভাঁহার স্তন বক্তলেপিত কেন ? যদি হেম বাব পোৱাণিকী বর্ণনা অক্ষুণ্ন রাখিতেন. ভাহা হইলে ভাঁহার সহিত বিবাদ ক্রিতাম না। কিন্তু যথন তিনি মধ্যে মধ্যে কবি-স্থাত স্থাতন্ত্রা অবশ্বন করিয়াছেন, তথন সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া মর্ত্তি গুলির রূপে ও চরিত্রে সম্পূর্ণ সামপ্রত্ত রক্ষা করিলে खान इंडेल।

আমরা 'দশমহাবি গার' প্রতিপাত বিষয় সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম। এক্ষণে ইহার ক্রনা, ভাষা, চবিত্র-বিজ্ঞাস প্রভৃতি সম্বন্ধে ক্ষেক্টী কথা বলিয়া খামরা হেম বাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কবিব।

১ম--কল্লনা !

পুরাণ, তত্ত্ব প্রস্তৃতিতে 'দশমহাবিভার রূপ প্রথম ক্ষিত হয়। মাকণ্ডের পুরাণে দেবীর দশরূপের বর্ণনা আছে, কিন্তু ঐ দশ রূপের 'দশমহাবিভা, অভিধান তথনও দেওয়া হয় নাই। তত্তির মার্কণ্ডের পুরাণোক্ত-

দেবীর দশমূর্ত্তির নাম গুলির সহিত 'দশ ৰিজার' নাম গুলির ঐকা হয় না। মার্ক भूबाटन दनवीय मन नाम वह-इनी. नमक সিংহবাহিনী, মহিষমর্দ্দিনী, জগদ্ধাত্রী, ক মক্রকেশী, তারা, ছিল্লমস্তকা, জগদেগ শুন্ত নিশুন্ত বধকালে দেবী পূর্ব্বোক্ত দশ ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অস্তর বধ কৰি জিলেন। * ইহার পর কালীকৈবলাদা নামক পুত্তকে দেবীর এই দশমূর্ত্তিকে দশ বিলা নামে আখ্যাত করা ইইয়াছে। কা देकवनामधिमी दर्शास इस उद्धात १थ । কবিহাজেন। কালীকৈবলাদা দেবীর দশমর্ত্তির ভিন্ন আথ্যা—দিয়াছেন যথা "কালী, তারা, রাজ-রাজেশ্বরী, ভৈ গুমাবতী, ভবনেশ্বী, ছিল্লমন্তা, মাতলী. কমলা ৷ कामीटेकवनामा অনুসারেও দেবী অস্তরবধার্থ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্ত আবাব नागीरेकनमामाधिनीए ध অস্তুরের নাম বর্ণিত হইয়াছে, মার্ক প্রাণে তাহা হয় নাই। মার্কভেয় পুর ছিল্পনতা, নিওম্ব বধ করিয়াছেন। কৈবলাদায়িনীতে ছিল্পন্তা জাংবার অন্তর বধ করিয়াছেন। মাকণ্ডেয় ভারা শুস্তব্ধ করিয়াছেন, কালীকৈন দায়িনীতে তারা উদ্ধৃশিধ অম্বর বধ ক্র कांगीरेक वनामाधिनी মহাবিভার পূজার যে ক্রম লিখিয়াটে আজিও বঙ্গদেশে সেই ক্রম অবলম্বিত ই कानीर करनामाशिमी शांदक । *কাত্তিকেয় অমাবস্থা স্বাতি**থক** তায়। মহানিশা মধ্যেতে পুজিবে কালিকায়

* See Ward's "View of the Hister Literature & Religion of the Hindus" গুৱা পূজা ফাস্থন মাসেতে নিরূপিত।

बेনীতে কোজাগর পৌর্ণমাসী তিথি। লক্ষী আরাধেয় নক্ষত্র রেবতী ॥"" हा प्रिया अञ्जल (वांध इय एए, यनि अ ेक वनामायिनी পৌরাণিক মতেৰ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারই মত াবে বৃহদেশ সমস্ত পরিচালিত হইত।* देकरना ना प्रिनीय अञ्चल । जिल्ल কবিরাও এই দশমহাবিতার উল্লেখ, ধনা, স্তব, স্তৃতি প্রস্তৃতি করিয়াছিলেন। त्रीम मत्या मत्या इहे अक मृद्धित खेटलथ (इन ভারতচন্দ্র 'দশমহাবিভার' ব্যাথ্যা করিয়াছেন। বর্ত্ত্যান সময়ের করাও 'দশমহাবিতার' কলনায় মোহিত উহাদের রূপবর্ণনা, ব্যাখ্যা প্রভৃতি ছেন। এই সমন্ত বিবেচনা করিলে 'প্রতীতি হয় বে. আমাদের জাতিমধো হাবিথার প্রতি প্রতিও ভক্তি বহুকাল চই বিভাষান আছে।

ইংলজ্ঞের আদিম অধিবাদী কেণ্টিদিগের

শুনরগুরে স্কুইডেনবাদী কাণ্ডিনাবিকরের ন্তায় ভারতীয় হিলুবাও অভুত। পক্ষপাতী। এজন্ত হিলু কবিরাও
ক সময়ে অভুতরদের অবতারণা কবিয়া
ন। শকুস্তলার জন্ম, শকুস্তলার শকুস্তযোপাবক্ষা, শকুস্তলার অপায়। কর্তৃক
বৈণ, মহাদেবের কপোলানি:স্তজ্যোদিঃ
কামদেবের বিনাশ, মন্দারকুস্নাঘাতে

ইন্দ্যতীর প্রাণত্যাগ, সমুদ্যম্থনে ঐরাবত, উচ্চে:শ্রবা প্রভৃতির সমুখান, কিশোরব্দ্ধ রামতক্র কঠক তাড়কারাক্ষণী বদ ও হরধম্প্রজ্ঞা, রুক্টের প্তনাবদ, রুক্টের গোরদ্ধন-দারণ প্রভৃতি অভ্তরদ-বহুল নানা চিত্র আমাদের কাব্যে ও প্রাণে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহি-যাছে। দশমহাবিভার আভোপান্ত অছ্ত-ভাববহুল। এবং বোধ হয় এই জন্তই দশ-মহাবিভা আমাদের দেশে প্রাচীন ও নবীন উভ্যু দল দারাই এত সমাদৃত হইয়া থাকেন। হেম বাবু হিন্দুশাল্পোক্ত দশমহাবিভাগণের অভ্তত্ব প্রায়াং অক্ষ্ম রাথিয়াছেন। তুই একটি দৃষ্টান্ত নিলেই ইহা বিলক্ষণ অমুভৃত হইতে পারিবে।

কালীকৈবল্যদায়িনীতে ধ্যাবতীর বর্ণনা এইরূপ ;—

"ব্মারণে কাত্যায়নী হইল প্রকাশ।
অতি বৃদ্ধা বিধবা পকতা কেশপাশ।
বৃদ্ধবিদ্ধার অতি কৃপায় কাতব।
ধ্যবর্গা, বাতাদে ছলিছে প্রোধব।
ভগ্গকটি, বিভারিত মলিন বদন।
বাম হাতে কুলা, ডানি হাত কম্পমান
কাত্যায়নী নিকটে হৈল বিভমান।।
ভারতচন্দ্র ধ্যাবতীর বর্ণনা করিতেছেন;
"দেবি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিল নয়ন।
ধ্যাবতী হয়ে সতী দিলা দর্শন।।
অতি বৃদ্ধা, বিধবা বাতাদে দোলে স্তন!
কাকধ্বজ-বর্থারুড়া ধ্যের বরণ।।
বিস্তারবদনা কুশা কুধায় আকুলা।
এক হস্ত কম্পমান, আত হস্তে কুলা।।"
তেম বার ধ্যাবতীর বর্ণনা করিতেছেন:—

হেম বাবু ধ্যাবতীর বর্ণনা করিতেছেন;—

"কাছে তার দলম**ল ধে ভূবন উজ্জল**আবস্ত স্থানিশাল জিনি অন্ত ভূবনে।

[্]ষধন। ইতাও বলা যাইতে পারে যে, ৰঙ্গদেশের ক্রম দেখিয়া কালীকৈবলাদায়িনী তাহা নিজ্ কুম্মিবিই ক্রিয়া লইয়াছেন।

मीर्घा विक्रम अम শুভাবরণচ্চদ कृष्टिननयना यांगा द्यावजी धवरण ॥ ক্ষ্ণপ্ৰাসাত্ৰা শৃষ্টি প্রেটি রা, विभुक्तरकनी वाभा जीवदः व विनादन। শ্ৰমকান্ত প্ৰাণিকেশ ঘ্যাইতে রূক বেশ বিধবার রূপে নিতা সতী হোথাবিকাশে হন্তে স্থাপিত কলা বিবর্ণা অতি চঞ্চলা. রথধ্বজোপরি ক'কচিল প্রকাশে ॥" কোন কোন স্থলে হেন বাবু পুরাণ অক্র রাথিয়াও প্রর্বাত্তী কবিগণকে বর্ণনামাধ্যো পরাজিত করিয়াছেন। ভারত্যক্ত মাত্রসীর রূপ বর্ণনা ক্রিতেভেন:-"রক্রপ্রাসনা বামার্জ্জবর পরি। চতভ ছে খড়াচৰ্ম পাশাস্থশ ধরি॥ ত্রিলোচনা অর্জ্জন্ত কপালফলকে। চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে ॥" कानीरेकवनानाधिनी यांच्हीत क्रभ করিতেছেন:--

"প্রাধ্বনা শ্রামা বক্তব্দনা মাত্রী॥

চতুকু বিজ্ঞাত্র্য পশিক্ষিপ প্রা।

ক্রিলোচনী মুক্তকেশী মুগান্ধ-শেখরা॥"

হেম বার্মাত্রীর এইক্রপ বর্ণনা করিতেত্তেন:—

"প্রাক্ত মনোহর, হের নিকটে তার
অন্ত ভূবন কিবা দোহল্য গনণে।
বীণা বাজিছে করে, বাদনে থরে থরে,
কুন্তল দলমা স্থানর বাদনে ॥
কলহাস শোভাসম, খেতমাল্য নিরুপম,
মাতারী শাজার মালা ই করে পরেছে।
প্রীতি ভূলি ভবতলে, সর্বাজীব হংগদলে,
মাতারীর ক্রপে সতী পদ্মদলে বসেছে॥
সত্যের অন্তর্বাধে ইহাও বলিতে ইইভেছে
যে, কোন কোন হলে হেম বাব্র কবিকর্ত্বক প্রাজিত ইইমাছেন।

হেম বাবু ছিল্লমন্তার কপ ব করিতেছেন;— "হের আর উল্লেদেশ, মদনোম্থাব বো ছিল্লমন্তা ভয়ন্তবী লাভ নিজ কবিরে বিকট উৎকট মর্তি——

জগতের সর্ব্বপাপ নিজ অঙ্গে ধরিয়া কালীকৈবল্যদায়িনী ছিল্লমন্তার রূপ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"প্তবে তুই। হয়ে দেবী করিলা অভয়।

চিন্তা নাই স্কৃত্ব হণ্ড কুধা শান্তি * হয়

এত বলি নিজ মুণ্ড করিয়া ছেদন।

আপনার বাম করে করিলা ধারণ॥

কণ্ঠ হৈতে তিন ধারা তিন দিকে ধায়।

এক ধারা ছিল্লমন্তা অতি স্কৃত্বে থায়॥

ছই ধারা তুই স্বাধী স্কৃত্বে করে পান।

নিজ রক্তে ক্ষ্যানল করিল নির্ব্বাণ॥"

এইরূপে হেম বাবু কগনও বা পূর্বনি কবিগণকে পরান্ধিত কবিয়াছেন, কগনও তাঁহাদের কত্তক পরান্ধিত হইরাছে কিন্তু তিনি শুদ্ধ পুরাণের মধ্যে নিন্ধ ক কারাবন্ধ কবিয়া রাখেন নাই । বি নিন্দ্রে কয়েকটা অভূতরস-বহুল িত্রর করিয়াছেন। আমরা নিম্নে এইরূপ তিনটি চিত্রের উল্লেখ করিতেছি।

(ক) মেগানে মহাদেব স্পষ্টর আছে
অপসারিত করিতেছেন এবং বিশ্বস্থ যাবং
বস্ত একে একে শিবদেহে প্রাব্ধ হইতে
সেখানে করির কল্পনা এক স্থানর ও অচিত্রের স্থাই করিয়াছে।
"শাসরোধ করি ভীম শুনিকেন অনিরে।
বিশ্ব অঙ্গ লুকাইল মহাকাল-শরীরে ॥

দেবী ছিল্লনতা রূপে কুধায় অধিয় ইইয়াজিল কিছুতেই তাঁহার কুধানির্তি হয় নাই।

একৈ°একে জগতের আভরণ থসিল। চক্ততারা রশ্মি মেদ অভ্রসনে ভূবিল।

স্বৰ্গপুৰী বসাতল হিমালিং ছুটল। শাৰ্কাহাৰা বস্কুৱৰা শিব অঙ্গে মিশিল। মুবে মুবে শৃশুপথে বিশ্বাকাৰ ধাৰ্যৰে। ঝড়ে যে যে অৱণ্যেত্ৰে প্ৰবেতে ছাৰ্যৱে॥

- (থ) কবি আর এক স্থলে স্টের ও সভ্যাতার আনিম অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন,—

 "হেন বেগে বিশ্ব যুবে নাহি ধরে কল্পনা, ধ্যকেত্র ভীমণতি নহে তার তুলনা ।

 আপনার বেগে স্থির মেল্লণ্ড উপরি।
 স্রোভন্তপে পেলে তাহে বেগধারা লহরী ॥
 সচেতন অচেতন যত আছে নিবিলে।
 ক্রমি বীট প্রাণিকায়া জনমে সে কল্পোলে ॥
 বিশ্বন্ধ প্রণী জড় জ্বে নত সেগানে।
 ঘোরন্ধ মহাকালী গ্রাদে মুগব্যাদানে ॥
 অঙ্গ হতে বেগে প্নং বেগধারা বিহারে।
 "ক্রালব্দনা কালী নতা করে হুস্কারে॥"

 "স্বালব্দনা কালী নতা করে হুস্কারে॥"

 "স্বালব্দনা কালী নতা করে হুস্কারে॥"

 "স্বালব্দনা কালী নতা করে হুস্কারে॥

 "স্বালব্দনা কালী নতা করে হুস্কারে॥

 "স্বালব্দনা কালী নতা করে হুস্কারে॥

 "স্বালব্দনা করে বুল্বাল্যানার বুল্বাল্যানার বুল্বাল্যানার বুল্বালয়নার বুল্বাল
- (গ) কবি আর এক স্থলে সভাতার প্রথম অবস্থা বর্ণনা করিভেছেন,— "কেহ নিজ মুও কাটে জীয়ে প্রত্ন রক্ত চাটে শ'াকিনী রূপিণী ঘোরা কালিকারে ঘেরিয়া।

কালীর সঙ্গিনী বঙ্গে, ছুটিছে তাদের সঙ্গে বিলি থিনি হাসি, মুখে কি বিকট ভঙ্গিমা।। মুখে মুগু চিবাইয়া, করে করতালি দিয়া ডাঁকিনী ধাইছে কত স্ক্রনী রক্তিমা।। জড় প্রকৃতির ছলে, শিবদেহ পদতলে নুমুগুমালিনী কালী হুভঙ্কারি নাচিছে। সংহার নিরূপণ, বদনেতে বিদারণ শিশুকর কড়মড়ি চর্ম্বণেতে গিলিছে। (ঘ) বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু বিশ্বে প্রত্যা-বর্ত্তন করিতেছে:—

শীবে মগম নায়ু প্রবাহিদ স্থাননে।
ধরণী ধরিল শোভা সহাত্য বদনে॥
কুঞ্জে কুটিন লতা তককুল হরষে।
ছুটতে লাগিল পুরু স্রোতোধারা তরদে॥
পক্তম, কীট, পশু, পুরু পেয়ে চেতনে।
গুঞ্জিল ভিতন্তবে প্রকটিত জীবনে॥
মিনাইন দশরণ উমারূপ ধরিল।
হরগোরী রূপে সতী হিমালয়ে উদিল॥"

আমরা একলে হেম বাবুর ভাষার **সম্বন্ধে** ছই একটি কথা বশিব।

যে ভাষাতে ভাবের ছায়া স্পষ্টতঃ ক্ষিত্ত হব, তাহাকে উৎক্ষত ভাষা বনা যাইতে পাবে। এইকপ ভাষাকে ইংবেশ্বীতে ভাবের প্রতিধ্বনি কহে। নর্ভ্রনীর নৃত্য কথন ক্ষত, কথন বা শীর হইয়া থাকে। গ্রের নৃত্যবর্ণনা পাঠ কবিলে ঐ বর্ণনার মন্যেও ধেন ক্ষত্ত হয়। ক্ষতনৃত্য গ্রে এইকপে বর্ণনা বরিয়াছেন; —

Now pursuing, now retreating
Now in circling troops they meet.'
আবার ধীর নৃত্য বর্ণনাকালে কবি বর্ণনা
করিতেছেন—

SI w melting etrains their queen's approach declare."

এইরপ ভাষা বাস্তবিশই ভাবের প্রতিধ্বনি। হেম বাব্য ভাষা অনেক স্থলে ভাবের প্রতিধ্বনি বলিয়া অনুভূত হয়। নারদ বীণা বাদন করিতেছেন, বীণা কথনও বা পঞ্চমে নামিতেছে, কথনও বা সপ্তমে উঠিতেছে। যথন নাম্য বীণা পঞ্চমে নামাইতেছেন,

তথন কবির ভাষাও সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমে নামিতেছে যথা;—

'ষ্ব মৃথ গুল্ধন অঙ্গুলি ক্ৰুবণে।
সবিং প্ৰাব। ইল সুন্দৰ বাদনে।
কণ্ কণ্ নিক্ৰণ কোমলে মিলিয়া।'
আমাৰাৰ নাৰদেৰ বীণা ধখন সপ্তমে উঠিতেছে,
তখন কবিব ভাষাও সেই সপ্তম তানেৰ
আক্ৰুক্ৰণ কৰিতেছে;—

'ক্রমে গুরুগর্জন সপ্তমে ছুটিয়া।'

যথন আনন্দের কথা বলা হইতেছে,
তথন কবির ভাষাতেও যেন সেই আনন্দের
প্রতিধানি ইইতেছে,—

'আনন্দে তরুকুল মঞ্জরি হাসিশ। আনন্দে তরুভাল বিহঙ্গে সাঞ্জিল॥'

যথন কোথাও ধীর গতির বর্ণনা করা হইতেচে:—

'মৃত্ব হাসি রঞ্জিশ মহাদেব বদনে। বিচলিত কৈলাদ মৃত্ব মৃত্চলনে॥ ধীর মৃত্বল গতি কৈলাদ চলিল। মধ্য গগন ভ'ষে শিবপুরী বসিল॥' এই কন্ত্র পঙ্কি পড়িলে মনে হয়, যেন কৈলাদ পর্বত ধীরে ধীরে ভোমার দল্প দিয়া ধাইতেছে।

আবার যথন ভয়ানক বা বীভংস বসের অবভারণা করা হইয়াছে, তথন হেম বাবুর ভাষার মধ্যেও সেই ভয়ানক ও বীভংসত্বের ছায়া পড়িয়াছে ;—

"শুক্ত শব্দ শীখ, মুধব্যাদান ফাক বন্ধ জন বিদেহ নেহি সেহি চলিছে। পর্ম হুঙীবন ফটা প্রদাবন উৎকট গর্জন তবঙ্গে চলিছে। কৃশ্ম কমটী কৃট উর্মিতে লট পট লোহিত ভ্যাতৃত্ব সংপুট খুনিছে।" এইরপে আরও বহুতর হুলে ভাষার উৎকর্য দেখান যাইতে পারিবে।

এক্ষণে চরিত্রবিক্তাস সম্বন্ধে হ একটী
কথা বলিয়া আমরা সমালোচনার উপসংহার
করিব। আমাদের বিবেচনায় দশ্মহাবিত্তার
প্রথম কয়েকটি পরিছেন্দে শিবের শিবস্থ
সংরক্ষিত হয় নাই। যিনি দেবাদিদেব
জগদ্পুরু, তিনি স্ত্রীশোকে অধীর হইয়া,—
'ছুড়ে ফেলি হাড়মাল, করে যদি ভক্ষজাল,

বিভূতি বিধীন কৈলা কাগা।' এগানে মহাদেবকে নিতান্ত প্ৰাকৃত **জনের** ভাষ ব'না করা হইষাছে।

কাব্যাংশে দিখীয় পরিচ্ছেলটি দশমহাবিহার সর্ব্বোংক্ট অংশ। বঙ্গভাষায় এরূপ
কলয়বিদারক স্থাধুর বিলাপ আর কোণাও
আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।—
'হরব স্থাদ্য ভলয় উচাটিত

ক্ষপতী পরিণয় বাদে।

কত স্থগে যাপন আহরহ বংসর

দক্ষহহিতা ছিল পাশে।

কত বিগ গেলন মৃবজি-প্রত্নতি কর্মান জুলাইতে শব্ধর ভোলা।
পাকিবে চিরদিন, ক্রমিণটে অন্ধন
সে সব বিলসিত লীলা।"
সেই যোগ সাধন, কেনই ঘুচাইলে
ভিক্ষ্কে বসাইলি ঘরে।
কেনই তেয়াগিলি কেনই সমাণিলি
সে সাধ এডদিন পরে।"

এই সমস্ত কবিতার এক একটি পদ বন্ধ সাহিত্যরূপ নৃত্ন কাননে এক একটি প্রাক্ত্র টিত পূপ্প, কিন্তু আমাদের মনে হয় যেন দেবাদিদেব জগংস্রষ্টা মহাদেবের মূবে এ কথাগুলি তাদৃশ শোভা পাইডেছে না। আমরা বীকার করি মুকুলরাম, ভারতচন্ত্র, "শিবের যে অবমাননা করিয়াছেন, হেম বার তাহা হইতে শিবকে অনেক উত্তে রাথিলাছেন; কিন্তু শিবকে আরও উত্তে রাথিলে শিবের স্থান রক্ষা করা হইত। দেখুন জক্রপ অবস্থায় কালিবাস শিবকে কিরপ চিত্রিক করিয়াছেন। কালিবাসর শিব সতীশোকে ক্রন্থ নিক্র করিয়া তপোমগ্র আছেন। দেবদারু তলে, ব্যায়ক্তর্থ পরিধান করিয়া মহাদেব তপ্তায় নিমগ্র হইগ্র আছেন। তিনি আজি বারাসনে উপিটি। ইংহার দেহে, বদনমগুলে শেকের, বিবাদের বা বিলাপের চিক্রমান্ত্র নাই। তিনি ধীর তির ও নিশ্চন।

"অর্ষ্টদংরস্থমিবাধুবাইম্ অপামিবাধারমন্ত্রবঙ্গম্। অস্ত্র-চরাণ্!ং মঞ্জাং নিরোধাং নিবাতনিক্সমিব প্রবীপম্।"

মহাদের অর্টিদংর ছ সেথের ভাষ, তরঙ্গ-বিক্রীন সমুদ্রের ভাষ, নিবাতনিক্ষপ প্রনীপের ভাষ, কালিদাস এ ক্লে শোকের বর্গনা করিয়াও শিবের শিবত্ব অক্ষুর রাগিয়াছেন। যদি হেম বারু প্রাণোক্ত শিববিলাপ বর্গনা না করিয়া কালিদাসের শিবতিত্ব আমাদের সন্মুখে ঠাহার অনুপম ভাষায় বর্গনা করিতেন, ভাহা হইলে 'দশমগবিলা' আরও মহান্দ্য ও নির্বিগ্ন হইত।

আমরা নিরপেক ভাবে যথাশক্তি হেম বাবুর কাব্যের দোষ গুণ বিচার করিলান। যদিকেই আমাদের সমালোচনা এতদ্র পাঠ করিয়া থাকেন, ভাহা ইইলো তিনি অবগ্রাই আমাদের সহিত স্বাকার করিবেন যে, দশমহা-বিভাবস্কাষায় এক অতি উল্লেশ রন্ধ। আমবা আশা করি, বঙ্গবাদী এ উল্লেশ ব্যের

যথোচিত সমাদর করিয়া চিরদিন ইহা কঠে ধারণ করিবে।

আমরা শুনিয়া ছঃপিত হইলাম খে, 'দশ-মহাবিভা' দাধারণ পাঠকের নিকট স্যাণ্ড হইতেকেনা। আমরা এ সংবাদে ছঃবিত হইথাতি বটে, কিন্ত বিশ্বিত হই নাই। কারণ সাধারণ পাঠকের মনস্থাই হয়, এরূপ কথা 'দশমহাবিভাষ' নাই। দেখুন, ইহাতে 'প্রিয়তমে' নাই, প্রাণনাথ' নাই, 'কটিল কটাক্ষ' নাই, 'মধুর रामि' नारे. 'প्रवानन' नार्ड 'विधम्थी' नारे. বলিতে কি ইহাতে 'কোকিল-ঝন্ধার' নাই. 'ল্মর-গুজন' নাই, 'বস্তু স্মীরণ' নাই, 'বিবাহ' নাই, 'প্রস্নাগ' নাই, 'মিলন' न'हे. 'दिएक्त' नाहे। आवाद अग्रिक्त ইহাতে "বী ব্রুষ' নাই 'ভারত-উদার' নাই. '(म"-छेनाद' नाहे। इःश्वत कथा विनव कि. পেরাধীনতার ছর্ভেল নিগড়, নাই। ইহাতে আছে কি যে, দাবাৰে বসবাদী পভিয়া স্থা হুইতে পারে ৫ দেখদেখি, হেম বাবু আগে কেমন লিখিতেন।

' মই শশী মই খানে, এই স্থানে **হই জনে,** কতবার মনে মনে কত আশা **করেছি,** কতবার প্রেমদার মুখ্যক্ত হেরেছি,'

দেগদেখি কেমন মধুর ভাব, কেমন সহজেই সনৱসম হয়। এ সকল সরস কবিতা না লিখিয়া হেম বাবু লিখিয়াছেন কিনা,

"কুৰ্মাক্ম সীকৃট উৰ্মিতে লট**পট"**

এ সকল কথা কে পড়ে ? যদি উচ্চদরের .
কবিতা পড়িতে হয়, ইংবেজীতে পড়িব ।—
cuin serz: thee, ruthless" পড়িয়া,
re eltary bends a a krow ye net'
পড়িব। বাসালায় পড়িতে হইলে সবস
ছিনিস্পড়িব। যাহা অন্ধনিদিত, অন্ধলাঞ্জ

অবস্থায় পড়া যায়, এমন জিনিদ পড়িব। কে। তোমার কাষ্ট্রতারা সইয়া মাথা বকাবকি করে १

ठिक कथा। डाइ अभवाभि। धवत्रनात. এ সাব বধবং প্রভিত্ত না। হেমচন্দ্র অন্যপাতে ষাউক। তুমি "কোমলকুস্থম", কুস্থম-কোরক 'नरनिनी, 'नमांविनामिनी, 'क्यनकामिनी' শময় পাও, তবে একট একট লওন বৃহস্থ পডিও।

আর কবিবর হেমচনা যদি আপনি সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে চান, তাহা হ**ইলে আ**র এরপ পুত্তক লিখিবেন না; তাহা হইলেই বলিতে পারি, তাঁহাদের লেখনী কিন্তু যদি বঙ্গভাষাকে জগন্মান্তা ও জগ্ব। ধারণ সার্থক ইউয়াছে।

পূজা করিতে চান, যৰি নি ে অক্ষুকীর্ত্তি मोंड क्तिटंड ठान, यमि कृति जीवन मार्थक. ক্রিতে চান, প্রকৃত দেশট্ডিনীর স্ক্রের পুজা চান, তাহা ইইলে এইরূপ কবিতা निधियां दशीय भाठकिमादक मनत्न छ दि छेत-ইয়া নিজের ও দেখের অতুল মঙ্গল সাধন করিতে थोक्न। यनि वदम्य कमाणीयान् त्नशरकता প্রভৃতি যে সকল নবেল ও কবিতা নিত্য নিত্য | ক্ষণস্থায়ী প্রতিষ্ঠার নিরুষ্ট প্রালোভনে, সাধারণ वांटिव स्टेंटट्ड, जारा भार्र कत, जात यहि किति भक्षिम अवाटर अवांटिस ना स्टेगा, ब्रेटे রূপ প্রয়োগে মন্ততঃ ছুইটা পাঠকেরও করি পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হন.--সাতকোটী বাঙ্গা-শীর মধ্যে অন্ততঃ ছুইটাকেও জীবনগত কর্তুবোর ছর্গমবল্পে পাদচারণা করিতে প্ররোচিত করেন,

मग्राक्ष ।

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর দেন মহাশয়ে

জবাকুস্থম তৈল।

মস্তর্ক ও কেশের জগধিখ্যা ত হিতকরতৈল।

এই মহোবৰ প ম স্থানি জৰাকুত্ম তৈল মন্তবে ব্যবহার করিলে কেশান্তর, অলালে কেশের প্রতা, ইক্রপুণ্ড অর্থাং টাক প্রভৃতি কেশানকাত্ত সমস্ত পীঢ়ার শাতি হয়, কলতঃ যে যে গুল পাকিলে কেশের উইনর্ম নাবিত হয়, তংসমন্তর্গ ইহাতে সমাক্ বর্তমান আছে। অধিকত্ত ইহা দালে মুত্রক্যান মন্তিদনৌর্কান, সর্বান মন হত্ত করা, কর্ত্তবা কার্য্যে অনিচ্ছা, অন্ত্রতি শুক্রবায় ও অতি মানক সেবন জন্ম বা দীর্যকালের প্রমেহাদি হেতু মহিলের পীঢ়া এবং দর্শন ও শ্রাণ শক্তিম অল্পতা প্রভৃতি বোগ সকল অতি সম্ব নিবারিত হয় এবং মতিক স্থাতল করে। ইহা বালুজন্য শিরোবোলের মহৌন্য।

বাঁহানের অধিক পরিমাণে মন্তিকের পরিচালনা করিতে হয়, তাঁহানের মন্তিক অবিকৃত
সম্পূর্ণ কার্যাক্ষম ও স্থনীতল রাপিতে হইলে
জবাকুস্থম তৈল বাবহার করা অবশ্র করিও।
ইহা ব্যবহার করিলে অবিক মান্দিক এম জ্বল কেনেরলা পীড়া আক্রমণ করিতে পারে না।
শ্রমজন্ত অবসার সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে
আমানের জবাকুস্থম তৈল অবিভীয় মহৌমধ।
বিবিধ কারণে মন্ত্রম শরীরের শোণিত উত্তপ্ত
হয়্যা মন্তিক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা
ব্যবহারে সেই উত্তপ্ত শোণিত স্থনীতল
হয়্যা মন্তিক কিয়াবান্ ও সমস্ত বায়ু-বিক্রির
দ্বীভূত করে। এই পরম স্থান্তি তৈল জীপূর্বৰ সকলেরই চিত্তের নিরতিশ্ব প্রাভূতাসাধক। ইহা অতি মনোহর-গ্রানিষ্টি।

যাঁহারা বছ দিবস হইতে শিরোরের ও কেশ্যবন্ধীয় পীড়ায় কই পাইতেছেন এবং বছবিধ চিকিৎসায় আবোগালাভে হতাশ হইবাছেন, তাঁহারা আবস্ত হউন, জ্বাকুস্থম তৈল ব্যবহার কর্মন, আবোগা হইবেন। বাঁহারা ছর্লাগালতঃ নিরাস্থান বঞ্চিত হইয়াজন জ্বান্ধা মানাদের জ্বাকুস্থম তৈল ব্যবহার কর্মন, ইহা ব্যবহারে স্বাস্থানাশক এবং কঠনায়ক নিজানাশ ও নিজারতা পীড়া হইতে আবোগ্য লাভ করিবেন। এই সকল পীড়ায় রোগা যত দিবদ না জ্বাকুস্থম তৈল ব্যবহার ক্রিতেছেন—তত দিবদ তাঁহার চিকিৎসা নিশ্বই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

'পি কে, সেন কোম্পানির জবাকুস্থম ভৈ**ল** ২৯ নং কনুটোলাধীউ—কলিকাতা।''

এই কথাগুলি অন্ধিত আছে। গ্রাহক অনুগ্রহ পূর্বক দেখিয়া গইবেন।

স্থুরবলী ক্যায়

ब्रक्टपृष्टित अवार्थ मरशिष्ध।

এই দেশীয় मानमा राउहादा मकन श्रकात কপু, বাত, বক্তহৃষ্টি, উপদংশ, দক্ত, সর্ব্বপ্রকার র্শ্বরোগ, পারদ্বিকৃতি ও যাবভীয় ছষ্ট-ক্ষত নশ্চঃই নিরাক্ত হয়। অধিকন্ত ইহা দারা শারীরিক দৌর্জন্য, ক্লশতা ও ধাতৃক্ষীণতা প্রভৃতি দুরীভূত হইয়া শরীর স্বল ও পুষ্ট এবং চিত্ত প্রকুল হয়। ইহা দেবনে অ≭ প্রত্যঞ্ াকল সতেজ ও বলিষ্ঠ এবং ক্ষুধাবুদ্ধি ও কোষ্ট गरिकात स्टेम शांक। (य मकन वाकित মুর্বের উপদংশ (গর্মির পীড়া) হইয়াছিল. गथवा य मकंग वाकि शृदर्व भावन वावश्व চরিয়াছেন, তাঁহাদের শরীর নীরোগ ও দার্ঘক্ষম রাখিবার জন্ম আমাদের স্করেলী **ঃবায় ব্যবহার করা নিভান্ত আবস্তুক। কারণ** হরবলী ক্যায়ের ভাগ বক্তপরিশারক ঔষধ দগতে আর নাই। দৃষিতরক্ত-ব্যক্তি স্করনলী হযায় ব্যবহাবের পর নৃতন দেহ ও নবজীবন লাভ করেন।

্র বল্লী ক্ষায় পারদের একমাত্র মহোষধ।

পারদ রক্তের বড়ই বিষম শক্ত। শরীর ইতে এই বিষকে নিদাশিত করিতে না ারিলে নিজের শরীর এবং ভাবী বংশধর-শের শরীর চিরকালের জন্ম নই হইয়া যায়, রংল্লী ক্যায়ের অন্তপ্তম রক্ত-শোধকতা ক্তর গুণে মল মৃত্র ঘর্মাদি বারা শরীরা স্তরক্ত পারদকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। অতএব সকল ব্যক্তি পারদ ব্যবহার করিয়াছেন— ালামেল খাইয়াছেন, মুখ আনাইয়াছেন অথবা বাতি টানিয়াছেন—তাঁহারা স্থারবাট্টী,
কনায় বাবহার কক্ষন, শরীর হইতে পারদ
বিষ বিদ্বিত হইথা ষাইবে, শোণিত নির্মাণ
হইবে এবং উপপের প্রভাবে ভাবী বংশধরগণও
নিরাপদ হইবেন। দিন ক্ষেক স্থাবলী ক্ষায়
ব্যবহারের পর প্রস্রাব ধরিয়া দেখিলে জানিতে
পারিবেন, প্রস্রাবের সহিত পারদের অতি স্ক্র্যা
ক্ষা রেণ্ শরীর হইতে বহির্গত হইয়া
যাইকেচে

X

ञ्चतवल्लो क्याय गत भित मर्वत खान्ने उपथ । উপদংশ (গ্রমি)-বিষ শরীরের ভয়ম্বর শক্ত। অচিকিৎসিত থাকিলে এই ছুষ্ট ব্যাধিতে শরীরকে চিরকালের জন্ম রোগপ্রবণ করিয়া তলে, ও ইহার পজাকর প্রতাপ বংশধরগণের দেহে প্রকাশ পায় এবং তাহাদিগকেও পৈত্রিক বক্তচ্চির জন্ম ভগ্নসান্য ও জীবনাত কবিয়া রাখে। স্থরবল্লী ক্যায়ের ভাষ সর্বাঞ্গদম্পন্ন নিৰ্দোষ দ্ৰবাসমষ্টতে প্ৰস্তুত পূৰ্ণবীৰ্যাসমন্বিত দালদা কিছু দিবদব্যবহার করা ব্যতীত এই কুজ্দাধ্য পীড়ার নির্দ্ধ কবল হইতে অব্যাহতি পাইবার আর উপায় নাই। আমরা অহস্কার পূর্ম বলিতে পারি যে. স্থরবল্লী কর্ষায় উপ-দংশ বিষ নাশের জগতে অদিতীয় আশ্চর্যা তেজ্ঞাসম্পন্ন ঔষধ। স্বব্দনী ক্যায় সেকনে উপদংশিক বাত, শরীরের বিক্তুচিক্, স্থানে স্থানে ক্ষত, বেৰনা, শাগ্ৰীবিক অধান্ধতা, জালা, মাথাধরা, জরবোধ, কোষ্ঠাশুদ্ধি প্রাকৃতি উপসূর্গ আবোগা হটয়া থাকে।

স্থাবন্ধী ক্যায়ের অন্য-সাধারণ শোণিত শোধকতাগুলে শ্রীব হইতে উপদংশের বিষ সম্পূর্ণরূপে নিঙ্কাশিত করিয়া দেয়। কাজেই ভবিষাতে উপদংশ-জনিত বাত এবং মজ্জুটি পীড়ায় কট পাইবার কোনরূপ আশক্ষা থাকে না। অপিচ পুল্ল-জাদিতেও এই লক্ষাক্র পীড়া সংক্রামিত হইতে পারে না। সন্তান-পুলি বেশ স্বস্থ ও সবলকাম হইয়া জন্মগ্রহণ করিকা থাকে।

কর্দ্ধবিশাকে যিনি এই উপদংশ (গরমি)
পী রাম আক্রান্ত ইইয়াছেন—ইটারর প্রতি
সরল উপদেশ, বদি চিরকালের জন্ত নিরাময়
ধাকিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহা ইইলে স্থবয় নী
ক্ষাম বাবহার করুন। যদি এই কুংসিত
পীড়া নিজ দেহে সংক্রামিত হওয়ার বিনয়
বন্ধ, প্রতিবেশী, আত্মীয়, গুরুজন প্রতুতি
জানিবার পূর্বের্ম পীড়ার নির্দয় করুল হইতে
সম্পূর্ণরূপে মুক্তিনাভ করিতে অভিসাবী হয়েন,
ডাহা হইলে আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া
স্থবয় কালিয় হাইতে আরম্ভ করুন। এত
শীল্প নির্দোধকপে চিরকালের জন্ত পীড়া
আারোগ্য ইইয়া যাইবে যে, ফ্লদর্শনে নিজেকেই বিশ্বিত ও চমৎকুত হইতে হইবে।

মাতৃহ্ধ যেমন শিশুর জীবন রক্ষার প্রধান উপায়, স্থরবলী কণায়ও সেইরূপ গ্রমি রোগির রোগস্কির ও স্বাহ্যসংস্থিতির সর্বশ্রের উপি। আজকাল সালসার নামে অনেকে পারদ ও অক্তান্ত পদার্থ সংযুক্ত বিষ বিক্রয় করিয়া থাকেন। সেইজন্ত উপা ক্রয় করিবার পূর্বে বিশেষক্রণ সাবধান হওয়া আবঞ্চক। যেন স্থবা ভ্রমে প্রসা দিয়া বিষ ক্রয় করা না হয়। স্থবর্মীক্ষায় অমৃত ভূলা। ইহাতে কোন প্রকার দ্বিত পদার্থ নাই।

एत्रवलीक्वारत्र वा इत्र ज्ञारतागा इत्र ।

বাতব্রজ পাঁড়া অতি ভ্যানক। ঐ নামে
সকলেই শিহরিয়া উঠেন। কিন্তু আমাদের
স্থববন্ধী সেবনে লক্ষ্ক লক্ষ্ক বাতব্রজ্ঞ বোগী
আবোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং প্রমন্ত্রে
সংসার্থান্ধা নির্মাহ করিতেছেন।

স্থাবন্ন। কৰায় সৰ্ব্বোৎকৃতি পুষ্টিক্য ও বসায়ন।

বাঁহাবা ক্লয়, জীগ ও ছর্ম্বল—কিছুতেই
শরীর শোধবাইতে পারিতেছেন না এবং
ঘোটা তাজা হইতেছেন না, তাহারা স্থারকী
ক্লাম দিন কতক ব্যবহার কক্ষন, শরীকর
ক্রি পাইবেন এবং জ্ঞুকশ্মীয় শশ্ধবের
ভাষ দিন দিন ক্ট-পুট ও কাছিবিনিট
হুইবেন।

স্থরবল্লী কথায় **বা**তের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।

ইহা বাবহারে প্রামহ ও উপদংশ জনিত
নিতান্ত বন্ধনাধায়ক ও ক্ছুলাধা বাতশীড়া
এত শীঘ্র নির্দ্দের মণে অ'বোগা হয় যে, রোগী
ও্যধের ফল দর্শনে সম্বিক বিভিত্ত ও চমংকৃত হইয়া থাকেন। এই সিন্ধক্রপ্রাম মহোমধ
ম্ববলী ক্রায়ের মদাধারণ ওজোবর্জ গুণে
শরীর হইতে বাতের বিষকে অভি শীঘ্র
বহিসত করিয়া দেয়।

স্থ্রবল্লা কৰায়ে বল-বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়

"তদ্বিজন হি কবির বলবর্ণস্থামুদা।

যুনক্তিং প্রাণিনং প্রাণ: শোণিতং হস্পবর্ততে

চরক্সংহিতা—স্তাহান্দ

তগৰান চরক কহিয়াছেন বে "রিভা শোণিত প্রাণিগণকে বল, বর্ণ ও স্থায়ু: সময়ি কবে, এবং প্রাণিগণে: প্রণ শোণিতের অভ গমন কবিয়া থাকে।

বিশ্বন শোপিত ব্যতিবেকে শারীরিক কি ক সংবৃক্ষিত বা সংবৃদ্ধিত হওয়া অসম্ভব । লোই বীর্য্য, পোক্ষ চার প্রস্থৃতি গুণনিচয় শারীবি বলের উপর বিশেষজপে নির্ভব করে । উত্ত শীলভা, অফিটভা, উৎসাহ প্রস্থৃতি গুণার্বা গতে ষশবী ইইবার একমাত্র উপায়। সেই

মন্ত সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত রাগিতে হইগে

থবা সাংসাবিক হ্ন্য, সম্যক্রপে উপভোগ

বিতে ইইলে শারীবিক সামর্থোর অর্থাৎ

ইজর শোণিতের সংরক্ষণ বড়ই আবশুক।

ক্রেড্রেমানবের বিশুর শোণিত বেরূপ করা।

ইন্ডেএরূপ আর কিছুই নাই। আমানের

রবন্ধী ক্যায় ব্যবহারে শোণিতের সম্ভ মপবিত্রতা বিদ্বিত ইইয়া রুপির বিশুর ও

নর্মান ইইয়া থাকে। রক্তব্রনির ইহা অতি

ইক্রেষ্ট্রন্ম।

এক শিশির মৃন্য নেড় টাকা। ডাকমণ্ডেলাদি।গার আনা। তিন শিশির মৃন্য পনর সিকি।
কমান্ডলাদি সতর আনা। ৯ আট শিশির
ল্যুদশ টাকা। ডাকমান্ডলাদি এই টাকা।
রল বা ষ্টামানে লইলে মান্ডল আট আনা।

অমৃতাদি বটিকা

সর্ববপ্রকার জ্বরের ভাব্যর্থ মহোষধ।

অমৃতাদি বটকা দর্মপ্রকার জবের বড়ই দার ঔরধ। অমৃতাদি বটকা ব্যবহার করিলে রাতন জবে, প্রীহাজর, যক্ষমণ্যক জব, ধাতুত্ব বিষমজর, রাজিজর, লাজর, বাত-শৈত্তিক জব—অতি অল্ল বসের মধ্যে নির্কোবন্ধে আরোগ্য হইরা ম। অমৃতাদি বাটকা ন্যালেরিয়াও বিশেষ প্রকার করে। ধাহারা মালেরিয়াও কই কিতেছেন—কুইনাইন্-ঘটত বা অন্ত কোন করে ব্যবহার করিয়া আরোগ্য লাভ

করিতে পারিতেছেন না-পুনঃ পুনঃ জরে পভিতেছেন, ভাঁহারা আমাদের অমভাদিল বটিকা ব্যবহার করুন—অভিশীঘ একেবারে আরাম হইয়া যাইবেন। মাালেবিয়ার জব আর আক্রমণ করিতে পারিবে না। শীঘট শ্বীবের হুর্মণতা ও মাাজ মাাজানি এবং অরুচি দর হইয়া যাইবে। শবীর সবল ও ফুর্রিযুক্ত হইবে। বাহাদের একাদশী অমাবস্তা বা পুর্ণিমার সময় শরীরে জ্বভাব হয়, অমৃতাদি বটি চা তাঁহাদের পক্ষে মহৌষ্ধির কার্য্য করে। যে সকল ব্যক্তির বৈকালে শরীর "বিভার" হয় এবং হস্ত পদের তাল ও চক্ষ জালা করে বা মাথা ধরে, সেই সকল লোকের পক্ষে অনুতাদি বটিকার ভাগ্ন উপকারী ওঁবধ আর নাই। যাঁহাদের জব ঘৰঘমে—বাত দিন ভোগ করে—অথবা বাঁহাদের জবে নাওয়া থাওয়া (মান ও আহার) সহা হয়-এক-কোটা অনুতাদি বটকা ব্যবহার করিলেই ভাঁহারা বেশ উপকার পাইবেন।

কুইনাইন ব্যবহার করিয়া বাঁহাদের এর অট্কাইয়া গিয়াছে—শরীর শোধ্রাই-তেছেনা—উহাদের পক্ষে অমৃতাদি বটকা অতি স্থান্থ । সামাজ্য সদ্দি লাগিলেই বাঁহাদের এক দিবস ব্যবহার করিলেই ভাহাদের শবীর গট্গটে হইয়া যায়।

ডাক্তারী চিকিংসায় বাঁহারা এব হইতে আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই—শরীরের মাত্রনাথানি সারে নাই, ক্ষ্পা হয় নাই—বল পান নাই—অমৃতাদি বটিকা ব্যবহারে তাঁহারা বড়ই আশ্চর্য্য ফল পাইয়া থাকেন। বোগ শীঘ্রই দুরে পলায়ন করে এবং শরীর স্ক্ত্ব সবল হয়।



